বিশ্ব-সাহিত্যে ও শরৎচন্দ্র

SCL Kolkata

পৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পরিবেশক
সাহিত্য জগৎ
২০৩/৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মাতৃদেবীর
শ্রীচরণে

ভূমিকা

আদিম যুগ থেকে সুখান্বেষী মানুষ জীবন-যুদ্ধ করে চলেছে—সে দেহে-মনে
া হতে চেয়েছে কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে আজ বিংশশতকের এই
জ্ঞানিক সমারোহের যুগেও মানুষ সুখী হয়নি। আজ পৃথিবীর প্রতিটি লোক
ন্ন-বস্ত্র-গৃহের প্রাথমিক প্রয়োজনও মেটাতে পারেনি। এই নিরন্তর জীবন যুদ্ধের
াঝেই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে—মানুষ সভ্য থেকে সভ্যতর হ'য়েছে। এই
ভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন যুগে মানুষের চিত্তবৃত্তি, ভিন্ন ভিন্ন ধারায় গড়ে উঠেছে
এবং চিত্তবৃত্তির বৈশিষ্ট্যই যুগধর্মে দর্শন, সাহিত্য, শিল্প সৃষ্টি করেছে কিন্তু তার
মূল হেতু মানুষ জড় ও আত্মিক জগতে সুখী হতে চেয়েছে—জড় ও আত্মিক
জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছে কিন্তু বার বার সে ব্যর্থ হয়েছে। রহস্যময়
মানুষের এই চিত্তোন্মেষের সংগ্রাম।

যুগে যুগে, সভ্যতার স্তরে স্তরে মানুষের চিত্তবৃত্তি যে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে তার
প্রকাশ হয়েছে সাহিত্য ও দর্শনে। এই সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যেই মানব-চিত্তের
ইতিবৃত্ত রয়ে গেছে—এই ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মানুষের চিত্তবিকাশের
সঙ্গে চিত্তবিকারও দেখা দিয়েছে এবং সাহিত্যের প্রবহমান স্রোত ইতিহাসের পৃষ্ঠায়
এই চিত্তের পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে রেখে গেছে।

বিশেষ যুগের বাস্তব, নৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত
হ'য়ে সাহিত্য যুগধর্মী হয়ে উঠেছে এবং এই সাহিত্যেই যুগচিত্ত বিধৃত হয়েছে।
বিশ্ব-সাহিত্যের এই ক্রমবিকাশ ও পরিণতি, মানব-চিত্তোন্মেষের ইতিহাস ও
হৃদয়বৃত্তি অনুসরণ করে বাংলার সাম্প্রতিক যুগের সাহিত্যকে সম্যকভাবে বুঝবার
একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়েছে এই গ্রন্থে। উনবিংশ শতকে বাংলার চিত্তবৃত্তি,
শরৎচন্দ্রের যুগ ও শরৎ মানস বিশ্লেষণ করে, কোন্ কোন্ ধারা এই বাংলা সাহিত্যে
সঞ্চারিত হয়ে তাকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করেছে তাঁরই একটা নিরপেক্ষ মূল্যায়নের
প্রচেষ্টও করা হয়েছে—এই পরিপ্রেক্ষিতে শরৎ সাহিত্যের দান কতটুকু এবং তাঁর সৃষ্টির
বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যই বা কি তাও নিরূপনের চেষ্টাও হয়েছে। বিশ্বের চিত্তোন্মেষের
সংগ্রামে শরৎ-সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নের জন্যেই বিশ্ব-সাহিত্য বিকাশের পথ
অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়েছে।

যুগচিত্ত ও চিন্তাধারার প্রভাবে সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিও নিরন্তর
পরিবর্তিত হয়েছে—এই পরিবর্তনজাত ভিন্ন মত ও পথের বিরোধও চিরকালই
আছে। তবে সাহিত্য যদি মানুষের হৃদয় ও সভ্যতার পরিপোষক বলে গ্রহণ
করা যায় তবে সর্বকালীন একটা বিচার পদ্ধতির সূত্র পাওয়া যেতে পারে। যা
মানুষকে ব্যক্তি জীবনে সুখী হতে সাহায্য করেনি, মানব সমাজকে সুখী করতে

প্রেরণা দেয়নি, মানুষকে ভালবাসতে শেখায় নি, হৃদয়কে বিস্তৃততর করেনি তার আত্মিক উন্নতির সহায়ক হয়নি, তা সত্যিকার সাহিত্য কিনা তা বিদগ্ধজনের বিচার্য। তবে আমি আমার ক্ষুদ্র বিচার বুদ্ধিতে এই সূত্রানুযায়ী শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। সত্য, শিব, ও সুন্দরকে পৃথক করে কল্পনা করতে বা সত্যশিব নিরপেক্ষভাবে সুন্দরের (Aesthetic) কল্পনা করতে সক্ষম হতে পারিনি।

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণের পথে একমাত্র কথা-কাহিনী ও গল্পের সঙ্গে যে কাব্য, নাটক বা উপন্যাস প্রভৃতির সম্পর্ক আছে তারই উল্লেখ করা হয়েছে —সাহিত্যের অন্যান্য ধারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত না হলেও তার সামান্য প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে মাত্র। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা আমাদের দেশে এসেছিল ইংরাজির মাধ্যমে এবং ইংরাজি সাহিত্য আমাদের দেশে সুপরিচিত, তাই কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক উপন্যাস সাহিত্যই আলোচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে কিছু কিছু দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব বচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি। কেবলমাত্র দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক যে নীতিবাদ (Ethics) সমাজ ও মানব মনকে যুগে যুগে নিয়ন্ত্রিত করেছে বা করতে চেষ্টা করেছে তারই ইতিহাস অনুসরণ করা হয়েছে, যেহেতু এই নীতি-বোধের সঙ্গে মানবচিত্ত ও চিত্তবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সংযোগ আছে এবং তারই সঙ্গে যুগে যুগে মানবচিত্তের সংযোগ ও সংঘর্ষও হয়েছে—এই সংঘর্ষের মধ্যেই সাহিত্য তাঁর বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করেছে।

গ্রন্থে কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—এই শব্দগুলি যথাসম্ভব 'চলন্তিকা' থেকে গৃহীত। সাধারণতঃ ইংরাজি প্রতিশব্দ পাশে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরে সেই শব্দ সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যথা জৈবাবেগ (Passion) শব্দটি এই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তবে 'Passion' কথাটি আর বন্ধনীতে দেওয়া হয়নি। 'চলন্তিকা'র কোন শব্দ পছন্দ না হলে নূতন শব্দ ব্যবহার করেছি—যেমন নীতিবিদ্যার (Ethics) স্থলে 'নীতিবাদ' এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'নীতিধর্ম' ব্যবহার করেছি।

একাধিক লেখকের যে সকল উদ্ধৃতি একই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে তাতে প্রথম বার গ্রন্থের নাম ও লেখকের নাম দেওয়া হয়েছে এবং পরে সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—Civilization and Ethics—Dr. Albert Schweitzer —p—39 এর স্থলে Ibid. Schweitzer—p—39 বা—শুধু Schweitzer —p—39 এইরূপ ছাপা হয়েছে। অথবা কেবল গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে। ভিন্ন গ্রন্থ হলে গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। শরৎ সাহিত্য, গীতা প্রভৃতি দেশীয় গ্রন্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে শুধু ৮।১৩২ বা ৩।১২ এইরূপ ছাপা হয়েছে, তাঁর অর্থ—শরৎ সাহিত্য সংগ্রহের ৮ম সম্ভারের ১৩২ পৃষ্ঠা, বা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক।

গ্রীক, লাটিন, ফরাসী স্পেনীশ লেখকের নাম বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন বানান

লিখেছেন—উক্ত লেখক প্রসঙ্গে তাঁর বানানই রাখা হয়েছে। যেমন Bowra-র Sophocles এবং Keith এর Sophokles দুই রকমই আছে।

যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা গ্রন্থশেষে **গ্রন্থ-পঞ্জীতে** দেওয়া হয়েছে এবং প্রসঙ্গ নিরূপনের সুবিধার্থে **নির্দেশিকা** (Index) দেওয়া হয়েছে। সর্ব-প্রকার প্রযত্ন সত্বেও যে কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে একথা বলা বাহুল্য—ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন এ দেশে নির্ভুল ভাবে পুস্তক মুদ্রণ কি দুঃসাধ্য ব্যাপার। গ্রন্থশেষে **শুদ্ধি-পত্রে** যথা সম্ভব সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কখনও এই গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্ভব হয় তবে নির্ভুল মুদ্রনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

এই পুস্তক প্রনয়ন ও মুদ্রণের জন্য কত বন্ধু কত শুভার্থীর কাছে যে কত রূপে ঋণী তা বলে শেষ করা যায় না বলেই তা আপাততঃ না-বলা রয়ে গেল। যদি কখনও বলবার সুযোগ আসে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুদিন আসে, তবে সেই দিন তাঁদের নাম ও আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন এই গ্রন্থের আয়ুর সঙ্গে সংযুক্ত করে নিজেকে কৃতার্থ করবো।

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও ডাঃ শিশির মিত্র সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার এবং অগ্রজপ্রতিম শ্রীসুনীলকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁদের আলমবাজারস্থ পারিবারিক গ্রন্থাগার যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ না দিলে, আজ এ গ্রন্থ অসমাপ্তই থেকে যেত। স্নেহভাজন শ্রীমুরারী রায় 'নির্দেশিকা' রচনা করে দিয়েছেন। কৃতঘ্নতার আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেতে এদের নাম সশ্রদ্ধভাবে এবং সস্নেহে উল্লেখ করে কৃতার্থ হলাম। ইতি—

বিনীত

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বিশ্ব-সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র

বিশ্ব-সাহিত্য

ও

মানব জীবনবোধ

নিউগিনির অভ্যন্তরে গভীর অরণ্যভূমির অধিবাসী পপুয়ান—অসভ্য হিংস্র নরমাংসভোজী বর্বর। যুদ্ধবন্দী আহত ও হতকে তারা নিয়ে আসে ভোজ্য রূপে। বন্দীর দু'টি হাতকে বড় গাছের কাণ্ডের দু'দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে, হাতের তালু ছিদ্র ক'রে, তার ভিতর দিয়ে দড়ি প্রবেশ করিয়ে বেঁধে রাখা হয় কয়েক দিন। ক্ষুধায়, পিপাসায়, ক্ষতের যন্ত্রণায়, কীট পতঙ্গের দংশনে দিনের পর দিন সে চীৎকার করে, তার পর উৎসবের দিন স্থির হয়। সেদিন একটা ট্যাটা জাতীয় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে তার মাংসল স্থান বিদ্ধ ক'রে জলাশয়ে নিয়ে ধুয়ে আনা হয়। নারিকেলের পাতার দড়ি দিয়ে ঢিলে ক'রে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বৃক্ষশাখায় তাকে টাঙিয়ে, নীচে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর তার চারিপাশে চলে নৃত্য-গীত, আগুনের আঁচে ধীরে ধীরে জীবন্ত দগ্ধ হয় লোকটি। গলার দড়িটা পুড়ে যখন শবটি ধপ্‌ ক'রে পড়ে আগুনের মাঝে তখন তাকে টেনে নিয়ে এসে ওরা কেটে কেটে খায়, আর তার সঙ্গে চলে নৃত্য-গীত। এটা বিজয়োল্লাস, সমাজজীবনের উৎসব।

ব্রেজিলের এমনি আদিম অধিবাসীরাও নরমাংসভোজী কিন্তু তারা দরদী, বন্দীকে খাদ্যপথ্য দিয়ে স্বাস্থ্যবান করে তোলে, খাদ্য হিসাবে সুস্বাদু করবার জন্যে। এমন কি এই দু'দিনের বন্দীজীবনের নিঃসঙ্গতা দূর করতে একটা সাময়িক পত্নীরও ব্যবস্থা করে। তারপরে শুভদিনে তার এই দেহের সদ্ব্যবহার করা হয় উৎসব সহকারে। (১)

আজ সভ্যযুগের মানুষ এই বর্ণনা পড়ে, সুদূরের এই আদিম বন্ধুটির দুঃখে দুঃখ বোধ করে। তার হৃদয় করুণায় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে কিন্তু সভ্য মানুষের পূর্বপুরুষও এমনি বর্বর একদিন ছিল, এমনি ক'রে নরমাংসের উৎসব তারা করেছে। আজ এ কথা চিন্তা ক'রে দেহমন শিউরে ওঠে। কেন?

(১) Perhaps the most striking case of all is that afforded by some of the Brazilian tribes. The captives taken by them in war used to be kept up for some time and fatted up; after which they were killed and eaten. Yet even here during the time that they had to live, each poor wretch was generally provided with a temporary wife.—The Origin of Civilization and the Primitive condition of Man—Lord Avebury, p. 140.

এই হৃদয়হীন বর্বর পশুর অন্তরকে এমন সংবেদনশীল, অনুভূতিপ্রবণ ক'রে তুলেছে কে বা কি? হৃদয়ের এ প্রসারতা মানুষ পেয়েছে কোথায়? বিজ্ঞানের দান বস্তু জগতকে যতই উন্নত করুক না কেন, এই পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতার প্রকৃত দান মানব মনের এই সংবেদনশীলতাটুকু মাত্র। ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সাহিত্য সৌন্দর্য্যবোধ কোনটি কতটুকু সাহায্য করেছে এই মানবচিত্ত বিকাশের? রাজনীতি, সমাজনীতি, পারিপার্শ্বিক দানই বা এই ক্ষেত্রে কতটুকু? বিত্ত ও চিত্তের মধ্যে সংযোগই বা কতখানি? এর হিসাব করতে গেলে মানুষকে বিচার করতে হয় সেই আদিম যুগ থেকে।

একদিন বানর গোত্রীয় মানুষ বাস করত বৃক্ষশাখায়। বাদাম, ফল, পত্র খেয়ে জীবন ধারণ করত,—ভূমি স্পর্শ করবার সাহস ছিল না তার, স্থলভাগ তখন হিংস্র পশু ও সরীসৃপের বাসভূমি। আজ বিংশ শতকের নগর মানুষের বিলাসের স্বর্গভূমি। এই বৃহৎ যুগকে পণ্ডিতগণ নানা ভাগে ভাগ করেছেন। যদি ধরা হয় একশত সহস্র বৎসরে এই বিবর্তন ঘটেছে, তবে তার মধ্যে মানুষের ষাট হাজার বছর কেটেছে পশু-জীবনে, পঁয়ত্রিশ হাজার বছর কেটেছে বর্বর-জীবনে, আর সভ্য-জীবনের বয়স মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর। পশু ও বর্বর জীবনকে তারা উচ্চ, মধ্য ও অন্ত এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যুগে যুগে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাঝে মানুষের সমাজ বিবর্তন হয়েছে,—এক একটি আবিষ্কার তার সমাজজীবনকে নতুন ভাবে সাজিয়েছে, সেই হিসাবেই বিবর্তনের যুগ তারা নিরূপণ করেছেন। (২)

আগুন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত নিম্ন পশুযুগ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে তারা বাস করত; ফল, বাদাম খেয়ে জীবন ধারণ করত। আগুন আবিষ্কারের পর থেকে তীর ধনুক আবিষ্কার পর্যন্ত মধ্য পশুযুগ এবং তীর-ধনুক থেকে মৃৎশিল্প সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত অন্ত পশুযুগ। আগুন আবিষ্কারের পর থেকে মানুষ কৃত্রিম খাদ্য খেতে শিখেছিল। মাছ মাংস পুড়িয়ে খাওয়া এবং আগুনের সাহায্যে আত্মরক্ষা করা তখন সহজ সাধ্য। তাই তারা ক্ষুদ্র বাসভূমি ছেড়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। হাডসন উপসাগরের তীরবর্তী Athapascan জাতির মধ্যে এখনও এই পশুযুগ বর্তমান।

বর্বর যুগের আরম্ভ এই মৃৎশিল্প থেকে। এই সময়ও কোন ধ্বনিবাচক বর্ণমালার সৃষ্টি হয়নি। তখনও articulate speechই তাদের ভাষা। (৩) মৃৎশিল্প থেকে পূর্ব গোলার্ধে পশুপালন ও পশ্চিম গোলার্ধে কৃষিকার্যের আবিষ্কার, ও প্রস্তর ব্যবহার পর্যন্ত আদি বর্বরযুগ। কৃষি ও পশুপালন থেকে লৌহ আবিষ্কার পর্যন্ত মধ্য বর্বরযুগ। আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানরা আজও এই মধ্যযুগের সাক্ষী। এশীয় আর্যগণ পশুপালনের পরে কৃষিকার্য আয়ত্ত করেছিলেন। সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায়

(২) Ancient Society—L. H. Morgan.

(৩) Those possessing this art (pottery) but who never attained a phonetic alphabet—Ibid—p. 10.

পশুদিগের নাম এক হলেও, শস্তের নাম আদি সংস্কৃততে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র zea বা যব ব্যতীত। (৪)

লৌহ প্রস্তুত থেকে বর্ণমালা ও লিখন আবিষ্কার পর্যন্ত অন্ত বর্বরযুগ। লিখন ও সাহিত্য সৃষ্টি থেকেই সভ্যতার আরম্ভ—হোমারের সময়ের গ্রীক্জাতি, রোম সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে রোমক জাতি ও সিজারের সময়ের জার্মানজাতি এই প্রারম্ভিক সভ্য যুগের মানুষ। প্রাগৈতিহাসিক ভারত ও মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে জানবার যথেষ্ট উপাদান আজও আবিষ্কৃত হয়নি। (৫)

এই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে সমাজ, বাসভূমি, মানবপ্রকৃতিরও পরিবর্তন হ'য়েছে সন্দেহ নেই। আদি পশুযুগে ক্ষুদ্র একটু স্থানে একটি ক্ষুদ্র পরিবার বাস করত এবং তখন ভাই-বোনের বিবাহ ও প্রজনন (Consanguine Family) স্বাভাবিক ছিল। আগুন আবিষ্কারের পরে যখন তারা ছড়িয়ে পড়ল, তখন বাসভূমিও বিস্তীর্ণতা লাভ করল এবং একসঙ্গে কয়েক পরিবার মিলে শিকার ও যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করল,—সেই যাযাবর সমাজে বিবাহের রূপও বদলে গেল। তখন এক পরিবারের ভাইবোনদের সঙ্গে অন্য পরিবারের ভাইবোনদের পারস্পরিক বিবাহ (Punalua Family) হত। এ বিবাহ ছিল স্বাধীন যৌন মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এক পরিবারের মধ্যে যৌনমিলন দণ্ডার্হ ছিল। এই পরিবারের দলগুলি একটি সীমিত পরিবেশের অধীশ্বর হ'য়ে থাকত এবং প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধ ও বিরোধের দ্বারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখতে বাধ্য হত। যেহেতু এই তথাকথিত রাজ্য রক্ষার উপর তাদের জীবন ধারণ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

কৃষি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে হল যাযাবর বৃত্তি। তারা নদীতীরে, বা জলাভূমির নিকটে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করল—সৃষ্টি হল গ্রামের। আরম্ভ হল নর-নারীর এক বিবাহ (Syndyasmian Family)—আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পদ বিভক্ত হ'য়ে ব্যক্তি-সম্পদ হ'য়ে দাঁড়াল—সঙ্গে সঙ্গে নারীও। ক্ষমতাবান বহুবিবাহ (Patriarchal Family) সৃষ্টি করল, দারিদ্র্য ক্ষীণবীর্য করল একবিবাহযুক্ত পরিবার (Monogamian Family)। বৃক্ষশাখা ছেড়ে মানুষ এই প্রথম ঘর বাঁধল গ্রামে ; এর মাঝে সমাজ, ব্যক্তি, পরিবার, রীতিনীতিরও পরিবর্তন হল যুগে যুগে। সমাজ ব্যবস্থার মাঝে একটি নীতিধর্মও (ethics) ধীরে ধীরে দানা বাঁধল।

পরিবার, ভাষা, ধর্ম ও সম্পদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সমাজ ও রাষ্ট্র ; আবিষ্কার, অনুষ্ঠান ও সমাজবিধি বা নীতিধর্মের মধ্য দিয়ে পুরুষ পরম্পরায় অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে গড়ে উঠেছে মানব-মন। বর্বর যুগের সমাজেও দেখা যায়

(৪) Ibid—p. 23.

(৫) Much remains to be learnt, particularly about the antecedents of the rich and distinctive civilizations of India and China—From Savagery to Cirilization.—Grahame Clark—p. 88.

প্রধান নিয়োগ ও বিনিয়োগের ক্ষমতা। স্বজাতির মধ্যে বিবাহনিষেধ, মৃতের সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার, পারস্পরিক সাহায্য, আত্মরক্ষা, নামকরণ ক্ষমতা, সর্বজনীন ধর্মানুষ্ঠান পরিষদ নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী বর্তমান। মানুষের পূর্বপুরুষ বানর বানরই রয়ে গেছে অথচ মানুষ এই সমাজবিধি সৃষ্টি করে সুসভ্য হল কেমন করে? এর প্রধানতম কারণ, বানরের ভাষা নেই, এবং তাদেরই এক গোষ্ঠী যার থেকে মানুষ সৃষ্টি হল তাদের ভাষা ছিল। এই ভাষার মাধ্যমেই মানুষ মানবত্ব অর্জন করেছে। (৬)

ভাষার থেকেই হয়েছে শ্রুতি, তার থেকেই বিভিন্ন বস্তুর নাম ও মূল্য সৃষ্টি—তার থেকেই মানুষের সুন্দর বোধশক্তি। ভাষার মাধ্যমেই তারা আবিষ্কারের দানকে বিনিময় করেছে এবং পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান ভাণ্ডারকে সঞ্চয় ক'রে বলীয়ান হয়েছে, প্রগতিশীল হয়েছে। এই ভাষা ও তার (ধ্বনি-সংকেত) লিখন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান ভাণ্ডার যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়েছে, তাই আজ বিংশ শতকের মানুষকে ব্যোমজয়ী করে তুলেছে। (৭)

ভাষা চিন্তানিরপেক্ষভাবে সৃষ্ট হয়নি। ভাষা অর্থে মনোভাব বা চিন্তার প্রকাশ। মানবসমাজে যখন ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হল তার পূর্বেই মানুষের চিন্তাশক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তারই প্রকাশ হয়েছে ভাষায়। চিন্তাশক্তি অর্থে যুক্তির সাহায্যে ভালমন্দ বিচার—বিচারশক্তি (Rational thinking) ভাষার ভিত্তি। চিন্তাই জ্ঞানের জনক—সুতরাং প্রথমে কথিত ভাষা ও পরে লিখিত ভাষার গহনে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান ভাণ্ডার যুগে যুগে ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চিত হয়েছে; এই জ্ঞানই আমাদের সভ্যতার মূলধন। ভাষার ধ্বনি কিরূপে প্রতীক চিহ্নে লিখিত হল তার ইতিহাস নিরূপণ একরকম দুঃসাধ্য তবে পণ্ডিতগণ মনে করেন, সেমিটিক জাতি ও ফিনিসিয়গণই প্রথম ধ্বনিকে অক্ষরে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। (৮)

(৬) The possession of articulate speech can, however, be accepted as a criterion of humanity at once decisive and of immense significance—Savagery to Civilization—Grahame Clark—p. 7.

(৭) The social effectiveness of man's technical capacity was enhanced beyond measure by his ability to share his discoveries with his fellows, hand them over to posterity and so accumulate experience over generations—Ibid—p. 8.

(৮) The origin of language has been investigated far enough to find the grave difficulties in the way of any solution of the problem......Lucretus remarks that with sound and gesture, mankind in the primitive age intimated their thoughts stammeringly to each other. He assumes that thought preceeds speech and the gesture language preceeded articulate language—Ancient Society—Morgan—p. 43.

(৮) The phonetic alphabet came like other inventions at the end of successive efforts......He (Egyptian) could write in permanent character on stone, Then came the inquisitive Phoenicians, the first navigators and traders on sea who, whether previously versed in *hiér o glyphs* or other wise, seem to have entered at a bound upon labors of the Egyptians, and by an inspiration of genius. to have mastered that problem over which the latter was dreaming. He produced that wonderous alphabet of sixteen letters, which in time gave to mankind a written language and the means of literary and historical records—Ancient Society—Morgan—p. 31.

এই তিমিরাচ্ছন্ন যুগ থেকে মানুষ আজকের এই উজ্জ্বল সভ্যতায় এল কেন? মানুষ বাঁচতে চেয়েছে, বেঁচে থাকার (will-to-live) একটা দুর্দম জৈব ইচ্ছাশক্তি রয়েছে এই অগ্রগতির পিছনে। তারা শুধু বেঁচে থাকতেই চায়নি, বাঁচবার মত বাঁচতে চেয়েছে, পূর্ণভাবে বাঁচতে চেয়েছে। এই অদম্য ইচ্ছাশক্তিই মানুষকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আজ ক্ষমতাবান করে তুলেছে। (৯)

আদিম পশুমানব সমাজে প্রযুক্তি-বিস্তার (technology) অভাব বশতঃ তারা প্রকৃতিজ দ্রব্যই ব্যবহার করত। লতার তৈরী ঝুড়িই ছিল পাত্র, চামড়া ও বল্কল বা ঘাসই ছিল বসন, খুঁচবার প্রস্তর খানিই অস্ত্র এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল শামুক ও কড়ি। কিন্তু সেই সমাজেও শিকারলব্ধ মাংস ভাগের একটা সামাজিক নিয়ম ছিল। (১০) এরা ছিল প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য এরা উপলব্ধি করেনি। শিকারের প্রয়োজনেই এরা যন্ত্র-প্রযুক্তির চেষ্টা করে—তার প্রথম অস্ত্র লাঠি, তার পরে লাঠির একদিক সূক্ষ্ম ক'রে তৈরী করে বল্লম, তার পরে করে লাঠি ও তীক্ষ্ণমুখ পাথর দিয়ে কুড়ুল। এই সামান্য অস্ত্রের সাহায্যেই চলে তাদের জীবনযুদ্ধ, প্রকৃতির বিরূপতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। চিন্তাশক্তি প্রখরতর হলে তারা আবিষ্কার করে পশু ধরবার ফাঁদ। প্রস্তর ঘর্ষণের মধ্যে আবিষ্কার করে আগুন। আগুন জ্বালিয়ে গুহায় বাস করত নির্ভয়ে। এখানেও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁচবার প্রয়োজনেই একটা নীতি তাদের গড়ে উঠেছিল—সেখানে দলের মাঝে সাম্যনীতিই ছিল সমাজের নির্দেশ। শিকারীর আহৃত খাদ্য সমাজ নিয়মে দলের সকলের মাঝেই বণ্টন করা হত। (১১) এই সমাজনীতির মূলে কেবল বাঁচবার ইচ্ছাই ছিল না, বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনও তারা বুঝেছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। সবার জীবনে একক ভাবে শিকার হয় না, এককভাবে আত্মরক্ষা করা যায় না। এই হেতুই মানুষের আত্মকেন্দ্রিক চিত্তবৃত্তির বিস্তার হয়েছিল।

মানবচিত্তের কোণে সুপ্ত ছিল সুন্দরের প্রীতি, বনের ফুল তুলে হয়ত একদিন আদিম প্রাতে সে কানে গুঁজেছিল। ঝর্নার জলে দেখেছিল আপনার ছবি। গিরিগুহায় এঁকেছিল জীব-জন্তু ও মানুষের ছবি—এর পিছনে ছিল মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা। স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানী, মোরাভিয়া ও রাশিয়ার গুহাগাত্রে তার প্রমাণ আজও রয়েছে। (১২) কেন তারা খোদাই করেছিল এই প্রতিকৃতি তা নিরূপণ করা আজ কঠিন—কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রেরণাই ছিল তার পিছনে, না লক্ষ্যভ্রষ্ট শিকারকে হারিয়ে তার বেদনার প্রকাশ হয়েছিল গিরিগাত্রে তা বলা আজ অসম্ভব।

(৯) It is true that the driving power behind the evolution of culture is nothing else than the biological urge to live as fully and securedly as possible—Savagery to Civilization—G. Clark—p. 27.

(১০) Ibid—p. 29.

(১১) The sources of food supply were vested in the community and the spoil of the individual hunter was shared according to custom among those who belonged to his immediate group......Ibid p. 53.

(১২) Ibid—p. 53.

বেশভূষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে অলঙ্কার নির্মাণের মাঝেও মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়—তার পিছনেও এই আদিম মানুষের সৌন্দর্য বোধ না ছিল এমন নয়। এই সৌন্দর্যবোধ আত্মপ্রেমেরই (love of self) নামান্তর। (১৩)

কেবলমাত্র প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর না করে ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মানুষ এল বর্বর যুগে। যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে বাঁধলো বাসা। বন্য পশুর পিছনে না ঘুরে তাকে করল গৃহপালিত, বনে বনে ফল না কুড়িয়ে তা কৃষির সাহায্যে উৎপন্ন করল। মৃৎপাত্র ও বয়ন শিল্প সৃষ্টি করল, স্লেজ ও নৌকা বা ক্যানো আবিষ্কার করল। সৃষ্টি হল মানুষের বসতি—গ্রাম। প্রকৃতির খাদ্য সংগ্রহ করবার দুঃসহ শ্রম ও অনিশ্চয়তাকে জয় করল মানুষ। খাদ্যের পিছনে ঘোরা ছেড়ে সে তার বসতিতেই খাদ্য তৈরী করল—তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে বিচ্ছিন্ন মানবদল ও পরিবার একত্রিত হ'য়ে অধিক সংখ্যায় একত্র বসবাস করতে শিখল। সঙ্গে সঙ্গে নারীপুরুষের কাজেরও ভাগাভাগি হ'য়ে গেল। পুরুষরা পশুপালন, শিকার ও যুদ্ধে ব্যাপৃত হল; নারী ব্যাপৃত হল কৃষি, শস্য আহরণ, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও বয়নে। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে তখনও সকলেরই সমানাধিকার। পরে যখন ব্যক্তি-সম্পদ সঞ্চয়ের সম্ভাবনা বাড়ল তখনই সামাজিক অসাম্যের সৃষ্টি, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ আরম্ভ হল। (১৪) জল ও সারের দ্বারা অধিকতর খাদ্য উৎপাদন এবং বেশী সংখ্যক গৃহপালিত পশুরক্ষার মধ্যেই তখন তাদের অর্থনীতি সীমাবদ্ধ।

প্রয়োজনের তাগিদে হলকর্ষণ, শস্যরক্ষা পশুরক্ষার জন্যে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। তখনও প্রস্তরযুগই চলছে, লোহা বা ধাতুর আবিষ্কার হয়নি। মিশরের Fayum এর প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রহের মধ্যে প্রস্তরের কাস্তে কুড়ুল, প্রভৃতি পাওয়া যায়। তখন মৃৎশিল্প ও পশম বয়ন শিল্পও গড়ে উঠেছে। গৃহ নির্মাণে তারা উদ্ভিদ, কাঁচা বা পাকা ইট ও পাথর ব্যবহার করতে শিখেছে। এরা তখন সামাজিক ভাবে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ—কেবলমাত্র অলঙ্কার জাতীয় দ্রব্যের বাণিজ্যিক বিনিময় হত। পরবর্তীযুগে মেসোপোটেমিয়ার মারফতে ধাতু দ্রব্যের প্রচলন হয়।

এমনি ক'রে গ্রাম্য লোকের বসতি বাড়তে বাড়তে তা প্রায় নগরে পরিণত হল,—নগর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। ধাতু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিদ্যায় বিশেষত্ব দেখা গেল। শিল্পীগণ বিশেষ বিশেষ কাজে উৎকর্ষতা লাভ ক'রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেন। Specialisation এর ফলে প্রযুক্তিরও উৎকর্ষ হতে লাগল অত্যন্ত দ্রুত।

(১৩) Decoratoin of the person offered another outlet to aesthetic sensibility of which upper Palaeolithic man took full advantage......worn by the Mesolithic women of the rock paintings of Cogul Lerdia, eastern Spain—Ibid p 58.

(১৪) Again while among primitive barbarians the community was characteristically one of social equals, the enhanced possibility of accumulating wealth and added inducement for conquest, created by settled life, both tended in the long run to social inequality and the stratification of classes......Ibid—p. 73.

এই বাস্তব উন্নতির ফলে ব্যক্তিসম্পদ গড়ে উঠল এবং পরস্পরের বিনিময়-বাণিজ্য আরম্ভ হল, যার ফলে ব্যক্তি-সম্পদ আরও দ্রুত বাড়তে লাগল। ব্যক্তি-সম্পদ চিহ্নিত করবার জন্যে সীল (seal) তৈরী হল। হিসাব রাখবার জন্যেই লিখনের উদ্ভব হল। মানবের আত্মপ্রকাশের জন্যেই লিখনের উদ্ভব হয়নি। অর্থাৎ লেখার শুরু হয় হৃদয়ের প্রয়োজনে নয়, বাস্তব প্রয়োজনে। (১৫)

প্রকৃতি-পীড়িত আদিম পশুমানুষ নৈসর্গিক উৎপাতের ভয়ে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় মাথা নত করেছিল সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বৃক্ষ, পাথরের কাছে,—প্রকৃতির পায়ে। বিপদ মুক্তির জন্যে সেই নৈসর্গিক শক্তিকে পূজা করত। কিন্তু গ্রাম ও বসতি স্থাপনের পর জীবনের জটিলতা বেড়ে চলল, পারিবারিক ধর্ম সম্প্রদায়গত ধর্মে পর্যবসিত হল,—সম্প্রদায়গত ভাবে মঠ মন্দির গড়ে উঠল। সামগ্রিক প্রয়োজনে ধর্ম ব্যক্তি ছেড়ে সাম্প্রদায়িক হ'য়ে উঠল।

পশুমানব যুগে বা বর্বর যুগে মানুষ বাস করত দূরে দূরে; কাজেই তখন যুদ্ধ সংঘর্ষের সম্ভাবনাও ছিল অল্প। বিশেষতঃ অবিরাম খাদ্যাভাবে তারা প্রায়শঃ বসতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হত, এবং যান্ত্রিক আয়ুধের অভাবে সংঘর্ষকে তারা এড়িয়ে চলত। যে যে হেতুগুলি মানুষকে সভ্যযুগে নিয়ে এসেছে, সেইগুলিই পরোক্ষে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। মানুষের বেঁচে থাকবার ইচ্ছাশক্তি ও আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতি ক'রে সমাজকে সংঘবদ্ধ করেছে এবং আরও ভালভাবে ও পূর্ণভাবে বাঁচতে সে দেশের সীমারেখা ছেড়ে বিদেশে গেছে লুণ্ঠন করতে,—প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করতে। (১৬) যুদ্ধ মানব-সভ্যতার বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে একদিকে যেমন নতুন আবিষ্কারে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে, তেমনি অগ্রগতির ফলেই ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। (১৭) সৃষ্টির ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের ক্ষমতাও বেড়ে গেছে মানব সমাজের। ✓

পশুজীবন থেকে হাজার হাজার বছর পরিক্রমা ক'রে মানুষ যখন প্রথম নগর ও নগর রাষ্ট্র নির্মাণ করল—প্রকৃতির দানকে মননশক্তি বলে আপনার কাজে লাগাল, প্রকৃতিকে জয় ক'রে আপনার সুখ সমৃদ্ধি ও জীবনকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলল তখন তার সমাজ, সমাজ ব্যবস্থা, তার হৃদয়ের রূপ কি ছিল? প্রথম সভ্য মানুষের সমাজ থেকেই আমাদের ইতিহাসের আরম্ভ।

---

(১৫) To judge from the earliest texts, the origin of writing lay in the hum-drum necessities of accountancy rather than in any aspirations of the human spirit. Ibid—p. 99.

(১৬) Every one of the factors contributing to the rise of civilization, on the other hand, served to increase the probability of conflict and war itself, tapping in the instinct of self preservations one of the deepest springs of life...... Ibid—p.103.

(১৭) War has thus played a dual role in the evolution of civilizations, having been in part the consequence and in part the cause of cultural advance......the capacity to destroy has grown as rapidly as the ability to build......Ibid—p. 104.

মিশরের ফাউমে যে প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রহ পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে সেটা ছিল অন্ত বর্বর যুগ। মানুষের এই অন্ত বর্বর যুগ পৃথিবীর অন্তপ্রান্তে এসেছিল কিনা তা বলা যায় না তবে মিশরের ফাউম থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত যে তা বিস্তৃত ছিল তার নিদর্শন আছে। আর প্রথম সভ্য মানুষের নিদর্শন মেলে মেসোপোটেমিয়া, মিশর ও মহেনজোদড়োতে। (১৮)

খৃ:পূ: সাড়ে তিন হাজার বৎসর পুর্বে মেসোপটেমিয়া ও তার কিছু পরে মিশরে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তার চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সমাজ, দেশ, মানুষের চিত্তবৃত্তি সবই তখন নতুনরূপ নিয়েছে।

লিখন আবিষ্কার থেকেই এই যুগের আরম্ভ, এবং তখনকার এই লিখনের ধ্বংসাবশেষ থেকেই এই প্রথম সভ্যযুগের পরিচয় আমরা পাই। Erech এর মন্দিরে যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা কাদার সমতল টালির উপর থাক জাতীয় উদ্ভিদের সাহায্যে লেখা। সেটা মন্দিরের ব্যয় বহনার্থে যৌথ সমাজের উৎপন্ন শস্য ও শিল্পের সম্বন্ধে একটা নির্দেশপত্র, (১৯) কতকগুলি হিসাব-পত্র প্রভৃতি। এই সময়ে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ফলে ঘনবসতিপূর্ণ নগর সৃষ্টি হয়েছে; এবং প্রতিটি শহর এক একটি দেবতার অধিকারভুক্ত। এই দেবতাই ছিল তখন সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতীক। তাঁর নামে, তাঁর হ'য়েই সকল নাগরিক কাজ করত। তখনকার নগর বলতে যা বোঝাত শিল্প বিপ্লবের পর নগর বলতে ঠিক সেই জিনিস বোঝায় না। তখন গ্রাম ও নগরের পার্থক্যটা এত প্রকট ছিল না—নগর বলতে তখন ঘনবসতিপূর্ণ বড় গ্রামই বোঝাত। চতুর্দশ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও দেখা যায় নগরগুলি তখনও কৃষি প্রধান, নগরের বাহিরেই চাষের জমি এবং শস্য সংগ্রহের সময় নগরের সকল নাগরিককেই শস্য সংগ্রহে সাহায্য করতে হত। (২০) গ্রীক নগর বলতেও এমনি কৃষি প্রধান নগরই বোঝাত। (২১) নগরের অধীশ্বর দেবতা প্রকৃত পক্ষে অনুপস্থিত রাজার কাজ করত। মানুষ দেবতার সেবার জন্যে কাজ করে এবং এই কাজ করবার জন্যেই তার জীবন—এই বিশ্বাসের উপরেই দাঁড়িয়েছিল তখনকার Sumerian সমাজ। প্রত্যেক নাগরিক সমান, সমান তাদের অধিকার। কার্যতঃ সমাজ ছিল সমবায়ভুক্ত।

(১৮) From the seals pots and other articles at Mohenjodaro it is now established that the Indus valley civilization was related with the Sumerian civilization......Ancient Indian Culture & Civilization—K. C. Chakroborty—p. 39. Sir Jhon Marshall observed, "the Indus valley civilization was superior to the Sumerian or Egyptian civilization or any other civilization in any part of the world in that period". Ibid—p 44.

(১৯) The Birth of civilization in the near east. by Henri Frankfort—p. 55-56. quoted from—Archaische Texte aus Uruk by Adam Falkenstein.

(২০) Ibid—p 58.

(২১) Greek civilization is, in a sense, urban, but its basis is agricultural, and the breezes of the open country blow through Parliament and the market place.—Ibid—p 58.

রাজনৈতিক একক ছিল নগর, এবং ধর্ম ও অর্থনৈতিক একক ছিল তাদের দেবমন্দির। প্রত্যেক মন্দিরের অধিকৃত ভূমি ছিল। কর্মাধ্যক্ষ পুরোহিত, মেষপালক, ধীবর, বাগানের মালী, প্রস্তর শিল্পী, বণিক এবং ক্রীতদাস সকলেই এই মন্দিরের। কতকগুলি সাধারণ জমি সকল নাগরিক যৌথভাবে চাষ করত, তার নাম ছিল Nigenna বা সাধারণ, আর কতকগুলি ছিল Kur বা ব্যক্তিগত জমি। এই জমি দ্বারা তারা নিজেদের ভরণপোষণ করত; এবং এই জমির দেয় খাজনা ছিল উৎপন্ন শস্যের ১/৩ থেকে ১/৬ পর্যন্ত। মন্দিরের জমি চাষের গরু, বীজ, যন্ত্রপাতি মন্দির থেকেই দেওয়া হত এবং উচ্চনীচ সকলকেই এই দেবতার জমি চাষ, বাঁধ নির্মাণ, খাল কাটার কাজ করতে হত। Sangu বা পুরোহিত, তিনিই মন্দিরাধ্যক্ষ; তিনি কাজ বাটোয়ারা ক'রে দিতেন। তিনি ভগবানের প্রতিভূরূপে সহকারিগণের সাহায্যে শ্রমিক নিয়োগ, ভাণ্ডার রক্ষা, শাসন কার্য প্রভৃতি চালনা করতেন। মন্দিরের প্রাপ্য খাজনা ও সাধারণ ভূমির উৎপন্ন দ্বারা মন্দির কর্মচারিগণের ভরণপোষণ হত। বীজ সরবরাহ, সাধারণের জন্যে নিয়মিত শস্য ও পশম বণ্টন ও উৎসব দিনের সমবেত আহারের ব্যয়ভার বহন করা হত। যদিও সকলে সমান কাজ করত না, সকলের প্রাপ্য শস্য সমান ছিল না, কিন্তু নীতির দিক থেকে সকলেই সমান ছিল। সকলেই কাজ করত, সমাজের পরগাছা সম্প্রদায় তখনও সৃষ্টি হয়নি। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরা মন্দিরের কাজ করত। সকলের জমির পরিমাণ সমান ছিল না। সম্ভবতঃ পরিবারের গঠন উপযোগী জমিই তাদের অধিকারে থাকত। এক বিবাহ রীতি ও ক্রীতদাসের অভাবে এক পরিবার বেশী জমি চাষ করতে পারত না। কারিগরী মানুষও সমাজ ও মন্দিরের জন্যে তাদের কাজ করে যেত।

নীতির দিক দিয়ে সকলেই সমান থাকলেও সমাজে কর্ম বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণী ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠল। শাসক ও পুরোহিত শ্রেণী সমাজের পরগাছা শ্রেণীতে পর্যবসিত হল। চাষীকে অতিরিক্ত উৎপাদন করতে হল এদের ভরণপোষণের জন্যে। যদিও সকলে চাষীই ছিল তথাপি চাষের পরে প্রচুর অবসরে তারা নানা কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী হল এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতাশালী হল। বণিকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করে মূল্যবান প্রস্তর, সোনা, রূপা, তামা, গন্ধকাষ্ঠ নিয়ে আসত এবং দেশজ কাপড়, পশমী বস্ত্র, কার্পেট প্রভৃতি বিক্রি করত। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের স্তর বিশেষে বিলাস-ব্যসনেরও সৃষ্টি হল। সামাজিক কাঠামোটা ছিল Theocratic socialism. রাজনৈতিক ক্ষমতা একটা পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কই তার সভ্য ছিল। যুদ্ধ বা কোন জরুরী কাজের সময় সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা একজন ডিক্টেটরের হাতে সমর্পণ করা হত এবং যুদ্ধ অন্তে আবার সমস্ত ক্ষমতা পরিষদের হাতেই ফিরে আসত। এই কাঠামোর মধ্যে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, ব্যক্তির ত্যাগ, বিবেক ও ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য। আত্মীয়তা অপেক্ষা বাসভূমির প্রতিই আনুগত্য তখন বড় হ'য়ে

উঠেছে। (২২) মেসোপটেমিয়ায় এই নগর রাষ্ট্র ছিল পরবর্তী গ্রীক নগরের মত অথবা রেনেসাঁ ইটালীর মত। এখান থেকেই দেশাত্মবোধের সৃষ্টি।

এর পরবর্তী যুগেই দেখা যায় এই Oligarchic rule ভেঙে গেছে এবং পরিষদের ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের করতলগত হয়েছে—এবং তা বংশ পরম্পরায় চলেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তখন পরিষদের ক্ষমতা ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই পরে ধীরে ধীরে 'রাজা' হ'য়ে ওঠে, কারণ যুদ্ধবিগ্রহ তখন প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপারই ছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায় কয়েক একর চাষ-জমির কর্তৃত্ব নিয়ে Umma এবং Lagash এই দুই রাজ্যে পুরুষ পরম্পরায় যুদ্ধ চলেছিল এবং এ রকম পরিস্থিতিতে বংশানুক্রমিক 'রাজার' সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই ব্যক্তি-কর্তৃত্ব প্রকৃত পক্ষে সভ্যতার ক্ষেত্রে পশ্চাৎগামী।

পূর্বে বিরোধের মীমাংসা হত মধ্যস্থতার সাহায্যে কিন্তু এই রায় অবশ্য গ্রহণীয় ছিল না। রাজার হাতে যখন এই মধ্যস্থতার ক্ষমতা এল তখন তা সকলের নিকটই অবশ্য গ্রহণযোগ্য হল। সমাজ নিয়মে এই বিচার পদ্ধতি রাজার কর্তৃত্বে নতুন সংযোজন হল। এই নগররাষ্ট্রের পরবর্তী যুগে নগররাষ্ট্রগুলি যুক্তরাজ্যে পরিণত হল এবং তখনকার দিনে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধকল্পেই সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হল। কারণ এই যুক্তরাষ্ট্রই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী ছিল।

কিন্তু এই বিবর্তনের মাঝে, তখনকার সাহিত্য বা লেখায় যে ভাবটি পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ দুঃখবাদী। সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ যে মানুষের নিজের ক্ষমতার সাধ্যাতীত এমনি একটা দুঃখবাদই তখন বর্তমান ছিল। ভগবানের পূজার মধ্যেই এই দুঃখের মুক্তি পাওয়া যেতে পারে এমনি বিশ্বাসেই তারা পূজা-উৎসবে যোগদান করত। (২৩)

পরবর্তী যুগের মিশরীয় সভ্যতা ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য ছিল। সেখানে নগর-দেবতাই ছিল সর্বময় কর্তা, কিন্তু মিশরীয় সভ্যতায় রাজাই হল দেবতার প্রতীক—পার্থিব রূপ। মিশরীয় সভ্যতার আরম্ভ এই Monarchy (রাজতন্ত্র) থেকে। This এর রাজা Menes ই প্রথম সমগ্র মিশরীয় ভূভাগকে একরাজ্য ভুক্ত করেন।

মিশরের যে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে মোটামুটি তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রের একটা ছবি পাওয়া যায়। চামড়া ও প্যাপিরাসে লেখা হত বলে লেখার নিদর্শন বিশেষ কিছু মিলে না।

ফারাও রাজ্য শাসন করতেন—এবং তাঁর মনোনীত রাজন্য বা সামন্ত-বর্গ

(২২) It is a man-made institution overriding the natural and primordial division of society in families and classes. It asserts that habitat, not kinship, determines one's affinities. Ibid—p. 69.

(২৩) The spirit pervading her most important writings is one of disbelief in man's ability to achieve lasting happiness. Salvation might be experienced emotionally in the annual festivals of the gods but was not a postulate of theology. Ibid—p. 60-77.

তাঁর আদেশ অনুসারে দেশ শাসন করতেন। ফারাও এর আত্মীয়বর্গ তার পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর আত্মীয় কুটুম্বগণ ও মনোনীত ব্যক্তিই সব রাজকর্মচারী হত। রাজার নিজের আদেশ ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ করা হত না। একজন প্রধান উজীর থাকতেন—তিনি প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের প্রধান মন্ত্রীর মতই ছিলেন। তাঁর দূতগণ সরকারী বার্তা নিয়ে দেশের সর্বত্র যেত এবং দেশের সংবাদ আনত। শাসন কার্যকে নানা ভাগে ভাগ করা হত,—অর্থ, কৃষি, বাণিজ্য, পশু ও মৎস্য।

সকল নাগরিকই নিজ গুণে উচ্চ কর্মচারী হতে পারত। সেখানে জাতি সম্প্রদায় ছিল না। গ্রামে চাষীরা চাষ করত, মেয়েরা ক্ষেতে তাদের খাবার দিয়ে আসত, পশুপালন করত। মেয়েরা বয়নও করত এবং ঠিক বাংলা দেশের মত গান গাইতে গাইতে শস্য সংগ্রহ করত। উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ রাজস্ব দিতে হত। রাজস্ব না দিতে পারলে রাজকর্মচারীরা নিপীড়নও করত—চাষীর প্রতি উৎকট অত্যাচারও হত। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে বেঁধে রেখে চাষীকে কূয়ার জলে ফেলে দেওয়া হত—এমনি ঘটনার উল্লেখও পাওয়া যায়।

প্রজার স্বাধীনতা ছিল না, রাজার কোন আইন বা আদেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার অধিকার ছিল না। তারা ফারাওকে ভগবানের প্রতিনিধি মনে করে অকুণ্ঠ চিত্তে বশ্যতা স্বীকার করত,—সেই জন্যেই এই পরাধীনতার মধ্যে গ্লানি ছিল না।

বণিকগণ দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। রাজা সৈন্য, পশু, জাহাজ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতেন। দেশের যুবকগণের কিয়দংশ রাজার সৈন্যরূপে কাজ করতে বাধ্য হত, তারা দেশ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খাল কাটা, বাঁধ নির্মাণ ও পিরামিড নির্মাণে নিযুক্ত থাকত। রাজা তাদের ভরণপোষণ করতেন। প্রত্যেক পিরামিডের নিকটে এমনি সহস্র সহস্র শ্রমিকের বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যের অধীশ্বর ফারাও-এর ক্ষমতা মন্দীভূত হ'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে দেশ বিভক্ত হ'য়ে পড়ত।

সিরিয়া, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া লেবানন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সমাধিস্থানে এই সব দেশে নির্মিত বহু দ্রব্য পাওয়া যায়। ফারাওই সমস্ত বাণিজ্যের কর্তা ছিলেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে তাঁর একচেটিয়া অধিকার ছিল। লেবানন থেকে এক জাহাজ কাঠ আনবার জন্যে মূল্য স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল,—পাঁচটি সোনার ও পাঁচটি রূপার পাত্র, দশটি সূতীর পোশাক, পাঁচশ কাগজ, পাঁচশ চামড়া, পাঁচশ দড়ি, কুড়ি বস্তা খাদ্যশস্য, তিরিশ ঝুড়ি মাছ। বিনিময় প্রথায় এই বাণিজ্য চলত। ফারাও-এর এই রাজ্য সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তিনিই এই ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। সেই জন্যেই ফারাও-এর শাসনও অত্যাচার ছিল না এবং তাঁর বশ্যতাও দাসত্ব ছিল না। মিশরীয় সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। যে নগর ছিল তা বাণিজ্যিক বন্দর মাত্র এবং রাজধানীও নানা সময়ে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হত। ফারাও ছিলেন ভগবানের পার্থিব

প্রতিনিধি, তাঁর নামে তাঁর কাজ করাকে মিশরীয়রা বশ্যতা মনে করত না। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ছিল নগর কেন্দ্রিক। তারা ভগবানের নামে যৌথ পরিবারের মত বাস করত, সমবায় পদ্ধতিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঠিক তার পরবর্তী যুগেই রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং রাজা শাসিত নগর রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। (২৪)

মেসোপটেমিয়ায় যে লিখন পদ্ধতি ছিল তা প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে এবং পরবর্তী যুগে ধ্বনিবাচক অক্ষরের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। মিশরীয় আদিযুগের মধ্যে এই উভয়রূপ লিখনই দেখা যায়। তার সঙ্গে সংযোজক যুক্ত হ'য়ে বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়। (২৫) এই লিখন ও পঠনে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরাই ধীরে ধীরে শক্তিশালী রাজগোষ্ঠী হ'য়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এরাই সভ্যযুগের প্রথম বুরোক্রেসি সৃষ্টি করেন।

প্রকৃতির জীব আদিম মানুষ প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির হয়েই জীবনযাপন করত। বেঁচে থাকবার এবং ভালভাবে বেঁচে থাকবার একটা অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাকে আজকের সভ্য জগতে পৌঁছে দিয়েছে, বেঁচে থাকবার প্রয়োজনেই তার মননশক্তির বিকাশ হয়েছে। এক এক যুগে এক একটি নতুন আবিষ্কারের ফলে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তন হয়েছে,—তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের রূপ বদলেছে, মানুষের মনের পরিবর্তন হয়েছে, নর-নারীর সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ যেদিন বৃক্ষশাখায় নিরামিষ ভোজী ছিল, সেদিন সে ছিল একক,—পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে একক বা ক্ষুদ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আগুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সে হল তার নিজের গোষ্ঠীর। তারা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে, বাসভূমি হীন যাযাবর। যাযাবর জীবনে শিকারই ছিল খাদ্য সংগ্রহের উপায়, তাই তার মননশক্তি আবিষ্কার করল অস্ত্রের। প্রকৃতি জয়ের এই প্রথম পর্যায়ে সংঘশক্তির প্রয়োজন হল,—সমাজের মূলে একটি নীতি-ধর্মের প্রয়োজন হল। মানব-মন ব্যক্তি ছেড়ে সমষ্টির কথা ভাবতে শিখল বাধ্য হয়ে, শিকার লব্ধ মাংস ভাগ করে দিতে হল সকলকে। অহংভাবাপন্ন (egoistic) মানুষ পরার্থবাদী (altruistic) হয়ে উঠল বা হ'তে বাধ্য হল। ব্যক্তি জীবনের জন্যেই সমাজ জীবনকে স্বীকৃতি দিতে হল। অথবা বলা যায় ভোগবৃত্তির জন্যেই মানুষকে ত্যাগ-বৃত্তির আশ্রয় নিতে হল। এই ত্যাগ ও ভোগবৃত্তি মানুষের মনে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ভোগ ও ত্যাগের এই অনুশীলন মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। (২৬) ফ্রয়েড মানুষের দুটি মাত্র আদি সহজ প্রবৃত্তিকে (insitnct) স্বীকার

(২৪) Ibid—p—78—99.

(২৫) It includes three different classes of signs ; ideograms, phonetic signs and determinatives—Ibid—p. 106.

(২৬) The conjugal union of the bald headed eagle appears even to last till the death of one of the partners. Evolution of Marriage,—Ch. Letourneau. —p. 31. The Wandero (monkey) of India has only one female and is faithful to her until death. Ibid—p 33.

করেছেন—বেঁচে থাকা, (self preservation) এবং বংশকে বাঁচিয়ে রাখা (self procreation)। ভোগবৃত্তি বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তিগত এবং নিজেকে ভবিষ্যতের মাঝে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই ত্যাগবৃত্তির প্রকাশ। সভ্যতার স্তরে স্তরে এই ত্যাগ ও ভোগে সংঘাত বেধেছে এবং আজও এই সংঘাতের শেষ হয়নি।

মানুষ যখন পশুপালন ও কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে প্রথম ঘর বাঁধল, স্থায়ী বসতি নির্মাণ করল, সেই দিনই সমাজে কর্মবিভাগ সৃষ্টি হল। কর্মবিভাগ হলেও সেদিন ভোগ ও ত্যাগের সাম্য নষ্ট হয়নি, সামাজিক সাম্যের অভাব হয়নি। Protoliterate যুগে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রথম স্তরে দেখা যায়, কর্ম বিভাগ সত্বেও একটা নীতি-ধর্মের প্রভাবে সামাজিক সাম্যের অভাব হয়নি। কিন্তু অহং প্রসূত আত্মকেন্দ্রিকতা যখন মানুষকে ব্যক্তি-সম্পদ সৃষ্টি করতে প্রলুব্ধ করল, সেই দিন থেকে, বিশেষতঃ কারিগরী শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সম্পদ আহরণ করতে শুরু করল। তার থেকেই এল শ্রেণীবিভাগ, স্বার্থ-সংঘাত। ত্যাগবৃত্তিকে উপেক্ষা ক'রে ভোগবৃত্তি বেড়ে চলল মানুষের মনে—যেমন দেখতে পাই মিশরের ফাইউম সভ্যতায় শোষণ ও শাসন নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিবাদ পরার্থবাদ থেকে বড় হয়ে উঠে সমাজজীবনে জটিলতার সৃষ্টি করেছে—মানুষে মানুষে সংঘাতই বড় হয়ে উঠেছে। মানুষ প্রথমে সংগ্রাম করেছিল প্রকৃতির সঙ্গে, জীবন ধারণের জন্যে। জীবন ধারণ যখন নিরাপদ হল নগরজীবনে তখন সংগ্রাম শুরু হল মানুষে মানুষে—মানুষের মনে। এই সংগ্রাম থেকে মুক্তির জন্যে মানব-চিত্ত নানা ভাবে বিকশিত হল।

মানব-চিত্ত বিকাশ

মানব-মন বড় বিচিত্র,—সে পেয়েও আনন্দ পায়, দিয়েও আনন্দ পায়, খেয়েও আনন্দ পায়, খাইয়েও আনন্দ পায়। ভোগবৃত্তি ও ত্যাগবৃত্তি তার মনে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে আছে—আত্মবাদ আর পরার্থবাদ উভয়েই একই সঙ্গে রয়েছে তার হৃদয় জুড়ে। এদের ভারসাম্য যখন রক্ষিত হয় তখন সমাজে ব্যক্তি সংঘাত মন্দীভূত হয়ে আসে; যখন এ ভারসাম্য নষ্ট হয় তখনই সংঘাত বেড়ে ওঠে। পরার্থবাদ বা ত্যাগবৃত্তি যখন বড় হয় তখন নিরাশাবাদ সৃষ্টি হ'য়ে কর্ম প্রচেষ্টা ক্ষীণতর হ'য়ে বাস্তব অগ্রগতিকে শিথিল ক'রে তোলে, আত্মবাদ বা ভোগবৃত্তি যখন বড় হয় তখন আশাবাদের প্রভাবে বাস্তব কর্মশক্তি বেড়ে ওঠে, কিন্তু ব্যক্তি সংঘাত বা শ্রেণী সংঘাত জটিলতর হ'য়ে ওঠে। যেমন ভারতের নীতিবাদ ত্যাগমূলক বলে বাস্তব উন্নতি হয়ত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে উঠেছিল। আর পাশ্চাত্যে ভোগমূলক আত্মবাদের জয় জয়াকার ধ্বনিত হওয়ায় পাশ্চাত্য বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেছে,—আদিমযুগে আবিষ্কার যেমন যুদ্ধে প্ররোচিত করেছে, পাশ্চাত্যের আবিষ্কারও তেমনি ভোগকেন্দ্রিক (egoistic) মানবমনের উপর যুদ্ধ ও ধ্বংসের বীজ বপন করেছে। এত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও তাই জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করতে পারেনি, তা কেবল শোষণ ও পীড়নের আয়ুধ হয়েই রয়েছে। আত্মবাদ ও ব্যক্তিবাদ এনেছে শুধু দম্ভ, অপরাধ ও নিষ্ঠুরতা; প্রেম ও প্রীতির দ্বারা পৃথিবীকে আনন্দময় করেনি। পৃথিবীর সভ্যতা, নীতিবাদ এই যুগ যুগান্ত ধরে আত্মবাদ (egoism) ও পরার্থবাদ (altruism) তথা আশাবাদ ও নিরাশাবাদের মধ্যে দেয়াল-ঘড়ির দোলকের মত দুলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও নীতিবাদ নতুন নতুন আদর্শ প্রচার করেছে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় ক'রে যতদিন জীবনকে সুরক্ষিত করতে পারেনি তত দিন তাদের মধ্যে সাম্য ও পরার্থবাদের অভাব হয়নি, কারণ বাঁচবার প্রয়োজনেই তাদের অন্তর পরার্থবাদ স্বীকার করেছে। কিন্তু যেদিন জীবন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়ে আপনাকে সুরক্ষিত করল সেই দিনই মানব সমাজে জটিলতার সৃষ্টি—আত্মবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তার মাঝে। আরম্ভ হল শোষণ, পেষণ ও আত্মকেন্দ্রিকতা। মেসোপটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার স্তরে দেখা যায়, মানুষের এই অহংভাব প্রকট হ'য়ে উঠেছে—সমাজে দুঃখ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে।

এই সময় থেকেই সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে চিন্তা নায়কগণ নানারূপ নীতিধর্ম (ethics) সৃষ্টি করেছেন, সমাজে আরোপ করতে চেয়েছেন—কখনও মানুষ তা গ্রহণ করেছে, কখনও করেনি। মানুষের অহং সে শিক্ষা আজও গ্রহণ করেনি।

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকের চৈনিক দার্শনিকগণের (২৭) প্রকৃতি-দর্শন জীবনে সুস্থ সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকবার একটা আশাবাদ প্রচার করেছেন। তাঁদের দর্শনে একটা আশ্যবাদের আভাস পাওয়া যায়—তাঁরা চেয়েছেন অন্তর ও বাস্তবের উন্নতি। অর্থাৎ ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য ক'রে জীবনকে সুসমঞ্জস ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। চৈনিকদিগের মত বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন, উপনিষদ আত্ম-জিজ্ঞাসা ও সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধান করেছেন কিন্তু তাঁরা ত্যাগবাদের উপরই সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—তাতে জীবনকে অস্বীকার করে তাঁরা জাগতিক সংগ্রাম থেকে মুক্তি চেয়েছেন, ভারতীয় জীবনে তাই নিরাশাবাদই পুরিপুষ্টি লাভ করেছে। তার ফলে তাঁদের দর্শন Monistic ও Panthestic হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে তাঁরা ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং নিজেকে বিশ্বজাগতিক জীবনের অঙ্গীভূত বলে মনে করেছেন।

নরমাংসভোজী নিষ্ঠুর মানুষের মন এশিয়ার এই দুই প্রাচীন দেশে অকস্মাৎ জগৎ কল্যাণকে ভাবতে—অনুভূতিশীল হৃদয়ের উদার মনোভাব সমগ্র জাগতিক

(২৭) (১) Lao—Tse (604 B. C.) Kung—Tse (551—429 B. C.) Meng—Tse (372—289 B. C.) Chwang—Tse (4th century B. C.).

জীবনের কথা ভাবতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে এক মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাস তাদের হৃদয়কে বিশ্বমৈত্রীর অনুপ্রেরণা দেয়। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেও জরথুষ্ট্র ও ইহুদিগণ জড় ও জীবনকে আলাদাভাবে গ্রহণ করলেও (Dualistic) মানবপ্রেমই ছিল তার মূল আদর্শ। এই সকল দেশেই ধর্মীয় দর্শন একটা বিশ্বমানবিক নীতিবাদের সৃষ্টি করে। (২৮) পক্ষান্তরে বিশ্বমানবিকতার মূলেও রয়েছে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রী ধর্মকেন্দ্রিক। (২৯)

ত্যাগবৃত্তি প্রণোদিত এই পরার্থবাদ বা মানবিকতা যখন ভারত ও চীনে সমাজজীবনকে প্রীতির বন্ধনে বেঁধেছিল, ঠিক সেই সময়েই (খৃঃ পূঃ ৫ম শতক) গ্রীসে Sophist গণ যুক্তিলব্ধ জ্ঞান ও মনন দ্বারা তাঁদের দর্শনকে ধর্মীয় দর্শন থেকে আলাদা ক'রে নিয়েছিলেন। ভোগ প্রবৃত্তি প্রভাবিত অহংবাদ (ব্যক্তিবাদ) প্রচার করল,—"all morality, like all current laws, has been invented by organised society in its own interest." (৩০) অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি তার নিজের মতবাদ অনুসারেই জীবন ধারণ করবে,—নিজের আনন্দ ও স্বার্থই জীবন। এর ফল ভয়াবহ হ'য়ে উঠল সমাজে। সমাজশক্তিকে খর্ব করে ব্যক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল,—ব্যক্তিবাদের পিছনে এল উচ্ছৃঙ্খলতা।

তারপরে এলেন সক্রেটিস (470—399 B. C.)। তিনি এই মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে বললেন, জীবনে আনন্দ চাই তবে সে হবে যৌক্তিক—rational—কিন্তু সমাজ-সম্মতি না থাকলে ব্যক্তিজীবন আনন্দময় হ'তে পারে না। তার ফলে গ্রীকগণ হয়তো ভাল নাগরিক হ'য়ে উঠল কিন্তু প্রকৃত মানুষ হল না। (৩১) কারণ সক্রেটিস্ মানুষকে কেবলমাত্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করলেন। তারপর Xenophon তার Memorabilia তে বললেন, Virtue consists in right knowledge—প্রজ্ঞাই ধর্মের আধার। কিন্তু তখন ভারত ও চীনে ইহুদী ও জরথুষ্ট্র অনুগামিগণের মধ্যে মানুষ একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিল; তাই সক্রেটিসের এই সমাজবাদ বেশীদিন টিকল না।

Aristippas (425 355 B, C.) Democritus (450-360 B. C.) Epicurius (341-270 B. C.) Xenophon এর প্রজ্ঞালব্ধ আনন্দ ও ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। তারপরে Zeno (336-264 B. C.) থেকে গ্রীকগণ জগতে ত্যাগমূলক

(২৮) (a) Deimachus was sent to his (Bindusara 286-269 B. C.) court as a Sophist ambassador.

(b) Philadelphus of Egypt (285-217 B. C.) sent Dionysius to the court of Asoka. Literary Hist. of Ancient India. Chandra Chakroborty.- p 39.

(২৯) The religious world view which seeks to comprehend itself in thought becomes philosophical as in the case among the Chinese and Hindus, on the other hand a philosophical world view, if it is really profound, assumes a religious character. Civilization and Ethics—Dr. Albert Schweitzer. p. 30.

(৩০) Ibid—p. 31.

(৩১) The ancient Greek was more citizen than man. Ibid—p. 39.

বিশ্ব-সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র

মানব জীবনবোধ

নিউগিনির অভ্যন্তরে গভীর অরণ্যভূমির অধিবাসী পপুয়ান—অসভ্য হিংস্র নরমাংসভোজী বর্বর। যুদ্ধবন্দী আহত ও হতকে তারা নিয়ে আসে ভোজ্য রূপে। বন্দীর দু'টি হাতকে বড় গাছের কাণ্ডের দু'দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে, হাতের তালু ছিদ্র ক'রে, তার ভিতর দিয়ে দড়ি প্রবেশ করিয়ে বেঁধে রাখা হয় কয়েক দিন। ক্ষুধায়, পিপাসায়, ক্ষতের যন্ত্রণায়, কীট পতঙ্গের দংশনে দিনের পর দিন সে চীৎকার করে, তার পর উৎসবের দিন স্থির হয়। সেদিন একটা ট্যাটা জাতীয় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে তার মাংসল স্থান বিদ্ধ ক'রে জলাশয়ে নিয়ে ধুয়ে আনা হয়। নারিকেলের পাতার দড়ি দিয়ে ঢিলে ক'রে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বৃক্ষশাখায় তাকে টাঙিয়ে, নীচে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর তার চারিপাশে চলে নৃত্য-গীত, আগুনের আঁচে ধীরে ধীরে জীবন্ত দগ্ধ হয় লোকটি। গলার দড়িটা পুড়ে যখন শবটি ধপ্ ক'রে পড়ে আগুনের মাঝে তখন তাকে টেনে নিয়ে এসে ওরা কেটে কেটে খায়, আর তার সঙ্গে চলে নৃত্য-গীত। এটা বিজয়োল্লাস, সমাজজীবনের উৎসব।

ব্রেজিলের এমনি আদিম অধিবাসীরাও নরমাংসভোজী কিন্তু তারা দরদী, বন্দীকে খাদ্যপথ্য দিয়ে স্বাস্থ্যবান করে তোলে, খাদ্য হিসাবে সুস্বাদু করবার জন্যে। এমন কি এই দু'দিনের বন্দীজীবনের নিঃসঙ্গতা দূর করতে একটা সাময়িক পত্নীরও ব্যবস্থা করে। তারপরে শুভদিনে তার এই দেহের সদ্ব্যবহার করা হয় উৎসব সহকারে। (১)

আজ সভ্যযুগের মানুষ এই বর্ণনা পড়ে, সুদূরের এই আদিম বন্ধুটির দুঃখে দুঃখ বোধ করে। তার হৃদয় করুণায় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে কিন্তু সভ্য মানুষের পূর্বপুরুষও এমনি বর্বর একদিন ছিল, এমনি ক'রে নরমাংসের উৎসব তারা করেছে। আজ এ কথা চিন্তা ক'রে দেহমন শিউরে ওঠে। কেন?

---

(১) Perhaps the most striking case of all is that afforded by some of the Brazilian tribes. The captives taken by them in war used to be kept up for some time and fatted up; after which they were killed and eaten. Yet even here during the time that they had to live, each poor wretch was generally provided with a temporary wife.—The Origin of Civilization and the Primitive condition of Man—Lord Avebury, p. 140.

এই হৃদয়হীন বর্বর পশুর অন্তরকে এমন সংবেদনশীল, অনুভূতিপ্রবণ ক'রে তুলেছে কে বা কি? হৃদয়ের এ প্রসারতা মানুষ পেয়েছে কোথায়? বিজ্ঞানের দান বস্তু জগতকে যতই উন্নত করুক না কেন, এই পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতার প্রকৃত দান মানব মনের এই সংবেদনশীলতাটুকু মাত্র। ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সাহিত্য সৌন্দর্য্যবোধ কোনটি কতটুকু সাহায্য করেছে এই মানবচিত্ত বিকাশের? রাজনীতি, সমাজনীতি, পারিপার্শ্বিক দানই বা এই ক্ষেত্রে কতটুকু? বিত্ত ও চিত্তের মধ্যে সংযোগই বা কতখানি? এর হিসাব করতে গেলে মানুষকে বিচার করতে হয় সেই আদিম যুগ থেকে।

একদিন বানর গোত্রীয় মানুষ বাস করত বৃক্ষশাখায়। বাদাম, ফল, পত্র খেয়ে জীবন ধারণ করত,—ভূমি স্পর্শ করবার সাহস ছিল না তার, স্থলভাগ তখন হিংস্র পশু ও সরীসৃপের বাসভূমি। আজ বিংশ শতকের নগর মানুষের বিলাসের স্বর্গভূমি। এই বৃহৎ যুগকে পণ্ডিতগণ নানা ভাগে ভাগ করেছেন। যদি ধরা হয় একশত সহস্র বৎসরে এই বিবর্তন ঘটেছে, তবে তার মধ্যে মানুষের ষাট হাজার বছর কেটেছে পশু-জীবনে, পঁয়ত্রিশ হাজার বছর কেটেছে বর্বর-জীবনে, আর সভ্য-জীবনের বয়স মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর। পশু ও বর্বর জীবনকে তারা উচ্চ, মধ্য ও অন্ত এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যুগে যুগে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাঝে মানুষের সমাজ বিবর্তন হয়েছে,—এক একটি আবিষ্কার তার সমাজজীবনকে নতুন ভাবে সাজিয়েছে, সেই হিসাবেই বিবর্তনের যুগ তারা নিরূপণ করেছেন। (২)

আগুন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত নিম্ন পশুযুগ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে তারা বাস করত; ফল, বাদাম খেয়ে জীবন ধারণ করত। আগুন আবিষ্কারের পর থেকে তীর ধনুক আবিষ্কার পর্যন্ত মধ্য পশুযুগ এবং তীর-ধনুক থেকে মৃৎশিল্প সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত অন্ত পশুযুগ। আগুন আবিষ্কারের পর থেকে মানুষ কৃত্রিম খাদ্য খেতে শিখেছিল। মাছ মাংস পুড়িয়ে খাওয়া এবং আগুনের সাহায্যে আত্মরক্ষা করা তখন সহজ সাধ্য। তাই তারা ক্ষুদ্র বাসভূমি ছেড়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। হাডসন উপসাগরের তীরবর্তী Athapascan জাতির মধ্যে এখনও এই পশুযুগ বর্তমান।

বর্বর যুগের আরম্ভ এই মৃৎশিল্প থেকে। এই সময়ও কোন ধ্বনিবাচক বর্ণমালার সৃষ্টি হয়নি। তখনও articulate speechই তাদের ভাষা। (৩) মৃৎশিল্প থেকে পূর্ব গোলার্ধে পশুপালন ও পশ্চিম গোলার্ধে কৃষিকার্যের আবিষ্কার, ও প্রস্তর ব্যবহার পর্যন্ত আদি বর্বরযুগ। কৃষি ও পশুপালন থেকে লৌহ আবিষ্কার পর্যন্ত মধ্য বর্বরযুগ। আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানরা আজও এই মধ্যযুগের সাক্ষী। এশীয় আর্যগণ পশুপালনের পরে কৃষিকার্য আয়ত্ত করেছিলেন। সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায়

(২) Ancient Society—L. H. Morgan.

(৩) Those possessing this art (pottery) but who never attained a phonetic alphabet—Ibid—p. 10.

পশুদিগের নাম এক হলেও, শস্যের নাম আদি সংস্কৃততে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র zea বা যব ব্যতীত। (৪)

লৌহ প্রস্তুত থেকে বর্ণমালা ও লিখন আবিষ্কার পর্যন্ত অন্ত বর্বরযুগ। লিখন ও সাহিত্য সৃষ্টি থেকেই সভ্যতার আরম্ভ—হোমারের সময়ের গ্রীকজাতি, রোম সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে রোমক জাতি ও সিজারের সময়ের জার্মানজাতি এই প্রারম্ভিক সভ্য যুগের মানুষ। প্রাগৈতিহাসিক ভারত ও মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে জানবার যথেষ্ট উপাদান আজও আবিষ্কৃত হয়নি। (৫)

এই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে সমাজ, বাসভূমি, মানবপ্রকৃতিরও পরিবর্তন হ'য়েছে সন্দেহ নেই। আদি পশুযুগে ক্ষুদ্র একটু স্থানে একটি ক্ষুদ্র পরিবার বাস করত এবং তখন ভাই-বোনের বিবাহ ও প্রজনন (Consanguine Family) স্বাভাবিক ছিল। আগুন আবিষ্কারের পরে যখন তারা ছড়িয়ে পড়ল, তখন বাসভূমিও বিস্তীর্ণতা লাভ করল এবং একসঙ্গে কয়েক পরিবার মিলে শিকার ও যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করল,—সেই যাযাবর সমাজে বিবাহের রূপও বদলে গেল। তখন এক পরিবারের ভাইবোনদের সঙ্গে অন্য পরিবারের ভাইবোনদের পারস্পরিক বিবাহ (Punalua Family) হত। এ বিবাহ ছিল স্বাধীন যৌন মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এক পরিবারের মধ্যে যৌনমিলন দণ্ডার্হ ছিল। এই পরিবারের দলগুলি একটি সীমিত পরিবেশের অধীশ্বর হ'য়ে থাকত এবং প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধ ও বিরোধের দ্বারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখতে বাধ্য হত। যেহেতু এই তথাকথিত রাজ্য রক্ষার উপর তাদের জীবন ধারণ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

কৃষি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে হল যাযাবর বৃত্তি। তারা নদীতীরে, বা জলাভূমির নিকটে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করল—সৃষ্টি হল গ্রামের। আরম্ভ হল নর-নারীর এক বিবাহ (Syndyasmian Family)—আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পদ বিভক্ত হ'য়ে ব্যক্তি-সম্পদ হ'য়ে দাঁড়াল—সঙ্গে সঙ্গে নারীও। ক্ষমতাবান বহুবিবাহ (Patriarchal Family) সৃষ্টি করল, দরিদ্র ক্ষীণবীর্য করল একবিবাহযুক্ত পরিবার (Monogamian Family)। বৃক্ষশাখা ছেড়ে মানুষ এই প্রথম ঘর বাঁধল গ্রামে; এর মাঝে সমাজ, ব্যক্তি, পরিবার, রীতিনীতিরও পরিবর্তন হল যুগে যুগে। সমাজ ব্যবস্থার মাঝে একটি নীতিধর্মও (ethics) ধীরে ধীরে দানা বাঁধল।

পরিবার, ভাষা, ধর্ম ও সম্পদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সমাজ ও রাষ্ট্র; আবিষ্কার, অনুষ্ঠান ও সমাজবিধি বা নীতিধর্মের মধ্য দিয়ে পুরুষ পরম্পরায় অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে গড়ে উঠেছে মানব-মন। বর্বর যুগের সমাজেও দেখা যায়

(৪) Ibid—p. 23.

(৫) Much remains to be learnt, particularly about the antecedents of the rich and distinctive civilizations of India and China—From Savagery to Cirilization.—Grahame Clark—p. 88.

প্রধান নিয়োগ ও বিনিয়োগের ক্ষমতা। স্বজাতির মধ্যে বিবাহনিষেধ, মৃতের সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার, পারস্পরিক সাহায্য, আত্মরক্ষা, নামকরণ ক্ষমতা, সর্বজনীন ধর্মানুষ্ঠান পরিষদ নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী বর্তমান। মানুষের পূর্বপুরুষ বানর বানরই রয়ে গেছে অথচ মানুষ এই সমাজবিধি সৃষ্টি করে সুসভ্য হল কেমন করে? এর প্রধানতম কারণ, বানরের ভাষা নেই, এবং তাদেরই এক গোষ্ঠী যার থেকে মানুষ সৃষ্টি হল তাদের ভাষা ছিল। এই ভাষার মাধ্যমেই মানুষ মানবত্ব অর্জন করেছে। (৬)

ভাষার থেকেই হয়েছে শ্রুতি, তার থেকেই বিভিন্ন বস্তুর নাম ও মূল্য সৃষ্টি—তার থেকেই মানুষের সুন্দর বোধশক্তি। ভাষার মাধ্যমেই তারা আবিষ্কারের দানকে বিনিময় করেছে এবং পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান ভাণ্ডারকে সঞ্চয় ক'রে বলীয়ান হয়েছে, প্রগতিশীল হয়েছে। এই ভাষা ও তার (ধ্বনি-সংকেত) লিখন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান ভাণ্ডার যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়েছে, তাই আজ বিংশ শতকের মানুষকে ব্যোমজয়ী করে তুলেছে। (৭)

ভাষা চিন্তানিরপেক্ষভাবে সৃষ্ট হয়নি। ভাষা অর্থে মনোভাব বা চিন্তার প্রকাশ। মানবসমাজে যখন ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হল তার পূর্বেই মানুষের চিন্তাশক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তারই প্রকাশ হয়েছে ভাষায়। চিন্তাশক্তি অর্থে যুক্তির সাহায্যে ভালমন্দ বিচার—বিচারশক্তি (Rational thinking) ভাষার ভিত্তি। চিন্তাই জ্ঞানের জনক—সুতরাং প্রথমে কথিত ভাষা ও পরে লিখিত ভাষার গহনে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান ভাণ্ডার যুগে যুগে ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চিত হয়েছে; এই জ্ঞানই আমাদের সভ্যতার মূলধন। ভাষার ধ্বনি কিরূপে প্রতীক চিহ্নে লিখিত হল তার ইতিহাস নিরূপণ একরকম দুঃসাধ্য তবে পণ্ডিতগণ মনে করেন, সেমিটিক জাতি ও ফিনিসিয়গণই প্রথম ধ্বনিকে অক্ষরে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। (৮)

---

(৬) The possession of articulate speech can, however, be accepted as a criterion of humanity at once decisive and of immense significance—Savagery to Civilization—Grahame Clark—p. 7.

(৭) The social effectiveness of man's technical capacity was enhanced beyond measure by his ability to share his discoveries with his fellows, hand them over to posterity and so accumulate experience over generations—Ibid—p. 8.

(৮) The origin of language has been investigated far enough to find the grave difficulties in the way of any solution of the problem......Lucretus remarks that with sound and gesture, mankind in the primitive age intimated their thoughts stammeringly to each other. He assumes that thought preceeds speech and the gesture language preceeded articulate language—Ancient Society—Morgan—p. 43.

(৮) The phonetic alphabet came like other inventions at the end of successive efforts......He (Egyptian) could write in permanent character on stone, Then came the inquisitive Phoenicians, the first navigators and traders on sea who, whether previously versed in *hiér o glyphs* or other wise, seem to have entered at a bound upon labors of the Egyptians, and by an inspiration of genius. to have mastered that problem over which the latter was dreaming. He produced that wonderous alphabet of sixteen letters, which in time gave to mankind a written language and the means of literary and historical records—Ancient Society—Morgan—p. 31.

এই তিমিরাচ্ছন্ন যুগ থেকে মানুষ আজকের এই উজ্জল সভ্যতায় এল কেন? মানুষ বাঁচতে চেয়েছে, বেঁচে থাকার (will-to-live) একটা দুর্দম জৈব ইচ্ছাশক্তি রয়েছে এই অগ্রগতির পিছনে। তারা শুধু বেঁচে থাকতেই চায়নি, বাঁচবার মত বাঁচতে চেয়েছে, পূর্ণভাবে বাঁচতে চেয়েছে। এই অদম্য ইচ্ছাশক্তিই মানুষকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আজ ক্ষমতাবান করে তুলেছে। (৯)

আদিম পশুমানব সমাজে প্রযুক্তি-বিস্তার (technology) অভাব বশতঃ তারা প্রকৃতিজ দ্রব্যই ব্যবহার করত। লতার তৈরী ঝুড়িই ছিল পাত্র, চামড়া ও বল্কল বা ঘাসই ছিল বসন, খুঁচবার প্রস্তর খানিই অস্ত্র এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল শামুক ও কড়ি। কিন্তু সেই সমাজেও শিকারলব্ধ মাংস ভাগের একটা সামাজিক নিয়ম ছিল। (১০) এরা ছিল প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য এরা উপলব্ধি করেনি। শিকারের প্রয়োজনেই এরা যন্ত্র-প্রযুক্তির চেষ্টা করে—তার প্রথম অস্ত্র লাঠি, তার পরে লাঠির একদিক সূক্ষ্ম ক'রে তৈরী করে বল্লম, তার পরে করে লাঠি ও তীক্ষ্মমুখ পাথর দিয়ে কুড়ুল। এই সামান্য অস্ত্রের সাহায্যেই চলে তাদের জীবনযুদ্ধ, প্রকৃতির বিরূপতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। চিন্তাশক্তি প্রখরতর হলে তারা আবিষ্কার করে পশু ধরবার ফাঁদ। প্রস্তর ঘর্ষণের মধ্যে আবিষ্কার করে আগুন। আগুন জ্বালিয়ে গুহায় বাস করত নির্ভয়ে। এখানেও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁচবার প্রয়োজনেই একটা নীতি তাদের গড়ে উঠেছিল—সেখানে দলের মাঝে সাম্যনীতিই ছিল সমাজের নির্দেশ। শিকারীর আহৃত খাদ্য সমাজ নিয়মে দলের সকলের মাঝেই বণ্টন করা হত। (১১) এই সমাজনীতির মূলে কেবল বাঁচবার ইচ্ছাই ছিল না, বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনও তারা বুঝেছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। সবার জীবনে একক ভাবে শিকার হয় না, এককভাবে আত্মরক্ষা করা যায় না। এই হেতুই মানুষের আত্মকেন্দ্রিক চিত্তবৃত্তির বিস্তার হয়েছিল।

মানবচিত্তের কোণে সুপ্ত ছিল সুন্দরের প্রীতি, বনের ফুল তুলে হয়ত একদিন আদিম প্রাতে সে কানে গুঁজেছিল। ঝর্নার জলে দেখেছিল আপনার ছবি। গিরিগুহায় এঁকেছিল জীব-জন্তু ও মানুষের ছবি—এর পিছনে ছিল মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা। স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানী, মোরাভিয়া ও রাশিয়ার গুহাগাত্রে তার প্রমাণ আজও রয়েছে। (১২) কেন তারা খোদাই করেছিল এই প্রতিকৃতি তা নিরূপণ করা আজ কঠিন—কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রেরণাই ছিল তার পিছনে, না লক্ষ্যভ্রষ্ট শিকারকে হারিয়ে তার বেদনার প্রকাশ হয়েছিল গিরিগাত্রে তা বলা আজ অসম্ভব।

---

(৯) It is true that the driving power behind the evolution of culture is nothing else than the biological urge to live as fully and securedly as possible—Savagery to Civilization—G. Clark—p. 27.

(১০) Ibid—p. 29.

(১১) The sources of food supply were vested in the community and the spoil of the individual hunter was shared according to custom among those who belonged to his immediate group......Ibid p. 53.

(১২) Ibid—p. 53.

বেশভূষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে অলঙ্কার নির্মাণের মাঝেও মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়—তার পিছনেও এই আদিম মানুষের সৌন্দর্য বোধ না ছিল এমন নয়। এই সৌন্দর্যবোধ আত্মপ্রেমেরই (love of self) নামান্তর। (১৩)

কেবলমাত্র প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর না করে ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মানুষ এল বর্বর যুগে। যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে বাঁধলো বাসা। বন্য পশুর পিছনে না ঘুরে তাকে করল গৃহপালিত, বনে বনে ফল না কুড়িয়ে তা কৃষির সাহায্যে উৎপন্ন করল। মৃৎপাত্র ও বয়ন শিল্প সৃষ্টি করল, স্লেজ ও নৌকা বা ক্যানো আবিষ্কার করল। সৃষ্টি হল মানুষের বসতি—গ্রাম। প্রকৃতির খাদ্য সংগ্রহ করবার দুঃসহ শ্রম ও অনিশ্চয়তাকে জয় করল মানুষ। খাদ্যের পিছনে ঘোরা ছেড়ে সে তার বসতিতেই খাদ্য তৈরী করল—তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে বিচ্ছিন্ন মানবদল ও পরিবার একত্রিত হ'য়ে অধিক সংখ্যায় একত্র বসবাস করতে শিখল। সঙ্গে সঙ্গে নারীপুরুষের কাজেরও ভাগাভাগি হ'য়ে গেল। পুরুষরা পশুপালন, শিকার ও যুদ্ধে ব্যাপৃত হল; নারী ব্যাপৃত হল কৃষি, শস্য আহরণ, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও বয়নে। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে তখনও সকলেরই সমানাধিকার। পরে যখন ব্যক্তি-সম্পদ সঞ্চয়ের সম্ভাবনা বাড়ল তখনই সামাজিক অসাম্যের সৃষ্টি, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ আরম্ভ হল। (১৪) জল ও সারের দ্বারা অধিকতর খাদ্য উৎপাদন এবং বেশী সংখ্যক গৃহপালিত পশুরক্ষার মধ্যেই তখন তাদের অর্থনীতি সীমাবদ্ধ।

প্রয়োজনের তাগিদে হলকর্ষণ, শস্যরক্ষা পশুরক্ষার জন্যে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। তখনও প্রস্তরযুগই চলছে, লোহা বা ধাতুর আবিষ্কার হয়নি। মিশরের Fayum এর প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রহের মধ্যে প্রস্তরের কাস্তে কুড়ুল, প্রভৃতি পাওয়া যায়। তখন মৃৎশিল্প ও পশম বয়ন শিল্পও গড়ে উঠেছে। গৃহ নির্মাণে তারা উদ্ভিদ, কাঁচা বা পাকা ইট ও পাথর ব্যবহার করতে শিখেছে। এরা তখন সামাজিক ভাবে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ—কেবলমাত্র অলঙ্কার জাতীয় দ্রব্যের বাণিজ্যিক বিনিময় হত। পরবর্তীযুগে মেসোপোটেমিয়ার মারফতে ধাতু দ্রব্যের প্রচলন হয়।

এমনি ক'রে গ্রাম্য লোকের বসতি বাড়তে বাড়তে তা প্রায় নগরে পরিণত হল,—নগর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। ধাতু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিদ্যায় বিশেষত্ব দেখা গেল। শিল্পীগণ বিশেষ বিশেষ কাজে উৎকর্ষতা লাভ ক'রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেন। Specialisation এর ফলে প্রযুক্তিরও উৎকর্ষ হতে লাগল অত্যন্ত দ্রুত।

(১৩) Decoratoin of the person offered another outlet to aesthetic sensibility of which upper Palaeolithic man took full advantage......worn by the Mesolithic women of the rock paintings of Cogul Lerdia, eastern Spain—Ibid p 58.

(১৪) Again while among primitive barbarians the community was characteristically one of social equals, the enhanced possibility of accumulating wealth and added inducement for conquest, created by settled life, both tended in the long run to social inequality and the stratification of classes......Ibid—p. 73.

এই বাস্তব উন্নতির ফলে ব্যক্তিসম্পদ গড়ে উঠল এবং পরস্পরের বিনিময়-বাণিজ্য আরম্ভ হল, যার ফলে ব্যক্তি-সম্পদ আরও দ্রুত বাড়তে লাগল। ব্যক্তি-সম্পদ চিহ্নিত করবার জন্যে সীল (seal) তৈরী হল। হিসাব রাখবার জন্যেই লিখনের উদ্ভব হল। মানবের আত্মপ্রকাশের জন্যেই লিখনের উদ্ভব হয়নি। অর্থাৎ লেখার শুরু হয় হৃদয়ের প্রয়োজনে নয়, বাস্তব প্রয়োজনে। (১৫)

প্রকৃতি-পীড়িত আদিম পশুমানুষ নৈসর্গিক উৎপাতের ভয়ে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় মাথা নত করেছিল সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বৃক্ষ, পাথরের কাছে,—প্রকৃতির পায়ে। বিপদ মুক্তির জন্যে সেই নৈসর্গিক শক্তিকে পূজা করত। কিন্তু গ্রাম ও বসতি স্থাপনের পর জীবনের জটিলতা বেড়ে চলল, পারিবারিক ধর্ম সম্প্রদায়গত ধর্মে পর্যবসিত হল,—সম্প্রদায়গত ভাবে মঠ মন্দির গড়ে উঠল। সামগ্রিক প্রয়োজনে ধর্ম ব্যক্তি ছেড়ে সাম্প্রদায়িক হ'য়ে উঠল।

পশুমানব যুগে বা বর্বর যুগে মানুষ বাস করত দূরে দূরে; কাজেই তখন যুদ্ধ সংঘর্ষের সম্ভাবনাও ছিল অল্প। বিশেষতঃ অবিরাম খাদ্যাভাবে তারা প্রায়শঃ বসতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হত, এবং যান্ত্রিক আয়ুধের অভাবে সংঘর্ষকে তারা এড়িয়ে চলত। যে যে হেতুগুলি মানুষকে সভ্যযুগে নিয়ে এসেছে, সেইগুলিই পরোক্ষে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। মানুষের বেঁচে থাকবার ইচ্ছাশক্তি ও আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতি ক'রে সমাজকে সংঘবদ্ধ করেছে এবং আরও ভালভাবে ও পূর্ণভাবে বাঁচতে সে দেশের সীমারেখা ছেড়ে বিদেশে গেছে লুণ্ঠন করতে,—প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করতে। (১৬) যুদ্ধ মানব-সভ্যতার বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে একদিকে যেমন নতুন আবিষ্কারে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে, তেমনি অগ্রগতির ফলেই ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। (১৭) সৃষ্টির ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের ক্ষমতাও বেড়ে গেছে মানব সমাজের।

পশুজীবন থেকে হাজার হাজার বছর পরিক্রমা ক'রে মানুষ যখন প্রথম নগর ও নগর রাষ্ট্র নির্মাণ করল—প্রকৃতির দানকে মননশক্তি বলে আপনার কাজে লাগাল, প্রকৃতিকে জয় ক'রে আপনার সুখ সমৃদ্ধি ও জীবনকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলল তখন তার সমাজ, সমাজ ব্যবস্থা, তার হৃদয়ের রূপ কি ছিল? প্রথম সভ্য মানুষের সমাজ থেকেই আমাদের ইতিহাসের আরম্ভ।

---

(১৫) To judge from the earliest texts, the origin of writing lay in the humdrum necessities of accountancy rather than in any aspirations of the human spirit. Ibid—p. 99.

(১৬) Every one of the factors contributing to the rise of civilization, on the other hand, served to increase the probability of conflict and war itself, tapping in the instinct of self preservations one of the deepest springs of life...... Ibid—p.103.

(১৭) War has thus played a dual role in the evolution of civilizations, having been in part the consequence and in part the cause of cultural advance......the capacity to destroy has grown as rapidly as the ability to build......Ibid—p. 104.

মিশরের ফাউমে যে প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রহ পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে সেটা ছিল অন্ত বর্বর যুগ। মানুষের এই অন্ত বর্বর যুগ পৃথিবীর অন্তপ্রান্তে এসেছিল কিনা তা বলা যায় না তবে মিশরের ফাউম থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত যে তা বিস্তৃত ছিল তার নিদর্শন আছে। আর প্রথম সভ্য মানুষের নিদর্শন মেলে মেসোপোটেমিয়া, মিশর ও মহেনজোদড়োতে। (১৮)

খৃঃপূঃ সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে মেসোপটেমিয়া ও তার কিছু পরে মিশরে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তার চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সমাজ, দেশ, মানুষের চিত্তবৃত্তি সবই তখন নতুনরূপ নিয়েছে।

লিখন আবিষ্কার থেকেই এই যুগের আরম্ভ, এবং তখনকার এই লিখনের ধ্বংসাবশেষ থেকেই এই প্রথম সভ্যযুগের পরিচয় আমরা পাই। Erech এর মন্দিরে যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা কাদার সমতল টালির উপর থাক জাতীয় উদ্ভিদের সাহায্যে লেখা। সেটা মন্দিরের ব্যয় বহনার্থে যৌথ সমাজের উৎপন্ন শস্য ও শিল্পের সম্বন্ধে একটা নির্দেশপত্র, (১৯) কতকগুলি হিসাব-পত্র প্রভৃতি। এই সময়ে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ফলে ঘনবসতিপূর্ণ নগর সৃষ্টি হয়েছে; এবং প্রতিটি শহর এক একটি দেবতার অধিকারভুক্ত। এই দেবতাই ছিল তখন সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতীক। তাঁর নামে, তাঁর হ'য়েই সকল নাগরিক কাজ করত। তখনকার নগর বলতে যা বোঝাত শিল্প বিপ্লবের পর নগর বলতে ঠিক সেই জিনিস বোঝায় না। তখন গ্রাম ও নগরের পার্থক্যটা এত প্রকট ছিল না—নগর বলতে তখন ঘনবসতিপূর্ণ বড় গ্রামই বোঝাত। চতুর্দশ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও দেখা যায় নগরগুলি তখনও কৃষি প্রধান, নগরের বাহিরেই চাষের জমি এবং শস্য সংগ্রহের সময় নগরের সকল নাগরিককেই শস্য সংগ্রহে সাহায্য করতে হত। (২০) গ্রীক নগর বলতেও এমনি কৃষি প্রধান নগরই বোঝাত। (২১) নগরের অধীশ্বর দেবতা প্রকৃত পক্ষে অনুপস্থিত রাজার কাজ করত। মানুষ দেবতার সেবার জন্যে কাজ করে এবং এই কাজ করবার জন্যেই তার জীবন—এই বিশ্বাসের উপরেই দাঁড়িয়েছিল তখনকার Sumerian সমাজ। প্রত্যেক নাগরিক সমান, সমান তাদের অধিকার। কার্যতঃ সমাজ ছিল সমবায়ভুক্ত।

(১৮) From the seals pots and other articles at Mohenjodaro it is now established that the Indus valley civilization 'was related with the Sumerian civilization......Ancient Indian Culture & Civilization—K. C. Chakroborty—p. 39. Sir Jhon Marshall observed, "the Indus valley civilization was superior to the Sumerian or Egyptian civilization or any other civilization in any part of the world in that period". Ibid—p 44.

(১৯) The Birth of civilization in the near east. by Henri Frankfort—p. 55-56. quoted from—Archaische Texte aus Uruk by Adam Falkenstein.

(২০) Ibid—p 58.

(২১) Greek civilization is, in a sense, urban, but its basis is agricultural, and the breezes of the open country blow through Parliament and the market place.—Ibid—p 58.

রাজনৈতিক একক ছিল নগর, এবং ধর্ম ও অর্থনৈতিক একক ছিল তাদের দেবমন্দির। প্রত্যেক মন্দিরের অধিকৃত ভূমি ছিল। কর্মাধ্যক্ষ্য পুরোহিত, মেষপালক, ধীবর, বাগানের মালী, প্রস্তর শিল্পী, বণিক এবং ক্রীতদাস সকলেই এই মন্দিরের। কতকগুলি সাধারণ জমি সকল নাগরিক যৌথভাবে চাষ করত, তার নাম ছিল Nigenna বা সাধারণ, আর কতকগুলি ছিল Kur বা ব্যক্তিগত জমি। এই জমি দ্বারা তারা নিজেদের ভরণপোষণ করত; এবং এই জমির দেয় খাজনা ছিল উৎপন্ন শস্যের ⅙ থেকে ⅛ পর্যন্ত। মন্দিরের জমি চাষের গরু, বীজ, যন্ত্রপাতি মন্দির থেকেই দেওয়া হত এবং উচ্চনীচ সকলকেই এই দেবতার জমি চাষ, বাঁধ নির্মাণ, খাল কাটার কাজ করতে হত। Sangu বা পুরোহিত, তিনিই মন্দিরাধ্যক্ষ; তিনি কাজ বাটোয়ারা ক'রে দিতেন। তিনি ভগবানের প্রতিভূরূপে সহকারিগণের সাহায্যে শ্রমিক নিয়োগ, ভাণ্ডার রক্ষা, শাসন কার্য প্রভৃতি চালনা করতেন। মন্দিরের প্রাপ্য খাজনা ও সাধারণ ভূমির উৎপন্ন দ্বারা মন্দির কর্মচারিগণের ভরণপোষণ হত। বীজ সরবরাহ, সাধারণের জন্যে নিয়মিত শস্য ও পশম বণ্টন ও উৎসব দিনের সমবেত আহারের ব্যয়ভার বহন করা হত। যদিও সকলে সমান কাজ করত না, সকলের প্রাপ্য শস্য সমান ছিল না, কিন্তু নীতির দিক থেকে সকলেই সমান ছিল। সকলেই কাজ করত, সমাজের পরগাছা সম্প্রদায় তখনও সৃষ্টি হয়নি। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরা মন্দিরের কাজ করত। সকলের জমির পরিমাণ সমান ছিল না। সম্ভবতঃ পরিবারের গঠন উপযোগী জমিই তাদের অধিকারে থাকত। এক বিবাহ রীতি ও ক্রীতদাসের অভাবে এক পরিবার বেশী জমি চাষ করতে পারত না। কারিগরী মানুষও সমাজ ও মন্দিরের জন্যে তাদের কাজ করে যেত।

নীতির দিক দিয়ে সকলেই সমান থাকলেও সমাজে কর্ম বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণী ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠল। শাসক ও পুরোহিত শ্রেণী সমাজের পরগাছা শ্রেণীতে পর্যবসিত হল। চাষীকে অতিরিক্ত উৎপাদন করতে হল এদের ভরণপোষণের জন্যে। যদিও সকলে চাষীই ছিল তথাপি চাষের পরে প্রচুর অবসরে তারা নানা কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী হল এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতাশালী হল। বণিকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করে মূল্যবান প্রস্তর, সোনা, রূপা, তামা, গন্ধকাষ্ঠ নিয়ে আসত এবং দেশজ কাপড়, পশমী বস্ত্র, কার্পেট প্রভৃতি বিক্রি করত। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের স্তর বিশেষে বিলাস-ব্যসনেরও সৃষ্টি হল। সামাজিক কাঠামোটা ছিল Theocratic socialism. রাজনৈতিক ক্ষমতা একটা পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কই তার সভ্য ছিল। যুদ্ধ বা কোন জরুরী কাজের সময় সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা একজন ডিক্টেটরের হাতে সমর্পণ করা হত এবং যুদ্ধ অন্তে আবার সমস্ত ক্ষমতা পরিষদের হাতেই ফিরে আসত। এই কাঠামোর মধ্যে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, ব্যক্তির ত্যাগ, বিবেক ও ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য। আত্মীয়তা অপেক্ষা বাসভূমির প্রতিই আনুগত্য তখন বড় হ'য়ে

উঠেছে। (২২) মেসোপটেমিয়ায় এই নগর রাষ্ট্র ছিল পরবর্তী গ্রীক নগরের মত অথবা রেনেসাঁ ইটালীর মত। এখান থেকেই দেশাত্মবোধের সৃষ্টি।

এর পরবর্তী যুগেই দেখা যায় এই Oligarchic rule ভেঙে গেছে এবং পরিষদের ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের করতলগত হয়েছে—এবং তা বংশ পরম্পরায় চলেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তখন পরিষদের ক্ষমতা ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই পরে ধীরে ধীরে 'রাজা' হ'য়ে ওঠে, কারণ যুদ্ধবিগ্রহ তখন প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপারই ছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায় কয়েক একর চাষ-জমির কর্তৃত্ব নিয়ে Umma এবং Lagash এই দুই রাজ্যে পুরুষ পরম্পরায় যুদ্ধ চলেছিল এবং এ রকম পরিস্থিতিতে বংশানুক্রমিক 'রাজার' সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই ব্যক্তি-কর্তৃত্ব প্রকৃত পক্ষে সভ্যতার ক্ষেত্রে পশ্চাৎগামী।

পূর্বে বিরোধের মীমাংসা হত মধ্যস্থতার সাহায্যে কিন্তু এই রায় অবশ্য গ্রহণীয় ছিল না। রাজার হাতে যখন এই মধ্যস্থতার ক্ষমতা এল তখন তা সকলের নিকটই অবশ্য গ্রহণযোগ্য হল। সমাজ নিয়মে এই বিচার পদ্ধতি রাজার কর্তৃত্বে নতুন সংযোজন হল। এই নগররাষ্ট্রের পরবর্তী যুগে নগররাষ্ট্রগুলি যুক্তরাজ্যে পরিণত হল এবং তখনকার দিনে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধকল্পেই সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হল। কারণ এই যুক্তরাষ্ট্রই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী ছিল।

কিন্তু এই বিবর্তনের মাঝে, তখনকার সাহিত্য বা লেখায় যে ভাবটি পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ দুঃখবাদী। সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ যে মানুষের নিজের ক্ষমতার সাধ্যাতীত এমনি একটা দুঃখবাদই তখন বর্তমান ছিল। ভগবানের পূজার মধ্যেই এই দুঃখের মুক্তি পাওয়া যেতে পারে এমনি বিশ্বাসেই তারা পূজা-উৎসবে যোগদান করত। (২৩)

পরবর্তী যুগের মিশরীয় সভ্যতা ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য ছিল। সেখানে নগর-দেবতাই ছিল সর্বময় কর্তা, কিন্তু মিশরীয় সভ্যতায় রাজাই হল দেবতার প্রতীক—পার্থিব রূপ। মিশরীয় সভ্যতার আরম্ভ এই Monarchy (রাজতন্ত্র) থেকে। This এর রাজা Menes ই প্রথম সমগ্র মিশরীয় ভূভাগকে একরাজ্য ভুক্ত করেন।

মিশরের যে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে মোটামুটি তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রের একটা ছবি পাওয়া যায়। চামড়া ও প্যাপিরাসে লেখা হত বলে লেখার নিদর্শন বিশেষ কিছু মিলে না।

ফারাও রাজ্য শাসন করতেন—এবং তাঁর মনোনীত রাজন্য বা সামন্ত-বর্গ

(২২) It is a man-made institution overriding the natural and primordial division of society in families and classes. It asserts that habitat, not kinship, determines one's affinities. Ibid—p. 69.

(২৩) The spirit pervading her most important writings is one of disbelief in man's ability to achieve lasting happiness. Salvation might be experienced emotionally in the annual festivals of the gods but was not a postulate of theology. Ibid—p. 60-77.

তাঁর আদেশ অনুসারে দেশ শাসন করতেন। ফারাও এর আত্মীয়বর্গ তার পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর আত্মীয় কুটুম্বগণ ও মনোনীত ব্যক্তিই সব রাজকর্মচারী হত। রাজার নিজের আদেশ ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ করা হত না। একজন প্রধান উজীর থাকতেন—তিনি প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের প্রধান মন্ত্রীর মতই ছিলেন। তাঁর দূতগণ সরকারী বার্তা নিয়ে দেশের সর্বত্র যেত এবং দেশের সংবাদ আনত। শাসন কার্যকে নানা ভাগে ভাগ করা হত,—অর্থ, কৃষি, বাণিজ্য, পশু ও মৎস্য।

সকল নাগরিকই নিজ গুণে উচ্চ কর্মচারী হতে পারত। সেখানে জাতি সম্প্রদায় ছিল না। গ্রামে চাষীরা চাষ করত, মেয়েরা ক্ষেতে তাদের খাবার দিয়ে আসত, পশুপালন করত। মেয়েরা বয়নও করত এবং ঠিক বাংলা দেশের মত গান গাইতে গাইতে শস্য সংগ্রহ করত। উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ রাজস্ব দিতে হত। রাজস্ব না দিতে পারলে রাজকর্মচারীরা নিপীড়নও করত—চাষীর প্রতি উৎকট অত্যাচারও হত। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে বেঁধে রেখে চাষীকে কূয়ার জলে ফেলে দেওয়া হত—এমনি ঘটনার উল্লেখও পাওয়া যায়।

প্রজার স্বাধীনতা ছিল না, রাজার কোন আইন বা আদেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার অধিকার ছিল না। তারা ফারাওকে ভগবানের প্রতিনিধি মনে করে অকুণ্ঠ চিত্তে বশ্যতা স্বীকার করত,—সেই জন্যেই এই পরাধীনতার মধ্যে গ্লানি ছিল না।

বণিকগণ দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। রাজা সৈন্য, পশু, জাহাজ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতেন। দেশের যুবকগণের কিয়দংশ রাজার সৈন্যরূপে কাজ করতে বাধ্য হত, তারা দেশ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খাল কাটা, বাঁধ নির্মাণ ও পিরামিড নির্মাণে নিযুক্ত থাকত। রাজা তাদের ভরণপোষণ করতেন। প্রত্যেক পিরামিডের নিকটে এমনি সহস্র সহস্র শ্রমিকের বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যের অধীশ্বর ফারাও-এর ক্ষমতা মন্দীভূত হ'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে দেশ বিভক্ত হ'য়ে পড়ত।

সিরিয়া, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া লেবানন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সমাধিস্থানে এই সব দেশে নির্মিত বহু দ্রব্য পাওয়া যায়। ফারাওই সমস্ত বাণিজ্যের কর্তা ছিলেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে তাঁর একচেটিয়া অধিকার ছিল। লেবানন থেকে এক জাহাজ কাঠ আনবার জন্যে মূল্য স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল,—পাঁচটি সোনার ও পাঁচটি রূপার পাত্র, দশটি সূতীর পোশাক, পাঁচশ কাগজ, পাঁচশ চামড়া, পাঁচশ দড়ি, কুড়ি বস্তা খাদ্যশস্য, তিরিশ ঝুড়ি মাছ। বিনিময় প্রথায় এই বাণিজ্য চলত। ফারাও-এর এই রাজ্য সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তিনিই এই ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। সেই জন্যেই ফারাও-এর শাসনও অত্যাচার ছিল না এবং তাঁর বশ্যতাও দাসত্ব ছিল না। মিশরীয় সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। যে নগর ছিল তা বাণিজ্যিক বন্দর মাত্র এবং রাজধানীও নানা সময়ে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হত। ফারাও ছিলেন ভগবানের পার্থিব

প্রতিনিধি, তাঁর নামে তাঁর কাজ করাকে মিশরীয়রা বশ্যতা মনে করত না। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ছিল নগর কেন্দ্রিক। তারা ভগবানের নামে যৌথ পরিবারের মত বাস করত, সমবায় পদ্ধতিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঠিক তার পরবর্তী যুগেই রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং রাজা শাসিত নগর রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। (২৪)

মেসোপটেমিয়ায় যে লিখন পদ্ধতি ছিল তা প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে এবং পরবর্তী যুগে ধ্বনিবাচক অক্ষরের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। মিশরীয় আদিযুগের মধ্যে এই উভয়রূপ লিখনই দেখা যায়। তার সঙ্গে সংযোজক যুক্ত হ'য়ে বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়। (২৫) এই লিখন ও পঠনে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরাই ধীরে ধীরে শক্তিশালী রাজগোষ্ঠী হ'য়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এরাই সভ্যযুগের প্রথম বুরোক্রেসি সৃষ্টি করেন।

প্রকৃতির জীব আদিম মানুষ প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির হয়েই জীবনযাপন করত। বেঁচে থাকবার এবং ভালভাবে বেঁচে থাকবার একটা অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাকে আজকের সভ্য জগতে পৌঁছে দিয়েছে, বেঁচে থাকবার প্রয়োজনেই তার মননশক্তির বিকাশ হয়েছে। এক এক যুগে এক একটি নতুন আবিষ্কারের ফলে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তন হয়েছে,—তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের রূপ বদলেছে, মানুষের মনের পরিবর্তন হয়েছে, নর-নারীর সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ যেদিন বৃক্ষশাখায় নিরামিষ ভোজী ছিল, সেদিন সে ছিল একক,—পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে একক বা ক্ষুদ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আগুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সে হল তার নিজের গোষ্ঠীর। তারা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে, বাসভূমি হীন যাযাবর। যাযাবর জীবনে শিকারই ছিল খাদ্য সংগ্রহের উপায়, তাই তার মননশক্তি আবিষ্কার করল অস্ত্রের। প্রকৃতি জয়ের এই প্রথম পর্যায়ে সংঘশক্তির প্রয়োজন হল,—সমাজের মূলে একটি নীতি-ধর্মের প্রয়োজন হল। মানব-মন ব্যক্তি ছেড়ে সমষ্টির কথা ভাবতে শিখল বাধ্য হয়ে, শিকার লব্ধ মাংস ভাগ করে দিতে হল সকলকে। অহংভাবাপন্ন (egoistic) মানুষ পরার্থবাদী (altruistic) হয়ে উঠল বা হ'তে বাধ্য হল। ব্যক্তি জীবনের জন্যেই সমাজ জীবনকে স্বীকৃতি দিতে হল। অথবা বলা যায় ভোগবৃত্তির জন্যেই মানুষকে ত্যাগ-বৃত্তির আশ্রয় নিতে হল। এই ত্যাগ ও ভোগবৃত্তি মানুষের মনে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ভোগ ও ত্যাগের এই অনুশীলন মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। (২৬) ফ্রয়েড মানুষের দুটি মাত্র আদি সহজ প্রবৃত্তিকে (insitnct) স্বীকার

(২৪) Ibid—p—78—99.

(২৫) It includes three different classes of signs ; ideograms, phonetic signs and determinatives—Ibid—p. 106.

(২৬) The conjugal union of the bald headed eagle appears even to last till the death of one of the partners. Evolution of Marriage,—Ch. Letourneau.—p. 31. The Wandero (monkey) of India has only one female and is faithful to her until death. Ibid—p 33.

করেছেন—বেঁচে থাকা, (self preservation) এবং বংশকে বাঁচিয়ে রাখা (self procreation)। ভোগবৃত্তি বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তিগত এবং নিজেকে ভবিষ্যতের মাঝে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই ত্যাগবৃত্তির প্রকাশ। সভ্যতার স্তরে স্তরে এই ত্যাগ ও ভোগে সংঘাত বেধেছে এবং আজও এই সংঘাতের শেষ হয়নি।

মানুষ যখন পশুপালন ও কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে প্রথম ঘর বাঁধল, স্থায়ী বসতি নির্মাণ করল, সেই দিনই সমাজে কর্মবিভাগ সৃষ্টি হল। কর্মবিভাগ হলেও সেদিন ভোগ ও ত্যাগের সাম্য নষ্ট হয়নি, সামাজিক সাম্যের অভাব হয়নি। Protoliterate যুগে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রথম স্তরে দেখা যায়, কর্ম বিভাগ সত্বেও একটা নীতি-ধর্মের প্রভাবে সামাজিক সাম্যের অভাব হয়নি। কিন্তু অহং প্রসূত আত্মকেন্দ্রিকতা যখন মানুষকে ব্যক্তি-সম্পদ সৃষ্টি করতে প্রলুব্ধ করল, সেই দিন থেকে, বিশেষতঃ কারিগরী শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সম্পদ আহরণ করতে শুরু করল। তার থেকেই এল শ্রেণীবিভাগ, স্বার্থ-সংঘাত। ত্যাগবৃত্তিকে উপেক্ষা ক'রে ভোগবৃত্তি বেড়ে চলল মানুষের মনে—যেমন দেখতে পাই মিশরের ফাইউম সভ্যতায় শোষণ ও শাসন নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিবাদ পরার্থবাদ থেকে বড় হয়ে উঠে সমাজজীবনে জটিলতার সৃষ্টি করেছে—মানুষে মানুষে সংঘাতই বড় হয়ে উঠেছে। মানুষ প্রথমে সংগ্রাম করেছিল প্রকৃতির সঙ্গে, জীবন ধারণের জন্যে। জীবন ধারণ যখন নিরাপদ হল নগরজীবনে তখন সংগ্রাম শুরু হল মানুষে মানুষে—মানুষের মনে। এই সংগ্রাম থেকে মুক্তির জন্যে মানব-চিত্ত নানা ভাবে বিকশিত হল।

মানব-চিত্ত বিকাশ

মানব-মন বড় বিচিত্র,—সে পেয়েও আনন্দ পায়, দিয়েও আনন্দ পায়, খেয়েও আনন্দ পায়, খাইয়েও আনন্দ পায়। ভোগবৃত্তি ও ত্যাগবৃত্তি তার মনে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে আছে—আত্মবাদ আর পরার্থবাদ উভয়েই একই সঙ্গে রয়েছে তার হৃদয় জুড়ে। এদের ভারসাম্য যখন রক্ষিত হয় তখন সমাজে ব্যক্তি সংঘাত মন্দীভূত হয়ে আসে; যখন এ ভারসাম্য নষ্ট হয় তখনই সংঘাত বেড়ে ওঠে। পরার্থবাদ বা ত্যাগবৃত্তি যখন বড় হয় তখন নিরাশাবাদ সৃষ্টি হ'য়ে কর্ম প্রচেষ্টা ক্ষীণতর হ'য়ে বাস্তব অগ্রগতিকে শিথিল ক'রে তোলে, আত্মবাদ বা ভোগবৃত্তি যখন বড় হয় তখন আশাবাদের প্রভাবে বাস্তব কর্মশক্তি বেড়ে ওঠে, কিন্তু ব্যক্তি সংঘাত বা শ্রেণী সংঘাত জটিলতর হ'য়ে ওঠে। যেমন ভারতের নীতিবাদ ত্যাগমূলক বলে বাস্তব উন্নতি হয়ত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে উঠেছিল। আর পাশ্চাত্ত্যে ভোগমূলক আত্মবাদের জয় জয়াকার ধ্বনিত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেছে,—আদিমযুগে আবিষ্কার যেমন যুদ্ধে প্ররোচিত করেছে, পাশ্চাত্যের আবিষ্কারও তেমনি ভোগকেন্দ্রিক (egoistic) মানবমনের উপর যুদ্ধ ও ধ্বংসের বীজ বপন করেছে। এত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও তাই জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করতে পারেনি, তা কেবল শোষণ ও পীড়নের আয়ুধ হয়েই রয়েছে। আত্মবাদ ও ব্যক্তিবাদ এনেছে শুধু দম্ভ, অপরাধ ও নিষ্ঠুরতা; প্রেম ও প্রীতির দ্বারা পৃথিবীকে আনন্দময় করেনি। পৃথিবীর সভ্যতা, নীতিবাদ এই যুগ যুগান্ত ধরে আত্মবাদ (egoism) ও পরার্থবাদ (altruism) তথা আশাবাদ ও নিরাশাবাদের মধ্যে দেয়াল-ঘড়ির দোলকের মত দুলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও নীতিবাদ নতুন নতুন আদর্শ প্রচার করেছে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় ক'রে যতদিন জীবনকে সুরক্ষিত করতে পারেনি তত দিন তাদের মধ্যে সাম্য ও পরার্থবাদের অভাব হয়নি, কারণ বাঁচবার প্রয়োজনেই তাদের অন্তর পরার্থবাদ স্বীকার করেছে। কিন্তু যেদিন জীবন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়ে আপনাকে সুরক্ষিত করল সেই দিনই মানব সমাজে জটিলতার সৃষ্টি—আত্মবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তার মাঝে। আরম্ভ হল শোষণ, পেষণ ও আত্মকেন্দ্রিকতা। মেসোপটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার স্তরে দেখা যায়, মানুষের এই অহংভাব প্রকট হ'য়ে উঠেছে—সমাজে দুঃখ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে।

এই সময় থেকেই সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে চিন্তা নায়কগণ নানারূপ নীতিধর্ম (ethics) সৃষ্টি করেছেন, সমাজে আরোপ করতে চেয়েছেন—কখনও মানুষ তা গ্রহণ করেছে, কখনও করেনি। মানুষের অহং সে শিক্ষা আজও গ্রহণ করেনি।

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকের চৈনিক দার্শনিকগণের (২৭) প্রকৃতি-দর্শন জীবনে সুস্থ সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকবার একটা আশাবাদ প্রচার করেছেন। তাঁদের দর্শনে একটা আশাবাদের আভাস পাওয়া যায়—তাঁরা চেয়েছেন অন্তর ও বাস্তবের উন্নতি। অর্থাৎ ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য ক'রে জীবনকে সুসমঞ্জস ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। চৈনিকদিগের মত বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন, উপনিষদ আত্ম-জিজ্ঞাসা ও সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধান করেছেন কিন্তু তাঁরা ত্যাগবাদের উপরই সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—তাতে জীবনকে অস্বীকার করে তাঁরা জাগতিক সংগ্রাম থেকে মুক্তি চেয়েছেন, ভারতীয় জীবনে তাই নিরাশাবাদই পুরিপুষ্টি লাভ করেছে। তার ফলে তাঁদের দর্শন Monistic ও Panthestic হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে তাঁরা ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং নিজেকে বিশ্বজাগতিক জীবনের অঙ্গীভূত বলে মনে করেছেন।

নরমাংসভোজী নিষ্ঠুর মানুষের মন এশিয়ার এই দুই প্রাচীন দেশে অকস্মাৎ জগৎ কল্যাণকে ভাবতে—অনুভূতিশীল হৃদয়ের উদার মনোভাব সমগ্র জাগতিক

(২৭) (১) Lao—Tse (604 B. C.) Kung—Tse (551—429 B. C.) Meng—Tse (372—289 B. C.) Chwang—Tse (4th century B. C.).

জীবনের কথা ভাবতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে এক মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাস তাদের হৃদয়কে বিশ্বমৈত্রীর অনুপ্রেরণা দেয়। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেও জরথুষ্ট্র ও ইহুদিগণ জড় ও জীবনকে আলাদাভাবে গ্রহণ করলেও (Dualistic) মানবপ্রেমই ছিল তার মূল আদর্শ। এই সকল দেশেই ধর্মীয় দর্শন একটা বিশ্বমানবিক নীতিবাদের সৃষ্টি করে। (২৮) পক্ষান্তরে বিশ্বমানবিকতার মূলেও রয়েছে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রী ধর্মকেন্দ্রিক। (২৯)

ত্যাগবৃত্তি প্রণোদিত এই পরার্থবাদ বা মানবিকতা যখন ভারত ও চীনে সমাজজীবনকে প্রীতির বন্ধনে বেঁধেছিল, ঠিক সেই সময়েই (খৃঃ পূঃ ৫ম শতক) গ্রীসে Sophist গণ যুক্তিলব্ধ জ্ঞান ও মনন দ্বারা তাঁদের দর্শনকে ধর্মীয় দর্শন থেকে আলাদা ক'রে নিয়েছিলেন। ভোগ প্রবৃত্তি প্রভাবিত অহংবাদ (ব্যক্তিবাদ) প্রচার করল,—"all morality, like all current laws, has been invented by organised society in its own interest." (৩০) অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি তার নিজের মতবাদ অনুসারেই জীবন ধারণ করবে,—নিজের আনন্দ ও স্বার্থ ই জীবন। এর ফল ভয়াবহ হ'য়ে উঠল সমাজে। সমাজশক্তিকে খর্ব করে ব্যক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল,—ব্যক্তিবাদের পিছনে এল উচ্ছৃঙ্খলতা।

তারপরে এলেন সক্রেটিস (470—399 B. C.)। তিনি এই মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে বললেন, জীবনে আনন্দ চাই তবে সে হবে যৌক্তিক—rational—কিন্তু সমাজ-সঙ্গতি না থাকলে ব্যক্তিজীবন আনন্দময় হ'তে পারে না। তার ফলে গ্রীকগণ হয়তো ভাল নাগরিক হ'য়ে উঠল কিন্তু প্রকৃত মানুষ হল না। (৩১) কারণ সক্রেটিস্ মানুষকে কেবলমাত্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করলেন। তারপর Xenophon তার Memorabilia তে বললেন, Virtue consists in right knowledge—প্রজ্ঞাই ধর্মের আধার। কিন্তু তখন ভারত ও চীনে ইহুদী ও জরথুষ্ট্রর অনুগামিগণের মধ্যে মানুষ একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিল; তাই সক্রেটিসের এই সমাজবাদ বেশীদিন টিকল না।

Aristippas (425 355 B, C.) Democritus (450-360 B. C.) Epicurius (341-270 B. C.) Xenophon এর প্রজ্ঞালব্ধ আনন্দ ও ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। তারপরে Zeno (336-264 B. C.) থেকে গ্রীকগণ জগতে ত্যাগমূলক

(২৮) (a) Deimachus was sent to his (Bindusara 286-269 B. C.) court as a Sophist ambassador.

(b) Philadelphus of Egypt (285-217 B. C.) sent Dionysius to the court of Asoka. Literary Hist. of Ancient India. Chandra Chakroborty.– p 39.

(২৯) The religious world view which seeks to comprehend itself in thought becomes philosophical as in the case among the Chinese and Hindus, on the other hand a philosophical world view, if it is really profound, assumes a religious character. Civilization and Ethics—Dr. Albert Schweitzer. p. 30.

(৩০) Ibid—p. 31.

(৩১) The ancient Greek was more citizen than man. Ibid—p. 39.

আদর্শবাদের সৃষ্টি করে। (৩২) অবশ্য এই ত্যাগবাদ ভারতীয় উপনিষদ দ্বারা কতখানি প্রভাবিত তা বলা যায় না। তবে সক্রেটিসের সময়েই যে কয়েকজন ভারতীয় দার্শনিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে গ্রীসে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে এবং পরে প্লেটোর (৩৩) চিন্তাধারায় ভারতীয় দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব পাওয়া যায়। Pythagoras (582 B. C.) ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষা করেছিলেন। অতএব গ্রীক stoicism এর উৎস হয়তো ভারতীয় দর্শন। (৩৪) গ্রীক stoic দের মতবাদ ও উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য মূলতঃ অতি সামান্য। সক্রেটিসের মতবাদ কর্মের প্রাধান্য দেয়নি, সমাজকল্যাণেরও প্রতীক্ষা করেনি, কাজেই বৃহত্তর মানবতার অগ্রগতির সহায়ক হতে পারেনি। পক্ষান্তরে stoic-দের মতবাদ সভ্যতার অগ্রগতিকে নিরাশার ভারে মন্থর ক'রে দিয়েছে। Epicurius —কামনাহীনতাকেই আনন্দের মূল বলেছেন, তার ফলে তিনি stoic দের নিরাশাবাদেই পৌঁছেছেন। ত্যাগবৃত্তি প্রসূত এই নিরাশাবাদ সভ্যতার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

Plato (427-347 B. C.) এবং Aristotle (384-322 B. C.) এমন কোন নীতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেননি যাতে সভ্যতা ও সমাজ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে। প্লেটোই প্রথম মানবজীবনে নীতিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, কিন্তু তাঁর নীতিবাদ ঘোর রহস্যের সম্মুখীন হ'য়ে নিষ্ফল হ'য়ে যায়। বাস্তবে তিনি সাধারণের ধারণা virtue কেই আশ্রয় করেন। তার Republic এ চারিটি গুণের কথা বলেন,—প্রজ্ঞা (wisdom) সাহস (courage) ধৈর্য্য (temperance) ও ন্যায় (justice)। (৩৫) Aristotle তার Nicomachen Ethics এ বাস্তবানুগ একটি

(৩২) An intolerance of imperfection amounting to a sense of sin and uncompromising idealism and a demand for resignation before the All Supreme —The Cambridge Ancient Hist. Vol VII p 335.

(৩৩) There is a tradition that Pythagoras, born in 582 B. C. came to India ......It is held that the philosopher Pythagoras is the first Greek who borrowed his learning from India. He learnt the doctrines of transmigration of souls and final beautitude from the Upanisads and the current faith of the Hindus and his ascetic observances and prohibits to eat flesh and bean were also borrowed from India. Ancient Indian Culture and Civilization—K. C. Chakroborty—p. 121.

(৩৪) There is another tradition that some Indian philosophers found their way to Athens and interviewed Socrates. The many points of similarity between Indian philosophy and the ideas of Plato may not be accidental......Plato's ideal polities into three orders—guardians, auxiliaries and workers are the Indian castes—Brahmins, Kshatriyas and Vaisyas—Ibid p. 122.

(৩৫) Plato's ethics of world negation is not an original creation ; he takes it over in the Indian setting in which it is offered to him by Orphism and Pythagoranism—Ibid—p. 42.

যেমন জৈন ধর্মের মূলে অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করা হয়েছে—

সর্বজ্ঞোজিত রাগাদি দোষস্ত্রৈলোক্য পূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থ বাদীচ দেবোহর্হন পরমেশ্বর॥

আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার—

History of Samskrita Literature—V. Varadachari, p—223.

ীতিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন কিন্তু নীতিবাদের পরিবর্তে সৎগুণাবলী অনুশীলনেরই ।কটা মতবাদ দেন। অর্থাৎ মানবমনের ইচ্ছায় একটা সঙ্গতি ও সৌন্দর্যপূর্ণ ।ভিব্যক্তিকেই তিনি নীতিবাদ (Ethies) বলে প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেটো ও ্যারিস্টটল দুইজনই তাদের আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় একটি বিষয়ে একমত যে ানুষ তার পারিপার্শ্বিকতার জন্যেই পরস্পর নির্ভরশীল অতএব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজ । রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের পরিপন্থী। এ্যারিস্টটল পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন ।বং প্লেটো তার রাষ্ট্রকে একটা বৃহৎ পরিবাররূপে কল্পনা করেন—এই পার্থক্য। ।কৃতপক্ষে গ্রীক দার্শনিকগণ হয় ব্যক্তিবাদ, না হয় সৎগুণানুশীলন না হয় ত্যাগমূলক ন্ন্যাসের বাণী দিয়েছেন কিন্তু তারা মানুষের গণ্ডিকে অতিক্রম করে তাকে বিশ্বজনীন ক'রে তুলতে পারেননি। উপনিষদের শিক্ষা যেমন বিশ্বজনীন,—সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে ানব সত্তার একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক সেখানে গড়ে উঠেছে—তেমনি একটা উদার ্যাপকতার নিদর্শন গ্রীকদর্শনে পাওয়া যায় না। (৩৬)

কিন্তু গ্রীকোরোমান যুগের দার্শনিক Seneca (৩৭) (4 B. C.—62 A. D.) Epictatus (৩৮) (A. D. 50) ও Marcus Anvetius (৩৯) (120-180 A. D.) বিশ্বভ্রাতৃত্বের নীতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রদ্ধার সম্পর্ক, সে সম্পর্ক আত্মত্যাগের দ্বারা সুন্দরতর। ইউরোপীয় সভ্যতায় এই যুগেই প্রথম মানবতার ত্রপাত। গ্রীকগণের চিন্তাধারা সমাজ কেন্দ্রিক, নগর রাষ্ট্রই ছিল তাদের চিন্তার কেন্দ্র। তারপরে গ্রীক সাম্রাজ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবন পীড়িত হ'তে আরম্ভ করে। তার প্রতিবাদেই গ্রীকোরোমান যুগে বৃহত্তর মানবতার আদর্শবাদ গড়ে ওঠে। াই মানব সমাজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা চিন্তা করতে শুরু করে। শুধু তাই নয় মানব ও ানবেতর প্রাণীর প্রতিও সেই মানবিকতা প্রসারিত হয়। Seneca Gladiatorial low র নিন্দা করেন। এইযুগ থেকেই দর্শন ও প্রকৃত নীতিবাদের সৃষ্টি—এই ীতিবাদই বিশ্বনীতিবাদ। জাগতিক জীবনেচ্ছা আশাবাদে উদ্দীপ্ত হ'য়ে মানবিকতায় ।নময় হ'য়ে মানব-জীবনে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করে। অন্ধকার যুগের পরে ইউরোপীয় জীবনে আসে নতুন বুদ্ধিদীপ্ত যুগ—রেনেসাঁ। জীবনের জগতের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক সম্বন্ধের সৃষ্টি হ'ল এই যুগে। আত্মশক্তি-ম্বন্ধে মানুষ সচেতন হ'য়ে মধ্যযুগীয় ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তির দাবী জানাল। ই যুগের বৈজ্ঞানিক ও ভৌগলিক আবিষ্কারের পিছনে মানব সমাজের বুদ্ধিদীপ্ত প্রেরণার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। Leonardo Da Vinci (1452-1519)

(৩৬) Plato and Aristotle undoubtedly cherish the ancient conviction that dividual ought to devote himself to the state but they can not find the founda-n for it in their philosophy.—Ibid. p. 51,

(৩৭) The world is the one mother of us all—to no one is virtue forbidden—neca.

(৩৮) Nature is wonderful and full of love for all—Epictatus.

(৩৯) It is a privilege of man to love even those who do him wrong Anvetius.

আদর্শবাদের সৃষ্টি করে। (৩২) অবশ্য এই ত্যাগবাদ ভারতীয় উপনিষদ দ্বারা কতখানি প্রভাবিত তা বলা যায় না। তবে সক্রেটিসের সময়েই যে কয়েকজন ভারতীয় দার্শনিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে গ্রীসে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে এবং পরে প্লেটোর (৩৩) চিন্তাধারায় ভারতীয় দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব পাওয়া যায়। Pythagoras (582 B. C.) ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষা করেছিলেন। অতএব গ্রীক stoicism এর উৎস হয়তো ভারতীয় দর্শন। (৩৪) গ্রীক stoic দের মতবাদ ও উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য মূলতঃ অতি সামান্য। সক্রেটিসের মতবাদ কর্মের প্রাধান্য দেয়নি, সমাজকল্যাণেরও প্রতীক্ষা করেনি, কাজেই বৃহত্তর মানবতার অগ্রগতির সহায়ক হতে পারেনি। পক্ষান্তরে stoic-দের মতবাদ সভ্যতার অগ্রগতিকে নিরাশার ভারে মন্থর ক'রে দিয়েছে। Epicurius —কামনাহীনতাকেই আনন্দের মূল বলেছেন, তার ফলে তিনি stoic দের নিরাশাবাদেই পৌঁছেছেন। ত্যাগবৃত্তি প্রসূত এই নিরাশাবাদ সভ্যতার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

Plato (427-347 B. C.) এবং Aristotle (384-322 B. C.) এমন কোন নীতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেননি যাতে সভ্যতা ও সমাজ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে। প্লেটোই প্রথম মানবজীবনে নীতিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, কিন্তু তাঁর নীতিবাদ ঘোর রহস্যের সম্মুখীন হ'য়ে নিশ্চল হ'য়ে যায়। বাস্তবে তিনি সাধারণের ধারণা virtue কেই আশ্রয় করেন। তার Republic এ চারিটি গুণের কথা বলেন,—প্রজ্ঞা (wisdom) সাহস (courage) ধৈর্য্য (temperance) ও ন্যায় (justice)। (৩৫) Aristotle তার Nicomachen Ethics এ বাস্তবানুগ একটা

---

(৩২) An intolerance of imperfection amounting to a sense of sin and uncompromising idealism and a demand for resignation before the All Supreme. —The Cambridge Ancient Hist. Vol VII p 335.

(৩৩) There is a tradition that Pythagoras, born in 582 B. C. came to India. ......It is held that the philosopher Pythagoras is the first Greek who borrowed his learning from India. He learnt the doctrines of transmigration of souls and final beautitude from the Upanisads and the current faith of the Hindus and his ascetic observances and prohibits to eat flesh and bean were also borrowed from India. Ancient Indian Culture and Civilization—K. C. Chakroborty—p. 121.

(৩৪) There is another tradition that some Indian philosophers found their way to Athens and interviewed Socrates. The many points of similarity between Indian philosophy and the ideas of Plato may not be accidental......Plato's ideal polities into three orders—guardians, auxiliaries and workers are the Indian castes—Brahmins, Kshatriyas and Vaisyas—Ibid p. 122.

(৩৫) Plato's ethics of world negation is not an original creation ; he takes it over in the Indian setting in which it is offered to him by Orphism and Pythagoranism—Ibid—p. 42.

যেমন জৈন ধর্মের মূলে অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করা হয়েছে—

সর্বজ্ঞোজিত রাগাদি দোষস্ত্রৈলোক্য পূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থ বাদীচ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বর॥

আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার—

History of Samskrita Literature—V. Varadachari, p—223.

নীতিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন কিন্তু নীতিবাদের পরিবর্তে সৎগুণাবলী অনুশীলনেরই একটা মতবাদ দেন। অর্থাৎ মানবমনের ইচ্ছায় একটা সঙ্গতি ও সৌন্দর্যপূর্ণ অভিব্যক্তিকেই তিনি নীতিবাদ (Ethies) বলে প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেটো ও এ্যারিস্টটল দুইজনই তাদের আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় একটি বিষয়ে একমত যে মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতার জন্যেই পরস্পর নির্ভরশীল অতএব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের পরিপন্থী। এ্যারিস্টটল পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্লেটো তার রাষ্ট্রকে একটা বৃহৎ পরিবাররূপে কল্পনা করেন—এই পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে গ্রীক দার্শনিকগণ হয় ব্যক্তিবাদ, না হয় সৎগুণানুশীলন না হয় ত্যাগমূলক সন্ন্যাসের বাণী দিয়েছেন কিন্তু তারা মানুষের গণ্ডিকে অতিক্রম করে তাকে বিশ্বজনীন ক'রে তুলতে পারেননি। উপনিষদের শিক্ষা যেমন বিশ্বজনীন,—সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে মানব সত্বার একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক সেখানে গড়ে উঠেছে—তেমনি একটা উদার ব্যাপকতার নিদর্শন গ্রীকদর্শনে পাওয়া যায় না। (৩৬)

কিন্তু গ্রীকোরোমান যুগের দার্শনিক Seneca (৩৭) (4 B. C.—62 A. D.) Epictatus (৩৮) (A. D. 50) ও Marcus Anvetius (৩৯) (120-180 A. D.) বিশ্বভ্রাতৃত্বের নীতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রদ্ধার সম্পর্ক, সে সম্পর্ক আত্মত্যাগের দ্বারা সুন্দরতর। ইউরোপীয় সভ্যতায় এই যুগেই প্রথম মানবতার সূত্রপাত। গ্রীকগণের চিন্তাধারা সমাজ কেন্দ্রিক, নগর রাষ্ট্রই ছিল তাদের চিন্তার কেন্দ্র। তারপরে গ্রীক সাম্রাজ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবন পীড়িত হ'তে আরম্ভ করে। তার প্রতিবাদেই গ্রীকোরোমান যুগে বৃহত্তর মানবতার আদর্শবাদ গড়ে ওঠে। সেই মানব সমাজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা চিন্তা করতে শুরু করে। শুধু তাই নয় মানব ও মানবেতর প্রাণীর প্রতিও সেই মানবিকতা প্রসারিত হয়। Seneca Gladiatorial show র নিন্দা করেন। এইযুগ থেকেই দর্শন ও প্রকৃত নীতিবাদের সৃষ্টি—এই নীতিবাদই বিশ্বনীতিবাদ। জাগতিক জীবনেচ্ছা আশাবাদে উদ্দীপ্ত হ'য়ে মানবিকতায় মঙ্গলময় হ'য়ে মানব-জীবনে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করে। অন্ধকার মধ্যযুগের পরে ইউরোপীয় জীবনে আসে নতুন বুদ্ধিদীপ্ত যুগ—রেনেসাঁ। জীবনের সঙ্গে জগতের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক সম্বন্ধের সৃষ্টি হ'ল এই যুগে। আত্মশক্তি-সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হ'য়ে মধ্যযুগীয় ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তির দাবী জানাল। এই যুগের বৈজ্ঞানিক ও ভৌগলিক আবিষ্কারের পিছনে মানব সমাজের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মপ্রেরণার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। Leonardo Da Vinci (1452-1519)

(৩৬) Plato and Aristotle undoubtedly cherish the ancient conviction that individual ought to devote himself to the state but they can not find the foundation for it in their philosophy.—Ibid. p. 51,

(৩৭) The world is the one mother of us all—to no one is virtue forbidden—Seneca.

(৩৮) Nature is wonderful and full of love for all—Epictatus.

(৩৯) It is a privilege of man to love even those who do him wrong —Anvetius.

Copernicus (1473-1543) Kepler (1571-1630) Galilio (1564-1642) এর যুক্তি ও বিজ্ঞান নতুন দৃষ্টি দিল মানুষকে।

প্রকৃতি দর্শনের (Nature Philosophy) সৃষ্টি এই যুগ থেকে। Descrates এর Theory of Knowledge থেকেই নব যুগের সূচনা। মানুষ পৃথিবীতে আশাবাদী হ'য়ে উঠল জীবন ও পৃথিবীকে ভোগ করবার জন্যে—তার পিছনে বিশ্ব-মৈত্রীর বা মানবিকতার প্রেরণা ছিল না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন তাকে শক্তিশালী ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল, তাই মানব সমাজে আশাবাদ ও সুখে বেঁচে থাকবার প্রেরণা বেগবান হ'য়ে ওঠে। জাগতিক দর্শনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক্ষীণতর হ'য়ে এল। ত্যাগবৃত্তির প্রেরণাও ধীরে ধীরে মন্দীভূত হ'য়ে এল। (৩৮)

রেনেসাঁর বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিবাদের ফলে এবং বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের উপরে একটা অখণ্ড বিশ্বাসের ফলে বাস্তব জগতে ইউরোপ অগ্রগতি লাভ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাশালীও হ'য়ে উঠল। এই ক্ষমতা ও প্রকৃতি জয়ের দম্ভ ইউরোপের অহংবাদ বা ব্যক্তিবাদকে অতি দ্রুত বেগবান ক'রে তাকে ধর্মীয় সংস্কার ও আনুগত্যের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদের দাসত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হল। ধর্ম পালন, ধর্মীয় সংস্কার ও শীল আচারের মধ্যে সমাজবদ্ধ মানব-মন যে হৃদয়ের বিস্তীর্ণতা লাভ করেছিল তা সংকুচিত হ'য়ে আত্মবাদের মোহে ডুবল। ইউরোপের মানুষ হৃদয়ের সম্পর্ক অস্বীকার ক'রে মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে উঠল। ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল হল সমাজ ভেঙ্গে পড়ল, হৃদয় সমাজগত ত্যাগধর্মকে ত্যাগ ক'রে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠল। (৩৯)

কিন্তু এই মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তিবাদকে হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণ অবিদ্যা (৪০)

(৩৮) The spirit of the modern age is not the work of any great character. It wins its way gradually by reason of the unbroken series of triumps won by discovery and inventions.... He (Francis Bacon—1561-1626) found it upon the sentence, "Knowledge is power" He develops his picture of the future in his New Atlantis. Ibid—p. 64

(৩৯) The Renaissance is the great age of disintegration and rebirth ; when for good or ill the organic unit of life of the Meddle Ages, derived from its religious orientation, passed away, and the new world of Copernicus and Columbus, of Luther and Calvin, of Galilio and Descrates, of Machiavelli and Henry VIII came to birth. The history of the last four hundred years in Europe has been a simultanious growth in political freedom, economic prosperity, intellectual advancement and social reform but it has also been a slow and sure decay of traditional religion, morality and social order. It in one sense has been a progress, in another it has been a reaction, marked by a departure from the authentic foundation of life. Eastern Religions and Western Thought—S. Radhakrishnan pp. 11-12

(৪০) Hindu and Buddhist thinkers with a singular unanimity make out that Avidya or ignorance is the source of our anguish and Vidya or wisdom, Bodhi or enlightment is our Salvation. The former is intellectual knowledge which produces self-consciousness and self will...the break in the normal and natural order of things in human life is directly traceable to man's intellectuality, the way in which he knows himself and distinguishes himself from others. Ibid—p. 43

আখ্যা দিয়েছেন। কারণ অহংভাবাপন্ন মানুষের যে যুক্তিবাদ তা' কখনই প্রকৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারে না। যে মানুষ ষড় রিপুর বশ্যতা বিশ্বজনীন কল্যাণকে চিন্তা করতে পারে না, সে বিশ্বনীতিবাদও সৃষ্টি করতে পারে না। অহং প্রসূত যুক্তি ব্যক্তি, জাতি, সম্প্রদায়গত স্বার্থপরতায় আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে, তার ফলে পৃথিবীতে ঘনিয়ে এল দুঃখের রাত্রি। শোষণ পেষণ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় দম্ভ জাগতিক শান্তিকে বিপন্ন ক'রে তুলল। তারপরে শিল্পবিপ্লব সেই অহংবাদকে চরমে তুলে দিয়ে পৃথিবীর সভ্যতাকে ক'রে তুললো ধ্বংসমুখী। পৃথিবী হল হিংসায় উন্মত্ত। ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদকে ত্যাগ ক'রে তথা হৃদয় ত্যাগ ক'রে বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে মানুষ হল অমানুষ। রেনেসাঁর পরে পৃথিবীতে যে নবজাগরণ এল তা বাস্তবজগতে (৪১) তাকে এগিয়ে নিয়ে গেল কিন্তু হৃদয়ের দীপকে নিভিয়ে দিল। (৪২) ধর্মভিত্তিক যে নীতিবাদ গড়ে উঠেছিল, যার মাধ্যমে মানবহৃদয় মানুষকে ভালবাসতে শিখেছিল তা ভুলে গেল। সার্বজনীন একটা নীতিবাদ সৃষ্টির আশা বিলুপ্ত হ'য়ে গেল।

হিন্দু দর্শনের ত্যাগধর্মের যে আদর্শ জগতে একটা বিশ্বমৈত্রীর সূচনা ক'রেছিল তা ক্ষীণতর হল। ডাঃ সুইটজার প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণ ত্যাগধর্মকে বাস্তব-জীবনের পরিপন্থী ব'লে মনে করেন কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি এই পাশ্চাত্ত্য মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। ত্যাগধর্মের অর্থ জগতকে অস্বীকার করে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করা নয়; জাগতিক জীবনে, দৈনন্দিন জীবনে ত্যাগের অনুশীলনই হিন্দুর আদর্শ—পরিবারে, সমাজে এই ত্যাগ হৃদয়কে অনুভূতিশীল ক'রে বাস্তব জীবনকেও আনন্দময় করবে। (৪২) ভারতীয় সভ্যতার এই ত্যাগধর্ম যে জীবনের পরিপন্থী নয় তার ঐতিহাসিক প্রমাণ ধর্মাশোকের রাজত্বকাল। ত্যাগের মাধ্যমেও যে বাস্তব উন্নতি হয় এবং হয়েছে, অশোকের সাম্রাজ্য তার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য। আত্মবাদ বা অহংবাদই সমাজের ভিত্তিভূমি থাকবে না, পরার্থবাদ ও ব্যক্তিবাদের সামঞ্জস্যই সমাজের ভিত্তি হবে—এই আদর্শই হিন্দু পরিবারকে বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট করেছিল ও সমাজকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়েছিল। (৪৩)

---

(৪১) Intellectual and artistic refinement places no check on brutal lusts and savage passions. The faith that the spread of reason will abolish all irrational outbursts has disappeared. Ibid—p, 14.

(৪২) Ibid. Radhakrishnan p. 67—114.

(৪৩) The Upanishads knew full well that want in the material plains hampers the soul in its spiritual flight and so they first sought all round security in the material level, before commencing the higher quest. Studies in Upanishads —G. G. Mukherjea—p. 19 (Taittiriya Upanisad).

(৪৩) It has been very often and widely assumed that while the ancient Hindus had a genius for abstract speculations, producing so many systems of philosophy and religion, they were notoriously defecient in all practical skill and capacities, so that the spiritual interests of life were disproportionately cultivated to the neglect of material interests. The reign of Asoka and indeed the entire History of India, is a refutation of the assumption. Men and Thought in Ancint India—Radha Kumud Mukherjea—p. 93.

অবশ্য এই যুগেও পরবর্তী stoic দার্শনিকগণের (৪৪) মধ্যে মানবতার একটা সুর যে ধ্বনিত হ'য়ে না উঠেছিল এমন নয়। Hugo Grotius তার De jure belli acpacis এ মানবতার যুক্তির উপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিক আইন ও jurisprudence সৃষ্টি করেন। কিন্তু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের শক্তিতে শক্তিশালী মানুষের অহমিকা এই মানবতার বাণী শোনেনি। বাস্তব জগতের বিলাস-ব্যসন ও প্রকৃতিকে জয় করবার আনন্দেই তখন মানুষ বিভোর। বৈজ্ঞানিক শক্তির উপরে নির্ভরশীল মানুষ, কর্মের মধ্যে নতুন জীবনদর্শন গ্রহণ করল। নতুন কোন বিশ্বজনীন নীতিবাদ এই বর্তমান সভ্য জগতের স্রষ্টা নয়, অগ্রগতিতে বিশ্বাসই এই যুগের স্রষ্টা। এই অগ্রগতির যুগে বিশ্বজনীন জীবনদর্শনের নীতিবাদ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল কিন্তু দর্শন তা দিতে পারেনি। তার ফলেই অহংবাদ শৃঙ্খলমুক্ত হ'য়ে পৃথিবীর মানুষকে হিংসায় উন্মত্ত ক'রে তুলেছে। এই অহংবাদপ্রসূত লোভ ও হিংসা পৃথিবীকে সর্বাঙ্গীন ধ্বংসেরমুখে ঠেলে দিয়েছে। সভ্যতার বিরাট সৌধ গ'ড়ে উঠেছে কিন্তু কোন কঠিন জীবন-দর্শনের ভিত্তি তার নেই, তাই তা' আজ ভেঙে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে। (৪৫)

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে আসে শিল্পবিপ্লব, এবং এই অহংভাবে অন্ধ মানুষ বৈজ্ঞানিক শক্তিকে শোষণ ও শাসনের কাজেই লাগায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে; তার হৃদয়বৃত্তি সম্প্রসারিত হ'য়ে এই শক্তিকে বিশ্বের কল্যাণে নিযুক্ত করতে পারে নি। এই স্বার্থবোধ ও আত্মকেন্দ্রিকতাই আজ জগতের বৃহত্তম সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সভ্যতা জগতে সুখে বেঁচে থাকবার মতবাদের উপর এতদূর বিশ্বাসী যে তা' কোন নীতিবাদের ভিত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। ত্যাগবৃত্তিকে মানুষ বেকুবী বলে মনে করেছে, কিন্তু মানুষ জানে না এর শিকড় কত গভীরে। সক্রেটিসের পরে যে জীবনবাদ গ'ড়ে উঠেছিল সেই চিন্তাধারা নতুন ক'রে ফিরে এল—ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের কথা ফিরে এল। কিন্তু মানুষের আত্মবাদ কি ক'রে পরার্থবাদে পরিণত হতে পারে? David Hartley (1705-1757) বলেন যৌক্তিক চিন্তার দ্বারা মানুষ পরার্থবাদী হতে পারে। Dietrich Von Halbach বলেন সুস্থ চিন্তায় মানব-মন মহত্তর হয়ে সমাজকল্যাণে নিযুক্ত হতে পারে। তিনি বলেন মানুষ যদি নিজের প্রকৃত মঙ্গলকে বুঝতে শেখে তবে সে সমাজকল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করবে। Thomas Hobbes (1558-1679) বলেন, সমাজ থেকেই মানব-মন পরার্থবাদী জীবনপ্রত্যয় লাভ করে। John Locke (1632-1704),

(৪৪) (২) Erusmaus (1466-1536) Michael de Montaigne (1533-1592) Pierre Charron (1541-1603) Jean Bodin (1530-1596) Hugo Grotius (1583-1645)

(৪৫) About the middle of the 19th century, when it has become perfectly clear that we are living with world-and-life affirmation, which has its source merely in our confidence in discovery and inventions, and not on any profounder thought about the world and life, our fate is sealed. Ibid—Schwietzer—p. 70.

Adrien Helvetius (1715-1771) এবং Jeremy Bentham (1748-1832) বলেন, অধিক লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সকলকে সমাজকল্যাণে বাধ্য করবে। কিন্তু কোন বাহ্যিক চাপই মানব-মনের অহংবাদকে দূর ক'রে তাকে পরার্থপর করতে পারে না। বেন্থামের হিতবাদের (৪৬) মূল মতবাদ এই যে বাস্তব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক উন্নতি আসবে এবং সমাজের মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে সমাজস্বার্থে আত্মনিয়োগ করবে, কিন্তু ইতিহাস সে ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বাস্তব জগতের প্রাচুর্যে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতাই বাড়িয়ে দেয়, সমাজবোধ আসে না। Hobbes প্রভৃতির মত তিনিও মনে করতেন, নীতিবোধ বাইরে থেকে আসবে, সমাজই নীতিবাদের মূল, ব্যক্তি তার মধ্যে ডুবে যাবে। কিন্তু আত্মিক উন্নতি সমাজগত নয়, আত্মসাধনাগত। কাজেই তাঁদের দর্শন সঠিক পথ দেখাতে পারেনি। (৪৭)

হিতবাদ পন্থীদের মতাবলম্বী David Hume (1711-1776) এবং Adam Smith (1773-1790)ও মনে করেন সামগ্রিক মঙ্গলই নীতিবাদের মূলসূত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কাজ ভাল কি মন্দ তার বিচারের মানদণ্ড হবে সে কাজের ফল সকলের পক্ষে মঙ্গল ও সুখের কারণ হয়েছে কিনা। ব্যক্তি আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ হবে বা আত্মচেতনার দ্বারা সমাজকল্যাণ করবে, এ কথায় তিনি কোন জোর দেননি। Hume মনে করেন, মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা অনুভূতি আছে যা মানুষকে পীড়িত দেখতে বা করতে চায় না। সহানুভূতির মধ্যেই মানুষ শীল ও নীতি অর্জন করবে, কিন্তু মানুষের অহংভাব যে সহানুভূতির পরিপন্থী সে কথার উল্লেখ তিনি করেননি। Adam Smith মনে করেন, আত্মবাদের স্বাধীন ও যুক্তিযুক্ত প্রয়োগেই জাতীয় উন্নতি সম্ভব। তিনি ব্যবসা ও শিল্পকে কর্তৃত্বের ক্ষতিকর কবল থেকে মুক্ত করেন তার Laissez-farie Economic Doctrine দ্বারা। তাঁরা মনে করেন, নীতিবাদ মানুষের স্বভাবজ। কিন্তু নীতিবাদ বা নৈতিক জীবন সাধনা সাপেক্ষ; যদি স্বভাবজই হয় তবে তা অন্যের উপর ন্যস্ত করা চলে না। তাদের হিতবাদের দর্শন জাগতিক নীতিবাদের পথনির্দেশক হ'য়ে উঠতে পারেনি। (৪৮) সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব হয় নতুন প্লেটোনিস্টদের। (৪৯) মানব অন্তরের নীতিবাদই

(৪৬) Principle of the greatest-good of the greatest number is applicable in all of them and guides us safely and accurately in question of good and evil. Ibid—p. 78.

(৪৭) It is pleasant to note the courage with which this fantastic for utility ventures to represent material blessings as the foundation of those which are spiritual.—Ibid p—79.

(৪৮) The funeral procession of rationalistic utilitarianism begins to assemble with Hume and Adam Smith, though it is a long time before the coffin is carried to the cemetry. Ibid—p. 84.

(৪৯) Cambridge Platonists Ralph Cudworth (1617—1688) Henry More (1614—1687) Rev. Samuel Clarke (1675—1729) Bishop Richard Cumberland (1632—1718) William Wollaston (1659—1724)

সত্য।—নীতিবাদ মানব মনেরই একটা বিশেষ শক্তি যা মানুষের মনকে সংযত ক'রে তাকে সমাজ-উপযোগী করে। ভগবানদত্ত বিচারশক্তিই নীতিধর্মের মূল,—এই বিচারশক্তিই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ। কিন্তু এদের মতবাদ মানবধর্মের কোন নতুন প্রেরণা বা সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারেনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকগণের (৫০) মধ্যে নূতনতর ভাবধারা দেখা দেয়। তাঁরা হিতবাদী, যুক্তিবাদী, ও Intuitionist (স্বজ্ঞাবাদী) দের মতবাদের বিরুদ্ধতা করেন। তাঁরা উপনিষদের পুনরুক্তি ক'রে নতুনভাবে বলেন,—জগতে, প্রকৃতির রাজ্যে একটা অপূর্ব সঙ্গতি (Harmony) চলেছে, তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করাই মানব ধর্ম। (৫১) হিতবাদী ও যুক্তিবাদীদের মত এঁরা মানুষ আর সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেননি, এঁদের চিন্তাধারা সমগ্র পৃথিবী, প্রকৃতিরাজ্য ও বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও তা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ কর্ম ও বাস্তবতার যুগ, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের যুগ—যুক্তিবাদের মধ্যেই বাস্তব জগতে প্রচুর উন্নতি হয়। যুদ্ধবিগ্রহ, সরকারী আইন, শিল্পবানিজ্যের উর্ধ্বেও, সাধারণের চিন্তাধারা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা ভারতে আরম্ভ করে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সকলকে মানুষ হতে হবে, মানুষ ক'রে তুলতে হবে এমনি একটি ভাবধারার আবির্ভাব হয়। এই সময়ে মানবতাবাদের প্রভাব সমাজে অনুভূত হয়, যদিও বাস্তব উন্নতির তুলনায় মানবমনের উন্নতি সম্ভব হয়নি। যে দার্শনিকগণের (৫২) এই মানবতাবাদের ফলে সমাজকল্যাণের প্রেরণা দেখা দিল, তাদের অনুগামীগণের কল্যাণেচ্ছা কিন্তু ফলপ্রসূ হতে পারেনি। অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় জোসেফ্ (1764-1790) সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেন। কয়েদীর প্রতি অত্যাচার নিবারণ, মৃত্যুদণ্ড ও ভূমিদান প্রথার উচ্ছেদ, ইহুদীদিগের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, আইনের সমতা, পীড়িতকে রক্ষা করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান প্রভৃতি মহৎ সংস্কারের চেষ্টায় রাজা দ্বিতীয় জোসেফ্ সারাজীবন নিয়োগ করেন কিন্তু সাধারণে তা গ্রহণ করে না, এবং তিনি ভগ্ন হৃদয়ে মারা যান। অগ্রগতির প্রেরণা জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের কথা ভাবতে শুরু করে—এবং এই যুগ থেকেই মানবতাবাদের দর্শনের সৃষ্টি। Jenaর যুদ্ধের পরে নেপোলিয়নকে দেখে হেগেলও বলেছিলেন,—অশ্বপৃষ্ঠে তিনি world-spiritকে দেখেছিলেন। (৫৩)

(৫০) Anthony Ashley-Cooper, Earl of Shaftesbury (1671—1713)

(৫১) Aesthetic feeling and ethical thinking are for him (Shaftesbury) forms of union with that devine life which struggles to find expression in the spiritual being of the man as it does in nature...It is harmless pantheism which rules in Hinduism and also in late stoicism...Ibid—p 87.

(৫২) Pierre Boyle (1647—1706) J. J. Rousseau (1712—1778) Voltaire (1694—1778) Denis Diderot (1713—1784) G. W. Leibnitz (1640—1716) G. E. Lessing (1729—1780)

(৫৩) Hegel who saw Napoleon ride past after the Battle of Jena, tells us that he then saw the world-spirit on horse back. In these words we can hear the expression of the confused spiritual experience of the time. Ibid—p. 102.

সে যুগের মানবতাবাদ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায়নি। এর পরে আবির্ভূত হন চিন্তানায়ক Immanuel Kant (1724-1804) প্লেটোর পরে তিনিই প্রথম অনুভব করেন যে জাগতিক নীতিধর্ম মানব-মনের একটা অজ্ঞাত রহস্য। তার Critique of the Practical Reasonএ তিনি অতি বেগবান ভাষায় বলেন যে, নীতিধর্ম একটা আত্মিক চেতনা। এই চেতনা মানুষকে মানুষের উর্ধ্বে, প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়ের উর্ধ্বে এক মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়। এই নীতিধর্মই মানুষের অবশ্য পালনীয়, মানুষের নিজের জন্যে হোক, আর পরের জন্যেই হোক মানুষের মত কাজ করবে, এইটাই হবে মানুষের চরম লক্ষ্য। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা বাস্তব জগতের প্রয়োজনে, কিন্তু ভগবানের প্রতি পূর্ণবিশ্বাসের অভাবে তার মতবাদ বাস্তবাতীত একটা রহস্য হয়েই রয়ে যায় এবং :তার ফলে তা ভারতীয় বা চৈনিক অধ্যাত্মবাদের মত বাস্তব জগতে নিষ্ক্রিয়। (৫৪)

Spinoza (1632-1672) ও Leibniz (1646-1716) এর প্রকৃতিদর্শন একটা বিশ্বজনীন ভাবধারার বাহক। Spinoza বলেন, জগতের দৃশ্যমান সৃষ্টি পরম পুরুষের প্রকাশ, এই পরমপুরুষকে ভগবান বা প্রকৃতি যে নামই দেওয়া হোক। (৫৫) এই সৃষ্টি আত্মা (spirit) এবং বস্তু (corporiety) রূপে ব্যক্ত। এই প্রকৃতিরাজ্যে কর্ম প্রয়োজনানুগ জগতে করা বলে কিছু নেই, সবই ঘটে, অতএব মানবজীবনে কর্ম ব'লে কিছু নেই, তার কাজ শুধু বিশ্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধকে বুঝতে শেখা। মানুষ নিজেকে বিশ্বের অংশ ব'লে ভাবতে শিখলে এবং এই আত্মিক সাধনায় বিশ্বের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নিজের অহংকে হারিয়ে ফেললেই মানুষ সুখী হবে। তিনি এই পরমপুরুষকে হিন্দুদর্শনের অনুকরণে নিগুর্ণ ব'লে মনে করেননি,—তিনি তাঁকে সগুণ বলেই কল্পনা করেছেন। (৫৫) Liebniz এই পরম পুরুষকে সমগ্র বিশ্বের অনুপরমাণুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত ব'লে মনে করেন। তার মতামত ভারতীয় দর্শনের অনুগামী। (৫৬)

(৫৪) That there can be no reality apart from the experience as it is revealed to us either through epistomelogy and axiology : this is the reason why Kant's successors found fault with his doctrine of "Thing-in-itself" : History of Western Philosophy. Dr. N. V. Joshi—p. 139.

(৫৪) Kant is defeated by the same fate which rules in Stoics, Indian and Chinese Monism alike. Schwietzer—Ibid p. 112.

(৫৪) Kant tells us that there can be no theoretical domonstration of the existence of God, though we need Him for practical purposes. S. Radha Krishnan. Ibid—p. 265.

(৫৫) He (Spinoza) conceives of infinite Being not as something devoid of qualities as do the Indians but as life with a full content.···What ever good he (man) does to others he never does for their sakes but always for him. Schweitzer-Ibid—p. 117.

(৫৫) "That which is in itself and is conceived through itself."—Dr. N. V. Joshi—p 79.

(৫৬) If Liebnitz had remained consistent, he would have ended in atheism as does the Indian Samkhya philosopy which similarly makes the world consist of a multiplicity of eternal individualities. Schweitzer Ibid—p. 118.

পরবর্তী চিন্তানায়কগণ (৫৭) জগতের অগ্রগতিতে বিশ্বাসী ও আশাবাদী। Fitcheর মূলমন্ত্র "to bring the whole world of the senses under the soveriegnity of reason." তাঁর নীতিবাদ—কর্ম দ্বারা বাস্তবজগতকে অধীনস্থ করা,—তার ফলে Fitcheর মতবাদ মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে জাগতিক উন্নতির পথ সুগম ক'রে দিয়েছে (৫৮) Scheller (1759-1805) বলেন, মানুষের কান্তিবোধই (aesthetic sense) মানুষকে মানবধর্মী করে তোলে। Goethe (1749-1832) মনে করেন, প্রকৃতি একটা স্বকীয় সত্ত্বা, মানবের জন্যেই প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। Schleiermacher মনে করেন, জগৎ-কল্যাণই মানুষের কর্ত্তব্য এবং সেই মঙ্গল-অনুসন্ধানই মানবজীবন, কিন্তু মানুষকে জগৎ-কল্যাণের উদ্বুদ্ধ করবার প্রথম পর্যায়ে যে মানুষকে আত্মসাধনায় মানুষ হ'তে হ'বে একথা তিনি বলেন নি। (৫৯)

Hegel নীতিবাদকে ইতিহাস বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিহাস বিচার প্রসূত যুক্তিদ্বারা তিনি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিচার করেছেন। মানুষের কর্ত্তব্য সমাজ মঙ্গলের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মদানকর', তার মাধ্যমেই মানব উন্নততর জীবনের অধিকারী হবে। ব্যক্তি জীবনের জন্যে কোন নীতিবাদ তার নেই, ব্যক্তি ও ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বিচারও তিনি করতে চাননি। তিনি নীতিবাদকে আত্মিক চৈতন্যের উপর ন্যস্ত করেননি, মানবীয় বুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেখানেও গ্রীক দর্শনের ব্যর্থতা নূতন ক'রে দেখা দিয়েছে। মানুষের মাঝে আত্মচেতনার উন্মেষ ব্যতীত সমাজ চেতনা আসা সম্ভব হয় না। (৬০)

এই যুগের Auguste Comte (1798-1857) এবং Jhon Stuart Mill (1806-1873) এর হিতবাদ, এবং পরার্থবাদী নীতিবাদ সমগ্র ইউরোপে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনেও এঁদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যে সহজ প্রবৃত্তিগত একটা সমাজবোধ আছে (Gregarious instinct) মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে মানুষের অধ্যবসায় ও সুবুদ্ধিযুক্ত কার্যপ্রণালীর উপর। বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দ্বারা যদি মানুষের হৃদয়গত মহত্বকে উন্নততর ও সুদূর প্রসারী ক'রে তোলা যায় তবে ভবিষ্যৎ মানব সমাজ সুখী হবে। সমগ্র জগতের কল্যাণের প্রতি যদি ব্যক্তি ও সমষ্টির শ্রদ্ধা জাগরিত হয় এবং এই শ্রদ্ধা যদি মানুষের আত্মবাদের অনুগামী হয় তবে এই আত্মবাদ ও পরার্থবাদের সংঘাতে সমাজজীবন অর্থনৈতিক ও

(৫৭) Fitche (1762—1814) Fredrich Wilhelm Joseph Schelling (1715—1834) Hegel (1770—1831)

(৫৮) For according to him, the self is able to conquer the non-ego solely through its practical activity. Dr. N. V. Joshi—p. 143.

(৫৯) He forgets that it is his first duty to be alone with himself and instead of being a mere human creature, to become a personality.—Ibid. Schweitzer p. 137.

(৬০) Hegel has no ethics for individual. The deep problem of ethical self-perfecting and the relation between man and man does not concern him. When he does discuss ethics, he at once turns to family, society and state. Ibid—p. 143.

আত্মিক দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। এঁদের মতবাদ ডারউইন ও স্পেন্সরের প্রকৃতি বিজ্ঞানের দ্বারা যথেষ্টভাবে সমর্থিত হওয়ায় তখন এই হিতবাদ এবং পরার্থবাদী নীতিবাদ সমগ্র বিশ্বে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি ও সমাজ কল্যাণকে তাঁরা সমসূত্রে গেঁথে দিয়ে জাগতিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছেন কিন্তু ডারউইন ও স্পেনসার herd mentalityকে নীতিবাদ (ethics) ব'লে মনে করেছেন। স্বভাবপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিগত কর্ম ও নীতিবাদের পার্থক্য তাঁরা বিচার করেননি। যদি প্রকৃতি থেকেই সমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হত তবে নীতি ধর্ম অবান্তর হয়ে যায়। যদি প্রকৃতিই পূর্ণতা দান করত তবে পিঁপড়ে বা মৌমাছির মতই ব্যক্তি সমাজে ডুবে যেত। (৬১) বেন্থাম ও আডাম স্মিথের পরার্থবাদের মাঝে একটা সরলতা ছিল। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি কিন্তু তা একটা সুপরিকল্পিত সমষ্টি নয়, অতএব তাঁরা মনে করতেন ব্যক্তিকে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য উদ্বুদ্ধ করাই নীতি কিন্তু মিলের মধ্যে এই সরলতা নেই। স্পেন্সর ও মিলের বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতিবাদ এই দাবীকে আরও শক্তীভূত করে, তাঁরা বলেন,—Scientific ethics has to do only with the relation between individuals and organised society as such. অর্থাৎ গ্রীক দার্শনিকগণ যে ধারণা পোষণ করতেন তাঁরা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সেই স্থানেই এসে পৌছলেন। কিন্তু ব্যক্তিবাদ আত্মসাধনা ব্যতীত পরার্থবাদে পৌছায় না, বাহ্যিক চাপে বা বাহ্যিক নীতিবাদে তা হয় না,— ইতিহাসই তার প্রমাণ। (৬২) অহংপূর্ণ মানুষের পক্ষে হৃদয়কে উদার ও বিশ্বজগতকে আপনার করে নিয়ে পরার্থবাদী হতে হলে, তাকে আত্মসাধনার মাধ্যমেই যেতে হবে, আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যতীত এই মহত্ব ও উদারতা কোন নীতিবাদ বা সমাজবিদ্যাই শিক্ষা দিতে পারে না। সমাজ, দেশ, ধর্মের গণ্ডির মধ্যে এই বিশ্বমানবতা বোধ খণ্ডিত হবেই। লোকস্থিতির নীতিই প্রকৃত নীতিবাদ নয়, সর্বজাগতিক মানবতা লাভের নীতিই প্রকৃত নীতিবাদ। (৬৩)

পরবর্তী যুগে Karl Marx (1818—1883) ও Fredrich Engels (1820-1895) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস ব্যাখ্যা ক'রে দেখান যে সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের মধ্যে সমাজে পর্যায়ক্রমে দাসত্ব, সামন্তপ্রথা, আভিজাত্য, ও শ্রমমূল্য এসেছে এবং পরবর্তী যুগ রাষ্ট্রায়ত্ত শ্রমমূল্যের যুগ। রাষ্ট্রায়াত্ত দ্রব্য-উৎপন্ন ও ভোগই

(৬১) The social impulse which they put in the place of sympathy, which is assumed by Hume and Adam Smith, is set at a lower pitch than the latter and is correspondingly less calculated to explain real ethics. Ibid p. 153.

(৬২) Scientific ethics undertake the impossible, namely to regulate altruism from out side. They try to drive water-mills without any head of water and to shoot with a bow which is but half bent. Ibid—153.

(৬৩) Belief and conduct, rites and ceremonies, auothorities and dogma, are assigned to place subordinate to the art of conscious self discovery and conduct with desire. This distinctiveness of the Hindu religion was observed even by the ancients. Philostratus puts in the month of Apollonius of Tyna these words. "all wish to be in the nearness of God but only the Hindus bring it to pass". S. Radhakrishna—Ibid p. 21.

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের শেষ পর্যায়। মার্কস্ একটা বিশ্লেষণমূলক স্মারকলিপি আকারে বললেন—ব্যক্তি-সম্পদ দূর করতে হবে, রাষ্ট্রই শ্রম ও শ্রমমূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে। তাঁর Das Kapital একখানি Doctrinaire পুস্তক, তাতে অনেক সংজ্ঞা, অনেক তালিকা তিনি দিয়েছেন কিন্তু জীবনের গভীরে তিনি প্রবেশ করেননি। সুইটজার বলেন, বর্তমানে সাম্যবাদের প্রভাবের মূল হেতু তার নীতিধর্ম নয়, জনগণের প্রগতির প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসের মাঝেই এর শক্তি এবং ঘটনাচক্রে এই শক্তি ও বিশ্বাস অনেকখানি এগিয়ে গেছে। হেগেলের অগ্রগতির প্রতি বিশ্বাস, যদিও ভিন্নরূপে মার্কসএর মাধ্যমে জনগণের বিশ্বাস অর্জন করেছে। অনেক সমাজ-তন্ত্রবাদী অবশ্য এই অগ্রগতি বিশ্বকল্যাণকর হবে না মনে ক'রে সংশয় প্রকাশ করেছেন—কারণ এই সাম্যবাদ কেবলমাত্র বাহ্যজগতের সমতার কথাই ভেবেছে, একটা নীতিধর্মগত আদর্শের ভিত্তির উপরে এই 'বাদ' গড়ে ওঠেনি। (৬৪)

সম্পদের সাম্য তথা ভোগের সাম্য থেকেই হৃদয়ের সাম্য গড়ে উঠবে কিনা তথা ধনের সাম্য থেকে মনের সাম্য গড়ে উঠবে কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও চলেছে—ভবিষ্যৎ হয়ত একদিন সে কথার জবাব দেবে। তবে বাহ্যিক চাপে মানব হৃদয় কোনদিনই মহত্ত্ব অর্জন করেনি, তার হৃদয়ের বিস্তৃতি হয়নি এটা ঐতিহাসিক সত্য। তার অহং তার হৃদয়ের উন্নতির চিরশত্রু। আত্মসাধনা ও প্রজ্ঞাপ্রসূত প্রেমই হৃদয়ের বিস্তৃতি দান করতে পারে, উপনিষদের 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথ' যে শিক্ষা দিয়েছে কেবলমাত্র তার মাঝেই হৃদয়ের সমতা আসতে পারে। অহংকে বিদায় ক'রে, ব্যক্তিবাদকে ত্যাগ ক'রে তার উর্ধ্বে যখন মানব মন যেতে সক্ষম হবে, তখন মনের সাম্য থেকেই ধনের বা ভোগের সাম্য আসবে স্বাভাবিক ও শাশ্বত হয়ে। (৬৫)

রাশিয়ার কাউন্ট লিও টলস্টয় (1828-1910) যিশুখৃষ্টের নীতিধর্মের শক্তিকে উন্মুক্ত ক'রে দেন। তাঁর অশীতিপর বয়সে তা'র 'Confession' সারা বিশ্বে সাদরে পঠিত হত। সহানুভূতি সম্পন্ন যৌথ প্রগতি চেষ্টার জন্যে তাঁর চিন্তাধারা যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তবে বর্তমান যুগে, বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও শিল্পোন্নতির যুগে যিশুর বাণী কী ক'রে কার্যকরী হতে পারে সে পথের নির্দেশ তিনি দিতে পারেননি। তবে নতুন ক'রে সহানুভূতি ও মানবতার বাণীকে তিনি ধ্বনিত করেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

Schopenhaur (1788-1860) এবং Nietzche (1844-1900) বিভিন্ন

(৬৪) In the bosom of socialism itself thoughtful spirits like Edward Bernstein (1850 ··) and others, came to see that even the most effective measures taken for the social organisation of society can not succeed unless there is a strong ethical idealism behind them as their driving force. This was return to the spirit of Leasolle. Schweitzer—Ibid p. 161.

(৬৫) Faith in conceptual reason is the logical counterpart of the egoism, which makes the selfish ego the deadliest foe of the soul. S. Radhakrishan—Ibid p. 25.

পথে যুগের দুর্নীতি ও অবিবেকিতাকে দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মতবাদ মানব জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। উভয়ের দর্শনই ব্যক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সমাজ-দর্শনের অভাব ছিল উভয়ের মধ্যেই।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে Anquetal Duperron ৫০ খণ্ড উপনিষদ কোনও পারস্য অনুবাদ থেকে প্রথম লাটিন ভাষায় প্রকাশ করেন। সোপেনহাওয়ার উপনিষদ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন, এবং ব্যক্তিগত ত্যাগকেই তিনি প্রশস্ততর নীতি ধর্ম বলে প্রকাশ করেন। এমন কি তিনি বিশ্বাস করতেন খ্রীষ্টধর্ম ও ভারতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ এবং ভারত থেকেই উৎপন্ন। যিশুখৃষ্ট যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বৌদ্ধ ভাবধারা চীন থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অতএব এই বিশ্বাস অমূলক নয়। তাঁর "The World as Will and Idea (1819) গ্রন্থে তিনি ভারতীয় দর্শনের অনুরূপ,—ত্যাগ অনুশীলন বিশ্বজনীন অনুভূতি, এবং সংসার মোহ ত্যাগকেই নীতিধর্ম বলেছেন। Kant, Hagel, Fichte, এবং Schleirmacher কেবলমাত্র দয়া ও মৈত্রীকে মানুষের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন, সোপেনহাওয়ার সেই গণ্ডিকে মানবেতর পর্যন্ত বিস্তৃত ক'রে দিয়েছেন।

কিন্তু, এই সময় আশাবাদী পৃথিবী তার কথা শোনেনি, জানতেও চায়নি। পরবর্তী যুগে, ১৮৬০ এমনি সময়ে, লোকে তার কথা ভাবতে শিখলেও গ্রহণ করেনি। আশা ও ভোগবাদী ইউরোপ তার মতবাদকে প্রগতির পরিপন্থী বলে মনে করেছে। (৬৬)

নীটশে প্রথম সোপেনহাওয়ারের শিষ্যই ছিলেন পরে তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে হিতবাদের পক্ষপাতী হন। তাঁর মতে সমসাময়িক নীতিবাদ শক্তিহীনতার চিহ্ন। ভালমন্দ বলে যা এই নীতিবাদ প্রচার করে তার সবটা জীবনের অর্থ সম্বন্ধে গভীর চিন্তাপ্রসূত নয়, বরং বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে যাতে ব্যক্তি-উপকারী ও ব্যবহারিক জগতে প্রয়োজনীয় হয় তার জন্যেই ভাল-মন্দের সৃষ্টি। চলতি নীতিবাদ মানুষকে তার ঐতিহ্য ও সংস্কারের সুযোগে প্রবঞ্চনা করে মাত্র। তার মত ব্যক্তি জাগতিক জীবনে জীবনের যে অর্থ অনুভব করে তাই তার পক্ষে গ্রহণীয় নীতিবাদ। মানুষ তার সজ্ঞান বিবেকের দ্বারা জীবনের যে অর্থ গ্রহণ করে, এমন কি শক্তি ও ইন্দ্রিয়-সুখকে আয়ত্ত করলেও তিনি নীতি মনে করেন। নীটশে চীনের আশাবাদী দর্শনের ইউরোপীয় সংস্করণ এবং সোপেনহাওয়ার ভারতীয় ত্যাগমূলক দর্শনের ইউরোপীয় সংস্করণ। (৬৭) পরবর্তী যুগের দার্শনিক চিন্তানায়ক, Henri Bergson (b-1880) Houston, Stewart Chamberlain (b-1855) ও Hermann

(৬৬) Schopenhauer does not think the pessimistic world view in the great and calm manner of the wise men of India. He behaves under its influence like a nervous and sickly European. Schweitzer—Ibid—p. 170.

(৬৭) Nietzche is a synthesis, appearing in European mentality of Lie-Tse, yang-Tse. It is only we Europeans who are capable of producing the philosophy of brutality—Ibid. 177.

Keyserling (b-1880), তাঁরা হয় পুরাতনের চিন্তাধারার মধ্যেই নতুনকে খুঁজেছেন, নয় সমগ্র জাগতিক একটা অমানবীয় নীতিবাদ খুঁজেছেন। কাইজারলিং বলেন জীবন তার নিজের মধ্যেই একটা উদ্দেশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। জীবনে সেই বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তির মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, সেইজন্যে তাঁর মতে মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ সাধারণ নীতির মানের উর্ধ্বে হওয়া আবশ্যক।

সুইটজার মনে করেন আজ বিংশ শতকে নীতিবাদ এমন একটা জায়গায় এসে পৌছেছে যে, জাগতিক ঘটনাচক্রে মানব-মন আজ সত্যিকার কোন নীতিধর্ম বা নৈতিক আদর্শবাদে বিশ্বাস করতে অক্ষম এবং তার ফলে বাস্তব ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা ভেঙ্গে পড়তে চলেছে। (৬৮)

আদিম যুগ থেকে মানুষ দেহে ও মনে সুখী হতে চেয়েছে। প্রকৃতির বাধাকে অতিক্রম ক'রে, তাকে জয় ক'রে বিজ্ঞান-শক্তিতে শক্তিমান মানুষ আজ জড়জগতে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমারোহ আয়োজন করেছে, ভোগের উন্মত্ততায় আপনাকে উৎসর্গ করেছে কিন্তু তবুও মানুষ সুখী হয়নি। শক্তিমদমত্ত মানুষ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আজ সে ভয়ে কাঁপছে। বিজ্ঞানীগণ একদিকে ভোগের উপকরণ জুগিয়েছেন, মানুষের দেহের আরামের জন্যে অন্যদিকে যুগে যুগে চিন্তানায়কগণ দর্শনের মাধ্যমে দ্রুতগতিশীল জড়জগতের সঙ্গে মন-জগতের সুষ্ঠু সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। এতবড় শক্তিশালী ও উজ্জ্বল সভ্যতা আজ ধ্বংসমুখী ও ব্যর্থ হতে চলেছে কেন? তার হেতু বর্তমানে সভ্যতায় জড় জগতের প্রগতির সঙ্গে মন-জগত তথা আধ্যাত্মিক জগতের সামঞ্জস্য বিধান হয়নি। তার ফলে ভারসাম্যহীন সার্বজনীন নীতিবাদের ভিত্তিহীন একটা প্রবল শক্তি দ্রুত এবং অতি দ্রুত বেগে অনির্দিষ্ট দিকে লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটেছে—এই গতিবেগ যে-কোন সময়েই সর্বধ্বংসী হ'য়ে উঠতে পারে এবং তা আজ হয়েছে। (৬৯)

পক্ষান্তরে বলা যায়, অহংপূর্ণ মানুষের ভোগবৃত্তি বেড়েছে, ত্যাগবৃত্তির অনুশীলন হয়নি। দেহের চাহিদা ক্রমশঃ বর্ধমান, হৃদয়বৃত্তি নিষ্পিষ্ট। হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি, অনুভূতি ও মানবতাকে বাদ দিয়ে দেহের প্রয়োজনকে আমরা বড় করে দেখেছি।

চিন্তানায়কগণের এই নীতিবাদ ও শিক্ষাকে আমরা উপেক্ষা করেছি।

(৬৮) Delivered over to events in an attitude of mind which is powerless, because it is entirely without any true and ethical ideal of progress, we are experiencing the collapse of material and spiritual civilization alike.—Ibid. 201.

(৬৯) To begin with, there is one elementary fact which is quite obvious. The disastrous feature of our civilization is that it is far more developed materially. than spiritually. Its balance is disturbed......Now come the facts to summon us to reflect. They will tell us in terribly harsh language, that a civilization which develops only on its materal side and not in corresponding measure in the sphere of spirit, is like a ship with a defective steering gear which gets out of control at a constantly accelerating pace, and thereby leads for catastrophe. Ibid—p. 2.

জড়জগতের প্রয়োজনে, আমরা মন-জগতকে নিষ্পিষ্ট ক'রে তাকে জটিলতর করে তুলেছি, সরল মানুষের ঘটেছে চিত্তবিকার।

একদিন এই ভারতের দ্রষ্টা ঋষিগণ ত্যাগ ও ভোগের তথা জড় ও আত্মার সামঞ্জস্য ক'রে সমাজ বিধান করেছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তাঁরা করেছিলেন (১০) জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য তাকে উপেক্ষা করেছে। মানুষের অহং, আত্মবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা হৃদয়ের এই দাবীকে অস্বীকার করেছে—তাই বিশ্বজনীন নীতিবাদের প্রতিষ্ঠা তারা করতে পারেনি, হিন্দুদর্শন 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথ' আদর্শের মধ্যে এই নীতিবাদের ইঙ্গিত করেছে। (১১) জড়জগতের বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানকে তাঁরা অবিদ্যা বলেছেন,—পঞ্চেন্দ্রিয় ষড়রিপু পরিচালিত যে বুদ্ধি, তার থেকে উদ্ভূত জ্ঞান প্রকৃত সত্য নয়, তা বিশ্বজনীন কল্যাণে অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি বা কান্তিবোধ মানুষের পাশববৃত্তির সংকোচন করতে কোন কালেই সক্ষম হয়নি। মানুষের যুক্তিবাদ ও বুদ্ধি মানুষের অযৌক্তিক কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে এ আশা আজ তিরোহিত। জগতে আজ অধিকতর হিংসা, শোষণ ও নিষ্ঠুরতা দেখা দিয়েছে। (১২)

এই অবিদ্যা, এই পাশব প্রবৃত্তি ও অহং থেকে মুক্তি না পেলে মানবাত্মা জগত কল্যাণের উপযুক্ত হয় না,—জড় ও আত্মার সামঞ্জস্য হয় না। হিন্দুদর্শন 'মায়া' থেকে মুক্তি পেতে উপদেশ দেন, তার অর্থ জড় জগত থেকে প্রয়াণ নয়, তাঁর অর্থ অবিদ্যা প্রসূত জড়জগতের মিথ্যা মূল্যবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। তাঁরা বর্তমান জগতের সুখ দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে পর জগতে স্বর্গ কামনা করেননি, তাঁদের প্রার্থনা,—মিথ্যা থেকে সত্যে, জড়জগতের অন্ধকার থেকে আলোয়, এবং রিপুচালিত মানব জীবনের মৃত্যু থেকে অমরত্ব লাভ করা। (১৩) আত্মিক সাধনায় প্রকৃষ্ট ও পূর্ণ মানবতা অর্জন করাই আমাদের সভ্যতার আদর্শ, মানব জীবনের আদর্শ।

প্রথমযুগে প্রকৃতি ও ধর্মীয় দর্শন মানুষকে সদগুণাবলী অর্জনের দ্বারা আত্মিক উন্নতি সাধনের পথ দেখিয়েছে,—তার পরে মধ্যযুগে ধর্মীয় দর্শন ও ধর্ম-সংস্কার মানুষের হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন সম্ভব করেছিল কিন্তু তথাপি মানুষ মানবতা অর্জন করেনি, তার হৃদয়ের বিস্তৃতি ঘটেনি। তার অহং সদাজাগ্রত থেকে তার হৃদয়বৃত্তিকে সংকুচিত করে রেখেছে। ধর্ম মানব মনে সংস্কার ও নীতির গণ্ডি সৃষ্টি ক'রে তাকে

(১০) The Individual and the Social order in Hinduism—S. Radhakrishnan

(১১) The attraction and tension which in Hindu thought govern the relations between world-and-life negation and ethics afford us glimpses into the problem of ethics for which western thought offers us no comparable opportunity. Schweitzer. Ibid—p. XIV.

(১২) Please see Foot-note—(৪৯)

(১৩) The religious soul does not seek; for release from suffering in the present life of a place in paradise in the next life. His prayer, in the words of Upanisad is :—"Lead me from the unreal to the real, lead me from darkness to light, lead me from death to immortality (অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতম গময়) Ibid—p. 47.

ক্ষুদ্র ক'রে ফেলে, হৃদয়কে সঙ্কুচিত ক'রে দেয় কারণ তা বাহ্য কিন্তু অধ্যাত্মিক বিদ্যা মানবহৃদয়কে উন্নততর জীবনে পৌঁছে দেয়, হৃদয়বৃত্তির প্রসারতা দান ক'রে তাকে বিশ্বজনীন অনুভূতি দেয়। পৃথিবী এই অধ্যাত্ম শিক্ষা লাভ করতে পারেনি বলেই তার জড় সভ্যতা ব্যর্থ হতে চলেছে।

রেনেসাঁ থেকে মানুষ নির্ভর করল তার পঞ্চেন্দ্রিয়-ষড়রিপু চালিত বুদ্ধি ও যুক্তির উপর। যুক্তিবাদের ঝড়ে ধর্মীয় সংস্কার ও শিক্ষা উড়ে গেল, হৃদয় উপেক্ষিত হল, দেহ বড় হ'য়ে জীবনকে জটিলতর করে তুলল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের শক্তি পুষ্ট হ'য়ে যুক্তিবাদ শক্তিশালী হ'য়ে উঠল, জড় জগতে সে শক্তি ও গতি লাভ করল। মানব চলল ভোগ বৃত্তির দাস হয়ে অনির্দিষ্ট পথে। মানুষের অহং পুষ্টিলাভ করল, আত্মবাদের জয় হল, ত্যাগধর্মী পরার্থবাদ অপাংক্তেয় হয়ে গেল তার বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের কাছে। কিন্তু মানুষ ভুল করল, তারা জানল না ত্যাগ বৃত্তির শিকড় কত গভীরে, বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার এই ভয়াবহ ভুলই আজ জগতে দুঃখ ও গ্লানিকে পুঞ্জীভূত করে তুলেছে। (৭৪) মানুষকে তখনই ধর্মপরায়ণ বলা যায় যখন সে হৃদয়ের তাগিদে জাগতিক জীবনকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়, এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সংকোচ বোধ করে। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে যে শুধু ত্যাগগত ও ভোগগত পার্থক্য বর্তমান তাই নয়। পাশ্চাত্ত্যে দর্শন ও ধর্ম পুঁথিগতই হ'য়ে ছিল চিরকাল, তার সঙ্গে মানবজীবন ও সমাজের সংযোগ ছিল অতি ক্ষীণ, কিন্তু ভারতে ধর্ম ও দর্শন মানবজীবন ও সমাজের গভীরে প্রবেশ করে তাকে আত্মিক সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। (৭৫) কাজেই ভারতীয় সমাজ, পরিবার ব্যক্তি, ব্যক্তি-সম্বন্ধ একটা স্বকীয়তা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। মানুষের অহংবোধ ও আত্মবাদ ভারতীয় সমাজে ও পরিবারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাকে ছিন্নভিন্ন করতে পারেনি ততদিনই, যতদিন সে জড় জগতের উজ্জ্বল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব মুক্ত ছিল।

রেনেসাঁর পর ইউরোপে এল শিল্প-বিপ্লব। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে শক্তি লাভ ক'রে মানবের অহংও শক্তিপুষ্ট হল, সমাজ ও পরিবার ভেঙে পড়ল। অহংপুষ্ট মানব সমাজ পরিবার ছেড়ে আত্মবাদের নামে একাকী এসে দাঁড়াল নবগঠিত নগরে, সঙ্গে সঙ্গে এককজীবনে এল অদম্য ভোগস্পৃহা, হৃদয়বৃত্তি সংকুচিত হল, যুক্তিবাদী আত্মবাদ পরার্থবাদকে, ত্যাগ ধর্মকে, অগ্রগতির পরিপন্থী বলে ত্যাগ করল।

(৭৪) Inability to understand resignation and relations prevailing between ethics and resignation, is the fatal weakness of modern European thought. Schwietzer. Ibid—p. 227.

(৭৫) Philosophy in India meant something to be realised and lived and not merely to be studied. "The knowledge of Brahman is not an understanding of panthetic doctrines such as may be obtained by reading. "The Sacred Books of the East" in an easy chair but a realisation in all senses of personal identity with the universal spirit, in the light of which all material attachments and fetters fall away".—Sir Charles Eliot—Hinduism and Buddhism—Vol 1 p. 75/ Men and thought in Ancient India—Radhakumud Mukherjea—p. 17.

আদিম বর্বর মানুষ পাথরের বল্লম হাতে নিয়ে যেমন শিকারের পিছনে ছুটত নিবিড় অরণ্যে, মানুষের অহং তেমনি করে আর একবার ছুটল একাকী সম্পদ শিকারের পিছনে। নীতি, ধর্ম, প্রেম, হৃদয়, পরিবার, মানব সমাজ পড়ে রইল পিছনে। দুই শত বছর ধরে ছুটতে ছুটতে ত্যাগবৃত্তিহীন, বিশ্বজনীন নীতিধর্মহীন বর্বর মানুষ আজ এসে দাঁড়িয়েছে বিংশ শতকের মধ্যখানে,—ভোগ্য শিকার হাতছাড়া হ'য়ে গেছে তার, একক হৃদয়ে নিদারুণ নিরাশার ভার নিয়ে আকাশের দিকে সে চেয়ে দেখছে—নিবিড় অরণ্যে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা, তার পিছনে আসছে প্রলয়ঙ্কর তুষার ঝঞ্ঝা।

ত্যাগধর্ম ও আত্মসাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজ ও পরিবার গড়ে উঠেছিল বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে, বিদ্বান-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজার মাঝে সংযোগ ছিল হৃদয়ের—ব্যক্তিকল্যাণ সামগ্রিক কল্যাণের সাথে হাত মিলিয়েছিল, জড় জগত আত্মিকজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছিল। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে এল উপর্যুপরি বৈদেশিক আক্রমণ,—ব্রাত্য হল তার সমাজ ধর্মনীতিবাদ। উনবিংশ শতাব্দীতে ত্যাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও লৌকিক আচার জীর্ণ বিরাট ভারতীয় সমাজ সৌধ কোনমতে দাঁড়িয়েছিল ভিত্তির উপর নির্ভর করে, এমন সময় এল পাশ্চাত্য জগত থেকে বৈজ্ঞানিকশক্তিপুষ্ট অহংবাদ পরিচালিত হৃদয়-হীন জড় সভ্যতার বিরাট প্লাবন। পুরাতন জীর্ণ সমাজ-সৌধ ভেঙে পড়তে লাগল ধীরে ধীরে —অসহায় ভারতীয় মানুষ ভেসে চলল সেই প্লাবনের জলে। আত্মবাদের এই প্লাবন যখন বাংলার ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে, মানবহৃদয় ভেসে চলেছে সেই স্রোতে—অথচ পুরাতন সৌধ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েনি ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে, এই পটভূমিকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ স্রষ্টা শরৎচন্দ্র।

প্রতিভাবান বুদ্ধিমান মানুষ জানে জাগতিক আনন্দ একক লভ্য নয়, তা সামগ্রিক। বর্বর যুগ থেকে মানুষ জানে সামগ্রিক কল্যাণ ব্যতীত ব্যক্তি কল্যাণ সম্ভব নয়, যুক্তি দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা এ কথা মানুষ প্রমাণ করেছে, জনগণকে বুঝিয়েছে তথাপি মানুষ জীবনে তা গ্রহণ করেনি। ধর্ম-দর্শন পথ দেখিয়েছে। কাব্য সাহিত্য শিল্প তার হৃদয়-বৃত্তি তার সহানুভূতিকে সচেতন করে সংবেদনশীল করতে চেয়েছে, মানব হৃদয়কে আঘাতের পর আঘাত করে জাগ্রত করতে চেয়েছে কিন্তু নিদ্রিত, মোহাচ্ছন্ন অহংএর নেশায় অচৈতন্য মানুষ জাগ্রত হয়নি—কিন্তু কেন?

মানবের চিত্তবিকার ঘটেছে। বিকারগ্রস্ত মানুষের মন জীবনকে, জগতকে, ব্যক্তিকে, সমষ্টিকে উপযুক্ত মূল্য দিতে শেখেনি। সম্যকভাবে জীবনকে উপলব্ধি করতে পারেনি। আদিম মানুষ যখন প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিকে জয় করে নদীতীরে ঘর বেঁধে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করল সেইদিনই তার মধ্যে তার আত্মবোধ জাগ্রত হ'য়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে-সমাজে, মনে-প্রকৃতিতে, ভোগে-ত্যাগে, আত্মবাদে ও পরার্থবাদে সংঘাত এসে দেখা দিল। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হল। সংঘাতে সংঘাতে, মানব মনের সহজপ্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের অভাবে বিকারগ্রস্ত হল। অজ্ঞান মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আহত হয়ে

নিঃজ্ঞান মনে লুকিয়ে থাকলো ছদ্মবেশে। ছদ্মবেশী আহত এই মনোবেদনা ক্রমাগত সজ্ঞান মনকে পীড়িত করে তাকে করল বিকারগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত। ব্যাধিগ্রস্ত মানব-মন তাই আজ জড় জগতের এই বিলাসব্যসন, দুর্জয় শক্তি আয়ত্ত করেও, পৃথিবীকে পদদলিত করেও মুক্তির জন্য কাঁদছে। উজ্জ্বল এই সভ্যতার অন্তরালে মানব-মন ক্রমাগত কাঁদছে মুক্তির জন্যে—বেদনা-ব্যাকুল ব্যাধিগ্রস্ত চিত্তবিকারগ্রস্ত এই মানব-মনকে মুক্তি দেবে কে? বাহ্যিক কোন শক্তি কোন সম্পদই এই বিকারগ্রস্ত মানবাত্মাকে বন্ধন মুক্ত করতে পারবে না, যদি না মানবাত্মা নিজের চেষ্টায় আত্ম-সাধনায় আপনাকে মুক্ত করতে পারে।

মানুষ যদি কোনদিন আত্মসাধনায় এই ব্যাধিমুক্ত হতে পারে, আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে অবিদ্যাপ্রসূত অহংবাদকে ত্যাগ করে চিত্তবিকার দূর ক'রে জীবন ও জগতকে প্রকৃত মূল্য দিতে শেখে তবে সেই দিনই তার মুক্তি, সেই দিনই মানুষ পূর্ণ মানবতা লাভ ক'রে জগতকে কল্পনার স্বর্গভূমিতে পরিণত করতে পারবে। (৭৬)

যদিও অধুনাতন পণ্ডিতগণ এই আত্মসাধনা বা নীতিবাদকে সমাজাবস্থার অন্তর্ভুক্ত ক'রে সমাজব্যবস্থা করতে চেয়েছেন,—তথা সামগ্রিক কল্যাণের পরিকল্পনা করেছেন, তথাপি একথা সুস্পষ্ট যে সমাজব্যবস্থা ও লোকস্থিতির সঙ্গে এই আত্মসাধনা, বা অধ্যাত্ম চেতনার সংযোগ অতি ক্ষীণ। অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা সমাজকল্যাণ সম্ভব কিন্তু সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। (৭৭) অর্থাৎ জড় জগত ও বাহ্য জগতের চাপে, বাহ্যিক শিক্ষায় মানব-মন আত্মচেতনা লাভ করে না,—আত্মচেতনা লাভ আধ্যাত্মিক সাধনা সাপেক্ষ। পাওয়ার আনন্দ থেকে দেওয়ার আনন্দ যে অনেক বেশী একথা বুঝতে হলে মানুষকে আত্মিক সাধনা করতে হবে। দেওয়ার আনন্দকে চিনতে হলে তাকে ভোগাতীত জীবনের আনন্দকে উপলব্ধি করতে হবে। হৃদয়কে প্রসারিত ক'রে মানুষকে ভালবাসতে হবে।

(৭৬) Ignorance is in the centre of the soul, has become connatural to it, and it must be burned in the fire of knowledge and annihilated. The complex in the unconscious must he broken up. The passions and imperfections, which are as old as Adam are confounded with our very selves. S. Radhakrishnan,—Ibid—p 51.

(৭৭) Moral philosophy should be satisfied with nothing less than an economic and political structure which makes possible the realisation of at least some of its own large scale ideas. If philosophy accepts basically malformed society as a norm, it can rightly be accused of being either defeatist or obtuse. Philosophy and the Social Order. George R. Geiger—p. 220.

(৭৭) The collapse of civilization has come about through ethics being left to society. Schweitzer—Ibid—p. 263.

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনও জটিলতর হয়েছে—জটিল হয়েছে তার চিন্তাধারা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন আর তার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ভোগলিপ্সা মানুষকে প্রকৃতি থেকে ছিনিয়ে এনে কৃত্রিমতার মাঝে উপস্থিত করেছে। বর্বর যুগের সংগ্রামে মানুষের সহজ প্রবৃত্তি-সংকোচ ঘটেনি, কিন্তু এই সমাজ-নীতি-বদ্ধ মানুষের পক্ষে প্রবৃত্তি সংকোচ অনিবার্য। সভ্যতা ও শিক্ষা অর্থেই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি-সংকোচ। সহজ প্রকৃতিকে দমিত ক'রে তাকে সামগ্রিক কল্যাণের উপযোগী করাই ধর্ম, নীতি, দর্শন, শিক্ষা, সাহিত্য ও চারুকলার মূল উদ্দেশ্য। অতএব সভ্য মানুষ মাত্রেই চিত্তবিকারগ্রস্ত। পৃথিবীতে সবখানি পাগল লোকও নেই, সবখানি মানসিক দিকে সুস্থ ব্যক্তিও নেই। অবশ্য যে সব মহাপুরুষ আত্মসাধনায় মুক্তাত্মা হয়েছেন তাঁরা আমাদের পৃথিবীর মানুষ ন'ন।

মানবের এই চিত্তবিকার সম্বন্ধীয় যে মনোবিদ্যা অধুনা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার বয়স যথেষ্ট না হলেও তা আজ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছে। ফ্রয়েডই বর্তমান মনঃসমীক্ষণের প্রতিষ্ঠাতা। যদিও অনেকে তাঁর সঙ্গে একমত নয় তথাপি বলা যায়, মূল মনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁদের মতভেদ বেশী নয়। বিভেদটা বেশী মনঃসমীক্ষণের প্রণালীর মধ্যে। (৭৮)

মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বহু প্রাচীনকালেই পণ্ডিতগণ সচেতন হয়েছিলেন। ৬০ খৃঃ পূঃ সময়ে হিপোক্রিটাস্ বৈজ্ঞানিক ভাবে মানসিক ব্যাধির বর্ণনা করেছেন। ০ খৃঃ অঃ Arelacus মানসিক ব্যাধির ভেষজ চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং ১৬০ খৃঃ অঃ Galen এ বিষয়ে আরও কিছুটা অগ্রসর হন। বর্তমান যুগে র্মানীর Heidelberg বিশ্ববিদ্যালয়ের Kraepelin থেকেই বর্তমান মনোবিদ্যার চনা। ১৮৭০ সালে Dr. Mesmer, Mesmerism বা Hypnotism এর াবিষ্কার করেন। মানসিক ব্যাধি চিকিৎসায় পরবর্তী যুগে এই প্রক্রিয়াটির যথেষ্ট ্যবহার হয়েছে। ১৮৮০ সালে এখানকার অধ্যাপক Heinrich Erb বৈদ্যুতিক ক্ দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং কিছুটা সফলকামও হন। যদিও বর্তমানের নোবিদগণ বৈদ্যুতিক চিকিৎসার উপর আস্থাবান নয়। (৭৯)

মনোবিদগণের অনেক তত্ত্বই সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বলা

---

(৭৮) The name psycho-analysis properly belongs to Freud but in general ly the "Analytic psychology" of Jung and the "Individual Psychology" of Adler e varieties of psycho-analysis both as methods of neurological treatment and psychological theories. Freud insists however that both Jung and Adler read emselves, out of psycho-analysis by rejecting the paramount importance of sex sire in neurosis and in life generally. Contemporary Schools of Psychology.— S. Woodworth—p. 142

(৭৯) I do not hesitate to say that I have never seen a case that was cured such means (electric shock). Freud's Principles of Psycho-analysis—A. A. ill—p. 5.

যায় কোন একটি মেয়ে তিন বছর বয়সে একটা লাল লঙ্কা চিবিয়ে খুব কেঁদেছিল। সে বড় হয়ে লাল শাড়ি, লাল চাদর, এমন কি সিঁদুর পরা পছন্দ করে না তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তবে এও সত্য। হিপনোটিস্টদের খেলা অনেকে দেখেছেন। কোনও লোককে হিপনোটাইজ করে তাকে Suggestion দেওয়া হল তার নাম ব্লাডিভোস্টক কাল বেলা ১২টা পর্যন্ত। সে সজ্ঞানে এলে দেখা যাবে, সে বাপ পিতামহের নাম, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিচ্ছে কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা করলেই বলবে—ব্লাডিভোস্টক। মনের ঠিক একটি স্থান এমন বিকল হল কেন? তাঁরা বলেন,—নিঃজ্ঞান মনের প্রভাবে সজ্ঞান মনে এই বিকার দেখা দেয়। হিপনোটাইজড অবস্থায় সজ্ঞান মন নিষ্ক্রিয় ছিল তখন নিঃজ্ঞান মনে যে ধারণা হয়েছে সেইটেই সজ্ঞান মনকে চালিত করেছে।

ফ্রয়েড কী ভাবে এই মনঃসমীক্ষণের সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন তার ইতিহাস কৌতূহলপ্রদ। তিনি ১৮৫৬ সালে ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সেখানেই বসবাস করতেন। ডাক্তারী পাস করে ছয় বৎসর ফিজিওলজিতে গবেষণা করেন এবং ১৮৮১ সালে হাসপাতালে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি মানসিক ব্যাধির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ডাঃ জোসেফ্ ব্রুয়ারের (জঃ ১৮৪২) সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে প্যারি শহরে Dr. Charcot মানসিক ব্যাধি, হিস্টিরিয়া নিউরসিস প্রভৃতি চিকিৎসায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ডাঃ ফ্রয়েড ১৮৮৫ সালে তাঁর কাছে গিয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ডাঃ Charcot রোগীকে হিপ্নটাইজ ক'রে তাকে রোগের বিপরীত একটা Suggestion করতেন। রোগী কিছুদিন ভাল থাকত কিন্তু তার পরে আবার রোগের প্রাদুর্ভাব হত। ফ্রয়েড সেই সময়ে Charcot এর নিকট জানতে পারেন, প্রায় সমস্ত নিউরোসিসের রোগীই যৌন বিকারগ্রস্ত। ফ্রয়েড ভিয়েনায় ফিরে এসে চিকিৎসা শুরু করলেন কিন্তু Charcot এর প্রণালীতে সুখী হতে পারলেন না এবং বুঝলেন সেটা প্রকৃত পথ নয়। এমন সময় একটি যুবতী চিকিৎসার্থ এল, তার ডান বাহুসন্ধিতে বেদনা—বেদনার প্রত্যক্ষ কোন লক্ষণ নেই অথচ এত বেদনা যে, সে হাত তুলতে পারে না। ডাঃ ব্রুয়ার ও ফ্রয়েডের চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। তখন তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় তাকে হিপ্নটাইজ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁরা সফল হলেন না। তখন ফ্রান্সের Nancy School সকলকেই হিপ্নটাইজ করতে পারেন বলে দাবী করতেন। ফ্রয়েড রোগিনীকে নিয়ে সেখানে Mr. Bernheim এর নিকট গেলেন, তিনিও তাকে হিপ্নটাইজ করতে পারলেন না। হতাশ হয়ে ফ্রয়েড ফিরে এলেন—কিন্তু রোগিনী মাঝে মাঝে বলত, তাঁরা যদি তার কথা শোনেন তবে হয়ত রোগ সারতে পারে। কৌতূহলী ব্রুয়ার ও ফ্রয়েড তাকে তার কাহিনী বলতে অনুমতি করেন রোগিনী দীর্ঘ এক প্রণয় কাহিনী বিবৃত করে। সংক্ষেপে ঘটনা এই:—তার জীবনে একটি প্রণয় ঘটেছিল, ছেলেটি তার সহপাঠী কিন্তু গরীব। বিবাহ করা সম্ভব হয় না।

মেয়েটি আশা করেছিল চাকুরী পেলে সে বিয়ের প্রস্তাব করবে। ছেলেটি ভাল চাকুরী পেয়ে তাদের ওখানে বেড়াতে এল। সকলেই আশা করেছিল এবার সে প্রস্তাব করবে কিন্তু সে করল না। যাবার দিনে বিদায় সময়ে সে রোগিনীর ডান বাহুসন্ধিতে চাপ দিয়ে বিদায় নিয়ে গেল। এই বেদনাদায়ক ঘটনা রোগিনী বর্ণনা ক'রে শেষ করতেই দেখা গেল তার হাতের বেদনা সেরে গেছে। এই ঘটনা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন—প্রথমতঃ মানসিক শক্তি দৈহিক শক্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে, দ্বিতীয়তঃ অন্তরের নিষ্পিষ্ট আকাঙ্খাকে মুক্ত ক'রে দিতে পারলে মানসিক তথা দৈহিক ব্যাধি আরোগ্য লাভ করে। (৮০)

অতি সংক্ষেপে বর্তমান মনোবিদ্যার সিদ্ধান্ত এই :—ফ্রয়েড মানব-মন তিন ভাগে ভাগ করেছেন—চেতন, অবচেতন ও অচেতন। তুলনা দ্বারা বলতে গেলে সদর ঘর চেতন মন, অবচেতন মন পর্দার অন্তরালের ঘর এবং অচেতন মন অন্দর মহল। চেতন মন আমরা জানি, অবচেতন মনের কথা আমরা চিন্তা করলে জানতে পারি কিন্তু অচেতন মন আমাদের অজ্ঞাত। (৮১) প্রকৃতপক্ষে আমাদের চেতন মন একটি অনুভূতির মাধ্যম মাত্র, আমাদের চেতন কর্মের নয় ভাগের আট ভাগই অচেতন মন দ্বারা পরিচালিত। (৮২)

অচেতন মনের দ্বারে Psychic Censorship নামক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, অচেতন মনের চিন্তা আকাঙ্ক্ষা এই প্রহরীর শাসনে রূপান্তরিত বা বিকৃত হয়ে দেখা যায়—এই বিকৃতি চেতন মনের কর্মে এসে দেখা দেয়। মানুষের প্রবৃত্তিগত কামনা ও বাসনা সমুদ্রতলের সরীসৃপের মত মনের গহনে কিলবিল ক'রে বেড়ায় এবং তার আলোড়ন আমরা প্রত্যক্ষ করি সচেতন কর্মের মাঝে—সচেতন কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় এই গহনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা। পাঁচ-ছয় বছর বয়সের পূর্বেই এই অচেতন মন গঠিত হ'য়ে যায় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়েই চলে, এবং সচেতন কর্মকে চালিত করে। কিন্তু মনের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তথা সেফটি ভালভ্ দ্বারা এই অবচেতন কামনা নিষ্কাশিত হ'য়ে যায় বলেই মানুষ সকলেই পাগল হয়ে যায় না। অবরুদ্ধ কামনাই মনকে বিকৃত করে।

এই নিষ্কাশন প্রক্রিয়াগুলি মনের স্বাভাবিক ধর্ম—যথা, Rationalisation, Projection, Identification, Sublimation, Dreaming, Day-Dreaming ইত্যাদি। সাধারণভাবে "we unconsciously run away from distressing

(৮০) It was after careful study and observations of such cases that the idea was postulated first, that one can convert psychic energy into physical manifestation ; second that a cure is effected by bringing the submerged painful experience to consciousness, thus releasing the strangulated desire. Ibid—p. 10.

(৮১) ...but the unconscious is incapable of consciousness without external aid. While the fore-conscious can reach consciousness after it fulfils some conditions. Ibid—p. 12.

(৮২) We maintain that eight-ninths of all our actions are guided by our [un]conscious and consciousness as such is nothing but an organ of perception. Ibid—p. 12-13.

thoughts : we say we wish to forget these" (৮৩) এই প্রক্রিয়াগুলি প্রকৃতপক্ষে ভুলবার পথ।

আমরা যখন কোন কুকাজ করি তখন স্বভাবতঃই বিবেকের দংশন অনুভব করি এবং যুক্তি দ্বারা মনে মনে এই কুকাজকে সমর্থন ক'রে এই কাঁটা তুলে ফেলতে চাই—এই মনন ক্রিয়াকেই Rationalisation বলে। আমরা যা চাই অথচ পাই না, তার বেদনাকে আমরা ভুলতে চাই, তাই আমাদের ইচ্ছাকে আমরা অন্যের উপর প্রক্ষেপ করি এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করতে অন্যের উপর আমাদের ইচ্ছাকে চালাই। এই প্রক্ষেপ ক্রিয়াকে Projection বলে। আমরা যখন মনোজগতে কোন চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হই, যেমন উপন্যাস পাঠকালে নায়কের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করি, তখন এই মনন ক্রিয়াকে Identification বলে। যৌন কামনা ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে যখন সমাজকল্যাণমূলক শিল্প সাহিত্য দর্শন সৃষ্টি করে, তখন তাকে বলা হয় Sublimation. আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে আমরা স্বপ্নের মাঝে পেতে চাই, কিন্তু ইপ্সিত বস্তুকে পাই না, তাকে Psychic censor দ্বারা রূপান্তরিত ক'রে পাই। কতকগুলি Symbol অচেতনমনের সন্ধান দেয়, সেইজন্যে স্বপ্ন বিশ্লেষণ মনঃসমীক্ষণের একটি বিশেষ অস্ত্র। মনে মনে আমরা সকলেই আকাশ কুসুম ভাবি; এবং তার মাঝে সান্ত্বনা লাভ করি। এই আকাশ কুসুম চিন্তায় আমরা দুঃখকে ভুলি এবং ইহাই দিবা স্বপ্ন। (৮৪)

কিন্তু এই সকল উপায়ে মানুষের নিপীড়িত ইচ্ছা (strangulated desire) যখন নিষ্কাশিত হয় না, তখন তা Hysteria, Mania, Obssession, Insanity Complex ইত্যাদি মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি করে। প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তি জগতে থাকা সম্ভব নয় কারণ সভ্য জগতের সংস্কার—নীতি, সমাজ, শিক্ষা—সহজ প্রবৃত্তির প্রকাশের পথে নানা inhibition (বাধ) সৃষ্টি করে এবং তার ফলেই মানব মনের বিকৃতি। আর এই মনের বিকৃতির মাঝে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করি আমাদের এই সভ্যতার। (৮৫)

দু' একটা ক্ষুদ্র কাহিনী দ্বারা কী ক'রে এই বিকৃতি আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে, তা হয়ত একটু পরিষ্কার করা যাবে। প্রথম জার্মান যুদ্ধের সময় অনেক ডাক্তার গোলাবর্ষণের সময় Dug-out থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতেন, অথচ যুক্তি দ্বারা তিনিই বলতেন, বাইরেই আহত হওয়ার ভয় বেশী। মনঃসমীক্ষণ দ্বারা

(৮৩) Ibid—p. 10.

(৮৪) লেখককৃত উপন্যাস 'বিবস্ত্রমানব' এর ভূমিকা।

(৮৫) The inhibitions that are imposed upon us by society are so strong and exacting that we revert ourselves to the age-old conclusion that honesty is the best-policy. ...Nevertheless there is no doubt that civilization with its manyfold inhibitions and prohibitions makes it indeed very difficult for us to live...That is the price we pay for civilization. Sometimes the injustice heaped upon a predisposed individual is so great and overwhelming that as his deeper sense of morality stays his rash hand from some criminal act, he becomes neurotic and sometimes he goes even further, he becomes psychotic. Ibid—p. 22.

পাওয়া যায়, তিনি বাল্যকালে কোন এক দোকানে পুরাতন বোতল বিক্রি করতে যান। স্প্রিং এর দরজা, তার পাশে অন্ধকারে একটা বুলডগ বাঁধা থাকত। ফিরবার সময় বুলডগটি হাঁকডাক করতে শুরু করে এবং স্প্রিং এর দরজা তিনি খুলতে না পেরে ভয় পেয়ে যান। তার ফলে বদ্ধতার সঙ্গে ভয়ের একটা সংযোগ বা association তাঁর অচেতন মনে বাসা বাঁধে। তাই বদ্ধতার মধ্যেই তাঁর ভয় হ'ত বেশী, যুক্তি দ্বারা সে ভয় দূরীভূত হয়নি, মানসিক চিকিৎসা দ্বারা হয়েছে। Association প্রক্রিয়াটা একটা পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়। কোন একটি দেড় বছরের বালক গিনিপিগ খুব ভালবাসত এবং তাই নিয়ে খেলা করত কিন্তু সে তীব্র শব্দে ভয় পেত। যখনই সে গিনিপিগ ধরতে যেত তখনই খুব জোর ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হ'ত। কিছুদিন বাদে দেখা গেল, শব্দ ব্যতীতই সে গিনিপিগ দেখলে কাঁদে অর্থাৎ এইভাবে সে conditioned হ'য়ে গেল। এখানে শব্দের ভয়টা গিনিপিগের সঙ্গে সংযোজিত হ'য়ে গেল। এমনি ক'রে অচেতন মনে নানা রূপ বিকৃতি ঘটতে পারে এবং সেই বিকৃতি নিয়েই মানব সমাজ। •

ফ্রয়েডীয় মনোবিদগণ দুইটি সহজ প্রবৃত্তিকে আদি বলে মনে করেন। বাঁচবার প্রেরণা ও বংশ সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকা (self preservation এবং self procreation)। এ দু'টির মধ্যে প্রথমটির বিকৃতি ঘটার সুযোগ খুব বেশী নেই, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ যৌনবৃত্তিই (sex) বেশী বিকৃত হয়। অর্থাৎ মনোবিকারের মূলে তিনি যৌন বিকৃতিকেই প্রাধান্য দেন। কিন্তু Adler ও Jung sex এর প্রাধান্যকে স্বীকার করেন না। Wilhelm Stekel, Fritz Wittels, Alder ও Jung সকলেই ফ্রয়েডের শিষ্য কিন্তু ১৯১২ খৃঃ অব্দে তাঁরা পৃথক হ'য়ে যান। তাঁরা মনে করতেন, ফ্রয়েড যৌনবৃত্তির উপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন।(৮৬) Adler ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তিনি মনে করতেন জীবনের পরাজয়-মনোবৃত্তি থেকে মনোবিকার হতে পারে। এঁরাও স্বপ্ন বিশ্লেষণ ক'রে অচেতন মনের অবস্থা নির্ণয় করেছেন তবে তিনি তা অতীতের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখেননি। C. G. Jung (জঃ ১৮৭৫) জুরিখের লোক। তিনি যৌন বৃত্তির উপর বিশেষ জোর দেননি। তিনি বলেন জীবনে will-to-live ই প্রাথমিক প্রবৃত্তি এবং sex দ্বিতীয়। এক্ষেত্রে তিনি মনে করেন, জীবনের বাধা সরিয়ে দিলে শৈশবের কল্পনা ভেঙে যায়, অতএব তিনি নিউরোসিসের কারণকে অতীতের সঙ্গে যোগ না ক'রে বর্তমানের সঙ্গেই সংযুক্ত করেন।(৮৭) ফ্রয়েড স্বপ্ন ও নিউরোসিসকে যৌনবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করেন,

(৮৬) Alfred Adler (b-1870) started rival group of psychology called "Individual psychology". Adler had apparently believed from the start that Freud was over emphasising sexuality......Fundamental fact in Neurosis was a feeling of inferiority. Contemporary Schools of Psychology—R. S. Wordworth p. 172.

(৮৭) Take away the obstacle in the path of life and the whole system of infantile phantasies at once break down and becomes again as inactive and ineffective as before...Therefore I no longer find the cause of the neurosis in the past but in the present—Jung. Ibid—p. 180.

এবং অ্যাডলার will for power দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। ইউঙ এই দুইটির সামঞ্জস্য ক'রে তাদের নাম দেন অন্তর্মুখী (introvert) এবং বহির্মুখী (extrovert)। (৮৮)

মনোবিদ্যার জটিলতা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। তবে একথা সকলেই স্বীকার করেন, অচেতন মনের দ্বারা চেতন মনের কার্য প্রভাবিত হয়। আমাদের চেতন মন, তার পছন্দ-অপছন্দ, চাওয়া-পাওয়া, মনের কাঠামো সবই অচেতন ও অবচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত,—যার উপর আমাদের যুক্তি ও বুদ্ধির প্রভাব খুব বেশী নয়। তার কারণ আমাদের যুক্তি ও বুদ্ধি এই অচেতন মন দ্বারা প্রভাবিত। উপনিষদের ভাষায় যাকে বলা যায় অবিদ্যা-প্রসূত। মানবের super-ego বা বিবেকশক্তির মনন হয়ত এই অবিদ্যা-প্রসূত যুক্তি ও বুদ্ধিকে সত্যের পথে চালিত করতে পারে। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় বলা যায়, আত্মসাধনার দ্বারা লব্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা এই অচেতন মনের বিকৃতিকে ভেঙ্গে সত্যকে দেখতে শেখাই মানবতা।

রাধাকৃষ্ণণ বলেন,—"There is only one ideal for man, to make himself profoundly human, perfectly human." (p. 35) সুইটজার বলেন,—"To be civilised men means for us approximately this: that inspite of the conditions of modern civilization we remain human. It is only taking thought for everything which belongs to true human nature, that can preserve us amid the conditions of the modern advanced external civilization, from going astray from civilization itself." (p. 270) অবিদ্যা-প্রসূত বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিবাদের ঊর্ধ্বে প্রকৃত সত্যকে জানাই মানবতা, অথবা মনোবিকারের গণ্ডিকে অতিক্রম ক'রে প্রকৃত আত্মসত্তাকে জানাই মানবতা। এই মানবতাকে জানতে, বুঝতে বা আয়ত্ত করতে যা আমাদের সহায়ক তাই সত্য, শিব ও সুন্দর। যে দর্শন, নীতি, সাহিত্য, কাব্য বা শিল্পসৃষ্টি আমাদের এই মানবতা লাভের সহায়ক তাই প্রকৃত, এবং যা মানবতা লাভের পরিপন্থী তা অসত্য ও অপ্রাকৃত। তমসো মা জ্যোতির্গময় —হৃদয়ের এই তমসা থেকে যা আমাদের আলোয় নিয়ে যায় তাই সত্য।

এখন মানসিক এই বিকৃতি ও ব্যাধিমুক্ত মানুষ এই জগতে সম্ভব কি না? উত্তর দেওয়া কঠিন। আত্মসাধনায় উন্নত অতিমানব জগতে অসম্ভব তা বলা যায় না। কিন্তু সাধারণ জগতের সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অতিমানবতা অর্জন দুঃসাধ্য। ফ্রয়েড বলেন,—"A healthy man is virtually a neurotic." কিন্তু সাধারণভাবে যাকে সুস্থ মন বলে জানি বা ভাবি তিনিও সম্পূর্ণভাবে বিকৃতি মুক্ত

(৮৮) Freud regarded a dream or a neurosis as motivated by repressed sex desires, Adler by the will for power. Each motive alone appears adequate but the two are irreconcilable. Jung solved the enigma by his famous doctrine of psychological types. One person may be motivated in the Freudian way, another in the Adlerian way. (One is introvert and the other extrovert). Ibid—p 184.

নয় তবে তার বিকৃতি ব্যাধি পর্যন্ত গড়ায়নি। অর্থাৎ সুস্থতাটা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত।

মানব-মন যদি এই রকমই হয়, যদি এই বিকৃতি ও ব্যাধি জীবনে অত্যন্ত স্বাভাবিকই হয়, তবে জীবনের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, প্রেম-প্রীতির অর্থ কি? সকলেই এক জিনিসে সুখী হয় না, একই ক্ষেত্রে সকলেই দুঃখ পায় না, সকলে এক জিনিসই চায় না, সকলের ভালবাসারও কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। ডাঃ ব্রিল বহু বিবাহের ইতিহাস বিচার ক'রে দেখেছেন, love at first sight কথাটা সত্য; কারণ সন্তানদের বাবা ও মায়ের প্রতি একটি fixation জন্মায়, যার ফলে ছেলেরা মা'এর মূর্তির অনুরূপ মেয়েদের এবং মেয়েরা পিতার মূর্তির অনুরূপ পুরুষকে ভালবাসতে বাধ্য হয়। অতএব যে ভালবাসার উপর জগতের এত কাব্য সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে সেটাও নিতান্তই মনের বিকৃতি প্রসূত। তারও কোন নির্দিষ্ট পথ নেই, সংজ্ঞাও নেই। সেখানে সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্নও নেই। তেমনি আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, চাওয়া-পাওয়ারও কোন নির্দিষ্ট আইন নেই। জগতে সব মেয়ে বা ছেলেরই প্রেমপাত্র জোটে। বাজারের যে শাড়িখানাকে একজন অত্যন্ত কদর্য বলে ত্যাগ করলেন, অন্যজন তাকে সার্থক শিল্পের নিদর্শন ব'লে পছন্দ ক'রে কিনে নিয়ে গেলেন। দোকানের শাড়ি আর অবিক্রীত রইল না। জগতে এইই মায়ার খেলা,—অপ্রাকৃত মূল্যবোধের মাঝে আমরা ডুবে আছি। যতই ভ্রান্ত হোক, যতই বিকৃতি-প্রসূত হোক না কেন আমাদের মনন, আমাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া, তথাপি একথা সত্য যে জীবনের দুঃখটা মিথ্যা নয়। মানবজীবনের ভালবাসাটা fixation দ্বারা চালিত হলেও তার মিলন-বিরহের সুখ-দুঃখ মিথ্যা নয়। সাধারণ মানুষকে এই "মমত্বগর্ত্তেতি মোহান্ধকারে" মধ্যে সে সুখ-দুঃখ ভোগ করতেই হবে।

কেবল চাওয়া-পাওয়া নয়, কেমন ভাবে চাই তাও এক দুরূহ প্রশ্ন। ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি সেবার দ্বারাই যে মানুষ সুখী হয় তা নয়, যৌনজীবনের বিকৃতির জন্য কেহ মর্ষকামী (Masochist), কেহ ধর্ষকামী (Sadist)।

কখনও এটা ব্যাধির আকারে প্রকাশ পায়, কখনও মৃদুভাবে মানুষের মনে থেকে সমাজজীবনে তাদের অপ্রিয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত ক'রে তোলে। চরিত্র সৃষ্টির মূলে দুইটি সক্রিয় শক্তি আছে, বংশধারা ও পারিপার্শ্বিকতা। সহজপ্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা থেকেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা পাই। জগতে সর্বত্রই বিধবা বিবাহ হয়। ভারতের হিন্দু ব্যতীত সকলেই গোমাংস খায়। কিন্তু কোন হিন্দু তার মাতার পুনরায় বিবাহ হতে পারে, বা গোমাংস ভোজন করা যেতে পারে চিন্তা করতেই শিউরে উঠবে। এটা পরিবেশ থেকে সৃষ্ট অনুভূতি (sentiment)। একে আহৃত বৈশিষ্ট্য বলা হয় (acquired trait), অতএব দেশ, সমাজ, পরিবেশ অনুসারেও মানব চরিত্রের পার্থক্য আছে এবং থাকবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, দেশ ও সমাজ অনুসারেও বিভিন্ন। অবশ্য এই বিভিন্নতাই নিরবচ্ছিন্ন সত্য নয়। কতকগুলি স্থানে বিভিন্নতার মাঝেও

ঐক্য আছে। যথা—আদি প্রবৃত্তিগুলি মূলতঃ সর্বদেশে মানবজীবনে একই; এই সর্বজনীন প্রবৃত্তিই বিভিন্নতার মাঝে একটা ঐক্য সৃষ্টি করেছে এবং চাওয়ার প্রণালী বা রকমটা এক না হওয়ায় তার সঙ্গেই বিভিন্নতা রয়েছে। অতএব কেউই—সম্পূর্ণ শত্রু নয়, সম্পূর্ণ মিত্রও নয়। এটা আপেক্ষিক, যার সঙ্গে যতটুকু মিল আছে সে ততটুকুই বন্ধু। মানুষের সমাজজীবনে এই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংঘাতই আমাদের দুঃখের মূল উৎস। জীবনের সঙ্গে এই ব্যক্তি সংঘাত (conflict of individuality) আমাদের সাথী। তাই দুঃখও আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বর্তমান সভ্যজগত জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এত উন্নত, এত তার শক্তি যে আজ গ্রহ-উপগ্রহ জয় করতে চলেছে, তবুও মানুষ সুখী নয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও যেন ক্রমশঃ গুরুভার হ'য়ে জীবনকে পঙ্গু ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু কেন? (৮৯)

ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে বলছেন, তিনি "আত্মন্"কে চিনতে পারেননি, যদি তাই হবে তবে তিনি দুঃখ-বেদনা পান কেন? কারণ তিনি অপরা বিদ্যা লাভ করেছেন, পরা বিদ্যা লাভ করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে আমরা জগতের যে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করেছি, তা আমাদের জীবনকে আনন্দ দেয়নি। আমরা মনে করেছি আমরা অনেক জানি, কিন্তু এই অবিদ্যা আমাদের এই দম্ভের মূল, আমরা তাই দুঃখ পাই;—এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে, তাই জীবনের তমসা থেকে জ্যোতির্ময় দুয়ারে আমরা যেতে পারিনি। (৯০)

এই মনোবিদ্যাকে যদি আমরা বিশ্বাস করি বা স্বীকার করি, তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে এর সবখানি না হোক অন্ততঃ অনেকখানি যে অবিদ্যা, এতে আর সংশয় নেই। বর্তমান সভ্য মানবের অবস্থাকে উপনিষদে অন্ধদের হাতী দেখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ছয়জন অন্ধ হাতী হাতড়ে কেউ বললেন, কুলোর মত, কেউ বললেন, সাপের মত ইত্যাদি। তাঁরা জানলেন না তাঁদের এই দেখা আংশিক সত্য, কিন্তু সর্বতোভাবে সত্য নয়। সমগ্র হাতীটার চেহারা তাঁরা অনুমান করতে পারেননি।

অচেতন ও অবচেতন মন যদি আমাদের চেতন মনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং অচেতন মন যদি চেতন মনের আয়ত্তাতীত হয় তবে মানুষ নিতান্তই অসহায়। মানুষের অজ্ঞাতে, তার মনের অজ্ঞাতে, বুদ্ধি, অনুভূতি, মননের অজ্ঞাতে যদি তার মনের কাঠামো বা মানসিকতা সৃষ্টি হয় তবে তার সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-

---

(৮৯) Life to-day, inspite of our material possessions and intellectual acquisitions, inspite of our moral codes and religious doctrines has not given us happiness. S. Radha Krishnan —Ibid—p. 41

(৯০) অবিদ্যায়মন্তরে বর্তমানা স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানা পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।
মুণ্ডকোপনিষদ,—৮।

অপছন্দ সবই তার আয়ত্তের অতীত। প্রকৃতপক্ষে এই আকস্মিকতালব্ধ বিভিন্ন মনের কাঠামো নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে উঠেছে এবং তারপরে পৃথিবীময় চলেছে এই বিভিন্নতার সংগ্রাম—সংঘাত। এই মনের বিশিষ্টতাকে যদি সত্তা বলা যায় এবং তা চেতন মনের বুদ্ধি ও মননের অতীত হয় তবে মানুষ তার এই জীবন-সংঘাতের জন্য সচেতনভাবে দায়ী নয় কিন্তু সংঘাতজনিত দুঃখবেদনা তার জীবনে সত্য এবং তা মর্মভেদী সত্য। মানবজীবনের সঙ্গে এই ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সংঘাত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে—এই সংঘাত তার প্রকৃতির সঙ্গে, বাহ্য জগতের পরিবেশের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে (split personalityর ক্ষেত্রে) নিজের দেহ আর মনে, সমাজে, পরিবারে, সমগ্র বিশ্বে। ইন্দ্রিয়াসক্ত মানবাত্মা, জড়জগতের অসংখ্য বন্ধন ও মায়ার মধ্যে বন্দী এই মানব হৃদয় অবিশ্রান্ত হাহাকার ক'রে কাঁদছে। যিনি স্রষ্টা যিনি মানবপ্রেমিক, তিনিই এই ক্রন্দনকে শুনতে পান, তিনিই ব্যথিতচিত্তে তার রূপ দেন সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, নীতিবাদে, ধর্মে, আধ্যাত্মিকতায়।

মানব হৃদয় যদি বিভিন্ন ভাবে গ'ড়ে ওঠে তবে তাদের মনন, জীবন-প্রত্যয়, হৃদয়বৃত্তির বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। তার অর্থ, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মনের বিভিন্ন রকমের রঙীন কাচের ভিতর দিয়ে জগতকে দেখি, বিচার করি—সত্য-রূপ দেখি না, ছোট ক'রে, বড় ক'রে, রূপান্তরিত ক'রে, মনের রঙে রাঙিয়ে দেখি। মনের বিশ্বাসটা আসে আগে এবং বিশ্বাসকে অটুট রাখতেই পরে আসে তীক্ষ্ণ যুক্তি। পৃথিবীর নানা রাজনৈতিক 'ইজম' আছে, এই 'ইজম' এর মতবাদ আমরা আগে বিশ্বাস করি আমাদের মনের বিশেষ কাঠামো অনুসারে এবং তার পক্ষে বাছাবাছা যুক্তির শর সংযোজন করি পরে। মনের রঙিন চশমা দিয়ে দেখি জগত,—একথা রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সমালোচক, বৈজ্ঞানিক সকলের পক্ষেই সত্য। (২১) যিনি পরাবিদ্যা লাভ করেছেন একমাত্র তিনিই শুধু খালি চোখে প্রকৃত বস্তুকে দেখেন।

অতএব সমস্ত সাহিত্যিকের জীবনেই এই রঙিন চশমাটা সত্য। যে সত্তা নিয়ে কবি, সাহিত্যিক জন্মেছেন বা গ'ড়ে উঠেছেন, তিনি সেই সত্তার রঙেই জগতকে দেখেন। (২২) এই দেখাটা যদি এমন দেখা হয় যে তা সমস্ত মানব মনের পক্ষেই

---

(২১) জার্মান দার্শনিক Kierkegaard (১৮১৩-১৮৫৫) Regin Oslen নামে একটি তরুণীকে ভালবেসেছিলেন কিন্তু দার্শনিকের একটি পা ছোট ছিল। এই দৈহিক ত্রুটি তাঁর প্রণয়িনীকে অসুখী করবে ভেবে তিনি তাকে ত্যাগ করেন। এবং তাঁর Existentialist দর্শনে এই ত্যাগজনিত দুঃখবাদ একটি চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করে এবং তিনি বলেন—"Suffering is the only means to attain perfect individuality." Hist. W. Phil.—Dr. Joshi.—p. 186.

(২২) The subject the writer chooses, the characters he creates, his attitude towards them are conditioned by his bias. What he writes is the expression of his personality and manifestation of his instincts, his emotions, his intuitions and his experience. Pt. of View—S. Maugham. p—175.

(২২) He (Zola) said, "A work of art is a corner of nature seen through a temperament." Hist. W. Litt—J. M. Cohen. p—273.

একান্ত সত্য না হলেও আংশিক সত্য, তবে সেই দেখাই, সেই সৃষ্টিই সার্থক। সাহিত্যিকের সঙ্গে সমালোচকের কথাও আসে—ব্যক্তিগত ভাল লাগা, না-লাগার সঙ্গে সাহিত্যকর্মের সংযোগ খুবই নগণ্য, যেহেতু তিনিও তার বিশিষ্ট সত্ত্বার চশমায়ই বিচার করবেন। সেটা অন্ধের হাতী দেখার মতই একটা দেখা। যিনি রঙীন চশমা খুলে কোন প্রকৃত তত্ত্বকে দেখতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন, তিনিই সমালোচক। কিন্তু সমস্ত মনোবিকারের ঊর্ধ্বে সাধকশ্রেণীর সমালোচক কোথায়? অতএব কী দিয়ে, কিসের মাপ কাঠিতে সাহিত্যের বিচার হবে বা হতে পারে? চিত্তবিকার দিয়ে চিত্তবিকারের বিচার করা কি সম্ভব?

বদ্ধতার সঙ্গে ভয়ের association এ conditioned ডাক্তার গোলা বর্ষণের সময় Dug-out থেকে বেরিয়ে আসত—তেমনি conditioned সমালোচক বা সাহিত্যিক বা চিন্তানায়ক থাকা অবশ্যই সম্ভব ও স্বাভাবিক। তাই শ্রেণী-সংগ্রামে আস্থাবান তথা conditioned সমালোচকের পক্ষে, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, রাধকৃষ্ণের প্রেম, আমার-আপনার প্রেম, 'গান্ধারীর আবেদন' (রবীন্দ্রনাথ) প্রভৃতির মধ্যে নিষ্কলুষ শ্রেণী সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। মনের রঙীন চশমার রং লেগেছে রাধাকৃষ্ণের গায়ে, শূন্য ও নির্বাণেও। (৯৩)

এমনি ক'রে সাহিত্য ক্ষেত্রেও সাহিত্যিকের সত্ত্বা, তার সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সত্ত্বাকে জানতে না পারলে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য বিচার না করলে, তার প্রতি অবিচার করা হয়। আমাদের সকলেরই শক্তি সীমিত, সীমিত শক্তির দ্বারাই সীমিত শক্তির বিচার করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে রোহিণী আর কপালকুণ্ডলাকে ঘরে স্থান দেননি, তার বিচার করতে ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচারই শেষ নয়,—বঙ্কিম-সত্ত্বা ও রোহিণী-কপালকুণ্ডলার চরিত্র সত্ত্বার সংযোগ ও বিয়োগটাও অবশ্য বিচার্য।

ব্যক্তি সত্ত্বাচালিত মানবহৃদয়কে যুক্তি, বুদ্ধি, শিক্ষা ও ধর্মীয় সংস্কার ও নীতি দিয়ে সচেতন করা যায় না। যদি তাই হত, তবে ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও রীতিই (doctrines and dogmas) মানুষকে সুখী করতে পারত। কিন্তু আজ দু'হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতাও মানুষকে সুখী করতে পারেনি। হৃদয় বৃত্তির উন্মেষ হয়নি তার, হৃদয় আপনার গণ্ডিকে ছেড়ে বিশ্বজনীন হতে পারেনি, মানবতা অর্জন করতে পারেনি। মানব হৃদয়ের সুপ্ত, নিষ্ক্রিয় অনুভূতিকে জাগ্রত করেছে সাহিত্য, কাব্য, শিল্প। ত্যাগভিত্তিক মানবতা অর্জনের পথে হৃদয়ের অনুভূতিকে সক্রিয় ক'রে বিস্তৃত ও বৃহত্তর ক'রে দেওয়াই সাহিত্য-ধর্ম, যে সৃষ্টি এই সাহিত্য-ধর্মের পথিক তাই সাহিত্য-কর্ম।

আমরা যখন উপন্যাস বা গল্প পড়ি তখন আমরা নায়ক-নায়িকার সঙ্গে

(৯৩) ঘরে বাইরের সাহিত্য চিন্তা দ্রষ্টব্য—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১-২৫। লেখক সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে ঐরূপ সমালোচনার উল্লেখ করেছেন।

একীভূত হয়ে যাই—অর্থাৎ Identification প্রক্রিয়ায় আমরা চরিত্রের সুখ-দুঃখ অনুভব করি। আমরা উপন্যাস পড়তে পড়তে চোখের জল ফেলেও বলি চমৎকার, —এই চোখের জলের সঙ্গে আমরা অন্তরের বেদনাকে মুক্তি দেই। নিক্রিয় মানব মনের অনুভূতি সক্রিয় হ'য়ে ওঠে কল্পনার চরিত্রের প্রতি, উজ্জীবিত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে বাস্তব জগতে, আমরা অন্যকে বুঝতে শিখি। এই যে ব্যক্তি সংঘাত জনিত দুঃখ, একে হয়ত বুঝতে শিখি, ভাবতে শিখি,—দুঃখী মানুষের প্রতি সমবেদনায় মানব অন্তর উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। অহংএর স্বার্থবোধের চাপে হয়ত তা স্থায়ী হয় না, তবুও নীরব হৃদয়বৃত্তি যে ক্ষণিকের চাপে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে একথা মিথ্যা নয়, বরং পরম সত্য। এই উজ্জীবিত অনুভূতিই মানুষের মনকে উদার ও মহৎ করেছে—বর্তমান সভ্য মানুষের সামান্যতম এই মানবতা অর্জনে সাহিত্যের অবদান তাই যথেষ্ট। সাহিত্য মানব হৃদয়কে জাগ্রত করবার একটা বৃহৎ শক্তি—তার প্রভাবও কম নয়, তার শক্তিও ক্ষণস্থায়ী নয়। মনোবিদগণ বলেন, এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা উপন্যাসের কোন চরিত্রের দ্বারা এমন প্রভাবিত হয়েছেন যে, তাঁদের জীবনধারা সেই চরিত্রেরই অনুগামী হয়েছে। (১৪)

এক্ষেত্রে সাহিত্যিক ও সমালোচকের দায়িত্ব গুরুতর। সাহিত্যিকের সৃষ্টি যদি এই মানব হৃদয়ের বিভূতি দ্বারা তাকে মানুষ না ক'রে তোলে, মহৎ ক'রে সংবেদনশীল না ক'রে তোলে, তবে তা সভ্যতার পরিপন্থী, মানব জীবনাদর্শের পরিপন্থী। আর যে সৃষ্টি মানুষের অহংকে উৎসাহিত ক'রে মানুষের অন্তরকে সঙ্কুচিত ক'রে দেয় বা ভোগভিত্তিক আত্মবাদকে জাগিয়ে দেয় তা সাহিত্য-কর্ম নয়। সমালোচক যদি মনোবিকারের রঙীন চশমা দিয়ে, ভাল লাগা, না-লাগা দিয়ে সাহিত্যকর্মের বিচার করেন তবে তাও জীবনের পরিপন্থী; যদি নিজের অহংবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা দিয়ে ভুল ব্যাখ্যা ক'রে জনগণকে বিভ্রান্ত করেন, তবে তাও অপরাধ। সভ্যতার অগ্রগতির পথে সাহিত্যের অবদান অস্বীকার করা চলে না। যুগে যুগে মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে উজ্জীবিত ক'রে অনুপ্রাণিত ক'রে সাহিত্য মানবকে নতুন নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনাকালে দেখা যাবে, যুগে যুগে বড় বড় সাহিত্যকীর্তি মানুষকে অনুপ্রাণিত ক'রে সমাজের নতুন নতুন রূপ দিয়েছে। মানুষের বিকারগ্রস্ত চিত্তবৃত্তিকে হৃদয়বৃত্তি দিয়েছে, মানুষের জীবনকে গঠিত করেছে। যুগ যুগ ধরে ভারতের নরনারী যে সীতার জন্য চোখের জল ফেলেছিল, লক্ষ্মণ-ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমের মহত্ত্বে অশ্রুমার্জনা করেছিল, তা ব্যর্থ হ'য়ে যায়নি; একদিন হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে সীতার প্রতিচ্ছবি আমরা

(১৪) Many women have come under my notice whose whole course of life was determined by a certain book or series of books by a particular author, unconsciously and, sometimes even consciously they governed their lives according to some special character that strongly appealed to them. Now the identification mechanism enables us to endow every scene, every situation that appeals to us, with a certain emotional warmth and love. Freud's Principle of Psychology. A. A. Bill—p. 122.

দেখেছি। দীনেশচন্দ্র সেন তাই সীতাকে বলেছেন,—'তুমি আমাদের আদর্শ নহ তুমি আমাদের প্রাপ্ত'। তেমনি ক'রে ইলিয়াড ও ওডিসির বীরত্ব, মহত্ত্ব ও উদারতা একদিন স্পার্টা ও এথেন্সের আবালবৃদ্ধবণিতাকে শৌর্যেবীর্যে স্মরণীয় করে তুলেছিল। ঠিক এমনি করেই আজ অহংবাদভিত্তিক অতি আধুনিক সাহিত্যের জীবনাদর্শ ভারতের নারীকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে পণ্যা ক'রে তুলেছে।

মানুষ সুখী হয়নি, বিদ্যাবুদ্ধি, ক্ষুরধার যুক্তি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জড়জগতের এই বিরাট সভ্যতা মানুষের হৃদয়কে তৃপ্তি দেয়নি। এ বিদ্যা অপরা বিদ্যা হয়েই রইল, পরা বিদ্যায় পৌছয়নি। ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের হৃদয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তাই প্রতি নিয়ত কাঁদছে, হাহাকার ক'রে ক'রে কাঁদছে মুক্তির জন্যে। চিত্তবিকারগ্রস্ত মানুষের মনে-দেহে, মানুষে-মানুষে, মানুষে-সমাজে, প্রকৃতিতে, জীবনদর্শনে সংঘাত জটিলতর হ'য়ে উঠছে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। এই জটিল জীবনের বন্ধন-বাঁধ দ্বারা খণ্ডিত মানব হৃদয় নিরন্তর কাঁদছে। দরদী শরৎচন্দ্র, উৎসারিত হৃদয় কারুণ্যে সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে মানব হৃদয়ের এই ক্রন্দনকে দেখেছেন, তাকে রূপায়িত ক'রে ব্যক্ত করেছেন, মানব-হৃদয়কে অনুভব করতে দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, সরল সুন্দর অভিব্যক্তি ও প্রকাশের মাঝে এই ক্রন্দনকে মূর্ত ক'রে রেখেছেন। সে দেখার মধ্যে তাঁর কোন প্রশ্ন নেই। ভালমন্দের প্রশ্ন নেই, সমাধানের সূত্র নেই, দার্শনিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি নেই,—তিনি হৃদয় দিয়ে দেখেছেন, হৃদয়ের অপরিসীম কারুণ্য দিয়ে তাকে দেখিয়েছেন। মানুষকে চিনতে বলেছেন—এই চেনা-জানার মাঝে, এই সংঘাত, এই সংঘাত জনিত দুঃখ যদি কথঞ্চিত প্রশমিত হয়, তবে মানব জীবন হয়ত আর একটু মধুময় হবে। "কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা" কবির এই প্রকাশের ব্যথাকে মিটাতে চেয়েছেন তিনি—সরল মনে, সরল সহৃদয় অনুভূতি দিয়ে।

মানব-চিত্তের ইতিবৃত্ত

মানব-মনের বিকাশ ও বিকারের স্রোতধারা মানবসমাজের অঙ্গে অঙ্গে তার গতিরেখার চিহ্ন রেখে গেছে। সমাজ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য বিজ্ঞানের মধ্যে, শিল্পকলার মধ্যে, বিবর্তনশীল মানব-মনের গতিপথের ফল্গুধারা প্রবাহিত। অবস্থা-ভেদে, পরিবেশভেদে এই চিত্তবিকাশ বিভিন্ন হয়েছে। ইউরোপীয় ও ভারতীয় চিত্ত একই পথে বিকাশ লাভ করেনি ; জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের মূল্যায়নের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে, কাজেই চিত্ত ও মনোবৃত্তি বিভিন্ন হয়েছে। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে সমাজ-ধর্ম-সাহিত্য ভিন্ন পথে গ'ড়ে উঠেছে। দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সে ভিন্নতা সুস্পষ্ট। তবে সাধারণ ভাবে দেখা যায়, মানবচিত্ত যখন

আপনার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও আত্মকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে ধর্ম, দর্শনের আদর্শবাদকে গ্রহণ ক'রে সামগ্রিক কল্যাণের জন্ত আত্মনিয়োগ করেছে তখন সমাজ ও ব্যক্তি-জীবন সুখ ও আনন্দে ভরে উঠেছে। আর যখন ব্যক্তি সামগ্রিক কল্যাণকে অবহেলা করেছে, সমাজ ও নীতির বন্ধনকে উপেক্ষা করেছে তখন সমাজ ভেঙেছে, জনজীবনে দুঃখ ঘনিয়ে এসেছে। তার এই দুঃখ-বেদনা-আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যে; আর উন্নততর জীবন-চিন্তা, নীতিবোধ, ও সামগ্রিক কল্যাণ কামনা প্রকাশিত হয়েছে দর্শনে। প্রাচীন সাহিত্যে তাই দর্শন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত—একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। দর্শন চেয়েছে দুরন্ত মানব মনকে যুক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে, আর সাহিত্য করেছে দুরন্ত অবাধ্য অসংযত মানব-মনের দ্বন্দ্ব-বেদনা-আনন্দকে প্রকাশ। এই প্রকাশের মাধ্যমে মানব-মন উন্নততর মনোবৃত্তি আহরণ করেছে।

আদিম প্রাতে মানুষ যখন আগুনের চারিপাশ ঘিরে শিকারলব্ধ বন্যজন্তু পুড়িয়ে খেত, সেদিন স্বভাব-প্রবৃত্তিজ আনন্দে সে চীৎকার করতে থাকত। সেই চীৎকার ও অস্থির লম্ফ একদিন ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে নাচ আর গানে পর্যবসিত হল। সেই দিন মানব ইতিহাসে কলাবিদ্যার প্রথম প্রকাশ। অন্তরের নিরুদ্ধ আবেগ প্রকাশ পেল সঙ্গীত ও নৃত্যে। সেদিন হয়ত আগুনের চারিপাশ ঘিরে বসে তারা ভ্রষ্ট শিকার আর নতুন দেখা জগতের সম্বন্ধে গল্প করত। তার পরে যখন তারা যাযাবর জীবন ত্যাগ ক'রে পশুপালন ও কৃষির মধ্যে নতুন সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তুলল, খাদ্য ও বাসগৃহ সমস্যার সমাধান করল, তখন প্রথম তারা জগতের প্রতি চেয়ে দেখল অনন্ত বিস্ময় নিয়ে। সমাজজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে মানব-হৃদয়ের পরিবর্তন হল। জীবন-প্রণালীর সঙ্গে তার চাওয়া-পাওয়া আনন্দের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হল। নতুন পল্লীজীবনের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তারা প্রথম ভাবতে আরম্ভ করল, মানুষ কী? কোথা থেকে এল, কোথায় যাবে, জগত কী? কেন এই সৃষ্টি, সৃষ্টির শেষ কোথায়, জীবন কী? সূর্য, চন্দ্র, তারা, ঝড়-বৃষ্টি, তুষার এরা কী? কেন? শক্তিধর এই প্রকৃতির কাছে বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে তারা আত্মনিবেদন করল। এরাও মানুষের মত ক্রোধ, হিংসা, প্রসন্নতা, প্রেম দ্বারা চালিত,—তাদের কল্পনা তাই এই প্রকৃতিজ শক্তিকে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্টি করল নানা গল্প—Myth—পৌরাণিক গল্প। (১৫) এই গল্পগুলির মধ্যেই আমরা সেই আদিম যুগের মানব-চিত্তের প্রতিচ্ছবি পাই; তার মধ্যে রয়েছে তার আত্মিক উন্নতির ইতিহাস।

তার পরে একদিন ব্যক্তিগত সম্পদকে চিহ্নিত করবার জন্যে মানুষ যে চিহ্ন বা

(১৫) As Andrew Lang says :—
"To the savage, the sky, the sun, sea, wind are not only persons but they are savage persons but with this beliefs in mind the prehistoric man set out to find answers to the problem of the universe and these answers naturally took the form of a story or what is called a Myth. ...The beginning of literature was largely concerned with records of the deeds of the gods." Outline of Literature. J. Drinkwater—p. 10-11.

মার্কা দিত সেই মার্কা থেকেই উদ্ভূত হল অক্ষর। তার থেকে এল ধ্বনিবাচক লিপি ও লিখন। প্রথম যখন তারা মনের ভাবনাকে বাস্তব লিখনে প্রকাশ করতে সক্ষম হল, তখন প্রথম তারা লিপিবদ্ধ করল পূর্ব পুরুষ থেকে শুনে-আসা এই পৌরাণিক গল্পগুলিকে। পুরুষ পরম্পরায় সংযোজিত হল নবতর গল্প, জীবন-মৃত্যুর রহস্য, জগতের সঙ্গে জীবনের সংযোগ ও সঙ্গতির কাল্পনিক গল্প। হিংস্র দেবদেবীকে বশীভূত করতে রচিত হল স্তোত্র, স্তোত্রসঙ্গীত। মনের ব্যাকুলতাকে সঙ্গীতে নিবেদন করল সে এই দুর্জয় প্রকৃতির পায়ে।

এই সঙ্গীত ও গল্প মানুষ লিখেছিল পাথরে, পোড়ানো মাটির অঙ্গে। খৃঃ পূঃ চার হাজার বছরের পূর্বেকার এমনি লিখন আবিষ্কৃত হয়েছে চলডিয়াতে। Sir Henry Layard নিনেভের সেনাচেরিভ গ্রন্থাগারে যে লিপি পেয়েছেন তা সম-সাময়িক ঘটনার ইতিহাস। তার পরে পিরামিডের সময়ে প্যাপিরাসে লেখা 'মৃতের পুস্তক' কবরের মধ্যে মৃতের পথনির্দেশিকা হিসাবে দেওয়া হত। পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক The Precepts of Ptah-Hotep—তিনি মেমৃফিসে ৩৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরই সমসাময়িক হয়ত বেদ ও মোজেসের কাহিনী।

এই স্তোত্র ও পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে একটা সাধারণ ধর্ম এই যে, তাঁরা প্রকৃতিজ বস্তু, শক্তি, বা পশুতে মানবত্ব আরোপ করেছেন। পৃথিবীতে যে অলৌকিক গুণসম্পন্ন দেবদেবী আছেন, তাঁরাই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন এই বিশ্বাসে তাঁরা তাঁদের পূজা করেছেন, তাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছেন। সেই হেতু সর্বদেশেই দেবদেবীর কাহিনীর মধ্যেই প্রথম সাহিত্যের আরম্ভ। তার পরে যখন পূজাপদ্ধতি, একটা বিশিষ্ট রীতি নিয়ে মন্দির মঠ গ'ড়ে উঠল তখন সেই মন্দিরই হল প্রথম পুঁথিঘর—লাইব্রেরী।

এই যুগের প্রথম সভ্য মানুষের এই গল্পগুলির মধ্যে দেশে দেশে এবং যুগে যুগে বেশ একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বেদের পুরুরবা উর্বশীর কাহিনী, গ্রীকদের Cupid ও Psycheর গল্প এবং Norse দের Freja ও Oddur এর গল্পের মধ্যে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। জাতকের গল্প, হিতোপদেশ ও ত্রিপিটকের গল্পের সঙ্গে Æsop, Archilochos, Sophokles এবং Herodotos এর গল্পের মধ্যেও আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। অবশ্য কে কার কাছে ঋণী তা বলা যায় না, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ বর্তমান এবং তা এ ক্ষেত্রে অবান্তর। (১৬) এই গল্পগুলি যেমন আর্য জাতিদের মধ্যেও বর্তমান তেমনি চীনা, আর্মেনিয়ান, রেডইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও বর্তমান। এই সাদৃশ্য হয়ত কাকতালীয় অথবা মধ্য এশিয়ায় অবস্থান কালে এগুলি ছিল এবং পরে

(১৬) Wagener held that Greece was the recipient, but both Weber and Bentry came to the con-lusion that the Indian fables were borrowed from Greece and for this view there could be adduced the question of chronology; the Greek fable is clearly in existence in the time cf Hesiod is hinted at in Homer, appears definitely in Archilogos and Simonedes and is developed into an important branch of literature, though the actual date of our collection is less certain. History of Sanskrit Literature—A. B. Keith—p. 352.

তাদের সঙ্গে দেশে দেশে চলে গেছে। অথবা এমনও হতে পারে, মানব-মনের বিকাশের পথে একই মনন অবস্থায় এইগুলি বিভিন্ন দেশে নিরপেক্ষ ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। এদের ইতিহাস বংশ পরিচয় যাই হোক্, এই গল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা। এই সময়ের প্রথম সমাজজীবনে দেখা দিয়েছিল জটিলতা, সমাজ ও ব্যক্তিতে বেধেছিল সংঘাত, সৎ-অসৎ ভালমন্দ বিচারে একটা নীতিবাদের প্রয়োজন হয়েছিল জীবনে। এই নীতিবাদের বিচারে ব্যক্তির পক্ষে সদগুণাবলী (Virtue) অনুশীলন ব্যক্তি ও সমাজের শান্তির জন্যে প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল—চিন্তানায়কগণ তাই এই গল্প সৃষ্টি ও প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক ভোগলিপ্সু মানব-অন্তরকে সমাজ ও সামগ্রিক কল্যাণমুখী করতে ত্যাগের অনুশীলন শিক্ষা দিতে হয়েছিল। গল্প-সাহিত্যের এই সূচনা। নীতিধর্ম শিক্ষার বাহনরূপে মুখে মুখে এই গল্প প্রচারিত হয়েছিল লোকশিক্ষার জন্যে।

মহাকাব্যের যুগ

তার পরে এল মহাকাব্যের যুগ—ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইউরোপীয় সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করেছে গ্রীক মহাকাব্যে, আর ভারতাত্মা প্রকাশিত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতে। এটি গভীর সত্য। এই যুগেই এই দুই সভ্যতা ভিন্নমুখী হয়েছে, ভিন্নরূপ নিয়েছে। হোমর কোনও বিশেষ একটা সময়ের ঘটনাবলীর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী সম্পাদনা ক'রে তাঁর বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেন। রামায়ণ-মহাভারতও এমনি কোন বিশেষ যুগের আদর্শবাদী মানবগোষ্ঠীর কাহিনী। এশিয়া মাইনরের অধিবাসী হোমর কতকগুলি প্রাচীন গীতি কাহিনীর সম্পাদনা করেন, বা অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করেন, তার মধ্যে বিগত-যুগের কীর্তিকথায় একটা আদর্শবাদ ধ্বনিত হয়। (১৭) সে আদর্শবাদ সদগুণাবলী (virtue) অর্জনের। হোমর কাব্য রচনা করেছিলেন শ্রোতাদের জন্য, (আমাদের মঙ্গলকাব্যের মত) পাঠকের জন্য নয়, কারণ তখন পাঠক শ্রেণী সৃষ্টি হয়নি। (১৮) এই সময়ে গ্রীকগণ এশিয়া মাইনর, ইজিপ্টে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে ফারাও ও হিটাইট রাজগণ ভীত হয়েছিলেন। ইলিয়াডের বীরত্বকাহিনী তথা ইউরোপ থেকে এশিয়া প্রবেশ-পথে ডারডানালিসের ট্রয় নগরী অবরোধ

(১৭) After the Dorian conquest of Peloponnesus the Æolian emigrants who settled in the north of Asia Minor, brought with them the warlike legends of their cheifs, the Achæn princes ot old... In Illiad we have Achean ballads worked up by Ionian art. Encyclopaedia Brittanica—9th. Ed. Vol. X.—p. 137.

(১৮) His epics were culminations of a long tradition of bardic poetry. "They celebrate the great deeds of a generation which has passed from the earth and did what later men could not do"...Homer composed for listeners and not for readers. His art grew in the courts of the Greek conquerors and colonists of Ionia.—Ancient Greek Literature.—C. M. Bowra.—p. 20.

কাহিনী সমগ্র গ্রীক জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। Protoclus এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে Achilles, Hectorকে বধ করেন এবং তার দেহকে বিকৃত করেন। Hector এর পিতা Priam পুত্রের দেহের জন্যে মুক্তিপণ দিতে এলেন যখন কেবলমাত্র তখনই Achillesএর হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে উঠল। সীতা-হরণের জন্যে যেমন রাবণ ও লঙ্কাপুরীর ধ্বংস, হেলেন-হরণের জন্যে তেমনি ট্রয় নগরী ধ্বংস। এই পরিণতির মধ্যে একটা নীতিবাদ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। Hector আদর্শ বীর হলেও একিলিসের নিকট পরাজিত হন, তার কারণ একিলিস সমুদ্র দেবীর গর্ভপ্রসূত—সৎ ও সত্যের জয়ের জন্যেই হেক্টরের মৃত্যু। (৯৯) ইলিয়াড বীরত্বের মহিমা কীর্তনের, মানুষের মানবত্ব অর্জনের শক্তিতে শক্তিমান। এই বীরত্ব ও মহত্বের যুগের হোমর তাই মানবার্জিত গুণের পূজারী। মানুষ মনুষ্যত্বের মর্যাদায় উজ্জ্বল—হোমরের দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য তৎকালীন গ্রীক সমাজ ও জাতির বৈশিষ্ট্য। (১০০) মাইকেলের মেঘনাদও এমনি একটা ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় ভগবান রামচন্দ্রের দেবত্বকে নিষ্প্রভ ক'রে দিয়েছে।

Protoclus এর মৃত্যুতে উন্মাদপ্রায় একিলিস Priam এর তরুণ পুত্রের জীবন ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে বললেন,—তুমিও মরবে, পরিতাপের কিছু নেই। Protoclus মরেছে, আমি নিজে সুন্দর ও শক্তিমান, মহৎ পিতা ও সমুদ্রদেবীর থেকে আমার জন্ম, আমিও মরব। কোনও একদিন সকালে হোক, দুপুরে হোক, সন্ধ্যায় হোক কোনও ব্যক্তি হয়ত বল্লমাঘাতে, না হয় শর নিক্ষেপে আমাকেও হত্যা করবে······

এমনি একটা মৃত্যুহীন বীরত্বের বাণী সমগ্র ইলিয়াডে গ্রীক বীরত্বের আদর্শ-স্থানীয় হ'য়ে রয়েছে।

ওডিসি—অভিযানের গল্প। বীরত্বের কাহিনীর উপর ওডিসি গ'ড়ে ওঠেনি। ওডিসিউস্ বহু দেশ ভ্রমণ ক'রে গৃহে ফিরে দেখেন, তাঁর স্ত্রীর চারিপাশে পাণিপ্রার্থীরা ভিড় করেছে, তিনি তাদের হত্যা ক'রে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ভ্রমণরত ওডিসিউসের কাহিনীর মধ্যে পুরাতন পৌরাণিক ও প্রচলিত গল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে সব কথা-কাহিনী পলিনেসিয়া থেকে স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত সর্বদেশের রূপকথা ও কাহিনীর মধ্যেই প্রচলিত। কিন্তু ওডিসির মধ্যে মানবতার উচ্চাদর্শ অনেকটা নেমে এসে বাস্তব হ'য়ে উঠেছে। অর্থাৎ সততা, বীরত্ব ও মহত্বের আদর্শবাদ অনেকটা বন্দীভূত হ'য়ে বাস্তবানুগ হয়েছে। (১০১) এই দুই গ্রীক

(৯৯) Hector is that ideal opponent and antithesis of Achilles. The man is pitted against Demi-God and the man must perish. Ibid—p. 26.

(১০০) The dignity belongs to man and he is a sufficient subject for poetry. This is the secret of Homeric age. Ibid—p. 29.

(১০১) But it is hard to feel that in Odessey, Homer has kept all his old confidence in life. His high heroic world is menaced by upstarts who lack the heroic Virtues and think they can reap rich reward without qualification or effort...Odyssues survived because he was cleverer than they (Agamemmon and Achilles) were and therefore Homer makes him his hero. Ibid—p. 37.

মহাকাব্যের মধ্যে মানবতা তথা বীরত্ব, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর (virtue) উজ্জ্বলতায় ধন্য যে জীবনাদর্শের উল্লেখ পাওয়া যায় তা রামায়ণ ও মহাভারতের পক্ষেও প্রযোজ্য। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা, ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে যে আদর্শ মানুষের প্রতিকৃতি বর্তমান তা অমনি কোন যুগের পবিত্র জীবনাদর্শেরই পুণ্য আলেখ্য। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মহাকাব্যের মধ্যে মূল নীতিগত একটা বিরাট পার্থক্য বর্তমান। হোমরীয় চরিত্র মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে মানুষ হ'য়ে উঠবে, মানবীয় গুণভূষিত হ'য়ে পূর্ণ ব্যক্তি হ'য়ে গড়ে উঠবে,—এই মানবীয় গুণার্জনই ধর্ম ও নীতি এই কথাই হোমর-মহাকাব্যে বড় হ'য়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের পক্ষে মানবীয় Virtue অর্জনই শ্রেয়,—নীতিপথ। সেখানে এই আদর্শবাদের অপূর্ণতার সুযোগে ব্যক্তিবাদ বড় হ'য়ে উঠেছে, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে আত্মকেন্দ্রিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে তাই ওডিসিতে এসে হোমরের মানবত্বের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হ'য়ে পড়েছে। ওডিসিউস্ বেঁচে আছে ধূর্ত ব'লে; হেক্টর, আগামেমন মরেছে, তারা মহৎ ও বীর বলে।

হোমরের মহাকাব্য গ্রীক দর্শনের পূর্ববর্তী (খৃঃ পূঃ ৭ম শতক) এবং ভারতীয় মহাকাব্য, বেদ, উপনিষদ ও দর্শনের পরবর্তী। সেই জন্যে হোমরের মহাকাব্য দর্শনাশ্রয়ী নয়, কিন্তু ভারতীয় মহাকাব্য দর্শনাশ্রয়ী। ভারতীয় দর্শন ও গ্রীকদর্শন, —জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ, জীবনের মূল্যবোধ ও প্রয়োগে ভিন্ন (পরে আলোচ্য) সেই হেতু উপনিষদের দেশের রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রে মানবীয় গুণাবলীর উচ্চ জীবনাদর্শের পিছনে আর একটি মহত্তর সত্য আছে। গ্রীক মহাকাব্য ব্যক্তি ও ভোগভিত্তিক, রামায়ণ-মহাভারত ত্যাগভিত্তিক ও সামগ্রিক। উপনিষদের 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'র শিক্ষা সমগ্র মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছে। তার বীরত্ব, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব সবই এক মহান ত্যাগধর্মপ্রসূত, ত্যাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, ত্যাগের সুবাসে সুরভিত। ভারতে বস্তু অর্জন অর্জনের জন্যে, ভোগের জন্যে নয়, মানব-কল্যাণের জন্যে, সামগ্রিক জীবনের জন্যে। রামের বনগমনকালে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলেছিলেন, স্ত্রৈণ পিতার এ আদেশ অন্যায়। আমি বাহুবলে অযোধ্যা জয় ক'রে তোমার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করব। কিন্তু রামচন্দ্র মৃদু হেসে বলেছিলেন, লক্ষ্মণ, বাহুবলে তুমি অযোধ্যা জয় করতে পার, আর আমি পারি না? কিন্তু তাতে পিতৃসত্যের ব্রাত্য হয়। অথচ এই রামচন্দ্রই বনবাসের প্রথম বিনিদ্র রজনীতে দশরথের এই আদেশকে অন্যায় ও অপরাধ বলেছেন। তাঁর বনগমন পৌরুষের অভাববশতঃ নয়, ভারতীয় ত্যাগাদর্শের জন্যে। সরযূ তীরে গর্ভবতী সীতাকে পরিত্যাগকালে লক্ষ্মণ অশ্রুবিসর্জন করলেন, সীতা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—রামচন্দ্রের ইচ্ছা পূরণই তাঁর কাজ, আদেশ পালনেই আনন্দ—তাঁর ইচ্ছা পূরণের অধিকারী হ'য়ে আমি আনন্দিত। এই ত্যাগ ও আত্মসমর্পণই ভারতীয় ঐতিহ্য। এই যুগেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মূলগত বিভেদ সুস্পষ্টভাবে

আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুগত জীবনভিত্তিক গ্রীক সভ্যতার ব্যক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ ক'রে তাকে বাস্তবমুখী ক'রে তোলে, আর ভারতীয় ত্যাগভিত্তিক অধ্যাত্মবাদের আদর্শের কাছে ব্যক্তিবাদ নস্যাৎ হ'য়ে ব্যক্তিকে সমাজের মাঝে লীন ক'রে দেয়—জাগতিক বস্তুবাদের উপরে ধর্মভিত্তিক অধ্যাত্মবাদের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই মহাকাব্য যুগের শিক্ষা সমাজজীবনে ব্যর্থ হয়নি। গ্রীসে এই আদর্শের প্রভাবে গ'ড়ে উঠেছিল এথেন্স, স্পার্টা, ম্যাসিডনের সভ্যতা আর রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা চলে এসেছে উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত—আজও হিন্দু গৃহে সে ত্যাগের শিক্ষা একেবারে বিলীন হয়নি, কোন কোন প্রাচীনপন্থী গৃহকোণে মুমূর্ষ অবস্থায় এখনও তা বেঁচে আছে।

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হেতু জীবনের মূল্যবোধ ও জাগতিক জীবনের মূল্যায়নও পাশ্চাত্ত্যে ও ভারতে পৃথক। অধ্যাত্মজীবন-বঞ্চিত প্রাচীন গ্রীক যুগেই অহং ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তার কারণ বস্তু জগতের সুখ-দুঃখ, পাওয়া না-পাওয়া তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে—তাই তাদের জীবনের মূল্যায়নের মাপকাঠি। পাশ্চাত্ত্যে মানুষ হয়েছে তাই বাস্তবতান্ত্রিক কিন্তু ভারতের মূল্যবোধ ভিন্ন। ভারত জাগতিক জীবনের উর্ধ্বে একটা আনন্দময় জগতকে খুঁজেছে, সচ্চিদানন্দ, কৈবল্য মুক্তি লাভ করতে চেয়েছে কারণ তাই চরম পাওয়া। অতীন্দ্রিয় জগতের এই পাওয়া তাই জাগতিক জীবনের পাওয়াকে তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে তার কাছে; জৈবিক জীবনের মূল্য কমে গেছে তার কাছে। তাই অহং আর ব্যক্তি মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত মাথা নীচু করে ছিল। পাশ্চাত্ত্য চেয়েছে জৈবিক আনন্দ; ভারত চেয়েছে তুরীয় আনন্দ। ভারতীয় সাহিত্যে তাই নারীপ্রেম জৈবিক প্রেম নয়, ভারতীয় বিবাহ জৈবিককৃত্য নয়, ভারতীয় সমাজ ব্যক্তির সমাজ নয়, তা জাগতিক জীবনের উর্ধ্বে অহং মুক্ত এক আনন্দ পরিবেশ। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য তাই অহংপূর্ণ মানুষের মানবতাবোধপ্রসূত নয়, জাগতিক জীবনের সংঘাত জনিত আত্মবিশ্লেষণ নয়, তা মানবচিত্তের অধ্যাত্ম অনুভূতির ধর্মীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রকাশ। ভারতীয় সাহিত্য তাই পাশ্চাত্ত্যের মত realistic হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতীয় চিত্তে জাগতিক সংঘাত জনিত মনোবিকার প্রবল, প্রখর বা প্রচুর হতে সুযোগ পায়নি, তাই বাস্তববাদী সাহিত্যও গ'ড়ে ওঠেনি। মানুষের অহং-এর সঙ্গে জড় জগতের সংঘাতেই মনোবিকারের সৃষ্টি, এই মনোবিকারই বাস্তব সাহিত্যের উপজীব্য। জাগতিক জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার ব্যবধানই মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত ক'রে চিত্তবিকারের সৃষ্টি করে,—কাজেই চাওয়া-পাওয়ার প্রকৃতির উপর মানুষের মনোবিকার নির্ভরশীল। এ সংঘাত ইউরিপিডিসের Phædra চরিত্রেই দেখেছি। ভারত বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যাকে দূর করতে চেয়েছে "barrier of the unconscious" কে ভেঙ্গে জীবনকে প্রবহমান করতে চেয়েছে; তাই নির্জ্ঞান মনের বাধা ভারতে অলঙ্ঘনীয় হ'য়ে ওঠেনি। ভারতীয় চিত্ত নির্জ্ঞান মনের খাঁচায় বন্দী হয়নি, তার চিত্তবিকার ব্যাধিতে পরিণত হয়নি।

চিত্তবিকাশের এই বিভিন্নতা হেতু জীবন দর্শন, ভারতীয় বিবাহ, সমাজ, প্রেম, পরিবার, ধর্ম, কর্ম, পারস্পরিক সম্পর্ক, সুখ-দুঃখ, পাওয়া না-পাওয়ার অর্থ এই দুই দেশে এক নয়, একই তত্ত্ববাহক নয়।

জীবন দর্শন ভারতীয় চিত্তকে করেছে অনুভূতিপ্রধান, পাশ্চাত্ত্যকে করেছে যুক্তিপ্রধান। ভারতীয় চিত্ত প্রসারতা লাভ ক'রে স্পর্শকাতর হ'য়ে উঠেছে, পাশ্চাত্ত্যে মস্তিষ্কবৃত্তি স্ফুরিত হ'য়ে তাকে দিয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রারম্ভেই মস্তিষ্কে আর হৃদয়ে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু ভারতে এ দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ পায়নি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ইন্দ্রিয় অনুভূত যুক্তিবাদ ভারতের হৃদয়কে সঙ্কুচিত করেনি তাই ভারতীয় মা, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভারতীয় পরিবার ও সমাজের চেহারা পৃথক।

জীবনবোধ ও জীবনদর্শন যেখানে বিভিন্ন, সেখানে সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা অনিবার্য। এই জন্যেই হোমরের হেক্টর, এ্যাকিলিস্, আগামেমন আপনার শৌর্য বীর্য ত্যাগ মহত্ত্ব নিয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে বড় হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, তাদের শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব নিয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দিলেও একটা সার্বজনীন অনুভূতির মধ্যেই তাদের মানবীয় গুণাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে—তাই বনগমনকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাদানুবাদের মধ্যে মস্তিষ্কবৃত্তি হৃদয়ের কাছে পরাভূত হয়েছে।

সিদ্ধবাক দ্রোণাচার্য পরদিন অর্জুনের সঙ্গে মরণযুদ্ধে লিপ্ত হবেন জেনেও শিষ্যকে যুদ্ধে জয়ী হও ব'লে আশীর্বাদ করেছিলেন—এই হৃদয়বৃত্তি, এই সার্বজনীন ত্যাগবৃত্তিই ভারতীয় জীবনবোধের প্রতীক। কিন্তু গ্রীসে এ্যাটিক যুগের নাটকের মধ্যেই আমরা হৃদয় ও মস্তিষ্কের এই দ্বন্দ্বকে দেখতে পাই, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চিরপ্রকট। সুতরাং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের সুর পৃথক, ভাবধারা পৃথক—এবং পাশ্চাত্ত্য মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে ভারতের হৃদয় বিচার তাই আজও অসম্পূর্ণ র'য়ে গেছে।

প্রাচীন গ্রীসের এই ভাবধারা ও জীবনবোধ আলেকজেন্ড্রিয়া, রোম হ'য়ে, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হ'য়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁর পরে ইতালী থেকে ফ্রান্স ও স্পেন হ'য়ে এই ঢেউ ইংলণ্ডে পৌঁছে। সেখান থেকে উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধ ও ভাবধারা ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে বাংলায় ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের উপর গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে,—বাংলার উপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত থেকেই বাংলার প্রতিভা সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করে।

গ্রীক দর্শন ও সাহিত্য

মহাকাব্য যুগের অন্তে গ্রীস জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দর্শন-সাহিত্যে, রাজ্য পরিচালনায় বড় হ'য়ে উঠল। তখনকার গ্রীস আজকালকার ভৌগোলিক গ্রীস নয়। প্রাচীন গ্রীস বলতে বোঝাতো, গ্রীসের সমস্ত সমুদ্র উপকূল—এশিয়া মাইনর থেকে সিসিলি, এবং সাইরিন (Cyrene) থেকে থ্রেস পর্যন্ত। এই তিন মহাদেশের মধ্যে ছিল জলপথের যোগাযোগ—সমস্ত সমুদ্র উপকূল ভাগ ও দ্বীপাবলীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়ে এশিয়া মাইনরের আইয়োনিয়ায় (Ionia) পৃথিবীর ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছিল—প্রাচ্য বিলাস-ব্যসন, জাগতিক সুখসম্পদ, কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আইয়োনিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকবার আগ্রহ, উচ্চতর আদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি সভ্যতার পরিপোষক অবস্থার সৃষ্টি হয়—কিন্তু তখন ইউরোপের বাকি অংশে আদিম প্রথা ও সংস্কারই রাজত্ব করছে।

প্রথমতঃ ব্যবসায়লব্ধ ধনসম্পদ জীবনকে আনন্দময় করায় স্বাধীন ও সক্রিয় চিত্তবিকাশের সহায়ক হয়। দ্বিতীয়তঃ তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা মননশীলতার অনুকূল ছিল। তৃতীয়তঃ গণতন্ত্র তখন অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) ধ্বংস হ'য়ে গেছে, রাজতন্ত্র পরীক্ষিত হয়েছে এবং সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থের সমতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। এই সময়ে Thrasy bulus-এ Miletus, Samos-এ Polycrates, Lebos-এ Pittacus, Corinth প্রভৃতির Periander, Athens-এ Peisistratus এবং Syracerse-এ Gelon ও Hiero-র রাজসভায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কেন্দ্রীভূত হয়। তাঁরা বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা করে গ্রীকচিন্তধারাকে অগ্রগতি দেন। এই সময়ে ধনিক সম্প্রদায় হৃতগৌরব। তারাই তখন জাগতিক জীবনের নিরাশার আশ্রয়ে মানবজীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেন। প্রখ্যাত দার্শনিক Heracleitus এই দলভুক্ত। তখনকার যুগধর্মে মানবচিত্ত দ্রুত বিকাশ লাভ করে। মানুষের মধ্যে তার ব্যক্তিবাদ প্রবল হ'য়ে ওঠে এবং ব্যক্তি সমাজকে উপেক্ষা ক'রে আপন পথে চলতে থাকে। তখন সেই "Age of Seven Wisemen" এর যুগে নীতিবাদ সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে পড়ে এবং চিন্তাবিদগণ শিক্ষামূলক সাহিত্য, কাব্য, গল্প-উপন্যাসের সাহায্যে ব্যক্তিকে সমাজমুখী করতে চেষ্টা করেন। তার ফলেই Hesiod এর যুগ থেকে হিতোপদেশমূলক কাব্য, সাহিত্য ও গল্পের সৃষ্টি—ব্যক্তিবাদ প্রভাবিত গণমনকে সমাজকল্যাণকর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই তখন লোকশিক্ষামূলক সাহিত্যের প্রচার হয়। (১০২)

হোমরের প্রায় সমসাময়িক Hesiod-ই প্রথম প্রকৃতির কবি। তাঁর "Works and Days" এর মধ্যে Boetia-র কৃষককুলের কঠিন জীবনসংগ্রামের

(১০২) History of Ancient Philosophy—W. Windelbund p. 16-18.

যে ছবি ও শিক্ষা পাওয়া যায়, তার মধ্যেও এই ধর্মভিত্তিক একটা নীতিবাদ,— ব্যক্তিপ্রাণ মানুষকে সমাজপ্রাণ ক'রে তুলবার প্রয়াস সুস্পষ্ট। ইনিই প্রথম ইউরোপীয় কবি যিনি প্রকৃতির জন্যই প্রকৃতির সম্বন্ধে কাব্য রচনা করেন। (১০৩।১০৪)

প্রকৃতপক্ষে প্রথম সভ্য যুগে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তা দিনে দিনে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে জটিলতর হতে থাকে, এবং এই দু'এর একটা আনন্দময় সামঞ্জস্য কী ক'রে হতে পারে তাই যুগযুগান্তের সমস্যা—নীতিবাদের, সমাজের, এবং ব্যক্তিজীবনের। দার্শনিক চিন্তানায়কগণ এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন যুগে যুগে এবং তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যে, কাব্যে। অর্থাৎ যুগচিন্তাধারার বা মানব-চিত্তবিকাশ ও বিকারের এই রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে এবং সাহিত্যের মাধ্যমে সে ভাবধারা পৌছেছে জনগণের মনে। পাঠকের তখন একান্তই অভাব ছিল তাই শ্রোতাদের কাছে তা পৌছেছে সঙ্গীত, নাটক-গীতিকাব্যের আনন্দ পরিবেশনের মাধ্যমে। প্রাচীন গ্রীসে সমাজতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের উত্থান-পতনের মাঝে ব্যক্তিবাদ স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে, তার ফলেই গীতিকবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা যেমন গ'ড়ে ওঠে, প্রতিবাদরূপে তেমনি গ'ড়ে ওঠে হিতোপদেশমূলক আখ্যায়িকা। (১০৫) এই ইতিহাস কেবল গ্রীসের পক্ষেই সত্য নয়, সর্বদেশে সর্বকালেই সত্য।

এই সময়ে গ্রীক দার্শনিকগণ জাগতিক কারণ সম্বন্ধে প্রথম ভাবতে আরম্ভ করেন। মিলেসিয়ান প্রকৃতি দর্শন, যা তৎকালে পদার্থবিদ্যার প্রারম্ভ বলা যায়, তা আইওনিয়ার প্রথম যুগ। Thales (৬০০ খৃঃ পূঃ) গ্রীক পুরাণের কল্পিত জগতকে অস্বীকার ক'রে প্রথম প্রচার করেন জল থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি এবং জলই জাগতিক জীবনের প্রাণ শক্তি। Anaximander (৬১১—৫৪৫ খৃঃ পূঃ) বললেন, বাস্তব জগত বাস্তবের উর্ধ্বে অর্থাৎ হিন্দু দর্শনের মায়াবাদেরই রূপান্তর। (১০৬) ইনিই প্রথম দর্শনের সত্তা সমস্যা (Reality) প্রণিধান করেন, এবং তাঁর পরম (Absolute) সম্বন্ধে ধারণা সমস্ত দার্শনিক সমস্যা সমাধানের ভূমিকা। (১০৭) Anaximenes

---

(১০৩) Hesiod's 'Works and Days' is the first dedactic poem, his purpose was religious.—Ency. Britt. 9th Ed. Vol. X—Gk. Litt.

(১০৪) He is the first European who writes of Nature for its own sake—Ancient Greek Literature—C. M. Bowra—p. 37

(১০৫) In the passion and excitement of internecine political conflict, the individual becomes conscious of his independence and worth and he 'girds up his loin' to assert his rights every where. In course of time Satirical poetry grew beside the lyric, as the expression of a keen and cleverly developed individual judgement. Hist. Ant. Phil.—W. Windelbund—p. 18.

(১০৬) "The world of experience to reality is a reality beyond experience, the idea of which arises from conceptual postulate" reminding us of original oriental religious idea—as a compensation for the injustice of individual existence. —Ibid—p. 40

(১০৭) His conception of the Absolute...yeilds the first blue-print which includes all that is essential for the solution of the philosophical problem. Hist. of W. Phil...N. V. Joshi—p. 8.

জাগতিক কারণের মূলে দেখলেন বায়ু, বায়ু থেকেই অগ্নি, মেঘ, বৃষ্টি, ও সৃষ্টি। তিনি প্রাকৃতিক কারণকে জগতের হেতুভূত মনে করলেন। ৪৯৪ খৃঃ পূঃ এ Lade এর যুদ্ধে Miletus এর পতন হয় এবং Ionia-রও স্বাধীনতার শেষ হয়। সেই সঙ্গে এই যুগের প্রকৃতি দর্শনেরও শেষ এইখানেই। এঁরা পৌরাণিক কল্পনা ছেড়ে সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজেছিলেন—যুক্তি এবং প্রমাণের সাহায্যে।

এর পরে আইওনিয়ার Ephesus নগরী উন্নত হ'য়ে ওঠে এবং সেইখানেই প্রখ্যাত দার্শনিক Heracleiters এর অভ্যুত্থান। তিনি পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি মানবসুলভ গুণাগুণ আরোপ করাকে ব্যঙ্গ করেন এবং প্রথম কল্পনা করেন, পৃথিবী ও সৃষ্টির হেতুভূত ভগবান একই—জন্ম-মৃত্যুহীন একই শক্তি। ক্ষিতি অপ্‌ তেজ থেকেই পৃথিবী তার পিছনে রয়েছে 'Logos'—অপরিবর্তনীয় ও অক্ষয় শক্তি। (১০৮) Xenophanes মিলেসিয়ান প্রকৃতি দর্শনের বিরুদ্ধতা করেন এবং জাগতিক পরিবর্তনের পশ্চাতে এক অপরিবর্তনীয় ভগবানের রূপ কল্পনা করেন। Perminides জাগতিক পরিবর্তনকে, চিরন্তন মনে করেন, এবং জগতে সত্যকার বস্তু কিছু নাই, সবই আসে এবং যায় এবং এই আসা ও যাওয়াই চিরন্তন নিয়ম। অতএব মানুষের কর্তব্য সেই জাগতিক নিয়মের নিকট নতি স্বীকার ক'রে তার অনুবর্তী হওয়া—নীতি ও রাজনীতি উভয় দিকেই এই জাগতিক নিয়মকে মেনে চলাই কর্তব্য। (১০৯) পারমিনিডিস্‌ থেকেই Eleatic দর্শনের সৃষ্টি। তাঁর শিষ্য Zeno (৪৯০—৪৩০) যুক্তিদ্বারা জগতের হেতুভূত ঈশ্বরকে এক ও অপরিবর্তনীয় প্রমাণ করেন। সেই জন্যই এ্যারিস্টটল তাকে প্রথম 'dialectic' বলে অভিহিত করেন। জেনোই প্রথম প্রশ্নোত্তর প্রথায় (প্রশ্নোপনিষদের অনুরূপ) তাঁর দর্শন লিপিবদ্ধ করেন এবং এই লিখনরীতি পরে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। তার মূল সুর—

Our wills are ours—to make them thine,
Happiness depends alone on virtue.

The Cambridge Ancient History Vol. VII—p. 242

Samos এর Milessus (৪৪২ খৃঃ পূঃ) হেতুভূত শক্তির চিরন্তনতা সম্বন্ধে পারমিনিডিস্‌ ও আনাক্‌সিমিনডারের মধ্যবর্তী। তিনি বললেন,—সৃষ্টি শাশ্বত, যেহেতু তা স্বয়ম্ভু। সৃষ্টি এক যেহেতু তার বিভিন্নতা দেশ ও সময়ের দ্বারা সীমিত। Empedocles (৪৯০—৪৩০) চারিটি উপাদানকে স্বীকার করেন—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ। এই উপাদানের মিলন ও বিয়োগের ফলেই সৃষ্টি স্থিতি লয় এবং এই

(১০৮) God is the original ground of all things and to him are all due.... He is unoriginated and imperishable. Ibid—W. Windelbund—p. 47

(১০৮) Wisdom is not a knowledge of many things. "It is the clear knowledge of one thing only viz 'Logos' which is true evermore."—Ibid—N. V. Joshi—p. 18.

(১০৯) Since the cosmic reason is cosmic law, the reasonableness of man consists in his conformity to law and in his conscious subordination to it. Ibid—W. Windelbund.—p. 57

পরিবর্তনের পিছনে তিনিই প্রথম বস্তু ও শক্তি (Matter and Force) অনুমান করেন। তিনিও Xenophanes এর মত সীমাবদ্ধ মানব-জ্ঞানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং Heracleitus ও Parminedes এর মত বলেন যে ইন্দ্রিয় দ্বারা সত্যকার জ্ঞান (পরা বিদ্যা) অর্জন করা যায় না, চিন্তা ও যুক্তির দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। Anaxagoras উপাদানকে চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করায় আপত্তি করেন এবং উপাদান ও পরমাণুকে তিনি বর্তমানের মত অনন্ত মনে করেন। তিনি বলেন, উপাদান অসংখ্য ও বিভিন্ন, একটা শাশ্বতী শক্তির প্রভাবে তাদের মিলন-বিয়োগের মধ্যেই সৃষ্টি। তার পরে Leucippus ও এই পরমাণুবাদকে সমর্থন করেন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা দৃশ্যমান সৃষ্টির ব্যাখ্যা করেন। এই পরমাণু অনন্ত অক্ষয় অপরিবর্তনীয় আদি অন্তহীন। জেনো এই নেহাত বাস্তব ও বস্তু-তান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, সৃষ্টির হেতুভূত যে ঈশ্বর (পরম পুরুষ) তা এক এবং অপরিবর্তনীয়, কারণ, "The mechanical motion is finite and is not self-explanatory. That is why it is prima facie absurd to seek to apprehend the Infinite with its help. This is the primary motive underlying the paradoxes of Zeno."—Hist. of W. Phil.—Joshi.—p. 29.

এই যুগের গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় সাংখ্য বেদান্ত দর্শন ও উপনিষদের প্রভাব সুস্পষ্ট। অনেকে এ প্রভাব অস্বীকার করলেও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ঐ যুগে উভয় দেশে মানব-চিত্তের চিন্তাধারার একটা যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য ছিল। (১১০) মিশর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত যে একটা পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল এ কথা ঐতিহাসিক সত্য, অতএব চিন্তাধারায় যোগাযোগ ছিল না একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

এই যুগে মানব-চিত্ত অনুমানের উপর আস্থা রেখে আত্মিক উন্নতির পথ আর খুঁজতে চাইল না—তারা যুক্তি এবং প্রমাণ চাইল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে তারা পৃথিবী ও জীবনকে বিচার করতে আরম্ভ করল। তার পরিণতি হল পুরাতন ভগবৎ বিশ্বাসের শিথিলতায়, এবং Sophist গণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিয়ে সমাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

Appoloniaর Diogenes, Heracleitus এর শিষ্য Ephesus একেশ্বর-বাদের প্রচার করলেও, Hippasus, Hippocrates ও Thucydides পদার্থ বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের যুক্তি দ্বারা পৌরাণিক বিশ্বাসকে শিথিল ক'রে মানুষকে আত্ম-

(১১০) Parallels between Indian and Greek philosophy are well worth drawing but it may be doubted whether it is wise thence to proceed to deduce borrowing on either side...The attempt to prove a wide influence of Samkhya on Greece depends, in part in the belief, in the very early date of Samkhya and if, as we have seen, this is dubious, it is impossible to assert that possibility of influence on Herakleitos. Empedokles, Anaxagoros, Demokritos and Epikuros is undeniable. Hist. of Skt. Litt. Keith—p. 500.

সচেতন ক'রে তোলেন। এই সময়ে গ্রীক ও পারসিকগণের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলছিল, শেষ পর্যায়ে গ্রীসের জয় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতির সৃষ্টি করে। এই মনোভাবই পরবর্তী হেলেনিক সংস্কৃতির মূল। Thucydides এর যুগই পরবর্তী Attic যুগের সূচনা। মানবসমাজের আত্মচেতনা লাভের ফলেই সেই যুগের বাণী এ্যাটিক যুগের Æschylus, Sophocles, Pinder এবং Simonedesএর লেখার ভিতর দিয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে। একদিকে তখন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতি বাস্তব জগতে কার্যকরী হ'য়ে ওঠে, অন্যদিকে ধর্ম সমন্বয় ও অনুশাসন সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তোলে।(১১১) মানুষের মনে তাদের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এসে উপস্থিত হয়,—বিজ্ঞানবিদগণ তার জবাব দেন—এই গণশিক্ষকগণই সোফিস্ট নামে পরিচিত। তাদের শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ব্যাপকতর হয়। এই গণতান্ত্রিক মানবতাবোধ মানুষকে তার জীবনের পাওয়া, বস্তু জগতের সুখ-সমৃদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে এবং সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, ধর্ম, কান্তিবোধ সম্বন্ধে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে—এবং পরিণতিরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজজীবনকে উপেক্ষা করতে শুরু করে। এথেন্স ও অন্য অনেক নগরে তখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,—জনসাধারণকে রাষ্ট্র ও সমাজের কাজে নিযুক্ত হতে হয়েছে। Heppias (of Elis) তাঁর Heppias Major এ জনগণের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রচার করলেন। Gorgias of Leontine এবং Provagoras (৪৮৩—৩৭৫) এই যুগের শ্রেষ্ঠ সোফিস্ট। প্রটাগোরস তাঁর Homo Mensura সূত্রে বললেন—মানুষই জগতের মাপকাঠি, মানুষই সত্য। ন্যায়বোধ ও বিবেক ভগবানের দান এবং তা সকলের মধ্যেই বর্তমান। কিন্তু এই শিক্ষার ফাঁক থেকে গেল,—মানুষ বলতে কে এবং কী বোঝায়? এই সময় থেকে যুক্তিবিদ্যা (Logic) এবং আত্মমুখ বিচার (subjectivism) এর আরম্ভ হয়। Gorgias তাঁর On the Nature of the Non-existent সূত্রে বললেন, জগতে কিছুই নেই, কিছুই জানবার নেই, যেহেতু মানুষ ভগবানের দানে (প্রটাগোরসের মতে) স্বয়ং সম্পূর্ণ। কিন্তু এই মুখরোচক মতবাদের ফল সমাজে ভয়াবহ হ'য়ে উঠল। প্রাচীন যুগ থেকে নীতি-ধর্ম মেনে চলাই ছিল সাধারণ কিন্তু Pericles এর যুগে যখন ব্যক্তিবাদ অত্যন্ত সক্রিয় হ'য়ে উঠল তখন এথেন্সে গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার (Anarchy) চলতে শুরু করল। জড় জীবনের পাওয়া বড় হ'য়ে উঠল, তাই মানুষের কাছে নীতি-শৃঙ্খলা জীবনের নিগড় হ'য়ে দেখা দিল। অধিকন্তু Archelaus (Anaxagoros এর শিষ্য) বললেন,—সামাজিক শ্রেণী বিভাগ প্রকৃতিদত্ত নয় তা মানুষের সৃষ্টি। সমাজ শৃঙ্খলমুক্ত ব্যক্তিবাদ দেখতে দেখতে সমাজ চেতনাকে

(১১১) On the one hand it entered with its discoveries and inventions into the service of practical life, on the other hand, its doctrines and particularly its transformation of religious views were brought through poetry to the apprehension of the common mind...The view of nature in Æschylus, Sophocles, Pinder and Simonedes appears on the whole in a similar setting as in the gnomic poets.—W. Windelbund—Ibid—p. 109.

নস্যাৎ ক'রে দিয়ে জনগণকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বৈরাচারী ক'রে তুলল। (১১২) এই পতনের মুখে Socrates এর আবির্ভাব। অবশ্য সোফিস্টগণ বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধতা ক'রে মানবধর্ম ও কান্তিবোধ তথা সুন্দরের জয় গান করেছিলেন কিন্তু সে মানব-ধর্ম, ব্যক্তি-ধর্মে পর্য্যবসিত হয়েছিল। সক্রেটিসের আবির্ভাব এই পতনকে রোধ করল। সোফিস্টরা যুক্তির জালে শিখিয়েছিলেন বাস্তবে ব্যক্তি-সুখই সুখ। সক্রেটিস মানবধর্ম বিষয়ে একমত হলেও প্রথম প্রশ্ন করলেন—অবশ্য সুখই জীবনের কাম্য কিন্তু প্রকৃত সুখ কী? তিনি বললেন, সাধারণ সুখ আর দার্শনিক সুখের তফাৎ আছে। সাধারণ সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ব্যক্তিগত, দার্শনিক সুখ (pleasure) সর্বকালীন ও সামগ্রিক। সক্রেটিস্ নিজে মহত্বে ও সততায় আদর্শ পুরুষ তাই তিনি নাগরিক কর্তব্য, আইনানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও সমাজবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। (১১৩) কোন নির্দিষ্ট কালের সমাজ-সংস্কার ও নীতি তৎকালীন মানুষের মনকে গঠন করে। অতএব তা চিরন্তন নয়,—নীতিবাদের সত্যতা আপেক্ষিক, তা চরম সত্য নয়। চিরন্তনী নীতিবাদ প্রজ্ঞাপ্রসূত—যা কেবলমাত্র যুক্তি ও চিন্তাশ্রয়ী। যা সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূত জ্ঞান তা অবিদ্যা, এবং ইন্দ্রিয়াতীত বোধের দ্বারা যে জ্ঞান আহৃত হয় তাই বিদ্যা। তাঁর 'Virtue is knowledge' মতবাদ মানব ধর্মের সমস্ত গুণাগুণকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করেছে। (১১৪)

সভ্যতার অগ্রগতির এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সত্যটি প্রতিভাত হয়েছে তা সংক্ষেপে এই যে, ব্যক্তি সচেতনতা যেমন একদিকে মানুষকে ধর্মীয় সংস্কার ও বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে, অন্য দিকে তেমনি একটা সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শবাদের অভাবে মানব-মনকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বৈরাচারী ও অন্তর্মুখ ক'রে তুলেছে। তার প্রধান কারণ এই আত্মচেতনা অধ্যাত্মবাদ ভিত্তিক শিক্ষা ও জীবনকে উপেক্ষা করেছিল কিন্তু যুক্তি বা বুদ্ধিজাত কোন বিকল্প নীতিবাদ সৃষ্টি করেনি। অধ্যাত্মজীবন বঞ্চিত হ'য়ে মানুষ নেমে এসেছিল বাস্তব জগতে। বস্তুজগতের পাওনা-দেনা ও ভোগই পরমার্থ হ'য়ে উঠেছিল। পাওনা-দেনার হিসাব-নিকাশের গরমিলে বাস্তবে রাজনীতি ও সমাজনীতির মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল। সংগ্রাম ও সংস্কারের মধ্যে চিত্তবৃত্তি সংকুচিত হ'য়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছিল। সমাজ যখন অধ্যাত্মবাদের শক্ত ভিত থেকে নেমে আসে, তখন বস্তুবাদের নামে আত্মবাদ তথা ভোগবাদ বড় হ'য়ে ওঠে। চিত্তবৃত্তির সংকোচনে হৃদয়বৃত্তি উপেক্ষিত হ'য়ে দেহ বড় হ'য়ে ওঠে। ব্যষ্টি

(১১২) But the more the theory of the Sophists conceived of 'nature' as 'human nature' and as 'human nature' limited to its physical impulsive and individual aspect, so much the more did law appear detriment and limitation of the natural man.—Ibid—p. 122.

(১১৩) Particularly Socrates himself the model of noble pure morals gave high place to civic virtue, to submission to the laws of the state. Ibid—p. 134.

(১১৪) Ibid—W. Windelbund, p. 128. Ibid—N. V. Joshi.—p. 35.

ব্যতীত সমষ্টি বড় হয় না সত্য, কিন্তু যখন ব্যষ্টি সমষ্টিকে উপেক্ষা করে তখনই ঘটে প্রমাদ।

ব্যক্তি-সমাজ, ত্যাগ-ভোগ, বস্তুবাদ অধ্যাত্মবাদের এই যে দ্বন্দ্ব একদিকে চিন্তাশীল দার্শনিকগণের মনে সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং তাঁরা কখনও বুদ্ধিগত যুক্তি কখন হৃদয়গত অনুভূতি দিয়ে তার সমাধান করতে চেয়েছেন, অন্য দিকে সমকালীন কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় এই দ্বন্দ্বের ছবি তুলে ধরেছেন। দর্শন ও সাহিত্য উভয়ই মানবচিত্ত প্রকাশের পথ, দর্শন রেখে গেছে তার বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ, সাহিত্য রেখে গেছে হৃদয় বৃত্তির পদচিহ্ন। সমস্যাকুল জগতে দর্শন চেয়েছে সমাজ রাষ্ট্রের মাঝে মানুষকে সুখী করতে, সাহিত্য এই সমস্যাগত সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে রেখে গেছে হৃদয়ের আবেদন রূপে—সাধারণের হৃদয়ে।

মহাকাব্য-যুগান্তে মানুষের Virtue (সদগুণ) অনুপ্রাণিত রাজতন্ত্রের অবসান হল। তার পরে এল অভিজাততন্ত্র, তখন বীরত্ব ও মহত্ত্বের যুগ শেষ হ'য়ে এসেছে, মানবজীবনে অবসর এসেছে ভাববার,—তাই ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি প্রকাশিত হল কাব্যে। তখন শোকগাথা (Elegy) এবং গীতিকবিতার (Lyric) যুগ। মহাকাব্যের সমগ্রতা ভেঙ্গে গিয়ে তা গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত রূপ নিয়েছে। Callinus of Ephesus (৬৬০ খৃঃ পূঃ) দেশবাসীকে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহিত করে এক কাব্য লিখেছিলেন, তাতে দেশবাসীকে তিনি বলেছিলেন—মৃত্যু নিশ্চিত; অতএব অখ্যাত অজ্ঞাত মৃত্যু অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যাই শ্রেয়তর। Memmermus of Colophon (৬৩০ খৃঃ পূঃ) প্রথম নাস্তিক কবি। তিনি বললেন, জীবন নশ্বর, অতএব ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—ইন্দ্রিয়-সুখ ও নারী-প্রেমেই জীবনের চরম সার্থকতা। তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই Nanno নামে এক বংশীবাদিকার উদ্দেশ্যে। রোমান কবি Propertius ও Ovid এর গোষ্ঠীগত তিনিই প্রথম প্রেমের কবি।

যখন আইওনিয়াতে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবিতার সৃষ্টি হয়েছে তখন গ্রীসের প্রধান ভূভাগে প্রাচীন পথে পৌরাণিক কাহিনীমূলক কাব্য সৃষ্টি চলছিল। গ্রীকগণ নৃত্যগীত ও সমবেত সঙ্গীতে জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-নবান্ন প্রভৃতি সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান পালন করতেন। তার থেকেই সমবেত সঙ্গীত (chorus) এর সৃষ্টি। এই সব অনুষ্ঠান-মাধ্যমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্পার্টাতেও তখন নৃত্যগীত প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক অনুশীলন হত। এই সমবেত সঙ্গীতের কবি Terpander এবং Tyrtæus কুমারীগণের সমবেত সঙ্গীতের জন্য গান রচনা করতেন। তার বিষয়বস্তু পৌরাণিক অথবা স্থানীয় কোনও আখ্যায়িকা। এই সময়ে Lesbos দ্বীপে Sappho ও Alcæus ব্যক্তিগত ও স্থানীয় লোকগাথা নিয়ে কবিতা রচনা করলেন। Alcæus স্থানীয় অত্যাচারী অভিজাত Pitacus ও Myrtilus এর বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন।

Anacreon (৫৬৩—৪৭৮) যৌন আবেদনমূলক কবিতা ও গাথা লিখে

তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের আনন্দ দিতেন। পৌরাণিক কাহিনীকে গ্রহণ করেও তিনি নিজস্ব রীতি রক্ষা করেছিলেন। Ibycus Solon ও Theognis (৫২০) রাজনৈতিক দার্শনিক ও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আবেগময় গীতি কবিতা ও কোরাস রচনা করেন। Theognes অভিজাত বংশজাত, গণতন্ত্রের চাপে হৃতরাজ্য হ'য়ে নির্বাসিত হন। তাঁর কবিতায় অভিজাত শ্রেণীর গৌরব ও সাধারণের হীন মনোবৃত্তির কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে।

পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত কবি Simonides (৫৫৬—৪৬৭) ও Pinder (৫২২-৪৪৮)। তাঁরা উভয়েই কোরাস গান রচনা করতেন। সাইমনিডিস্ থার্মাপলির বীরবৃন্দের কথা অতি বেগবান ভাষায় বর্ণনা ক'রে খ্যাত হয়েছেন। ৪৭৯ খৃঃ পূঃ সালে পারসিকগণের পরাজয়ের পরে কবি সমগ্র গ্রীসে প্রখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হন। তিনি সেই অমর বীরবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

"Of those who died in Thermoplyea, glorious is the fortune and fair the doom. An alter is their tomb, for lamentation they have remembrances and for pity praise. Such a winding sheet decay shall not obliterate, nor shall conquering time."

Ancient Greek Literature C. M. Bowra—p. 65

Pinder তখনকার বিজ্ঞান দর্শন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও তার চাহিদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি প্রাচীন পন্থী, সনাতন ধর্ম ও আভিজাত্যের পক্ষপাতী—মানবীয় সদগুণাবলীর ভক্ত। তাঁর আদর্শ সমাজ তখন ভেঙ্গে গেছে তবুও তিনি সেই বিগত আদর্শবাদের জয়গান করেছেন। তার পরে Bacchylides (৫০৫-৪৫০) পৌরাণিক উপাখ্যান রচনা করেন এবং সমবেত সঙ্গীতের মধ্যে পদাবলী কীর্তনের ন্যায় কিছু কথোপকথন সংযোজন করেন এবং এই গান ও সংলাপের আশ্রয়ে গ্রীক নাটকের উদ্ভব।

এই যুগের দর্শনে যেমন একটা দ্বন্দ্ব ছিল, তেমনি লেখকগণের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুবাদ ও যুক্তি-বিজ্ঞানের প্রচারে অহংপূর্ণ ব্যক্তিবাদ তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একদিকে যেমন প্রকট হ'য়ে উঠেছিল অন্য দিকে অধ্যাত্মবাদের উপর আস্থা নিয়ে আর একদল আদর্শ সমাজের পরিপূরকরূপে মানুষকে সদগুণের অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করেছেন—তাঁরা বলেছেন, মানুষ সৎ ও সাধু হলেই আদর্শ সুখী সমাজ গঠিত হবে।

পরবর্তী যুগের দর্শন এই ভোগ ও ত্যাগের সংগ্রাম। একদিকে এলেন Cynie অন্য দিকে Cyrenaic গণ। Antisthenes (৪৪০) তাঁর শিষ্য Crates (of Thebes) তাঁর স্ত্রী Hepparchia এবং ভ্রাতা Metrocles এই 'সিনিক'দের আদি গুরু। তাঁরা বলেন, পুণ্যার্জনই একমাত্র কর্তব্য, পুণ্যকর্মই শ্রেষ্ঠ এবং তাই প্রকৃত আনন্দলাভের একমাত্র উপায়। যার জীবনের চাওয়া যত কম তার আনন্দ তত বেশী। তার কাছে সমাজ, সংস্কার, নীতি, সুখ ও দুঃখ, সবই অবান্তর। তাঁরা চাইলেন

মানুষকে সর্বত্যাগী করতে কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য্য, দেশ, নীতি-সংসারের বন্ধনকেও অনাকাঙ্খিত মনে করলেন। তাঁরা নৈর্ব্যক্তিক একেশ্বরবাদকে গ্রহণ করে পুণ্যার্জন ও কৃচ্ছ্রসাধনে ভগবানের পূজা করতে চাইলেন, যেটা ভারতীয় ত্যাগবৃত্তির একটা বিকল্প রূপ। (১১৫) অন্য দিকে Arituippus (of Cyrene), Theodorus, Aunieris, Hegestias এবং Euemerus প্রশ্ন করলেন, আনন্দ কী? সুখ কী? Theodorus বললেন, জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে কোন নীতি নেই, ধর্ম-রীতি মানবার প্রয়োজন নেই, তাঁর কর্তব্য যা পেলে, যা করলে তিনি আনন্দ পান তাই তিনি করবেন। Anniceris এই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশমিত করতে বললেন, এই জাগতিক সুখের মধ্যে সমাজ, পরিবার ও বন্ধুর স্থান থাকা প্রয়োজন। Aristippus বললেন,—জীবনে আনন্দ ভোগ করাই পুণ্য, বিজ্ঞান ও বস্তু সেই আনন্দ দেবে সত্য কিন্তু প্রকৃত আনন্দ ভোগ করতে হলে মানুষকে সংযমের পথ দিয়েই এগোতে হবে।

এই যুগের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অহংবাদপ্রসূত আত্মবাদ গ্রীক সভ্যতার পতনের কারণ। (১১৬) এই যুগের ব্যক্তি ও সমাজের এই দ্বন্দ্ব তথা বস্তুবাদ ও আদর্শবাদের অভিব্যক্তি এ্যাটিক নাটকের মধ্যেও সুস্পষ্ট—ইউরিপিডিস্, সফোক্লিস, থুসিডাইডস্ ও জেনোফোনের রচনা এই যুগের সাক্ষী।

এই বস্তুবাদ ও আদর্শবাদের সংগ্রাম পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে Democritus (৪৩০-৩৬০) এবং Plato (৪২৭-৩৪২) এর মধ্যে। ডিমোক্রিটাস্ সাক্রেটিসের দশ বছরের ও প্রোটাগোরসের বিশ বছরের ছোট। ডিমোক্রিটাসের প্রকৃতি দর্শন বর্তমান প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভিত্তি। তাঁর শিক্ষাকে সমালোচনা করা যেতে পারে কিন্তু তাঁর যুক্তি ও ধারণা যে গ্যালিলিও, বেকন, গ্যাসেনডি থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান প্রকৃতিবিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার (Metaphysics) ভিত্তি একথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর দান প্লেটোর দানের মতই সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয়। তিনি হেরাক্লিটাসের চিন্তাধারার অনুগামী এবং প্রামাণিক ভাবেই সোফিস্ট মতবাদের ধারক—তার ফলে তিনি সন্দেহবাদ (skepticism) এর পথগামী। তাঁর যুক্তি Leucippus এর পরমাণুবাদের অনুযায়ী। অসীম শূন্যতার কোলে অসংখ্য অণুপরমাণু ভ্রমণশীল। তাদের আকার প্রকৃতি ভিন্ন, তাদের মিলন-বিয়োগের ফলেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। জাগতিক জীবন এই পরমাণু-সৃষ্ট,—এ ব্যতীত জগতে কোন ঘটনা ঘটে না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে Metrodorus ও Anaxarchus (ইনি আলেকজাণ্ডারের এসিয়া অভিযানের সহযাত্রী ছিলেন) এর নাম

(১১৫) But with this radical consistancy which grew sharper with them, they also despised all the joy and beauty of life, all shame and conventionality family, country....Positively the cynics represented an almost monotheism which finds in virtue the worship of God.—Ibid—W. Windelbund. p. 145-46.

(১১৬) The isolation of the individual and indifference to public life—in these the decline of Greek civilization was most characteristically expressed.—Ibid—p. 149.

উল্লেখযোগ্য। ডিমোক্রিটাসের এই যান্ত্রিক জড়বাদ যেমন একদিকে বাস্তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছিল অন্যদিকে তেমনি প্লেটো এ্যারিস্টটল্ এর নৈতিক আদর্শবাদ (Ethical Immaterialism) গ্রীস দর্শনের পূর্ণতা দিয়েছিল। হেরাক্লিটাস্, পারমিনিডিস্, এ্যানাক্সাগোরস, প্রটোগোরস প্রভৃতির শিক্ষা প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্বের কাঠামো সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু প্লেটোর ভাবধারা ও দর্শন তাঁর নিজস্ব। তাঁর দর্শন,—নৈতিক অধ্যাত্মবাদ প্রায় হাজার বছর ধ'রে সমগ্র ইউরোপে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর Apology ব্যতীত সমস্ত রচনাই প্রশ্ন-উপনিষদের মত প্রশ্নোত্তরে লেখা। পুরাকালে Aristophenes তাঁর লেখা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছিলেন।

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো—সক্রেটিস্ সোফিস্ট। তাঁরা পুরাতন দার্শনিক তত্ত্ব থেকে পৃথক। প্রথমতঃ তাঁরা সসীম (finite) ও অসীম (Infinite) সম্বন্ধে নীরব। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা জাগতিক কারণ সম্বন্ধে পুরাতন গ্রীকদর্শনের মত ব্যক্তি ও জীবনের সম্বন্ধে সচেতন নয়। সক্রেটিসের প্রকৃত জ্ঞান (Rational Knowledge) এর তত্ত্বকে প্লেটোই প্রথম দার্শনিক আদর্শবাদে পরিণত করেন। প্লেটো ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগত ও অতীন্দ্রিয় জগতকে (world of ideas) পৃথক করে ভাবতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই world of ideas ও ঈশ্বর একই কিনা এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত কিছু বলেননি। প্লেটো গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন, আংশিক বংশগত প্রভাবে আংশিক সক্রেটিসের শিক্ষায়। তাঁর Idea of good Philebus এর Dialogueএ আলোচিত হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত গুণার্জনই নৈতিক প্রয়োজন। চলতি বিশ্বাসের বলে আমরা যাকে সত্য বলি, তা আপেক্ষিক, সময় ও দেশ ভেদে তা পরিবর্তনশীল, অতএব প্রকৃত জ্ঞানজগত বস্তুগত জ্ঞানজগত অপেক্ষা পৃথক। একটি জ্ঞান সাধনাপ্রসূত অন্যটি ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ (perception) প্রসূত। (১১৭) এই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের কল্পনা বা দেহাতীত অধ্যাত্মবাদের সৃষ্টি প্লেটোর নিজস্ব। (১১৮) আত্মা দেহের কারাগারে বন্দী, প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা বন্দী আত্মা মুক্তিলাভ করতে পারে। আত্মা চিরন্তন, জন্ম মৃত্যুর অতীত। [উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের সঙ্গে তুলনীয়] এই জন্যেই তাঁর আদর্শবাদ ব্যক্তিগত আদর্শবাদ নয়। সামগ্রিকভাবে মানবজাতির আদর্শ সুতরাং তা সমাজগত, এবং তাঁর মতে আদর্শরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিজীবন সুখী হতে পারে। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র

(১১৭) The fundamental principle of the metaphysical Epistemology of Plato is this : one of which is and never becomes, the other of which becomes and never is ; one is the object of reason, the other is the object of sense.—Ibid—p. 143.

(১১৮) Nachiketa shows about the infinite superiority of what is good to the pleasuers of the world and the firmness with which he maintains amidst all allurement that are placed before him, bears some resemblance to the energy of mind with which Plato in the first and second book of his 'Republic' shows that justice has an incomparable worth and ought to be preserved under any circumstances. The Story of Indian Philosophy—C. Manning.—p. 11.

পরিকল্পনায় দেখা যায়, তিনি অভিজাত তন্ত্রের পক্ষপাতী, যেহেতু সেই রাষ্ট্রই কেবল গুণী ও জ্ঞানীদ্বারা পরিচালিত হতে পারে। এই জন্যে বর্ণাশ্রম ধর্মের মত তিনি তিনটি শ্রেণীর কল্পনা করেছেন,—শ্রমিক ও কৃষক (শূদ্র) রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করবে, রাষ্ট্রের বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য, যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়) থাকবে দেশকে রক্ষা ও শাসন পরিচালনার জন্য। আর রাষ্ট্রনায়ক (ব্রাহ্মণ) থাকবেন শাসন পদ্ধতির মধ্যে ন্যায় ও ধর্ম রক্ষার নীতি নির্ধারণের জন্য। রাষ্ট্রই শিক্ষা, বিজ্ঞান, ললিতকলা, ও ধর্ম-নীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষা ও নীতি হবে তার Idea of goodএর পরিপূরক। প্লেটোর নীতিবাদে ব্যক্তি ও অহংকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীনস্থ করা হয়েছে। (১১৯)

Aristotle (৩৮৪—৩২২) প্লেটোর শ্রেষ্ঠ শিষ্য। তিনিই অসম্পূর্ণ গ্রীক দর্শনকে পূর্ণতা দান করেন। প্লেটোর ভ্রাতুষ্পুত্র Speusippus এবং Xenocrates (of Chalcedon) প্লেটোর শিক্ষাকে বহন ও প্রচার করেন। প্লেটো তাঁর ইন্দ্রিয়গত ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেননি, এ্যারিস্টটল্ এই সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা তাকে পূর্ণ করেন। তিনি দেখলেন, প্লেটোর অতীন্দ্রিয় জগত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেরই বিকল্প, তাঁর এই অতীন্দ্রিয় জগত জাগতিক জীবনের কার্যকারণকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই দুই জগতের মধ্যে যে ব্যবধান তিনি কল্পনা করেছেন তাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তিনি দেখলেন কারণ চারি প্রকারের (1) Material (2) Formal (3) Final এবং (4) Efficient Causes. ব্যক্তিই সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল এবং ব্যক্তি বিবর্তনের মাঝে পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে। প্রথম কয়েকটি বাস্তব জগতের, বাকি কয়েকটি ঈশ্বরের মাঝে লীন। তিনি বললেন,—"Matter is essential to explain the mechanism, similarly the formal and final causes are necessary to explain the teleological aspect of the world and to show that teleology is higher than mechanism." Hist of West. Phil.—Dr. Joshi—p. 66.

ঈশ্বরই জাগতিক কারণের মূল, তিনি অজর। কিন্তু তিনিই জগতকে গতিশীল করেছেন। (১২০) তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা এই একেশ্বরবাদে পৌছলেন। এই একেশ্বর বাদ Xenophanes এর সময় থেকেই গ্রীকদর্শনের

(১১৯) Loyal to the motive of the theory of Ideas, the Platonic ethics sketched not so much the ideal of individual as that of the species, it pictured less the perfect man than the perfect society. The Platonic ethics is primarily social ethics. It does not treat of the happiness of the individuals but that of the whole and this happiness can be reached only in the perfect state. The ethics of Plato perfected itself in teaching the ideal of state.—Ibid—W. Windelbund.—p. 210.

(১১৯) Ibid—p. 174-215, Dr. N. V. Joshi—p. 46-47 *also chapter* II p. 13.

(১২০) In the conception of God-head as the absolute spirit, who himself unmoved, moves the universe. Ibid—W. Windelbund.—p. 267.

মূলীভূত ছিল। এ্যারিস্টটল ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ককে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। (১২১)

ব্যক্তিই-মূল, কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব, ব্যক্তি সমাজের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ব্যক্তি পরিবারের অঙ্গ, পরিবারের সমষ্টিই সমাজ এবং তার সমষ্টিই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যদিও প্রয়োজনানুগ তথাপি রাষ্ট্রই ব্যক্তিকে পূর্ণতা দানের অধিকারী—মানব-চিত্তের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই আদর্শের রূপায়ণের জন্য প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক কারণ বিচার এবং একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থা পরিকল্পনার প্রয়োজন, সেটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তিনিও রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের পক্ষপাতী, কারণ তাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিসমূহের দ্বারা পরিচালিত। রাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ যদি তা সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু বাস্তবে অভিজাততন্ত্রই শ্রেষ্ঠ এবং গণতন্ত্র নিকৃষ্ট এবং গণতন্ত্র কখনই স্থায়ী হতে পারে না। রাষ্ট্র সর্বজনের কিন্তু তার পরিকল্পনা ও পরিচালনা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিয়ে তাকে সুযোগ্য ও সুন্দর নাগরিক করা, যাতে কান্তিবোধ (Aestheticism) ও গুণানুশীলন দ্বারা সে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করতে পারে। অতএব আর্ট বা ললিতকলা সম্বন্ধে তাঁর মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট—যা মানুষের অন্তরকে মহত্ত্বে প্রবুদ্ধ করে, তাকে পূর্ণতা দান করে তাই আর্ট। (১২২)

এই যুগ প্রাচীন গ্রীসের গৌরবময় যুগ। একদিকে ডিমোক্রিটাসের বস্তুবাদ ও অন্য দিকে প্লেটো এ্যারিস্টটলের আদর্শবাদ জাতিকে কর্মমুখর ও আদর্শবাদী ক'রে তোলে। বস্তুবাদ মানুষকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মসচেতনতা দিয়ে তাকে, তার জীবনকে কর্মময় ক'রে তোলে, আবার আদর্শবাদ তার কর্ম ও জীবনকে সমাজ মঙ্গল ও রাষ্ট্র গঠনের দিকে অনুপ্রাণিত করে। ব্যক্তি ও সমাজ, অহংবাদ ও পরার্থবাদ তথা ভোগবাদ ও ত্যাগবাদ এই যুগে অত্যন্ত বেগবান হ'য়ে মানবচিত্তকে মননশীল ও জীবনে কর্মমুখর ক'রে তোলে। পক্ষান্তরে মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বিরোধ সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। অহংভিত্তিক যুক্তিবাদ পরিচালিত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদ ভিত্তিক মানবতা পন্থী হৃদয়বৃত্তির সংঘাত আরম্ভ হয়। এই সংঘাত মানব সভ্যতার, মানবগোষ্ঠীর নীতিবাদের চিরন্তন সমস্যা, যার আজও সমাধান হয়নি। বস্তুবাদ আদর্শবাদকে পরাজিত ক'রে সভ্যতাকে বিষয়মুখী ক'রে তোলে।

(১২১) First man distinguished the eternal form the perishable and next he perceived within himself a germ of the eternal. "This discovery" says Max Muller, "was an epoch in the history of the human mind and the name of the discoverer has not been forgotten. It was Sandilya who declared the self within the heart was Brahma..." Story of Hindu Phil.—C. Manning.—p. 25.

(১২২) The purpose of Art, however, is to arouse the emotions of man in such a way that he may be freed and purified from their power—precisely through their arousal and intensification. This is possible only when art presents, not only empirically actual but that which could be in itself possible—so presenting it that it raises the object into universality.—Ibid. W. Windelbund—p. 291.

ইউরোপের রেনেসাঁয় হৃদয়বৃত্তিকে পরাজিত ক'রে বুদ্ধিবৃত্তির জয়জয়কার ঘোষিত হয়—আর মানুষের সেই বিকারগ্রস্ত চিত্তের বুদ্ধিবৃত্তি আজ প্রোজ্জ্বল এই সভ্যতাকে ধ্বংসমুখী ক'রে তুলেছে,—হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী ধ্বংসমুখী। কাণ্ট হেগেলের যুক্তি-ভিত্তিক অধ্যাত্মবাদ, বেন্থাম মিলের বস্তুভিত্তিক হিতবাদ ব্যর্থ হয়েছে, তার সাক্ষী ইতিহাস। অহং পূর্ণ মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়নি—বিকারগ্রস্ত মানবচিত্ত "barrier of the unconscious" এর প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরছে। অধ্যাত্মসাধনা ব্যতীত তার মুক্তি নেই,—যুক্তি বুদ্ধি আর বস্তু জগতের চাপে মানবতা আসে না—মানবতা হৃদয়ের বস্তু, মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তির বস্তু নয়।

গ্রীক নাটক

এই যুগের এ্যাটিক নাটকের তিন দিকপাল্ Æschylus, Sophocles এবং Euripides এর মধ্যে ঐই সংঘাত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ইউরিপিডিস সোফিস্টদের পরবর্তী যুগের, বাকি দুইজন পূর্ববর্তী। প্রথম দু'জনের মধ্যে যুক্তিবাদের শুরু হয়েছে এবং ইউরিপিডিসে তার পরিণতি হয়েছে। সমাজ-ধর্ম-সংস্কারের বন্ধনে বাঁধা মানব-চিত্তের বেদনা পৌরাণিক ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। মানুষের পীড়িত আত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে। হৃদয়বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে মানুষকে সমাজমঙ্গলে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

গ্রীক নাটকের আরম্ভ ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে, যদিও নাট্যকারগণ তখন ধর্মায় অনুষ্ঠানে ও অনুশাসনের উপর যথেষ্ট আস্থাবান নয়। তৎকালে নানারূপ ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যগীত ও সংলাপসহ দেবদেবীর বিশেষতঃ ডাইনিসিউসের কাহিনী গীত হত। নানা দল এই গান করত—যে দল শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হত তারা একটি পাঁঠা পেত এবং এই পাঁঠা দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হত। এই পাঁঠা প্রাপ্তি অবশ্যই খুব সম্মানের ছিল। Tragoida এই গ্রীক শব্দটির অর্থ ছাগ-সঙ্গীত, এর থেকেই Tragedy কথাটির উৎপত্তি। সেই যুগে এই উৎসব উপলক্ষে জেলে পাড়ার সংএর মত সংসঙ্গীতও হত, একে বলত Comodia (সং-সঙ্গীত), এর থেকেই Comedy কথাটির উৎপত্তি। এই সঙ্গীত দলের যাঁরা বিচারক থাকতেন তাঁদের বলত, Kritei. তার থেকে Critic শব্দের উৎপত্তি এবং গ্রীক Satyroi থেকে Satire শব্দের উৎপত্তি। Satyroi ডাইনিসিউসের অর্ধনরাকৃতি অনুচর হিসাবে নাটকে আবির্ভূত হ'য়ে হাস্য-বিদ্রূপ করত। এই যুগের পূর্বেই—Bacchylides এর যুগ থেকেই সংলাপ ও চরিত্র কোরাস গানের সঙ্গে যুক্ত হয়। এস্কিলাস এই চরিত্র সংখ্যাকে বাড়িয়ে এবং কোরাস গানকে যাত্রার জুড়িগানের মত ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ নাটক সৃষ্টি করেন। তখন নাটক ১৯শ শতকের বাংলার যাত্রাগানের মতই অভিনীত হত বলা যায়। সফোক্লিসের যুগে প্রথম চিত্রিত পট ব্যবহৃত হয়। এস্কিলাসের মৃত্যুর সময়ে সক্রেটিসের বয়স

মাত্র ১৪ বৎসর কিন্তু তার পূর্বেই সোফিস্ট মতবাদ অত্যন্ত বেশী নিরীশ্বরবাদী (Hedonist) হ'য়ে উঠেছিল। তিনি এই যুগের মানুষ, ম্যারাথনের যুদ্ধে যোগ দিয়ে পারসিকগণকে পরাজিত করেন। এই জয়ের ফলে সমগ্র এথেন্সে একটা আত্মিক মিলন ঘটে। নাট্যকার এস্কিলাস এই মিলন বোধের রূপকার।

তাঁর প্রথম কাব্য-নাটক Suppliant Woman নারীধর্মের একটি নৈতিক সমস্যা নিয়ে লেখা। Persians (৪৭২) নাটকে Salamis এর যুদ্ধে পারসিক Xerxes এর পরাজয় কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক Promethus Bound একটা চিরন্তন নৈতিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। প্রমেথুস মানবকল্যাণের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলেন, সেইজন্যে গ্রীক দেবতা Zenoর আদেশে তাঁকে Sythiaর এক মরুভূমির মধ্যে পর্বতের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। প্রমেথুসের চরিত্র মানবকল্যাণের জন্য ত্যাগ ও দুঃখ-বরণ প্রবৃত্তির প্রতীক—এই দুঃখময় জীবনে ত্যাগের ভিতর যে অহঙ্কার ও আত্মপ্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে তা সেই যুগের Virtue is knowledge আদর্শের সমধর্মী। মানবকল্যাণে ত্যাগের আদর্শই তখনকার নৈতিক আদর্শ। তার পরে Oresteia (৪৫৮) র মধ্যে তিনখানি নাটক আছে— Agamemon, Libation Bearers এবং Euminides. এই নাটক সম্বন্ধে কবি Swinburne বলেছেন, "on the whole the greatest spiritual work of man." (১২৩) প্রথম নাটকে আগামেমন ট্রয় অবরোধের পরে জয়ী হয়ে ফিরলেন কিন্তু তখন তাঁর পত্নী Clytæmnestra তার প্রণয়ী Ægisthus নিয়ে মগ্ন। তিনি আগামেমনকে হত্যা করেন। পরবর্তী নাটক Lebation Bearerএ তাদের পুত্র Orestes তাঁর মাতাকে হত্যা ক'রে পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেন। এই হত্যা নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য কিনা, এবং রক্তের বদলে রক্তের পরিণাম কোথায় এই নাটকীয় সমস্যা। তৃতীয় নাটক Euminidesএ এর সমাধান। Clytæmnestraর আত্মা তাঁর হত্যার প্রতিশোধ কল্পে পুত্র Orestesএর মৃত্যু চান। এপোলোর বিচারে পুত্র নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। নাট্যকার সমস্যার সমাধান করেছেন ধর্মের দিক থেকে, নীতির দিক থেকে নয়। আগামেমনের মৃত্যু সম্বন্ধে ক্রীতদাসী Cassandraর শেষকথা—

> Ah for the life of man ! In happiness.
> It must be like a shadow—in unhappiness
> A wet sponge drips and blots the picture out.
>
> Ibid-Bowra—p. 92

ধর্মীয় নীতিকে সুন্দরতর করতে এস্কিলাস ধর্মকে ছোট না ক'রেই ধর্মের মীমাংসা করতে চেয়েছেন (১২৪) কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে এমনি

(১২৩) Anct. Gk. Litt.—C. M. Bowra.—p. 90.

(১২৪) Æschylus is a liberator who resolved the discords of religion without ; religion itself.—Ibid—p. 92.

সমস্যাকে নাটকীয় বিষয়বস্তু ব'লে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, কারণ ধর্ম-দর্শন-সমাজ ভারতীয় চিত্তকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে দেয়নি।

Sophocles (৪৯৫-৪০৬) বাল্যকালে কোরাস গানের দলে গান করতেন। তিনি পেরিক্লিসের যুগের লোক, তাঁর নাটক সেই যুগের প্রতীক। তিনি সেই যুগের প্রতিনিধি। তাঁর নাটকে প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিতে সংঘাত শুরু হয়েছে। হৃদয়বৃত্তি মানবতার অনুগামী ছিল,—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আত্মপ্রকাশ ক'রে মানবজীবনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তি প্রচলিত নীতিবাদের উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাঁর Ajax নাটক এক মহান চরিত্র ও অন্ধ ভাগ্যের সংঘাত। Achæan এর সামন্তগণ তাঁর প্রতি অত্যাচার করে, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে শত্রু বধ করছেন মনে ক'রে তাদের পালিত পশু হত্যা করেন। প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তিনি দেখলেন যে তিনি তাঁর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করেছেন, অতএব হৃত গৌরব দেহকে বিনষ্ট করেন। Ajax একটি মহৎ চরিত্র, চরিত্র রূপায়ণে তিনি নৈতিক মূল্য বিচার করেননি। Antigone (৪৪২) নাটক ভগবানের আইন ও মানুষের আইনে সংঘাত। Women of Trachis নাটকে Deianira তার স্বামী Heracles এর ভালবাসা ফিরে পেতে অনিচ্ছাকৃত ভাবে স্বামীকে হত্যা করেন এবং পরে নিজেকেও হত্যা করেন। এই নাটকে The man in Sophocles was stronger than the moralist." (১২৫) স্পার্টা ও এথেন্সের যুদ্ধের প্রথম বৎসরে তিনি King Œdipus রচনা করেন। একটি মহৎ চরিত্র ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানে আপনাকে বলি দিতে বাধ্য হয়। ইডিপাস দৈববাণী শুনতে পায়—সে তার পিতাকে হত্যা ক'রে মাতাকে বিবাহ করবে। সারাজীবন সে এই ভাগ্যকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে কিন্তু পরিশেষে দৈববাণীই সত্য হয়—এবং এই দৈহিক পাপ থেকে মুক্তি পেতে সে নিজেকে অন্ধ ক'রে দেয়। এই নাটকের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় মুহূর্ত—যখন Jocasta জানতে পারে যে সে তার পুত্রকেই বিবাহ করেছে, তখন নিজেকে হত্যা করবার পূর্ব মুহূর্তে গভীর বেদনা ও নৈরাশ্যে বলে—

> Alas accursed one ! that name alone,
> I give to you and nothing ever more.
>
> —Ibid—p-98.

তাঁর Electra নাটক এস্কিলাসের Libation Bearer অবলম্বনে লিখিত। এই সময়ে যুদ্ধের বর্বরতা তাঁর অন্তরকে আলোড়িত করে ;—তিনি দেখেন মানুষের হৃদয়ের কঠোরতা অবিচার থেকেই আসে। এই নাটকে নৈতিক বিচারকে বাদ দিয়ে তিনি চরিত্রগুলির অনুভূতিকেই চিত্রিত করেছেন—ধর্ম, নীতি বা শিক্ষার স্থান এতে নেই। পরবর্তী নাটক Philoctetes (৪০৯)। নায়ক ফিলোকটেটিস্‌কে ট্রয় নগরীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য একিলিসের ছেলে Neoptolemus কে পাঠান

(১২৫) Ibid—p. 98.

হয়। নায়ক বহুদিন এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত ছিলেন, রোগে ও কঠোর জীবনের সংগ্রামে ভগ্নহৃদয় কিন্তু মহত্বে ও হৃদয়ে ক্ষুদ্র নয়। ওডিসিউসের অন্যায়কে তিনি ভুলতে পারেননি। একিলিস-পুত্র ফাঁকি দিয়ে তাকে ট্রয়ে আনবার পথে তার অকপট হৃদয় ও উদারতার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সব কথা ব্যক্ত করে দেয়। এই তিনটি চরিত্রের সংঘাতের মধ্যে স্বার্থ, নীতি, ধর্ম সকলের উপরে মহত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে। Œdipus of Collonus এ অন্ধ ইডিপাস এথেন্সে ফিরে এসে Creon ও Polyniecsকে দেশে শৃঙ্খলা রক্ষা ও একত্ববোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। লেখক যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছিলেন,—বুঝেছিলেন এই ভয়াবহতাই সমাজের মূলভিত্তিকে নষ্ট করে—সেখানে ক্ষমা অন্যায়ও নিষ্প্রয়োজন। তিনি বলেন,— Many things that strange and wonderous are, none stranger and more wonderful than man". (The Story of World Literature— John Macy—p. 104) এস্কিলাসের নাটকে যে ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক নীতিবাদের উপর বিশ্বাস ফুটে উঠেছে সফোক্লিসের মধ্যে সে নীতিবাদের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হ'য়ে এসেছে। ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আপনার মানবসুলভ চরিত্র নিয়ে। এখানে বুদ্ধিগত নীতিবোধ ও হৃদয়গত অনুভূতি, বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। সোফিস্টদের যুক্তির কাছে সনাতন নীতি পরাভূত হতে চলেছে। (১২৬) মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের এই সংঘাতে তিনি হৃদয়কে জয়ী করে উচ্চাসন দিয়েছেন।

গ্রীক সভ্যতা মুখ্যতঃ জড়বাদী, তার নীতিবাদ মস্তিষ্ক প্রসূত, আধ্যাত্মিক সাধনা বা অনুভূতিমূলক নয় তাই হৃদয় ও মস্তিষ্কে সংঘাত অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। বুদ্ধিগত নীতিবাদ মানব-মনের বন্ধনরূপে প্রকাশ পেয়েছে, তাই হৃদয় তা স্বীকার করেনি। ভারতের নীতিবাদ অনুভূতিমূলক, অধ্যাত্মবাদপ্রসূত তাই প্রাচীন সাহিত্যে এমনি বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ে সংঘাত সৃষ্টি হয়নি,—তথাকথিত বাস্তব সাহিত্যও গ'ড়ে ওঠেনি। ইউরিপিডিসে এসে এই সংঘাত প্রবলতর হয়েছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতিবাদের বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে এগিয়ে গেছে, 'মানবতা' (humanism) নামের অন্তরালে।

Euripides (৪৮০-৪০৬) সফোক্লিস থেকে ১৫ বৎসরের ছোট কিন্তু তাঁর যুগ স্বতন্ত্র—তাঁদের মধ্যে ব্যবধান সোফিস্ট মতবাদের। এথেন্সের সনাতন জীবনধারা ও নৈতিক জীবন সোফিস্ট সমালোচনায় ভগ্নপ্রায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি, যুক্তিপ্রসূত নীতিবাদ এথেন্সের মানসিক জগতকে আলোড়িত করেছে। ইউরিপিডিস এই যুগের সন্তান। তিনি যুগ ধর্মকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তাঁর নাটকে ব্যক্তি সনাতনী নীতিবাদের নিগড় ভেঙ্গে বড় হ'য়ে উঠেছে। পৌরাণিক দেবদেবীকে তিনি কল্পনা ব'লে ধ'রে না নিয়ে তাকে বরং শয়তান ব'লে মনে করেছেন। তাঁর নাটক তাই মানুষ ও মানব ধর্ম নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। Cyclops

(১২৬) He was an artist and he saw that discords beyond the reach of the intellect may be solved through heart. Bowra—Ibid—p. 107.

এবং *Alcestic* তাঁর প্রাথমিক রচনা। *Medea* (৪৩১) *Heppolytus* (৪২৮) Hebuca (৪২৪) Andromache (৪২২)তে যে ব্যর্থ নারীত্বের ছবি এঁকেছেন তা তখনকার দর্শককে বিস্মিত করেছিল। Medea তে একটি নারীর সন্তানস্নেহ ও অন্যদিকে অনাদৃত অনাকাঙ্ক্ষিত পত্নীত্বের জন্য স্বামীর প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহার সংঘাত। Heppolytus এ Phædra চরিত্রে অবৈধ প্রণয় ও নীতিধর্মের মধ্যে সংঘাত। Hebuca-র মধ্যে নারীর কমনীয়তা দুঃখ-লাঞ্ছনায় পাশবিক হ'য়ে উঠেছে এবং Andramache তে বন্দী নারীর ভগ্ন হৃদয় ভাগ্যের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে। অনেক সমালোচক এই নাটকগুলির মধ্যে বাস্তবধর্মী সাহিত্যের সূচনা দেখেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লেখকের বিষয়বস্তু 'মানুষ' এবং গ্রীক দেবদেবীকে তিনি প্রকৃতিজ ধ্বংসশক্তি বলে মনে করেছেন। (১২৭) মানুষের কথা কখনও বাস্তবধর্মী কখনও রোমান্টিক হ'য়ে তাঁর নাটকে রূপায়িত হয়েছে।

তার Heracles (৪২২) এবং Electra (৪১৩) পুরাতন পৌরাণিক কাহিনী কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এখানে পৃথক। তিনি Heracles এর সন্তান হত্যা ও Electra-র মাতৃহত্যাকে বিচার করেছেন নীতির দিক থেকে। তিনি Peloponnesian যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং পেরিক্লিসের মত এথেন্সের জন্য মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে গ্রহণ করেছেন। Sons of Heracles এ তিনি এথেন্সের কাছে স্পার্টার ঋণের কথা বর্ণনা করেছেন, Trojan Woman (৪১৫) ট্রয় নগরী জয়ের পরে ট্রয়বাসিনীগণের শোক ও ক্রীতদাসত্বের বেদনাকে চিত্রিত করেছেন। যুদ্ধটা নির্বোধ নিষ্ঠুরতা, তা বিজয়ীকে নীতিধর্ম থেকে বিচ্যুত করে এবং পরাজিতকে মৃতকল্প ক'রে দেয়। তাঁর Phoenician Woman (৪১০) এস্কিলাসের Seven against Thebes এর নূতন রূপ।

তাঁর নাটকের পটভূমিতে তখনকার নিমজ্জমান সমাজ ও দেশের আলেখ্য বিধৃত হয়েছে। সোফিস্ট মতবাদের ফলে তখন অহংগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, গণতন্ত্রের বাঁধন ভেঙ্গে পড়ছে, মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হ'য়ে পড়েছে। সমাজের সর্বাঙ্গে বর্তমান ভারতের মত দুর্নীতি দুষ্টক্ষতের মত আত্মপ্রকাশ করেছে। Ion (৪২০) পৌরাণিক এ্যাপোলো ও Creusa-র কাহিনীর মধ্যে তিনি পাপকে দুঃখের স্বাভাবিক পরিণতি করেছেন। Orestes (৪০৮) এ নীতি-ধর্ম ও মানব-অন্তরের দ্বন্দ্ব এবং Helen নাটকে Syracuse অভিযানে ব্যর্থ এথেন্সবাসীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। যদিও হেলেন চরিত্র অনবদ্য,—শক্তি ও নিষ্ঠুরতা যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে বুদ্ধি ও মাধুর্য জয়লাভ করে। এর পরে ইউরিপিডিস এথেন্স ত্যাগ ক'রে ম্যাসিডনে চলে যান এবং সেখানে তাঁর শেষ নাটক The Becchants রচনা করেন এবং Dionysus কে ভালমন্দ নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক শক্তিরূপে কল্পনা করেন।

(১২৭) The truth is that Euripides was primarily concerned with man and regarded the gods as fiction or power of Nature or destructive illusions. Ibid—p. 113.

ইউরিপিডিসে দুইটি যুগের মিলন ঘটেছে। একদিকে পুরাতন পৌরাণিক নীতি-ধর্মের মধ্যে তিনি রোমাণ্টিক সৌন্দর্য দেখেছেন, অন্যদিকে বাস্তবকে যুক্তিবাদী অন্তর নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সমালোচকগণ কেউ তাঁকে রোমাণ্টিক কেউ রিয়ালিস্ট বলেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি ও সমাজের সংঘাত কখনও রোমাণ্টিকধর্মী কখনও বাস্তবধর্মী হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। (১২৮)

ইউরিপিডিস্ ধর্ম-নীতি নিরপেক্ষ ভাবে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে তাঁর মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করেছেন। এই সময়ে গণতন্ত্র ভেঙ্গেছে, মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছে, জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়েছে, তাই স্পার্টার কাছে এথেন্সকে মাথা নত করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় এই বিভিন্নতার জন্যে পরে তাকে ম্যাসিডনের অন্তর্ভুক্ত ও আরও পরে রোমান সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হতে হয়েছে। এইখানেই এথেন্সের গৌরবময় যুগের অবসান। তখনকার ব্যক্তিবাদের মধ্যে যে মানবতার সন্ধান আমরা পাই তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কোন নীতিবাদের দ্বারা পরিচালিত নয় বলেই জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতি বিনষ্ট হ'য়ে যায়।

গদ্যসাহিত্য। সর্ব দেশেই সঙ্গীতের বাহন কাব্য ও কবিতার পর শ্রাব্য গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। Heraclietus (৫০০ খৃঃ পূঃ) তাঁর দার্শনিক নিবন্ধ প্রথম গদ্যে লেখেন, তাঁর সমসাময়িক Hecatæus কিছু ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সন্দর্ভাকারে গদ্যে লেখেন। Ionia তে প্রকৃতিবিজ্ঞান তত্ত্বও গদ্যে লিখিত। এর পরে পৃথিবীর প্রথম ঐতিহাসিক Herodotus (৪৮৪-৪২৫) আবির্ভূত হন। তাঁর Historie-র প্রথমেই তিনি বলেন—পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের মহৎ ও সৎ কর্ম যাতে মুছে না যায়, সেই জন্যেই তিনি স্মরণীয় ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করছেন। তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিই পরে Simonides ও Æschylus এর কাব্য ও নাটকে রূপান্তরিত হয়। মিশরের হিটাইট বংশ, এসিরিয় সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তিনি নিরপেক্ষ তথ্য রেখে গেছেন। তিনি আফ্রিকার উত্তরাংশ থেকে উরাল পর্বত পর্যন্ত ভ্রমণ ক'রে বহু কথা ও কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন এবং গল্পকার হিসাবে অনবদ্য রীতিতে সেই সব ডিটেকটিভ গল্প, গুপ্তধন কাহিনী, রোমাঞ্চকর রাজপরিবারের প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তখনকার দিনে ট্যাজেডি ও কমেডির মত এই কাহিনীও লোকরঞ্জনের জন্য জনসাধারণকে 'কথকতা' আকারে শোনান হত। তাঁর শিষ্য Thucydides (৪৭১-৪০১) এথেন্সবাসী, তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ক'রে নির্বাসিত হন। যৌবনে তিনি স্পার্টা ও এথেন্সের যুদ্ধ দেখেছিলেন—এই যুদ্ধ

---

(১২৮) Ibid—p. 112-113.

(১২৮) When Euripides began to write, the Athenians had ceased to believe in gods, whose existence and ever-present power were the bases of the plays of Æschylus. The age of faith had passed...he chose men and women and not gods for his dramatic personea and for this reason he is regarded as the father of Romantic Drama...there is an acute analysis of character, particularly of women and this complete understanding of women caused Gilbert Murray to call the poet "The Classic Ibsen". The Outline of Literature—J. Drinkwater.—p. 135.

প্রকৃতপক্ষে অভিজাততন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র তথা Ionian ও Dorian সংস্কৃতির যুদ্ধ,—সেইজন্যেই তা ক্রুসেডের মত মহান যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কীর্তি এথেন্সের সিসিলি অভিযান কাহিনী। তাঁর এই কাহিনীর মধ্যেই তখনকার রাজনীতিবিদ Themistocles এবং Pericles এর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। পেরিক্লিস বলেছিলেন, "এই পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি ক্ষেত্র, তাঁরা কেবল দেশেই নয়, সর্বদেশের মানুষের স্মরণীয়।" এই বাণী এথেন্সকে যে কতদূর অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তা তাঁর বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। Zenophon এর Memorabilia, Apology ও Symposium এ আমরা সক্রেটিসের জীবন ও বাণীকে পাই।

কমেডিও ট্রাজেডির মত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবের অঙ্গরূপে আরম্ভ হয়। মানুষের জীবন-সংগ্রামের বেদনা থেকে যেমন ট্রাজেডি, তেমনি জীবনের আনন্দ থেকে কমেডির সূচনা। বহুদিন থেকেই গ্রীসে উৎসব অনুষ্ঠানে অনেকটা এখনকার বিচারে অশ্লীল সং সহ শোভাযাত্রা করার রীতি ছিল। এথেন্সেই প্রথম ট্রাজেডির মত দেবতা ডাইনোসিউস্‌কে কেন্দ্র করেই কমেডি গ'ড়ে ওঠে। Aristophanes (৪৫০-৩৮৫) এই কমেডি পূর্ণতা লাভ করে। কোরাসের সরকার কবির বক্তব্য বক্তৃতা করতেন এবং নানারূপ কৌতুক সৃষ্টির মধ্যে কমেডির (বর্তমান যুগের প্রহসন আকারে) প্রথম প্রকাশ কিন্তু তা হলেও মালদহের গম্ভীরা গানের মত সমসাময়িক ঘটনা ও চরিত্র নিয়েও আলোচনা-সমালোচনা চলত। সেটা প্রজা ও শাসক উভয়েই কৌতুক হিসাবে গ্রহণ করতেন। যদি সমালোচনা ক্ষতিকর বা আপত্তিকর হত তবে শাস্তিও পেতে হত। এইরূপ কারণেই Cleon এ্যারিস্টোফেনিস্‌কে জরিমানা করেছিলেন। তিনি সমসাময়িক সমাজ ও অর্থহীন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে ব্যঙ্গ কৌতুকের কশাঘাতে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর Acharniaus (৪২৫) তখনকার যুদ্ধবন্দী সেনানায়কদের উদ্দেশ্যে রচিত ব্যঙ্গ, Knights (৪২৪) তখনকার প্রজাতন্ত্রী নেতা Cleon এর পণ্ডিতমন্যতার প্রতি শ্লেষ। লেখক থুসিডাইডস্ এর মত ক্লেয়নের প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিলেন। Clouds (৪২৩) নাটকে তিনি সক্রেটিস্ ও তাঁর শিক্ষাকে নির্দয় ব্যঙ্গ করেছেন—এবং এই ব্যঙ্গে সক্রেটিস্‌কে অতি ক্ষুদ্র ও হীন ক'রে সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। প্রাচীনপন্থী পিতা ও নব্যপন্থী পুত্রের সংলাপের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা যুক্তির বিশ্লেষণে এই ব্যঙ্গ ক্ষুরধার হ'য়ে উঠেছে। Wasps (৪২২) নাটকে জুরীর সম্মান লাভের জন্য এক বৃদ্ধের কৌতুককর আকাঙ্ক্ষার চিত্র এঁকে তিনি ক্ষমতালোভী সুবিধাবাদী সম্প্রদায়কে লোক চোক্ষে হেয় ক'রে দিয়েছেন। Peace নাটকে যুদ্ধের অসারতা এবং Bird নাটকে গ্রীসের সাম্রাজ্যলিপ্সায় নিন্দা করেছেন। Lysistrata (৪১১) নাটকে স্ত্রীগণ যোদ্ধা স্বামীগণকে দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছে। The Smophoriazusæ (৪১১) নাটকে ইউরিপিডিসের নারী চরিত্র নিয়ে লেখক ক্ষুরধার ব্যঙ্গ করেছেন এবং নারীগণের প্রতি ইউরিপিডিসের রূঢ় বক্তব্যের জন্য তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছে।

Frogs নাটক ইউরিপিডিসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয় এবং তাতে নাট্যকারের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়—এইটি প্রকৃতপক্ষে সমালোচনা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ। Women in Parliament এ নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং প্লেটোর 'সম্পত্তির যৌথ অধিকার' কে ব্যঙ্গ করা হয়। এ্যারিস্টোফেনিসের সঙ্গেই গ্রীক কমেডির শেষ—যদিও পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্রীক কমেডির প্রভাব প্রচুর এবং প্রবল।

স্পার্টার কাছে এথেন্সের পরাজয়ের পরে অর্থাৎ অভিজাততন্ত্রের কাছে গণতন্ত্রের পরাজয়ের পরে—যে সামাজিক অবস্থা এল তা কমেডি সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। তার পরের কমেডি লেখক Minandar (৩৪৩-২৯৩) বাস্তব থেকে কল্পনার এক রোমান্টিক জগতে বিচরণ করেছেন। তিনি যমক ভাই, প্রখ্যাত নটী, বরাঙ্গনা বারাঙ্গনা নিয়ে কৌতুককর নাটক রচনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পুণ্য ও ধর্মের জয় ঘোষণা করে যবনিকা টেনেছেন। যদিও তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং পরবর্তী ইউরোপীয় কমেডির উৎস তথাপি নাট্যকার হিসাবে পুরাতনের তুলনায় তিনি ক্ষীণপ্রভ।

সোফিস্ট দর্শন থুসিডাইডস্ ও ইউরিপিডিসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করলেও খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের শেষভাগে তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে এবং প্রতিক্রিয়াশীল (?) সমালোচকগণ তখন বললেন,—সোফিস্ট মতবাদ ও দর্শন শিক্ষাই এথেন্সের পরাজয়ের মূল এবং সেকথা অংশতঃ সত্য। প্লেটোও প্রথম কমেডি লিখতে শুরু করেন কিন্তু সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তাঁর সৃষ্টি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়।

ভাষণ সাহিত্য (Oratory)। প্রথমতঃ সোফিস্ট মতবাদ প্রচারের ও প্রসারের অঙ্গ রূপে সৃষ্ট হয়—দ্বিতীয়তঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই ভাষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। রাজনীতি শিক্ষার জন্যে সাধারণের সভায় বক্তৃতা দেওয়া ও ভাষণের আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করায় এই বিশিষ্ট সাহিত্য-শাখার প্রথম প্রকাশ। এই ভাষণ সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা প্রথম শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁরা সিসিলির অধিবাসী। Corax এবং Tisius মামলার আসামীকে বা ফরিয়াদীকে মামলা জয়ের উদ্দেশ্যে যুক্তিপূর্ণ সওয়াল বা জবানবন্দী দিতে শিক্ষা দিতেন। এটা ছিল তাঁদের ব্যবসায়। এথেন্সই তখন ভাষণ সাহিত্যের ক্ষেত্র। সাধারণতন্ত্রের দেশে বক্তৃতার প্রয়োজন ছিল কিন্তু অন্য তন্ত্রের দেশে সাধারণের পক্ষে বক্তৃতার প্রয়োজন হত না। কিন্তু এই সোফিস্টদের বক্তৃতা ও ভাষার চাতুর্য্য এবং যুক্তির অকাট্যতা অনেক সময়েই ন্যায় বিচারকে বিপথগামী করেছে—দোষীকে বাকজালে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। Antiphon (৪৮০-৪১০) সোফিস্টদের নিকট থেকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করে প্রথম এথেন্সের প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন এবং দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। সেই সময়ে তিনি নিজের পক্ষ সমর্থন করে যে জবানবন্দী দেন, তাকে থুসিডাইডস্ শ্রেষ্ঠ ভাষণ বলে অভিহিত করেছেন। এটি ব্যতীত কয়েকটি হত্যার মামলায় তাঁর ভাষণ আজও সাহিত্য কীর্তি হিসাবে বেঁচে আছে। Androcides (৪৪০-৩৯০) তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে

যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা অমর হ'য়ে আছে। Lysias সাধারণতঃ অন্যের ভাষণ লিখে দিতেন। তাঁর On the Murder of Eratosthenes ভাষা ও বাক্-চাতুর্য্যের অপূর্ব নিদর্শন। এই সময়ে Isæus (৪২০-৩৫০) ও বক্তা হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন।

Isocrates (৪৩৬-৩৬৮) Peloponnesian যুদ্ধের আগে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই ম্যাসিডনের উত্থান হয়। তিনি সোফিস্টদের শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষতঃ তাঁর গঠনমূলক ভাষণগুলি গ্রীসে নূতন প্রেরণা দিয়েছিল। তিনিই বলেছিলেন—'Philosophy is for the soul what gymnastics is for the body." (১২৯) তিনি ম্যাসিডনরাজ ফিলিপকে পারসিকদিগের বিরুদ্ধে সমস্ত গ্রীকজাতিকে সংঘবদ্ধ করতে আহ্বান জানান। এর পরেই এথেন্স প্রভৃতির নগররাষ্ট্র নষ্ট হ'য়ে ম্যাসিডন সাম্রাজ্য গ'ড়ে ওঠে এবং আলেকজাণ্ডার তাকে এশিয়া ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এই নবজাগরণ গ্রীস রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত গ্রীকজাতিকে নূতন নূতন অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে। ম্যাসিডনের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এথেন্সবাসীকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, Lycurgus (৩৮৯-৩২৪), Hyperides (৩৮৯-৩২২) Demosthenes (৩৮৪-৩২৩) এবং Æschines (৩৯০-৩২৫)। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও প্রখ্যাত ডিমস্থিনিস্। তিনি একাধারে আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। রাজনীতিক জীবনে ম্যাসিডন-প্রভুত্বের বিরোধিতা করাই ছিল তাঁর প্রধান আদর্শ। এই জন্যে তাঁর সহকর্মীগণের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয় এবং Hyperides তাঁকে উৎকোচ গ্রহণের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে নির্বাসিত করেন। যখন তিনি ফিরে আসেন তখন সমগ্র জাতি তাঁকে বীরের সম্মান দিয়ে গ্রহণ করে এবং তিনি ম্যাসিডনের প্রভুত্ব স্বীকার করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় মনে ক'রে আত্মহত্যা করেন। তাঁর ভাষণের কতকগুলি সাধারণ মামলা সংক্রান্ত, কতকগুলি রাজনৈতিক মামলা সম্বন্ধে, কতকগুলি একেবারে রাজনৈতিক। ডিমস্থিনিস্ ও এস্কিনিসের বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে 'On the Embassy' ও 'On the Crown' নামে যে দুইটি প্রখ্যাত ভাষণ তিনি দেন, তা তৎকালীন সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাহিত্য-কীর্তি এবং আজও তার সাহিত্য-সৌন্দর্য্য অম্লান।

ধর্মভিত্তিক নীতিবাদ-বর্জিত যুক্তি-নির্ভর ব্যক্তিবাদ এথেন্সের তথা গ্রীসের পতন অবশ্যম্ভাবী ক'রে দিল—নূতন রাজনৈতিক পরিবেশ ও সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে পুরাতন গ্রীস সাহিত্য ধীরে ধীরে নিঃশেষ হ'য়ে গেল এবং নূতন যুগে নূতন ভাবে আলেকজেন্ড্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে গ্রীক সাহিত্য আবার নতুন পথে নতুন ভাবে গ'ড়ে উঠল।

(১২৯) Ibid—Bowra—p. 20.

Peloponnesian যুদ্ধের ফলে এথেন্স হৃতবীর্য হ'য়ে পড়ে এবং খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দে তার পতনের সঙ্গে তার সংস্কৃতিরও অবক্ষয় আরম্ভ হয়। এ্যারিস্টটলের দর্শনই ছিল ক্ষীয়মান গ্রীসের নির্ভর কিন্তু এই পরাভবের পর পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এর পরে এথেন্স ম্যাসিডন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক পরাভবের মধ্যেই গ্রীক সমস্যার সমাধান নিহিত ছিল। আলেকজাণ্ডার গ্রীক সভ্যতাকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন, এবং এই গ্রীক দর্শন ও নীতিবাদই রোমান সাম্রাজ্যকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করেছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য রক্ষা করবার উপযুক্ত লোক ছিল না এবং সাম্রাজ্য খণ্ডছিন্ন হ'য়ে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হল। এর মধ্যে দুইটি রাজ্য প্রসিদ্ধ, একটি এশিয়া মাইনরে Pargomos এবং অন্যটি মিশরে—আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি Logos এর পুত্র Ptolemy স্থাপিত। এই টলেমিদের রাজত্বকালে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আলেকজেন্দ্রিয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হ'য়ে দাঁড়ায়। ৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে Kleopatra VII এর মৃত্যু এবং টলেমিদের পতন পর্যন্ত এই আলেকজেন্দ্রিয়াই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়েছিল। এই পীঠস্থান রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র রোমে নীত হয়। গ্রীসের জ্ঞানীগুণী সেখানে সমবেত হ'য়ে ছিলেন এবং রাজানুগ্রহে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থাগার স্থাপিত করেছিলেন। আজ প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের যে সামান্য অংশ জীবিত আছে তা এই গ্রন্থাগারের অক্লান্ত শ্রমের দান। এই সময়ে প্রজাতন্ত্র বিলুপ্ত, রাজতন্ত্র নূতন ক'রে স্থাপিত হয়েছে—তার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। এথেন্সের এ্যাটিক যুগে সাহিত্য যেমন সর্বসাধারণের হ'য়ে উঠেছিল, এবং সর্বসাধারণ তা উপভোগ করত, তেমন আর রইল না—তার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হ'য়ে অভিজাতদের ব্যসনে পর্যবসিত হল।

এ্যারিস্টটলের দর্শনের পরে Epicurian ও Stoic দের ব্যক্তিগত নীতিবাদ প্রাধান্য লাভ করে। গ্রীক রেনেসাঁর পরে ধর্মীয় সংস্কার ও নীতিবাদ প্রকৃতপক্ষে নষ্ট হ'য়ে যায়, ব্যক্তিগত এই নীতিবাদও সমাজ সমস্যার সমাধান করতে পারে না—তথাপি এই ভাবধারাই হেলেনিক-রোমান দর্শনের সৃষ্টি করে। এ্যারিস্টটলের পরে দর্শন ধর্মীয় ও নীতিবাদমূলক সমস্যায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত হ'য়ে পড়ে; তাঁরা (Stoic or Epicurian) বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, প্রকৃতিই পরম সত্তার প্রকাশ এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক। ব্যক্তিগত নীতিবাদের মূল্যায়ন করতে Stoic ও Epicurian সকলেই, তাঁদের দর্শন তত্ত্ববিরোধী হ'লেও এই সত্যকে কার্যতঃ

গ্রহণ করেন। (১৩০) এই ব্যক্তিগত নীতিবাদ প্রকৃত সমস্যাকে সমাধান করতে পারেনি। (১৩১) হেলেনিক সাম্রাজ্য পতনের পর কোন আদর্শবাদ বা নীতিবাদই গ্রীকজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার ফলে ব্যক্তিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সাহিত্য ও কাব্যে। এই ব্যক্তিবাদ মানব-ধর্ম প্রসূত নয়, সমাজব্যবস্থার বিপর্যয়-প্রসূত—সমাজবন্ধনের অভাব প্রসূত। (১৩২) পরবর্তী কাব্য ও সাহিত্য এই দুর্বল ও আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদের প্রকাশ—তার মধ্যে সাহিত্য গভীরতা লাভ ক'রে মহান হ'য়ে উঠতে সুযোগ পায়নি।

খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে আলেকজেন্দ্রিয়াই এই সাহিত্যকর্মের পীঠস্থান। এই যুগের সাহিত্য দু'টি ধারায় বিভক্ত—একটি Kallimachæn, (৩১৫-২১০) কে অবলম্বন করে, অপরটি তাঁর সমসাময়িক Apollonius এর পথ ধ'রে। Kallimachæn হোমর ও হিসিওডের পুরাতন ইতিহাস-পুরাণকে তাঁর Aitia, Iambi, এবং Hekaleতে বর্ণনা করেন। তাঁর রচনা রোমাণ্টিক ধর্মী—টেনিসনের Mort d' 'Arthur এর মধ্যে যেমনটি পাওয়া যায়। Apollonius (of Rhodes) (২৯৫-২১৫) হোমরের মত মহাকাব্য রচনা করতে প্রয়াসী হন কিন্তু কৃতকার্য হন না—যদিও তা আধুনিক হোমর-সাহিত্য বলা যায়। তাঁর Argonautica, Jason ও তাঁর Golden Fleece অভিযান কাহিনী,—তথাপি যুগধর্মে তা মাঝে মাঝে রোমাণ্টিক সৌন্দর্যে মধুর। (১৩৩) এমন কি Medea ও Jasonএর প্রণয়কথার মাধুরী Virgil কেও অনুপ্রাণিত করেছিল—(১৩৪)। যদিও এ কাহিনী ইউরিপিডিসের অনুকৃতি তথাপি এর মধ্যে তৎকালীন ব্যক্তিবাদপ্রসূত একটা রোমাণ্টিকতা সুন্দর হ'য়ে রূপ নিয়েছে।

এই দুইটি দলের মধ্যে সাহিত্যবস্তু নিয়ে বাদানুবাদও যথেষ্ট হয়েছে।

(১৩০) Hist of West. Phil.—Dr. Joshi—p. 68.

(১৩১) Individual ethics, which the post Aristotelian School made the burden of their philosophy was virtually called to restore to the cultured world of antiquity the religion lost in the Greek renaissance···But virtue as the Stoics and Epecurians taught it did not prove adequate to be the solution of the problem. Ibid—W. Windelbund—p. 297.

(১৩২) Individualism thus became a dominant feature of the age. But once the great Macedonian generals, whose pulses had been quickened by service with Alexander, had passed from the scene, it was not a magnificient individualism arising, as it did, not so much from greatness of individualism as from the weakness of society. Cambridge Ancient. Hist. Vol. VII—p. 253.

(১৩৩) Its subject is of course the story of Jason and his quest for golden fleece, beginning with the setting out and ending with the return to Jolkos. Its style is a kind of modernised Homeric. Outlines of Classical Literature H. G. Rose—p. 129.

(১৩৪) In the love of the young Colchican girl Medea for adventurer Jason, he has written something unique in beauty...the details were borrowed by Virgil in his account of Dido's love for Æneas, but Dido is a mature woman and Medea a mere girl. Ant. Gk. Lit.—Bowra—p. 221.

ক্যালিমেকাসের অনুবর্তী Aratos (of Soloi) এবং Theocritus (316—260) (of Syracuse)। Aratos Hesiod এর অনুগামীদলে নীতিমূলক কবিতা লেখেন,—তিনি নিজে Stoic এবং নীতিবান পুরুষ ছিলেন। Theocritus সিসিলির কৃষক-জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে যে কাব্য রচনা করেন তা কালজয়ী সৌন্দর্যের আধার। তাঁর রচনা Virgilকে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং উভয়ের রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে অপূর্ব সাদৃশ্য আছে। Nekoandros (of Kolophon) আনুমানিক ১৩৮ খৃঃ পূঃ সালে প্রকৃতির পরিবেশে কৃষক-জীবনধারা নিয়ে কাব্য লেখেন এবং তাঁরই Georgika থেকে ভার্জিল তাঁর কাব্যের নামানুকরণ করেন এবং তাঁরই Heterdionmena থেকেই Ovid তাঁর Metamorphosisএর কাব্যবস্তু গ্রহণ কারন। (১৩৫)

রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় লেখকগণ আপনাদের সাহিত্যাভিমান ভাষায় প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং সাহিত্য ধীরে ধীরে বিজ্ঞজনের লেখা ও বিজ্ঞ পাঠকের জন্যেই সৃষ্ট হতে থাকে—সাধারণের সঙ্গে গ্রীক সাহিত্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। তখনকার গ্রীক সাহিত্য টিকা-টিপ্পনী সহ সংরক্ষণ ও ভাষ্যকারগণের নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু স্টোইক ও এপিকিউরিয়ানদের ব্যক্তিবাদ প্রভাবিত সাহিত্য নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় উন্মুখ হ'য়ে ওঠে—তাঁদের লেখা স্বভাবতঃই রোমান্টিক ধর্মী বা বাস্তবধর্মী হ'য়ে ওঠে। Herodas, সাধারণ জীবন, বিশেষতঃ তখনকার দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের বিশেষ বিশেষ আখ্যান, যথা স্বামীর অনুপস্থিতিতে তরুণীবধূর কুটনীর প্রেরণায় ধনী যুবকের প্রতি আসক্তি, বেশ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী যুবকের বেশ্যাপহরণ প্রভৃতি নিয়ে কমেডি-অনুগামী কাব্য-কাহিনী লেখেন। তখনকার জাতীয় জীবন নীতিবাদের অভাবে ভ্রষ্ট ও পতিত, এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাহিত্যে রুচিবিকার ও নীতিহীনতা এসে দেখা দেয়।

অন্য দিকে Pergamos এ জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা সমান ভাবেই চলতে থাকে। এখানেই বৈয়াকরণ Krates, ভূবৃত্তান্তবিদ Strabo, গণিতে Eudoxos ও Aristaios নানারূপ নূতন তত্ত্ব ও তথ্যে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। আলেকজেন্দ্রিয়ায় তখন ইউক্লিড ও আর্কিমিডিস্, Claudius Ptolemacus বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নূতন গবেষণার দ্বারা পুষ্ট করেন। গ্রীক প্রতিভা এই দু'টি কেন্দ্রে বিকাশ লাভ ক'রে প্রাচীন বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিভা ও জ্ঞানচর্চা মন্দীভূত হ'য়ে আসে। রোমকগণ এই জ্ঞানচর্চার বিরোধী ছিলেন না বটে কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের উৎসাহও বিশেষ ছিল না। তাঁরা তীক্ষ্ণধী ও ব্যবহারিক বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন—কোন

(১৩৫) He wrote besides a poem on firming, the Georgika where of Virgil borrowed the title at least and another Heterdionmena (shape-changing) Ovid took the idea though not the word itself for his Metamorphoses Ibid—Rose. p. 135.

কোন সাহিত্য-শাখা যথা আইন এবং ব্যবহারিক (applied) বিজ্ঞানে তাঁদের যথেষ্ট দান আছে কিন্তু জাতি হিসাবে গ্রীকগণ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী ও ভাবুক, এবং রোমকগণ ছিলেন ব্যবহারিক (practical) যোদ্ধা ও বণিক। অতএব রোমকগণ যখন গ্রীক জগতকে গ্রাস করল (৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকজেন্দ্রিয়া রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়) তখন গ্রীক প্রতিভা বিকাশের আর কোন প্রশস্ত পথ রইল না। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন (তখন বিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল) চর্চার পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি হল। (১৩৬) রোমকগণের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে রোমক সভ্যতার কোন মৌলিকতা প্রকাশ পায়নি। তাদের শ্রেষ্ঠ সুধী Plinyও কেবলমাত্র তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, গ্রীকদের অধীত জ্ঞান ও সাহিত্যকে সংগ্রহ, সম্পাদন ও সংকলন করেছেন মাত্র। এই সময়ে সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকেই নয়, পশ্চিমেও অর্থাৎ রোমেও গ্রীক ভাষাই সাধারণভাবে যোগাযোগ রক্ষা করত। তখন অভিজাত রোমকগণও প্রথমে গ্রীক ভাষা শিক্ষা ক'রে পরে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করতেন। সেই হেতু এই সময়ে কয়েকজন ইতালীয় গ্রীক সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তী যুগে লাটিন ভাষা সমস্ত দেশীয় কথ্য ও লিখিত ভাষা ও গ্রীক ভাষার স্থান অধিকার করে।

এই রোমান-গ্রীক যুগের গদ্য-সাহিত্য দুইটি বিশিষ্ট ধারা নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে —Asianism এবং Atticism. প্রথম ধারার ভাষা অলঙ্কারের প্রাচুর্যভারে জটিল ও কৃত্রিম হ'য়ে পড়ে। এসিয়া মাইনরের ম্যাগনেসিয়ায় Hegesias এর লেখা তার নিদর্শন। দ্বিতীয় ধারা এ্যাটিক যুগের গদ্য-সাহিত্যের অনুগামী,— Polybios এই যুগের প্রখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক।

(১৩৬) No two peoples are even more unlike than the Greeks and Romans. The Greeks were essentially artists, loving beauty, caring for all that made the individual life dignified and happy. They were intellectually adventurous inquisitive in speculation, daring in the profession of their own beliefs. The Romans on the other hand were eminently practical and unimaginative. Their genius was for war and politics and their chief concern was for order and commercial prosperity. Wherever the Roman armies went they carried law and built roads. Outline of Lit. J. Drinkwater—p. 142.

(১৩৬) ...When Rome became dominant, scientific research withered, not from any positive discouragement of it by Romans, but from their lack of interest in such matters, for it is a remarkable fact that, although a great intelligent and practical people, with an astonishing genius for some kinds of mental activity particularly law and certain branches of literature and most unusual diligence in what we should now call applied science, as shows by their engineering, sanitation and other contributions to civilised life, they never in their whole of history produced one mathematician, physicist, geographer or natural scientist of any original merit. Their most learned man, such as the Elder Pliny, were industrious compilers of what other nations...had found out. Outlines of Classical Lit. —Rose.—p. 145.

রোম নগর-পত্তনের যে ইতিহাস পড়া যায় তা প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তী মাত্র। কথিত আছে ১১৮৪ খৃঃ পূঃ অব্দে ট্রয়ের পতনের পর (কিংবদন্তী ট্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা Dardnus ইতালী থেকেই গিয়েছিলেন) Æneas তাঁর অনুচরগণ সহ বহু কষ্টে ভগবানের নির্দেশে ইতালীতে এসে পৌঁছান এবং এনিয়াসের পুত্র Ascanius প্রথমে Lavinium এ এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশেরই রাজা Romulus ৭৫৩ খৃঃ পূঃ অব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশ ৫১০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত এই দেশের বেশীর ভাগ শাসন করেন এবং ঐ বৎসরেই Brutus এবং Collatinus প্রথম কনসাল রূপে প্রজাতন্ত্র (?) প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে রোমের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় এবং সেই সময়েই রোমকগণ গ্রীক সাহিত্য সংস্কৃতি ও দর্শনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। শুধু তাই নয়, তখন শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন বলতে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতির অধ্যয়নই বুঝাতো। তখন নেপেলস্ উপসাগরের তীরে যে সকল গ্রীক নগর ছিল তাও (৩৪৩-৩৪১ খৃঃ পূঃ) অব্দে প্রথম Samnite যুদ্ধের পর রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজিত গ্রীক রাজ্যসমূহ যতই রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল, রোমকগণও ততই গ্রীক সংস্কৃতি সাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন। আলেকজেন্ড্রিয়া যখন খ্যাতির উচ্চশিখরে তখন অভিজাত রোমকগণ গ্রীকভাষা শিক্ষা করতেন। হানিবলের সঙ্গে যুদ্ধের পর সমগ্র জাতিকে গ্রীক প্রভাবমুক্ত করবার জন্য Cato (Elder) বক্তৃতা দিতে থাকেন। ১৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীক দার্শনিকগণ রোমে গিয়ে সাধারণের নিকট গ্রীক দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন এবং সর্বসাধারণও তা সাগ্রহে শুনত ও গ্রহণ করত। কিন্তু Cato অবিলম্বে তাঁদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেবার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশ দেন। (১৩৭) বস্তুতঃ রোম সাম্রাজ্যের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক অধিকৃত নগরগুলি যেমন রোম সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হল, তেমনি গ্রীক সংস্কৃতিও রোমের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস ক'রে ফেলল।

আশ্চর্য এই যে যিনি প্রথম 'লাটিন সাহিত্যের সৃষ্টি করেন তিনি জাতিতে গ্রীক। তখন দেশীয় ভাষায় (রোমান) দুই-একজন কবি বা লেখক না ছিলেন এমন নয় কিন্তু তাঁরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন না। Pyrrhosএর যুদ্ধে Tarentineএর Andronikos নামে এক গ্রীক যুদ্ধবন্দীকে রোমে এনে এক অভিজাত রোমবাসীর নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়। ক্রেতা ক্রীতদাসটিকে শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি বুঝতে পেরে সন্তানদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। তার পরে তাকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তার নাম হয়, Livius Andronikos। ইতিমধ্যে তিনি লাটিন ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং জীবিকার

(১৩৭) A History of Rome—Moses Hadas—p. 37

জন্ম লাটিনভাষী ছাত্রদের একটা স্কুল স্থাপন করেন। তখন, হোমরের মহাকাব্য রোমকগণ গ্রীকভাষায়ই পড়ত। লাটিন ভাষায় কোন কাব্য না থাকায় তিনি প্রথম লাটিনে ওডিসির অনুবাদ করেন এবং সর্বসাধারণে অভিনয়যোগ্য কোন নাটক না থাকায় তিনি কতকগুলি গ্রীক নাটকও লাটিনে অনুবাদ করেন। ২৪০ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁর প্রথম নাটক অভিনীত হয় এবং সেই নাটকে তিনিও একটি প্রধান ভূমিকা অভিনয় করেন। (১৩৮) পরবর্তী খ্যাতিমান কবি Gnacus Nævius (of Campana) ও জাতিতে রোমক নয়, তিনি প্রথম পিউনিক যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং রোম ও কার্থেজের যুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে এক মহাকাব্য রচনা করেন। কয়েকখানি নাটক—ট্র্যাজেডি ও কমেডিও ইনি রচনা করেন। এঁদের কবি-খ্যাতি ক্ষুন্ন ক'রে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনিও জাতিতে রোমক নয়। Q. Ennius (of Rudiæ—Tarentum এর নিকটবর্তী একটি শহর) (২৩৯—১৬৯) কতকগুলি নাটক লেখেন এবং Nævius এর লেখা কাব্যের ঘটনা ব্যতীত সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস এক মহাকাব্যে গ্রথিত করেন। তাঁর ভাষা লাটিন কিন্তু গ্রীক ছন্দ, গ্রীক রচনা শৈলী ও গ্রীক আদর্শে রচিত। তাঁর বেশীর ভাগ রচনার উৎস ইউরিপিডিস্। (১৩৯)

লাটিন সাহিত্য গ'ড়ে উঠবার পূর্বেই রোমক চরিত্রে গ্রীক দর্শনের প্রভাব সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। Stoic ও Epicurean দর্শনের চিন্তাধারা রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীর চিত্ত অধিকার করেছিল বটে কিন্তু বস্তুবাদী ব্যবহারিক রোমকগণের মধ্যে সে শিক্ষা ও দর্শন নূতন ভাবে প্রকাশ পায়। Ennius এর নাটকের মধ্যে গ্রীক নবজাগরণ (রেনেসাঁ) যুগের ও এ্যাটিক যুগের দার্শনিক চিন্তাধারার একটা মৃদু স্পর্শ সুস্পষ্ট। হেলেনিক-রোমান যুগে ব্যক্তিবাদকে ভিত্তি করেই দর্শন গ'ড়ে উঠেছিল। এ্যারিস্টটলের পরবর্তী দার্শনিকগণ গ্রীক নবজাগরণ যুগের যুক্তিবাদের (যে যুক্তিবাদ দর্শনকে ধর্মীয় সংস্কার থেকে মুক্ত করেছিল) সঙ্গে ধর্ম-ভিত্তিক নীতিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যক্তিবাদ যুক্তি-নির্ভর হ'য়ে পাশ্চাত্য দর্শন হ'য়েই রইল। কেবল মাত্র সদগুণাবলী অনুশীলনই এই নীতিবাদ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তাই রোমান যুগে ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে দর্শন যুক্ত হ'য়ে যায়। যুক্তি-ভিত্তিক সদগুণানুশীলনের আদর্শ জাতীয় চরিত্রের সাধারণ নীতিবাদ হ'য়ে পড়ে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে ব্যক্তিবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মবাদে পর্যবসিত

(১৩৮) Paradoxically, the first man of letters of whom we know anything definite was not a native speaker of Latin at all, but a Tarentine Greek named Andronikos. Taken prisoner in the war with Pyrrohs, he was sold as a slave, after the usual fashion and bought by a member of the Gens Livia, who set him to teach his children, for Andronikos was a learned man. Outlines of Cl. Lit. Rose—p. 149 also Encyclopædia Britt. 9th Ed. Vol XX—p. 716.

(১৩৯) When he wrote tragedies, again he sometimes chose subjects from Roman history...early or recent but generally he went to Euripides for his originals adopting to judge by what is left to us, pretty, freely. Ibid—Rose—p. 150

হয়। (১৪০) Panætius (of Rhodes) এর প্রচারে রোমের জনগণের মধ্যে Stoic মতবাদ ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। (১৪১) প্রথম ম্যাসিডন যুদ্ধ (২২৫ খৃঃ পূঃ) থেকে তৃতীয় ম্যাসিডন যুদ্ধ (১৭১-৬৭) পর্যন্ত গ্রীক সাহিত্য ও গ্রীক Virtue র সঙ্গে রোমকদের পরিচয় তাদের জাতীয় চরিত্রকে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবপ্রসূত জাতীয় বৈশিষ্ট্য রোমকে পিউনিক যুদ্ধে জয়ী করে, নইলে ঐশ্বর্যশালী, নৌযোদ্ধা কার্থেজকে পরাজিত করা রোমকদের পক্ষে হয়ত সম্ভব হত না। রোমকদের এই জাতীয় চরিত্র গ্রীকদর্শন ও সাহিত্যের দান। (১৪২)

স্টোইকদের আদর্শ-মানুষের ধারণা সক্রেটিস ও এ্যান্টিস্থেনিসের আদর্শগত। তাঁদের দর্শনের মূলে ব্যক্তি ও বিশ্বের সামঞ্জস্য ছিল, সেটা ধীরে ধীরে সমাজিক ও পরে অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তিবাদে পরিণত হল কিন্তু রোমকরা তাদের এই ভ্রষ্ট মতবাদের শিক্ষা থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের প্রখ্যাত আইন-বিধি প্রণয়ন করল।

পক্ষান্তরে কতকগুলি কবি ও লেখক এই সময়ে এপিকিউরিয়ান মতবাদ প্রভাবিত হ'য়ে ব্যক্তিবাদের আদর্শকে অনুসরণ করেন। Metrodorus, Colotes (of Lampsæus), Zeno (of Sidon) এবং Phædrus (of Godarra) এবং পরে প্রখ্যাত লাটিন কবি Litus Lucretius Carus এই ব্যক্তিবাদকে পূর্ণতর ক'রে তোলেন। C. Amafinius খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে রোমে এপিকিউরিয়ান মতবাদ প্রচার করেন এবং রোমে তাঁর অনেক অনুরাগী শিষ্য হ'য়ে পড়ে—Lucretius তাদের একজন। যদিও এপিকিউরিয়ানগণ দেহগত সুখ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক আনন্দকে উপরে স্থান দিয়েছেন এবং সে আনন্দ কান্তিবোধপ্রসূত তথাপি তা আত্মবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আত্মবাদ যখন কান্তিবোধ বিচ্যুত হ'য়ে ব্যক্তিজীবনে প্রবেশ করে তখন তা অতি সাধারণ নীতিবোধে পর্যবসিত হয়,—যে নীতিবোধ ব্যক্তিগত যুক্তি চালিত হ'য়ে অহংপূর্ণ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। রোমানযুগেও ভ্রষ্ট আত্মবাদ ঠিক এমনি একটা পথ নিয়েছিল, যার ফলে রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটগণ সিংহাসনে বসেছেন কেবলমাত্র নিহত হওয়ার জন্যেই। এই আত্মবাদই গ্রীসে একটা জাতীয় আদর্শবাদ গ'ড়ে তুলেছিল কারণ তা সাধারণ অহংবাদে পরিণত হয়নি কিন্তু রোমানদের বস্তুবাদী অন্তরে আত্মবাদ সোজাসুজি অহংবাদে পরিণত হল। সেই কারণেই লাটিন সাহিত্যে স্থূল বাস্তবতা অধিকতর প্রকট হ'য়ে উঠল।

---

(১৪০) Individual ethics, which the post-Aristotelian School made the burden of Philosophy, was virtually called to restore to the cultured world of antiquity the religion lost in the Greek Renaissance...But virtue, as the Stoics and Epicurians taught it did not prove adequate to be the solution of the problem. Thus philosophy also became drawn into the great religious movement which had possessed the races of the Roman Empire. Windelbund—Ibid—p. 247.

(১৪১) Ibid—p. 305

(১৪২) At Carthage nothing is regarded disgraceful if it brings a profit, at Rome nothing is more disgraceful than to receive bribes and make profit by improper means. History of Rome. Hadas—p. 23

(১৪২) Ibid—Windelbund—p. 313.

গ্রীক New Comedyর অনুকরণে Maecius Plautus (২৫০-১৮৪ খৃঃপূঃ) যে নাটকগুলি লিখলেন তা শুধুমাত্র সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য; যার মধ্যে বস্তুবাদপ্রসূত একটা বৈশ্যবৃত্তির ছাপ সুস্পষ্ট। ইউরিপিডিস সফোক্লিসের গভীরতা, চরিত্রবিশ্লেষণ বা মানবতা তার মধ্যে ক্ষীণতর হ'য়ে এসেছে এবং বস্তুবাদের প্রভাবে, যুক্তির চাতুর্য্যে সামাজিক দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তার Amphitryon নাটকে Hercules এর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। Amphitruo যুদ্ধ জয় ক'রে তাঁর ক্রীতদাস Sosiaকে স্ত্রীর নিকটে পাঠান, কিন্তু আশ্চর্য সে দেখে সেখানে আর একজন Sosia বাইরে এবং Amphitruo ভিতরে। তারা দু'জন ছদ্মবেশী দেবতা মার্কারী ও জুপিটার। এর পরে পত্নী Alcumena যে সন্তান প্রসব করেন সেই হারকিউলিস্। নাটকের শেষে Alcumenaকে নির্দোষ বলা হয়েছে যেহেতু সে স্বামীজ্ঞানেই দেবতাকে দেহদান করেছে। The Crock of Gold নাটক এক কৃপণের কাহিনী। কৃপণ কন্যা Euclioর কৃপণের nephew কর্তৃক অবৈধ গর্ভসঞ্চারকে কেন্দ্র করে নাটক গ'ড়ে উঠেছে। এই দুইটি নাটক প্রথমে ফ্রান্সে Molière ও পরে ইংলণ্ডে Dryden ও Fielding দ্বারা অনুকৃত হয়, যদিও তাঁরা লাটিন ঐতিহ্য ও রীতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন।

পরবর্তী নাটক Captives সমস্ত রকম দুর্নীতি ও অশালীনতামুক্ত। এর বিদূষক চরিত্রও—নির্মল, সুন্দর। Plautus এর এই আকস্মিক পরিবর্তন কেন হয়েছিল তা বলা কঠিন। তার Meæchmi থেকে শেকস্পীয়র কমিডি অফ্ এররস্ এর আখ্যানবস্তু গ্রহণ করেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক নাটক Bragging Soldier (Miles Gloriosus), Rudius নাটক ক্রীতদাসদাসীগণের ভাগ্যবিপর্যয় নিয়ে লেখা।

এই যুগের অন্যতম প্রখ্যাত নাট্যকার Terence (১৯৫-১৫৯), উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী। তাঁর প্রথম নাটক Andria। দ্বিতীয় নাটক Hecyra (Mother-in-law)-র গল্পটি নাটকীয়। Pamphilus, Philumena-কে বিবাহ করে কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরেই তার একটি সন্তান হওয়ায় সে পত্নী-ত্যাগ করে। তার মাতা মীমাংসার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন কিন্তু Bacchi প্রমাণ ক'রে দেয় যে এ সন্তান তারই। বিবাহের কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ একরাত্রে দু'জনের দেখা হয়েছিল এবং তখন অপরিচিতা কুমারী ফিলোমিনাকে সে ধর্ষণ করেছিল এবং এ সন্তান তারই এবং তখন উভয়ের মিলন হয়। এটি Terence-এর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক কিন্তু এতে এই যুগের দুর্নীতি সুস্পষ্ট—সে যুগে নারীধর্ষণ এমন গর্হিত কিছু বলে হয়ত বিবেচিত হত না। (১৪৩)

(১৪৩) The play is Terence's best, and incidentally throws a curious light on the morality of New Comedy. The rape is passed over as no great matter, nor in any way inconsistent with Pamphilus's generally amiable and gentle character. Ibid—Rose—p. 160.

তাঁর Heauton Timorumenos গ্রীক নাট্যকার Minander-এর নাটক অবলম্বনে লেখা। Eunuchus নাটকে মিনাণ্ডারের দুইটি চরিত্র Thraso এবং এবং Gnatho গৃহীত হয়েছে—এই দুটি চরিত্রের প্রভাব পরে ইংরাজী নাটকেও দেখা যায়। গ্রীক Apollodoros অবলম্বনে Phormid লেখেন। এই দুইজন লাটিন নাট্যকারের মধ্যে মৌলিকতা যতই থাক তাঁরা গ্রীক নাটকের চরিত্র বা আখ্যানের উপরে কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি।

Ennius-এর ভ্রাতুষ্পুত্র (nephew) Paerious (২২০) গ্রীক নাটকের অনুসরণে কতকগুলি নাটক লেখেন, তার মধ্যে গ্রীকদর্শনের বিক্ষিপ্ত প্রচার লক্ষণীয়। Lucilius (জঃ ১৮০ খৃঃ পূঃ) রোমান ব্যঙ্গ সাহিত্যের (satire)-এর জনক।

গ্রীসের গণতন্ত্রের যুগে যে কারণে যে পরিবেশে ভাষণ-সাহিত্যকে আশ্রয় করে **গদ্য সাহিত্য** গড়ে ওঠে সেই একই অবস্থায় রোমেও ভাষণ-সাহিত্য গড়ে ওঠে ; এবং গ্রীক ভাষণ-সাহিত্যের প্রভাবও প্রবলভাবে এসে পড়ে। Cicero তাঁর ভাষণ-সাহিত্যের ইতিহাসে Brutus-কে প্রথম বাগ্মী ব'লে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর কোন লেখা বেঁচে নেই। Cato (২৩৯-১৪৯)ই প্রথম গদ্যলেখক,—গ্রীক প্রভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীনভাবে তিনি সৃষ্টি করতে চাইলেও তখন আকাশে-বাতাসে গ্রীক প্রভাব, সুতরাং তিনি সে প্রভাবমুক্ত হ'তে পারেননি। তাঁর Origines-এর সামান্য কিছু কিছু পাওয়া যায়।

রোমেও গ্রীসের মত ইতিহাস রচিত হয়। প্রথম রোমক-ঐতিহাসিক লেখক Quintus Fabius Pictor, গ্রীক ভাষায় কিছুটা রোম-ইতিহাস লেখেন, তিনি প্রথম পিউনিক যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। Lucius Alimentus, Claudius, Valerious, Macer প্রভৃতি কিছু কিছু ইতিহাস লাটিনে লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাসবিদ্ Sulla Cicero-র সময়ে লাটিন গদ্যসাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করেছে, তখন পাঠকসংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে এবং প্যাপিরাসে লেখা পুস্তকবিক্রয় ব্যবসাও আরম্ভ হয়েছে। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে রোম রাজনৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। Julius Cæsar প্রথম মনস্থ করেন এবং Augustus প্রথম রোমে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। তখন গ্রীক পণ্ডিতগণ ভাল চাকুরী পাওয়ার আশায় রোমে এসে ভিড় করেন এবং গ্রীক পদ্ধতিতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৪৪)। সেখানে গ্রীক এবং লাটিন উভয় সাহিত্যই শিক্ষা দেওয়া হত। এই সময়ে স্ত্রীশিক্ষাও প্রচলিত হয়—এবং এই সময়ে অনেক বিদুষী মহিলারও নাম পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে ম্যাসিডোনিয়ন যুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রোমান প্রদেশে গ্রীক সাহিত্য, ভাষা ও দর্শনের প্রভাব রোমকদের

(১৪৪) Ibid—Rose—p. 171.

সাংস্কৃতিক জীবন গ'ড়ে তোলে (১৪৫)। যদিও এই প্রভাব রোমক চরিত্রে গ্রীক জাতীয় চরিত্রের আদর্শবাদ, সদ্‌গুণাবলী অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও কান্তিবোধ সঞ্চারিত করতে পারেনি তথাপি রোমকদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, যুদ্ধবিদ্যা ও বস্তুজগতের ব্যবহারিক প্রতিভা তাদের জাতীয় জীবনকে গ'ড়ে তুলেছিল। গ্রীক জাতির মানবতা, গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি—তা ব্যক্তিবাদ বা আদর্শবাদপ্রসূতই হোক না কেন—রোমক চরিত্রে দেখা দেয়নি কিন্তু তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বস্তুতান্ত্রিক জগতে তাদের অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই যুগের পরেই রোমের স্বর্ণযুগ,—এই যুগে গ্রীক সাহিত্য-প্রভাবিত লাটিন সাহিত্য মৌলিকতা ও রচনাবৈশিষ্ট্যে, ভাবে ও ভাষায় গ্রীক সাহিত্যের প্রতিযোগী হ'য়ে ওঠে।

রোমের স্বর্ণযুগ

স্বর্ণযুগের প্রথম লাটিন কবি Titus Lucretius Carus (৯৪-৫৫ খৃঃ পূঃ)। তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার মত অনুভূতিশীল অন্তর নিয়ে জন্মেছিলেন। এই সকল ব্যক্তিত্ব সাধারণতঃ একটা দার্শনিক আশ্রয় ব্যতীত জীবন অতিবাহিত করেন না, তিনিও জগত ও জীবনের মধ্যে একটা দার্শনিক তত্ত্ব খুঁজেছিলেন। তখনও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয়নি, প্রাচ্য থেকে অনেক রহস্যপূর্ণ ধর্ম রোমে পৌঁছেছে কিন্তু বস্তুবাদী রোম তা গ্রহণ করেনি। কেবলমাত্র এপিকিউরিয়ান মতবাদ রোমে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই মতবাদ মূলতঃ বস্তুতান্ত্রিক পরমাণুবাদ। আমাদের ইন্দ্রিয়ই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম যদিও মাঝে মাঝে তা ভ্রান্তিজনক। বস্তু অস্থায়ী, আত্মাও নশ্বর, অতএব জীবনে আনন্দই কাম্য। কিন্তু সাধারণ ইন্দ্রিয়গত আনন্দ ও সুখ অবসাদদায়ক, অতএব মনোজগতের আনন্দই আনন্দ—প্রকৃত আনন্দ এবং তা কান্তিবোধ দ্বারা অর্জন করা যায়। এই মতবাদ ভ্রষ্ট হ'য়ে ইন্দ্রিয়সুখগত হ'য়ে পড়া একেবারে স্বাভাবিক, এবং রোম এই পতিত এপিকিউরিয়ান মতবাদই গ্রহণ করেছিল। জুলিয়াস সিজর এই রকম মতাবলম্বী ছিলেন (১৪৬)। রোমে এই মতবাদের কান্তিবোধ ও অতীন্দ্রিয়তা কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি (রোমের ইতিহাসে সম্রাট-হত্যার তালিকাই তার প্রমাণ)। Lucretius এই মতবাদ গ্রহণ ক'রে নীতিমূলক কবিতা লেখেন। তাঁর লিখিত ছয়খানি গ্রন্থের প্রথম দু'খানিতে

(১৪৫) Rome in the concluding years of the Republic and at the beginning of the Empire, was on the one hand wide open to Greek influences in everything except politics and military matters, on the other, she was rapidly becoming the intellectual centre of the civilized world and conscious of her own abilities in what had once been exclusively Greek art, the production work, both in verse and prose, which were often respectable and sometimes of high literary worth. Ibid—Rose—p. 172-73.

(১৪৬) Ibid—Rose—p. 175-176.

ডিমোক্রিটসের অনুসরণে পরমাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখেন, তৃতীয় গ্রন্থে আত্মার নশ্বরত্ব, চতুর্থ গ্রন্থে ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানার্জনের মাধ্যম, পঞ্চম গ্রন্থে জগত সৃষ্টি ও জীবজগতের ব্যাখ্যা এবং ষষ্ঠ পুস্তকে থুসিডাইডের অনুকরণে জাগতিক জীবনের কয়েকটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। সর্বসাকুল্যে তিনি লাটিন ভাষায় গ্রীকদর্শনের একটা দিক ব্যক্ত করেন মাত্র। তাঁর রচনা আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রীকগণের অনুকৃতি, ছন্দে, দার্শনিকতায়, প্রকাশভঙ্গিতে তিনি সেই যুগীয়। তাঁর কবিতায় এই পরমাণুবাদ তত্ত্ব যান্ত্রিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

For certainly it was not by design
That atoms, gifted with intelligence
Arranged themselves in order or agreed
Upon the moments to be made by each !...
Lucretius 1,—1021—8 quoted from
Cambridge Ancient History Vol. VII. p. 245.

এই নিরীশ্বরবাদ রোমের নৈতিক জগতকে আলোড়িত করেছিল কারণ এপিকিউরিয়ান শিক্ষা, জাগতিক সুখকেই কাম্য বলেছে (১৪৭)। এই প্রভাব যে সাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করবে এ আর আশ্চর্য কি ?

এই সময়ে Cato, তাঁর শিষ্য Macer, Julius Cæsar, Vatinius, Catallus প্রভৃতি আলেকজেন্দ্রিয়া যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে লাটিন সাহিত্যে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে কবি Catallus (জঃ ৬৮-৫৫ খৃঃ পূঃ) Lesbia নামক এক রমণীর উদ্দেশ্তে ব্যক্তিগত অনুভূতি সমৃদ্ধ কবিতা লেখেন, Sappho-র পরে ইনিই প্রথম এই প্রেমের কবি। অবশ্য তাঁর কল্পনায় Lesbia প্রকৃত ক্ষেত্রে সিজারের অনুগত Clodius-এর ভগ্নি Clodia। তিনি কতকগুলি গ্রীককাব্য ও নাটক লাটিনে অনুবাদ করেন। কবি হিসাবে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যুগধর্মের প্রতীক।

লাটিন ভাষণ ও গদ্যসাহিত্যে Cicero-র নাম অমর হ'য়ে আছে এবং থাকবে। তিনি রাজনীতিবিদ্, তাঁর লেখা তখনকার রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি প্রথমে কতকগুলি মামলায় গ্রীক বাগ্মীদের ন্যায় ওকালতি করে খ্যাতিলাভ করেন এবং এই খ্যাতিই তাঁকে রাজনীতির আবর্তে টেনে নিয়ে যায়। তাঁর Catelinarean Orations ডিমোস্থেনিসের ভাষণ-সাহিত্যের মত প্রখ্যাত। তাঁর সময়ে রোমের রাজনীতি আবর্তসঙ্কুল, এবং এই আবর্তে জড়িয়ে পড়লে, প্রথম ত্রিমূর্তি (Triumvirate) Pompey, Julius Cæsar ও Lacinius দ্বারা তিনি বিতাড়িত হন এবং পরে গৃহযুদ্ধের সময়ে Pompey-কে সমর্থন করেন, তথাপি সিজার তাঁকে ক্ষমা করেন। সেই সময়ের

(১৪৭) The individual consists of a union of body and soul. Both are the results of temporary combination of atoms, materials and therefore mortal...... ...when we exist death is not present and when death is come there we are not. (Epicurus)—Camb. Anct. Hist. Vol. VII—p. 246.

কয়েকটি ভাষণ চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। তার পরে সিজারের হত্যা (১৫ই মার্চ, ৪৪ খৃঃ পূঃ) পর এক দলের নেতারূপে Mark Antony-র বিরুদ্ধতা করেন। এ্যান্টনি বিদ্রোহ করলে তিনি কতকগুলি ভাষণ দেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে আছে তাঁর 'Second Philippe'। তাঁর De Oretore (concerning the Ideal Orator), এ্যারিস্টটলের Dialogue-এর অনুকৃতি, তাঁর Brutus, Orator এবং Topicaও অনুরূপ। শেষের দিকে তিনি রোমকদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তি নিয়ে দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি Plato ও Xenophon-এর অনুবাদ করেন, এবং প্লেটোর মত On the State (De Republica) লেখেন। তাঁরই রিপাবলিকের অনুকরণে On Laws (De Legibus) প্রণয়ন করেন। সেখানে তিনি অনেকটা Stoicism এর পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েন এবং তাঁর Prior Academics-এ তার প্রচার করেন। তাঁর On the Nature of Gods-এ প্রথমতঃ এপিকিউরিয়ান মতবাদ ও পরে স্টোইক মতবাদ প্রচার করেন। তিনি প্রচুর লিখেছিলেন, দর্শন, রাজনীতি আশ্রয় ক'রে তাঁর প্রতিভা প্রস্ফুটিত হয়েছিল সত্য কিন্তু তাঁর Pomponius Atticus-কে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে তাঁর সত্যিকার ইতিহাসবিদের প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর পরবর্তী প্রায় সব গদ্যলেখক তাঁর লিখনশৈলী অনুসরণ করেছেন কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী Attic গদ্যের অনুসরণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান জুলিয়াস সিজার, তাঁর ভাষা সিসেরোর মত অলঙ্কারসমৃদ্ধ না হলেও সহজ সুন্দর (Drily Vivid)। তাঁর Commentarri (Notes for a History of the Gallic and Civil Wars) সহজ ও প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

এই যুগের অন্যতম ইতিহাস-লেখক Sallust (৮৬-৩৫ খৃঃ পূঃ) আফ্রিকায় রোমের প্রতিনিধি শাসক হিসাবে যথেষ্ট অত্যাচার ক'রে কুখ্যাত হন। তাঁর কতকগুলি পুস্তিকা ইতিহাসের ছদ্মবেশে রাজনীতি। তিনি (৭৪-৬৬ খৃঃ পূঃ) বৎসরের ইতিহাস লেখেন এবং তাঁর On the Conspiracy of Cateline, War with Jugartha গ্রীক ঐতিহাসিকগণের অনুকৃতি এবং সেখানে তিনি নির্বিবাদে ও নির্বিচারে গ্রীক বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন। আরও অনেকে সমসাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন—Hirtius-এর Gallic War এবং Billum Alexandrinum-এ সিজারের গ্যালিক যুদ্ধ ও আফ্রিকা বিজয়ের কাহিনী পাওয়া যায়। Varro লিখিত Roman Antiquities, Menippean Satires ইতিহাস ও সাহিত্যকীর্তির পরিচয় বহন করে। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, ছয় খণ্ডে তাঁর On the Latin Tongue (De Lingua Latina) তাঁর পাণ্ডিত্যের স্মরণীয় প্রমাণ। Publius Nigidius জ্যোতিষী ও ঐতিহাসিক,—পিথাগোরাসের ভাবশিষ্য। লাটিন সাহিত্য এই সময়ে রূপ নিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু প্রজাতন্ত্রের বিকৃত শাসন ও অবিরাম গৃহযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে সাহিত্য অগ্রগতি লাভ করেনি। যখন Octavian (Augustus) (২৭ খৃঃ পূঃ—১৪ খৃঃ পূঃ) এ্যান্টনিকে

পরাজিত ক'রে সমগ্র সাম্রাজ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তখন লাটিন সাহিত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। গ্রীসের মত প্রজাতন্ত্রের অবসানে ভাষণ-সাহিত্য লুপ্ত হল কিন্তু তার রচনাশৈলী গদ্যসাহিত্যে আশ্রয় পেল। রোমেও গ্রীসের মত কল্পিত সমস্যার উপর [যথা, কোনও যোদ্ধার সহিত যুদ্ধকালে তাঁর অস্ত্র ভেঙ্গে যায়, তখন তিনি দেবস্থানের তরবারি নিয়ে যুদ্ধে জয়ী হন—এক্ষেত্রে তিনি দণ্ডার্হ না পুরস্কারযোগ্য ?] ছাত্রগণকে ভাষণ লিখতে দেওয়া হত, ছাত্রগণ ভাষণ লিখনে বাক্যের বিশিষ্ট প্রয়োগ, চাতুর্যপূর্ণ অর্থ আরোপ, ও ক্ষুদ্র বাক্যে ভাব প্রকাশ করতেন। এই লিখনশৈলী লাটিন সাহিত্যে আশ্রয় লাভ ক'রে তাকে কৃত্রিম ও জটিল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু তার পরে Augustus-এর যুগে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে লাটিন সাহিত্য প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল। সম্রাট নিজ স্বার্থেই রাজ্যের শৃঙ্খলার জন্যে লেখক ও সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত করেন এবং তাঁরাও কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর গুণগান ক'রে রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে সহায়তা করেন (১৪৮)। রাজানুকূল্যের শান্তিময় পরিবেশে, এই যুগে Virgil, Horace, Livy এবং Seneca প্রভৃতি মনীষীর প্রতিভা স্বাধীন ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

Virgil (৭০-১৯ খৃঃ পূঃ) খুব ধনী পরিবারের সন্তান না হ'লেও সর্ববিধ শিক্ষার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। Siron নামে এক এপিকিউরিয়ান শিক্ষকের নিকট তিনি দর্শন শিক্ষা করেন। তিনি লাজুকপ্রকৃতি ও কথাবার্তায় অপটু ছিলেন ব'লে বাগ্মিতায় বা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাননি। তিনি তরুণ বয়সেই লিখতে শুরু করেন কিন্তু তখন গৃহযুদ্ধের জন্য তাঁর লেখা ব্যাহত হয়। গৃহযুদ্ধের পরে যখন সমস্ত জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'য়ে সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তখন তাঁর পিতৃসম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হ'য়ে যায়—অবশ্য পরে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে তা পুনরায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ৩৯ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি Eclogue (Selections) or Bucolica (Poems of the Countryside) প্রকাশ করেন। এই কবিতা তখনকার সরকারী প্রচার মন্ত্রী Mæcenas-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি প্রধানতঃ থিওক্রিটসের অনুগামীরূপে তদানীন্তন Octavian (পরে সম্রাট Augustus)-এর গুণগান করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁর জন্মভূমি Mantua-তে তাঁর ও সহনাগরিকগণের উপর অত্যাচারের কথাও বলেন (১৪৯)।

(১৪৮) The imperial government was on the whole favourable to literature and Augustus in particular, who was a master of propaganda saw the importance of getting educated opinion on his side...the most tyrannical such as Dominitian were well content that literature should flourish, provided always that it referred to them and their government, if at all, in tones of courtly and ingenious flattery. Rose—Ibid. p. 201.

(১৪৯) Virgil's work consisted of extremely good and practical adaptations of Theokritos, full of allusions to contemporary events, which without unmanly flattery of Octavian extrolled him and yet protested against the injustices done to the poet and his fellow citizens of Mantua, while one magnificient poem, the 4th predicted the coming of a golden age, heralded by the brith of a child. Ibid—p. 202.

তিনি আগতপ্রায় স্বর্ণযুগের ভবিষ্যৎবাণীতে আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতের এক শিশু পিতা Octavian-এর কার্য সুসম্পন্ন করবে। এই কাব্য রচনার পরে রাজানুগ্রহে Naples এর নিকটে তাঁকে একটি জায়গীর দেওয়া হয় এবং তিনি নূতন উৎসাহে লিখতে শুরু করেন। এই সময়েরই লেখা তাঁর Georgies (৩৬ খৃঃ পূঃ)। এই কাব্যে তিনি গ্রামীন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাষ-আবাদ, প্রকৃতি ও সমৃদ্ধি অতি নিবিড় অনুভূতি ও অপরিসীম দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন—যা চিরন্তন হ'য়ে আছে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে। যদিও তিনি এ বিষয়ে Lucretius-এর অনুকারী তথাপি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা একে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে।

সম্রাট অগাস্টাসের অনুপ্রেরণায় তিনি লাটিনে হোমারিক মহাকাব্য রচনা করেন—এই তাঁর প্রসিদ্ধ Æneid। এই মহাকাব্য প্রকৃতপক্ষে ইতালীর ইলিয়াড ও ওডিসি—তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সম্রাটের আদর্শবাদ। ট্রোজান যুদ্ধের পরে এনিয়াস ট্রয়বাসীগণের শাসক ছিলেন, পরে তিনি সিসিলি ও সেখান থেকে এসে রোম প্রতিষ্ঠা করেন,—এটি কিংবদন্তী; তিনি এই কিংবদন্তীর শেষ অংশ গ্রহণ করেন।

এনিয়াস ইতালীতে প্রতিষ্ঠিত হতে বিধি-নির্দিষ্ট। প্রথম ছয় খণ্ডে এনিয়াসের এই অভিযান বর্ণনা—যাকে ওডিসি বলা যায়। অভিযানপথে দেবতা জুনোর আদেশে ঝড় হয়, সেই ঝড়ে তিনি আফ্রিকার উপকূলে কার্থেজে উপস্থিত হন। কার্থেজ Tyrian-রাজকন্যা Dido-র প্রতিষ্ঠিত রাজ্য। তাঁকে আফ্রিকায় চিরদিন রাখবার জন্যে জুনো ও ভেনাস যুক্তি করেন, এবং তাঁদেরই ইচ্ছায় ডিডো তাঁকে ভালবাসে; কিন্তু জুপিটার এনিয়াসের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে অনিচ্ছা সত্বেও তিনি কার্থেজ ত্যাগ করেন। তখন ডিডো তাঁকে এবং তাঁর বংশধরগণের উপর অভিশাপ বর্ষণ ক'রে আত্মহত্যা করেন। এনিয়াস সিসিলিতে এসে তাঁর পিতা Anchises-এর শেষকৃত্য করেন। তাঁর দুর্বল অনুচরগণকে পিছনে রেখে Cumaeর নিকটে গিয়ে Sibyl-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তার পরিচালনায় পাতালে প্রবেশ ক'রে ডিডোর এবং তাঁর সহকর্মীগণের মৃত আত্মার সঙ্গে দেখা হয়। সেখানে মৃত পিতার আত্মার সঙ্গেও দেখা হয় এবং তিনি রোমের উন্নত ভবিষ্যতের কথা তাঁকে জানান।—এই পর্যন্ত তাঁর ওডিসি।

এর পরে ইলিয়াডের আরম্ভ। লাটিনরাজ Latinus-এর কন্যা Lavinia-র সঙ্গে কোন বিদেশীর বিবাহ হবে এমনি একটা ভবিষ্যৎবাণী ছিল। এনিয়াস তার পাণিপ্রার্থী হলেন কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী Lurnus রাণী Amata-র অধিকতর স্নেহভাজন। Ratuliam-রাজ Tarunus-এর সঙ্গে একটা আকস্মিক ঘটনায় যুদ্ধ আরম্ভ হল। এনিয়াস Arkadia-র রাজা Eunderকে তাঁর সহকর্মীরূপে পেলেন, তাঁর পরামর্শে রাজা Mezentiuse এবং Etruscan-দের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। এই সমবেত সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি টাইবার নদীতীরে টারনাস্‌কে পরাজিত করেন এবং পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁকে হত্যা করেন।

এনিড কাব্য হোমরের অনুকৃতি সন্দেহ নেই। ভার্জিলের এপিকিউরিয়ান শিক্ষা এই সময়ে শিথিল হ'য়ে এসেছিল এবং তিনি হোমরোত্তর যুগের দর্শনে বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং বহু স্থানে হুবহু হোমরের অনুকরণ করেছেন (১৫০)। মহাকাব্যের নায়ক এনিয়াসের মধ্যে অগাস্টান যুগের নীতিকে প্রতিভাত করতে গিয়ে কবির চরিত্রচিত্রণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এই গীতি-কবির হিংস্রতা ও হত্যার প্রতি স্বাভাবিক বিকর্ষণ হেতু যুদ্ধ ও হত্যার দৃশ্যগুলি এপিকের উপযুক্ত মর্যাদা নিয়ে দেখা দেয়নি কিন্তু মৃত্যুর কারুণ্য (যথা Pallas, Camilla, Turnus Mezntius প্রভৃতির) অতি সুন্দর, দরদী ও অনুভূতিসমৃদ্ধ হয়েছে। ডিডোর চরিত্রের প্রতি কবির অত্যন্ত সহানুভূতি এনিয়াসকে যেন অপরাধী ক'রে তুলেছে। ডিডোর চরিত্রের মধ্যে ইউরিপিডিসের Mediea চরিত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট,—অনেক স্থলে পরবর্তী গ্রীক কবিগণের প্রভাবও দেখা যায়। রামায়ণ-মহাভারত যেমন পরবর্তী যুগের কাব্য-সাহিত্যের উৎস, গ্রীক এপিকও তেমনি লাটিন সাহিত্যের উৎস হ'য়েই ছিল—যদিও রোমের বস্তুবাদ তাকে নূতন স্বাদ দিয়েছিল।

ভার্জিলোত্তর যুগের সমস্ত লাটিন কাব্যে এনিডের প্রভাব দেখা যায়। তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে Flaccus, Statius এবং Silius Italicus তাঁদের কাব্য রচনা করেন। এমন কি বর্তমান যুগেও বহু উপন্যাসলেখক ভার্জিলের অনুকরণে মহা-উপন্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তাঁর গ্রাম্য গীতিকবিতা (Pastoral Poems) তাঁর মৃত্যুর পরে অনেকটা অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়ে কিন্তু রেনেসাঁতে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে—ইতালীতে, এমন কি ইংরাজী সাহিত্যে পোপ ও মিল্টনের মধ্যেও।

কতকগুলি কবি এই সময়ে নীতি-মূলক কবিতা লিখেছিলেন, এঁদের অনেকের লেখাই আজ বেঁচে নেই তবে Faliscus এবং Lucilius-এর কিছু কিছু কবিতা পাওয়া যায়। বহু অজ্ঞাত লেখকের লেখা ভার্জিলের নামেও চলতে আরম্ভ করে, যেমন Culex, Cricis-এ বর্ণিত Skylla-র কাহিনীও হয়ত ভার্জিলের নয়। এই সময়ে রোমে গ্রন্থ-ব্যবসায় আরম্ভ হয়েছিল একথা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। অতএব কিছু ভেজাল সাহিত্য সৃষ্টিও অসম্ভব নয়।

ভার্জিলের বন্ধু Horace (Horatius Flaccus—৬৫-৮ খৃঃ পূঃ) বাল্যকালে ভালরূপ শিক্ষাই পেয়েছিলেন এবং সিজার-হত্যার সময়ে গৃহযুদ্ধের মধ্যে তিনি Brutus-এর অধীনে চাকুরী করতেন। তাঁর ধন-সম্পদ সবই নষ্ট হয়ে যায় এবং জীবিকার জন্যেই তিনি কাব্য রচনা করেন।

হোরেস চিন্তাশীলতা, দার্শনিকতা বা গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্যে খ্যাতিলাভ করেননি। মানব-প্রীতি, দরদী অনুভূতি, সারল্য ও প্রবল সাধারণ জ্ঞানের জন্যই

৫০) Ibid—p. 205-206.

তাঁর খ্যাতি। তাঁর প্রথম সৃষ্টি Epodes, গ্রীক কবি Archilochos-এর ছন্দ ও ভাবের লাটিন অনুকৃতি ও সংগ্রহ। (১৫১) তাঁর এই রচনা পাঠ ক'রে Maecenus সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে Sabine-এ একটি জায়গীর দেন। এতে তাঁর অন্নচিন্তা দূর হয়। এখানে পল্লীপ্রকৃতি, প্রীতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তিনিও সম্রাট অগাস্টাসের সমর্থক ছিলেন কিন্তু ভার্জিলের মত সস্তা চাটুকারিতায় নিজেকে হীন করেননি। ৩৫ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি তাঁর Sermones (familiar talks) প্রকাশ করেন—এ রচনাকে ব্যঙ্গ (satire) কাব্য বলা চলে। তৎকালীন সামাজিক পাপ, নির্বুদ্ধিতা ও হীনতার প্রতি হাস্যকর ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ ও তিরস্কার-পূর্ণ এই কাব্য খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় কাব্য প্রকাশ করেন। সেটি আরও সুন্দর। বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ—যেমন কোন ভোজনের পরে মাতালদের চুপ করানোর দৃশ্য, কোনও ব্যক্তির হতাশ প্রণয়ের কাহিনী, কোনো ডুবে-মরা ব্যক্তির সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে জীবনের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে নীতিমূলক ভাষণ, কখনও এ্যাণ্টনি-ক্লিওপেট্রার পরাজয়ের মত সমসাময়িক ঘটনাও এতে স্থান পেয়েছে।

তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কাব্য তাঁর Letters (Epistulae—20 B.C.)। এই লিপিকাব্যের বিষয়বৈচিত্র্য মধুর-সুন্দর। শেষ জীবনে তিনি নীরবে দর্শন অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্রাটের প্রেরণায় লেখা ত্যাগ করতে পারেননি। এর পরে তিনি Art of Poetry, Ode জাতীয় কিছু কবিতা, এবং ১৭ খৃঃ পূঃ অব্দে যে Secular games হয় তার উদ্দেশ্যে Carmen Saeculare লেখেন—শেষেরটি অনবদ্য ও অবিস্মরণীয় কবিতা।

সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ পোপ, শেক্সপীয়র, মিল্টন প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের মধ্যে ভার্জিল ও হোরেসের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

আলেকজেন্দ্রিয়ার কবিগণ ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-প্রীতি-সুখ-দুঃখ নিয়ে কবিতা রচনার যে রেওয়াজ সৃষ্টি করেছিলেন, ভার্জিল ও হোরেস সে পথে যাননি। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকে গ্রীককবি Mimnermos এবং Antimachos এ-জাতীয় কবিতার সূত্রপাত করেছিলেন। ভার্জিলোত্তর যুগে এই বিশেষ কাব্যশাখার কবি C. Cornelius Gallus আলেকজেন্দ্রিয় কবিগণের শিষ্য। তিনি অগাস্টাসের অধীনে ভাল কাজ করতেন কিন্তু আকস্মিক কোন কুকর্মের ফলে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়। Lycoris নামে কোন অভিনেত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা তার প্রেমের কবিতা। অভিনেত্রীটি খুব সুন্দরী ছিলেন কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে আদৌ নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। তিনি বহু ব্যক্তির, এমন কি মার্ক এ্যাণ্টনীরও রক্ষিতা ছিলেন, এবং কোন ধনী প্রার্থীর জন্য কবিকে ত্যাগ করেন। ভার্জিল স্বয়ং তাঁর

(১৫১) Archilochos খৃঃ পূঃ ৭ম শতকের কবি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের Paros ও Ægean সমুদ্রে অভিযান ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা Iambic ছন্দে রচনা করেন।

কবিতার প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর দশম Eclogue কবি Gallus-এর উদ্দেশ্যে রচিত। আর একজন খ্যাতনামা কবি Albius Tibullus—হোরেস তাঁর লিপিকাব্যে এই কবির প্রশস্তি গেয়েছেন। Corvinus নামে এক ধনী তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর কাব্যও Delia নামে এক সুন্দরী এবং Nemesis নামে এক রূপজীবিনীর প্রতি। এই যুগের এই শাখার বিশিষ্ট কবি Sextus, তাঁর কাব্য তাঁর নিজের জীবন ও Hestia নামে এক রমণীকে ঘিরে, যদিও তার কাব্যে তাঁর নাম হয়েছে Cynthia. ৩১-২৩ খৃঃ পূঃ মধ্যে তিনি তিনখানি কাব্য এই একই বিষয় নিয়ে লেখেন। এই গোত্রীয় কবি Propertius'ও প্রসিদ্ধ।

এই শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি Ovid (Publius Ovidus Naso) শিক্ষার্থে রোমে আসেন এবং ছন্দবিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সরকারী চাকুরী পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী করে, তিনি কবিতায় মনোনিবেশ করেন। বড় কবির অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতির গভীরতা ও মননশক্তি তাঁর ছিল না কিন্তু ছন্দ ও অলঙ্কার-চাতুর্যে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর প্রথম কাব্য Loves (Amores) পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেন, পরে তিন খণ্ডে সংকলিত হয়। তিনিও সম্রাট অগাস্টাসের সমর্থক কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন নগ্ন প্রচার দেখা যায় না। তাঁর পরবর্তী লিপিকাব্য Heroides, এতে চৌদ্দজন প্রেমিকা তাঁদের স্বামীদের প্রতি কাব্য-লিপি লিখেছেন, যেমন পেনিলোপ ওডিসিউসের প্রতি, ব্রিসেইস্ একিলিসের প্রতি। ওভিডের এই লিপিকাব্যের অনুকরণ করে Sabinus এই পত্রগুলির উত্তর দিয়েছিলেন এবং এক অজ্ঞাত কবি Nut Tree নামে এক কবিতা লিখেছিলেন। অনেকে মনে করতেন এটি ওভিডের রচনা—এই অনুকরণই তাঁর কবিখ্যাতির প্রমাণ।

ওভিডের শ্রেষ্ঠ কবিতা তাঁর নীতিমূলক ব্যঙ্গ কবিতা (Mock-Serious didactic) Art of Love (Arts Amoris) এবং Cure of Love (Remedium Amoris). প্রথম কাব্যে রোমের বারবণিতা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্কে ১ম ও ২য় খণ্ডে পুরুষদের দিক থেকে এবং ৩য় খণ্ডে স্ত্রীলোকের দিক থেকে প্রেম বর্ণনা করেন। পরবর্তী কাব্যে সস্তা এই প্রেম ত্যাগ ক'রে বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের প্রণয়কে মধুরতর করে বর্ণনা করেন। তাঁর এই দুই কাব্যে তৎকালীন রোমের জনজীবন, বিলাসব্যসন ও নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় (১৫২)। তিনি লিখনশৈলী ও বিষয়বস্তু নির্ণয়ে গ্রীক কবি Kallimachos-এর অনুসরণ করেন (১৫৩)। তাঁর বৃহত্তম সৃষ্টি

(১৫২) Between them they give us a brilliant picture of the amoral but not unrefined or even unintellectual life of the Roman deminode and they are interspersed with all manner of interesting episodes, including mythological excursuses which Ovid handled lightly and well at least as well as any surviving Alexandrian. Rose—p. 224

(১৫৩) Ibid—p. 224.

Metamorphoses, ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত। সৃষ্টির আদিতে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে কী ক'রে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা এল, এবং সেই সময় থেকে সমসাময়িক রোমের সৃষ্টি পর্যন্ত বর্ণনা করেন। এর পরে কবির অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে, রাজনৈতিক কারণে তাঁকে কৃষ্ণসাগর তীরে Tomis-এ নির্বাসিত করা হয়, এবং এই কাব্যও অসমাপ্ত থেকে যায়। এই আকস্মিক রাজরোষের কারণ কেউ বলেন, তাঁর Arts ও Remedium কাব্য রোমের নৈতিক অবনতি ঘটিয়েছিল ব'লে, কেউ বলেন, সম্রাটের নাতনি কুখ্যাত Julia-র সঙ্গে নৈকট্যবশতঃ। রোম ত্যাগের পূর্বে রাগে-দুঃখে তিনি মেটামরফসিসের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলে ছিলেন, পরে এক বন্ধুর নিকট থেকে অন্য একটা পুঁথি উদ্ধার করা হয়। নির্বাসিত জীবনে কবিতাই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল। এই সময়ে তিনি Trista (দুঃখের কবিতা—Carmia) ও Expanto (Messages from the Black Sea) রচনা করেন। এই দুই কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, টমিসের নির্দয় প্রকৃতি ও অসভ্য মানুষের নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং ফিরে আসবার আকুল আবেদন রয়ে গেছে। এই দুই কাব্যে তাঁর জীবন-কাহিনী ও জীবনের দুঃখময় অধ্যায় রচিত হয়েছে। Ibis কাব্যে তিনি তাঁর অকৃতজ্ঞ পুরাতন বন্ধুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, এবং অজস্র অভিশাপ বর্ষণ করেন। তাঁর শেষ কাব্য Fasti (The Calender)। কবি Tomis-এই দেহ রক্ষা করেন। ওভিড প্রধানতঃ প্রেমের কবি, যদিও তাঁর কাব্য কখনও প্রেমানুভূতিতে পৌছয়নি। তথাপি হালকা প্রেম-প্রীতির স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অনুভূতি সাবলীল শব্দঝঙ্কারে ও অলঙ্কারে সুন্দর ও সুষম ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ওভিডের অনুকৃতি ইংরাজ কবি পোপ ও ব্রাউনিং-এর মধ্যে দেখা যায়। [পোপের Eloisa এবং ব্রাউনিং-এর Epistle of Karshish.]

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে ভাষণ-সাহিত্য অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়লেও **গদ্যসাহিত্যের** অগ্রগতি মন্দীভূত হয়নি। এই যুগের গদ্য লেখকদের মধ্যে Livy (Titus Livius—59 B. C.-17. A. D) রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং সারা জীবন রোমের ইতিহাস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁর রচিত ইতিহাস আজও রোম-ইতিহাসের উপজীব্য ও নির্ভর হ'য়ে আছে। ১৪২ খণ্ডে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। তার মধ্যে এখনও ৩৫ খণ্ড জীবিত আছে। এই যুগে লিভি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণামূলক ইতিহাস লিখতে পারেননি বটে—কিন্তু পুরাতন গ্রীক ও লাটিন উৎস থেকে তাঁর সংগ্রহ ও বর্ণনা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়। তাঁর ভাষা লাটিন সাহিত্যের সম্পদ; সাবলীল, সরল, প্রয়োজনবোধে অলঙ্কৃত ও শক্তিশালী এবং উত্তেজক। তাঁর এই ইতিহাস লেখার মধ্যে একটা নৈতিকবোধ সদাজাগ্রত থেকে ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে রেখেছে। তাঁর সংগ্রহ কৌশল ও লিখন-শৈলী পরবর্তী ইতিহাস-লেখকদের আদর্শে পরিণত হয়েছে। তাঁর ভাষা ও লিখন-শৈলী সিসেরো থেকে স্বতন্ত্র, অনেকটা কাব্যধর্মী ভার্জিলের ভাষায় অনুপ্রাণিত। তাঁর প্রভাব বর্তমানকাল পর্যন্তও চলে এসেছে,—

এমনকি Gibbon-এর Decline and Fall of Roman Empire-ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। (১৫৪)

এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক নিঃসন্দেহে লিভি, কিন্তু আও দু'একজন লেখকও স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে Gaius Asinius Pollio এবং Pompeius Trogus-এর নাম উল্লেখযোগ্য। Trogus-এর Historiae Philippicae লিভির ইতিহাসের পরিপূরক। তাঁর ইতিহাসে ম্যাসিডনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ, আলেকজাণ্ডার ও পরবর্তী রাজাদের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। নিনেভে নগর পত্তন থেকে হেলেনিক রাজ্যের রোম-সাম্রাজ্যভুক্তি পর্যন্ত ইতিহাস তার বিষয়বস্তু। তিনি গ্রীক পদ্ধতিতে তাঁর ইতিহাস রচনা করেছেন, লিভির মত বড় বড় লোকের দীর্ঘ বক্তৃতা ইতিহাসের অঙ্গীভূত করেননি। এই সময়ে কয়েকজন গ্রীক লেখক রোমে এসে গ্রীক ভাষায় রোম-ইতিহাস লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে Deonysios বিখ্যাত। তাঁর ২০ খণ্ড ইতিহাসে ২৯৩ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত ইতিহাস, বিশেষতঃ সাহিত্যের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর "On the Ancient Orators"-এর মধ্যে লিসিয়াস্, আইসোক্রেটিস্, আইসেওস্ ও ডিমোস্থেনিসের বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রজত যুগ

সম্রাট অগাস্টাস-এর মৃত্যুর পর লাটিন ও গ্রীক উভয় সাহিত্যই নূতন ধারায় প্রবাহিত হয়। প্রথমতঃ পর পর কতকগুলি এমন ব্যক্তি সম্রাট হ'লেন যাঁদের সাহিত্য বোধ এবং প্রীতি কোনটাই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বস্তুবাদ-প্রভাবিত রোমে ইন্দ্রিয়গত সুখ বড় হ'য়ে ওঠায়, রুচিরও অবনতি হয়েছিল। Tiberius (১৪-৩৭ খৃঃ অঃ) এর সময় বাক-স্বাধীনতা ব্যাহত হল, এবং তখন কোন লেখক জন্মাননি বা জন্মালেও লিখবার সুযোগ পাননি। কারণ তখন ধনিক বা অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতাই লেখকের সম্বল ছিল,—লেখাটা জীবিকার অবলম্বন তখনও হয়নি। Gaius (৩৭-৪১ খৃঃ) এবং Claudius (৪১-৫৪ খৃঃ)-এর প্রকৃতিও ভিন্ন। দার্শনিক Seneca-র ছাত্র সম্রাট Nero (৫৪-৬৮ খৃঃ) নিজে কিছু কবিতা লিখেছিলেন এবং সাহিত্যরসিকও না ছিলেন এমন নয় কিন্তু তাঁর খামখেয়ালি ও অমার্জনীয় অহঙ্কার-প্রসূত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা একেবারেই নির্ভরশীল ছিল না। Dominitian

(১৫৪) Any one who, ignorant of Latin, reads a few chapters of Gibbon's "Decline and Fall of Roman Empire" will form some notion of the combination of stateliness and clarity which marks the Roman Historian at his best. Ibid—Rose—p. 230.

(১৫৫) His historical work is marked by national enthusiasm, vivid imagination and literary art. Encycl. Britt. 9th Ed Vol. XX—p. 724.

(৮১-৯৬ খৃঃ) সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু বাক্-স্বাধীনতা না থাকায় তা ফলপ্রসূ হয়নি। Nerva থেকে Aurelius Antonius (৯৬-১৮০ খৃঃ) পর্যন্ত লাটিন সাহিত্যে পূর্বানুকারী কয়েকজন লেখকের নাম পাওয়া যায়। এই সময়ে গ্রীক সাহিত্যে নূতন করে সোফিস্ট মতবাদ শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট এশীয় প্রভাব এসে দেখা দেয়। সাহিত্য দুইটি ভিন্ন পথ গ্রহণ করে। বর্তমান বাংলা ভাষার কোন কোন ক্ষেত্রের মত গদ্যও পদ্যের আকার ধারণ করে। Aristeides (১১৭-১৮৯ খৃঃ) বহুবিধ স্বপ্নলব্ধ ঔষধ এবং সমসাময়িক জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখেন। তার সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও, ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

এই সময়ে প্রথম রোমান্সের আবির্ভাব হয় যদিও বর্তমান অর্থে একে নভেল বা উপন্যাস বলা চলে না। এগুলি বরং বড় ছোটগল্প। প্রথম শতকে Byzantine-এ এর উৎপত্তি, এর সবগুলিই প্রায় এক ধরনের। ঘটনা মামুলী, দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেম, তার পরে বিচ্ছেদ, এবং বহু দুঃখ-কষ্টের পর পুনর্মিলন। এই রোমান্স লেখকগণের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য লেখক Longus, তাঁর Daphnis and Chloe সমধিক প্রসিদ্ধ সাহিত্য-কীর্তি। এই গল্প-রচনার ধারা এখানেই শুকিয়ে যায়নি, পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে বিশেষভাবে পুষ্টি-লাভ করেছে (১৫৫)। অন্য দিকে স্বাভাবিক ইতিহাস জাতীয় যে লেখাগুলি বেঁচে আছে তার মধ্যে দ্বিতীয় শতকে রচিত Deipnosophistai-এর Dinner Specialist খ্যাত। কোন ডিনারে সমবেত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানা বিষয় সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করেছেন। এর অনুরূপ লেখক গ্রীক Ælian, তাঁর দু'খানি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ—Various Enquiry এবং Concerning Peculiarities of Animals.

লাটিন সাহিত্যে ঐতিহাসিক বর্ণনায় Valleius Paterculus-এর নাম স্মরণীয়। তিনি কয়েক শতকের ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তার মধ্যে সমসাময়িক সম্রাট টাইবেরিয়াসের স্তুতি ও যুদ্ধ বর্ণনাই প্রধান। এই সময়ের Maximus লিখিত Memorable Doings and Sayings একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

এই সময়ে কথা (Fables) সংগ্রহ ও সরল গদ্য বা পদ্যে তার প্রকাশের একটা প্রবণতা দেখা যায়,—হয়ত সেটা এশিয়ার প্রভাবপ্রসূত। প্রাথমিক লাটিন, শিক্ষার ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের মত এগুলি শিক্ষার্থীর জন্য সংগৃহীত ও সংকলিত হয়। এই কথাগুলি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে হিসিয়ডের সময় থেকে প্রচলিত ছিল। Æsop এগুলিকে গ্রীক ভাষায় সংকলিত করেন। এগুলি ভারত থেকেই গ্রীসে পৌঁছেছিল। মানেবতর পশুপক্ষীকে নিয়ে

(১৫৫) But the genre did not pass away with the end of classical literature, but has its descendants in the many stories, especially amorous, in the literature of Europe, sometimes independent as in Boccaccio or Maric de France, sometimes forming episodes in longer works, as the narratives inserted (for instance) Don-quixote, and Sundry of English novels as far down as Dicken's Pickwick Papers. Ibid—Rose—p. 236.

হিতোপদেশমূলক গল্পগুলির উৎস ভারতীয় (১৫৬)। এগুলি প্রথম কবিতায় লেখেন Phædrus, তারপরে গদ্যে-পদ্যে লেখেন Avianus, Romulus, Babrius প্রভৃতি। এগুলি প্রাথমিক লাটিন শিক্ষার পাঠ্য হিসাবে লিখিত।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক দার্শনিক Seneca (৪-৬৫ খৃঃ)। তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব স্টোইক ও এপিকিউরিয়ান ভাবধারা থেকে গ'ড়ে ওঠে। স্পেনের Corduva তে তাঁর জন্ম। সম্রাট ক্লডিয়াস (৪১-৫৪) তাঁকে কর্সিকাতে নির্বাসিত করেন, কারণ সম্ভবতঃ তিনি সম্রাট Caligula (৩৭-৪১)-এর ভগ্নী Julia Livillia-র প্রণয়ী ছিলেন। ৪৯ সালে তাঁকে পুনরায় রোমে এনে Neroর শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে সেনাপতি Burrus ও তাঁর প্রভাব ছিল অপরিমেয় এবং Burrus-এর মৃত্যু (৬২ খৃঃ) পর্যন্ত তাঁদের প্রভাব সমানভাবেই ছিল। তার তিন বছর পরে Nero র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে তাঁকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। সক্রেটিসের মত সেনেকা তাঁর দর্শনকে জীবনে সত্য সত্যই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে ধমনী বিচ্ছিন্ন ক'রে আত্মহত্যা করতে আদেশ দেওয়া হয়। শেষ মুহূর্তে সাশ্রু-নেত্র বন্ধুদের বলেছিলেন,—আমি আমার চরিত্রকে উপহার দিয়ে গেলাম। যারা এই সৎ ও বলিষ্ঠ চরিত্র গ্রহণ করবে তারা খ্যাতি ও সত্যিকার বন্ধুত্ব লাভ করবে। তিনি বলেছিলেন,—"Where are the philosophical precepts, where the logic you have so long studied for just such an event? Has Nero's savagery been a secret? After the murders of mother and brother, it is natural that he should add the death of his guardian and tutor." [Hstory of Rome—Hadas—p. 91]

তিনি স্ত্রীকে আলিঙ্গন করলেন, তাঁকে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দিলেন। স্ত্রী তাঁর অনুগামী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি আপত্তি করেননি এবং একই আঘাতে দু'জনে ধমনী বিদীর্ণ করে মৃত্যু বরণ করেন। (১৫৭)

দার্শনিক নিবন্ধ ব্যতীত তাঁর লেখা অনেক সময়েই সম্রাটের তোষামোদ বা অকারণ অসূয়াপূর্ণ, তথাপি তাঁর ভাষা ও জীবনের নীতিবাদ বহুদিন ধ'রে ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর কবিবন্ধু Lucilius, Epigram লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। সেনেকার সর্বাপেক্ষা সুন্দর গ্রন্থ তাঁর এই বন্ধুকে লেখা

(১৫৬) The fable in its proper sense, that is a moral or gently satirical apologue in which the characters are all mostly the lower animals credited with the power of speech is as old as Hesiod in European literature and may very well have come from the East, ultimately from India. Ibid—Rose—p. 240. (Keith এর মত অন্যরূপ)

(১৫৭) Seneca would not oppose her nobility and would not leave behind for insult one he dearly loved. "I have shown you cushionary for life," said he, "but you prefer the glory of death. I dont begrudge you the gesture. Let the constancy of our departure be alike for both of us, but greater fame in your end." Then with the same stroke they severed the arteries of their arms. History of. Rome—Hadas—p. 92.

"Moral Letters". তার মধ্যে তাঁর দার্শনিক মতবাদ ব্যতীতও সমাজজীবনের অনেক তথ্য ও ইতিহাস বর্তমান।

তাঁর কবিতা গদ্য রচনারই অঙ্গ। তাঁর রচিত ট্রাজেডিগুলি ঠিক অভিনয়ের জন্য লেখা নয়। এক বিশেষ ছন্দে তিনি এগুলিকে লিখেছিলেন, তবে তার মধ্যে কয়েকখানি সাধারণে অভিনীত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে তাঁর দার্শনিক মতবাদ ও নীতিবাদ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর Mad Hercules, Trojan Women, Mediæ, Phædra সবই ইউরিপিডিসের অনুকৃতি। Œdipus, সফোক্লিসের, এবং Agamemon এস্‌কিলিসের অনুকৃতি। প্রথম লাটিন ঐতিহাসিক নাটক Octavia তাঁর নামাঙ্কিত হ'য়ে আছে সত্য কিন্তু তিনি তার রচয়িতা কিনা তা সঠিকভাবে আজও নির্ণীত হয়নি। নিরো তাঁর প্রথম স্ত্রী, (সম্রাট ক্লডিয়াস ও মেসালিনার কন্যা) অক্টেভিয়াকে Othoর স্ত্রী Poppacaর পরামর্শে হত্যা ক'রে Poppacaকে বিবাহ করেন। এই ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে সেনেকাও একটি চরিত্র। এই কাহিনী নিয়েই এই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়।

সেনেকা মৃত্যুর পরেই বেশী খ্যাতিসম্পন্ন হন। তখন খৃষ্টান ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে, এবং তাঁর নীতিবাদ যিশুর শিক্ষার অনুকূল হওয়ায় খৃষ্টানদের দ্বারা যথেষ্ট আদৃত হয়। তাঁরই নাটকীয় রীতি পরবর্তীকালের ইউরোপের নাটককে প্রভাবিত করে। এপিক যুগের নাটকে যা দেবদেবীদের দ্বারা হত, তাই তিনি ডাক-ডাকিনীদের দ্বারা করিয়েছেন। এই নতুনত্ব—অলৌকিকত্ব, ১৭ শতক পর্যন্ত সমানে চলে এসেছে। এলিজাবেথ ও জ্যাকোবীয় যুগের রঙ্গমঞ্চে এই অতি প্রাকৃতের প্রভাব দেখা যায়, শেকস্‌পীয়র, চ্যাপম্যান, ফরাসী নাট্যকার কর্নেলী, এবং বেন জনসনের মধ্যেই সেনেকার প্রভাব সুস্পষ্ট। (১৫৮)

সেনেকার ভ্রাতুষ্পুত্র Lucanus কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ৩৯ খৃঃ অব্দে তাঁর জন্ম, শিক্ষালাভের পর নিরোর সভায় আহূত হন। তিনি নিরোর চেয়ে ভাল কবিতা লিখতেন এবং সেটা গোপনও করেননি। তার ফলে ক্রুদ্ধ নিরোর আদেশে পিতৃব্যের মত ধমনী বিদীর্ণ করে তাঁকে মরতে হয়—তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর রচিত 'সৈনিকের মৃত্যু' কবিতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত কাব্য Pharsalia, সিজার ও পোম্পেইর যুদ্ধ (৪৮ খৃঃ পূঃ) নিয়ে লেখা কাব্য। মিথ্যা ইতিহাস ও যুদ্ধবর্ণনার অতিশয়োক্তি কাব্যসৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করলেও তাঁর প্রতিভায় তা সমুজ্জ্বল। তিনি সগর্বে বলেছিলেন

(১৫৮) Perhaps most noteworthy of all, his sententious heroes and heroines find their echo in very many characters most notably these of Chapman in English and Corneille in French stage, who explain their troubles and set forth their resolves in language certainly no less eloquent than that of their Latin predecessors....Even the choruses of Seneca's plays, whose part is mostly to utter lyric reflections between the acts return in later times, for example in Ben Johnson's Catiline, a play which contains many strongly Senecan features throughout. Ibid—Rose—p. 247.

There are some who say I am no poet, but the book-seller who sells me, thinks I am." (Ibid-p-248)

Flaecusও বল্লায়ু, তিনি একখানি মাত্র গ্রন্থ লিখে অমর হ'য়ে আছেন। Cornutus নামে এক স্টোইকের শিষ্য এবং তিনি আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রের সমর্থক। সমসাময়িক কুরুচিকে কঠোর ভাষায় ব্যঙ্গ করে ছয় খণ্ডে তাঁর ব্যঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার মধ্যে তাঁর স্টোইক আদর্শবাদ বেগবান হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরোর সভাসদ Gaius Petronius লাটিনে প্রথম Picaresque রোমান্স লেখেন, এই কাহিনীই—বর্তমান উপন্যাস বা নভেলের আদি পুরুষ। এই—গল্পটির অনুকৃতি স্পেনীয় সাহিত্যের মারফতে ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে নভেলে পরিণত হয়। এই কাহিনীর অনুকৃতি প্রসিদ্ধ Gil Blas.

বড় Pliny (২৩-৭৯) পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সম্মানিত সরকারী চাকুরে ছিলেন। তাঁর ৩৭ খণ্ডে লিখিত Natural History (Naturalis Historia) একখানি জ্ঞানভাণ্ডার। এই গ্রন্থে তিনি দৃশ্য জগতের সম্বন্ধে তখনকার অধীত বিদ্যা সংকলন করেন,—ভূগোল, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভেষজ, খনিজ, প্রভৃতি বহু বিষয়ের বর্ণনা ও গুণাবলী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন—তিনি সংগ্রাহক মাত্র, নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে লেখেননি ব'লে ভুল-ভ্রান্তি আছে। ৭৯ সালে ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে তিনি Misenum-এ রাজকীয় রণতরীর নায়ক ছিলেন, ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুদ্গার নিকট থেকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং বিপন্ন নাগরিকগণের উদ্ধার কার্যে সহায়তা করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে মারা যান।

Papinus Statius এই যুগের একজন প্রখ্যাত কবি। তাঁর রচিত গ্রন্থ পাঁচখানি এবং সংকলন Siluæ (Miscellany) একখানি। তাঁর Thebias কাব্যে থিবিয়াসের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে—এবং এইটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। তাঁর ভাষা অলঙ্কারপুষ্ট ও মানবতার হৃদয়ানুভূতিতে উজ্জ্বল। ইংরাজ কবি চসার তাঁকে ভার্জিল, ওভিড ও হোমরের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছেন। তাঁর কাব্য রোমান্টিক ধর্মী।

Martial এই যুগের একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় লেখক। সেনেকা বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রোমে আসেন। এই সময়ে রোমে সস্তা রুচিহীন গল্প বা কাব্যকাহিনী শুনবার লোকই বেশী ছিল। তিনি এই সস্তা Pantomimi (১৫৯) লিখে জীবিকার্জন করতেন। তখনকার দিনে এখনকার মত সস্তা মাসিক সাপ্তাহিক ছিল না যে এই ধরনের পাঠক (শ্রোতা)কে তুষ্ট করতে পারে, সেই জন্য কল্পিত বা সত্য কেচ্ছা-কাহিনী নিয়ে এই সব কোরাস গান রচিত হত। এর মধ্যে বেশীর ভাগই রুচিহীন ও অশ্লীল কিন্তু দুই-একটির মধ্যে সত্যিকার সাহিত্য-সৌন্দর্য আছে। এই সঙ্গে সম্রাটের নগ্ন গুণকীর্তন ও স্তুতি করাও হত। তাঁর লিখনশৈলী

(১৫৯) A Kind of ballet dancers whose performance was accompanied with vocal and instrumental music. Ibid—p. 251.

চতুর-সুন্দর। পরবর্তী যুগে তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়, বিশেষতঃ তাঁর ভাবাবিন্যাস ও শব্দব্যবহার চাতুর্যের। (১৬০)

Quintilian (৩০-৯৬) জাতিতে স্পেনিস। তিনি শিক্ষক এবং মাঝে মাঝে ওকালতিও করতেন। তিনি সিসেরোর মত সরল ও সহজ ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর Instituted Oratorio (Training of an Orator) শিক্ষক প্রসঙ্গে চমৎকার নিবন্ধ।

এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ Cornelius Tacitus (৯৭-১১৭) তিনি সিসেরোর অনুগামী এবং সহজ প্রাঞ্জল ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। সে সময় ভাষণ সাহিত্যের পতনের যুগ। Dialogue on Orators গ্রন্থের ভাষা ও লিখনশৈলী ইংরাজ লেখক মেকলেকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। (১৬১)

ট্যাসিটাসের বন্ধু ছোট Pliny (৬১-১১২) বড় প্লিনির ভ্রাতুষ্পুত্র। সিসেরো তাঁর কাছে ছিলেন আদর্শ পুরুষ—এবং রোমের অভিজাত শিক্ষিত পরিবেশে মানুষ। এই সময়ে খ্রীষ্টানগণ নিষিদ্ধ ও অত্যাচারিত সম্প্রদায় বলে গণ্য হত। তাদের সম্বন্ধে সম্রাট Trajanকে লিখিত ১২১ খানি পত্রই তাঁর মুখ্য কীর্তি। এর মধ্যে তাঁর হৃদয়, ব্যক্তিত্ব ও সততা সাহিত্য-সম্পদ নিয়ে আজও বেঁচে আছে।

Suelonius (৭৯-১৪০) পণ্ডিত ব্যক্তি। জুলিয়াস সিজার থেকে ডমিনিসিয়ান পর্যন্ত সম্রাটগণের জীবনীলেখক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁর Lives of Cæsarsএর মধ্যে তৎকালীন ঐতিহাসিক সত্য, চলতি কেচ্ছা-কাহিনী এবং সাধারণ জীবনের চিন্তাধারা সুলিখিত ভাবে সংগৃহীত হয়েছে। এ ব্যতীতও তিনি বহু পণ্ডিত ও কবি-সাহিত্যিকের জীবনী প্রণয়ন করেন। জীবনী-লেখক প্রসিদ্ধ Plutarch তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বর্তমান যুগের Johnson-এর Lives of the Poetsও তারই অনুকৃতি।

Juvenal (Juuenalis) (৬০-১২৭) লাটিন সাহিত্যের শেষ কবি ও ব্যঙ্গকার (Satirist)। তিনি দরিদ্র ছিলেন এবং Dominitian-এর মৃত্যুর পরে লিখতে আরম্ভ করেন। তখনকার দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের প্রতি তাঁর ক্ষুরধার ব্যঙ্গ যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি তীব্র। ৬ খণ্ড ব্যঙ্গ-কবিতার মধ্যে ৬ষ্ঠ খণ্ডই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি নিজে চরিত্রবান ও স্টোইকপন্থী ছিলেন। তখনকার অবিমিশ্র অমানুষিক সামাজিক অত্যাচার ও যৌন বিকৃতির প্রতি তাঁর কটাক্ষ রাগে ও ক্ষোভে ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেছে—তিনি পাপীর মুখ দিয়েই তার পাপের ভয়াবহতার বর্ণনা করেছেন ব'লে তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় হয়েছে। তাঁর লিখনশৈলী সম্পূর্ণ ও সুন্দর। পরবর্তী লেখকরা তাঁকে খ্রীষ্টান সিসেরো নাম দিয়েছিলেন।

(১৬০) None since his time who writes verse epigrams in any European language uses any other style than that of Martial, as near as he can imitate it. Ibid—p. 255.

(১৬১) Ibid—Rose—p. 259.

বর্তমান যুগের লেখকগণের মধ্যে Johnsonএর 'London and the Vanity of Human Wishes' তাঁর তৃতীয় ও দশম ব্যঙ্গের অনুকরণ।

Plutarch (৫০-১২০) ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের অনুরাগী লেখক। তিনি রোমের বিচারালয়ে ও রাজদরবারে মামলায় সওয়াল জবাব ক'রে জীবিকার্জন করতেন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ Parallel Lives-এর লেখক। এই গ্রন্থ তাঁর গ্রীক ও লাটিন চরিত্রের বিশ্লেষণ তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর। তাঁর Moralia নীতিবাদের বিচারে যথেষ্ট আকর্ষণীয় গ্রন্থ—তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্মিক লোক ছিলেন,—তাঁর ধর্ম ও নীতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা তখনকার যুগের বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর জীবনীগ্রন্থ ১৫৫৯ খৃঃ অব্দে Amyol ফরাসীতে অনুবাদ করেন এবং পরে North ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। নর্থের এই অনুবাদই শেক্সপীয়রের নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি। এ সময়ে Cornelius Celsus ভেষজবিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং Cato কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই সময়ের গল্প-কাহিনী সাহিত্যে Appuleius (of Maduara) একটি ঐতিহাসিক নাম। তাঁর Florida ও Metamorphoses বা Golden Ass প্রসিদ্ধ পুস্তক। গোল্ডেন এ্যাস্ পিকারো রোমান্স। এতে Lucius-এর অভিযান বর্ণিত হয়েছে। সে মন্ত্রবলে গাধা হ'য়ে যায়। অনেকগুলি লোকের হাতফিরি হ'য়ে, অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে, অবশেষে দেবতা Isis-এর কৃপায় পুনরায় মনুষ্যরূপ পায় এবং তার ভক্ত হয়। এই কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিক কিউপিড ও সাইকের গল্পও সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গোল্ডেন এ্যাস্ নভেলের পথে আর একটি পদক্ষেপ। তিনি কিছু দার্শনিক নিবন্ধও লিখেছিলেন।

এই সময়ে ছয়জন লেখক সংগৃহীত Historia Augusta সংকলিত হয়। এই গ্রন্থে Hardian থেকে Carinus পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ যুগে ঐতিহাসিক হিসাবে Marcellius-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ শতকে Bordeauxর অধিবাসী Decimus Magnus Ausonius উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন, তিনি সারাজীবন কবিতার অনুশীলন করেছিলেন। ক্ষুদ্র শহর বোর্দো এবং তার এই রাজকর্মচারী হতেই ফরাসী সাহিত্যের আরম্ভ।

খৃষ্টাব্দের প্রথম চার শতকে পেগান ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু এই সময়ে প্রাচ্য ভাবধারা ও প্রভাব ধীরে ধীরে রোম সাম্রাজ্যের হিত্যে ও দর্শনে এসে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ের মধ্যে Lucian (১২০-৮৫) নামে এক সিরিয়াবাসী গ্রীকভাষায় কতকগুলি অভিনব ব্যঙ্গকাহিনী রচনা ন। তার মধ্যে True History কালের কোলে তার স্বর্ণাক্ষর রেখে গেছে। ই সত্য ইতিহাসের ভূমিকায় তিনি বলেন, নাম ছাড়া এর মধ্যে সত্য বলতে কিছুই ই। এখানি তখনকার চলতি দার্শনিক রোমান্স ও কল্পিত ভূগোলের প্রতি তাঁর কথার ব্যঙ্গ। লুসিয়ানের নায়ক আটলান্টিক আবিষ্কার করতে যান। সেখান

থেকে তাদের চন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, তার পরে 'Island of the Blessed'-এ যান, সেখানে সমুদ্রের দৈত্যের পেটে যান। এই আজগুবি গল্প সমসাময়িক বিকৃতরুচি সাহিত্য ও সামাজিক কুরুচি ও ব্যবস্থার প্রতি কবির ব্যঙ্গ। (১৬২) এই True Historyই Gulliver's Travel, Rebelais-এর Adventure of Gargantuaর পিতৃপুরুষ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে Sale of Lives, Dialogues (of the dead, of sea people, of courtesans of the Gods) প্রসিদ্ধ। এগুলি সবই অপ্রাকৃত ও অসম্ভব ঘটনার মাধ্যমে তীব্র ব্যঙ্গ। Sale of Livesএ সব দার্শনিককে ক্রীতদাসের বাজারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যুক্তিহীন অসম্ভব দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন তাঁদের ক্রেতাদের কাছে। On:the Hired Companionsএ তিনি বড়লোকদের ভাড়া করা বৃত্তিজীবী দার্শনিকগণকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। তখনকার সংস্কার, যাদুবিদ্যা, দর্শন, নীতি, রীতি কোনটাই তাঁর আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। তাঁর Philopseudes (Lovers of Lies) কতকগুলি অবিশ্বাস্য গল্পের সংগ্রহ, এই গল্পগুলির ভিতরে তিনি ক্ষুরধার ব্যঙ্গে প্রায় সকলকে এবং সব কিছুকেই আক্রমণ করেছেন। Ben Johnson তাঁর Lexiphane পড়েছিলেন এবং তাঁর 'The Poetaster'এ তার প্রভাব দেখা যায়।

এরপরে চারজন Philostratos-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় জনের লেখা Appolonios of Tynaর জীবনী। এটি অনেক ক্ষেত্রে আজগুবি হলেও জীবনী হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

Justinian-এর রাজত্বকালে (৫২৭-৫৬৫) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Corpus Juris Civilis সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়—এই আইন গ্রন্থই পরবর্তীকালের সমস্ত Jurisprudenceএর মূল।

৪১০ খৃঃ অব্দে ভিসিগথদের রোম অধিকার থেকে তুর্কীদের ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল দখল পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপের অন্ধকার যুগ। অজ্ঞ হুন Attilaর আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়, তার পরে হাজার বছরের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন-বিজ্ঞান চর্চা বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। আরবগণ ৭০৯ খৃষ্টাব্দে স্পেন দখল করে এবং প্রায় ৮০০ বছর সে-দেশ শাসন করে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুই-একজন খৃষ্টান যাজক, যেমন St. Benidict (৪৮০) অত্যন্ত নিষ্ঠা ও প্রীতির সঙ্গে পুরাতন কাব্য সাহিত্য দর্শন সংগ্রহ ক'রে এবং সম্পাদনা ক'রে কালের কবল থেকে মানবার্জিত জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করেন। তাঁদের সযত্ন চেষ্টা ও অধ্যবসায়েই আজ গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজি বেঁচে আছে, নইলে হাজার বছরের এই মূঢ় মানবের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অন্ধকার যুগে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'য়ে যেত। Peter the Hermit-এর প্রথম ধর্মযুদ্ধ (Crusade)-এর পরে ইউরোপে আবার নূতন করে জাগরণের সাড়া পড়ে যায়।

(১৬২) It need hardly be said that this really comical story is full of incidental parodies and other jests at the expense of all manners of respectables, literary and others. Ibid—p. 280.

ভারত

ভারতের চিত্ত, তার মনোজগত, দর্শন, জীবন-দর্শন, সাহিত্য ও তার সমাজ-ব্যবস্থার ইতিহাস অন্তরূপ। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দর্শন মস্তিষ্কগত একটা তত্ত্ব, একটা শিক্ষণীয় বিষয় মাত্র হয়েছিল, তার প্রভাব সমাজ ও সাহিত্যে না পড়েছিল এমন নয়, কিন্তু গ্রীসের এ্যাটিক যুগ থেকে তার ব্যক্তিবাদ এবং রোমের বস্তুবাদের প্রাবল্যে মানবজীবনের সঙ্গে, সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে দার্শনিক ভাবধারা ওতপ্রোত ভাবে মিশে যায়নি,—দর্শন জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। তাই গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্রের সংঘাত প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়েছে, এবং ইউরিপিডিসের মধ্যেই মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংঘাতকে আমরা দেখেছি। ব্যক্তিবাদপ্রসূত এ সংঘাত সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। এই ব্যক্তিবাদ গ্রীস থেকে রোমে গিয়ে, রোমের বস্তুবাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বর্ত্তমান ভোগ-ভিত্তিক তথা জড়বাদী সমাজ ও সভ্যতাকে গ'ড়ে তুলেছে। মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক অহংবাদকে পরার্থবাদে পরিণত করতে পারেনি,—মানবতাবোধও জাগ্রত হয়নি, কারণ এই মানবতা হৃদয়প্রসূত, সুকুমার অনুভূতিপ্রসূত। জড়-জীবনের মোহে অহংবাদ দমিত হয়নি,—অহং সমাজব্যবস্থার বেড়ায়, আদর্শবাদের অনুপ্রেরণায়, কোন সাহিত্য-দর্শনের শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে বিশ্বমৈত্রী ও পূর্ণ মানবতার পথে অগ্রসর হয়নি। মানবকল্যাণ, বিশ্বমৈত্রী, দর্শনের পুঁথির প্রাচীরে পুঁথিগত ভাবে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে রয়েছে, জনজীবনে প্রতিফলিত হ'য়ে বিশ্বমৈত্রী স্থাপন করেনি। নবজাগরণের যুগে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইন্ধনে অহং বেগবান হ'য়ে উঠেছে, বেগবান মস্তিষ্ক-বৃত্তির প্রভাবে, উপনিষদীয় অবিদ্যার অহমিকায় প্রবল লোভপীড়িত নিষ্ঠুর বৈশ্যবৃত্তির পরিচালনায় শিল্পায়নের (industrialisation) নামে জগতকে ধ্বংসমুখী ক'রে তুলেছে—আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। সাম্য ও মৈত্রীর বাণী ফিরে এসেছে মাথার প্রাচীরে বাধা পেয়ে, হৃদয়ে পৌঁছায়নি,—মানুষ অহং পরিচালিত হ'য়ে উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল জৈব সুখাশ্রয়ী হ'য়ে উঠেছে। ভোগভিত্তিক এই পাশ্চাত্য সভ্যতা তাই শোষণ ও পেষণের যন্ত্র হ'য়ে দেখা দিয়েছে—যার ফলে জগতের উপর চলেছে ধ্বংসলীলার তাণ্ডব।

কিন্তু ভারতের উপনিষদের বাণী, ব্রহ্মোপলব্ধি ও সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার উপলব্ধির জীবন-দর্শন, ভারতীয় জীবন, সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে হৃদয়গত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়ে, বিশ্বমৈত্রী ও সাম্যের অনুভূতি দিয়ে (যুক্তি দিয়ে নয়) মহিমামণ্ডিত ক'রে তুলেছে। জনজীবনে অহং যুক্তি ও বুদ্ধির প্রভাবে ব্যক্তিবাদে পরিণত হ'য়ে শোষণ ও পেষণের যন্ত্র হ'য়ে ওঠেনি।

উপনিষদের "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" আত্মার পরমাত্মার অনুভূতি Max Muller-এর ভাষায়, "perceiving within himself a germ of the eternal." কেবলমাত্র পুঁথির আশ্রয়ে লালিত হয়নি, তা ভারতীয় জীবনে সক্রিয় হ'য়ে তার

জীবন-দর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাই ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, তার চিত্তবৃত্তি ইউরোপ থেকে পৃথক। এই দুই-এর চিন্তাধারা ও ভাবধারার মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতে দর্শন তার জীবনের অঙ্গীভূত সত্য, একটা উপলব্ধি, মানসলোকে একটা আশ্রয়, তা যুক্তি ও বুদ্ধিপ্রসূত মস্তিষ্কগত একটা অধ্যয়নযোগ্য শাস্ত্র মাত্র নয়। উপনিষদ, ষড়দর্শন, বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম প্রভৃতি ভারতীয় যাবতীয় ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়েছে তা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বাণী।—তা সে ধর্ম বা দর্শন পরমাত্মা, ভগবান বা ব্রহ্মকে স্বীকার করুক আর নাই করুক। এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য তথা সাম্য ও বিশ্বমৈত্রীর বাণীকেই ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের spirit বলা যায়। সেই জন্যই ভারতীয় সমাজ, ব্যক্তি ও পরিবার জীবন, তার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মাঝে দর্শন ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছে। (১৬৩) তার সমাজব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং চতুরাশ্রমের ব্যবস্থার মধ্যে এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাকাররূপে দেখা দিয়েছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট মানবগোষ্ঠী গ'ড়ে উঠে তাকে বৃহৎ ও মহান ক'রে দিয়েছে—অহং-প্রসূত ব্যক্তিবাদকে মাথা তুলতে দেয়নি। বস্তুজগতে তাই ভারত পিছনে পড়েছে—এ অপবাদ ভিত্তিহীন, অশোকের রাজত্বকাল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ। বস্তুজগতে পরাজয়ের কারণ অন্য। উপনিষদেও বস্তুজগতকে বাদ দেওয়া হয়নি, তাঁরা জানতেন বাস্তবকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে চলা যায় না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলেছেন, জাগতিক প্রয়োজন না মিটলে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। (৪৩)

প্লেটো কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন তার মূলে ছিল একটা সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনা, কিন্তু ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মধ্যে এবং চতুরাশ্রমের ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে মানবের উচ্চ সাধনার প্রেরণা। সকল বর্ণই তার বিশিষ্ট কর্ম করবে নিষ্কামভাবে লোকস্থিতির জন্য, বিশ্ব ও আত্মার কল্যাণে। এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা মনোগত সাম্যের ভাব পরিস্ফুট। সেখানে ত্যাগের প্রতিযোগিতা চলেছে কর্মক্ষেত্রে তুরীয় আনন্দ লাভের আশায়,—সেখানে উচ্চ-নীচ নেই। ত্যাগই মহত্তম ধর্মে পরিণত হয়েছে, তাই ভারতে ভিখারী ব্রাহ্মণ দেবতার আসন পেয়েছে, আর রোমের সম্রাটগণ শক্তি ও বাহুবলে কেড়ে নিতে চেয়েছেন দেবতার আসন জনগণের কাছে, অবশ্যপূজ্য দেবতা ব'লে ঘোষণা করেছেন নিজেকে। (১৬৪) শক্তিমান ক্ষত্রিয়, ধনবান বৈশ্য ভারতে দেবতার

(১৬৩) Hindu relegion in its ultimate analysis is another name for philosophical tenets translated into daily life and conduct.—Skt. Litt.—K. Chandrasekharan and Subrahmanya Sastri—p. 36.

(১৬৩) It is just the reverse, however, in this country. Here religion, philosophy, social customs, all encourage the individual in seeking communion with God.—East and West in Sri Arabinda's Philosophy—Dr. S.K. Moitra.—p. 53.

(১৬৪) ছোট প্লিনি সম্রাট ট্রাজানকে যে ১২১ খানি পত্র লিখেছিলেন, তার একখানিতে উল্লেখ আছে যে, তিনি খৃষ্টানদের সম্রাটকে পূজা করতে বাধ্য করেছেন। *Hadas*—History of Rome.

আসন পায়নি—ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ পেয়েছেন, তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য ও আত্মোপলব্ধির জন্য। এই জন্যই চার্বাকের নিরীশ্বরবাদ (Hedonism) ভারতে অঙ্কুরিত হতে পারেনি। পাশ্চাত্যের মস্তিষ্ক বলেছে, ধর্ম জনগণের অহিফেন; কিন্তু অহমিকামুগ্ধ পাশ্চাত্য জানে না, তার লোভ ও অসূয়া-ভিত্তিক, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদ জনগণের সুরা। ধর্মের অহিফেন সেবনে জনচিত্ত যদি ঝিমিয়ে গিয়ে থাকে তবে এ কথাও সত্য, ভোগধর্মের সুরা পাশ্চাত্যকে উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে। এই মস্তিষ্কচালিত ব্যক্তিবাদ যদি বুদ্ধিবলে ধনের সাম্য আনতে পারে পৃথিবীতে তবে তা হবে সাময়িক, কিন্তু ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অনুভূতি-প্রসূত বিশ্বমৈত্রীর মাধ্যমে সে যদি মনের সাম্য আনতে পারে কোনদিন তবে তাই হবে শাশ্বত, চিরন্তন। প্রাচীন ভারত ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে এই বিশ্বমৈত্রী ও সাম্যই চেয়েছিল তার জীবনে। তাই পাশ্চাত্যের class struggle ভারতে caste-struggle এ পরিণত হয়নি ততদিনই, যতদিন না পাশ্চাত্য থেকে অহংবাদ এসে তার জৈব জীবনের চাহিদাকে জাগ্রত ক'রে বৃহত্তর করেছে।

এই ভাবধারাপুষ্ট ভারতীয় সাহিত্য তাই কোন দিন অহংবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি। ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মাথা তুলতে দেয়নি—ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে তাই বাস্তবতার সন্ধান মিলে না, ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনকে, জীবন-দর্শনকে উপেক্ষা করেনি কোন দিন। ভারতীয় সাহিত্যে "Art for art's sake" ব'লে কিছু স্থান পায়নি। (১৬৫)

জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হেতু এই সাহিত্য-রূপের বিভিন্নতা। পাশ্চাত্য দর্শন সমাজব্যবস্থা প্রধানতঃ বুদ্ধি ও যুক্তির সৃষ্টি, মস্তিষ্কগত তত্ত্ব এবং ভারতের শিক্ষা ও দর্শন মুখ্যতঃ হৃদয়প্রসূত তত্ত্ব। ভারত মস্তিষ্ককে উপেক্ষা ক'রে হৃদয়কেই মূল্য দিয়েছে তাই জীবন-সংঘাত প্রবল হয়নি—সাহিত্যও বাস্তবধর্মীতা ও মনোবিকলন-মূলক হয়নি, তা রোমান্টিকধর্মী রয়ে গেছে। ভারত খুঁজেছে হৃদয়বৃত্তি অনুশীলনের পথ, হৃদয়কে মহত্তর করে তুলবার তত্ত্ব। বিদ্যাসাগর চরিত্রের স্বতোৎসারিত কারুণ্য দুঃখের সংস্পর্শে আসামাত্র ব্যাকুল হ'য়ে উঠত। সেখানে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রসঙ্গ অবান্তর—এইটি খাঁটি ভারতীয় চিত্ত। ভারতীয় হৃদয় দান করে আপন হৃদয়ের গরজে, দানের আনন্দে; সেখানে পাশ্চাত্যের মত সমাজকল্যাণ, প্রার্থীর প্রয়োজন তার যৌক্তিকতা বিচার করে না। দেওয়ার এই আনন্দ, ত্যাগের এই আনন্দকে উপলব্ধি করতে শেখানোই ভারতীয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য, তাই ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য প্রধানতঃ উদ্দেশ্যমূলক,—didadic এবং gnomic.

(১৬৫) To put it more succinctly our ancient aestheticism looked to poetry to elevate the moral and to substantiate the ideals of humanity. Theories like 'Art for art's sake' never had an iota of appeal to them.—Skt. Litt.—K. Chandrasekharan & Subrahmanya Sastri.—p. 63.

ছন্দোগ্যোপনিষদে নারদ বলছেন তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও আত্মনকে জানতে পারেননি, কেবল শাস্ত্রজ্ঞ হ'য়েই রইলেন। নইলে তাঁর জীবনে দুঃখ-শোক দেখা দেয় কেন? মুণ্ডকোপনিষদে মস্তিষ্কগত বিদ্যাকে বলা হয়েছে অপরা বিদ্যা, এবং যে জ্ঞান, সাধনা ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন পরমাত্মাকে জানতে দেয় তাই পরাবিদ্যা। ভারত চেয়েছে এই পরাবিদ্যা অর্জন করতে। ভারতীয় নীতিবাদ (Ethics) তাই বৈরাগ্য ও ত্যাগের দ্বারা পরিচালিত, ইন্দ্রিয়গত যুক্তি ও বুদ্ধির কুয়াশায় আচ্ছন্ন নয়—সহজ সরল হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন। স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধির পথে সৃষ্টিকে ভালবাসা, সর্বকালের সর্বহৃদয়ের মৈত্রী ও সাম্যের বাণী, হৃদয়ের মৈত্রীর বাণী, জড় জগতের টাকা-আনা-পাই এর সমবণ্টনের সাম্য নয়। এ সাম্য বাহিরের চাপে বাধ্যতামূলক নয়, স্বতোৎসারিত প্রেমের সাম্য।

বেদ ও উপনিষদের শিক্ষাকে ভিত্তি করে ভারতীয় ষড়দর্শন, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা এবং ব্যাসের বেদান্ত গ'ড়ে উঠেছে। প্রাচীনতম সাংখ্য দর্শন একদিন প্রাচীন গ্রীস পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল, সক্রেটিস থেকে এ্যারিস্টটল পর্যন্ত হেরাক্লিটাস থেকে ডিমোক্রিটাস এপিকিউরাস পর্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারার ফল্গুরেখা সুস্পষ্ট। সাংখ্যে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুত ব্যোম এই পঞ্চ মৌলিক উপাদানকে মূল রূপে গ্রহণ করে সৃষ্টির কারণকে নির্দেশ করা হয়েছে 'প্রকৃতি' নামে—এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণের আধার এবং পুরুষ সৃষ্টির হেতুভূত। এই পুরুষ ও প্রকৃতিই সত্য। সাংখ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব, দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। নীতিবাদের দিক থেকে সাংখ্য সৎকার্যবাদ (১৬৬) (Knowledge of virtue)-এর সঙ্গে তুলনীয়। নিবৃত্তিই জীবনের কাম্য কারণ জাগতিক জীবনের প্রাপ্তি দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। খাদ্যে ক্ষুধার নিবৃত্তি, পানীয়ে তৃষ্ণার নিবৃত্তি, কিন্তু তা আবার ফিরে আসে,—তেমনি ভোগের মধ্যে নিবৃত্তি নেই। ত্যাগবৃত্তি অনুশীলনেই নিবৃত্তি আসে, সৎকার্য অনুশীলনের আনন্দের মধ্যেই প্রকৃত নিবৃত্তি—এই সাংখ্যের নীতিবাদ।

সাংখ্যের ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা অনেকে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বলে মনে করেন কিন্তু পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র সাংখ্যের পরিপূরক রূপে এ সন্দেহ নিরসন করে। (১৬৭)

(১৬৬) The Samkhya system is essentially dualistic, inasmuch as it speaks of *Purusa* (Spirit) and *Prakriti* (Matter) as the two ultimate Relations. The fundamental position of the system is that 'cause' is the entity in which 'effect' lies in a subtle form. Thus the system advocates the doctrine of Satkaryavad. —A Concise History of Classical Sanskrit Literature—Dr. G. N. Sastri.—p. 180.

(১৬৭) His (Kapila's) silence on the subject of a Supreme Being has been supposed by some to imply atheism and the Joga system, which completes, the Samkhya is said to have written to correct the atheism of Kapila.—The Story of Indian Philosophy.—C. Manning—p. 27.

সাংখ্য তত্ত্ব, যোগ তার প্রয়োগ। উপনিষদ, মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে যোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যোগশাস্ত্র চার অধ্যায়ে বিভক্ত ;—সমাধি, সাধনা, বিভূতি ও কৈবল্য। নির্দিষ্ট পথে মনসংযোগ ক'রে মানুষ কী ক'রে পূর্ণতা বা কৈবল্য পেতে পারে, যোগ তারই ব্যাখ্যানমূলক আলোচনা করেছে। দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে কী ক'রে সংযত ও সংহত ক'রে পূর্ণতার পথে যাওয়া যায়—যোগ তারই পথনির্দেশ। এই সাধন-পথই রাজযোগ। দৈহিক প্রবৃত্তি ও সংযমের পথনির্দেশ দিয়েছে হঠযোগ।

পতঞ্জলি কাজের মূলগত পাঁচটি উৎসের নাম করেছেন—রাগ, দ্বেষ, অস্মিতা, অবিদ্যা, অভিনিবেশ। অভিনিবেশ অর্থাৎ মৃত্যুভয় আসে বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তি থেকে। বস্তুজগতের সঙ্গে আত্মিক জগতের একত্ববোধই অবিদ্যা। বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হয়। দ্বেষ, রাগ, অস্মিতা (অহং) ও অবিদ্যা প্রবৃত্তিকে পার্থিব সুখভোগে উৎসাহিত করে—এবং তাই দুঃখের কারণ। অতএব বৈরাগ্য অনুশীলনই আনন্দ এবং তাতেই কৈবল্য (dispassion) লাভ হয়। কৈবল্য থেকেই আসে নিবৃত্তি—নিবৃত্তি আনন্দময়। এই বৈরাগ্য ও নিষ্কাম কর্মই ভারতের বাণী।

ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিক সাংখ্য দর্শনের আদি পুস্তক। গৌড়পাদের টীকা, বাচস্পতিকৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্য প্রবচন সূত্র, এবং বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত টীকা সাংখ্য দর্শনের উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ।

সাংখ্য দর্শন পরম পুরুষের উল্লেখ করেননি কিন্তু বলেছেন চৈতন্যময় পুরুষই আত্মার মূল। প্রকৃতি থেকেই সৃষ্টি এবং লয়—তার মধ্যেই পুরুষের ভোগ। সুখ দুঃখ ভালমন্দ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান ও মননজাত অনুভূতি সবই প্রকৃতিজ। এর সবই অচেতন বুদ্ধিপ্রসূত, আত্মার বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই ঔপাধিক (Phenomenal) এবং বন্ধন অবিবেচনাপ্রসূত। যখন আত্মা বিবেকখ্যাতি লাভ করে তখনই তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, দেহ-মনের সম্বন্ধের জটিলতা বুঝতে পারে। বুদ্ধি-বৃত্তিকে যখন সে স্বকীয় গুণ ব'লে বিবেচনা করে না তখনই সে মুক্তি লাভ করে। প্রকৃতি-পুরুষ অটুট বন্ধনে বাঁধা কিন্তু বিবেক দ্বারা এই সম্বন্ধকে ছিন্ন করা যায়। প্রকৃতি প্রভাব জাত মন, বুদ্ধি ও অহং থেকে আত্মা যখন পৃথক ভাবে আপনাকে অনুভব করে, তখনই তার মোক্ষ লাভ হয়। বিবেকদ্বারা আমরা স্বতন্ত্র সত্তাকে অনুভব করতে পারি। প্রজ্ঞা দ্বারা এই মুক্তি লভ্য কিন্তু কর্মের দ্বারা নয়। (১৬৮) কাম্য কর্ম ও নিত্য কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না।

পতঞ্জলির যোগসূত্র যোগদর্শনের আদি গ্রন্থ। ব্যাসকৃত যোগশাস্ত্রের টীকা, বাচস্পতি-কৃত ব্যাসভাষ্য, নাগেশ ভট্ট-কৃত ব্যাসভাষ্য, ভোজকৃত রাজমার্তণ্ড বিজ্ঞান ভিক্ষু-কৃত যোগবর্তিকা, যোগসার-সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পতঞ্জলির যোগসূত্রের অষ্টবিধ প্রয়োগ দ্বারা—যথা, যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার,

(১৬৮) যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানব।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। গীতা- ৩/১৭

ধারণা, ধ্যান, সমাধি দ্বারা আমরা সংস্কার (Sub-conscious disposition) ও ক্লেশ ধ্বংস করতে পারি এবং এই নিয়মই কৈবল্যদায়ক। যোগশাস্ত্রে পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে স্বীকার করা হয়েছে, এবং তাঁর ধ্যান-ধারণা এবং তাঁকে সব সমর্পণই মোক্ষলাভের উপায় ব'লে বর্ণিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য পুরুষ ও পরম পুরুষকে অভেদ কল্পনা করেছেন। সাংখ্যে প্রকৃতি থেকে পুরুষের বিভিন্নতা-জ্ঞানকেই মোক্ষদায়ক বলেছেন, এবং শঙ্কর পরম পুরুষকে আত্মার মধ্যে উপলব্ধিকেই মোক্ষ বলেছেন। (১৬৯) চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথাও শঙ্কর বলেছেন।

শঙ্কর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইটি মার্গের কথা বলেছেন। প্রবৃত্তি মার্গে বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম এবং বেদ ও স্মৃতি-অনুমোদিত কাম্য কর্ম (পার্থিব ও অপার্থিব আনন্দের জন্য) দ্বারা অভ্যুদয় (prosperity and exhaltation) লাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা সত্ত্ব সংশুদ্ধি, এবং তার থেকেই সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স্ (Highest good)। নিবৃত্তি অর্থে সর্বকর্ম সংন্যাস—সর্বকর্ম ত্যাগ। ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে, ফলাফল স্পৃহা না ক'রে নিস্পৃহ কর্ম দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয়—শুদ্ধি হেতুই নিঃশ্রেয়স লাভ হয় যেহেতু নিঃশ্রেয়স থেকেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। (শঙ্কর গীতাভাষ্য)।

অবিদ্যা তথা অলীক মূল্যবোধ থেকেই কামের উৎপত্তি, কাম থেকেই কর্ম, এবং কর্ম থেকেই পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণার আকাঙ্ক্ষা। অতএব "জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়" দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয় না। কর্মই তম, জ্ঞানই আলো,—এই দুই একসঙ্গে অবস্থান করে না। সম্যগ্‌দর্শন ব্যতীত অলীক-মূল্যবোধ ধ্বংস হয় না। মোক্ষ সুকৃত ও দুষ্কৃতের উর্ধ্বে একটা পরম আনন্দময় অবস্থা। তথাপি নিষ্কাম কর্ম ও ভগবানে আত্মোৎসর্গ ক'রে যদি মানুষ জগতকল্যাণে আত্মকর্তব্য পালন করে তবে সেও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে। (১৭০) রামানুজ বলেন, মোক্ষলাভার্থে নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান প্রয়োজন এবং গীতার লোকসংগ্রহার্থে নিষ্কাম কর্ম শঙ্করের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির একটা অপূর্ব সামঞ্জস্য।

ন্যায় বৈশেষিকের বিশ্লেষণমূলক দর্শন। গৌতমের ন্যায়সূত্র আদি গ্রন্থ, বাৎসায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্যোতকারের ন্যায়বর্তিকা, বাচস্পতির ন্যায়বর্তিকা, তাৎপর্য টীকা, প্রভৃতি ন্যায়ের মৌলিক গ্রন্থ। উদয়ন ও জয়ন্ত পরবর্তী কালের ন্যায়ের ভাষ্যকার। বাঙালী জয়ন্তের অনুবর্তী গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি বাংলার নব্যন্যায়ের ভিত্তি। বাসুদেব সার্বভৌমের তত্ত্বচিন্তামণি ব্যাখ্যা নবদ্বীপের প্রথম অবদান।

(১৬৯) The Samkhya stresses the knowledge of difference of the pure self from Prakriti while Sankara emphasises the knowledge of the identity of the pure self with Brahman, Absolute or Infinite Being—consciosness—bliss (সচ্চিদানন্দ). Manual of Ethics—Dr. J. N. Singha—p. 384.

(১৭০) কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যণ কর্তুমর্হসি ॥ ।—৩।২০

ন্যায় দর্শন বলেন, ঈশ্বর পরম পুরুষ, তিনি সৃষ্টিকারক—নিমিত্তকারণ, আর অণুপরমাণুর যে মিলন হয়েছে সেটা উপাদানকারণ। এই সৃষ্টি ও স্রষ্টার তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধিই মোহবদ্ধ আত্মার মুক্তি দান করে।

কণাদের বৈশেষিক সূত্র, এবং প্রশস্তপাদের পদার্থধর্মসংগ্রহ বৈশেষিক দর্শনের আদিগ্রন্থ। ব্যোম শিবাচার্যের ব্যোমবতী, শ্রীধরের ন্যায়গ্রন্থ, উদয়নের কিরণাবলী ও লক্ষণাবলী, এবং শ্রীবাস্তবের ন্যায় লীলাবতী প্রভৃতি ব্যাখ্যানমূলক সংযোজন।

ন্যায় ও বৈশেষিককে দর্শনের ভাষায় অসৎকার্যবাদ বলা হয়। ন্যায় এবং বৈশেষিক উভয়ই ভগবানের নির্দেশ-সমন্বিত বেদের অনুমোদিত কার্য করাই নীতি-ধর্ম ব'লে প্রচার করেছেন। ভগবানের ইচ্ছাই সৎ ও অসৎ-এর নির্দেশ, বেদে বর্ণিত বিধিনিষেধই ভগবানের নির্দেশ। রামায়ণ ও গীতাও এই বিধিকে নীতিধর্মের মান হিসাবে গ্রহণ করেছে। নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট লোকসিদ্ধিকে, মহানির্বাণতন্ত্র লোকশ্রেয়ঃকে এবং গীতা লোকসংগ্রহকেই নীতিধর্ম বলেছেন। লোকসংগ্রহ এখানে সর্বভূতহিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে-রতা—গীতা—১২।৪)। অধর্ম ত্যাগ ক'রে ধর্মপালনই নীতিধর্ম অনুশীলন—এই অনুশীলন লোকশ্রেয়ঃ হেতু। নীতিবাদের এই মানই শ্রেষ্ঠ মান নয়। আত্মানুভূতির দ্বারা প্রকৃত মূল্যায়নই নীতিবাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নৈয়ায়িক প্রভাকর বলেন, কর্তব্যের জন্যেই কর্তব্য করা, সুখ ও ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মই (নিয়োগ) ধর্ম। প্রভাকরের সঙ্গে Kant-এর সাদৃশ্য থাকলেও কাণ্টের কর্তব্যকর্ম ঔচিত্যহেতু (বুদ্ধিজাত) এবং প্রভাকরের কর্তব্য আত্মজ্ঞানহেতু। গীতার লোকসংগ্রহ ও সর্বভূতহিত, কাণ্টের Rationalism-এর সমধর্মী কিন্তু গীতা ভগবান-প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ মনে করেছে, কর্তব্যপালন তার প্রাপ্তি-পথের সহায়। হিতই আনন্দ নয়, তা নৈতিক শ্রেয়ঃ মাত্র। কাণ্ট Virtue-কেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। কাণ্ট এখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং গীতার শিক্ষা এখানে বিশ্বজাগতিক। (১৭১) গীতার কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগ ধর্মভিত্তিক ভগবৎপ্রাপ্তির মার্গ কিন্তু কাণ্টের নীতিবাদ সমাজভিত্তিক, —ধর্মভিত্তিক নয়। Bradley-র "My Station and Its Duties"-এর নীতিবাদ গীতার স্বভাবগত স্বধর্ম ও লোকসংগ্রহার্থে স্বধর্ম পালনের অনুরূপ।

পূর্ব-মীমাংসা বৈদিক বিধিনিষেধ ও ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাখ্যানমূলক দর্শন। জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা সূত্র, শবরের মীমাংসা সূত্র আদিগ্রন্থ। শবরের পূর্ববর্তী মীমাংসকগণ—উপবর্ষ, বোধায়ন, ভর্তৃমিত্র, ভবদাস প্রভৃতি। প্রভাকর গৌড় মীমাংসক নামে খ্যাত। তাঁর বৃহতী শবর ভাষ্যের উপর লিখিত গ্রন্থ। কুমারিল

(১৭১) His (Kant's) ethics is jural or legal. But the ethics of the Gita is teleological. Kant's ethics is individualistic while the Gita ethics is universalistic ...Kant enjoins the extirpation of feelings and emotions. But the Gita does not enjoin the extirpation of all feelings and emotions. Attachment, aversion, delusion, lust, fear, anger, grief...and other evil emotions and passions ought to be extirpated. But good will, love for all creatures...faith and devotion to God ought to be cultivated. A Manual of Ethics.—Dr. J. N. Singha.—p. 391.

ভট্ট বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের মুখে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রক্ষা করেন। কুমারিলের শ্লোকবর্তিকা, তন্ত্রবর্তিকা, টুপ্‌টীকা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পূর্ব-মীমাংসা প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের সংযোজন, দর্শনের তত্ত্বের দিক থেকে নতুন চিন্তাধারা এর মধ্যে বর্তমান নেই।

উত্তর-মীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনই ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, এবং বেদান্তের শিক্ষা সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি-জীবনে প্রতিভাত। বাদরি, কাশকৃষ্ণ, আত্রেয় এবং জৈমিনি প্রভৃতি বেদান্ত সূত্রের আদি লেখক। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্র খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের লিখিত। বেদান্ত সূত্রের চারি অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মকে পরম সত্য রূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম বিদ্যালাভের উপায়, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ফলাফল লিখিত হয়েছে। বেদান্ত সূত্র উপনিষদের তত্ত্বানুসারী। বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনের পুরুষ প্রকৃতির দ্বৈতবাদকে খণ্ডন ক'রে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ব্রহ্ম এক, মায়াময় ব্রহ্মাণ্ডে তিনি তাই বিভিন্নরূপে প্রকট। জগত ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ না আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করি। সাংখ্য জগতকে পরিণাম (evolution) বলেছেন, বেদান্ত তাকে বিবর্ত (appearance) বলেছেন। গৌড়পাদের কারিকা, ভর্তৃহরির ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি বেদান্ত দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থ।

শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্য প্রামাণিক গ্রন্থ। তাঁর দশখানি উপনিষদের টীকা ও ভাষ্য তাঁর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ। বর্তমানে বেদান্ত বলতে শঙ্করকৃত বেদান্ত-দর্শনই বোঝায়। তাঁর শারীরক ভাষ্য, বিবরণ ও ভামতী এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিক দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। পদ্মপাদের পঞ্চকারিকা, প্রকাশাত্মনের 'বিবরণ' বিবরণ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং বাচস্পতির ভামতী, অমলানন্দের কল্পতরু ও শাস্ত্রদর্শন 'ভামতী' শ্রেণীর অন্তর্গত। সুরেশ্বর বা মণ্ডনের ব্রহ্মসিদ্ধি, বিমুক্তানন্দের ইষ্টসিদ্ধি, শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রভৃতি বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী, জীবমুক্তিবিবেক, সদানন্দের বেদান্তসার, আনন্দগিরির ন্যায়নির্ণয় গোবিন্দানন্দের রত্নপ্রভা, মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি, ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকা পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট গ্রন্থ।

পরবর্তী যুগে বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়, তার মধ্যে ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের বেদান্ত—পারিজাত সৌরভ ও তাদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, মাধ্বের অনুব্যাখ্যান ও দ্বৈতবাদ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বিশেষ জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধ।

শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্তে অবিদ্যাকেই কর্মের উৎস বলেছেন। কর্ম কামপ্রসূত অর্থাৎ কামনা থেকে সৃষ্ট, কামনা অবিদ্যাপ্রসূত। 'অবিদ্যা কামবীজং হি সর্ব্বমেব কর্ম্ম।' আত্মনের সঙ্গে জাগতিক জৈব জড়জীবনের একত্ববোধই অবিদ্যা। মানবের কামনা, তথা এষণা ত্রিবিধ,—পুত্রৈষণা (sex), বিত্তৈষণা (Material gain) এবং লোকৈষণা (will to pleasure)—এই এষণা অবিদ্যা হেতু।

বৌদ্ধধর্মেও এই কামনাকে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা বলা হয়েছে। মানুষ স্বাধীন, স্বাধীন তার ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছা করলে সে পাপও করতে পারে, পুণ্যও অর্জন করতে পারে। শাস্ত্রোক্ত সৎকার্য দ্বারা সে গুণ ও ধর্ম অর্জন করে। অসৎ কার্যের দ্বারা পাপ ও অধর্ম অর্জন করে। আত্মার ভাবনা হেতু মানুষ এই সদসৎ ধর্মাধর্ম অর্জন করে। এও দৈব বা অদৃষ্টজাত। গুণ ও ধর্ম সুখদাতা, পাপ ও অধর্ম দুঃখ-দাতা। সুখ-দুঃখের কতক বাহ্যজগত হতে উদ্ভূত, কতকগুলি মানুষের নিজের গুণাগুণ উদ্ভূত। গুণার্জন ব্যতীত সুখভোগ হয় না, দোষ ব্যতীত দুঃখ লাভ হয় না। আত্মা চিরন্তন, সে জন্মজন্মান্তর পরিক্রমা করছে, জন্মজন্মান্তরের অর্জিত গুণাগুণই দৈব—অদৃষ্ট। [বর্তমান মনস্তত্বের দিক থেকে Heridity বলা যায় ?] এই দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের সুখ-দুঃখের আংশিক ফলদাতা—দৈব বা অদৃষ্টের অর্থ এখানে ভাগ্য নয়। আমরা যে নিঃজ্ঞান মনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য জন্ম থেকেই, হয়ত পূর্বজন্মার্জিত ভাবে লাভ করি, তাই আমাদের জীবন ও মনোবৃত্তিকে আংশিক নিয়ন্ত্রিত করে। এই নির্জ্ঞান মন, পূর্বজন্মার্জিত মনের পুরুষকার দ্বারা দৈবকে মানুষ হয়ত জয় করতে পারে কিন্তু পুরুষকার দৈবাধীন। অতএব পুরুষকার ও দৈব উভয়েই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব গৃহস্থের কর্তব্য পঞ্চবিধ যজ্ঞ করা—ভূতযজ্ঞ (জীবসেবা), মনুষ্যযজ্ঞ (মানব সেবা), পিতৃযজ্ঞ (পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানাদি), দৈবযজ্ঞ (পরম পুরুষ অনুধ্যান) ও ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন)—মানুষের কর্তব্য জীব, মানব, পিতৃপুরুষ, ভগবান সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি সমভাবে রয়েছে। প্রতিটি লোক ত্রিবিধ ঋণ নিয়ে জন্মায়—ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, দৈবঋণ—অর্থাৎ ব্যক্তি ও জগতের প্রতি কর্তব্য। গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম পালন। তার জীবনের কাম্য চতুর্বিধ পুরুষার্থ লাভ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। অর্থ জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, কাম মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে, ধর্ম মানবিক ও সামাজিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে এবং মোক্ষ আত্মিক অভাব পূর্ণ করে। মোক্ষই জীবনের কাম্য, কারণ ধর্ম, অর্থ, কাম, জাগতিক গুণাগুণের অধীন এবং মোক্ষই শাশ্বত আনন্দ। পুণ্য জাগতিক আনন্দদায়ক, পাপ জাগতিক দুঃখদায়ক। পাপ-পুণ্য জন্মজন্মান্তরের মানব আত্মার নির্জ্ঞান মনের স্রষ্টা। অতএব মোক্ষ লাভের জন্য এই পাপপুণ্য—জাগতিক ধর্মাধর্মের উর্ধ্বে মানবাত্মাকে পরমব্রহ্মের সঙ্গে লীন ক'রে অভেদাত্মা হতে হবে—এই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, পরমানন্দ। (১৭২)

চার্বাক দর্শন লোকায়ত দর্শন (Materialism), অর্থ ও কামকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য মনে করেছেন। অহংপ্রসূত এই জড়বাদ অধ্যাত্মভূমি ভারতে

(১৭২) Moksha is conceived by the Vedanta as the highest state of infinite and eternal bliss, which transcends joys and sorrows of empirical life. It is realisation of the self's identity (অভেদ) with Brahman or the Absolute or of its essential community (সাধর্ম) with Brahman. It is the realisation of the infinite bliss of Brahman···Finitude is pain, Infinitude is bliss. This is the acme of perfection (নিঃশ্রেয়স). Ibid—J. N. Singha—p. 372.

কোনদিনই দানা বাঁধতে পারেনি। সুখ অর্থে তাঁরা জৈব সুখ মনে করেছেন। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'-এর দর্শন ভারতে কোনদিন জনপ্রিয় হয়নি। গীতায় তাদের 'কামোপভোগপরমা' 'অল্পবুদ্ধি' ও 'নষ্টাত্মা' বলা হয়েছে। তারা মোহান্ধ, তাই জাগতিক জীবনকেই পরম কাম্য মনে করেছে। বাৎসায়ন ধর্ম, অর্থ, কামকেই পুরুষার্থ বলেছেন কিন্তু তিনি উচ্চতর কান্তিবোধ-প্রসূত কলাবিদ্যা সঙ্গীত শিল্প নৃত্য প্রভৃতির সূক্ষ্ম আনন্দকেই আনন্দ মনে করেছেন। এপিকিউরানদের সঙ্গে তিনি তুলনীয়।

বুদ্ধের অহিংসা-ধর্মের মূলকথা জাগতিক জীবনে সমস্ত প্রাণী সুখী ও সংরক্ষিত হোক। কেউ কাউকে বঞ্চনা করবে না, কেউ অন্যায় দ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করবে না, ক্রোধের বশেও অন্যের ক্ষতি করবে না। প্রীতি দ্বারা ক্রোধ জয়, সৎ দ্বারা অসৎকে জয়, প্রসারতা দ্বারা লোভকে জয় কর, সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় কর। তাঁর মূলকথা লোকশ্রেয়ঃ।

বৌদ্ধধর্মের আদিশাস্ত্র ত্রিপিটক তিনভাগে বিভক্ত—বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক এবং অভিধম্ম পিটক। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও চারি ভাগে বিভক্ত—সূত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। প্রথম দুইটি হীনযান (Realist) ও শেষ দুইটি মহাযানের (Idealist) অন্তর্গত।

বৈভাষিকগণ অভিধর্মানুসারী। কাত্যায়নীপুত্রের জ্ঞান-প্রস্থান এর আদি পুস্তক। সুত্ত পিটকের অনুগামী কুমারলাত, ধর্মোত্তর, যশোমিত্র ও বসুবন্ধু, কিন্তু এঁদের রচনা এখন পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন—তাঁর প্রজ্ঞাপারমিতা মূল গ্রন্থ। শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার, শিক্ষা সমুচ্চয়, আর্যদেবের চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মৈত্রেয়নাথ যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আসঙ্গ ও অশ্বঘোষ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আসঙ্গের যোগাচার ভূমিশাস্ত্র, অভিধর্মকোষ এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। যশোমিত্র, স্থিরমতি, দিঙনাগ, ধর্মপাল, শীলভদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষ্যকার।

নীতিবাদের দিক থেকে বৌদ্ধদর্শন বলে,—জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও তাই নিশ্চয়ই আছে। এ দুঃখ জয় করা যায়, তার পথও আছে। নির্বাণই এই দুঃখ জয়ের পথ, অতএব তাই পরমার্থ। এই নির্বাণ লাভের আটটি পথ—আষ্টাঙ্গিক মার্গ আছে। সম্যক দৃষ্টি (Right Belief), সম্যক্ সংকল্প (Right Resolve) সম্যক্ বাক (Right Speech), সম্যক্ কর্মান্ত (Right Conduct) সম্যক্ আজীব (Right Livelihood), সম্যক্ ব্যায়াম (Right effort), সম্যক্ স্মৃতি (Right mindfulness), সম্যক্ সমাধি (Right concentration).

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, অনুশীলনই নির্বাণলাভের পথ। বৌদ্ধধর্ম অন্তরশুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, যেহেতু বাহ্য কর্মের পবিত্রতাই যথেষ্ট নয়। বৌদ্ধ নীতিবাদ প্রধানতঃ পরার্থবাদী—ভোগ ও ত্যাগ তথা লোকায়ত ও সন্ন্যাসের মধ্যপথ। অহং থেকেই মানুষের সুখের মোহ, অহংকে যদি নির্মূল করা

যায় তবে পরম সুখভোগ হয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যপথই এ্যারিস্টটলের "Doctrine of Virtue"র মধ্যে দেখা যায়। লোকায়ত সুখান্বেষণ ও সর্বরিক্ত সন্ন্যাস উভয়কেই বৌদ্ধ নীতিবাদ স্বীকার করে না। কায়মনোবাক্যে অহিংসা ও মৈত্রী, করুণা ও প্রেম, ক্ষমা ও আত্মশুদ্ধিকেই ধর্মের পথ ব'লে বুদ্ধ নির্দেশ দিয়েছেন। শান্ত ত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বকল্যাণে কর্মবৃত্তিই তাঁর আদর্শ—গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ নয়।

জৈনগণ পঞ্চব্রত পালনের কথা বলেছেন,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ না রাখা বা গ্রহণ না করা)*। এই ব্রতানুশীলই অনুব্রত,—গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য। এই পঞ্চব্রতের পূর্ণ অনুশীলন দ্বারা পূর্ণ সংযম ও ত্যাগই সাধুগণের কর্তব্য—ইহাই মহাব্রত। এগুলি বৌদ্ধধর্মের নীতিবাদ বা যোগশাস্ত্রের পঞ্চ যমের অনুরূপ। হিংসা, অনৃত, স্তেয়, অব্রহ্ম ও মূর্চ্ছা (মায়া) এইগুলি পাপ। সাধকজীবনে মৈত্রী, কারুণ্য, প্রমোদ (সাধু দর্শনের আনন্দ) ও মাধ্যস্থ্য (পাপীর সংস্রব ত্যাগ) অনুশীলনই কর্তব্য। বৌদ্ধধর্ম ও যোগ ও এই মৈত্রী, কারুণ্য, প্রমোদ ও মাধ্যস্থ্য অনুশীলনের কথা বলেছে। বিশেষতঃ পাপ যে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের পরিপন্থী একথা অনুধ্যান করা সংযম শিক্ষার প্রশস্ত পথ। জৈনধর্ম তিন রকম সংযমের উল্লেখ করেছেন—কায়গুপ্তি, বাগ্‌গুপ্তি, মনোগুপ্তি অর্থাৎ দেহ-বাক্-মন সংযম। উত্তম ক্ষমা, উত্তম মার্দব (humility), উত্তম আর্জব (Straightforwardness), উত্তম শৌচ (purity) উত্তম সত্য, উত্তম সংযম, উত্তম ত্যাগ, উত্তম আকিঞ্চন (indifference), উত্তম ব্রহ্মচর্য—এগুলি ধর্ম এবং এর অনুশীলনই পুণ্য। ত্যাগই আত্মনকে পাবার উপায়—তাই জৈন নীতিবাদ অহিংসা নীতিবাদ।

অদ্বৈত বেদান্তের নীতিবাদের মূল সূত্র—জাগতিক জীবনের সকল কর্মের উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ—অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের অতীত অবস্থা লাভ। আনন্দ বা দুঃখ দুই প্রকার, জাগতিক ও সীমিত, এবং শাশ্বত ও অসীম। ব্রহ্মণ্ শাশ্বত ও অসীম আনন্দময়, অতএব ব্রহ্মলাভই পরমার্থ। জীবই ব্রহ্ম, অতএব আত্মবোধই ব্রহ্মবোধ। বেদ শ্রবণ, মনন, চিত্তনিরোধ, নিদিধ্যাসন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পথ।

দম, শম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, নিত্যানিত্যবিবেক, ফলভোগ-বৈরাগ্য ব্রহ্মলাভের পথ। কাম্যকর্ম ও প্রতিপিণ্ডকর্ম নিষিদ্ধ, ফলাকাঙ্ক্ষী না হ'য়ে নিত্যকর্মই কর্তব্য। নিবৃত্তসর্ববাহ্যৈষণা হলেই তবে ব্রহ্মলাভ হয়। কামনা আত্মন ও অনাত্মনের অলীক একত্ববোধপ্রসূত অবিদ্যাজাত, দেহমনবুদ্ধি এবং অহং-এর অতীত বিদ্যার্জনই অবিদ্যা দূর করবার উপায়।

বৈশেষিক প্রশস্তপাদ নীতিধর্ম পালনের কর্তব্যকে দুই ভাগ করেছেন—সার্বজনীন ও বিশিষ্ট। ধর্মশ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্ব, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অনুপধা (purity of mind), ক্রোধ বর্জন, অভিষেচন (cleanliness), শুচিদ্রব্য সেবন,

* যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্ত্বংহি দেহিনাম
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেনো দণ্ডমর্হতি। ভাগবৎ—১২শ স্কন্দ

বিশিষ্ট দেবতা ভক্তি, উপবাস, ও অপ্রসাদ—এইগুলি সার্বজনীন কর্তব্য। বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী বিশিষ্ট কর্তব্য বর্তমান। ব্রাহ্মণের কর্তব্য,—প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, যাজন, স্ববর্ণবিহিত সংস্কার। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য—সম্যক্ প্রজাপালন, অসাধু নিগ্রহ, যুদ্ধেষু অনিবর্তন, স্বকীয় সংস্কার। বৈশ্যের কর্তব্য—ক্রয়বিক্রয়, কৃষি, পশুপালন, স্বকীয় সংস্কার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সাধারণ কর্তব্য—দান, অধ্যয়ন ও ইজ্যা (act of sacrifice)। শূদ্রের কর্তব্য—পূর্ববর্ণপরতন্ত্রা (অন্যান্য বর্ণ সেবা) ও আমন্ত্রিক ক্রিয়া (মন্ত্রহীন যাগযজ্ঞ করা)। বিভিন্ন আশ্রমের কর্তব্য,—ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য; গার্হস্থ্য জীবনে ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ; বাণপ্রস্থে বনগমন, যজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি এবং সন্ন্যাসজীবনে, যম, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ঈশ্বর প্রণিধান। নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ঈশ্বর প্রণিধানের উপায়।

নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট বলেন, কর্মে দান পরিত্রাণ পরিচারণ; বাক্যে সত্য, প্রিয়বচন, হিতবচন স্বাধ্যায় এবং মনে অস্পৃহা, অনুকম্পা ও পরলোক শ্রদ্ধা জাগতিক কর্তব্য এবং পুণ্য কর্ম। হিংসা, স্তেয়, প্রতিপিণ্ডাচরণ অনৃত, পরুষবচন, সূচনা, অসংবদ বচন, পরদ্রোহ, পরদ্রব্যাভিলাষ ও নাস্তিক্যানুধ্যান এইগুলি পাপকর্ম।

ভারতীয় দর্শন, নীতিবাদ, সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রভাবে, অর্থাৎ অহংচালিত ব্যক্তিবাদ এবং তার যুক্তিবাদ এবং জড়বাদের যে বুদ্ধিগত প্রতিবাদ ১৯ শতক থেকে ভারতে সোচ্চার হ'য়ে উঠেছে—তা বহু পুরাতন, খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকের নাস্তিকতাবাদ বা চার্বাকের লোকায়ত দর্শনেরই পুনরাবৃত্তি। জড়বাদী মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে আহৃত যুক্তিবাদ পাশ্চাত্ত্যে হৃদয়কে বার বার অস্বীকার করেছে, অতীন্দ্রিয় জগতকেও উহ্য রেখে স্বর্গের সমবণ্টন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছে। চার্বাকও বর্ণধর্ম ও আশ্রয়ধর্মকে শোষণের অঙ্গ বলেছিলেন। (১৭৩) কিন্তু সে-যুগের ব্রহ্মবাদী অধ্যাত্মমানস ভারত সেকথা শোনেনি, লোকশ্রেয়ঃ ও লোকস্থিতির জন্যে তাঁকে সমাজজীবনে প্রবেশাধিকার দেয়নি। অহংবাদের নামে মধুমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিবাদকে তাঁরা সমাজ, লোকহিত ও লোকস্থিতির প্রয়োজনে অস্বীকার করেছেন। জড়বাদী ও যুক্তিবাদী পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নতুন ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং চার্বাকের কথাই আজ পুনরুক্ত হচ্ছে বারবার। আধ্যাত্মিক ভারতাত্মা নেমে এসেছে জড়জগতের ধুলায়। জড়বাদী পাশ্চাত্ত্যের হিংসোন্মত্ত আবর্তে তাকে আজ নিরুপায় ভাবে ঝাঁপ দিতে হয়েছে।

---

(১৭৩) (ক) নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
(খ) ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরাঃ।
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্॥
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃ নির্মিতা।
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় ভাগ। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারায়ণ ভট্টাচার্য—পৃঃ-২২৬

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিত্ত

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য চিত্ত ভিন্ন, বিভিন্ন তার বিকাশের ইতিহাস। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি জীবনদর্শন, জীবনের মূল্যবোধ এবং তজ্জনিত সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে মূলতঃ পৃথক। এই দুইকে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য দর্শন তথা চিত্ত জড়বাদী—Knowledge of facts (বস্তুতত্ত্ব) থেকে উদ্ভূত, এবং প্রাচ্য দর্শন চিত্ত, অধ্যাত্মতত্ত্ব তথা মূল্যায়ন কেন্দ্রিক (knowledge of values)।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ধারা প্রধানতঃ দুইটি—Sophlia (knowedge of values) এবং Scientia (knowledge of facts)। গ্রীক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা Thales of Miletus জলকে সৃষ্টির কারণ অনুমান করেন অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব থেকেই গ্রীক দর্শনের আরম্ভ। আইওনিয়ার দার্শনিকগণ সবই এই পথের পথিক। Anaximander থেকে Parmenidis ও Heracletus পর্যন্ত এসে এটা একটা বিমূর্ত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হ'য়ে দাঁড়ায়—যদিও তাদের মধ্যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার পার্থক্য বর্তমান। ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে Pythagoros থেকে তা অনেকটা অতীন্দ্রিয় হ'য়ে ওঠে। (১৭৪) তাঁর পরে পুনরায় গ্রীকদর্শন আইওনিয়ার ধারায় প্রবাহিত হয়। পার্থক্য শুধু এই—Empedoclus, Anaxagoros ও Atomist গণ পূর্বতন অদ্বৈতবাদ (Monism) থেকে বহুত্ববাদে (Plularism) এসে পৌছান। Anaxagoros প্রথম Nous বা মনের কথা বলেন। Protagoros-এ এসে গ্রীক দর্শন প্রকৃতি থেকে মনে এসে কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি বলেন,—"Man is the measure of all things" এই থেকেই গ্রীকদর্শন নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে। এই সময় থেকে সমগ্র গ্রীক দর্শন মানুষ ও তার সমস্যা ঘিরে গ'ড়ে ওঠে—অর্থাৎ বিশ্বজাগতিক জীবন থেকে ব্যক্তিজীবনে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রটাগোরাসের মানুষ কেবলমাত্র রক্তমাংসের রিপু-চালিত মানুষ। এর পরে সক্রেটিস্ এসে বললেন, মানুষের সার্বজনীন উপাদানই (Universal element) দর্শনের বিচার্য হওয়া উচিত। এখান থেকে গ্রীকদর্শন Love of Sophia হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটো সক্রেটিসের সার্বজনীনতা ও পিথাগোরসের অতীন্দ্রিয়তাকে একীভূত করে তত্ত্বজ্ঞানকে মস্তিষ্ক, ও স্বজ্ঞা (intuition)-প্রসূত বললেন। সেই জন্যেই প্লেটোর Idea of good কেবল যুক্তিবিদ্যা নয় তা অতীন্দ্রিয়তাও বটে, যদিও তার মধ্যে এই reason ও intuition-এর দ্বন্দ্ব রয়ে

(১৭৪) In Pythagoros, Greek philosophy had also its first touch of mysticism which is acquired partly from Orphic cult and partly from its contact with Eastern, especially Indian philosophy, for there can be no doubt that Pythagoros was greatly influenced by Buddhism and other trend of Indian philosophy. Meeting of the East and West etc.—Dr. S. K. Moitra.—p. 19.

গেছে—সমন্বয় হয়নি। এ্যারিস্টটলই প্রথম জ্ঞানের মূল্যায়ন করেন উদ্দেশ্যবাদের সৃষ্টি ক'রে অর্থাৎ এই থেকেই মূল্যবোধের সৃষ্টি। তিনিই বিবর্তনবাদের স্রষ্টা।

পরবর্তী Stoics, Epicurians এবং Skeptics, দর্শনের তত্ত্বীয় (Theoretical) দিকটা পরিহার ক'রে প্রয়োগজ (Practical) দিকটা গ্রহণ করেন। এই থেকে দর্শন তত্ত্বকে ত্যাগ করে মূল্যায়নকে গ্রহণ করে এবং Plotinus জগতকে ত্যাগ ক'রে—পরম পুরুষকেই চরম মূল্য দেন। অতএব গ্রীকদর্শন Scientia থেকে আরম্ভ হলেও স্বর্ণযুগে Sophia-তে এসে পৌছয়। গ্রীকের পরে এল রোমকগণ, তাদের সংস্কৃতি পৃথক, তাদের নিজেদের কোন দর্শন ছিল না। তারা নিষ্কলুষ জড়বাদী যোদ্ধা, সাম্রাজ্যবাদী, তারা Scientia-কেই মূল্য দিল এবং তার ফলে আইন, রাজনীতি এবং প্রয়োগজ বিজ্ঞানই উন্নততর হল। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর Sophia-র পুনর্জীবন উচিত ছিল কিন্তু গোঁড়া খৃষ্টান ধর্মের প্রভুত্বে উভয়েরই লোপ হয়। দর্শন নূতন জীবন পায় রেনেসাঁ থেকে। Descartes-এর "Cogito ergo Sum" (১৭৫)-এর মধ্যে মানুষ তার নষ্ট আত্মাকে খুঁজে পায়—তিনিই নব্যদর্শনের জনক। তিনি পরম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাঁর মধ্যে দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে। Spinoza তাঁর এই দ্বৈতবাদ থেকে অতীন্দ্রিয়বাদে গিয়ে এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চেষ্টা করেন—যদিও এটা প্রাচ্যের দান (১৭৬)। তাঁর Scientia Intuitiva এবং Intellectual Love of God কার্টেসীয় দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য করে। কিন্তু সে ক্ষণিক, John Locke-এর প্রয়োগিক দর্শন, David Hume-এর সন্দেহবাদে এসে দাঁড়ায়। Leibniz-এর কিছুটা পরিবর্তন হলেও ব্যক্তির উপরে অত্যধিক প্রাধান্য আরোপ করায় সার্বজনীনতাকে খর্ব ক'রে ফেলে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে আজও এই Sophia ও Scientia-র সংগ্রাম চলেছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞান ও দর্শন পারস্পরিক প্রভাবে আজ দিশাহারা। বিজ্ঞানের জয়ে যাঁরা আত্মহারা তাঁরা ১৮।১৯ শতকের জার্মানীর আশাবাদী দর্শনকে উপেক্ষা করেন। আজ বিজ্ঞানের অবিমৃষ্যকারিতাকে প্রতিহত করতে দর্শনের পুণরুজ্জীবন প্রয়োজন।

এর পরে Kant বললেন,—Priori অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান বস্তুর অতীত চেতনা ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনি দেখালেন Hume-এর দর্শন ধ্বংসকরী—বিজ্ঞান এবং অধিবিদ্যা (Metaphysics) উভয়েরই। তিনি বললেন, নৈতিক জ্ঞান বস্তুজ্ঞান দ্বারা সম্ভব নয়, বিশ্বাস ও ভক্তিদ্বারাই সম্ভব, কারণ যুক্তি দ্বারা সম্যক্‌জ্ঞান লাভ হয় না, কিন্তু জ্ঞানকে তিনি জাগতিক যুক্তি-বিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন। বললেন,—জাগতিক জ্ঞান থেকেই তত্ত্বজ্ঞানে পৌছান যায়। প্রকৃত তত্ত্ব যুক্তি-বিজ্ঞানের অতীত কিন্তু নিম্নতর জ্ঞানের সঙ্গে এই অতি-মানবীয় জ্ঞানের একটা

(১৭৫) (I think, therefore I am)

(১৭৬) Spinoza, the greatest of these escaped the cartesian dualism through his mysticism which was his oriental heritage. Ibid—Dr. S. K. Moitra—p. 23.

যোগাযোগ থাকে। Hegel-এর Rationalism-এর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন সোফেন হাওয়ার। প্রকৃত মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে পরখ করতে হেগেলের যুক্তিবাদ মূল্যহীন হ'য়ে গেল। এই যুক্তিবাদী দর্শন ও মূল্যায়নকেন্দ্রিক দর্শনে যখন বিরোধ চলছিল তখন বিজ্ঞান ধীরে ধীরে তার উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বহুতর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হল, পদার্থবিদ্যা-জীববিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হল, তার ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনের উদ্ভব হল। John Stuart Mill-এর বস্তুকেন্দ্রিক দর্শনকে প্রতিষ্ঠা দিল। বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদেরও প্রতিষ্ঠা হল, বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শন মস্তিষ্কগত যুক্তিবাদে পরিণত হল। পাশ্চাত্ত্য দর্শন কোনদিনই প্রয়োগজ ছিল না, এবং তা হলও না; তা তত্ত্বীয় হ'য়ে পুস্তকের কারাগারেই রয়ে গেল। (১১৭) অর্থনীতির চাপে সমাজবিদ্যায় পরিণত হল মানবীয় তত্ত্ব।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এই অক্ষম ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট:

(১) প্রথমতঃ তত্ত্বীয় হয়েই ছিল কোনদিন প্রয়োগজ ছিল না—ভারতীয় দর্শনের মত ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, সাংস্কৃতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। (২) জড়-জগতের সুখ-দুঃখবাদী (existential) অনুভূতিমূলক বা মূল্যমান মূলক (axiological) হয়নি। (৩) যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী কিন্তু অধ্যাত্মবাদী নয়। (৪) সার্বজনীন, কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। (৫) বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, স্থির সত্যে (static constancy) বিশ্বাসী নয়।

ভারতীয় দর্শনের মূল ভাব মূল্যবোধকেন্দ্রিক (value centric), তার অর্থ সত্তাকে (Reality) তাঁরা কেবলমাত্র অস্তিত্ব (Existence) ব'লে স্বীকার করেননি, তাকে মূল্য বলে গ্রহণ করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যখন সন্ন্যাস জীবনের জন্য গৃহাশ্রম ত্যাগ করবেন মনস্থ করলেন তখন তাঁর সমস্ত জাগতিক সম্পদ মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী দুই পত্নীকে ভাগ ক'রে দিতে চাইলেন। তখন মৈত্রেয়ী বললেন,—যা আমাকে অমরত্ব দেয় না, তা দিয়ে কী করব? অর্থাৎ অমরত্ব বা কৈবল্যই একমাত্র বস্তু যার মূল্য আছে, আর বাহ্য সবই অলীক। ছান্দোগ্য উপনিষদে যখন নারদ সনৎকুমারের নিকট বললেন যে, তিনি যা শিখেছেন নামমাত্র, সে জ্ঞানে তৃপ্তি আসে না। সনৎকুমার তাঁকে জীবনের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন—যা তাঁকে চির আনন্দলোকে নিয়ে যাবে। মানব-জীবনের সর্বকর্ম-জ্ঞান-চিন্তা-ভক্তি-ধর্ম সবই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও অমৃতত্ব লাভের জন্য—

(১১৭) The position, therefore, of Western philosophy at the present moment is that owing to the excessive growth of intellectualistic element in it, which Romanticism could not subdue, it has become predominantly logical and also on account of the influence of science it has become existential or factual. But it has been able to maintain its dynamic character. Its outlook was never practical except for a brief period in Greek philosophy and in very recent years in pragmatism and some forms of philosophy of values.—Ibid—p. 29.

যা পাওয়ার অতীত আর কোন পাওয়া নেই। ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই প্রকৃত মূল্যায়ন।

গীতার জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-যোগ সবেরই উদ্দেশ্য এক,—কৈবল্যলাভ। এই চরম সম্পদলাভই চরম পাওয়া,—জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তিনটি ভিন্ন পথ মাত্র। ভারতীয় দর্শনের সমস্ত শাখা-প্রশাখা, এমন কি বৌদ্ধ-জৈন দর্শনও এই মূল্য বা পরম সত্যকে খুঁজেছে। চার্বাকদর্শন ভারতীয় জীবনকে কোনদিনই প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। এক চার্বাকদর্শন ব্যতীত সকল দর্শনই সত্তাকে অস্তিত্ব বলে মনে করেনি, মূল্য বলে মনে করেছে। এই প্রকৃত মূল্যায়নই ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি। (১৭৮) ভারতীয় দর্শনে পরম সত্যকে সচ্চিদানন্দ রূপে প্রতিষ্ঠাই তার শ্রেষ্ঠ দান। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ জাগতিক জীবনের যুক্তিগ্রাহ্য তত্ত্বেরই মূল্যায়ন করেছেন কিন্তু তার ঊর্ধ্বে তাঁরা যাননি, কিন্তু ভারতীয় দর্শন তার ঊর্ধ্বে এক আনন্দময় জগতের সন্ধান দিয়েছে। সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই মূল্যবোধ তাকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে—তার মূল্যায়ন হয়েছে চরিত্র (ব্যক্তি) সৃষ্টির মাপকাঠিতে নয়, তার হৃদয়ানুভূতির প্রবলতা ও পেলবতা দিয়ে।

ভারতীয় দর্শনের এই সচ্চিদানন্দের আদর্শবাদ উপনিষদের যুগের—ঋষিগণের অনুভূত সত্য। বৃহদারণ্যক (৩।৯।২৪) উপনিষদে বলা হয়েছে বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম; তৈত্তিরীয় (২।১) উপনিষদে বলা হয়েছে সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্। সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম এই বিশেষণের সংক্ষিপ্ত প্রকরণ 'সচ্চিদানন্দ'।

সত্তা সম্বন্ধে এই মূল্যায়নের জন্যই ভারতীয় দর্শনে Theoretical ও Practical-এর পার্থক্য কিছু নেই—অবশ্য প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে এ দুইটি কথার অর্থ এক নয়; পাশ্চাত্ত্যে প্রয়োগজ বলতে বোঝায় যা জাগতিক জীবনে সুখসম্ভোগ বা উন্নতি করতে সহায়তা করে। ভারতীয় দর্শন এ অর্থে কথাটির প্রয়োগ ঘৃণ্য মনে করেছে। ভারতের অর্থ যা আমাদের আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছে দেয় তাই প্রয়োগ। এই পার্থক্য বিভিন্ন মূল্যবোধ হেতু—পাশ্চাত্ত্য যাকে মূল্য দিয়েছে, ভারত তাকে মূল্য দেয়নি। (১৭৯) ভারতের ধারণা অনেকটা সীমিত কারণ তা ব্যক্তিগত, সার্বজনীন নয়। তার কৈবল্য ও মুক্তি ব্যক্তির, বিশ্বের নয়। একথাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ বুদ্ধ বলেছেন, জগতের মুক্তি না হলে তিনি মুক্তি চান না। উপনিষদেও এই জগত-মুক্তির কথা আছে। ঈশোপনিষদে

(১৭৮) The different systems no doubt differ widely as to what constitutes the chief value but except in the case of Charvaka which does not seem to have affected much the main currents of Indian thought, they all agree that for philosophy Reality is not mere existence but Value, and that the chief concern of philosophy is to discover the ultimate value. Ibid—p. 6.

(১৭৯) The practical means in the West as the same as pragmatic, that is to say, what enables a man to be effective to succeed, to prosper in the world of everyday life. Indian philosophy has a contempt for the practical in this sense. For it the practical means that which helps man to attain his supreme end his final goal. Ibid—p. 11.

(১৫) জগত-মুক্তির জন্ম ভগবানকে সত্যের আবরণ উন্মোচন করতে প্রার্থনা করা হচ্ছে। তাছাড়া অদ্বৈত বেদান্তেও "এক মুক্তৌ সর্বমুক্তিঃ" বলা হয়েছে, ব্যক্তি পূর্ণতা লাভ করলেই বিশ্ব পূর্ণতা লাভ করবে। ধর্মও ব্যক্তির পূর্ণতা চেয়েছে তাই এবং দর্শনে ভারতে বিরোধ হয়নি, ধর্ম কখনও দর্শনের প্রভাবকে নস্যাৎ করেনি। কিন্তু পাশ্চাত্যে এ বিরোধ সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে কারণ ধর্ম দর্শনকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে। তার ফলে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেনি। (১৮০) সৃষ্টি ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস ভারত-অন্তরকে বিবর্তনবাদী ক'রে বিদ্রোহী ক'রে তোলেনি।

ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যের প্রভাবেই মানব-চিত্ত বিকশিত হোক, আর চিত্তবৃত্তির প্রতিচ্ছবিই দর্শন-সাহিত্য হোক্, প্রাচীন ভারত-চিত্ত এবং গ্রীস-রোমের চিত্ত যে এক নয়, একথা এই স্বল্প ইতিহাসেই সুস্পষ্ট। এই ভিন্নতার প্রধান কারণ, পাশ্চাত্যে দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্ব হ'য়েই ছিল—পুঁথির প্রাচীরে বন্দী হ'য়ে ছিল মনের জিজ্ঞাসা। কিন্তু ভারতে ধর্ম-দর্শন সমাজব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিজীবনকে, জনচিত্তকে, সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে—তার শিক্ষাকে সঞ্চারিত করেছে মানব-সমাজের সমস্ত শিরা-উপশিরায়। ভিন্ন মূল্যবোধহেতু জনচিত্তকে জড়জগত থেকে মুক্ত ক'রে অধ্যাত্মবাদী ক'রে দিয়েছে। ভারতীয় সমাজজীবন বর্ণাশ্রম চতুরাশ্রমে বাঁধা, নিষ্কাম কর্ম, ধর্মপালনই সেখানে কাম্যকর্ম, ধর্মজীবন ব্যক্তি ও সমাজজীবনের অঙ্গীভূত। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্রতার জন্যে ধর্মজীবনের জন্যই ব্যক্তিজীবন গ'ড়ে উঠেছে—জীবনের মূল্যকে ভারত অন্য এককে পরিমাপ করেছে।

জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যহেতু জীবনের মূল্যবোধ ও জাগতিক জীবনের মূল্যায়নও ভারত ও পাশ্চাত্যে পৃথক। পাশ্চাত্যে মানুষের জীবনের চাওয়া-পাওয়া ড়জীবনকে ঘিরে, জড়জীবনের সুখ-দুঃখই তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মানুষ তার অহং নিয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে জগতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে,—মধ্যাত্মজীবন তার কাছে মূল্যহীন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জাগতিক জীবনের সুখ-দুঃখ জীবনের মাপকাঠি হওয়ায় তা হয়েছে জড়বাদী, বস্তুকেন্দ্রিক। ভারত জাগতিক-জীবন, জড়জীবনের উর্ধ্বে একটা আনন্দময় জগতকে খুঁজেছে,—সচ্চিদানন্দ, কৈবল্য বা মুক্তি চেয়েছে কারণ তাই তার কাছে চরম পাওয়া। অতীন্দ্রিয় জগতের এই পাওয়া জড়জীবনের পাওয়াকে তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে তার কাছে। জৈবিক জীবনের সুখ-দুঃখ মূল্যহীন হ'য়ে পড়েছে তার কাছে,—অহং আর ব্যক্তি মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত মাথা নীচু ক'রে রয়েছে জড়জীবনে। পাশ্চাত্য চেয়েছে জৈবিক জড়জীবনের নন্দ, ভারত চেয়েছে তুরীয় আনন্দ।

---

(১৮০) The unfortunate conflict between the two in the West is due to the act that religion wanted to be all in all, that it not only laid down what values were to be persued but even what facts were to be accepted as true. This naturally brought religion not only into conflict with philosophy but also with cience. Ibid—S. K. Moitra—p. 14.

তুরীয় আনন্দ যুক্তিগ্রাহ্য নয়, অনুভূতিগ্রাহ্য। পাশ্চাত্ত্য যেখানে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছে, সমাজজীবনকে ও ব্যক্তিকে দেখেছে ইন্দ্রিয়ানুভূত বিচারশক্তি দিয়ে, ভারত সেখানে দেখেছে তার হৃদয় দিয়ে। পাশ্চাত্ত্য হয়েছে existential এবং ভারত হয়েছে axiological.

যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখেছে বলেই পাশ্চাত্ত্য হয়েছে যুক্তিবাদী, বুদ্ধিবাদী, আধ্যাত্মিক জীবন থেকে হয়েছে সে বঞ্চিত। ভারত এই বুদ্ধিবৃত্তিকে অবিদ্যা বলে ত্যাগ ক'রে পরাবিদ্যার্জন করতে চেয়েছে—তাই তার সমগ্র জীবন ঘিরে আধ্যাত্মিকতার আলো তাকে পথ দেখিয়েছে—ভারত হৃদয়ের আলোয় পথ চলেছে।

পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধিগতভাবে সমগ্র জনজীবনের, মানব-সমাজের কথা ভেবেছে, ভারত ভেবেছে ব্যক্তির পূর্ণতার কথা, কারণ, 'একমুক্তৌ সর্বমুক্তিঃ'। আশাবাদী পাশ্চাত্ত্য মানুষের বিবর্তনে বিশ্বাসী, বিবর্তনের মাঝে সে পূর্ণতা লাভ করবে কিন্তু ভারত জগতকে দেখেছে গতিহীন পরমপুরুষের সৃষ্টি হিসাবে। মূলীভূত এই পার্থক্যহেতু পাশ্চাত্ত্যের ব্যক্তি-সমাজ-পরিবার, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের যা সম্পর্ক ভারতে তা নয়। ভারতে রাজা নমস্য হয়নি, ভিখারী ব্রাহ্মণ নমস্য হয়েছিল চিরদিন। পাশ্চাত্ত্যের বিবাহ জৈবিক কৃত্য, হিন্দুর বিবাহ ধর্মকৃত্য,—ভারতের সাহিত্যে ও জীবনে তাই নারীপ্রেম জৈবিক প্রেম নয়, তা দেহাতীত এক অনুভূতি। ভারতের মা নারী নয় দেবী, পিতা দেবতা, ভ্রাতা-ভগ্নী সবই এক নিবিড় নিঃস্বার্থ বন্ধনে বাঁধা। বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিও বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে পারেননি। কোন হিন্দু তার মা পুনরায় বিবাহ করতে পারেন একথা ভাবতে বিদ্রোহ করে, যেহেতু নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ভারত জৈবিক প্রয়োজন বলে ভাবতে শেখেনি। ভারতীয় সমাজ ব্যক্তির সমাজ নয়, পরিবার ব্যক্তির সমষ্টি নয়, তা অহংমুক্ত একটা অধ্যাত্ম পরিবেশ। সমাজ, পরিবার, জীবন, প্রীতি ও নৈকট্যে বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট, সামগ্রিক—মানবপশুর অহং সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে সংঘাত সৃষ্টি করেনি। অহং অধ্যাত্মশিক্ষার কাছে নতমস্তকে অপরাধী হ'য়ে ছিল।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য তাই অহংপূর্ণ মানুষের মানবতাবোধপ্রসূত নয়। জগতিক জীবনে ব্যক্তিসংঘাতজনিত আত্মবিশ্লেষণও নয়,—সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যে একটি চরিত্রও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে প্রতিভাত হয়নি, realistic সাহিত্যও গ'ড়ে ওঠেনি। বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির আশ্রয় সেখানে নেই,—সেখানে মানব-হৃদয়ের মহত্তম, সূক্ষ্মতম, পেলবতম অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে জীবনের ঘটনাপ্রবাহে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য তাই মূলতঃ dedactic—হিতউদ্দেশ্যমূলক। ব্যক্তি-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, চিত্তবিকার, মনোবিকারের দ্বন্দ্ব ব্যতীত বাস্তবধর্মী সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে না কিন্তু ভারতীয় চিত্তে এ দ্বন্দ্ব প্রবল হয়নি। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, তুরীয় আনন্দ কামনা ও অধ্যাত্মবাদ ব্যক্তির অহংকে জড়জগতের সঙ্গে সংঘাতের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে—চিত্তবিকারের আশ্রয় অন্ততঃ সাহিত্যে জোটেনি। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে

চিত্তবিকারের হেতু অবদমিত ইচ্ছা—অপূর্ণ কামনা নির্জ্ঞান মনে ব্যাধির সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়ানুগত মানুষের জীবনে এই অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী, তাই চিত্তবিকারও অবশ্যম্ভাবী কিন্তু যেখানে মানুষের সাধনা ইন্দ্রিয়গত জগতের ঊর্ধ্বে সচ্চিদানন্দ লাভ সেখানে এই চিত্তবিকার খুব প্রবল বা প্রচুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই ব্যক্তিসংঘাতজনিত বাস্তবধর্মী সাহিত্য গ'ড়ে ওঠা প্রাচীন ভারতে স্বাভাবিক ছিল না। গ্রীক সাহিত্যে ইউরিপিডিসের মধ্যে Media ও Phædra চরিত্রে এই ব্যক্তিসংঘাতকে আমরা দেখেছি কিন্তু এই সংঘাত প্রাচীন ভারতের সমাজে বা ব্যক্তিচরিত্রে সম্ভব ছিল না। ভারতীয় জীবন ও সমাজ নিঃজ্ঞান মনের প্রাচীর ভেঙে জীবনকে স্বাধীনভাবে নিয়ে যেতে চেয়েছে, তাই নির্জ্ঞান মনের বাধা ভারতে দুর্লঙ্ঘ্য হ'য়ে ওঠেনি। ভারতের হৃদয় নির্জ্ঞান মনের প্রাচীরে বন্দী হ'য়ে থাকেনি। তার মনোবিকার ব্যাধিতে পরিণত হয়নি। জাগতিক জীবনের পাওয়া না-পাওয়ার দুঃখ তাকে বিদ্রোহী ক'রে তুলতে পারেনি—যদি বিদ্রোহ দেখা দিয়েও থাকে সৎ-সাহিত্যে তার স্থান হয়নি। তার সম্যক কারণ, দর্শন পাশ্চাত্ত্যের মত কেবল তত্ত্বীয় হ'য়ে ছিল না, জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল—প্লেটোর কল্পিত শ্রেণীবিভাগ হিন্দু দর্শন বর্ণাশ্রমের মধ্যে রূপায়িত করেছিল, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও শম দম প্রভৃতি অষ্টবিধ যোগাচার জীবনে অবশ্য পালনীয় হয়েছিল।

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যে দুঃখবাদের অভিযোগ রয়েছে তা দুঃখবাদ বললে ভুল করা হবে, যেহেতু জীবনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি এখানে স্বতন্ত্র। উপনিষদে জাগতিক জীবনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়নি, তবে সেই পাওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পাওয়া নয়, সেইটাই জীবনের চরম মূল্য নয়। ভারতের ত্যাগ-ধর্ম দুঃখবাদী নয় তা বৃহত্তর জগতে তুরীয় আশাবাদী। পাশ্চাত্ত্যে জাগতিক জীবনের পাওনাকে শ্রেষ্ঠ পাওয়া মনে করায়, ব্যক্তিজীবনে সংঘাত বেধেছে নানাভাবে, দেহে-মনে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে-সমাজে, ব্যক্তিতে-পরিবেশে, মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে, কিন্তু ভারতে জীবনের মূল্যায়নের পার্থক্যহেতু এই সংঘাত এমন প্রবল প্রখর ও প্রচুর হ'য়ে ওঠেনি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রূপ ও রস গ্রীক মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি ও লাটিন সাহিত্য থেকে পৃথক। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়:' যেখানে মূল প্রেরণা সেখানে তমসাকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্য গ'ড়ে ওঠা স্বাভাবিক নয়।

ভালমন্দের কথা বাদ দিয়ে একথা বলা যায় যে চিত্তবিকাশের এই পার্থক্যহেতু ভারতের পরিবার, সমাজ, বিবাহ, ধর্ম, কর্ম, সুখ, দুঃখ পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতির অর্থও পৃথক এবং ভারতের ইতিহাসও পৃথক। ভারত যখন শ্যাম-কম্বোজে, বরভূধরে তার উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তখন দিয়ে আর নিয়ে, মিলায়ে মিলিয়ে একীভূত হ'য়ে গিয়েছিল বিজিতের সঙ্গে; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য যখন আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেদিন তার অহংএর স্পর্ধা সমস্ত আদিবাসীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। অষ্টম এডোয়ার্ড যখন মিসেস্ সিম্‌সনের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেন তখন পাশ্চাত্ত্য নারীপ্রেমের জয়ধ্বনিতে মুখর হ'য়ে উঠেছিল,

কিন্তু ভারতের বহুজন তাতে যোগ দেয়নি,—তারা প্রজানুরঞ্জনের জন্য জানকী বিসর্জনের জয়ধ্বনি দিয়েছে চিরদিন।

ভারত-চিত্ত প্রধানতঃ অনুভূতিপ্রবণ, পাশ্চাত্ত্য-চিত্ত যুক্তিপ্রবণ। ভারতে হৃদয়বৃত্তি প্রসারতা লাভ ক'রে কোমল ও স্পর্শকাতর হ'য়ে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্যে মস্তিষ্কবৃত্তি স্ফুরিত হ'য়ে তাকে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। পাশ্চাত্ত্যে তাই হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে দ্বন্দ্ব বেধেছে। ভারতীয় সাহিত্যে এ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়নি। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের যুক্তিজাল ভারতীয় হৃদয়ের প্রসারতাকে সঙ্কুচিত করতে পারেনি—তাই ভারতের মা, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নী, পরিবার, সমাজ-সংস্কারের চেহারা আলাদা। ইংরাজ যুগে সওদাগরী অফিসের কেরানী মায়ের অসুখ-সংবাদে ছুটি পেতেন না, কিন্তু স্ত্রীর অসুখ-সংবাদে ছুটি পেতেন—এই ঘটনা ভারতে অত্যন্ত হাস্যকর হ'য়েই আছে।

জীবনদর্শন, জীবনবোধ তথা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে পৃথক সেখানে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা অনিবার্য। গ্রীক মহাকাব্যে হোমরের হেক্টর, এ্যাকিলিস্, আপনার শৌর্য বীর্য ত্যাগ মহত্ত্ব নিয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে বড় হ'য়ে উঠেছে কিন্তু ভারতের রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, অর্জুন, কর্ণ শৌর্য বীর্য ত্যাগ মহত্ত্বের আদর্শ হ'য়েও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে গ'ড়ে ওঠেনি—তাদের জীবনের মধ্যে হৃদয় কত উদার, কত মহৎ হতে পারে, মানবের অনুভূতি কত সূক্ষ্ম, কত গভীর হতে পারে তারই যেন একটা চরম উৎকর্ষতা চলেছে সার্বজনীন ত্যাগ-ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে, তাই তাদের মানবীয় চরিত্র নরদেবতায় পরিণত হয়েছে। রামচন্দ্রের বনগমনকালে হৃদয়ের কাছে মস্তিষ্ক পরাভূত হয়েছে। সত্যবাক্ দ্রোণ অর্জুনকে যুদ্ধে জয়ী হও বলে আশীর্বাদ করেছিলেন—সেখানেও হৃদয়ের প্রশ্নই বড় হ'য়ে উঠেছে। ইউরিপিডিসের Phædra চরিত্রের মত সীতাচরিত্র যদি লক্ষ্মণ বা অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করত তা হ'লে তা ভারতীয় সমাজে, ঋষিকবির কলমে গ্রহণযোগ্যই হত না, সে রামায়ণ ভারতভূমিতে বেঁচে থাকত না। সার্বজনীন এই ত্যাগবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তিই ভারতীয় জীবনবোধের প্রতীক—তাই বাস্তব সাহিত্য ও ব্যক্তিচরিত্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল—এই বিরলতাই ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে তাকে পৃথক ক'রে রেখেছে। পাশ্চাত্ত্য মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে ভারতের এই হৃদয়বিচার তাই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

সংস্কৃত সাহিত্য

ভারতীয় আর্যগণের সমগ্র ধর্মশাস্ত্র প্রাচীন বৈদিক ভাষায় লেখা হয়েছিল, যদিও এই বৈদিক ভাষায় বিভিন্ন স্তর আছে, এবং তা ভাষার গঠন ও রীতির মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রধানতঃ বৈদিক ও Classical (চিরন্তনী) সাহিত্যে ভাগ করা হয়। বৈদিক সাহিত্যেব পরে সংস্কৃত সাহিত্য তার স্বকীয় রূপ গ্রহণ করে। তখন তার ব্যাকরণ, শব্দসম্ভার, ছন্দ, লিখনশৈলী পৃথক ও পুষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ভাব ও বস্তুতেও (Matter and spirit) স্বকীয়তা অর্জন করেছে। বৈদিক ধর্মশাস্ত্রে যে ধর্মীয় ভাবধারা রয়েছে তারও পরিবর্তন ঘটেছে মহাকাব্যের যুগে। তখন বৈদিক প্রকৃতি পূজা থেকে ধর্মতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছেছে, বিষ্ণু ও শিব ভগবানরূপে গৃহীত হয়েছেন এবং নূতন আরও দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছে এবং বৈদিক দেবদেবী ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্য তখন কর্মযোগ ও জন্মান্তরবাদের প্রভাবে কিছুটা দুঃখবাদী হ'য়ে উঠেছে। বৈদিক সাহিত্যের সরলতা গিয়ে অলৌকিকত্ব ও অতিরঞ্জনে তখন সাহিত্য কিছুটা কৃত্রিম হ'য়ে উঠেছে। এই যুগের সৃষ্টি রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণের গল্প ক্ষুদ্রাকারে এবং রূপান্তরে লোকগাথা হিসাবে প্রচলিত ছিল। সেই ক্ষুদ্র লোকগাথাকে আদিকবি বাল্মীকি কাব্যরূপ দান করেন। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ বৈদিক যুগের পুরাতন লোকগাথা থেকেই উদ্ভূত। রামায়ণ বহু যুগ ধ'রে মানব-চিত্ত ও কাব্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে, এবং যুগে যুগে তাতে সংযোজন হয়েছে। রামায়ণ তিনটি বিশেষ পাঠে সংরক্ষিত, পশ্চিম ভারতীয়, বোম্বাই ও বঙ্গদেশীয়। এদের মধ্যে বোম্বাই-এর পাঠই প্রাচীনতম। রামায়ণ এক সময়ে লিখিত হয়নি, প্রথম কাণ্ড ও সপ্তম কাণ্ড পরে লেখা এবং সংযোজন। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে রামকে দেবতারূপে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু মধ্যের পাঁচখণ্ডে তিনি নর-দেবতা।

রামায়ণ মহাকাব্য সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় সঙ্গীত, সমগ্র ভারতীয় জীবন ও চিত্তকে সহস্র সহস্র বৎসর ধ'রে প্রভাবিত করেছে। রামচন্দ্র আদর্শ মানব, সীতা আদর্শ নারী—এই আদর্শ নরনারী ও এই হৃদয়োৎসারিত করুণার্দ্র কাব্যকাহিনী জাতীয় জীবন, চরিত্র, পরিবার ও সাহিত্যে অক্ষয় প্রভাব রেখে গেছে। অশ্ব ঘোষের 'বুদ্ধচরিত' থেকে আরম্ভ ক'রে ভট্টি-ভবভূতি পর্যন্ত রামায়ণের অমোঘ প্রভাব বয়ে গেছে। বর্তমান যুগ পর্যন্ত এর প্রভাব ভারতীয় জীবনে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। দশরথ জাতকের গল্পেও রামসীতার গল্প পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে তাঁরা ভাই-বোন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের দু'একজন (Dr. Weber) রামায়ণে গ্রীক প্রভাব আবিষ্কার করেছেন কিন্তু প্রক্ষিপ্ত 'যবন' শব্দটির উপর নির্ভর ক'রে এ অনুমান অযৌক্তিক। তবে রামায়ণ খৃঃ পূঃ ৫ম শতকের একথা বলা যায়। (১৮১)

(১৮১) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কবি ও কাব্যের সময় নিয়ে তর্ক এত জটিল যে তা সময়ে সময়ে ৫০০।৭০০ বৎসর তফাৎ হ'য়ে গেছে—বর্তমান গ্রন্থে তা অপ্রাসঙ্গিক বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। Dr. V. Varadachari কৃত A History of Sanskrit Literature (p. 35-36) এর এই সময় বর্তমান লেখকের কাছে অসমীচীন মনে হয় না।

মহাভারত রামায়ণের মত একটিমাত্র কাব্য-কাহিনী নয়, যদিও কুরুপাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই এর প্রাণবস্তু। মহাভারত প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সমস্ত লোকগাথার সংগ্রহ। "Repertory of the whole of the old bard poetry" (১৮২) অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। গীতা গৃহীর জন্যে লিখিত সমগ্র হিন্দুদর্শনের সরল মর্মার্থ। গীতার জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিযোগ একাধারে সমগ্র দর্শনসার বলা যায়। গীতা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকে লিখিত এবং মহাভারতের আদি সংস্করণের অংশবিশেষ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কেহ কেহ (F. Lorinser) গীতায় খৃষ্টধর্মের প্রভাব অনুমান করেছেন, কিন্তু ভারতীয় ভক্তিধর্ম যিশু জন্মাবার দু'শো বছর আগের ঘটনা। এ অনুমান হাস্যকর—এবং যিশুর উপরে বুদ্ধের প্রভাব ছিল এটা অনুমান করবার সঙ্গত কারণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"প্রাচীন আর্যসভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং এক ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে······কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।" —প্রাচীন সাহিত্য—রামায়ণ।

একথা জাতীয় জীবন, সমাজ ও চিত্তবৃত্তির দিক দিয়ে পরম সত্য। ইলিয়াড ওডিসির প্রভাবে যেমন স্পার্টা ও এথেন্সে দুর্দমনীয় সাহসী বীর যোদ্ধা, মহৎ মহান ব্যক্তিত্বের দেখা আমরা পাই, তেমনি পক্ষান্তরে রাম-সীতার ত্যাগ সহিষ্ণুতা ও সত্য ও সত্যের জন্য আত্মত্যাগ ও হৃদয়কারুণ্য ভারতের ব্যক্তিজীবনের অঙ্গীভূত হ'য়ে রয়েছে। এই কাব্যসাহিত্যের প্রভাব যুগযুগান্ত ধ'রে জনচিত্তকে ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে—জাতীয় জীবনের সামনে উজ্জ্বল আদর্শরূপে তাকে পরিচালিত করেছে—তাই ঘরে ঘরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখেছি। গ্রীসে সোফিস্টগণের Virtue, সিনিকগণের ত্যাগ তত্ত্বীয় হয়েছিল কিন্তু সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় শিক্ষায় ভারত মহাকাব্যের শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে গ্রহণ করেছিল—যুক্তি দ্বারা বিচার ক'রে নয়, হৃদয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছিল।

যখন বৌদ্ধধর্মের প্লাবন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন ক'রে তুলেছিল সেই সময়ে পুরাণের সৃষ্টি। প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে প্রতিহত করতে পুরাণের সৃষ্টি, যদিও বৌদ্ধশাস্ত্র ও পুরাণের ভিত্তি বৈদিক সংস্কৃতি (১৮৩)। পুরাণ অর্থে ঐতিহাসিক গাথা, মহাভারতও পুরাণের অন্তর্গত। পুরাণ খৃঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকেও বর্তমান ছিল যদিও তার রূপ বর্তমানের মত ছিল কিনা সন্দেহ। পুরাণের বহু স্থানে বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রমের কর্তব্য সম্বন্ধে, এবং সাংখ্য ও যোগদর্শনের সম্বন্ধে বহু

(১৮২) A Concise History of Sanskrit Literature—Dr. G. N. Sastri.—p. 32.

(১৮৩) The most important point to be remembered in this connection is that the entire Vedic culture lies at the background of the age of Buddhism and the Puranas. Ibid—Dr. G. N. Sastri.—p. 40.

আলোচনা আছে। বৌদ্ধদিগের মহাযানের সঙ্গে এই পুরাণ-সাহিত্যের লিখনভঙ্গি ও রীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার ভক্তগণ বিভিন্ন পুরাণ রচনা করেন।

ইতিহাস ও ধর্মের দিক থেকে পুরাণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিষ্ণুপুরাণ মৌর্যযুগের, মৎস্যপুরাণ অন্ধ্রযুগের এবং বায়ুপুরাণ চন্দ্রগুপ্তের (১ম) প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। পৌরাণিক এই ইতিহাস ও আখ্যায়িকা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক দর্শনের দুরূহতাকে সহজবোধ্য ক'রে গল্পকাহিনীর মাধ্যমে জনপ্রিয় ক'রে তোলা এবং জনমনে এই শিক্ষাকে গ্রহণীয় ক'রে তোলা। পুরাণের যুগেই হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণতা লাভ করে। হিন্দুসমাজের ভিত্তি ও সমাজব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করাও ছিল পৌরাণিক কাহিনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। পুরাণের প্রভাব সে যুগে হিন্দুসমাজকে সংহত, সুন্দর ও সুগ্রথিত করেছিল। (১৮৪)

আঠারখানি পুরাণ প্রধান, বাকীগুলিকে উপপুরাণ বলা হয়। এই অষ্টাদশ পুরাণকে সত্ত্ব, রজঃ ও তম তিনভাগে বা বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবপুরাণে ভাগ করা হয়। সাত্ত্বিক বা বিষ্ণু-ভক্তদের পুরাণ বিষ্ণু, ভাগবত, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, ও বরাহ পুরাণ; রাজসিক বা ব্রহ্মাভক্তদের পুরাণ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয় ভবিষ্য ও বামন পুরাণ; তামসিক বা শিবভক্তদের পুরাণ, শিব, লিঙ্গ, স্কন্দ, অগ্নি, মৎস্য ও কূর্ম। সমগ্র পুরাণ-সাহিত্যে ভাগবত পুরাণই সর্বাধিক জনপ্রিয়। বিভিন্ন অনুবাদ, সংস্করণ, টীকা প্রভৃতি থেকে এর জনপ্রিয়তা বেশ অনুভব করা যায়। বৈষ্ণবগণের নিকট ভাগবত পঞ্চমবেদ। রচনা ও কাব্যকৃতির দিক থেকেও ভাগবত পুরাণ উচ্চাঙ্গের। দেবীমাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডী বা সপ্তশতী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। চণ্ডীও জনপ্রিয় এবং দেবীপূজার অপরিহার্য অঙ্গ। উপপুরাণের সংখ্যাও আঠার। সনৎকুমার, নারসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, আশ্চর্য, নারদ প্রভৃতি পুরাণ উপপুরাণরূপে গ্রাহ্য। পৌরাণিক এই কাহিনী ও কথাগুলি জনচিত্তকে অধিকার ক'রে সমাজে বৈদিক ও উপনিষদীয় নীতিবাদের দৃঢ়ভিত্তি রচনা করে—এই নীতিবাদের শিক্ষা গৃহে গৃহে দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। গ্রীক পুরাণ ও দর্শনের বাণী বা নীতিবাদের শিক্ষা এমনিভাবে সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনি, কারণ তার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তার অনুকূল ছিল না।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যখন বাস্তব জগতে দুরূহ হ'য়ে উঠল তখন তন্ত্রের আবির্ভাব। তন্ত্র বৈদিক ক্রিয়াকে সহজ ও সরলতর ক'রে সর্বজাতির এমন কি শূদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষেও সম্ভব করেছিল। আগমতন্ত্র ও সংহিতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন, তবে শৈব শাস্ত্রকে আগম নামে এবং শাক্ত শাস্ত্রকে তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রকে সংহিতা বলে অভিহিত করা হয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব তন্ত্র ব্যতীত

---

(১৮৪) As the object of the Puranas was to popularize the more difficult and highly philosophical preachings of the Vedas through the medium of historical facts and tales, we naturally find in them Hinduism in a fully developed form. Ibid—p. 44.

বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রকে অবৈদিক তন্ত্র বলা হয়, যেহেতু তা বৈদিক দর্শনকে স্বীকার করে না। আগমতন্ত্রের উৎপত্তি কাশ্মীরে, শাক্ত-তন্ত্রের বাংলায়, ও সংহিতার উৎপত্তি বাংলা, দাক্ষিণাত্য ও শ্যামদেশে। প্রত্যভিজ্ঞা শৈবতন্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ এবং ভারতীয় দর্শনের বিচারেও এই তন্ত্রের গুরুত্ব যথেষ্ট। উৎপল লিখিত শৈবতন্ত্রের কারিকা, অভিনব গুপ্ত লিখিত তন্ত্রলোক, ক্ষেমরাজের প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় তন্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ। কাশ্মীরে লিখিত ঈশ্বরসংহিতা, পৌষ্করসংহিতা, পরমসংহিতা প্রভৃতি প্রখ্যাত। তন্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মহানির্বাণ তন্ত্র, কুলার্ণব, প্রপঞ্চসার এবং কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার।

সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্য ও তন্ত্র সংহিতার এই গ্রন্থমালা প্রকৃতপক্ষে সমাজ-জীবনে ধর্মচর্চার নিদর্শন। ধর্মভিত্তিক সমাজ-জীবনের সাংস্কৃতিক রূপ কী ছিল তারই একটা প্রতিচ্ছবি এই তন্ত্র-সংহিতা ও আগম শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

কাব্য-সাহিত্য

রামায়ণ-মহাভারত এই দুই মহাকাব্য পরবর্তী সমস্ত কাব্য-সাহিত্যের উৎস। ছন্দে ভাষায় কাব্যগুণে তারা সবই এই পথের পথিক। খৃঃ পূঃ ২য় শতক থেকে কাব্য-সাহিত্যের আরম্ভ। যদিও এই যুগের প্রাকৃত বা সংস্কৃত কাব্যের যথেষ্ট পরিচয় আজ আর নেই তথাপি শিলালিপি প্রভৃতি থেকে একথা সুস্পষ্ট যে তখন সংস্কৃতভাষা কাব্যগুণে অলঙ্কার ও ছন্দে সমৃদ্ধ হ'য়ে পরিপুষ্ট হয়েছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাররুচ কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং গ্রন্থিকদিগের উল্লেখ প্রসঙ্গে বাসবদত্তা, যমুনোত্তরা ও ভৈমরথীর আখ্যায়িকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের বিচারে বেশ প্রতীয়মান হয় যে এই যুগে পরবর্তী যুগের কাব্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত ছন্দ-অলঙ্কার ও লিখনশৈলী বেশ পুষ্টিলাভ করেছে। এই সঙ্গে হিতকাব্য (Gnomic Poems) ও গীতি-কবিতাও উন্নতি লাভ করেছিল। খৃষ্ট জন্মের পূর্বেই সংস্কৃত সাহিত্য এই কয়েকটি শাখায় রূপ নিয়েছিল। গিরনার, নাসিক ও এলাহাবাদের শিলালিপির প্রশস্তিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে যে তার বহু পূর্বেই সংস্কৃত কাব্যশৈলী সুন্দর ও সুপুষ্ট আকার ধারণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে হরিসেনার প্রশস্তির মধ্যেই কালিদাস ও দণ্ডীর কাব্যরীতির আগমনবার্তা ধ্বনিত হয়েছে। বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের পূর্বেও বহু কবি পূর্ণ কাব্য-প্রতিভা নিয়ে সুপুষ্ট ভাষায় ও ছন্দে অনেক কাব্য রচনা করেছিলেন কিন্তু কালের কোলে আজ তা বিলীন হ'য়ে গেছে।

খৃষ্ট জন্মের পরের দুইশত বৎসরের ইতিহাস এমন তমসাবৃত যে এই সময়ের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য এখনও অজ্ঞাত। বিশেষতঃ সময় সম্বন্ধে এমন রহস্য তাকে ঘিরে রেখেছে যে কবির সময় নির্ণয় আজ একরকম অসাধ্য।

বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের লেখা গ্রন্থগুলিকে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য বলা যায়। হীনযান সম্প্রদায়ও সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই সকল আজ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাবস্তু দিব্যাবদান, ললিত বিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে তার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। মহাবস্তু কোন সাহিত্যসৃষ্টি নয়, এটি একটি সংগ্রহ। এই সংগ্রহে প্রাচীন ইতিহাস ও লোকগাথা সংকলিত হয়েছে। জাতকের প্রায় অর্ধেক গল্পই এতে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে বহু পৌরাণিক কাহিনীও আছে। মহাবস্তু হীনযান সম্প্রদায়ের রচনা হলেও মহাযানের সমর্থন এতে রয়ে গেছে।

মহাযান সম্প্রদায়ের সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ। ললিত বিস্তর এই সম্প্রদায়ের অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনচরিত মহাযান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থ একজন গ্রন্থকারের লেখা নয়। ললিতবিস্তরে বৌদ্ধ-ধর্মের জনপ্রিয়তার অভিব্যক্তি দেখা যায় এবং এই গ্রন্থই অশ্বঘোষের বিরাট ও বিখ্যাত কাব্য বুদ্ধচরিতের মূল উপাদান। অশ্বঘোষ কণিষ্কের সভাকবি ছিলেন, —খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কবি। তিনি বৌদ্ধভিক্ষু সাকেতার মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর মায়ের নাম সুবর্ণাক্ষী—এর বেশী কোন পরিচয় তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় না। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য বুদ্ধচরিত, অপূর্ব সুন্দর কাব্যকীর্তি। চরিতাংশের সুসমঞ্জস্যতা, বর্ণনা, অলঙ্কারের সাবলীল ও সংযত ব্যবহার এই কাব্যকীর্তিকে বিশ্বের কাব্যজগতে স্থায়ী আসন দিয়েছে। রাজধানী ত্যাগ ক'রে গৌতমের সন্ন্যাসজীবন গ্রহণোদ্দেশ্যে যাত্রার সময়, তাঁর গমনপথ দর্শনরত পৌরনারীগণের বর্ণনা, সুন্দরীগণের ছলনা ও কামকেলি তুচ্ছ ক'রে বুদ্ধের সন্ন্যাসগ্রহণ এবং তাঁর সারথির নিকট থেকে শেষ বিদায়ের দৃশ্য অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। বুদ্ধজীবনের অঙ্গীভূত সুন্দরী ও নন্দের প্রণয়কথা 'সৌন্দরানন্দ' তাঁর অপর বিখ্যাত কাব্য। তাঁর গণ্ডীস্তোত্রগাথায় একটি নূতন গীতিকাব্যের সুর ধ্বনিত। তাঁর সূত্রালঙ্কার জাতক ও অবদান শতকের মত গল্পগ্রন্থ এবং সারিপুত্র প্রকরণ নাটক। তাঁর বৌদ্ধধর্ম দর্শন শ্রদ্ধোদপাদসূত্র মহাযান সম্প্রদায়ের বেদতুল্য গ্রন্থ। তাঁর বজ্রসূচি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতিবর্ণ বিভেদের বিরুদ্ধে সাম্যের প্রচার। এই যুগের আর্যচন্দ্রকৃত মৈত্রেয় ব্যাকরণ, গৌতমবুদ্ধ ও সারিপুত্রের কথোপকথন বৌদ্ধদিগের নিকট যথেষ্ট জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ।

আর্যশূরের জাতকমালা অশ্বঘোষের সূত্রালঙ্কারের অনুগামী গল্পগ্রন্থ। অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের প্রশস্তিগ্রন্থ কারণ্ডব্যূহ এবং অমিতাভ বুদ্ধের প্রশস্তিগ্রন্থ সুখাবতীব্যূহ। বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা, বুদ্ধাবতংসক, রত্নকূট, রাষ্ট্রপাল, লঙ্কাবতার প্রভৃতি এই যুগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

নাগার্জুনের মাধ্যমিককারিকা, অকুতোভয়, যুক্তিষষ্টিকা, শূন্যতা সপ্ততি, প্রজ্ঞাদণ্ড, ধর্মসংগ্রহ, সুহৃল্লেখা প্রভৃতি মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ। আর্যদেবকৃত চতুঃশতক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ মাধ্যমিক ধর্মের প্রযুক্ত মতবাদ। তাঁর দ্বাদশনিকায় শাস্ত্র, চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। যোগাচারের প্রতিষ্ঠাতা

মৈত্রেয়নাথের অভিসময়ালঙ্কারকারিকা, আর্য অসঙ্গের যোগাচার ভূমিশাস্ত্র এই সময়ের বহু প্রচারিত গ্রন্থ। বসুবন্ধু সাংখ্য দর্শনের মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে অভিধর্মকোষ ও পরমার্থসপ্ততি রচনা করেন। দিঙনাগের প্রমাণসমুচ্চয় ও ন্যায় প্রবেশ দর্শনের নূতন পদক্ষেপ; স্থিরমতি ও ধর্মপাল এই যুগের লেখক। এ সকল গ্রন্থই ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক—তখন ধর্ম-কলহের ফলেই ভাষার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিরোধ চলছিল তা পরোক্ষে ভাষা, লিখনশৈলী ও চিন্তাশক্তিকে যথেষ্ট পুষ্ট ও শক্তিশালী ক'রে তোলে।

অবদান সাহিত্য ব্যাপক। বৌদ্ধ লেখকগণের এই সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য কীর্তির দিক থেকে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। অবদান অর্থে নীতিমূলক বা ধর্মমূলক মহৎ কার্য বা ঐতিহাসিক ঘটনা। ধর্ম ও মানবকল্যাণে জীবনোৎসর্গের অসংখ্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তার মূলকথা—কুকার্যে কুফল, সুকার্যে সুফল। কর্মযোগের নীতিবাদভিত্তিক আখ্যায়িকা। এই অবদান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবদান শতক বা কর্মশতক। হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ দিব্যাবদান—এই গ্রন্থ সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের অবস্থার সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। অশোকাবদান সম্রাট অশোকের জীবনী ও তাঁর রাজত্বকালের ঐতিহাসিক কাহিনী, যদিও সে ইতিহাস অনেকক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। কল্পদ্রুমাবদানমালা, রত্নাবদানমালা, দ্বাবিংশত্যবদান, ভদ্রকল্পাবদান, ব্রতাবদানমালা, বিচিত্রকর্ণিকাবদান প্রভৃতি অবদান সাহিত্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। একাদশ শতকে ক্ষেমেন্দ্ররচিত অবদানকল্পলতা যেমন বৃহৎ, তেমনি কাব্যধর্মী। কাব্যশৈলী অনুসরণে ক্ষেমেন্দ্র এই বৃহৎ অবদান রচনা করেন।

কাব্য

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যদিও বস্তু, নেতৃ ও রস প্রভৃতি কাব্যলক্ষণ ও বহুবিধ উপলক্ষণ নির্দেশ করেছেন কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি অলঙ্কার-প্রাচীরের বাধাকে স্বীকার করেনি। হরবিজয়, নৈষধীয় চরিত ও ভট্টিকাব্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাকাব্যের যুগের পরে কাব্যযুগ অন্যান্য দেশের মত মহাকাব্যের অনুসরণে ও অনুকরণে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল। গ্রীস ও রোমেও ঠিক এমনি করেই কাব্যযুগ এসেছে।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ কাব্যযুগের আদি কাব্য। তার পরে এলেন মহাকবি কালিদাস। কালিদাসের কুমারসম্ভব, উমা ও মহেশ্বরের প্রণয় ও পরিণয়ের এবং তারকাসুর বধের জন্য কার্তিকেয়র জন্মকাহিনী। কুমারসম্ভব কবির প্রথম সৃষ্টি হলেও বৈচিত্র্যের দিক থেকে তা বর্তমান যুগে মেঘদূত থেকেও হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হয়। কুমারসম্ভব রামায়ণ মহাকাব্যের অনুকৃতি হিসাবে লিখিত

অনুমিত হয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বসন্তবর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের বসন্ত আগমন বর্ণনার সাদৃশ্য এবং রতিবিলাপ ও বালিবধের পরে তারার বিলাপের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। রঘুবংশ ইক্ষ্বাকুবংশের বিশেষতঃ রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী। বাল্মীকির কাহিনী নূতন সুরে নূতন ভাবে গীতিকাব্যধর্মী হ'য়ে রচিত হয়েছে। রঘুবংশে কালিদাসের পরিণত কবিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের পর ভারবির অর্থগৌরবোজ্জ্বল কীরাতার্জুনীয় মহাভারতের অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভের কাহিনী। কালিদাসের প্রতিভা তাঁর না থাকলেও বর্ণনায় অর্থগৌরবে এবং আঙ্গিকের দিক থেকে তা সুউচ্চ মানের।

ভট্টির রাবণবধ পৃথিবীর কাব্য ইতিহাসে এক একক এবং অনন্য সৃষ্টি। ব্যাকরণের নিয়ম ও রীতি উদাহরণে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা আর কখনও কোন ভাষায় হয়নি। যদিও ভট্টিকাব্য প্রধানতঃ ব্যাকরণই, তথাপি কাব্যকৃতি হিসাবে এর মূল্য যথেষ্ট, মাঝে মাঝে কবির সৌন্দর্যবোধ ও প্রতিভা অনবদ্য রসাশ্রিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাঘের শিশুপালবধও মহাভারতের কাহিনী। মাঘ ভারবির রীতি ও শৈলী অনুকরণ করেছেন তবে অলঙ্কারের মোহে তিনি অর্থ-গৌরবকে পরিহার ক'রে সৃষ্টিধর্মের হানি করেছেন। শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনী। কবি দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। যদিও কালিদাসের প্রতিভা তাঁর ছিল না, তথাপি বর্ণনা, প্রকাশভঙ্গি ও সৌকর্যে হৃদয়গ্রাহী। পাণ্ডিত্যের কঠিন আবরণের মধ্যে সুন্দর কাব্যবোধের প্রকাশ হৃদয় স্পর্শ করে।

সংস্কৃত কাব্যজগতে আরও অনেক শক্তিমান কবি জন্মেছিলেন এবং তাঁদের সৃষ্টি যে কালস্রোতে বিলীন হয়নি এই-ই তাঁদের কাব্যপ্রতিভার প্রমাণ। জাম্ববতীবিজয়, পাতালবিজয়, বুদ্ধঘোষের পদ্মচূড়ামণি, জিনসেনার হরিবংশপুরাণ, রত্নাকরের হরবিজয়, ক্ষেমেন্দ্রের রামায়ণমঞ্জরী, লেলিম্যরাজের হরবিলাস প্রভৃতি পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

নাটক

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের বিরোধ ও বিবাদ পুরাতন। কেহ বলেন গ্রীক নাটক থেকেই সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি (Prof. Windeich,) কারণ গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকে অনেক মিল আছে। সংস্কৃত সব নাটকই খৃষ্টপরবর্তী, অতএব আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমন সূত্রে গ্রীক নাটকের আগমন। 'যবনিকা' শব্দটিও গ্রীক থেকে উদ্ভূত ; বিদূষক, প্রতিনায়ক ইত্যাদি সবই গ্রীক অনুকরণে সৃষ্ট। কিন্তু মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী। গ্রাক নাটকের প্রথম কথা স্থান-কাল-ঘটনার

সমসমাবেশ কিন্তু সংস্কৃত নাটকে সবই এর ব্যতিক্রম। ভবভূতির উত্তররামচরিতে ১ম ও ২য় অঙ্কের সময়ের তফাৎ ১২ বৎসর। শকুন্তলার স্থান বিভিন্ন। যবনিকা শব্দটি পারসিক, পর্দার থেকে হয়েছে অনুমান। কেহ বলেন, ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে প্রথম নাটক অভিনীত হত; কেহ বলেন, কৃষ্ণপূজার অঙ্গরূপে নাটকের উৎপত্তি; কেহ (Pischel) বলেন, পুরাকালের পুতুল-নাচ থেকেই নাটকের উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন, ঋক্‌বেদের সংবাদস্তোত্রগুলি নাটকীয়, সেগুলি যাগযজ্ঞের সময়ে গীত বা অভিনীত হত। মোটকথা, সংস্কৃত নাটকের জন্ম-ইতিহাস আজও অজ্ঞাত, তবে এটুকু বলা যায় যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপ (গ্রীসের মত) ভারতীয় নাটক ভারতীয় চিত্তের সৃষ্টি, ভারতীয় জীবনের প্রতিকৃতি এবং যুগে যুগে বেদ উপনিষদ, বৌদ্ধ-জৈন দর্শনের নীতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের রচিত ভারতের নাট্যশাস্ত্রই নাটক সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা নাটকের স্রষ্টা, ঋক্‌বেদের স্তোত্র-আবৃত্তি, সামবেদের সঙ্গীত, যজুর্বেদের অভিনয় কলা, অথর্ব বেদের আবেগ (emotion) নিয়ে নাটকের সৃষ্টি। শিব ও পার্বতীর নিকট থেকে তাণ্ডব ও লাস্যনৃত্য এবং বিষ্ণুর নিকট থেকে রীতি যুক্ত হয়। ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে ভরতের পুত্র ও শিষ্যগণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ নাটক অভিনয়ে যোগ দিতেন।

ভারতীয় নাটকের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে নাট্যকারগণ চরিত্র থেকে অনুভূতির উপর বেশী প্রাধান্য আরোপ করেছেন। রাষ্ট্রও সমাজের যে পরিস্থিতি ছিল তাতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে চরিত্র সৃষ্টি ঠিক সম্ভবও ছিল না। তার ফলে নাটক আদর্শবাদী ও রোমান্টিক হ'য়ে পড়ে। কাব্যরীতি, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও মানব-মনের গভীরতম ও সূক্ষ্মতম অনুভূতির রূপায়ণই ছিল নাটকের উপজীব্য। নাটকীয় চরিত্র তাই স্বতন্ত্র ব্যক্তি-রূপে সৃষ্ট হয়নি, যদিও মৃচ্ছকটিকের চারুদত্ত ও শকুন্তলার দুষ্মন্ত চরিত্র স্বতন্ত্র ও দৃঢ়। নাটকের মধ্যে মাঝে মাঝে বাস্তবতার স্পর্শ আছে, কিন্তু কবি-কল্পনার সৌন্দর্য, হৃদয়ের রূপায়ণ বাস্তবতার মোহে নিম্নগামী হয়নি, গ্রীক নাটকের মত সংস্কৃত নাটক ঘটনাপ্রবাহে ও চরিত্রসংঘাতে নাটকীয় হয়নি বরং কাব্যধর্মী হ'য়ে রয়েছে। যদিও নাট্যশাস্ত্রকারগণ বলেছেন, নাটকে পাঁচটি গল্পসন্ধি থাকতে হবে, যথা মুখ (opening or Prostasis), প্রতিমুখ (Progression or Epitasis), গর্ভ (Development or Catastasis), বিমর্ষ (Pause or perepeteia) এবং নির্বহন (conclusion or Catastrophe) থাকতেই হবে। এ ছাড়াও বর্ণিতাংশের সঙ্গে ভাবের সাম্য থাকবে, ভাবকল্পনার ভারে ঘটনাপ্রবাহের গতিহীনতা নিষিদ্ধ।

সংস্কৃতে Tragedy-র অভাব আছে। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার (Love in Separation) যথেষ্ট করুণ রসের সৃষ্টি করে, কিন্তু তা ট্রাজেডির অভাব পূরণ করে না। সংস্কৃত নাটকে মঞ্চের উপরে হত্যা, মৃত্যু, যুদ্ধ, বিদ্রোহ বা অশালীন কোন ঘটনা নিষিদ্ধ, কারণ এগুলি মানব-চিত্তের সুকুমার মনোবৃত্তিকে নষ্ট করে, পীড়িত

করে এবং সৌন্দর্যবোধকে ব্যাহত করে। সংস্কৃত নাটকের মূল উদ্দেশ্য মানব-চিত্তকে সুন্দরের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং তার সুকুমার মনোবৃত্তিকে স্পন্দিত ক'রে সচেতন করা। বাস্তব জৈবজীবনের হিংস্রতা ও নগ্নতা এই সুন্দরের পথের অন্তরায় এবং বাস্তবতার নামে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত নয়, অতএব তাঁরা এইগুলি পরিহার করেছেন।(১৮৫) সংস্কৃতে নাটককে মিলনান্তক হ'তে হবে এই অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রে নাটককে দুর্বল ক'রে ফেলেছে। গ্রীক ট্রাজেডি জৈবজীবনের হিংস্রতায় বেগবান ও বাস্তবধর্মী এবং ব্যক্তিসংঘাতজনিত চরিত্রচিত্রনে উজ্জ্বল, তার কারণ তাদের তখনকার রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক অবস্থা এই ব্যক্তি সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল এবং তারই প্রকাশ হয়েছিল নাটকে। কিন্তু ভারতে সে অবস্থা ছিল না, চিত্তোন্নতির উদ্দেশ্যে বাস্তবতা পরিত্যক্ত হয়েছে।

সংস্কৃত নাটকের শুধু নয় সমগ্র সাহিত্যের প্রথম আদর্শ হল মানব-চিত্তের সুকুমার অনুভূতিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করা। সেই হেতু নাট্যকার লোকপ্রিয় কাহিনীকেই নাটকের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। নাটকের নায়ক 'ধীরোদাত্ত' সৎবংশজাত মহানব্যক্তি, দেবতা বা নরদেবতা হবেন, নাটক ধর্মভিত্তিক হবে এবং তা কখনও নীতিধর্মের পরিপন্থী হবে না। লোকরঞ্জনের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি ভারতীয় আদর্শের বহির্ভূত। হাস্যরসাত্মক নাটকেরও অভাব ছিল না, চতুর্ভানীর চারটি নাটিকায় উচ্চাঙ্গের হাস্যরস ও ব্যঙ্গের পরিচিতি রয়েছে।

সংস্কৃত নাটকের মূল নাম রূপক—নাটক নয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র নাটককে দুইভাগে ভাগ করেছেন—রূপক ও উপরূপক। বিশ্বপাথেয় সাহিত্য দর্শনে সংস্কৃত নাটকের বিভাগ এইরূপ— ১। নাটক (কালিদাসের শকুন্তলা) ২। প্রকরণ (ভবভূতির মালতীমাধব) ৩। ভাণ (বৎসরাজের কর্পূরতিলক) ৪। ব্যায়োগ (ভাসের মধ্যমব্যায়োগ) ৫। সমভকার (বৎসরাজের সমুদ্রমন্থন) ৬। ডিম (বৎসরাজের ত্রিপুরাদহ) ৭। ঈহামৃগ (বৎসরাজের রুক্মিণীহরণ) ৮। অঙ্ক (শর্মিষ্ঠা-যযাতি) ৯। বীথী (মালবিকা) ১০। প্রহসন (মহেন্দ্রবিক্রম বর্মণের মত্তবিলাস)। এ ব্যতীত আরও ১৮ প্রকারের উপনাটক আছে।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের পানিনি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নাটকের উল্লেখ আছে এবং কুশীলব কথা দু'টিরও উল্লেখ আছে। রামায়ণ ও মহাভারতেও নাটকের উল্লেখ আছে। অশ্বঘোষের সারিপুত্তপ্রকরণ নামে যে নাটকটি মধ্যএশিয়ার তারফানে (Tarfan) আবিষ্কৃত হয়েছে তা এত উচ্চাঙ্গের যে তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তার বহুপূর্বেই সংস্কৃত নাটক সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছিল। খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে লিখিত ভাসের নাটকগুলি নাটকীয় ঘটনাসংঘাতে প্রকৃতই নাটকীয় এবং গতিশীল। তাঁর নাটকে

(১৮৫) The Sanskrit drama generally keeps to the high road of life and believes that grim realism cannot exhalt the mind, rather it tends to disturb the romantic atmosphere. It has therefore subordinated tragedy to finer sentiments and tragedy as such has remained comparatively undeveloped. Ibid—Dr. G. N. Sastri.—p. 91.

ঘটনাপ্রবাহ, ভাব ও কাব্যকারুকৃতির জন্ম কখনও নাটকীয় গতিবেগ হারায়নি। অনেকে মনে করেন ভাসের নাটকগুলি একই ব্যক্তির লেখা নয়, বহুলোকের লেখার সমষ্টি। সে যাই হোক্, নাটকের দিক থেকে তা সত্যই উচ্চাঙ্গের। ভাসের ১৩খানি নাটকের উৎস, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণ, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা। 'প্রতিমা'র আখ্যানবস্তু দশরথের মৃত্যু থেকে রামের লঙ্কা থেকে অযোধ্যা আগমন, 'অভিষেক' বালিবধ থেকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা। মহাভারতের আখ্যানবস্তু নিয়ে লেখা নাটক, হিড়িম্বা-ভীমের প্রণয়, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার (ইন্দ্রের কর্ণের নিকট থেকে কুণ্ডল গ্রহণ), ঊরুভঙ্গ (দুর্যোধনের), দূতবাক্য (কৃষ্ণের কৌরব-পাণ্ডব মিলন প্রচেষ্টা), বালচরিত (কংসবধ) ইত্যাদি।

স্বপ্নবাসবদত্তা ভাসের শ্রেষ্ঠ নাটক (উদয়ন-পদ্মাবতী-বাসবদত্তা কাহিনী)। বাসবদত্তার মনোবিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য নাট্যকৃতি। ভাসের চারুদত্ত নাটক থেকে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটক রচিত। অভিমারক (কুরঙ্গী ও বিষ্ণুসেনার প্রণয়কথা)। শেষের কয়েকটি নাটকের উৎস বৃহৎকথা। এই কাহিনীগুলি পরে কথাসরিৎসাগরেও পাওয়া যায়।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম সামাজিক নাটক এবং বাস্তবধর্মী নাটক। কালিদাস ভবভূতির গীতিকাব্যময় অনুভূতিপ্রধান জগত থেকে মৃচ্ছকটিকের পাঠক কঠিন বাস্তবে নেমে আসে। সমাজজীবনে চোর, জুয়াড়ী, গুণ্ডা, অলস ব্যক্তি, বারাঙ্গনা, রাজপুরুষ, সন্ন্যাসী সকলের উপস্থিতিতে একটা জীবন্ত সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। চরিত্রগুলি সুন্দর, স্বাভাবিক, জীবন্ত, মাঝে মাঝে হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। মৃচ্ছকটিক সামাজিক নাটক হিসাবে অতুলনীয়।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার প্রতিভাধর কালিদাস, তাঁর ভাষা, স্বাধীন স্বতন্ত্র চরিত্রসৃষ্টি, মানব-চরিত্রের গভীরতম অনুভূতির ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি এবং সর্বোপরি একটা পবিত্র সুকুমার নীতিবাদ তাঁর নাটককে বিশ্ববিখ্যাত ক'রে রেখেছে। তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র অপরিণত বয়সের রচনা হলেও মহাকবির স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার নিদর্শন। বিদিশারাজ অগ্নিমিত্র ও মালবিকার প্রণয়কাহিনী ঘটনা সমন্বয়ে যেমন গতিশীল তেমনি সজীব চরিত্রসমৃদ্ধ। ঋক্‌বেদের পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত বিক্রমোর্বশী নাটকীয় গতিশীলতার শ্রেষ্ঠ না হলেও, নাটকে একটা গীতি-কবিতার সুর পরিবেশকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত ক'রে রেখেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক শকুন্তলা আজ জগতের সর্বত্র সমাদৃত। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের পার্থিব প্রেমকে কামলেশহীন অপার্থিব ত্যাগ-ধর্মের অনন্ত প্রেমে পরিণত ক'রে কবি মানব-মনের এক অপূর্ব অচিন্ত্য মহান ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছেন—এই ঐশ্বর্য জগতের অন্য কোন কবি কল্পনা করেননি। (১৮৬)

(১৮৬) ইহা কেবল বিশেষ কোন ভাবের অবতারণা নহে, বিশেষ কোন চরিত্রের বিকাশ নহে, ইহা সমস্ত কাব্যকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাওয়া—প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্যে দেশ হইতে মঙ্গলসৌন্দর্যের অমর স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া।—রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য—শকুন্তলা।

পরবর্তী যুগের নাট্যকার হর্ষ—কান্যকুব্জের রাজা হর্ষই বাণভট্টের পৃষ্ঠপোষক। সরল সুন্দর ভাষায় সূক্ষ্ম নাটকীয় কারুকার্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন হর্ষ। কালিদাসের প্রতিভাসমুজ্জ্বল না হ'লেও তাঁর নাটকের সুষ্ঠু সুন্দর রূপ আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ও সুন্দর। তাঁর 'রত্নাবলী' রাজা উদয়ন ও লঙ্কার রাজকন্যা রত্নাবলীর মিলন কাহিনী, 'প্রিয়দর্শিকা' উদয়ন ও দৃঢ়সেনকন্যা প্রিয়দর্শিকার মিলন কাহিনী। এই দুটি নাটকেই কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রভাব বর্তমান, তবে গর্ভাঙ্ক সৃষ্টির মধ্যে তাঁর মৌলিকতা ও প্রতিভার স্পর্শ রয়ে গেছে। তাঁর অন্যতম নাটক নাগানন্দ।

মহেন্দ্রবিক্রম ৭ম শতকের নাট্যকার। তাঁর মত্তবিলাস একটি একাঙ্ক প্রহসন। তখনকার যুগের নৈতিক অবনতির চিত্র। ভাসের অনুকরণে তিনি মঞ্চের নির্দেশ দিয়েছেন। ভবভূতি ৮ম শতকের নাট্যকার। কল্হনের রাজতরঙ্গিনীতে তাঁকে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মণের সভাকবিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মালতীমাধবে তিনি তাঁর খ্যাতিহীনতা নিয়ে অভিযোগ করেছেন। তিনি গৌড় রীতির লেখক। তাঁর মহাবীরচরিত রামচন্দ্রের বাল্যজীবনের বীরত্বকাহিনী। রামায়ণের কাহিনী হলেও মৌলিকতা ও নাট্যপ্রতিভা তাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। মালতীমাধব প্রেমোপাখ্যান, তার মধ্যে আর একটি সমান্তরাল মার্কণ্ড ও মদয়ন্তিকার প্রেমোপাখ্যান সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দীর্ঘ বর্ণনা ও গদ্যাংশ নাটকীয়তাকে ব্যাহত করলেও এর মধ্যে তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজের একটা মূল্যবান ছবি পাওয়া যায়। তাঁর উত্তর-রামচরিত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। রামচন্দ্রের শেষজীবনের ঘটনা, সীতা নির্বাসন থেকে পুনর্মিলন পর্যন্ত এর ঘটনাংশ। কবি বলেছেন, দুঃখের মধ্যেই প্রকৃত প্রেম গড়ে ওঠে। ১ম অঙ্কে আলেখ্যদর্শন, ৫ম অঙ্কে চন্দ্রকেতু-লবের যুদ্ধ এবং ৪র্থ অঙ্কে বশিষ্ঠের বাল্মীকি আশ্রমে গমন, নাটকীয় কৌশল ও কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাঁর নাটক কাব্যধর্মী, নাটকের মধ্যেও কাব্য প্রাধান্য পেয়েছে।

বিশখনাথ দত্তের মুদ্রারাক্ষস গুণাঢ্যের বৃহৎকথা থেকে গৃহীত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত নাটক। নন্দ, রাক্ষস চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক সংগ্রামের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে এই নাটক লিখিত। নাটকটির বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার লড়াই-এর কাহিনী, তার মধ্যে কোন প্রণয় কাহিনী নেই। লেখক চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে অভিনব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন; চাণক্য, রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়কেতুর চরিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। তাঁর ভাষায় কালিদাসের সাবলীলতা নেই, ভবভূতির সমারোহ নেই, তথাপি তাঁর ভাষা বেগবান ও শক্তিশালী।

ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার ৮ম শতকের একখানি প্রখ্যাত নাটক। বীর ও উৎসাহ রসাশ্রিত মহাভারতের কাহিনী। দুঃশাসন বধের পরে তার উষ্ণরক্তধারায় দ্রৌপদীর বেণীবন্ধনের প্রদীপ্ত কাহিনী। নাটকের ভাষা নাটকের উপযোগী নয় এবং কাহিনীও বিচ্ছিন্ন।

কনোজের রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৯৩-৯০৭) শিক্ষক রাজশেখর চারখানি নাটক রচনা করেন—১। বালরামায়ণ (রামচন্দ্রের কাহিনী) ২। কর্পূরমঞ্জরী

(চন্দ্রপাল ও কুণ্ডলার প্রেমকাহিনী) ৩। বিদ্ধশালভঞ্জিকা (রাজা বিদ্যাধারা ও রাজকন্যা মৃগাঙ্কবতীর গোপন বিবাহ কাহিনী) প্রভৃতি। ক্ষেমেন্দ্রের চণ্ডকৌশিক কনোজরাজ মহীপালের আদেশে লিখিত—বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র-বিশ্বামিত্রের কাহিনী। তাঁর রচনা কৃত্রিম ও ভারাক্রান্ত, নাটকের উপযুক্ত নয়। দামোদর মিশ্রের হনুমান নাটক (১১শ শতক) নাটকের কলেবরে কাব্য।

কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় রূপক নাটক। চরিত্রগুলি বিবেক, বুদ্ধি, প্রভৃতি। শান্তরসকে নাটকের মূলরসরূপে ইনিই প্রথম গ্রহণ করেন। সরল স্বচ্ছ ভাষায় রচিত নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণমিশ্রের এই নাটকখানিতে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে এবং তার মাঝে প্রেম, ভক্তি, হাস্যরস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। চরিত্রসৃষ্টির কৌশলে নাটকীয় গতি কদাচিৎ ব্যাহত হয়েছে। রূপক নাটকের স্রষ্টা কৃষ্ণমিশ্র সফল নাট্যকার—তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কেহই তাঁর মত সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

যশোপালের মহাপরাজয় (১৩শ শতক), পরমানন্দ দাসসেনের চৈতন্যচন্দ্রোদয় (১৬শ শতক) (শ্রীচৈতন্যের জীবনী), ভূদেব শুক্লের (১৬শ শতক), বিদ্যাপরিণয় বেদকবির জীবানন্দ (১৭শ শতক), গোকুলনাথের অমৃতোদয়, সামরাজ দীক্ষিতের শ্রীদাসচরিত, ভেঙ্কটনাথের সঙ্কল্পসূর্যোদয়, বরদাচার্যের যতিরাজবিজয় পরবর্তী যুগের নাটক।

গীতিকাব্য

সংস্কৃত সাহিত্যে গীতিকবিতা ও কাব্যের স্থান অতি উচ্চে। সংখ্যায় এবং পরিমাণে যথেষ্ট নয় সত্য, কিন্তু রীতি, শৈলী, ভাব ও ভাষায় জগত-সাহিত্যে বিখ্যাত। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও কারুকলায়, ভাব ও ভাষার ব্যঞ্জনায় সংস্কৃত গীতি-কবিতা বহু সমৃদ্ধ। দুই-একটি কথা বা বাক্যের সীমিত আলেখ্যে যে সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা জগতের সাহিত্যে বিরল। কেবল প্রেমের কবিতাই নয়, ধর্মীয়, নীতিমূলক, শিক্ষামূলক সর্বপ্রকারের কবিতাতেই প্রাচীন গীতিকবিতা সুপুষ্ট।

সংস্কৃত সাহিত্য প্রধানতঃ অনুভূতিপ্রবণ, এবং এই অনুভূতি প্রকৃতি ও মানব-মনের একটা নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে—মানুষ ও প্রকৃতি একীভূত হ'য়ে, একই ছন্দে গীতিকবিতাকে অপূর্ব সুন্দর ক'রে তুলেছে। প্রাকৃতেও সত্তসহ (গাথা সপ্তশতী) সাহবাহনের কীর্তিস্তম্ভ। শত শত শ্লোকে রচিত প্রাকৃত এই ১ম শতকের কবিতাবলী প্রেম-প্রীতির সুকুমার অনুভূতির সম্পদে সুন্দর অপূর্ব।

কালিদাসের মেঘদূত গীতি-কাননের শ্রেষ্ঠ পুষ্প। মেঘদূত জার্মান কবি গেটে

এবং রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। জলভরা মেঘমন্দ্রের মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা এই বর্ষার বিরহগাথা অপরূপ সৌন্দর্যের রামধনুতে চিত্তাকাশ পূর্ণ ক'রে দেয়। বহু ইউরোপীয় ভাষায় এ কাব্য অনূদিত হয়েছে এবং Schillerএর Maria Stuart-এর প্রেরণাও এই মেঘদূত। তরুণ কবির ঋতুসংহার যদিও মেঘদূতের তুলনায় শ্রীহীন, তথাপি উদীয়মান প্রতিভার পরিচয় এই রচনায় সুস্পষ্ট।

ভর্তৃহরির (৬৫১) শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক অত্যন্ত সুন্দর সাবলীল ভাষায় লিখিত। বিষয় অনুযায়ী পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী। বাণভট্টের সমসাময়িক ময়ূরের সূর্যশতক সম্বন্ধে কিংবদন্তী যে, তিনি এই সুললিত সূর্যস্তোত্র রচনা করায় তাঁর কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় হয়। অমরুশতকে নারীর বিভিন্ন বয়সের রূপ ও মনস্তত্ত্ব, বিশেষতঃ গভীর অনুভূতির প্রকাশে অমরু অনবদ্য। বিল্‌হনের চৌর-পঞ্চাশিকায় যে প্রেমের স্মৃতিকথা রূপায়িত হয়েছে তা সংস্কৃত সাহিত্যে আদৃত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিল্‌হনের এই কাহিনী থেকেই তাঁর বিদ্যাসুন্দরের প্রেরণা লাভ করেন। ১২শ শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত গীতিকবিতার মধ্যে সুরভিত 'কাঞ্চন কোকনদে'র উজ্জ্বলতা নিয়ে দীপ্তিমান। তাঁর সমসাময়িক দয়ীর দূতকাব্য পবনদূত, লক্ষ্মণসেন ও গন্ধর্বকন্যা কুবলয়বতীর প্রেমকাব্য মেঘদূতের অনুকৃতি।

এই প্রসিদ্ধ কাব্য ব্যতীতও উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা, কালিদাসের শৃঙ্গারতিলক, মানতুঙ্গের ভক্তামর স্তোত্র, সিদ্ধেশ্বর দিবাকরের কল্যাণমন্দির স্তোত্র, বাণভট্টের চণ্ডীশতক, সর্বজ্ঞের স্রগধারা স্তোত্র, আনন্দবর্ধনের দেবীশতক প্রভৃতি এবং রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী এবং জগন্নাথের ভামিনীবিলাস।

ইতিহাস

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সংশয় না থাকলেও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃত ইতিহাস বা ঐতিহাসিক লেখার অভাব আছে। ইতিহাস সম্বন্ধে ভারত নির্বাক—তার দার্শনিক শিক্ষা, এবং জীবনের মূল্যবোধ জাগতিক জীবনের উত্থান-পতন, পাওয়া-না-পাওয়ার মূল্য দেয়নি বলেই হয়ত ইতিহাস রচনায় প্রাচীন ভারতের কোন আকর্ষণ বা আগ্রহ ছিল না। কেবলমাত্র চলতি ইতিহাসের মধ্যে মহান ত্যাগ ও মহৎ চরিত্রের টুকরো কাহিনী জনকল্যাণের জন্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রীক ইতিহাসকার হেরোডোটাস্ মহৎ মানবের কীর্তিকে স্মরণীয় করতে ইতিহাস লিখেছিলেন কিন্তু ভারতীয় লেখকগণ কেবল শিক্ষার্থে শিক্ষনীয় কাহিনীটুকুই মাত্র তাঁদের পুঁথিতে স্থান দিয়েছেন। অন্যথায় রাজনীতি আর জড় জগতের উত্থান-পতনের ইতিহাস ভারতের হৃদয়ে মূল্য পায়নি। একমাত্র

কল্‌হনের রাজতরঙ্গিনীই কাশ্মীরের ইতিহাসসমৃদ্ধ এবং এই-ই প্রথম অবিনশ্বর ঐতিহাসিক রচনা, যদিও ঐতিহাসিক বস্তু অনেক সময় কবির কল্পনার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ পুরাণে। পুরাণের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে যে বিরাট রচনা ভাণ্ডার রয়েছে তার মধ্যেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আত্মগোপন ক'রে আছে। প্রাকৃতের মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাক্‌পতির গৌড়বাহো। তাঁর এই গ্রন্থে কনোজরাজ যশোবর্মণের গৌড়পতিকে পরাস্ত করা এবং মুক্তাপীড়ের হাতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পরাজয়ের ঘটনা তদানীন্তন ইতিহাসের প্রামাণ্য কাহিনী।

১০৫০ খৃঃ অব্দের পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত মালবরাজ নবসাহসাঙ্ক ও রাজকুমারী শশীপ্রভা বিজয় কাহিনী। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপালচরিত, ভীম কৈবর্তের নিকট থেকে রামপালের পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার ও মিথিলা বিজয় কাহিনী (১০৫৭ খৃঃ অঃ)। বিল্‌হনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ৪র্থ বিক্রমাদিত্য—কল্যাণের চালুক্যরাজ (১০৭৬-১১২৭)। তাঁর বিক্রমাঙ্কচরিত তাঁর পৃষ্ঠপোষকের জীবন-চরিত। এই জীবন-চরিত কবিকল্পনা ও অনৈতিহাসিক ঘটনায় খণ্ডিত। ভারতীয় ইতিহাসকারগণের মধ্যে কল্‌হনই একমাত্র ঐতিহাসিক, তাঁর রাজতরঙ্গিনী (১১০০) হর্ষের মৃত্যুর পরে কাশ্মীরের রক্তাক্ত ইতিহাস অতি নিষ্ঠার সঙ্গে রচিত হয়েছে। রাজতরঙ্গিনী ইতিহাস ও কাব্যের অপূর্ব মিশ্রণ। হেমচন্দ্রের চালুক্যরাজ কুমারপালের জীবনী কুমারপালচরিত। অনামা লেখকের লেখা পৃথ্বীরাজবিজয়-পৃথ্বীরাজের সাহাবুদ্দিন ঘোরী বিজয়ের ইতিহাস।

পরবর্তীযুগে কিছু কিছু ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তার মধ্যে শম্ভুর রাজেন্দ্রকর্ণপুর (১০৮৯), সোমেশ্বর দত্তের কীর্তিকৌমুদী অরিসিংহের সুকৃত সংকীর্তন, সর্বানন্দের জগড়ুচরিত, রাজশেখরের (১৪শ শতক) প্রবন্ধকোষ এবং বিদ্যাপতির (১৪শ শতক) কীর্তিকথা উল্লেখযোগ্য।

গদ্য সাহিত্য

ভারত-হৃদয় কাব্যেই বিকশিত হয়েছে বেশী। মানুষ কাহিনী বা সঙ্গীত শুনতে আরম্ভ করার অনেক পরে পড়তে শিখেছে তাই সর্বদেশেই গদ্য সাহিত্য পদ্য সাহিত্যের পরে সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বেলায়ও একথা সত্য। বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সবই ছন্দোবদ্ধ, যজুর্বেদে সামান্য কিছু গদ্যের নিদর্শন আছে। ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে ভাঙা ভাঙা গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। মহাভারতে, বিষ্ণু ও ভাগবৎ পুরাণে এবং চরকের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিছু

গদ্যের ব্যবহার আছে কিন্তু প্রথম সুগঠিত গদ্যের ব্যবহার দেখা যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। শবরস্বামীর মীমাংসাসূত্রের ভাষ্য ও বাৎসায়নের ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে এবং শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের ভাষ্যে, মেধাতিথির মনুস্মৃতির ভাষ্যে, পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। এই সময়ে গদ্য সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ সুপুষ্ট ও ছন্দিত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন নাটকেও বহুল গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে গদ্য যে কম রচিত হয়েছিল তা নয়, তবে পদ্যের তুলনায় তার পরিমাণ অল্প। গদ্য সাহিত্যের আরম্ভ বৈদিক যুগে হলেও তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় অনেক পরে।

গদ্য সাহিত্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়,—আখ্যায়িকা এবং কথা (Romance and Fables)। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে এই দুই-এর পার্থক্য নির্ণয় করেননি, তবে অমর সিংহ করেছেন। আখ্যায়িকার অর্থ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর রচিত কাহিনী এবং কথা অর্থে সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী। ভারতীয় কথা-সাহিত্য বৈদিক যুগের, পরবর্তী যুগে প্রচলিত এই কথাগুলি নীতিশিক্ষার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দণ্ডীর সময় নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে তাঁকে ৭ম শতকের লেখক বলে গণ্য করা যায়। তাঁর দশকুমার চরিত রোমান্সধর্মী। দশজন রাজকুমারের অভিযান কাহিনী। এই কাহিনীতে তৎকালীন সমাজ ও নৈতিক অবনতির সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই বাস্তব বর্ণনা ও ঘটনা সংস্থাপনের জন্য Keith দশকুমার চরিতকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম বাস্তবধর্মী সাহিত্য বলেছেন। (১৮৭) অবশ্য এই বাস্তবতা এ্যাটিকযুগের বাস্তব সাহিত্য থেকে ভিন্নধর্মী। তাঁর মতে গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা থেকে দণ্ডী দশকুমার চরিতের কাহিনী গ্রহণ করেন।

সুবন্ধুর (৭ম শতক) বাসবদত্তা সংস্কৃত সাহিত্যের একটি প্রসিদ্ধ রোমান্স। রাজকুমার কন্দর্পকেতু ও রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী সুচতুর ঘটনা বিন্যাসে মনোমুগ্ধকর ভাবে গ'ড়ে উঠেছে। কন্দর্পকেতু একদা এক সুন্দর রাজকুমারীকে স্বপ্নে দেখে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। বাসবদত্তাও কন্দর্পকেতুকে স্বপ্নে দেখে তাঁর এক অনুচরকে রাজকুমারের খোঁজে পাঠালেন। ভ্রমণকালে কন্দর্পকেতু দু'টি পাখীর আলাপ থেকে বাসবদত্তার কথা জানতে পারেন এবং পাটলিপুত্রে এসে বাসবদত্তার সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু রাজা বাসবদত্তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, অতএব তাঁরা পক্ষীরাজে পালিয়ে এসে উপস্থিত হলেন বিন্ধ্যপ্রদেশে। একদিন রাত্রে উভয়ে নিদ্রিত হলেন কিন্তু পরদিন সকালে রাজকুমার দেখেন বাসবদত্তা তাঁর পাশে নেই। বহু সন্ধানের পরে এক ঋষি-আশ্রমে প্রস্তরীভূত বাসবদত্তার সন্ধান পেলেন এবং তাঁর স্পর্শে বাসবদত্তা জীবন্ত হ'য়ে উঠলেন। অনুপ্রাস যমক প্রভৃতি অলঙ্কারে সমৃদ্ধ সুবন্ধুর ভাষা কাব্যধর্মী, অলঙ্কারের আতিশয্যে ভাষা অনেক স্থানে মন্থর গতি হ'য়ে চারুকলার পরিপন্থী হ'য়ে উঠেছে।

---

(১৮৭) History of Sanskrit Literature—Keith—297-301.

বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্যলেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাণের হর্ষচরিত আখ্যায়িকা এবং কাদম্বরী কথা। হর্ষচরিত রাজা হর্ষের (৬০৬—৬৪৭) জীবনচরিত। অসমাপ্ত এই চরিতকথায় বাণ তাঁর আত্মপরিচয় ও প্রথম জীবনের বহু ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কাদম্বরী তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। মূলতঃ কাদম্বরী চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রণয়কাহিনী হলেও, তার মধ্যেই পুণ্ডরিক ও মহাশ্বেতার কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে। গল্পের মধ্যে গল্পের সৃষ্টি সংস্কৃত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং তা কাদম্বরীতে পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কাদম্বরীকে অরণ্য বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ তাঁর বর্ণনার আতিশয্যে ঘটনাংশ ব্যাহত ও মন্থরগতি হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের কাছে জন্মান্তরবাদ অবিশ্বাস্য, তাই কাদম্বরীর কাহিনীও অনৈসর্গিক হ'য়ে উঠেছে, তা সত্বেও তাঁরা তাঁর প্রেমবর্ণনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করেছেন। রাজকুমারীর চলা না হলেও চলার রাগিণীর মাধুর্য উপভোগের সময় বা হৃদয় যাদের নেই তাদের কাছে কাদম্বরী চিরকালই অরণ্য হ'য়ে থাকবে। (১৮৮)

নীতিকথা

ভারতীয় ছোট গল্পকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: (১) লোককথা (popular tales), (২) পশুপক্ষীকথা (beast fables) এবং (৩) অলৌকিক কথা (fairy tales)। লোককথাকে আবার বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

বৌদ্ধজাতকের গল্প পুরাকাল থেকেই প্রচলিত ছিল, এ ব্যতীত বৌদ্ধদিগের অনেকগুলি সংস্কৃত লোককথাও আছে। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা অবৌদ্ধদের লোককথার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ গল্পগুলি পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত। এই মৌলিক গ্রন্থ পাওয়া যায়নি তবে তাঁর গল্পগুলি সংস্কৃতের আশ্রয়ে সংরক্ষিত হয়েছে। বুধস্বামীর শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে গুণাঢ্যের গল্পগুলি অনূদিত হয়ে আজও পাঠকের চিত্তবিনোদন করে। বৃহৎকথা ২য় শতকের লিখিত গ্রন্থ। রামায়ণ-মহাভারতের পরেই এই বৃহৎকথার প্রভাব প্রাচীন সাহিত্যে সুস্পষ্ট। বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ (পশুপক্ষীকথা) স্মরণীয় গ্রন্থ। কথিত আছে, বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ তৎপূর্ববর্তী তন্ত্রাখ্যায়িকা নামক কোন লুপ্ত গ্রন্থের অনুকৃতি। গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত সুললিত সরল ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থে চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই

(১৮৮) ...এদিকে তানের কথায় আছে 'চলত রাজকুমারী' কিন্তু তানের উপদ্রবে বেলা বহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না। সমঝদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, রাজকুমারী না চলে ত নাই চলুক কিন্তু তানটা চলিতে থাক।—রবীন্দ্রনাথ—প্রাচীন সাহিত্য—কাদম্বরী।

হিতোপদেশ এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ৬ষ্ঠ শতকেও পহ্লবী ও সিরিয় ভাষায় অনূদিত হয়। ৮ম শতকে আরবীতে এবং আরবী হতে প্রায় সব ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। (১৮৯)

আরবী ঐতিহাসিক মুসুদি (৯৫৬ মৃত্যু) আরবী কিতাব-এল-সিন্দবাদের গল্পের উৎস ভারতীয়—একথা উল্লেখ করেছেন। পারসিক সিন্দবাদ নামচ, সিরিয় সিন্দবাদ, হিব্রু সিন্দবাদ, গ্রীক Syntipas এবং ইউরোপীয় অন্যান্য সাহিত্যের এই গল্পের সবই কিতাব-ই-সিন্দবাদ থেকে গৃহীত। পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, শুকসপ্ততি প্রভৃতির গল্প পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও পাওয়া যায়। Gesta Romanovum (1300)-এর The Wright's Chaste Wife এর উদাহরণ। (১৯০)

এই হিতকথাগুলির মূল উৎস কোথায় তা নির্ণীত হয়নি। কেহ বলেন গ্রীসে Hesiod-এর সময়েই এগুলি বর্তমান ছিল, তার উল্লেখ হোমরের মধ্যে পাওয়া যায় এবং পরে Archilochos এবং Simonedes-এর মধ্যেও কোন কোন গল্প পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে গ্রীস থেকে ভারত গল্প পেয়েছে, না ভারত থেকে গল্পগুলি গ্রীসে গেছে তা বলা কঠিন। তবে জাতকের গল্পগুলি খৃঃ পূঃ ৪র্থ-৫ম শতকে ছিল। Æsop, Sophocles, Archilogos, Herodotos-এর গল্পের সঙ্গে জাতক পঞ্চতন্ত্র ত্রিপিটকের গল্পের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ভারতের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগ ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে। এক্ষেত্রে কে ঋণী সেকথা সঠিক বলা যায় না, তবে ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য গ্রীক সাহিত্য থেকে প্রাচীন সন্দেহ নেই। গল্পের উৎস বৈদিক যুগ, অতএব ভারত থেকে গল্পগুলি গ্রীসে নীত হয়েছিল এমন অনুমান করা অসমীচীন হবে মনে হয় না। বিশেষতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রোমান্স ও গ্রীক রোমান্স-এর ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। (১৯১)

নারায়ণ পণ্ডিত লিখিত হিতোপদেশ আর একখানি সুন্দর নীতিকথা (fable), বিষ্ণুশর্মার অনুকরণে লিখিত। নারায়ণ সম্ভবতঃ ১১ শতকে জীবিত ছিলেন। শ্রীবরের কথাকৌতুক (১৫শ শতক) আর একখানি উল্লেখযোগ্য নীতিকথা। অলৌকিক কথার মধ্যে শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন, ও শুকসপ্ততি প্রধান। শুকসপ্ততি ৭০টি গল্পের সংগ্রহ। শুকপক্ষী তার

(১৮৯) Burzoe translated a version of the Panchatantra in Palhabi (531-79), one Bud into Syriac (570) and in 750 an Arabic version was made by Abdulla-ibn-al-Moquffa from which the Western versions are derived...Greek version of Simeon in 11th century, Italian version by Guilio Nute—1583, Hebrew by Rabbi Joel (1100) German by Anthonius Von Pforr (1483) English by Thomas North (1570). Ibid—Keith—p. 357-58.

(১৯০) Ibid—p. 360.

(১৯১) Thus we find in Indian and in Greek Romance the conception of love at first sight, of love revealed to each in dream, the swift change of fortune from good to evil and then back to prosperity, adventure and ship-wreck at sea, heroes as well as heroines of wonderful beauty, free use of detailed description both of love and nature...Ibid—p. 365.

কর্ত্রীকে স্বামীর অনুপস্থিতির ৭০টি রাত্রিতে অসৎ পথ থেকে রক্ষা করতে এই ৭০টি গল্প বলে। এই তিনখানি গল্পগ্রন্থের সময় এখনও অজ্ঞাত।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কথা ও কাহিনী:—সিদ্ধের উপমিতি ভাবপ্রপঞ্চকথা (জৈন—৯০৬) শিবদাসের কথার্ণব, বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা, বল্লাল সেনের ভোজপ্রবন্ধ, জৈনকীর্তির চম্পক শ্রেষ্ঠী কথানক, পালগোপাল কথানক, অজ্ঞাত লেখককৃত কথাকোষ, হেমবিজয়ের ২৫৮টি গল্পের সংগ্রহ কথারত্নাকর। বৈদিক যুগের পর থেকে প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য আছে। মহাকাব্যের যুগে বিরাট এই চারখানি মহাকাব্যে অতীত যুগের এক গৌরবময় সমাজজীবন ও ঐতিহ্য বিধৃত হয়েছিল। তার পরে তার অনুসরণে অনুকরণে ও প্রভাবে এসেছিল কাব্যযুগ এবং স্বভাবধর্মে এল গীতিকবিতা ও গাথার যুগ। ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে এল নাটক এবং লোকশিক্ষার অঙ্গরূপে এল কথা ও আখ্যায়িকা। ভাষণ-সাহিত্য গণতন্ত্রের দান,—গণতন্ত্রেই বুদ্ধির ও বাক্‌চাতুর্যের লড়াই হওয়া প্রয়োজন এবং সম্ভব। তাই এথেন্স ও রোমের গণতন্ত্রে ভাষণ-সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু স্পার্টা বা রোমসাম্রাজ্যে বা ভারতে এই মস্তিষ্কের লড়াই স্থান পায়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে মানব-চিত্ত যে পথে, যে ভাবে বিকাশ লাভ করেছে প্রাচীন ভারতে মানব-চিত্ত সে পথ অনুসরণ করেনি। পার্থিব জড়জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধ বিভিন্ন হওয়ায় মানব-মনও ভিন্ন পথ ধরেছে। পার্থিব জীবনের পাওয়া না-পাওয়া দুঃখ-বেদনার মূল্য ভারত দেয়নি, তাই ব্যক্তিজীবন তার সাহিত্যে মূল্য পায়নি, ব্যক্তিজীবনের সংঘাত, তার বেদনা ভাষায় প্রকাশ পায়নি। পক্ষান্তরে ভারত হৃদয়বৃত্তির পূজারী, ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মজ্ঞানের পথিক; যা মানব-চিত্তকে অনুভূতি দিল না, যা ত্যাগ ও বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ করল না, তা শ্রাব্য বা পাঠ্য-সাহিত্য হিসাবে গ্রাহ্য হল না। দর্শন-ধর্ম-সাহিত্য-সমাজব্যবস্থা তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে, একীভূত ক'রে মানব-চিত্তকে অনুভূতিপ্রবণ ও ধর্মাশ্রয়ী করেছে, হৃদয়বৃত্তিকে উৎসারিত করেছে, সমগ্র সৃষ্টির মাঝে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছে; তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে সাহিত্য নীতিবাদভিত্তিক হ'য়ে পড়েছে। গ্রীস ও রোমের গণতন্ত্র, তার অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার জন্য ব্যক্তিবাদ গ'ড়ে উঠেছে, সমাজ হয়েছে ব্যক্তিবাদভিত্তিক। ধর্ম ও দর্শন সমাজনীতির সঙ্গে এক তালে চলেনি। জড়জীবনের সুখ-দুঃখ ও পাওয়া না-পাওয়ার উপর ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ গ'ড়ে উঠেছে, ব্যক্তির জীবনসংগ্রাম শুরু হয়েছে। ব্যক্তির চিত্ত জড়-জীবনে সংগ্রামী হ'য়ে উঠেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে সংঘাত শুরু হয়েছে; কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভের পথের পথিক, এবং জন্মান্তরবাদে পূর্ণবিশ্বাসী ভারতে জড়জীবনের এই সংঘাত, এই ব্যক্তি-সংগ্রাম বৃহৎ ও প্রবল হ'য়ে দেখা দেয়নি। মস্তিষ্ক তুচ্ছ হ'য়ে গেছে মূল্যবোধের পার্থক্য হেতু, হৃদয় বড় হ'য়ে উঠেছে সবার উপরে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এই হৃদয়ের প্রকাশ—নীতিভিত্তিক আদর্শবাদী

সাহিত্য। অর্থাৎ ভারতীয় সাহিত্য জড়জীবনের চাহিদাকে উপেক্ষা করে তুরীয় আশাবাদী হয়েছে এবং মানব-হৃদয়কে স্নেহ-করুণায় আর্দ্র ও স্পর্শকাতর ক'রে তুলেছে, তার অনুভূতিকে প্রখর ও প্রবল করেছে। ভারতীয় হৃদয় ভালবাসে ভালবাসারই জন্য, দান করে হৃদয়ের তাগিদে, আপনাকে ত্যাগ করে আনন্দের জন্য, জাগতিক ভোগকে এড়িয়ে চলে ইন্দ্রিয়াতীত বৃহত্তর ভোগের প্রয়োজনে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যে অহংপূর্ণ মানব-চিত্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে এগিয়ে গেছে আপনার পাওনাকে পেতে, জগতকে ভোগ করতে কিন্তু তা পায়নি, তাই নিষ্ফল ক্রোধে, জীবনসংগ্রামে পরাজয়ের গ্লানিতে সে চিত্ত-বেদনায় চীৎকার ক'রে উঠেছে তার কাব্যসাহিত্যে, তাই তার সাহিত্য বাস্তবধর্মী হয়েছে প্রাচীন যুগেই। বাস্তব-জীবনের নৈরাশ্যপীড়িত মানব-হৃদয়ের অভিব্যক্তি হয়েছে বাস্তব সাহিত্যে,—মস্তিকগত ভোগের চাহিদা মেটেনি বলে হৃদয় কেঁদে মরেছে কালির অক্ষরে।

ভারতের এই ঐতিহ্য চলে এসেছিল এক ধারায় কিন্তু ১৯শ শতকে এই দুই চক্রের মুখোমুখি দেখা হল ভারতভূমে। তখন ভারত হারিয়ে ফেলেছে তার বেদ-উপনিষদের শিক্ষা ও সাধনা, উপর্যুপরি বৈদেশিক বিধর্মী মানুষ ও তার সংস্কৃতির আক্রমণে হারিয়ে ফেলেছে অধ্যাত্মবাদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা: কেবলমাত্র অন্ধ দেশাচার ও ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি-নিষেধের জীর্ণ খাঁচাটির মধ্যে আত্মরক্ষা ক'রে চলেছে—ভারত হারিয়েছে তার নিষ্কাম কর্মযোগ। ঠিক সেই সময়েই পাশ্চাত্ত্য এসেছিল তার জাগতিক জীবনের সমারোহ নিয়ে, বিজ্ঞান শক্তির দম্ভ ও চোখ-ধাঁধানো জলুস নিয়ে, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক নিয়ে। স্তিমিত মৃতকল্প সমাজ ও শিক্ষা সে বুদ্ধিবৃত্তি ও শানিত মস্তিষ্ককে প্রতিরোধ করতে পারল না। ধর্মবন্ধনের খাঁচায় মন্ত্রশান্ত অহং, স্তিমিত নিদ্রিত ব্যক্তিবাদ সহসা জেগে উঠল, ইয়ং বেঙ্গল প্রশ্ন করল জীবন সম্বন্ধে, জগত সম্বন্ধে। দেখতে দেখতে নূতনভাবে মূল্যায়ন শুরু হল জীবনের—জীবনের চাহিদার, জড়জগতের চাহিদার। জীর্ণ হিন্দুত্ব, সমাজের অনুশাসন বিধি-নিষেধ, ধর্মকৃত্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চাইল জাগ্রত নব্যশিক্ষিতের দল, যেমন ক'রে চেয়েছিল ইতালীয় রেনেসাঁয়। কিন্তু অধ্যাত্মবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় না, মস্তিষ্ক দিয়ে হৃদয়ের বিচার হয় না। তখন জাগ্রত ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো স্বতন্ত্র হ'য়ে, স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল জীবন-সংগ্রাম—হৃদয় আর মস্তিকে লড়াই। বাংলার আধুনিক সাহিত্য এই সংগ্রামপ্রসূত—ইউরোপীয় সাহিত্যের শিশুরূপে সাহিত্য গ'ড়ে উঠল তাদের জড়জীবনের চিন্তাধারা বহন করে, সংগ্রাম নিয়ে, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংঘাতে পুষ্ট হল সাহিত্য। অতএব স্বধর্মত্যাগী ইংরাজী-শিক্ষিত মাইকেল মধুসূদনের কাব্যেই প্রথম স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক নিয়ে ব্যক্তিচরিত্র দেখা দিল মেঘনাদ। হৃদয়ের সত্যকে স্তিমিত ক'রে, ক্ষুদ্র ক'রে জাতীয়তার যুক্তি বড় ও মোহময় হ'য়ে উঠল। আমরা নতুন সাহিত্য জগতে পদক্ষেপ করলাম। বঙ্কিম এই যুগসন্ধিক্ষণের স্রষ্টা,—একদিকে দেবীচৌধুরাণী অন্য দিকে কৃষ্ণকান্তের উইল—প্রফুল্ল আর ভ্রমর অন্তর্দ্বন্দ্ব

সৃষ্টি করল, দ্বিধাগ্রস্ত করল যুক্তিবাদকে। তারপরে বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে পরিণত হল, তখন অর্থনীতির অবাধ প্রবেশাধিকারকে স্বীকার ক'রে জড়জগত থেকে ধর্ম-দর্শন সরে দাঁড়াল নত মস্তকে—যেমন ক'রে ইউরোপের ধর্ম-সমাজ সরে দাঁড়িয়েছিল শিল্প-বিপ্লবের আগমনে। নগ্ন বৈশ্যবৃত্তি ও নিষ্ঠুর ব্যবসা-বুদ্ধির কাছে পরাজিত হ'য়ে গেল সমস্ত হৃদয়বৃত্তি, মানবতা, মৈত্রী, করুণা। আমরাও হারিয়ে ফেললাম হৃদয় আর মস্তিষ্কের ভারসাম্যকে, বাস্তববাদ ও অধ্যাত্মবাদের ভারসাম্যকে, যে ভারসাম্যহীনতাই আজকের উন্মত্ত পৃথিবীর এই উদ্ধত সভ্যতার মূল সমস্যা।

অন্ধকার যুগের পরে

একাদশ-দ্বাদশ শতকে যখন বাংলাভাষা মাগধী প্রাকৃতের অঞ্চল ছেড়ে এবং পৈশাচিক প্রাকৃতের ডাকনাম ত্যাগ ক'রে বাংলায় কথ্যভাষা রূপে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্তিমিত; ব্রাহ্মণ্যধর্ম শিক্ষিত-সমাজে তার অনুশাসন ও স্মৃতির নিষেধকে অবশ্যস্বীকার্য করে তুলেছে এবং সাধারণ জনগণের মাঝে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের এক অপূর্ব মিশ্রণে নাথধর্মের সৃষ্টি হয়েছে—তার সঙ্গে তন্ত্র-সাধনারও সমন্বয় হয়েছে। এই ধর্মের সাধনমার্গের পথকে বর্ণনা ক'রে রূপকাকারে চর্যাপদ গীত ও কবিতাকারে বাংলাসাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি করেছে। এই আদি যুগে লোকসঙ্গীত লোকগাথা হয়ত ছিল,—তখনকার মানুষের অন্তর সঙ্গীত ও গাথায় নিশ্চয়ই তার দুঃখ-বেদনা-আনন্দ প্রকাশ করেছিল কিন্তু তা আজ কালস্রোতে ভেসে গেছে। কিন্তু যুগের ধর্ম ও সঙ্গীতের স্পষ্ট রূপ রেখে গেছে গোরক্ষ-বিজয়, ময়নামতীর গান ও শূন্যপুরাণে।

ঠিক এই সময়ে সমগ্র পৃথিবীতেই ধর্মীয় অনুশাসন ও স্মৃতির বাধা-নিষেধ (dogma) মানুষের সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই মধ্যযুগে মুসলমান, ক্যাথলিক খ্রীষ্টান, হিন্দুর বেদান্ত-আশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস মানব-মনের চারিপাশে ধর্মীয় সংস্কারের প্রাচীর দিয়ে তাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিল। (১৯২) রেনেসাঁর লেখকগণ পূর্বের এই Scholastic দর্শনকে নিন্দা করেছেন—Taine তাকে age of imbecility বলেছেন, Brucker তাঁর দর্শনের ইতিহাসে এই দর্শনকে অপাংক্তেয় করেছেন। তার কারণ তাঁদের মূল তত্ত্ব খ্রীষ্টান ধর্মের

(১৯২) Dogma thus determines Scholasticism. The Middle Ages produced a Mohametan Scholasticism in the East as well as a Catholic Scholasticism in the West. The Vedanta embodies a Brahmanical Scholasticism, the writings of the Jewish philosophy a Jewish Scholasticism and nearer home nothing would hinder us from speaking of a Protestant Scholasticism. An Introduction to Scholastic Philosophy.—Maurice De Wulf.—p. 55.

অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Gozalez বলেছেন, এটি দর্শন ও ভাগবৎ-শাস্ত্রের (Theology) মিশ্রণ মাত্র। ভাগবৎশাস্ত্র ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্যটাকে উপেক্ষা ক'রে সমালোচকগণ স্কলাস্টিক দর্শনের সমালোচনা করেছেন—জার্মানীর Erdmann এবং Otto Willmann-ও এই মতাবলম্বী। এই সময়ে মানুষের প্রকৃতি, তার আত্মা, আত্মা ও দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ, আত্মা অবিনশ্বর, এবং মানবাত্মা ভগবানের সৃষ্টি এই সব তত্ত্ব প্রধানতঃ মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছিল। (১৯৩) ভগবান সৃষ্টির কারণ ও মানবাত্মা ও জগত তাঁরই সৃষ্টি এমনি একটা অধ্যাত্ম বিশ্বাস তখন সমগ্র ইউরোপের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মবিশ্বাস তার সঙ্গে কিছু কিছু অন্ধসংস্কার পৃথিবীর সর্বত্র মানুষকে ধর্মাশ্রয়ী ক'রে রাখায় বস্তুজগতে তারা অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়েছিল—জড়জগতের অগ্রগতি স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল।

বাংলায় তখন চর্যাপদ থেকে মধুমালা, পুষ্পমালা, শঙ্খমালার কাব্য লোকমুখে গীত হত। মানুষে এই গাথা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে প্রচার করেছে, তাদের চিত্তে ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঠিক সেই সময়ে ১১।১২শ শতকে ইউরোপেও ঠিক এমনি ধর্মাশ্রিত কাহিনী ও সঙ্গীত জনচিত্তকে ধর্মাশ্রয়ী করতে চেষ্টা করেছে।

এই সময়ে ইউরোপের সাহিত্য সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে। এইটি প্রথম ক্রুসেডের সময়। তখনকার বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রাদি শাস্ত্র প্রভাবিত যে অলৌকিক কাহিনী ও উপাখ্যান প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে তখনকার ধর্মবিশ্বাসী ইউরোপের আখ্যান ও কাহিনীর অনেক মিল রয়ে গেছে। (১৯৪) পরস্পরের আদান-প্রদানের ফলে যদি এই সাদৃশ্য নাও হ'য়ে থাকে তবে একথা বলা যায় যে জনচিত্ত বিকাশের একই অবস্থায় উভয় দেশে একই রূপ কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে—একই রূপ চিত্তের সৃষ্টির প্রেরণায়।

খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টানদের ধর্ম-বিরোধ থেকেই এই সাহিত্যের সৃষ্টি। মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকগণ ভাঙ্গা ল্যাটিনে কাব্য, ইতিহাস ও স্তোত্র রচনা করতেন কিন্তু সে উৎস শুকিয়ে যায়। তখনকার ইউরোপীয় মুসলমান ও মূরদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি উন্নততর ছিল এবং খ্রীষ্টান সামন্তরাজগণ তাদেরই অনুকরণ করতেন। এ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের পক্ষে খ্রীষ্টানদের মহত্ত্ব, ত্যাগ ও সংস্কৃতিকে বড় ক'রে জনসমাজে প্রচার করার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই সময়ে ফ্রান্সে চারণজাতীয় এক প্রকার গায়কশ্রেণী (Jongleur) সামন্ত রাজবাড়ীতে, তীর্থস্থানে, মেলায়, বাজারে গান ক'রে বেড়াত। তাদের গান রচনা ক'রে দিতেন ধর্মযাজকগণ। তাঁরাই তখন কেবল লেখাপড়া শিখতেন। এই গীতকারগণ (Trouvéres) উত্তর ফ্রান্সের লোক। এঁরা খ্রীষ্টান

(১৯৩) Ibid—p. 123-124.
(১৯৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন—৮ম সং, পৃ ৪১।৪২

ধর্ম, তাঁদের জীবন ও সংস্কৃতিকে মহত্তর ও উচ্চতর ক'রে লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করতে চাইতেন, তার প্রধান কারণ মূর সংস্কৃতি থেকে খ্রীষ্টানদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। কাজেই দেশের না হলেও টিউটন ও কেল্টদের বীরত্বগাথাকে তাঁরা গীতিকাব্য হিসাবে রচনা করেন। এই গীতিকাব্যগুলির বিষয়বস্তু বীরত্ব, নারীর রূপ ও প্রেম, নাইটদের সাহসিক অভিযান প্রভৃতি। সামন্তগণ Roland-এর বীরত্ব কাহিনীকে নিজেদের বীরত্বকাহিনী মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। এই সময়ে নারীপ্রেম সর্বপ্রথম ইউরোপে জৈব প্রেরণা থেকে উন্নতিলাভ ক'রে অতীন্দ্রিয় প্রেমে পর্যবসিত হয়। (১৯৫) ধর্মীয় আদর্শবাদই তখনকার সাহিত্যের প্রেরণা ছিল, কবি-মননের বিশ্লেষণ ও তার নাটকীয় প্রকাশ তথা বাস্তব সৃষ্টি আসে অনেক পরে।

১২শ শতকের বড় বড় গির্জাগুলির স্থপতির নাম যেমন অজ্ঞাত, এই সময়ের যে সব কাব্যগীতি পাওয়া যায় তার কবির নামও তেমনি অজ্ঞাত। এ সময়ের কাব্য কাহিনী পাঠ্যরূপে লিখিত হয়নি, আমাদের মঙ্গলকাব্য যেমন প্রধানতঃ পালাগান রূপে রচিত এগুলিও তেমনি নৃত্যগীত সহযোগে গীত হত। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণে আনন্দ দানের মাধ্যমে লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সামন্ত রাজবাড়ীতে, তীর্থক্ষেত্রে, রাজপথে ও মেলায় গাওয়া হত। এই Chansons de geste-এর মধ্যে বড় বড় সেন্ট-এর জীবনের অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীগুলির মধ্যে Chanson de Roland-ই প্রসিদ্ধ—সম্ভবতঃ Théroulde-র লিখিত। ইনি যথেষ্ট-শিক্ষিত ছিলেন এবং ভার্জিলের এনিডের সঙ্গে যে তার পরিচয় ছিল তা তার বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্ট। ইংলণ্ডের রোলাণ্ড কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর মিল নেই। মুসলমানদের সঙ্গে চার্লিম্যাগ্নির যুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য নয়। এই সময়ে ক্রুসেডের ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা অনেকটা কমে এসেছে, এজন্যও এগুলির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

চার্লিম্যাগ্নির ভ্রাতুষ্পুত্র রোলাণ্ড ও তাঁর বন্ধু অলিভারের Roucesvalles প্রতিরোধের কাহিনী। তাঁরা উভয়েই বহু মুসলমান সৈন্য ধ্বংস ক'রে মারা যান এবং পরে রাজা শত্রুর উপর তার প্রতিশোধ নেন। এই কাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ, প্রতারণা, আত্মসম্মানরক্ষা, আনুগত্য, অপূর্ব সহনশীলতা প্রভৃতি মানবীয় গুণের সুন্দর নিদর্শন রয়েছে, বিশেষতঃ রোলাণ্ড ও অলিভারের বন্ধুত্বটি—সুন্দর। একমাত্র শেষের দিকে সুন্দরী Alde-র প্রণয় কাহিনী। এই কাহিনী যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও জীবনের কোন গভীর নীতিবাদ ফুটে ওঠেনি এবং তৎকালীন সামন্তরাজ প্রথার কতকগুলি সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছে মাত্র। সামন্তরাজের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ও নাইটগণের পক্ষে তাদের জন্য জীবনদানই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে বর্ণিত হয়েছে। যদিও

(১৯৫) Here for the first time in Western poetry, sexual feeling was raised to the level of transcendent emotion and the theme of ideal love, unknown to the poets of Greece and Rome was added to those of great poetry.—A History of Western Literature.—E. M. Cohen—p. 12.

রোলাণ্ড-চরিত্রে গীতার নিষ্কাম কর্মের একটা নীতিবাদ আংশিকভাবে ফুটে উঠেছে। (১৯৬) এই কাহিনীর সুন্দরতর অংশ এর যুদ্ধ বর্ণনা। এগুলি অনেকটা আমাদের দেশের রামায়ণ গানের মত গাওয়া হত।

এই সময়ের এই লোকপ্রিয় কাহিনীকাব্য (Chanson de geste) আরও অনেক পাওয়া যায়। Count William of Orange এর সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ, চার্লিম্যাগ্নির কনস্টান্টিনোপল অভিযান কাহিনী প্রভৃতিও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এই ধরনের লৌকিক সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে স্পেনে গিয়ে পৌছয়। সেখানে প্রথমে হয়ত ফরাসী কাহিনীর অনুবাদই গিয়েছিল কিন্তু স্পেনীয় মনীষা তাকে নিজস্ব রূপ দিল। এখানে এটি আর ধর্মযুদ্ধের কাহিনী হ'য়ে রইল না, স্বাধীন পথ গ্রহণ করল—এমনি একটি কাহিনী, Bernerdo del Carpio-র নায়ক মুসলমান পক্ষেই যুদ্ধ করেছে। স্পেনের সর্বাপেক্ষা খ্যাত, ফরাসী প্রভাব-মুক্ত কাব্য El Canter de mio Cid (১১৪০)। সিড মুসলমান পক্ষে কাউণ্ট অব বার্সেলোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সিড চরিত্র স্বাভাবিক, রোলাণ্ডের মত তা অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জনের দ্বারা স্বাভাবিকতা হারায়নি। চরিত্র বাস্তবানুগ, যুদ্ধজয়ের পরে অকারণ হত্যা, অ-খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টান করা প্রভৃতি তার চরিত্রবিরুদ্ধ বরং বিজিতের প্রতি দয়া ও মহত্ত্বে তার চরিত্র উন্নততর। সিড সৈনিকমাত্র, সে বাহুবলে সম্পদ ও রাজ্যলাভ ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। সিডকাব্য দুইভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে তার নির্বাসন যুদ্ধ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় ভাগে তার কন্যাদের সঙ্গে কারিয়নের রাজপুত্রদের বিবাহ, পুরনারীর অবমাননা ও তার প্রতিশোধ। রোলাণ্ড কাব্যের তুলনায় সিডকাব্যের কাহিনী অনেক স্বাভাবিক, সুন্দর ও বাস্তব।

মহাকাব্যের অনুগামী এই কাব্যকাহিনীর ধারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে এল। কিন্তু তখনকার শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সামন্ত-রানীরা এগুলি শুনতে খুব ভালবাসতেন। দ্বিতীয় হেনরীর পত্নী Eleanor of Aguitaine-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক কাহিনী লিখিত হয়—সেগুলি সবই শিভালরীর কাহিনী। গীতকারগণ (Trouvéres) তখন পুরাতন ল্যাটিন সাহিত্য থেকে, আলেকজাণ্ডার, থিবস্, ট্রয়, এনিয়াস, জুলিয়াস সিজারের কাহিনী এবং ভার্জিল ও ওভিডের কাহিনী নিয়ে এই কাহিনীকাব্য রচনা করেন। এঁদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ Chrétien de Troyes,—রাজা আর্থারের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা।

ল্যাটিনে লিখিত History of the Kings of Britain-এর নানা ওয়েলশ্, আইরিশ্ ও কর্নিশ গল্প থেকে বহু কাহিনী গ্রহণ করা হয়। তার থেকেই খ্রীষ্টান ধর্মের পৌরাণিক কথা ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ হয় রাজা আর্থারের কাহিনীতে।

(১৯৬) Its ethics, in fact, are based on the ideal of disinterested action as exemplified by Achillis in Illiad or by Krishna's Counsel to Arjuna in the Bhagabat Gita.—Ibid—p. 17.

নাইট পার্সিভাল হোলিগ্রেলকে দেখতে পান মুমূর্ষু Fisher King এর রাজপুরীর অদূরে জলাভূমির উপর একটি উজ্জ্বল আলোর মত। তিনি যদি প্রশ্ন করতেন, "Who is served by the Grail?" "With what is he served" তা হলে রাজা সেরে উঠতেন এবং রাজ্যে সমৃদ্ধি ফিরে আসত। আর্থারের গল্পও অনুরূপ—তার নাইটগণের অভিযান ও রানীকে পুনরুদ্ধার, ভ্রাতুষ্পুত্র Mordred এবং রানী Guenevere-এর প্রতারণা প্রভৃতি গল্পগুলি খ্রীষ্টান আদর্শবাদ প্রচার করলেও পরে এই গল্পগুলি জার্মানদের প্রভাবে, রাজকীয় প্রেম ও অভিযানের গল্পে পরিণত হয়েছিল। এই-কাহিনীগুলির উপজীব্য নীতিবাদ ছিল—সামরিক কর্তব্য ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাঝে দ্বন্দ্ব, এবং তার পরবর্তী যুগে এই দ্বন্দ্ব কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

ফরাসীকাব্য Chrétien de Troyes-এর মধ্যে কেল্টদের Tristan ও Iseult-এর প্রণয় কাহিনীতে যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক আদর্শ ও হোলিগ্রেলের প্রতীকতা আদর্শ প্রেমে এসে পৌছেছে। ১২শ শতকের নীতিবাদ নারীর জন্য প্রেম বা জৈবাবেগ (passion)-কে অনুমোদন করত না। Tristan তাঁর পিতৃব্যের জন্য নির্বাচিত কনেকে জাহাজে করে আনবার সময়ে উভয়ের প্রণয় হয়। কুমারীপূজা প্রথার ফলস্বরূপে নারীর প্রতি নিষ্কাম প্রেমের একটা ভাবধারা তখন ফ্রান্সে ছিল এবং তারই প্রভাবে এই আদর্শ প্রেম কাব্যে স্থান পায়। যদিও এই প্রেম দৈব ঔষধ সেবনপ্রসূত ব'লে তাকে নীতিগত করা হয়।

তখনকার খ্রীষ্টান সমাজে সীতার মত পাতিব্রত্যের আদর্শ ছিল, অতএব প্রণয়গত পরিণয় খুব স্বাভাবিক ছিল না,—একমাত্র অলৌকিক কোন প্রভাব ব্যতীত। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে (Loire থেকে Garonne) এই সময়ে যে গীতিকাব্যগুলি দেখা দেয় তার উৎস সম্ভবতঃ আরবী। নূতন এই আদর্শ প্রেমের গীতিকবিতাগুলি পুরাতনের পথ ছেড়ে নতুন সম্পদ হ'য়ে উঠল। এইগুলি দক্ষিণ স্পেনের আরবী ও হিব্রু গীতিকবিতার প্রভাবপ্রসূত। William, Count of Poiliers (১০৭১-১১২৬) এই জাতীয় কবিতার প্রথম কবি। প্রাচ্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। তাঁর পিতা স্পেন থেকে কতকগুলি মূর তরুণীকে ক্রীতদাসীরূপে নিয়ে এসেছিলেন। তারা মূরদের প্রণয়গীতি গাইত। তিনি নিজেও ধর্মযুদ্ধে সিরিয়াতে ও পরে Aragonএ গিয়েছিলেন। ফরাসী এই নূতন গীতিকবিতাগুলি মূরদের এই সঙ্গীতের অনুকরণে প্রথম সৃষ্ট হয়। মূরদের Zejel গানের অনুকরণে এই গীতি-সঙ্গীত আদৃত হয়। Troubadours কথাটির মূল হয়ত আরবী Tarab (প্রণয়) কথা থেকে। অন্যতম গীতিকার Marcabru (১১৩০-৪৮) মূর-অধিকৃত স্পেনে বহুদিন ভ্রমণ করেছিলেন। Bernant de Ventadour, Bertrand de Born প্রভৃতি কবিগণ সম্ভ্রান্তবংশীয় প্রেম (Courtly love), দরিদ্র কবির উচ্চবংশীয় নারীর প্রতি প্রেম, প্রত্যাখ্যান, ব্যর্থতা, তার সৌন্দর্য প্রভৃতি নিয়ে কাহিনী-গীতিকা রচনা করেন। তার মধ্যে সত্যিকার গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত

হয়েছিল—যে সুর ১৯শ শতক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এর মধ্যে অনেকগুলি আজও ভাষা ও ভাবের দিক থেকে প্রশংসার দাবী করতে পারে। (১৯৭) এই গীতিকারগণ কেবল এই প্রেমপ্রীতি নয়, যুদ্ধবর্ণনা, ব্যঙ্গ কবিতা, প্রভৃতি বহুবিধ কবিতা রচনা করেন। তার পরে রাজনৈতিক কারণে এই গীতিকারগণ অনাদৃত হ'য়ে পড়েন এবং এই গীতিকবিতার ধারা শুষ্ক হ'য়ে আসে। এই গীতিকাহিনীগুলি আমাদের মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি কাহিনীর অনুরূপ।

উত্তর ফ্রান্সেও এই সময়ে এই শ্রেণীর গীতিকাহিনী গ'ড়ে উঠেছিল, সেগুলি রচনায় অনেকটা হালকা, এবং সাধারণের আনন্দদানের জন্য সৃষ্টি। Canon de Béthune (১১৫০-১২১৯) ধর্মযুদ্ধ ও তাঁর প্রেমিকার থেকে বিচ্ছিন্ন বিরহী জীবনের দুঃখ নিয়ে এবং Thibant তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের Princess Blanche-র প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ নিয়ে গীতিকবিতা রচনা করেন। গীতিকবি ও চারণদের এই কবিতা প্রথম ফরাসী কবি Muset-এর হাতে এসে সত্যিকার কাব্যরূপ পায়। উত্তর ফ্রান্সে এই গীতিকাহিনীগুলি ধীরে ধীরে লোকগাথায় পরিণত হয়, এবং আমাদের দেশের বারমাসী বা আগমনী গানের মত কুমারী বা শিল্পীরা তাঁত চালাতে চালাতে, সুতা কাটতে কাটতে এইগুলি গান গাইত। এগুলিকে ফরাসী সমালোচকগণ বলেছেন, "Epic in subject, lyrical in their rhythms and dramatic in their tellings." এর আখ্যানবস্তু সামান্য কিন্তু তা যেমন অনুভূতিপ্রবণ তেমনি জনপ্রিয়। যেমন—একদিন দুই বোন Gaythe ও Orieur নদীতে হাত ধরাধরি ক'রে স্নান করতে গেল, তাদের সঙ্গে তরুণ নাইট Gerard-এর সঙ্গে দেখা। সে Gaythe-কে শহরে নিয়ে গেল বিয়ে করতে আর Orieur পড়ে রইল একান্তই একা, তার প্রণয়ীও রইল না, সাথী বোনটিও আর রইল না। আমাদের দেশেও এমনি কাহিনীমূলক পল্লীগীতি বারমাসী ভাটিয়ালীতে পাওয়া যায়। এই গীতিকবিতায় ধর্মীয় আদর্শবাদ ক্ষীণতর হ'য়ে এসেছে এবং ব্যক্তিহৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করেছে।

Rutebeuf (১২৫০-৮৫) একজন Jongleur কিন্তু তিনি রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন এবং ধর্মযুদ্ধের জন্য অনেক কবিতা রচনা ক'রে স্থায়ী খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গীত-কাহিনী, নাটিকা, ব্যঙ্গ নাটিকা প্রভৃতি রচনা করেছেন। ফ্রান্সের প্রাচীন সাহিত্যে তিনি সত্যিকার স্রষ্টা। তিনি প্রথম কথা কাহিনীর (Fabliau) স্রষ্টা। এই কথাগুলির মাধ্যমে তিনি তখনকার সমাজের ভণ্ড ধর্মযাজক, ডাক্তার, প্রগল্ভ নারী এবং তথাকথিত সম্মানিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি কটুকটাক্ষ করেছেন। ইংরাজ কবি চসারের Pardoner's Tale এরই একটি উন্নত সংস্করণ মাত্র। তাঁর চারশ' বছর পরে La Fontaine এই ভাবেই গ্রীক

---

(১৯৭) In the leafy orchard underneath the thorn.,
She clasps her lover in her arm.,
Until the watchman cries he's seen the dawn.
Oh God ! Oh God ! How quickly dawn comes round ! Ibid—p. 29.

ঈশপ (Isopet)-এর গল্প কাব্যাকারে লেখেন। ১২শ শতকের প্রথম মহিলা কবি Marie de Franceও এই কথাগুলি কবিতাকারে লেখেন। ফরাসী সাহিত্যের মধ্যযুগের কাব্য de Roman de Renard এই গ্রীক Isopet ও কথার মিশ্রণ এবং এরই গল্পাংশ ও লিখনশৈলী পরে চসার ও গেটে পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন। এতে ভারতীয় হিতোপদেশের গল্পের মত, শেয়াল, বাঘ, মোরগ, বিড়াল, কাক প্রভৃতি বাক্‌শক্তি নিয়ে মানুষের মত চরিত্র হ'য়ে উঠেছে এবং তাদের মুখনিঃসৃত ক্ষুরধার ব্যঙ্গ সমাজের অঙ্গে কশাঘাত করেছে। এই সময়ে ভারতের পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের গল্প মুসলমানী সাহিত্য মারফত ইউরোপে পৌঁছেছিল এবং এই কথাগুলির কাঠামো ভারতীয় গল্পের অনুকৃতি। (১৯৮)

এই সময়ে **উত্তর ফ্রান্সের** সাহিত্যই সমগ্র ইউরোপের আদর্শ স্থানীয় হ'য়ে উঠেছিল। কোন অজ্ঞাত কবির লেখা মিলনান্ত Aucassin ও Nicolette-র প্রণয় কাহিনীতে এসে একটা নূতন ধারার সূচনা দেখা যায়। নাটকীয় গদ্যের সঙ্গে পদ্যের মিশ্রণে এ কাহিনী রচিত। Aucassin কোনও সামন্ত রাজকুমার। পার্শ্ববর্তী সামন্ত রাজের ক্রীতদাসী ধর্মকন্যা Nicolette-র প্রতি আসক্ত হয়। রাজকুমারের এ প্রণয় রাজা স্বীকার করেন না, ফলে পলায়ন, অনুসরণ, বিরহ প্রভৃতির পরে জানা যায় ক্রীতদাসী কার্থেজ রাজকুমারী এবং উভয়ের মিলন হয়। এই কাহিনী প্রথম খ্রীষ্টান নীতিবাদ উপেক্ষা ক'রে নারীপ্রেমকে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই নীতিবাদ উপেক্ষার মূলে ছিল আরবী ও স্পেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব। ফরাসী সাহিত্যে এই প্রেমিকযুগল রোমিও জুলিয়েট বা পল ও ভার্জিনীর মত প্রখ্যাত। এই রোমান্টিক কাহিনীর সঙ্গে আরবী ও লাটিন রূপক রচনাশৈলীর মিশ্রণে Guillame de Lorris (1235) এবং Jean de Meun (1305) এর Le Roman de la Rose কাব্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে এই "Rose" ভালবাসার প্রতীক, মানুষের অহং-এর বিভিন্নতা একে কী ভাবে পেতে চায় তারই একটা রূপক কাহিনী। এই কাহিনীর বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যে কোন আদর্শবাদ ছিল না। নারীপ্রেমের প্রতি অহেতুক ঔদার্যও ছিল না। স্বাভাবিক জীবনের স্বাভাবিক প্রেমের প্রতি কবি ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক কটাক্ষ করেছেন মাত্র। উত্তর ফ্রান্সের এই সাহিত্য ধ্বংসকরী Albigensian যুদ্ধ থেকে ইতালীর নূতন কাব্যের যুগ পর্যন্ত ইউরোপের সমস্ত সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

১৩শ শতকে আরও তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে সাহিত্য ও কৃষ্টির সাধনা চলছিল, এই তিনটি কেন্দ্র ফরাসী প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি। **নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড** ও **রাইন ও দানিয়ুবের** উপত্যকা তখন খ্রীষ্টান প্রভাবের বাইরে,—ফ্রান্সের প্রভাব পৌঁছলেও সেখানে তখন অ-খ্রীষ্টান মনোভাব পূর্ণভাবে বিদ্যমান। অবশ্য এ্যাংলো-

(১৯৮) Renard the fox, Isengrin the wolf...started as animals, perhaps deriving from these of Indian allegories and fables and endowed with the powers of speech necessary for purposes of narration.—Ibid—p. 34

স্যাকশন কবি Beowulf-এর কবিতা ও The Song of Maldon-এর গাথা তখন মুখে মুখে নরওয়ে ও আইসল্যাণ্ডে চলিত ছিল, ১৩শ শতকে প্রথমে তা লিপিবদ্ধ হয়। ৭ম-৮ম শতকে ব্রিটেনে স্যাকশন আক্রমণের ফলে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি পরিচিত হয় এবং এই সবের মিশ্রণে ভ্রাম্যমাণ কবি Wisdith-এর কবিতা রচিত হয়। (১৯৯)

আইসল্যাণ্ডের ১৩শ শতকের পৌরাণিক কাব্য Elder Edda নর্সদেবদেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত বটে কিন্তু কিছু কিছু খ্রীষ্টীয় প্রভাব বর্তমান। এর মধ্যে কোন কোন স্থানে দেবদেবীদের সংলাপ এবং কোন কোনটিতে বীরবৃন্দের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে Volsungs এবং Nibelungs-এর কাহিনী জার্মানীতে এসে Nibelungenlied মহাকাব্যরূপে দেখা দেয়। অজ্ঞাত কবির লেখা এই জার্মান ইলিয়াড, নর্সদের পুরাতন বীরত্বকাহিনীর সংগ্রহ। হোমরও এমনি পুরাতন কাহিনী ও গাথা সংগ্রহ ক'রেই তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছিলেন।

Edda-র কাব্যকাহিনীগুলি Snorri Strurluson গদ্যে রূপান্তরিত ক'রে সংকলন করেন, প্রধানতঃ Scalds বা গীতিকারগণের জন্য। নরওয়ের প্রাচীন রাজাদের জীবন ও কাহিনী তিনি Heim Skringla গদ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার প্রত্যক্ষ বর্ণনাসংগ্রহ পরে Saga নামে পরিচিত হয়। এই সংগ্রহের মধ্যে Grettür the Strong এবং Njal-এর Saga গল্প প্রসিদ্ধ এবং উপভোগ্য। আইসল্যাণ্ডে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের সময়ের কাহিনী-চরিত্রগুলি সত্য এবং বাস্তব, ঘটনাগুলিও বীরত্বব্যঞ্জক। এই কাহিনীগুলিতে সহিষ্ণুতা, রাজকীয় বীরত্ব ও মহত্ত্বকে শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হয়েছে। পরে Volsungs-এর Saga কাহিনীগুলির মধ্যে চার্লিম্যাগ্নি ও আলেকজাণ্ডারের জীবন-কাহিনীও স্থান পায়, কারণ তখন দক্ষিণের দেশগুলির সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

ধর্মযুদ্ধ (Crusade) কালে যে গীতিকাব্যগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল সেগুলি সম্ভবতঃ জার্মানদের নিকট থেকে গৃহীত। জার্মানরা Edda-র কাহিনীগুলি বিজিত দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। Roland ও Cid-এর মত জার্মানীরও নিজস্ব Chanson de Geste ছিল। অন্ততঃ জার্মান কবি Hartmann Von Aue (১১৭০-১২৫০) প্রথম জার্মান এপিক লেখক হিসাবে জগতের সাহিত্যে একটি অবিনশ্বর কাহিনী উপহার দিয়েছেন। তাঁর Der arme Heinrich (Poor Henry)-এর কাহিনী অতি হৃদয়গ্রাহী—নাইট হেনরীক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, তাঁর রোগমুক্তির জন্য জনৈকা কৃষককন্যা তাঁর জীবন দান করতে প্রস্তুত কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তাঁর এই ত্যাগের জন্য অলৌকিক উপায়ে তিনি রোগমুক্ত হন এবং কৃষককন্যাকে বিবাহ করেন। এর উৎস কোন পৌরাণিক কাহিনী কিন্তু এর বর্ণনা ও পরিবেশন জার্মান সাহিত্যে স্থায়ী আসন নিয়েছে।

(১৯৯) The Outline of World Literature.—John Drinkwater.

Wolfram Von Eschenbach-এর Parzival এবং Gottfried Von Strassburg-এর Tristan কাহিনী দুইটি ১৩শ শতকের ফরাসী কাহিনীর অনুকরণে লিখিত। কিন্তু অজ্ঞাত কবির লেখা জার্মান মহাকাব্য Nibelungenlied (১২০০ খৃঃ) সত্যিকারের জার্মান আদর্শে রচিত মৌলিক জার্মান সাহিত্যকীর্তি। এর বীরত্ব কাহিনী জার্মান জাতির উন্মাদনা ও বিষণ্ণতার দ্বারা বিচিত্র। নায়িকা Kriemhild তার প্রিয় Siegfried-এর হত্যার প্রতিশোধে উন্মাদ ধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত করেছে।

অন্যদিকে জার্মান প্রেমগীতি কবিতাগুলি (lyric) ফরাসীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—স্বাভাবিক, সুমিষ্ট ও সুন্দর। Vogelweide ও Morungen-এর এই গীতিকবিতাগুলি জার্মান জাতিসুলভ উন্মাদনায় বেগবান ও মহাকাব্যসুলভ নৈসর্গিক বর্ণনায় হৃদয়স্পর্শী। এই দুই কবির পরে গীতিকবিতা স্তব্ধ হ'য়ে যায়। ১৩শ থেকে ১৭শ শতক পর্যন্ত জার্মান সাহিত্য কেবলমাত্র Sprüche (সংক্ষিপ্ত প্রবচন জাতীয় কবিতা) সংগ্রহ ও সংকলন ব্যতীত কোন মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেনি। গীতিকবিতা যা সৃষ্টি হয়েছে তার মূল্যও উত্তর যুগ দেয়নি।

এই সময়ে **স্পেন ও পর্তুগালে** গ্যালিসীয় ভাষায় কিছু কাব্যসাহিত্য লিখিত হয়। রাজা Alfanso ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পর্তুগালরাজ King Dinis পুরাতন লোকগাথা অবলম্বনে কিছু কাব্য লেখেন, সেগুলি গীত হত এবং গান রূপেই লেখা। তখন এই দুই দেশে সামন্তরাজ্য গ'ড়ে ওঠেনি এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবও পৌছায়নি, সেইজন্য ফ্রান্সের মত রাজকীয় প্রেমকাহিনীরূপে এগুলি রূপায়িত হয়নি। এগুলি জনচিত্ত বিনোদনের জন্য লিখিত। এই কাহিনীগুলির মধ্যে Gonzalo De Berco রচিত Miracle of our Lady, Cid কাব্যের অনুরূপ হলেও, এর অলৌকিক ঘটনা দৈববাণীর আতিশয্যের মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন বাস্তবতা রয়ে গেছে এবং স্পেনের সুন্দর নিসর্গ বর্ণনায় এর প্রতিটি অধ্যায় রঙিন। ১২শ ও ১৩শ শতকের গীতিকাব্য ও কাহিনীগুলি সৃষ্ট হয়েছিল সঙ্গীত ও নৃত্যে জনচিত্ত বিনোদনের জন্য—পাঠকও তখন ছিল না, পড়াবার জন্যেও এগুলি রচিত হয়নি। এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে আছে খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ প্রচার—যেমন ক'রে মঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে আমাদের চিত্তে স্থান পেয়েছে পৌরাণিক দেবদেবী এবং ভক্তির নীতিবাদ। কিন্তু Aucassin ও Nicolette-র রোমান্টিক গল্পে এসে সাহিত্য প্রথম ধর্মীয় অনুশাসন মুক্ত হ'য়ে স্বাধীন গতিপথ লাভ করে। মধ্যযুগীয় ধর্মশিক্ষা ও খ্রীষ্টীয় অনুশাসন (dogma) মুক্ত হ'য়ে এ কাহিনী যে স্বাধীনতা লাভ করেছে তা মানব-মনের স্বাধীন চিন্তাধারাপ্রসূত তথা ভবিষ্যৎ যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্বাভাসে নূতনতর।

ইতালী। ইতালীতে ১১শ ও ১২শ শতকে পোপ ও সম্রাটগণের বিরোধের ফলে ইতালীর নিজস্ব ভাষা গ'ড়ে উঠতে দেরি হয়। রাজনৈতিক অশান্তি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়—এই সময়ে অবশ্য সর্বজনগ্রাহ্য কোন

ইতালীয় ভাষাও সৃষ্ট হয়নি। তখন যে ভাষায় কবিতা লেখা হত তা Provinçal—বিশেষ কোন প্রদেশের ভাষা এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই কথ্য ভাষাকে একরকম অগ্রাহ্যই করতেন। প্রসিদ্ধ গীতিকার Mantuan, যিনি ইংরাজ কবি Browning-এর খুব প্রিয় ছিলেন তিনিও এই কথ্যভাষায় কবিতা লেখেন। উত্তর ইতালীতে তখন ফরাসী ও ভেনিসীয় ভাষার সংমিশ্রণে কবিতাদি লেখা হত এবং এই ভাষাই ১৪শ শতক পর্যন্ত সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যম হয়েছিল। প্রকৃত ইতালীয় সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে সুদূর দক্ষিণের সিসিলিতে। পূর্বে সিসিলি নর্মানদের দ্বারা অধিকৃত হয়। তারা এই গীতিকারগণকে রাজদরবারে পোষণ করতেন। তার পূর্বে সিসিলি কিছুদিন আরব অধিকৃত ছিল, এবং তাদের সংস্কৃতির প্রভাব সেখানে বর্তমান ছিল। যখন ইতালীয় কবিতার জন্ম হয় তখন রাজধানী Palermo-র রাজা ছিলেন জার্মান Frederick II. দান্তে এই সম্রাটকে ষষ্ঠ নরকে স্থান দিয়েছেন। এই সময়ে কবিতা প্রথম সঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বকীয়তা লাভ করে—তখন থেকে যে Chanson বা Canzone রচিত হল তা নৃত্যগীত সহযোগে গীত হবার জন্য নয় এবং এই কবিকুল সিসিলিবাসী নয়। তাঁরা মধ্য ইতালীর ভাষায় এই প্রণয়কাহিনীগুলি লিখতেন। এই নূতন কাব্যধারার মুখ্য কবি Jacopo Da Lentini (১১৯৫-১২৩০), তাঁর কাব্যের ভাব ও ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও ব্যঞ্জনা নূতন যুগের পথপ্রদর্শক। তিনিই প্রথম সনেট লেখক—তাঁর লেখা ২৫টি সনেট পাওয়া যায়। তিনশ' বছর পরে লেখা Sir Thomas Wyatt-এর লেখা ইংরাজী সনেট অপেক্ষা লেন্‌টিনির স্বর্গত প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে লেখা সনেটগুলি অনেক উন্নত ও সুন্দর। সুন্দরী নারীর প্রতি লেখা এই কবিতাগুলি শীঘ্রই তার বৈশিষ্ট্য হারাল। দ্বিতীয় ফ্রেড্রিকের মৃত্যুর পর ১২৬৫তে তাঁর রাজদরবারও ভেঙ্গে গেল,—কবিরাও রাজপৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে কালস্রোতে ডুবে গেলেন।

ধীরে ধীরে উত্তর ইতালী সাহিত্য-কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। Lombardyতে Po Valley-র ভাষাকে গ্রহণ ক'রে ধর্মীয় নীতিমূলক কবিতা লেখা হচ্ছিল। তার প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল পল্লীগাথা। এই সময়ে লাটিনেও বহু প্রার্থনা-সঙ্গীত ও মনীষী-জীবনী লিখিত হয়। উত্তর ইতালীর প্রখ্যাত কবি Jacopone Da Todi (১২৩০-১৩০৬) আরব-প্রত্যাগত একজন ভ্রাম্যমাণ ধর্মযাজক (Friar)। ইনি ইতালীয় ভাষায় অনেক প্রার্থনা-সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর কবিতায় একটা নাটকীয় দ্রুততা আছে, সম্ভবতঃ এগুলি সাধারণ্যে আবৃত্তি করা হত ব'লে। ইতালীর এই নতুন কবিতা ধর্মীয় নয় বরং দার্শনিক, অনুভূতিপ্রবণ নয়, যুক্তি ও বুদ্ধি প্রধান—সম্ভবতঃ তখন ধর্মীয় প্রভাব সাধারণ মনে স্তিমিত হ'য়ে এসেছে ব'লে। এই কবিতার ধারাও ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হ'য়ে গেল।

Tuscan-এর প্রসিদ্ধ নগর ফ্লোরেন্সে তখন নতুন নাগরিক সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে। এই নগরী তখন ইতালীর শিল্প ও ব্যবসা-কেন্দ্র। চিত্রকরগণ গীর্জার ছবি এঁকে খ্যাতি লাভ করেছেন, Bolong নগরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সেখানে

আইন, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতির অধ্যাপনা চলে। এই নগরীকে কেন্দ্র ক'রে যে সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে তা প্রথমে সিসিলির ধারাকে গ্রহণ করে এবং পরে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিযুক্ত ক'রে লাটিনের সম্পদকে আহরণ ক'রে পুষ্ট হয়। তখন রোম লাটিন-চর্চার প্রধান কেন্দ্র, তাই রোম থেকে ইতালীয় সাহিত্য গ'ড়ে ওঠেনি।

এই যুগের প্রথম কবি Guido Guinizelli (১২৩০-৭৬)-কে দান্তে সাহিত্যক্ষেত্রে গুরু ও পিতৃস্থানীয় মনে করতেন। ইনি প্রথম Gentilezza বা সম্রান্তবংশীয় প্রণয়কাহিনী নিয়ে কাব্যকথা লেখেন। তাঁর কাব্যে এবং এই সময়ের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেম কেবলমাত্র ভাবালুতা ছিল না, তা মানব-হৃদয়ের একটা আত্মিকবোধ (spirit) রূপে বিবেচিত হ'ত। এই সময়ের প্রণয়বোধের মাঝে একটা প্লেটোনিক ভাব এবং আরবী দর্শনের প্রভাবে আধ্যাত্মিকতা ও অতীন্দ্রিয়তা দেখা দিয়েছিল। এই কবির কাব্যে নারীপ্রেম একটা অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে।

ফ্লোরেন্সের Guido Cavalcanti (১২৬০-১৩০০) এই টাসকান কবিতাকে আরও সুন্দর ও মধুর ক'রে তোলেন। লিখনশৈলী ও ভাবের গভীরতা ও বিমূর্ততায় তাঁর কবিতা সত্যকার উচ্চাসন লাভ করে। এই বিমূর্তনের প্রভাবে তাঁর কবিতায় একটা দুঃখবাদ দেখা দিয়েছে—এ দুঃখবাদ কেবলমাত্র জাগতিক দুঃখবাদ নয়, বরং তা হৃদয়ের পরিশুদ্ধিদায়ক। তাঁর কতকগুলি কবিতা এ যুগেও প্রশংসার দাবী রাখে—

Within a copse I met a shepherd maid
More fair, I said, than any star to see...Pastorella. (২০০)

এই দুই Guido-র পরে যিনি সনেটকে বাস্তবতা দিয়ে বাস্তবজীবনের সঙ্গে কল্পনা ও কবিতার যোগসূত্র স্থাপন করেছেন তাঁর স্মরণীয় নাম Cecco Angioleri (১২৬০-১৩১২)। তাঁর সনেটগুলি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের,—পিতার অন্যায়ের প্রতি, তাঁর স্ত্রীগণ ও প্রণয়িনীর বিরুদ্ধে এবং কবি দান্তের বিরুদ্ধেও—কারণ দান্তে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর সামান্যতাকে নিন্দা করেছিলেন। তিনি বাস্তবজীবনের এই ভাবের অভিব্যক্তিতে যতই সামান্য হন তিনিই প্রসিদ্ধ Boccaccio-র পথিকৃৎ এবং দান্তের Divina Commediaতে মধ্যবিত্ত জীবনের যে বাস্তবতা পাওয়া যায় তারও প্রথম পরিচিতি।

পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি Dante Alighieri (১২৬৫-১৩২১), দান্তে কেবল ইতালীর কবি নয়, তাঁর প্রভাব সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল। এমন কি আধুনিক যুগের ব্যালজাকও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। দান্তে ফ্লোরেন্সের অধিবাসী, সেখানে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং নির্বাসিতও হতে হয়। শেষ জীবন তাঁর বোলোনে অতিবাহিত হয়। দান্তের সময়ে সম্রান্তবংশীয় প্রেমকাহিনী, নীতিকথামূলক রূপক সৃষ্টি হয়েছে এবং Cavalcanti-র মাধ্যমে

(২০০) Cohen—Ibid—p. 49.

প্লেটোনিক ভাবধারার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এই তিনটি উপাদান নিয়েই তাঁর বিরাট কাব্যসাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে। যখন তিনি তাঁর Vita Nuova লেখেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ তখন তিনি ফ্লোরেন্সের রাজনীতিতে জড়িত, কিছু চারণ কবিতা লিখে খ্যাতিও পেয়েছেন এবং শহরের জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গ'ড়ে উঠেছে। Beatrice-এর প্রতি তাঁর প্রেম সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক তাঁর Vita Nuova-তে যে প্রেমের কথা তিনি রূপায়িত করেছেন তা জৈবপ্রেম (Sexual love) থেকে অনেক উর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় জগতে গিয়ে পৌঁছেছে। প্রথম সনেটে তিনি কবি Cavalcanti-কে তাঁর স্বপ্নের (vision) কথা ব্যাখ্যা করতে বলেছেন—প্রেম তাঁর হৃদয়কে তুলে নিয়ে প্রণয়িনীকে খেতে দিয়েছে, এর অর্থ কি ? কবিবন্ধু তার একটি প্লেটোনিক ব্যাখ্যা দিলেন কিন্তু দান্তের যে ব্যাখ্যা তা আধ্যাত্মিক,—প্রেম তাঁর জৈবদেহকে বিনাশ ক'রে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে গেছে, যেখানে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করা যায়,—যেখানে মানবপ্রেম ভগবৎ-প্রেমে পৌঁছেছে।

এর পরে তিনি লাটিনে দু'খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, প্রথম De Vulgari Eloquentia। এই গ্রন্থে তিনি সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'রে ইতালীয় (Tuscan) ভাষাকে কবিতা রচনার উৎকৃষ্টতর ভাষা ব'লে প্রতিপন্ন করেন। তাঁর মতে তিনটি বিষয়ে কবিতা রচনা হতে পারে,—যুদ্ধ, প্রেম ও ব্যক্তি-মনের বিকাশ (Rectitudo বা derection of the will)। তিনি নিজেকে এই ব্যক্তিমন বিকাশ বা বিকলনের কবি বলেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ De Monarchia-তে তিনি রাজা, রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে লেখেন ; তাঁর আশা ছিল লুক্সেমবুর্গের রাজা ইতালীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। অন্যান্য কিছু কবিতা লেখার পর তাঁর অন্যতম কাব্য Convivio (Banquet) রচিত হয়। এখানে বিয়াট্রিসের স্থানে Lady Philosophy এসে স্থান দখল করে। Lady Philosophy-কে তিনি বলেছেন, "You, who by understanding move the third heaven." এখানে বুদ্ধিগত কিছু কল্পনার সঙ্গে রক্তমাংসের প্রেমের একটা সংমিশ্রণ হয় এবং তিনি এই কাব্যে Pictra-কে উদ্দেশ্য ক'রে কবিতা রচনা করেন। এই বিয়াট্রিস ও Convivio-র দর্শন তাঁর Divina Commedia-তে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি Divina Commedia সুগঠিত, সুগ্রথিত, সুচিন্তিত, সুসমঞ্জস, অনবদ্য কল্পনারঙিন রূপক কাব্য। একশত সর্গে, তিন খণ্ডে লিখিত, সুপরিকল্পিত কল্পনা ও বর্ণনা-ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কথিত আছে, ১৩০০ খৃষ্টাব্দের গুডফ্রাইডের রাত্রে তিনি মৃত্যুর অতীত জীবনের একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেন—তখন তাঁর বয়স ৩৫। তাঁর এই প্রখ্যাত কাব্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন ও স্বর্গ, Hell, Purgatory এবং Paradise-এর রূপক চিত্র। দান্তে পণ্ডিত ব্যক্তি এবং জীবনে বহু পড়াশুনা ক'রে কৃতি হয়েছিলেন। স্বর্গ নরক প্রভৃতি

সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা তদানীন্তন শাস্ত্র থেকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, মুসলমান ও আইরিশ শাস্ত্রের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর বর্ণনার উপাদান প্রধানতঃ Aquinas, Ibn-Arabi এবং Tundal the Irishman থেকে সংগৃহীত হলেও তাঁর বেগবান কল্পনা সে-ধাতুকে গলিয়ে নতুন সৃষ্টি করেছে। তাঁর এই বিরাট কাব্য কেবল রূপক এবং আবেগ বা কল্পনা নয়, এটা তাঁর জীবনকাহিনীও বটে।

কমেডিয়ার পরিকল্পনার সঙ্গে ভার্জিলের কল্পনার অনেক সাদৃশ্য বর্তমান। লাটিন কবি Æneas-এর নরক গমনের সঙ্গেও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, এবং মানুষ যে বুদ্ধি ও বিবেক সাধনায় স্বর্গের পথে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি লাভ করতে পারে তাও দান্তের অপরিজ্ঞাত নয়। এখানে মানব-প্রেম ও অতীন্দ্রিয়বাদ এসে অপূর্বতা লাভ করেছে। Purgatory-তে তিনি যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমাজকে দেখিয়েছেন তা মানব-মনের বিভিন্ন দিকের প্রতীক। ক্লিওপেট্রা, হেলেন, প্যারিস, ট্রিস্টান এবং ফ্রানসেস্‌কো-কে তিনি ব্যভিচারের জন্য দোষারোপ করেননি, করেছেন তাদের জৈবপ্রেমের উন্মাদনায় ভগবৎ-কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতার জন্য। এই প্রণয়কে তিনটি স্তরে তিনি দেখিয়েছেন,—জৈব জীবনের উচ্চনীচ শ্রেণীর প্রণয়, যার আরম্ভ বিয়াট্রিসের প্রতি জৈবপ্রেমে এবং যার শেষ স্বর্গীয় বিয়াট্রিসের প্রতি স্বর্গীয়প্রেমে এবং এই প্রেম মানবের পক্ষে তার আত্মার প্রতি প্রেম। এখানে তিনি যে শিল্পী ও সাহিত্যিককে স্থান দিয়েছেন তারাও প্রণয়ীদের মত পার্থিব থেকে অপার্থিবের পথিক কিন্তু ইহজীবনের খ্যাতির মোহকে ত্যাগ করতে পারেনি।

স্বর্গরাজ্যে তিনি দেখেছিলেন Judas Maccabaeus, Charlemagne, Roland, William of Orange, Crusader Godfrey এবং Robert Guiscard (যিনি সিসিলিকে আরবের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন) প্রভৃতি নিঃস্বার্থ কর্মীকে কারণ তাঁরা নিষ্কামভাবে খ্রীষ্টানরাজ্যের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। এঁরা স্থান পেয়েছেন নিম্নস্তরের স্বর্গে এবং আরও উচ্চস্তরে স্থান পেয়েছেন মনীষীরা, যাঁদের প্রত্যেকের চরিত্রেই রূপকাকারে এক একটি মহত্তর গুণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। Inferno-র মধ্যে তখনকার ইতালীর সামাজিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, ধনের স্পর্ধা, দারিদ্র্য, চালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, পাপ ও যৌন-দুর্নীতি অভিব্যক্ত হয়েছে—এক মহাপুরুষের আবির্ভাবে হয়ত এ সকল দূরীভূত হ'য়ে পৃথিবী পবিত্র হবে।

দান্তের এই মহকাব্য ইতালীয় ভাষায় সাহিত্য রচনার একটা আদর্শ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিল সন্দেহ নেই ; অন্যান্য কবিরা হয়ত তাঁর সমকক্ষ বা উন্নততর রচনাও করতে পারতেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কমেডিয়ার প্রভাব ইতালীয় সাহিত্যে এসেছে অনেক পরে, কারণ দান্তের পরেও প্রায় একশ বছর ল্যাটিনেই সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে। তবে তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে তখনকার Tuscan ভাষায়ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব।

দান্তের পথের পরবর্তী কবি Fazio Degli Uberti (১৩০৫-৬৮), তিনি তাঁর আত্মজীবনীকে রূপকাকারে প্রকাশ করেছেন। লিরিক কবি Cavalcanti-র

পথের পরবর্তী কবি, আইনব্যবসায়ী Cino da Pistoia (১২৭০-১৩৩৬) বহু কবিতা ও কাব্য রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে যে কবির কাব্য সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তিনিই প্রখ্যাত Francisco Petrarca (Petrarch) (১৩০৪-৭৪)। স্রষ্টা হিসাবে আত্মবিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন তিনি এবং সেজন্য তাঁর আত্মাভিমানও ছিল যথেষ্ট। তাঁর মৌলিকতা তাঁর আখ্যানভাগ বা বিষয়বস্তুতে প্রকাশ পায়নি। চারণকবিগণের যুগ থেকে ইউরোপীয় কবিতার মূল সূত্র ছিল প্রেম, দর্শনের দিক থেকেও তিনি নূতন কোন কিছু দান করেননি, অনুভূতি ও আবেগের দিক থেকেও তা প্রাচীনপন্থী—অনেকটা প্লেটোনিক, যদিও প্লেটোর দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। তাঁর নূতনত্ব তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গিতে। তাঁর Conzoniere কাব্যে Laura-র প্রতি যে প্রেম তা পুরাতন কবিদের মত অতিরঞ্জন ও প্রচ্ছন্নতায় সাধারণ হলেও তাঁর প্রেম এই কাব্যে আত্মমুখ (subjective) থেকে বিষয়মুখ (objective) হয়েছে। প্রেমের আলোক ভিতর থেকে বাইরে যায়নি, বাহির থেকে ভিতরে এসেছে। তাঁর প্রেম আনন্দহীন দুঃখবাদী, আবেগময় বাস্তবতা, কিন্তু তাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি যতক্ষণ-না লরা তাঁর স্বপ্নে পবিত্র স্বপ্নময়ী হ'য়ে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর প্রেমিকা দৃশ্যমান প্রকৃতি, পৃথিবীর নিসর্গ দৃশ্যের মাঝে আয়নায় প্রতিবিম্বিত ছবির মত। প্রকৃতপক্ষে প্রণয়িনী তাঁর বাস্তব থেকে বেশী স্বপ্নের, কল্পনার, যদিও লরা পার্থিব রক্তমাংসের নারী। তাঁর মধ্যে এক সময়ে একটা ধর্মীয় সঙ্কট এসেছিল কিন্তু তিনি খ্রীষ্টীয় বিহারে স্থান না নিয়ে, প্লেগে লরার মৃত্যুসংবাদের পরে ভাবজগতের মানুষ হ'য়ে পড়েন। তিনি জগতকে আয়নার ছবিতে দেখেছেন আর সেই জগতের মাঝে লরাকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

Petrarch-এর প্রভাব ইউরোপীয় সাহিত্যে দান্তের থেকে বেশী দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। প্রথমতঃ তিনি সত্যকার কবিতা রচনার ভাষা সৃষ্টি করেন, এবং এই ভাষাই ইতালীয় কবিগণ ১৯শ শতক পর্যন্ত অনুকরণ ও অবলম্বন করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ভাব ও ভাষার অভিব্যক্তি ইংরাজ ও ফরাসী কবিগণের লিখন-শৈলীকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে। লাটিন সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁকে দেশীয় ভাষার এই নবরূপ দানে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল—তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, পুরাতন লাটিন পুঁথি সংগ্রহ করতে বিহারে বিহারে বহুদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন। মধ্যযুগীয় লাটিনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই ইতালীয় ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁর দেশপ্রেম তাঁর All Italia তে সুস্পষ্ট ; তাঁর জীবনের ব্রত ছিল তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে দর্শন বা ধর্মীয় শাস্ত্রে পরিণত করা নয়, আর্টে পরিণত করা এবং এইটিই ইতালীয় পরবর্তী যুগের আদর্শ হ'য়ে ওঠে। তাঁর এই মানবতা ও দ্বিতীয়তঃ তাঁর 'passion and his art' সমগ্র ইউরোপের অনুকরণীয় হয় এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগের প্রথম কবি। তাঁর কবিতাতেই মানব-হৃদয় প্রথম আপন গৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর কবিতাতেই প্রথম কাব্যসাহিত্য থেকে খ্রীষ্টান ধর্মীয় শাস্ত্রানুশাসন ও দর্শন

নির্বাসিত হয়—সেজন্য মাঝে মাঝে কবির মনে সংশয় হয়েছে এবং তিনি ভীতও হয়েছেন। এই ভয় হেতুই প্রখ্যাত Decameron-এর লেখক Boccaccio তাঁর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে গিয়েছিলেন।

Boccaccio (১৩১৩—৭৫) প্রথমে Ovid ও Chrétien de Troyes-এর অনুকরণে কাব্য-কাহিনী রচনা করেন। Petrarch বিশ্বাস করতেন আর্টই আর্টের সার্থকতা (Art is its own justification) কিন্তু বোক্কাসিও সে বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তাই তিনি পরে লাটিনেই লেখেন। তখনকার দিনে শিক্ষিত মাত্রেই বোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন কিন্তু ইনি ব্যবসায় শিক্ষা করেন। ভার্জিলের স্মৃতিস্তম্ভ দেখে প্রথম তাঁর মনে হয়, সাহিত্যই তাঁর জীবনধর্ম। তখনকাব Naples-এর রাজা King Robert of Anjon-র কন্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর চলতি রাজকীয় প্রেম-কাব্যের মাধ্যমে তাঁকে Fiametta রূপে চিত্রিত করেন। দান্তের প্রেমের গভীরতাকে তিনি বুঝতে পারেননি, এবং ফরাসী রোমান্সের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হ'য়ে সেই পথেই তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রথম গদ্য রচনা Filocolo ; এ গ্রন্থ তখনকার লাটিন রুচি ও রীতি অনুসারে পৌরাণিক কাহিনীতে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। এটি প্রেম-কাহিনী, স্পেনের অ-খ্রীষ্টান পটভূমিতে স্বাধীন কাহিনী হলেও Floire এবং Blancheflor-এর প্রেম বর্ণনা ব্যাকরণগত অলঙ্কারের ভাবে খণ্ডিত। তাঁর পরবর্তী কাব্য Teseida-কে ইংরাজ কবি চসার তাঁর Knight's Tale-এ সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যে গল্পকার বোক্কাসিওর বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরিচয় আছে কিন্তু তা স্বাভাবিক ও জীবনগত হয়নি। তাঁর Filostrato কাব্যই চসারের Troilus and Criseyde-র উৎস। ট্রয় নগরীর প্রণয়কাহিনী এর বিষয়বস্তু, এ কাহিনীতে প্রাচীন সিভালরি বা দার্শনিক তত্ত্ব নেই, বরং নেপেলস্-এর রাজদরবারের যৌন প্রেমের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। আদর্শপ্রেম, প্লেটোনিক প্রেম এখানে বাস্তব-জীবনের রক্তমাংসের জৈব প্রেরণায় পরিণত হয়েছে। তাঁর Amorosa Visione প্রকৃতপক্ষে কমেডিয়ার ব্যঙ্গকবিতা, এবং এখানে দান্তের সমস্ত মূল্যবোধকে বিপরীত ক্রমে উপস্থিত করা হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক রোমান্স, পল্লীপ্রণয়গাথা, নারীর প্রতি শ্লেষ সবই এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু অলঙ্কারভারে সবই বিড়ম্বিত।

তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা Decameron। এটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির জগতের প্রতি কঠিনতম ব্যঙ্গ ও শ্লেষ—বাস্তব জগতের একজন লোকের চোখে-দেখা প্রত্যক্ষ জগত, দুর্নীতি ও কুরুচিপূর্ণ কিন্তু হয়ত সে জগত ভালও হতে পারত এমনি একটা জগতের ছবি। প্লেগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় কতকগুলি অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত লোক কোন গ্রামে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে তাঁরা নানা গল্প করেন। এই গল্পগুলিই ডেকামেরনের শতগল্প। এ গল্পগুলি সবই তাঁর আবিষ্কার বা উদ্ভাবন নয়। দর্শন ও উচ্চাঙ্গের কবিতার সঙ্গে ধনীদের আমোদের জন্য অনেক গল্প ও সাহিত্য পূর্বেই সৃষ্ট হয়েছিল, তিনি সেগুলি সংগ্রহ ক'রে, নিজের কিছু

দিয়ে নতুন ক'রে নতুন ভাবে বলেছেন। নীতিহীন ভণ্ড যাজক, ভণ্ড তপস্বী, সাহসী ছাত্র, প্রতারিত স্বামী, প্রেমোন্মাদিনী রোমান্টিক মহিলা যিনি সর্বদাই যে-কোন সুন্দর তরুণকে রাত্রির সঙ্গী করতে প্রস্তুত—এমনি সব চরিত্র নিয়ে ছোট গল্প—ব্যঙ্গ শ্লেষ বিদ্রূপে জীবন্ত। গল্পগুলি ছোট ছোট এবং গল্পের শেষটাই এর বৈচিত্র্য—চরিত্র সৃষ্টির বা বক্তব্যের প্রয়াস এর মধ্যে নেই। চরিত্রগুলি অনেক সময় অবাস্তব, লেখকের ইচ্ছায় অপ্রাকৃত হ'য়ে উঠেছে। যখন চরিত্রগুলি সিরিয়াস তখন প্রগলভ, যখন বাস্তব তখন অনেকটা হাস্যকর। কতকগুলি গল্প রোমান্টিক, কতকগুলি চমৎকার ও বাস্তব। যাই হোক তিনিই গল্প-সাহিত্যের পথিকৃৎ, এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে, বর্ণনায় ও বাস্তবতার স্পর্শে স্মরণীয় (২০১)।

পেট্রার্ক ও বোক্কাসিও বর্তমান যুগের স্রষ্টা—কবি, নব্যযুগের কবিতার পথপ্রদর্শক, কথাশিল্পী, গদ্য ও গল্প রচনায় পথিকৃৎ। এঁরাই রেনেসাঁর গর্বিত ও স্পর্ধিত যুগের আদি শিল্পী। এঁরা সাহিত্যসৃষ্টিকে ধর্ম-দর্শনের নীতিবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বাস্তব ক'রে তোলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশ্বাস নিয়ে মস্তিষ্কগত ভাবে তাঁরা সাহিত্যকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন সে স্বাধীনতা আজও সাহিত্যজগত নিঃসংশয়ে ভোগ ক'রে চলেছে। সাহিত্য ব্যক্তিগত, বুদ্ধিগত প্রেরণা লোকশ্রেয় ও লোকহিতৈষণার ঊর্ধ্বে জনচিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে মানবতাধর্মী নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল এই যুগ থেকে—সেই মানবতা বা humanismই আজকের যুগেও সাহিত্য-ধর্মের একটি মাপকাঠি হ'য়ে আছে। ১২শ ও ১৩শ শতকে মধ্যযুগীয় কবিতার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল—পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে বর্ণে-গন্ধে রমণীয় হ'য়ে ফুটে উঠেছিল। ডিভাইনা কমেডিয়াকে ঘিরে জৈবপ্রেম, আদর্শ প্রেম, সমাজ সমালোচনা একে একে অঙ্গীভূত হয়েছিল জনপ্রিয় সাহিত্যের মধ্যে, কিন্তু তার পরে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার (১৪৫৪ ৫৫) এবং কলম্বসের সমুদ্রযাত্রা (১৪৯২) পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ'ড়ে উঠেনি।

তখন সমগ্র ইউরোপ ছিন্ন ভিন্ন। পোপের রাজত্ব একদিন রোম সাম্রাজ্যের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই পোপ তখন রোম থেকে নির্বাসিত। পোপ ও তাঁর বিরুদ্ধ দলের সংগ্রাম, Hohenstaufen রাজবংশের উচ্ছেদ, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, সমস্ত উত্তর ইউরোপকে তখন নিঃস্ব ক'রে দিয়েছে। অন্যদিকে Albigensian যুদ্ধ দক্ষিণকে ধ্বংস করেছে। ব্ল্যাক-ডেথের মহামারীর স্রোত বয়ে গেছে। ইতালীর বিভিন্ন নগরীর মধ্যে বিরোধ ও বাণিজ্যিক সংগ্রাম চলেছে। এই সব একত্র মিলে সাহিত্য ও কাব্যকে নিম্নগামী ক'রে দিয়েছে। তখন চিন্তাশীলতা

(২০১) Much more humanistic is Boccaccio the first great master of narrative prose and as many critics think, the still unrivalled master of the short story...His Decameron—collection of hundred tales....The range of the stories is extraordinary, from buffoonery to the most delicate pathos.
The Story of World Literature—John Macy—p. 205.

ও উচ্চাঙ্গের ভাবধারা নির্বাসিত, কেবল মাত্র বর্তমান বাংলা সাহিত্যের মত আঙ্গিক (technique) ও বাক্যবিনাসের ছটায় আত্মসন্তুষ্ট। খ্রীষ্টান যাজকগণের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে এসেছে,—সব লেখকই ধর্মের গোঁড়ামি ও অনুশাসনের বিরুদ্ধতা ক'রে জনচিত্তকে ধর্মবিমুখ ক'রে তুলেছেন। কিন্তু এই বিরোধের মাঝেও খ্রীষ্টান মিস্টিসিজমের অভ্যুদয় সম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। ১২শ শতকে প্যারির নিকটে St. Victor বিহারেই সম্ভবতঃ এই অতীন্দ্রিয়বাদের জন্ম। জার্মান Hugh এবং স্কট Richard সমস্ত বিদ্যা জ্ঞান ও সাহিত্যকে ভগবৎ অনুভূতির অধীনস্থ ক'রে দিলেন। তাঁরা ল্যাটিনেই লিখেছিলেন—তাঁদের এবং আরবীয় সুফী মতবাদ তখন কিছুদিন ইউরোপে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। দান্তের সমসাময়িক Roman Lull কেবল আরবী পণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি আরবীতে কবিতাদি লিখেছিলেন।

Alfanso X of Castile (১২২১-৪৯) নিজে Blessed Virgin সম্বন্ধে চারশত পৌরাণিক গাথা Galician ভাষায় লিখেছিলেন। দেশীয় ভাষায় প্রথম অতীন্দ্রিয়বাদী কবি Mechtild Von Magdeburg (১২১২-১২৮০) জার্মান ভাষায় লেখেন। এই সময়ে জার্মানী ও ফ্লাণ্ডার্সের খ্রীষ্টীয় চৈত্য ও বিহারে এই জাতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী কবিতার চর্চা বেশ ব্যাপক হ'য়ে উঠেছিল। তখনকার উল্লেখযোগ্য কবি Meister Eckhart (১২৬০-১৩২৮), তিনি Cologne-এর ছাত্র। এই বিদ্যাকেন্দ্রে প্রসিদ্ধ গ্রীক-আরবীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানে পণ্ডিত Albertus Magnus এবং Thomas Aquinus অধ্যাপনা করতেন। উভয়েই তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত। Eckhart সমস্ত রচনাতেই মানবের অন্তরতম প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল মানবাত্মা ভগবানের প্রদীপ্ত অংশ এবং যিশুকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা দেখেননি, দেখেছেন মানব-অন্তরের অনুভূতির বস্তু হিসাবে। একার্টের দর্শন অত্যন্ত সরল এবং সেইজন্যই তা জনচিত্তে আবেদন এনেছিল। তাঁর এই নূতনতম চিন্তাধারার জন্য তাঁকে অবিশ্বাসী ব'লে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু বিচার সমাপ্তির পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিকট ও নিগূঢ় সম্পর্ক ভিত্তি ক'রেই তাঁর রচনা এবং তাঁর দর্শন তখনকার সমস্ত বিরোধের মিলনক্ষেত্র।

তাঁর শিষ্য Heinrich Seuse (Suso) (১২৯৫-১৩৬৬) গুরুর মতের যাথার্থ্য নিয়ে Little Book of Truth, এবং Little Book of Eternal Wisdom ল্যাটিন ভাষায় লেখেন। ত্যাগ ও দুঃখের মধ্যেই মানবাত্মা বিকাশলাভ করে—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তার পরে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ত্যাগ ক'রে The Life of a Servant লেখেন—ঘটনাবিন্যাস ও বক্তব্যে এটি সুন্দর মধুর। Johannes Tauler (১৩০০-৭১) ও একার্টের শিষ্য এবং ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি মানবাত্মাকে ভগবানের অংশ ব'লে চিন্তা করেননি বরং ভগবানের আসন ব'লে কল্পনা করেছেন। এই সময়ে সম্রাটকেও ধর্মচ্যুত (excommunicate) করা

হয়েছে,—প্লেগে দেশ জনহীন, সাধারণের মধ্যে দুর্নীতির প্রবল স্রোত প্রবহমান। ইনি অতি সাধারণভাবে সাধারণ ঘটনা ও তুলনার মাধ্যমে দৈবানুভূতির কথা প্রকাশ করায় তখনকার দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের অনেকে সৎজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—এমনকি একশত বৎসর পরে মার্টিন লুথারের উপরেও এ প্রভাব গিয়ে পড়েছিল।

এই শ্রেণীর পরবর্তী লেখক Jan Van Ruysbroeck (১২৯৩-১৩৮১) তাঁর Adornment of the Spiritual Life-এর মধ্যে মানবের আত্মসাধনার তিনটি স্তরের বর্ণনা করেছেন—তাঁর বর্ণনা মনস্তত্ত্ব ও বাস্তবতাভিত্তিক হওয়ায় তাঁর বহুল প্রচলন ও অনুবাদ হয়েছিল। এই সময়ে লাটিনে রচিত Theologia Germanica-ও অধ্যাত্মবাদের প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

যখন রাইন নদীর তীরে সমাজের দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে একটা ধর্মভিত্তিক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ গ'ড়ে উঠেছিল তখন বিমুগ্ধ ও মরিয়া ভাবাপন্ন ফ্রান্সে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রেরণা জেগে উঠেছিল। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সীমাবদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু সামন্ত রাজগণের অনুকম্পা ও পৃষ্ঠপোষকতায় Roman de la Rose-এর অনুকরণে নানা জাতীয় গাথা, গীতি-কবিতা (Ballade, Rondeaux, Chant Royal, Virelai) গ'ড়ে উঠেছিল। এই ধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি Guillaume de Machaut (১৩০০-৭৭)। ইনি ধর্মযুদ্ধকালীন লুথানিয়ার বন্য প্রকৃতির মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, অ-খ্রীষ্টান লোকদের হাত থেকে Breslau উদ্ধারের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, গায়ক ও সুরশিল্পী। তিনি একই বিষয় নিয়ে বহুভাবে বহু জনপ্রিয় কাহিনী লিখেছেন, তাঁর ভাষা ও বর্ণনা সুন্দর। তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত Eustache Deschamps (১৩৪৬-১৪০৬) প্রচুর রচনা করেছেন—১১৭৫টি গাথাকবিতা (Ballade) এবং ১১১টি rondeaux। বিষয়বৈচিত্র্যে এগুলি স্বতন্ত্র। দুর্নীতির বিরুদ্ধে রচিত তাঁর গাথাকবিতাগুলি যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর বাস্তবতা ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি ইংরাজ কবি চসারের নিকট তাঁর বহু কবিতা পাঠিয়েছেন এবং চসার Machaut ও Deschamps-এর কবিতা ও Roman de la Rose থেকেই তাঁর কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। (২০২) এই উভয় কবিই Roman de la Rose-এর দ্বিতীয় খণ্ডের নারী-চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিলেন এবং নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট শ্লেষ-বিদ্রূপ ও কটূক্তি নিক্ষেপ করেছিলেন। তার উত্তরে মহিলাকবি Christine de Pisan (১৩৬৫-১৪২৯) সুন্দর সুললিত ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। এই মহিলাকবি সম্রাট Charles V-এর ইতালীয় জ্যোতিষের কন্যা। ইনি রাজার

(২০২) Deschamps sent many of his poems to Chaucer who looted him. Machaut and Roman de la Rose for the stuff and materials of his own early Poetry. Hist. of Western. Lit.—Cohen—p. 70

এক সেক্রেটারীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে কবিতা লিখে ও নিজে সুন্দর কপি রচনা করে বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁর বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা, রাজার জীবনী ও জোয়ান অফ আর্কের জীবনী নিয়ে লেখা কাহিনীগুলি সুপ্রসিদ্ধ। এই যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ গাথাকবিতা লেখক Alain Chartier (১৩৮৫-১৪২৯), জোয়ানের ভক্ত ছিলেন। ফ্রান্সের পরাজয়ে দুঃখে অভিভূত হ'য়ে বহু কবিতা লেখেন। তাঁর রচিত দুইটি প্রেমিকের সংলাপ La Belle Dame Sans Merci পরে ইংরাজ কবি কীট্‌সের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অন্যতম শহিদ Charles D' Orleans (১৩৯৪-১৪৬৫) রাজকীয় আখ্যানবস্তু নিয়ে কিছু নূতনতর কাহিনী রচনা করেন। তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মিলনের চেষ্টা করেন এবং ২৫ বৎসর ইংলণ্ডে বন্দীজীবন যাপন করেন। এই সময়ে তিনি কিছু কবিতা ইংরাজীতেও লেখেন। তাঁর রচনায় আর্ত মানুষের দুঃখ-বেদনা মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, যদিও সমালোচকগণ তাঁকে Forest of Tedious Sadness ব'লে উপেক্ষা করেছেন।

Jean Froissart (১৩৩৭—১৪০৫) এই মধ্যযুগীয় আদর্শগত অবক্ষয় যুগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি আর্থারীয় রোমান্স ও সিভালরীর কাহিনী রচনা করেন। তিনি সে যুগেও বুঝতে পারেননি বা চাননি যে যুদ্ধটা কেবল বীরের জন্যই নয়। শুধু সামন্তরাজই ধনী ব্যক্তি নন, পশম ব্যবসা ও অন্যান্য ব্যবসায়ে যে আর একটা ধনী সমাজ গ'ড়ে উঠেছে সেকথা তিনি উপেক্ষা করেছেন। যুগের পরিবর্তনকে তিনি স্বীকার করতে চাননি। তাঁর রচিত ইতিহাস গল্পের খাতিরে অতিরঞ্জিত হ'য়ে পড়েছে। এই সময়ের খাঁটি ঐতিহাসিক লেখক Philippe de Commynes (১৪৪৭-১৫১১)। এই সময়ে মধ্যযুগীয় সভ্যতা ও আদর্শবাদের অবক্ষয় শুরু হয়েছে, তথাপি যুগের সৈনিক-জীবন ও আদর্শবাদের সুস্পষ্ট ছবি এঁদের রচনায় বিধৃত হ'য়ে আছে।

ফ্রান্সের এই যুগের শেষ কবি François Villon (১৪৩১-১৪৬৩), তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ বিষয়মুখী—তাঁর নিজের এবং যুগের প্রতি। তিনি প্যারির নিম্নতর সমাজের লোক, ব্যক্তিগত জীবনে অন্ততঃ একটি খুন, একটি ডাকাতি এবং একটি হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল কিন্তু পরে তা নির্বাসন দণ্ডে পরিণত হয়। তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে কারাগারের অন্তরালে। তাঁর জীবনের নিঃসঙ্গতা তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে নানাভাবে। বিগত যুগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যে ব্যালাডগুলি লিখেছেন তা কখন দুঃখে বেদনাময়, কখনও আনন্দে উজ্জ্বল। তাঁর দুই-একটি গাথাকবিতা যথা Ballade of the Hanged ও একটি বৃদ্ধা বেশ্যার কাহিনী কঠিন বাস্তবতা ও প্রবল অনুভূতিপুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে জীবনের সাধারণ বস্তু থেকেই তিনি অসাধারণ ও সুন্দর কবিতা সৃষ্টি করেছেন।

এই সময়ে বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অনেক গাথা কবিতা রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে Catherine de Amboise-এর 'Chant Royal of the most beautiful woman ever born into the world' স্মরণীয় হ'য়ে আছে। বহু অজ্ঞাত কবির লেখা সুন্দর কবিতাও এই যুগের পুরাতন সংগ্রহে পাওয়া যায়।

স্পেনের কাব্যবিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস ভিন্ন। পুরাতন গ্যালিসীয় ভাষায় লেখা কবিতা ও সাহিত্যের একটা ক্ষীণ প্রভাব Castile ও Aragon-এর কবিদের মধ্যে এসে পৌছেছিল। অন্যদিকে দীর্ঘদিন মুর রাজত্ব ও সংস্কৃতির প্রভাবে আরবী ভাষায় প্রাচ্য বর্ণনা-পারিপাট্য স্থানীয় কবিগণের ভাষা ও ভাবকে আংশিক ভাবে অলঙ্কারবহুল মন্থর ও শ্লথগতি ক'রে তুলেছিল। এই প্রাচ্য প্রভাব, বিশেষতঃ মুর আমীরগণের উৎসাহে Cantar del Cid-এর অজ্ঞাত কবির স্বাভাবিক সারল্যকে কৃত্রিম ক'রে তুলেছিল। পক্ষান্তরে ফরাসী কবিগণের লেখা ট্রয় ও আলেকজাণ্ডারের কাহিনীগুলিও একে একে এদেশে এসে পৌছেছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের গোঁড়ামি ও অনুশাসনও খ্রীষ্টান বিহার মারফতে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

Hita-র আর্কপ্রিস্ট Juan Ruiz (—১৩৫০) স্পেনের প্রথম মহাকবি। তিনি ধর্মযাজক, তিনি ফরাসী কবি Villon-এর মত সাধারণ জীবন ও পরিবেশ নিয়ে তাঁর কবিতা রচনা করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, জৈবপ্রেমের সঙ্গে দুঃখ ও বিপদ অনিবার্য ভাবে মিশ্রিত, অতএব ভগবানকে ভালবাস। তাঁর El libro de buen amor (The Book of True Love) সাধারণ প্রেমপ্রীতির কাহিনী। এর কাহিনীগুলি কাল্পনিক এবং ১২শ শতকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাটিন কমেডি থেকে গৃহীত। তিনি বিফল প্রণয়ের কাহিনীকে যথেষ্ট বাস্তবভাবে বর্ণনা করেছেন। এই গাথাগুলি যথেষ্ট সমবেদনার সঙ্গে লেখা হলেও প্রায়শঃ অশালীন, কিন্তু এর চরিত্রগুলি উপন্যাসের চরিত্রের মত বাস্তব এবং চরিত্রচিত্রণ নিপুণ। তাঁর ছদ্মবেশী জীবন-কাহিনীর মধ্যে তৎকালীন জীবনযুদ্ধের একটা সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি একাধারে ব্যঙ্গলেখক, ঔপন্যাসিক এবং হিতকথাকার। তাঁর এই বাস্তবতা ও শ্লেষই La Celestina ও কারভেনটিসের অগ্রদূত।

১৪শ শতকের স্পেনের রাজদরবার সংগৃহীত নানা কবিতার একটি সংগ্রহ পাওয়া যায়। এই সংগ্রহটি Cancionero de Baena (১৪৪৫)—এতে Ruiz-এর কোন প্রভাব দেখা যায় না। অত্যন্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় পণ্ডিতগণের লেখা এই কবিতাগুলি প্রধানতঃ আবৃত্তি করা হত, এবং সঙ্গীত থেকে কবিতা এই সময়েই প্রথম পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কাহিনীগুলি চারণ গীতিকারগণের লেখা কাহিনী এবং ফরাসী পল্লীগীতি (Pastourelles) থেকে চয়ন করা হয়। পাহাড়ের মধ্যে cow-girl প্রসঙ্গে রুচিহীন চিত্তবিকার অথবা মুর কুমারীদের নিয়ে লেখা পল্লীকবিতা। তখনকার প্রখ্যাত কবি Alfanso Alvarez de Villasandino (১৩৪৫—১৪২৫)

পেশাদার কবি ছিলেন—উৎসবের জন্য বা গায়কদের জন্য অর্থ নিয়ে কবিতা লিখতেন। রোমান্টিক প্রেমকাহিনী তখন ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে এবং সমাজের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ও সমালোচনা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে এবং ফ্রান্সে চলিত সব রকম কবিতাই অল্পবিস্তর রচিত হয়েছে কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে একটা রুচি ও নীতিগত পার্থক্য ছিল। স্পেনে মূর ও ইহুদীদিগের প্রভাব কবিতা ও সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। গ্যালিসীয় চারণকবিগণের প্রভাব ইতস্ততঃ দেখা যায়, দান্তে ও পেট্রার্ক-এর প্রভাবও এসেছিল। ইতালীয় সংস্কৃতিবাহক কবি Francisco Imperial জেনোয়ার অধিবাসী কিন্তু Seville-এ বাস করতেন। তিনি দান্তের অনুকরণে Address to the Seven Virtues লিখেছিলেন। তাঁর ল্যাটিন ছন্দের স্পেনীয় ভাষায় কোন কাব্যশ্রী ফুটে ওঠেনি কিন্তু এই প্রভাবের ফলে স্পেনে প্রতীকতা (Symbolism) দেখা যায় এবং তা যথেষ্ট আকর্ষণীয়ও হ'য়ে ওঠে।

রূপক ও প্রতীকতা Juan de Mena (১৪১১-৫৬)-র মধ্যে এসে পুষ্টিলাভ করে। তার El Laberinto de la Fortuna (The Labyrinth of Fortune) ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে লেখা কাহিনী—বর্ণনাপ্রধান, লাটিন প্রভাবিত। দান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কিন্তু দান্তের গভীরতা ও কল্পনা তার মধ্যে ফুটে ওঠেনি। Marquis de Santillana (১৩৯৪-১৪৫৮) ইতালীর ছন্দানুকরণে কতকগুলি সনেট লেখেন। তবে চারণকবি ও গ্যালিসীয় গাথার অনুকরণে যে কয়েকটি কবিতা তিনি লেখেন সেই কয়েকটি কবিতাই স্মরণীয় হ'য়ে আছে। তিনি শেষজীবনে লাটিন, ফরাসী ও ইতালীয় কবিতা সংকলন করেন। তাঁর সময়ে কতকগুলি প্রাচীনপন্থী পল্লীগীতি রচিত হয়েছিল, সেগুলিকে তিনি নিন্দা করেছিলেন কিন্তু সেগুলি এখনও উচ্চাঙ্গের কবিতা বলে আদৃত।

এই মধ্যযুগের শেষ কবি Jorge Manrique (১৪৪০-৭৯) গৃহযুদ্ধে নিহত হন। তাঁর লেখা কতকগুলি বিচিত্র কবিতা ও Copla (মধ্যযুগীয় কাহিনীকাব্য) আজও বেঁচে আছে। তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতি তাঁর এলিজি আজ জগতবিখ্যাত—তখনকার দিনে দেহ ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ববোধটা প্রখর হ'য়ে উঠেছিল এবং সেই ভাবধারা তাঁর এলিজিকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে। কথিত ভাষার বিবর্তিত ধ্বনি সহযোগে এই এলিজিটি মনোমুগ্ধকর। (২০৩)

এই সময়ে চারণ কবিতা ও রাজদরবারী কবিতার পাশে পাশে পল্লীগীতি

(২০৩) What has become of the King.
Don John ?
And the Princes of Aragon
Where are they now ?
Where is that host of gallant men
The feats of arms that they did them ?
Where are they now ?......
Cohen—Ibid—p. 78.

ও গাথারও (folk songs and ballads) যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বাংলার পল্লীতে যেমন অজ্ঞাত অখ্যাত এমনকি নিরক্ষর স্বভাবকবির লেখা অনবদ্য বারমাসী ও ভাটিয়ালী গানের মধ্যে মানব-মনের শাশ্বত অনুভূতি কবিতা ও সুরে প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু তা কেউ পুঁথির অক্ষরে ধরে রাখেনি, তেমনি স্পেনের পল্লীকবি-লিখিত এইরকম কবিতা বহুদিন থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে পার্থক্য এই—১৪শ শতকে এগুলি আদৃত হ'য়ে রক্ষিত হয়েছে। এই কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ততা ও মানব-মনের অকৃত্রিম অনুভূতির আশ্চর্য সরলতা পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়কে অপূর্ব সংবেদনশীলতায় আর্দ্র ক'রে দেয়। একটি কুমারী তার প্রণয়ীর জন্যে প্রতীক্ষারতা—এমনি সাধারণ কাহিনী সরলভাবে হয়ত একটি লতার বা পাখীর প্রতীক সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে; এই বর্ণনাভঙ্গিই পরবর্তী যুগে গীতিকবিতায় (Lyric) গৃহীত হয়। এ জাতীয় কবিতা হয়ত ফ্রান্সে বা অন্যান্য দেশেও ছিল কিন্তু তা এত উন্নত ছিল না। ১৬শ শতকের স্পেনীয় সংগ্রাহকের চেষ্টায় এগুলি বেঁচে আছে কিন্তু অন্যত্র নেই—এগুলি রাজদরবারেও গীটার সহযোগে গীত হত।

রোমান্সের সৃষ্টি সম্ভবতঃ চারণ কবিগণের কাহিনী ও গীত থেকেই। তখনকার গৃহযুদ্ধ বা মূরদের সঙ্গে সীমান্ত যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই এই কাহিনীগুলির বিষয়বস্তু আহৃত হয়। কোন কোন রাজা, যেমন Pedro the Cruel, তাঁর যুদ্ধ-জয়ের স্মারকরূপে একটি রোমান্স রচনা করতে ও দেশে দেশে গান করতে আদেশ দেন। এগুলি সংক্ষিপ্ত এবং প্রথম সারির যোদ্ধার মুখের কাহিনীর মত প্রত্যক্ষ। জয়ী ও বিজিতের প্রতি সমভাবে কবির করুণা বর্ষিত হয়েছে। এ কাহিনী ব্যতীতও পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও মহাকাব্যের অংশবিশেষ নিয়ে এই রোমান্সগুলি রচিত হয়। চার্লিম্যাগ্নি, ট্রিস্টান, লান্সলট্ প্রভৃতির গদ্য-কাহিনীকেও কাব্য-কাহিনীতে পরিবর্তিত করা হয়। যেগুলি সংক্ষিপ্ত সেগুলি সাধারণ গ্রাম্য লোকেও গান করত, যেগুলি বড় সেগুলি পেশাদার গায়করা দেশে দেশে গেয়ে বেড়াত। এই কাহিনীকাব্যগুলি চলতি অলঙ্কারভারমুক্ত সরল সহজ ভাষায় লেখা এবং একটা নাটকীয় গতিসম্পন্ন, মাঝে মাঝে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের অতীন্দ্রিয় ভাবানুভূতিতে সমৃদ্ধ ও চিত্তজয়ী।

পর্তুগালের কবিতাও স্পেনের কবিতার পথে বিকাশলাভ করেছিল কিন্তু পর্তুগালের কবিতা কোন ক্ষেত্রেই স্প্যানিশ কবিতার সমকক্ষ হ'য়ে ওঠেনি। ১৪শ শতকের মধ্যে গ্যালিসীয় প্রেম-কবিতার মত কিছু কবিতা রচিত হয়েছিল কিন্তু পরে তারও অবনতি হয়। পর্তুগীজ ভাষায় কোন মহাকাব্য রচিত হয়নি, কারণ তার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি কিছু ছিল না। মহাকাব্য না থাকায় তাদের গাথা কবিতার বিষয়বস্তু কিছুটা স্বতন্ত্র—স্পেনের সঙ্গে তাদের জাতীয় চরিত্রও স্বতন্ত্র। পর্তুগীজ গাথাকবিতা সাধারণতঃ দুঃখবাদী ও বিষাদপূর্ণ, স্পেনের দ্রুততা ও সরল গতিবেগ তাতে নেই। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি Gracia de Resende (১৪৭০-১৫৩৬), তিনি গদ্যে ইতিহাস রচনা করেন এবং বহু গান ও কবিতার

সংকলন করেন। তাঁর Cancionero Geral থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে পল্লীগীতি বাদ দেওয়া হয়েছে। সংগ্রহে বহু প্রচলিত কাহিনী, গীতিকবিতা ও ব্যঙ্গকবিতা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে তাঁর নিজের রচিত অনেক কবিতাও রয়েছে। তাঁর রচিত ও সংগৃহীত গীতিকাহিনী গুলিকে Trovas বলা হত, সেগুলি স্প্যানিশ কবি মানরিকের Coplas-এর অনুকরণ। এগুলি কারুণ্য ও বেদনানুভূতিতে স্পেনের কবিতা থেকে উচ্চাঙ্গের কিন্তু বর্ণনার দিক থেকে গতিহীন ও মন্থর। Catalan প্রদেশের ভাষায় যাঁরা লিখেছেন তার মধ্যে Auzias March (১৩৯৭-১৪৫৮) প্রসিদ্ধ কিন্তু Castile-এর চাপে Catalan কবিতা বাড়তে পারেননি। ইনিই শেষ চারণ কবি বলা যায়। ইতালীর বাইরে ইনিই একমাত্র কবি যিনি ইতালীর কবিতার অনুরূপ আত্মজীবন ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত ভাবধারাকে কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তার বিষয়বস্তু যৌনপ্রেম ও আদর্শপ্রেম—এই দ্বন্দ্বের ফলে তাঁর জীবনে একটা আত্মিক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল এবং জীবনে তিনি খুবই অসুখী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল সম্মুখে, তাই তাঁর কবিতা পরে স্প্যানিশে অনূদিত হয়।

মধ্যযুগীয় **স্প্যানিশ গদ্য সাহিত্য** প্রধানতঃ ইতিহাসকারগণের সৃষ্টি। এই সকল ইতিহাস অবশ্য ঠিক ইতিহাস নয়, পুরাতন কাহিনী, কল্পনা ও কিংবদন্তীর সমন্বয়ে গল্পে পর্যবসিত হয়েছে। বর্ণনা ও রচনার মধ্যে ফরাসী লেখক Froissart-এর গতিবেগ নেই বা Commynes-এর সততাও নেই। স্পেনের এই যুগের গদ্য-লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম Juan Manuel (১২৮২—১৩৪৯), ডেকামেরন রচনার সমসাময়িক। তাঁর লেখা বোক্কাসিওর রচনারীতি ও আঙ্গিকের সমকক্ষ নয়। তাঁর রচিত El Conde Lucanor একটি গল্প-সংগ্রহ। এই গল্পগুলি একজন স্টুয়ার্ড তাঁর প্রভুপুত্রের আনন্দার্থে বলেছেন। প্রতিটি গল্পই উপদেশমূলক, ঘটনা বাস্তব ও ব্যঙ্গামিশ্রিত। এই গল্পের অনেকগুলি আরবী থেকে গৃহীত। বোক্কাসিওর ছাত্রকল্প Alfanso Martinez de Toledo, টালাভেরার আর্কবিশপ ছিলেন। তিনি অনেকগুলি সুখপাঠ্য ব্যঙ্গকবিতা লেখেন, তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিল স্পেনের তৎকালীন নিম্নস্তরের জীবন এবং স্পেনের প্রবচনমালা। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি সাঙ্কোপাঞ্জা পরে উদ্ধৃত করেছিলেন—যেমন Women prefer a bird in the hand to a vulture on the wing অথবা The fool is wiser in his own house than a sane man in another's.

ইনিই প্রকৃতপক্ষে বোক্কাসিও, কারভেনটিস্ ও La Celestina-র মধ্যে যোগসূত্র। এই যুগের আর একখানি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ Amadis de Gaula, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালী থেকে সঙ্কলিত। এই আর্থার-রোমান্স পড়েই ডন কুইকজোটের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এর নায়কের বীরত্ব ও নায়িকার প্রবল সতীত্ববোধের আতিশয্য এ গল্পগ্রন্থকে অপ্রাকৃত ক'রে তুলেছিল।

স্পেনের মধ্যযুগ থেকে রেনেসাঁ পর্যন্ত সাহিত্যের বিকাশ বাধাহীন ও সাবলীল গতিতে হয়েছিল, কারণ সেখানে সামন্তরাজ্য তখন সুপ্রতিষ্ঠিত, নৈতিক অধঃপতনও

খুব গুরুতর আকার ধারণ করেনি। শতবর্ষের যুদ্ধ বা ব্ল্যাক-ডেথের মত ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও স্পেনকে সংগ্রাম করতে হয়নি। এখানে সামন্তরাজ ও জনসাধারণের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক প্রভাবে সাহিত্য সমগতিতে এগিয়ে চলেছিল। ধর্মবিপ্লব বা জাতীয় জীবনে দুর্যোগ ঘনীভূত হয়নি বলেই সম্ভবতঃ অতীন্দ্রিয়বাদী কাব্যসাহিত্য এবং বাস্তববাদী সৃষ্টি তখন সম্ভব হয়নি এবং সাহিত্যের আঙ্গিক ও রচনারীতির চাতুর্যও খুব প্রখর হয়নি।

ইউরোপের এই যুগের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে যেটি প্রথম প্রতিভাত হয় সেটি মানুষের বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য। সাহিত্য ধর্ম, নীতিবাদ, নীতিশিক্ষা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীন সত্বা লাভ করেছিল। সমাজজীবনের মঙ্গল ও হিতকথা থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিজীবনে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ব্যক্তিজীবনের, অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ববোধের ভিত্তিতে মানব-চিত্ত ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনার অভিব্যক্তি খুঁজেছিল সাহিত্যে। সাহিত্য শিক্ষা ও নীতি থেকে সরে গিয়ে আনন্দদানের (entertainment) উপলক্ষ হ'য়ে উঠেছিল। ব্যক্তিজীবনের সংঘাতজনিত রূপটি সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছিল। এ যুগের সাহিত্য নীতিবাদের ভিত্তি থেকে সরে গিয়ে জীবনকে ভিত্তি করেছে—সমাজজীবন থেকে ব্যক্তিজীবনে পৌঁছেছে।

নাটক। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ধর্মযাজকগণ অর্থাৎ চার্চই অবক্ষয়ী প্রাচীন নাটকের অভিনয় বন্ধ ক'রে দিয়েছিল এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পতিত ক'রে দিয়েছিল। ৬ষ্ঠ শতকে সর্বত্র থিয়েটার ও অভিনয় বন্ধ হ'য়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, যে-সম্রাট জাস্টিনিয়ান অশালীন ও রুচিহীন মাইম (mime) অভিনয় বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন তিনিই একজন অভিনেত্রীকে বিবাহ ক'রে তাকে সম্রাজ্ঞীর আসনে বসিয়েছিলেন। এই সময় থেকে অভিনয় একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল একথাও বলা যায় না। ইউরোপের অন্ধকার যুগে ভ্রাম্যমাণ অভিনেতৃবৃন্দ চার্চ ও সম্রাটের আদেশ উপেক্ষা ক'রে উদরান্নের জন্য গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট প্রহসন ও নাটিকা অভিনয় ক'রে বেড়াত না, একথা বলা যায় না। যে সমস্ত চারণ কবি গান গেয়ে বেড়াত তারা হয়ত এই অভিনেতাদেরই বংশধর বা শিষ্য। অন্ধকার যুগের বর্বর আক্রমণ, উদ্বাস্তু জনগণ, রাজায়-রাজায় অবিরাম যুদ্ধ এবং ধর্মীয় বিরোধের মাঝে সত্যকার নাট্য-প্রয়াস সম্ভব ছিল না।

নূতনভাবে যে নাটক সৃষ্টি হল তা চার্চের দান। এগুলিকে মিস্ট্রি নাটক বলা হত। অশিক্ষিত ও সাধারণ জনচিত্তে ধর্মবোধ জাগ্রত করা এবং ধর্মপ্রচারের জন্যই এই নাটকের সৃষ্টি। তখনকার দিনে ইস্টারের দিন সকালে গণসঙ্গীত হত, সেই গণসঙ্গীত ধীরে ধীরে নাটকে রূপান্তরিত হয়। এই সময়ে ধর্মীয় উপদেশ (Gospel) অনেক ক্ষেত্রে লাটিন শব্দসম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে সামান্য নাটকরূপে বিভিন্ন কণ্ঠে অভিনীত । ১১শ শতকে এই সঙ্গীতই পরে পৃথক নাটকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে অভিনয়ের উৎকর্ষ হল, এবং বিভিন্ন দৃশ্য নানা পরিবেশে, যথা বাগান-বাটিতে, দোকানে, হলঘরে অভিনীত হত। বাংলা নাটকেও প্রথম এমনিভাবে বিভিন্ন

পরিবেশে বিভিন্ন দৃশ্য অভিনীত হয়েছে এবং দর্শকগণকে স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে।

ইস্টার পর্বের অনুরূপ খ্রীষ্টমাস পর্বেও অভিনয় শুরু হল। একটি নক্ষত্রের পথ-নির্দেশে তিনজন মেষপালকের যিশু ও তাঁর মাতাকে দেখতে আসা প্রভৃতি বাইবেলের কাহিনী নাটকাকারে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হত। ক্রমে ক্রমে মেসিয়া (Messiah), ওল্‌ড টেস্টামেণ্টের কাহিনী ও খ্রীষ্টজীবনী নিয়ে নাটিকা রচিত ও অভিনীত হল।

এইরূপ নাটকের উন্নতি তখন একই সময়ে সমগ্র ইউরোপে—পশ্চিম ইউরোপে উত্তর ফ্রান্সে, এবং Anglo-Normans-দের মধ্যেও হয়েছিল। Jongleur-দের গান কতকগুলি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোককে আনন্দ দিত, তার প্রভাবও তাই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বাইবেলের সর্বজনবোধ্য কাহিনীগুলি যখন নাটকাকারে আত্মপ্রকাশ করল তখন তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলকেই আনন্দদান করল এবং দেখতে দেখতে জনপ্রিয়তা লাভ করল। এই যুগের প্রথম নাটক Adam-এর দৃশ্য বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপন ক'রে অভিনয় করা হয়। এই নাটকের বিষয়বস্তু আদমের অভিশাপ ও মর্ত্যে আগমন-কাহিনী। ইভের আদমকে প্রলুব্ধ করার দৃশ্যটি অতি সুন্দর। এগুলি সবই খ্রীষ্টান পাত্রীগণ অভিনয় করতেন কিন্তু ধীরে ধীরে নাটকের ক্ষেত্র বৃহত্তর হল। তখন সাধারণ থেকে অভিনেতা এসে জড়ো হল, তারপরে ধর্মকৃত্যের বাহনত্ব ত্যাগ ক'রে নাটক সাধারণের বস্তু হ'য়ে উঠল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীতে নাটক অভিনয় শুরু হল। সাধারণে নাটক লিখতে আরম্ভ করল, Arras-এর নাট্যকারগণ ব্যঙ্গনাটিকা ও প্রহসনও লিখে অভিনয় করলেন। ১৩শ শতকে এসে নাটক রীতিমত জনপ্রিয় হল এবং বিভিন্ন সেণ্টদের জীবনী নিয়ে বৃহত্তর পূর্ণাঙ্গ নাটকও লেখা হল। Arras থেকে উদ্ভূত সেণ্টদের জীবনী নিয়ে লেখা Miracle নাটকের প্রথম নাটক, Jean Bodel লিখিত Le Jeu de Saint Nicholas (১২০০) ক্রুসেডের কাহিনী নিয়ে লেখা রোমাণ্টিকধর্মী নাটক এবং Rutebeuf রচিত Le Miracle de Théophile (১২৮৪)। দ্বিতীয় নাটকে এক ব্যক্তি তার আত্মাকে ডেভিলের নিকট বিক্রয় করেছিল। পরে ভার্জিন মেরী তাকে উদ্ধার করেন। এই মিস্ট্রি নাটক কেবলমাত্র খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রানুশাসন প্রচারকল্পে রচিত হয়েছিল সত্য কিন্তু তাও ধীরে ধীরে বৃহত্তর হ'য়ে নানা দৃশ্য ও অঙ্কে বিভক্ত হল। প্রত্যেক দৃশ্যের জন্য বিভিন্ন মঞ্চের প্রয়োজন হল। ১২শ শতকের Conversion de l' Apôtre Paul-এর বিভিন্ন দৃশ্য কয়েকদিন ধ'রে বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। ফ্রান্সে ও দক্ষিণ ইউরোপে এই মঞ্চ কোন পার্কে নির্দিষ্ট থাকত কিন্তু ইংলণ্ডে ও ফ্লাণ্ডার্সে বড় বড় গাড়ীতে (wagon) ক'রে দৃশ্য সাজানো হত এবং সেখানে অভিনয় চলত। গাড়ীগুলি নগরময় ঘোরানো হত, শহরের কোন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালে, পরপর দৃশ্যগুলির অভিনয় তথা সমগ্র নাটকের অভিনয় দেখা যেত।

নাটকের পরিপূর্ণ বিকাশ হতে ঠিক তিনটি শতকের সাধনা লেগেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নাটক ধর্মীয় আখ্যানবস্তু ছেড়ে চলতি সাহিত্যের বিষয়বস্তু আশ্রয় করল—অবশ্য এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একটা শিক্ষণীয় নীতি অবশ্যই থাকত। এইগুলিকে Morality নাটক বলা হত, পাপ-পুণ্য, সততা, অসততা প্রভৃতি নীতি-গত ধারণা বিষয়ীভূত ক'রে এ নাটকগুলি লেখা হত এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে প্রতীকতা আরোপ করা হত (যেমন যাত্রাগানে বিবেক, ভাগ্য প্রভৃতি চরিত্র থাকে)। ডেনমার্কের Everyman নাটক প্রথম ব্যতিক্রম; এতে প্রতীকতা ত্যাগ ক'রে সাধারণ মানুষকে নাটকের বিষয়ীভূত করা হয়েছে। Devil এবং Vice এতে আছে শুধু হাস্যরস পরিবেশন করতে। এই মিস্ট্রি, মিরাক্‌ল ও মরালিটি নাটক থেকেই বর্তমান যুগের নাটকের সৃষ্টি। এই বিস্তৃতি ও বিবর্তন শক্তিশালী হ'য়ে নাটককে নবতর রূপ দিল ১৫শ শতকে।

ফ্রান্সের ব্যালাড লেখকগণ এই সব ধর্মীয় নাটকের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে সাধারণ জীবনের ঘটনা ও বাস্তব চরিত্র নিয়ে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে নাটক লিখতে শুরু করলেন। বহু জনের প্রচেষ্টায় লিখিত Mystére du Vieux Testament এবং Arnoul Griban রচিত Mystére de la Passion (চারদিনে অভিনীত) নাটকে বাইবেলের কাহিনীই নূতন রূপ পায়। বেথেল্‌হেমের পথে মেষপালকদের মুখে নবনীত কবিতা, এবং জুডাস ও ডেস্‌পেয়ারের মধ্যে ধর্মালোচনা খুবই সরস ও সুন্দর। এই নবতর নাট্যপ্রচেষ্টা পুষ্টিলাভ করবার পূর্বেই এর অবক্ষয় আরম্ভ হয়। এই অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা কঠিন তবে সাধারণভাবে মানুষ তখন ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে, ব্যক্তি-সচেতনতা লাভ করেছে এবং ভোগধর্মকে গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছে—এই সব কারণেই সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষ ধর্মের কথা শুনতে আর প্রস্তুত ছিল না—যেমন বর্তমান বাংলায় পৌরাণিক নাটক অচল হয়েছে। ১৬শ শতকে এসে দেখা যায় নাট্যকার হিসাবেই নাটক লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। এই নাটকগুলি ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে মুক্ত হয়েছে, মানুষকে আনন্দ দিতে। এইগুলি প্রধানতঃ প্রহসন, কতকগুলি নির্বোধের (fools) সমাবেশে হাস্যরস সৃষ্টি ক'রে সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হত। জার্মানী ও নুরেনবুর্গে Shrovetide নাটকের সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় নাটকের লেখক Hans Sachs (১৪৯৪—১৫৭৬), তাঁর নাটকের আখ্যানভাগ পুরাতন fabliaux-এর অনুরূপ। ঘটনাগুলিও যথেষ্ট হাস্যকর, যেমন একজন ছাত্র কোন গৃহস্বামিনীকে এসে বলে যে তাঁর স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে তার দেখা হয়েছে, তিনি ফিরে আসছেন কিন্তু তাঁর কাপড়-জামা নেই, সে সব পেলেই ফিরে আসতে পারতেন। এই সব বলে তাঁর মৃত স্বামীর জামা-কাপড় নিয়ে চম্পট দিল। অথবা এক ঘোড়া-চোর ধরা পড়েছিল কৃষকদের হাতে। তারা ঠিক করলে তাকে ফাঁসি দেবে। কিন্তু ফাঁসি দেখতে লোকে ভিড় করবে এবং তাতে শস্য নষ্ট হতে পারে এইজন্য ফাঁসির দিন পিছিয়ে দিল। চোর বললে, যে-ক'দিন ফাঁসি না হয়

সে-ক'দিন তাকে আরামে রাখতে হবে ; এবং সে তখন হরদম চুরি ক'রে কৃষকদের মাঝেই দাঙ্গা বাধিয়ে দিল।

নেদারল্যাণ্ডেও অনুরূপ নাটক সৃষ্টি হল। সেখানকার মধ্যবিত্ত নাট্যরসিকগণ (Rederijker)-ও Eyeryman-এর মত সুন্দর মরালিটি নাটক সৃষ্টি করল। তারা নাটক ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করত। এতদিনে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডেও এইরূপ প্রহসনজাতীয় নাটক সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন অভিনেতারা দল গঠন ক'রে অভিনয় করতে শুরু করেছে। John Heywood ইংলণ্ডে এই জাতীয় নাটকের স্রষ্টা। ফ্রান্সে অজ্ঞাত লেখকের লেখা Maêtre Pierre Pathelin এতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল যে পঞ্চাশ বছর পরেও নাটকের প্রবঞ্চক উকিলের চরিত্র Rebelais-এর Pentagruel-এ এসে প্রবচনীয় চরিত্র হ'য়ে দাঁড়ায়। Pathelin দর্জিকে ঠকিয়ে কাপড় নিয়েছিল এবং সে এই ঠগবৃত্তি শিক্ষা দিয়েই রোজগার করত, এবং পরে এক কৃষক শিষ্য দ্বারা নিজেই ঠকে যায়। এই নাটকটি (১৪৬৪) এই সময়ের প্রহসন ও ১৭শ শতকের কমেডির মধ্যবর্তী। এর হাস্যরস এত সরস ও সুন্দর, নাটকীয় পরিস্থিতি এমন সুচতুর এবং সংলাপ এত মধুর যে মলিয়েঁর পূর্বে এমন নাটক কেউ রচনা করতে পারেননি। এই নাটক থেকেই "But let us return to our muttons" প্রবচনটি ইউরোপে চলিত হয়।

এই ধরনের নাটক রচনার পিছনে মানুষের একটা ব্যবসাবুদ্ধি ছিল,—দল গঠন ক'রে দেশে দেশে সাধারণ মানুষকে আনন্দ দান করাই এই ধরনের নাটকের উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই সঙ্গে অভিনেতাদেরও জীবিকা অর্জন হত। মরালিটি ও মিরাক্‌ল্ নাটকের পিছনে একটা লোকশিক্ষা ও নীতিবাদ প্রচারের প্রেরণা ছিল, যা সামাজিক জীবনকে রক্ষা করতে সহায়তা করত কিন্তু এই প্রহসন নাটকে এসে আনন্দদানই প্রধানতম লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়াল। আনন্দদানের পরিবর্তে মুনাফা লাভও চলল।

স্পেন ও পর্তুগাল পূর্বতন মিরাক্‌ল্ ও মরালিটি নাটকের কেন্দ্রস্থল হয়েই ছিল। পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নাটকের সৃষ্টি হয়। Juan de Encina (১৪৬৯—১৫২৯) প্রধানতঃ পল্লীগাথা নিয়ে গীতিনাট্য রচনা করেন। তাঁর মেষপালক Grisostomo ও নিষ্ঠুর Marcela-র কাহিনী ডন কুইকজোটের প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায়। তার মধ্যে জৈবপ্রেম ও নীতিবাদের মধ্যে একটা সংগ্রাম দেখা যায়, এবং তাঁর St. Antony চরিত্রে এই দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত। তাঁর প্রেমের কবিতা, গ্রাম্য পরিহাস, গ্রাম্যগীতি, ব্যঙ্গকবিতা এবং ধর্মযাজকগণের বিরোধিতা Duke of Alba-র মনোরঞ্জন করত সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশীয় নাটক রচনায় তা বিশেষ সাহায্য করেনি। তিনি মনে করতেন জগতে সাধু যাজক থেকে অনেক বেশী সাধু মেষপালক আছে।

Torres Naharro (১৪৮০-১৫৩২) যদিও Medici-র পোপের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন তথাপি তিনি এনসিনার চেয়েও যাজক-বিরোধী ছিলেন। তাঁর

কাছে রোম শয়তানের আড্ডা ছিল। তাঁর নাটকগুলি সুসংবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সত্যকার নাটকীয়। তাঁর রচিত Himenca পরে Lope de Vega-র হাতে পূর্ণাঙ্গ নাটকে পরিণত হয়। তখনকার দিনে নাটকে নাটকত্ব অপেক্ষা কাব্যগুণই বেশী থাকত, এবং কবিতার মাধ্যমে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ এ নাটককে যথেষ্ট জনপ্রিয় করেছিল।

প্রাকৃত নাটকের উৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ শেক্সপীয়রের যুগের পূর্বে একমাত্র পর্তুগালের Gil Vicenté-ই (১৪৬৫-১৫৩৯) একমাত্র সত্যকার নাট্যকার। তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না—তিনি যখন রচনা আরম্ভ করেন তখন পর্তুগীজ ভাষার অবক্ষয়ের যুগ। প্রথমে তিনি স্পেনের এনসিনার অনুকরণে লিখতে শুরু করেন কিন্তু এই অনুকৃতির মধ্যেও তাঁর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। তাঁর নাটকের কৃষক, তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, জজ, ভ্রাম্যমাণ যাজক প্রভৃতি চরিত্র বাস্তবানুগ। তিনি প্রহসন, কমেডি, ট্র্যাজি-কমেডি, গীতিনাট্য, ব্যঙ্গনাটিকা এবং মিস্ট্রি ও মরালিটি নাটকও লিখেছিলেন। তাঁর নাটকে স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে, ভদ্র চরিত্রে স্প্যানিশ এবং নিম্নশ্রেণীর মুখে পর্তুগীজ ভাষা। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক, Four Seasons এবং Sebila Cassanda। গ্রাম্য বালিকা Cassanda তার প্রণয়ী Solomon, পিতৃব্য Abraham, Isaiah এবং Moses-এর অনুরোধেও বিবাহ করতে রাজি নয়। প্রথমে সে বিবাহিত জীবনের অশেষ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা ক'রে পরে বলে যে, ভগবান কোনও কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তিনিই সেই কুমারী। যদিও এটি গ্রাম্যকাহিনী নিয়ে লেখা তথাপি এর নামগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এটি যিশুর জীবনের আখ্যানরূপে রূপায়িত হয়েছে। তাতে দেখানো হল তখনকার সমাজে ন্যায় ও সততা মর্যাদা হারিয়েছে, ধর্ম নির্বাসিত, চার্চ লোভের দাস, দরিদ্র নিপীড়িত, লজ্জা ও যুক্তি আচ্ছন্ন এবং তার জন্যই দেবশিশু জন্মগ্রহণ করলেন। গ্রাম্য Cassanda-র কাহিনী ভার্জিনের গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর মরালিটি নাটক Dance of Death, এবং গীতিরূপক Winter's Triump নৃত্যগীত, শ্লেষব্যঙ্গ এবং হাস্যরসে সম্পৃক্ত হ'য়ে পরবর্তী যুগের Masque-এর অনুরূপ হয়েছিল। তিনি প্রথমতঃ কবি এবং দ্বিতীয়তঃ নাট্যকার, সেইজন্যই তাঁর লেখা কাব্যধর্মী। তাঁর দুইটি রোমান্টিক নাটক Dom Duardos এবং Amadis de Gaula যদিও প্রহসন জাতীয় তথাপি তাঁর চরিত্রগুলি কয়েকটি রেখায় প্রাণবন্ত বাস্তব চরিত্র হ'য়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত ৪৪খানি নাটক প্রহসন পাওয়া যায়। Lope de Vega-র পূর্বে এত বড় প্রতিভাধর লেখক আর জন্মগ্রহণ করেননি—তাঁর মৌলিকতা, চিন্তাশীলতা ও বৈশিষ্ট্য যুগান্তকারী বলা যায়। মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও রেনেসাঁর সাহিত্যের মধ্যের সেতু এই ভিসেনটি।

ইতালীয় নবজাগরণ (Renaissance)। পেট্রার্ক ও বোকাসিওর পরে প্রায় ৫০ বৎসর ইতালী পুরাতন লাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের অনুশীলন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, Cicero-র ভাষার অনুরূপ লাটিনে কিছু সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা হলেও ইতালীয়

ভাষায় (Latino Volgari) কিছু লেখা হয়নি। এই সময়ে ফ্লোরেন্স ও বোলোনের প্রতিযোগীরূপে রোম, নেপ্‌লস্‌, ফেরারা ও পাডুয়াতে বিদ্যানুশীলন কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে। যদিও টাস্‌কান্‌ কবিগণের খ্যাতিও প্রভূত ছিল এবং তাঁদের ভাষাও সর্বজনগ্রাহ্য হ'য়ে উঠেছে তথাপি দেশীয় ভাষায় কোন বিশেষ সাহিত্য গ'ড়ে ওঠেনি। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ইতালীয় লেখক Franco Sacchetti (১৩৩০-১৪০০) বোক্কাসিওর মত Trecento Novelle (300 Tales) গল্প সংগ্রহ করেন এবং বহু গীতি-কবিতা রচনা করেন। তাঁর এই গীতি-কবিতাগুলি গায়কগণ সুর সহযোগে ফ্লোরেন্সে গাইত।

পরবর্তী শতকে ফ্লোরেন্সকে ঘিরে এক নতুন সংস্কৃতি কেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে। এই সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারা সমগ্র ইউরোপকে প্রভাবান্বিত করে। এই নবতম দার্শনিক চিন্তাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ নামে খ্যাত। ১৪৩৮ খৃঃ অব্দে বাইজানটাইনের সম্রাট দেখলেন তাঁর সাম্রাজ্য শীঘ্রই তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত হতে পারে। এই সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি একদল গ্রীক যাজককে ইতালীর সাহায্য লাভের জন্য পাঠান। পর বৎসরে ফ্লোরেন্সে দুই চার্চের মিলন ঘোষণা করা হয়,—এতে সাম্রাজ্য রক্ষা না হলেও সংস্কৃতি রক্ষা হতে পারে। এই মিলন সম্ভব হয়নি, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যও রক্ষা করা যায়নি; কিন্তু এই গ্রীকযাজকগণ স্থায়ীভাবে ইতালীতে থাকায় বাইজানটাইন সংস্কৃতি পাকাপাকি ভাবে ইতালীতে স্থান ক'রে নিল। Cosimo de Medeci নামে এক ধনীব্যক্তি বাইজানটাইন পণ্ডিত George Gemistus Plethon-এর মুখে প্লেটোর দর্শনের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হন এবং ফ্লোরেন্সে একটা একাডেমি স্থাপন করেন। প্লেথন পেট্রার্কের মানবতাবাদী শিক্ষার থেকে গ্রীসের আদর্শবাদী শিক্ষায় পুনরায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। Cosimo Marsilio Ficino (১৪৫৫-৯৯) প্লেটোর গ্রন্থাবলী লাটিনে অনুবাদ করেন এবং শহরের অদূরে Careggi-তে একটি বিদ্যানুশীলন কেন্দ্র স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে ফ্লোরেন্সে প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের ভক্তগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'য়ে, ফ্লোরেন্সের বিদ্যাকেন্দ্র ভেঙ্গে যায় এবং বুদ্ধিজীবী জগতে ধীরে ধীরে Ficino-র প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাঁর প্লেটোনিক দর্শন প্রাচ্য প্রভাবে নতুন আকারে দেখা দেয় এবং তার ব্যাখ্যার সঙ্গে খ্রীষ্টান শাস্ত্রের পার্থক্য বহুলাংশে কমে যায়। কারেগ্‌গির এই বিদ্যাকেন্দ্র শুধু গ্রীকদর্শন ও দান্তের কাব্যালোচনায়ই পর্যবসিত হয়নি, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, প্রকৃতিবিজ্ঞান সবই এখানে চর্চা হত। অক্সফোর্ড ও প্যারী থেকেও শিক্ষার্থীগণ এসে এখানে বিদ্যানুশীলন করত। এই বিদ্যাকেন্দ্রের ছাত্রগণই পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও নেতা। এখানকার ছাত্র Pico Della Mirandola (১৪৬৩-৯৪) ফিসিনোর মত দর্শন ও ধর্মের মিলন ঘটাতে গিয়ে নির্বাসিত হন এবং পরে তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়; Angelo Poliziano একজন উল্লেখযোগ্য লাটিন ও ইতালীয় কবি, পরে ফ্লোরেন্স স্টুডিওর অধ্যক্ষ হন, এবং Cosimo-র নাতি Lorenzo de Medici

ফ্লোরেন্সের শাসক হন, তিনি নিজেও কবি এবং মাইকেল এঞ্জেলোর খ্যাতনামা পৃষ্ঠপোষক।

এই একাডেমি পরে ভেঙে যায়, যুদ্ধবিগ্রহ এবং এর সভ্যগণের মৃত্যুও বিশৃঙ্খলাই অবশ্য তার কারণ। এই সঙ্গে ফ্লোরেন্সের গৌরবের যুগও শেষ হ'য়ে যায়। এই যুগেই ইতালীয় বিখ্যাত চিত্রকর, ভাস্কর, কবি, ইতিহাসকার এই ফ্লোরেন্সকে গৌরবোজ্জ্বল ক'রে রেখেছিলেন। Botticelli, Gozzoli, এবং Pollaiuolo-র যুগের অবসান হয়। প্লেটোর দর্শন ও খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধ পুনরায় জেগে ওঠে, পোপের রাজদরবার রিরংসা, ব্যসন ও দুর্নীতিতে ভরে যায় এবং তাঁরা বলেন, "Plato teaches arrogance and Aristotle godlessness." (২০৪)

এই বিদ্যাকেন্দ্র ভেঙ্গে গেলেও এর প্রভাব উত্তরে আল্পস্ পর্বত পেরিয়ে পরবর্তী শতকে মার্টিন লুথারের মধ্যে দেখা দেয় এবং ইতালীতেও ফল্গুধারার মত এর প্রভাব প্রবাহিত হ'য়ে কবি Tommaso Campanella (১৫৬৮-১৬৩৯)-র মধ্যে প্রকাশ পায়। তাঁর কবিতার মধ্যে একটা রমণীয় আদর্শবাদ ফুটে ওঠে এবং Giordano Bruno (১৫৪৮-১৬০০) মধ্যযুগীয় দর্শনের প্রধানতম শত্রু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। জীবনের বেশীর ভাগই তিনি নির্বাসনে কাটিয়েছেন। ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি সার ফিলিপ সিড্নির বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। ইতালীতে ফিরবার পথে ধরা পড়ে নয় বছর জেলে থাকবার পর তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। (২০৫)

এই সময়ে দান্তের কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করে, টাস্কান ভাষা ইতালীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং পেট্রার্কের বিষয়মুখীতা নবযুগের সূচনা করে। এই নূতন যুগের প্রথম কবি Angelo Poliziano (১৪৫৪-৯৪) মৌলিক স্রষ্টা। তিনি ইতালীয়, লাটিন ও গ্রীক তিন ভাষাতেই লিখতেন। তিনি নূতন প্রেমগীতি কবিতার প্রবর্তক। তিনি Orpheus-এর কাহিনী অবলম্বনে যে কাহিনীকাব্য লেখেন তার মধ্যেই রেনেসাঁর বাণী "Divine inspiration of art" ধ্বনিত হয়েছে। ইতালীর এই প্রেমগীতিমুখর যুগের সময়েই বাংলায় বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীরাধার প্রেমকে কাব্যগাথা হিসাবে রচনা করেন।

পূর্বে গথিক যুগে আর্ট ভাগবতশাস্ত্রের (Theology) দাসত্বে নিযুক্ত ছিল। চিত্রকর-স্থপতি-ভাস্কর-গায়ক-কবি সবই ধর্মের প্রয়োজনে নিযুক্ত হত কিন্তু এই যুগে আর্ট ভগবৎ প্রেরণা হিসাবে দেখা দিল। ফ্লোরেন্সের মাথার মণি Leo Battista Alberti বললেন, "When I investigate and when I discover that the

(২০৪) Cohen—Ibid—p. 98.

(২০৫) তিনি কোপারনিকাসের ধারণাকে ব্যাখ্যা ক'রে খ্রীষ্টানদের সৃষ্টির পুরাণকে ধূলিসাৎ ক'রে দেন। তিনি বলেন, "Matter is cosa Divina".—History of Modern Philosophy. W. K. Wright.—p. 28.

forces of the heavens and the planets are within ourselves then truly I seem to be living amongst the gods." (২০৬) এতদিন জগত ছিল ভগবানের সৃষ্টি, এখন মানুষ এসে এই সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াল আপন গৌরবে।

পলিজিয়ানোর এই যুগের কবিতার মধ্যেই ভবিষ্যৎ যুগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়ে গেছে। তাঁর সুন্দর নির্মল পরিচ্ছন্ন ভাষা পরবর্তী যুগের আদর্শ, তাঁর নাটকই পরবর্তী যুগের লোকায়ত (Secular) নাটকের পথিকৃৎ। তাঁর কবিতার ভাবধারা মাঝে মাছে স্বর্গীয় সৌন্দর্যে অন্তর পূর্ণ করে দেয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও একাডেমির-কর্ণধার Lorenzo de Medici (১৪৪৯-৯২) তাঁর মত উচ্চাঙ্গের স্রষ্টা না হলেও তাঁর লেখা দান্তে ও পেট্রার্কের প্যারডি এবং নৈসর্গিক কবিতা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি একখানি পৌরাণিক নাটক লিখে নিজের প্রাসাদে অভিনয় করিয়েছিলেন এবং বহু ছোটগল্পও লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা প্রকৃতভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রেমগীতি কবিতায়। পেট্রার্কের অনুসরণে তাঁর পার্থিব প্রেম প্রকৃতির সৌন্দর্য সুন্দরসানুভূতিতে সমৃদ্ধ। তিনি কারেগ্‌গির বিদ্যাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্লেটোর দর্শনবাদও তাঁর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল কিন্তু হালকা সাহিত্য এবং নিসর্গ সৌন্দর্যের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ বেশী ছিল।

পেট্রার্কের ভাবধারা সত্যকার রূপ পেয়েছিল Petro Bembo (১৪৭০-১৫৪৭)-এর রচনায়। তিনিও ফিসিনোর একাডেমির ছাত্র এবং জনৈক একাডেমি সভ্যের পুত্র। তিনি লাটিনের বিরুদ্ধে টাস্‌কান ভাষায় লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। পেট্রার্কের ছন্দ, ভাষা ও নিসর্গপ্রেমই তাঁর আদর্শ ছিল। তিনি নব-জাগরণ যুগের উচ্চশিক্ষিত রুচিসম্পন্ন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁরও বিশ্বাস ছিল আর্ট ভগবৎ প্রেরণা প্রসূত। (২০৭)

Luigi Pulci (১৪৩২-৮৪) উক্ত একাডেমির প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং তাঁর এপিক কাব্য Morganteতে তিনি একাডেমিকে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি চার্লিম্যাগ্নির গল্প পুনরায় বোক্কাসিওর ভঙ্গিতে রচনা করেন। তাঁর চরিত্রগুলি কমিক এবং মধ্যযুগীয় সিভালরির ঠাট্টা। সাধারণের চলতি গল্পই তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সুখপাঠ্য ক'রে তুললেন। ফ্লোরেন্সে তখন মেডিসি পরিবার সর্বেসর্বা কিন্তু সাধারণ ব্যবসাদার, কারিগর এবং জনসাধারণে তাঁর রচনা আদৃত হল। প্লেটোর ভাবধারা স্থানীয় জনসাহিত্যের অঙ্গীভূত হ'য়ে একটা নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল।

এই সময়ে আরও তিনজন কবির অবদান ইতালীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। Mettio Maria Boiardo (১৪৪১-৯৪), Ludorico Ariosto (১৪৭৪-১৫৩৩) এবং Jacopo Sannazaro (১৪৫৭-১৫৩০) Boiardo অর্লাণ্ডোর

(২০৬) Cohen—Ibid—p. 99.

(২০৭) Poliziano, Lorenzo de Medici and Bembo were agreed as Tosso, Spencer and Milton after them in their belief in divine inspiration of art. Cohen—Ibid—p. 101.

গল্পেরই একটা অনবদ্য কাব্য রচনা করেন। ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক থেকে তা ইতালীয় সাহিত্যে নতুন সম্পদ। এই সময়ে স্পেন ও ফ্রান্স ইতালীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল এবং তার ফলে গ্রাম্যজীবনের নিশ্চিন্ততা ও পল্লীর নিসর্গ স্বাভাবিকভাবে অনুরাগের বস্তু হ'য়ে উঠেছিল। Jacopo এই অনুরাগ নিয়েই তাঁর Arcadia লেখেন। তাঁর এই কাব্যের প্রভাব পরবর্তী শতকে সমগ্র ইউরোপ ছেয়ে গিয়েছিল এবং বহু পল্লীগাথা তাঁর অনুকরণে লিখিত হয় এবং ইংরাজ কবি পোপের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। শহর, যুদ্ধক্ষেত্র ও জীবনসংগ্রাম থেকে দূরে গ্রাম্যজীবন, মেষপালকদের প্রেমপ্রীতি, শান্ত সহজ জীবন তাঁর হাতে সুন্দরতর হয়েছিল।

এই তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি Ariosto, তিনি Boiardoর অসমাপ্ত অর্লাণ্ডো কাহিনীকে তাঁর Orlando Furioso কাব্যে সমাপ্ত করেন। তাঁর এই কাহিনী রোমান্স থেকে ব্যঙ্গে, এবং চিত্তচমৎকারী ঘটনা ও চরিত্র স্বাভাবিকতায় পৌঁছেছে। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা সংস্থাপন, (যেমন Isabella ও Zebrinoর প্রণয় কাহিনীতে) আধুনিক যুগের উপন্যাসের মত প্রাকৃত ও স্বাভাবিক। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি পরবর্তী যুগের সাহিত্যে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। তিনি যুগের দাবী মানতে ধর্ম-দর্শনের অনুশাসন ও নীতিবাদকে উপেক্ষা ক'রে শিল্পসৃষ্টির জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। এই যুগে এটা প্রকাশ্য বিদ্রোহের অনুরূপ বলে গণ্য ছিল। তিনি দান্তে ও Tossoর মধ্যবর্তী সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি।

এরিওস্টোর সময়ে উপর্যুপরি ফ্রান্স ও স্পেনের আক্রমণে ইতালী বিধ্বস্ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে হীনতর। সামন্তরাজগণ হয় ফ্রান্স না হয় স্পেনের ক্রীড়নক হ'য়ে পড়েছেন। ইতালীর এই দুঃসময়ে দুইজন গদ্যলেখক জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বাজাত্যভিমানে সাধারণকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের জাতীয়তাবাদ ইতালীকে রাজনৈতিক জীবনে সচেতন ক'রে তুলেছিল। তাঁদের মধ্যে প্রধানতর Niccolo Machiavelli (১৪৬৯-১৫২৭) প্রত্যক্ষ জড়বাদী, নির্লজ্জ জড়বাদী। তাঁর Il Principeতে তিনি নূতনতর ও উন্নততর সরকারী ব্যবস্থার কথা লিখেছেন। ফ্লোরেন্সকে তিনি ভাড়াটে সৈন্যের আক্রমণ ও মেডিসি পরিবারের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আদর্শবাদকে ও নীতিবাদকে ত্যাগ ক'রে প্রত্যক্ষ জড়জগতের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দ্বারাই নির্ণয় করতে হবে, এই ছিল তাঁর মত। এই জড়বাদী উক্তি মধ্যযুগীয় আদর্শবাদ ও দর্শন এবং রেনেসাঁর অধ্যাত্মবোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং বিরোধী। এই সময়ে অবশ্য একাডেমির প্রভাবও ফুরিয়ে এসে সস্তা Art for Art's sake-এর হালকা সৃষ্টিতে এসে পৌঁছেছে। তিনি প্রথম রাজনীতি শাস্ত্রের স্রষ্টা এবং দেশের কল্যাণে যাই করা হোক তাই নৈতিক সত্য, এই ভয়াবহ ভুল তথ্য তিনি প্রচার করলেও তা সেই সময়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, কারণ, জনসাধারণ তখন নীতি ও দর্শনের বাঁধন ছিঁড়ে অহংপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং এই মতাবলম্বী

বিসমার্ক ও ট্যালিরিও পরে দেশের জন্ম সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে দেশকে গঠিত করেছিলেন। (২০৮)

এই ভাবধারাকে কেন্দ্র ক'রে **মানুষই সৃষ্টির কেন্দ্রে** এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার সঙ্গে এল ইতালীর জাতীয়তাবাদ। মেকিয়াভেলি লিখলেন ফ্লোরেন্সের ইতিহাস এবং Francesco Guiciardini (১৪৮৩-১৫৪০) তখন স্পেনে ফ্লোরেন্সের রাজদূত, তিনি তখনকার ইতালীর ইতিহাস লিখলেন। আদর্শবাদ ত্যাগে এবং জড়বাদে তিনি মেকিয়াভেলি থেকেও উগ্রতর।

জড়বাদী এই দুই দিকপালের নীতিহীন জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক অসততার কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে আর একটা সুপ্রভাব এসে দেখা দিল Baldassare Castiglione (১৪৭৮-১৫২৯)-এর মধ্যে। তিনি রেনেসাঁর ভদ্রলোকের সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন ; ভদ্রলোক হবেন বিদ্বান সুস্বভাব, তার মধ্যে থাকবে সিভলরি, রাজকীয় প্রেমের উদারতা, এবং দশের প্রিয়। তিনি বললেন, "Man is no longer seen as created in the image of God but he is encouraged to exercise the highest human qualities." (২০৯) তিনি মানুষকে মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত করতে চাইলেন—যে আদর্শে সার ফিলিপ সিড্‌নি অনুপ্রাণিত হ'য়ে মানব সমাজে পূজ্য হ'য়ে আছেন।

এই দুই ভাবধারার মধ্যেও বহু ইতালীয় কবি ও মহিলা কবি পেট্রার্ক ও বেম্বোর আদর্শে বহু কবিতা ও কাহিনীকাব্য রচনা করেন। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে Michelangelo (১৪৭৫-১৫৬৪)-র সনেট, Vittoria Colonna (১৪৯২-১৫২৫) এবং Gaspara Stampa (১৫২৩-৫৪)-র কবিতা পুরাতন ঐতিহ্যকে রক্ষা ক'রে চলেছিল। ব্যক্তিগত জীবনের কষ্টলব্ধ অভিজ্ঞতা কেমন ক'রে সুন্দরের সৃষ্টি করতে পারে তা তাঁদের কবিতায় সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত হ'য়ে আছে।

অন্যদিকে ডেকামেরন-এর অনুকৃতি হিসাবে বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনাবৈচিত্র্যে, আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্তন, অলৌকিক উপায়ে ধনার্জন, কামিনীকাঞ্চন লাভের কৌতুক ও কৌশলপূর্ণ বিস্ময় অথবা স্ত্রীজাতির প্রভাব প্রভৃতি নিয়ে বিচিত্র ও সুখপাঠ্য বহু গল্প রচিত হয়েছিল। এগুলি কেবল জনপ্রিয় গল্প হিসাবেই প্রচলিত হয়েছিল তাই নয়, এগুলি পরবর্তীকালে এলিজাবেথ-যুগের নাট্যকারগণকে বহু কাহিনী জোগান দিয়েছে। এমনকি ১৭শ শতকের শেষে ফরাসী নাট্যকার Moliéreও এগুলি থেকে বহু কাহিনী অবলম্বন করেছেন।

(২০৮) He (Machiavelli) thought that a Prince would be morally justified in seeking to accomplish this by any means, whatsoever. This unabashed realism shocked his contemporaries...Machiavelli is superficial in supposing it possible to interpret human conduct without taking into account the human conscience with its ideals and scruples.—Hist. of Modern Philosophy—W. K. Wright. —p. 26.

(২০৯) Hist. of West. Litt.—Cohen—p. 105.

এই যুগের সাহিত্যের ধারা থেকেই বেশ অনুমান করা যায় ইতালীয় নাটক কোন্ ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তখনকার যুগ মধ্যযুগীয় ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং সাহিত্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হ'য়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য ইতালীয় নাটক এই যুগে খুব উচ্চাঙ্গের কিছু সৃষ্টি করতে পারেনি সত্য কিন্তু তার প্রভাবে ফ্রান্স, স্পেন ও ইংলণ্ডে নাটক ও সঙ্গীতের প্রভূত উন্নতি হয়। এই নাটক সৃষ্টির প্রথম যুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি একটা গভীর আনুগত্যবশত: নাটকের উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল। তখন তাঁরা আদর্শ হিসাবে কমেডির জন্য Plautus এবং Terence এবং ট্রাজেডির জন্য Sencea-র মুখাপেক্ষী। এবং এ্যারিস্টটলের Poetics-এর ঘটনা সময় ও স্থানের একীকরণের আইন দ্বার শৃঙ্খলিত। এই সময়ের থিয়েটার, court theatre ছিল অর্থাৎ কোন ঘরের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত দর্শকের জন্য অভিনীত হত, অবশ্য এই সময়ে প্রথম আলোকপাতের প্রচলন হয়। এই কোর্ট কমেডিগুলির গল্পাংশ মামুলী, যমজভাই, পুরুষের ছদ্মবেশে নারী, বঞ্চিত স্বামী, কুটনী, জুয়াচোর, কৃপণ প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হত, যদিও পুরাতন রোমান কমেডির তুলনায় সেগুলি অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সরস। এই লেখকগণ পুরাতন লাটিন আঙ্গিককে বাদ দিয়ে বোকাসিওর চরিত্রসৃষ্টি, বর্ণনা ও রচনাশৈলীকে গ্রহণ করেছিলেন।

এই নাটকগুলির মধ্যে এরিওস্টোর লেখা Il Negromante (The Necromancer), Volpone, এবং La Scolastica (The Academic Comedy) খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মেকিয়াভেলির La Mandrogola (The Mandrake) অত্যন্ত পরবিশ্বাসী এক স্বামীর চরিত্রে বিচিত্র। জনৈক স্বামী তাঁর ভ্রষ্টনীতি স্ত্রীর পরপুরুষ গ্রহণকে সমর্থন করেছেন কেবলমাত্র এই বিশ্বাসে যে তাঁর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণার্থে যে Mandrake ঔষধ খাওয়ানো হয় তার কুপ্রভাব কেটে যাবে। এই সমস্ত নাটকের যথেষ্ট প্রভাব ইংরাজ নাট্যকার Johnson-এর উপরে পড়ে এবং এই জাতীয় গল্প থেকেই শেক্সপীয়র তাঁর Comedy of Errors, The Taming of the Shrew, Much Ado About Nothing নাটক রচনা করেন। অবশ্য শেক্সপীয়রের যুগে থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি হয়েছিল এবং দর্শকসংখ্যাও বহুশ্রেণীর লোক থেকে এসে জড় হয়েছিল।

ইউরোপীয় সাহিত্যে ইতালীয় সাহিত্যের প্রকৃত দান তার পল্লীকাহিনী ও গীতিকাব্যপুষ্ট নাটক। ১৬শ শতকের শেষে Tasso-র Aminta, এবং Guarini-র Pastor Fido (Faithful Shepherd) ইউরোপীয় নাটকে নূতন সুরের আমদানী করে। তার পরে Claudio Monte Verde-র সুর ও গান সহযোগে নাটক অপেরায় পরিণত হয়। তখন মেষপালকের গান, পল্লীর পটভূমিতে (Arcadian) নাটকীয় ঘটনা, নাটকীয় সংলাপ ও গানের সুরের চেয়ে বেশী আদরণীয় হ'য়ে পড়ে। ১৬শ শতকের শেষে Commidia dell' Arte নামে একটি থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং পেশাদার অভিনেতাদের থিয়েটার ব্যবসা শুরু হ'য়ে যায়।

ইতালীর সাংস্কৃতিক প্রভাবেই ফ্রান্সের নবজাগরণ এবং জার্মানীর ধর্মসংস্কার সম্ভব হয়। ইতালী যখন ফ্রান্স ও স্পেনের যুদ্ধভূমি সেই সময়ে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও ইতালীতে গিয়েছিলেন। তাঁরা ইতালীর সংস্কৃতিকে বহন ক'রে এনে তাঁদের শক্তিশালী দেশে উন্নততর ক'রে তোলেন। ইতালীর রাজনৈতিক পতনের ফলে ফ্রান্স ও স্পেন সাহিত্য জগতে নেতৃত্ব লাভ করে। ইতালীর জমি দখল ফ্রান্সের পক্ষে স্থায়ী না হলেও, এই পরিচয়ই ফ্রান্সের গৌরবের মূল,—ভেনিস্ নগরের মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকব্যবসায় হস্তগত করা, মিলান অধিকার বা পোপের সঙ্গে সন্ধি হতে অধিক গৌরবময়।

মুদ্রাযন্ত্র জার্মানীর আবিষ্কার, কিন্তু জার্মানীতে মুদ্রণশিল্প উন্নতি লাভ করেনি। তখন হস্তাক্ষরের অনুকরণে ব্লক নির্মাণ ক'রে পুস্তক ছাপা হত।—তাতে ছাপার খরচ বেশী হত এবং মুদ্রিত পুস্তকের দামও বেশী হত। সাধারণে মুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা হাতে-লেখা পুস্তকের পক্ষপাতী ছিল। এইসব কারণে জার্মানীতে মুদ্রণশিল্প লাভজনক ছিল না। ভেনিস শহরে Manutius নামে এক ভদ্রলোক উত্তরাধিকার সূত্রে একটা ছাপাখানা পান, তিনিই প্রথম টাইপ অক্ষর ব্যবহার এবং ৮পৃষ্ঠার ফর্মায় (৪০০) পুস্তক মুদ্রণ করায় তা খুব জনপ্রিয় হয় এবং সস্তাও হয়। তিনি ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান এবং মুদ্রণশিল্পের সুবিধাটা আর মিলানে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর পর থেকে মুদ্রণশিল্পের নেতৃত্ব এসে যায় প্যারি এবং লিয়ঁতে এবং এই দুইটি শহরই পুস্তক ব্যবসায়ের কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্যারি ও লিয়ঁতে ছাপাখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাদমে প্রাচীন সাহিত্য, লাটিন ও গ্রীক কাব্য, নাটক গল্পগ্রন্থ ছাপা শুরু হয়। ঠিক এই সময়ের কাছাকাছি কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারকে দেশীয় ভাষায় সর্বজনবোধ্য করবার প্রচেষ্টাও চলছিল। প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ Roman de la Rose প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তকও মুদ্রিত হয়। দ্বাদশ লুই এই পুস্তক ব্যবসায়কে করমুক্ত করেন, এবং তাঁর ভগ্নী Marguerite of Navarre এই মুদ্রণশিল্পকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। পূর্বে লেখকগণ সামন্তরাজ, জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখতেন, (যেমন বাংলার কবিগণও কোনও না কোনও রাজার সভাকবি হিসাবে লিখবার সুযোগ পেয়েছেন) কিন্তু সামন্তরাজ্য ভেঙ্গে যখন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হল তখন রাজা স্বয়ং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হলেন। Francis I ইতালীর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তিনিও ইতালীর সাহিত্যধারাকে শ্রদ্ধা করতেন। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে যেমন সাহিত্য সাধারণের কাছে সহজলভ্য হল তেমনি সেই সঙ্গে অহংবাদী ভোগলিপ্সু মানুষের লোভপ্রসূত একটা ব্যবসা-বুদ্ধিও সাহিত্যকে ব্যবসার সামগ্রী ক'রে তুলল এবং এই ব্যবসাবুদ্ধির ফলে পরবর্তী যুগে সাহিত্যের বনস্পতির সঙ্গে প্রভূত স্বল্পমেয়াদী আগাছাও সাধারণ মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতাকে আশ্রয় ক'রে জন্মগ্রহণ করল। আজকের যুগেও এই আগাছার আবাদই বেশী চলছে এবং ব্যবসাবুদ্ধির ফাঁদে প্রকৃত সাহিত্য আজ

শ্বাসরুদ্ধ। Arthur Symond তাঁর Studies in Prose and Verse গ্রন্থের ভূমিকায় বড় দুঃখে বলেছেন, "The invention of printing helped to destory literature." এবং "What had once been an art for the few became a trade for many."

১৬শ শতকের প্রথমে ফ্রান্সের নবজাগরণের যুগে, তিনটি ধারা এসে মিশেছিল, —জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মানবতা, পেট্রার্কের রচনাশৈলী ও আঙ্গিক এবং প্লেটোর দর্শন। কিন্তু এই সময়ে জার্মানীতে কোন সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা ছিল না, এবং চার্চ বা সামন্তরাজ কেউই বিশেষ প্রবল ছিল না, এই কারণে জার্মানীতে এসে পৌঁছল কেবলমাত্র মানবতার বাণী। এই মানবতাবাদ সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মানুশাসন ও বিধিনিষেধ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলল। Desiderius Erasmus (১৪৬৯-১৫৩৬) জাতিতে দিনেমার, প্রথম গ্রীক থেকে লাটিনে New Testament অনুবাদ করলেন এবং তাঁর অনুবাদই প্রামাণ্য বলে গৃহীত হ'ল এবং Vulgate-এর অনুবাদের প্রতি জার্মানগণ বিরূপ হ'য়ে উঠল। ব্যসনাসক্ত দুর্নীতিপরায়ণ চার্চের বিরুদ্ধে মানবতার নামে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের নেতা Martin Luther, যদিও ধর্মসংস্কারের কর্ণধার, কিন্তু বাংলায় যেমন রামমোহনের যুগে ধর্ম-কলহের মধ্যেই বাংলা গদ্যের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়েছিল তেমনি জার্মানীতে ও এই ধর্ম-বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে জার্মান ভাষা ও সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করল। ধর্মীয় বাদানুবাদে তাঁর যুক্তি এবং তাঁর রচিত প্রার্থনাসঙ্গীত (hymns) সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করল এবং পুষ্ট শক্তিশালী তাঁর ভাষা আশ্রয় ক'রে কাব্যসাহিত্যও গ'ড়ে উঠল। গেটের পূর্ব পর্যন্ত জার্মানভাষা ইউরোপে অপাংক্তেয় হয়েই ছিল, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার সবই লাটিনে, এবং প্রসিদ্ধ জার্মান গ্রন্থও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার লাটিন অনুবাদে। এই রকম একখানি ব্যঙ্গকাব্যগ্রন্থ Sebastian Brant-এর লেখা Narrenschiff (Ship of fools) (১৪৯৪) লাটিনের মাধ্যমেই যথেষ্ট খ্যাতি-লাভ করেছিল। একখানি জাহাজে একশ'টি নির্বোধ Narragoniaতে যাত্রা করে; এই একশ' ব্যক্তি তৎকালীন একশতটি সামাজিক নির্বুদ্ধিতার প্রতীক। এর মধ্যে জার্মানসুলভ নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস বা ভাঁড়ামি এবং মধ্যযুগীয় ঘটনা ও বর্ণনাভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও এটি সর্বসাধারণে খুব আদৃত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় বহু গল্প ও কাহিনীও এই সময়ে জার্মানীতে প্রকাশিত হয়।

জার্মানী মুখ্যতঃ ধর্ম-দর্শনের দেশ এবং ফ্রান্স সাহিত্য ও চারুকলার দেশ। সেই হেতুই নূতনতম এই ভাবধারার প্রধান ফল জার্মানীতে হল ধর্মসংস্কার এবং ফ্রান্সে হল সাহিত্য এবং কাব্যে নবজাগরণ। ১৬শ শতকের মাঝামাঝি ফ্রান্সে এমন কয়েকটি প্রতিভাধর দেখা দিলেন যাঁদের সৃষ্টি ইতালীয় সাহিত্যকেও ম্লান ক'রে দিল। Jean Lemaire de Belges (১৪৭৩-১৫২৪) এই যুগের প্রথম কবি, ভাষায় ও ছন্দে তিনি বর্ণাঢ্য এবং অলঙ্কার প্রয়োগে বিচিত্র। ইতালীয় কবিতার অনুগামী হলেও তাঁর ভাষা ও বর্ণনারীতি ফরাসী ভাষায় নূতন সম্পদ হল, এবং ভাবেও

সুন্দরতর হল। তাঁর গদ্য গ্রন্থ Illustration de Gaule et Singularitês de Troie-এ তিনি ফরাসী জাতিকে ট্রোজানদের বংশধর ব'লে বর্ণনা করলেন এবং ফ্রান্সকে দিলেন জাতীয়তাবাদে দীক্ষা। তাঁর এই গ্রন্থ ফ্রান্সে একটা জাতীয় সম্ভ্রম সৃষ্টি করল। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তিনি মধ্যযুগীয় প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। তাঁরই এই কাহিনী নিয়ে পরে Ronsard তাঁর La Franciade মহাকাব্য রচনা করেন।

এই যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম কবি Clément Marot (১৪৯৬-১৫৪৪) এই পরিবর্তনের অগ্রদূত। তিনিই ফ্রান্সের প্রথম সনেট-লেখক—এই সনেটগুলি একান্তভাবে তাঁর জীবনের প্রকাশ, এবং তাঁর মধ্যেই কাব্য ও ব্যক্তিজীবনের প্রথম মিলন হয়। রাজার উদ্দেশ্যে কারামুক্তির জন্য আবেদনময় কবিতা (epistle), তাঁর ভৃত্যের প্রতারণা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে তাঁর শক্তি ও রসবোধের পূর্ণপ্রকাশ হয়েছে। কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলার প্রতি তাঁর প্রেমকে কেন্দ্র ক'রে যে কবিতা তিনি লেখেন তা অনুভূতির গভীরতায় বাঙ্ময়। তাঁর Blason du beautétin (Blazon of the fair breast) পরবর্তী কবিগণের অনুকরণীয় হ'য়ে দাঁড়ায়। তাঁরা নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, যথা নাক, স্বর, হাঁটু, মুখ এমন কি গোপনীয় অঙ্গ সম্বন্ধেও বহু অশালীন কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর লিখিত ধর্মীয় কবিতা (Psalms)-গুলির মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতা থাকলেও তা অনেকটা প্রোটেস্টানগন্ধী হওয়ায় তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়। এই কারণেই তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং নাভারের রাজভগ্নী Marguerite-এর কৃপায় মুক্তিও পেয়েছেন। এই মহিলা বোকাসিওর অনুকরণে তাঁর Heptameron লিখেছিলেন। মেরট পরে ক্যালভিন গোষ্ঠীর সহযোগী হওয়ায় নির্বাসিত হন, ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় অনেক কবিতাও লিখেছিলেন কিন্তু ক্ষমা আর পাননি এবং তুরিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এইরূপ আর একটি অভাগ্য লেখক François Rebelais (১৪৮৩-১৫৫৩) ধর্মকলহের মধ্যে জড়িত হ'য়ে জীবনে অশেষ দুঃখকষ্ট পেয়েছেন। ফ্রান্সের নবযুগের সত্যকার অগ্রদূত এবং আধুনিক যুগের প্রবর্তক। শিক্ষায় ও কার্যে মানবতাবাদী, বাস্তব যুক্তিবাদী, ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মশাস্ত্র তাঁর কাছে অর্থহীন। জীবনে কারও আনুগত্য তিনি স্বীকার করেননি, কাউকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেননি, কেবলমাত্র Erusmus ব্যতীত। এঁরই যুক্তিবাদ ও বাস্তবানুরাগ থেকেই আধুনিক যুগের বাস্তববাদের সৃষ্টি। ধর্মীয় শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং নীতিবাদের অনুশাসন থেকে মানুষের জীবনকে ছিনিয়ে এনে বর্তমান ভোগগত জৈবজীবন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আত্মকেন্দ্রিক জীবনকে পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরই শক্তিশালী ভাষা ও নিরঙ্কুশ বাস্তববাদ আজকের জড়বাদী মনকে সৃষ্টি করেছে। রেবেলাস্ রহস্য ও বিরোধ সৃষ্টিতে নিপুণ—অসত্যকেও ভাষার যাদুতে সত্য বলে প্রতীয়মান ক'রে তুলতে পারতেন। তিনি তাঁর Gargantua-র পঞ্চম

অধ্যায়ে মদ ও বোতলের মহিমা কীর্তন করেছেন। খ্রীষ্টান সাধুসন্তদের মাতাল, দুর্নীতিপরায়ণ এবং সাধু প্রতারক বলে ব্যঙ্গ করেছেন, আবার তাঁরই একটি চরিত্র এমনি সন্ন্যাসী Brother John—তিনি একদিকে জাতীয় রাজতন্ত্রের প্রচারক এবং অন্যরাজ্য আক্রমণবিরোধী। তাঁর Pentangruel এবং Gargantua-তে সমালোচনা ও ব্যঙ্গের স্বাধীনতা, সাহিত্য ও কল্পনার স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। মানবতাবাদে বিশ্বাসী লেখক সর্বত্র পুরাতন ধর্মীয় শিক্ষাকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করেছেন, মধ্যযুগীয় সিভালরি-কাহিনীকে ঠাট্টা করেছেন এবং পরে কারভেনটিস্-এর ডন কুইকজোটে এই ঠাট্টাই মর্মান্তিক সত্য হ'য়ে, স্মরণীয় সাহিত্যরূপে ফুটে উঠেছে। তাঁর Humanist Education-এর শেষ পর্যায়ে তিনি নারীপুরুষের একটা কল্পনারাজ্য (Utopian Scheme) চেয়েছেন, যেখানে সকলের জীবননীতি হবে "Do as you will." এমন কি বিখ্যাত নাবিক Jacques Cartier-এর সমুদ্রযাত্রার কাহিনীগুলিকেই তিনি ব্যঙ্গ করেছেন,—কারণ সেগুলি গ্রীক লেখক Lucian-এর The True History-র অনুরূপ।

রেবেলাস ভাষার যাদুকর, জেমস্ জয়েসের মত তিনি ভাষার কারিগর এবং দ্রুত পটপরিবর্তনের সঙ্গে ভাষাকে মানিয়ে নিতে ওস্তাদ। তাঁর ভাষার প্রভাব সমস্ত ফরাসী সাহিত্যে সুস্পষ্ট, ভাষাকে আশ্রয় ক'রে তাঁর ভাবধারা ও মতবাদের প্রভাবও লক্ষণীয়। জীবনে তিনি মেরতের মত বঞ্চিত। তিনি প্রটেস্টান্ট মতবাদী ছিলেন বলা যায় না, তবে তাদের প্রতি ক্যাথলিকদের নিগ্রহ তাঁর মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ব'লে হয়ত তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তখনকার ব্যসন-দুর্নীতি-ক্লেদাক্ত চার্চকে নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর প্রভাব ফ্রান্সকে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ক'রে ব্যক্তিবাদের অহমিকায় ভ্রষ্ট ক'রে দিয়েছিল, যদিও সেই যুগে সেই ব্যক্তিস্বাধীনতার বাণীকে সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে বরণ ক'রে নিয়েছিল; কিন্তু আজ জগতের ইতিহাস তার মঙ্গলকর ভবিষ্যতের সাক্ষ্য দেয় না।

আর একজন যুক্তিবাদী, এবং নাস্তিক তথা নিরীশ্বরবাদী (Hedonist) Bonaventure de Périers (১৫১০-৪৪) বার বার Queen of Navarre-র করুণায় নিষ্ঠুর শাস্তি থেকে বেঁচে গেছেন। তিনি প্রটেস্টান্টদের বাইবেল অনুবাদকদের অন্যতম এবং প্লেটোর Lysis-এর অনুবাদক। কতকগুলি পৌরাণিক সংলাপের মাধ্যমে তিনি খ্রীষ্টান Revelation-এর প্রতি ব্যঙ্গ কটাক্ষ করেছেন তাঁর Cymbalum Mundi-তে। তাঁর ছোটগল্প সংকলন Nouvelles récréations et Joyeux devis সুচতুর ভাষা ও ঘটনা বিন্যাসের পরিচয়। কবিতায় তিনি মেরতের অনুগামী।

ফরাসী গদ্যসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল Michel de Montaigne (১৫৩৫-৯২) এবং তাঁর সমসাময়িক E'tienne de la Boétic (১৫৩০-৬৩) উভয়েই গদ্যসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এঁরাও যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী

এবং নিরীশ্বরবাদী। Montaigne আইনজীবী ছিলেন, তিনি তাঁর নিজের জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে প্রবন্ধাকারে লিখেছেন এবং এই লিখন-রীতিও তাঁর নিজস্ব। তাঁর বন্ধু Boétic-এর মৃত্যু তাঁর জীবনে গভীর আঘাত করায় তাঁর মনে গ্রীক স্টোইকদের মতই প্রশ্ন জাগে, মানুষ কী ক'রে সম্মানের সঙ্গে জীবন ধারণ করতে পারে? তখন ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ এসে গেছে, তাই সেনেকার মত তিনিও মনে করেন, "Man must cultivate will and reason". তখন কোপারনিকাসের আবিষ্কার হয়েছে, প্লিনি বলেছেন মানুষ মূলতঃ পশুই। তাঁর প্রশ্ন, মানুষ কী জানে? এক যুগে এক দেশে যা সত্য ব'লে স্বীকৃত, অন্য দেশে তা মিথ্যা,—অতএব সবই আপেক্ষিক সত্য, সুতরাং মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা সত্যকে জানতে পারে না,—তাঁর Apology-তে এই কথাই তিনি বলেছেন। তিনি নিজেকে জানতে চেয়েছেন, নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে, তুলনামূলকভাবে নিরীক্ষা করেছেন নিজেকে, এবং তাঁর মূলকথা Moderation। তাই তিনি সত্য থেকে সুন্দরকে বেশী ভালবেসেছেন, যুক্তি ও বিশ্বাস উভয়কেই মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব কোন জীবনদর্শন তিনি প্রচার করেননি—যা দেখেছেন, যা শিখেছেন তাই লিখেছেন এবং তার মধ্যে ফুটে উঠেছে সভ্য জগতের একটি মানুষের ছবি, একটি ব্যক্তির ছবি এবং এই ছবিই পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধ'রে ফরাসীদের আদর্শ ব্যক্তি হয়েছিল। এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে অহং নেই, ধর্ম কর্তব্যমাত্র, জীবনের শিক্ষায় মহৎ, উদার তার আকর্ষণ তার স্বাভাবিকতা। তাঁর সরল ও স্বাভাবিক রচনাভঙ্গি ফরাসী পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। রেবেলাসের ভাষা ছিল কৃত্রিম এবং স্পর্ধিত, কিন্তু তাঁর ভাষার স্বাভাবিক গতি ও ভাবের সরলতা মানুষের মনকে তন্দ্রাচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

এই যুগে গদ্যসাহিত্য প্রভূত উন্নতি করলেও এ যুগ প্রকৃতপক্ষে কবিতার যুগ। লিয়ঁর কবিগণ ইতালীয় কবিতার অনুকারী। Maurice Scéve (১৫০০-৬০) পেট্রার্কের প্রবল ভক্ত। তাঁর মত তিনিও পাওয়ার অতীত প্রেমিকার উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেন। বাস্তবে এই প্রণয়িনী ছিলেন মহিলা কবি Pernette du Guillet, এবং ভাবের দিক থেকে তা প্লেটোর আইডিয়ার মত এক দার্শনিক রহস্য। দশ লাইনের সনেটে তাঁর ৪৪৯টি কবিতায় তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের ভাবধারার বিভিন্ন স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন—প্রণয়িনী Diana, Hecate ও Selene প্রভৃতি নামে ব্যক্ত হয়েছে। কবির ব্যক্তিগত জীবনের চিন্তা-ভাবনা, ঈর্ষা-দুঃখ, সততা, প্রেমের স্মৃতি একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে এই গীতি-কবিতায়—যাকে বলা যায় কবির জীবন-সমীক্ষা। তাঁর অন্যতম কবিতা পুস্তক Microcosme দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধ কবিতা, মানবাত্মার অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের একটা দার্শনিক ভাবধারা।

প্রণয়িনী Pernette du Guillet'ও তাঁর প্রণয়ীর মত হালকা দুঃখবাদী গীতি-কবিতার কবি। অন্যতমা কবি Louise Labé (১৫২৪-৬৫) তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিফল প্রেমের বেদনাকেই কবিতার কেন্দ্র করেছেন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত বয়স্ক লিয়ঁবাসীকে বিবাহ করেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল যৌন

প্রেমের জন্ম তিরস্কৃত হন, এবং সেজন্য কিছুমাত্র লজ্জিত বা শঙ্কিত না হয়ে তাঁর এই যৌনপ্রেমকে কবিতায় স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে উচ্চতর কোন ভাবধারা নেই, তথাপি তাঁর সনেটগুলি স্বীকৃতি পেয়েছিল।

বারগাণ্ডির অধিবাসী কবি Pontus de Tyard (১৫২১-১৬০৬)-কে বলা হয় লিয়ঁ ও প্যারিস যোগসূত্র। কথিত আছে, তিনি তাঁর Erreurs Amoureuses স্ত্রীকবি Louise-এর উদ্দেশ্যে লেখেন। তিনি প্রথমে Scéve-এর বন্ধু এবং পেট্রার্ক-এর সনেটের অনুরাগী ছিলেন এবং পরে Ronsard-এর অনুরাগী হন। Tyard লিয়ঁর ভাবধারাকে প্যারিসে নিয়ে যান। প্যারিসে কাব্য-জগতের এই নতুন ভাবধারা যাঁদের সৃষ্টিতে পুষ্ট ও প্রখ্যাত হল তাঁরা হলেন Jean Dorat, Pierre Ronsard (১৫২৪-৮৫), তাঁর বন্ধু Jean—Antoine de Baïf (১৫৩২-৮৯) এবং Joachim du Bellay (১৫২২-৬০)। তাঁরা সকলেই প্লেটো পেট্রার্ক, ভার্জিল ও হোরেসের ভক্ত। তাঁরা নতুন কবিতা লেখার পূর্বে একটা প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিলেন (Deffence et illustration de la langue françoise) যে, প্রাচীন ভাষার অনুকরণে দেশীয় ভাষা ফরাসী এখন প্রাচীন ভাষার সমপর্যায়ভুক্ত হবার উপযোগী হয়েছে। তাঁদের এই আদর্শ নতুন নয় তবে তাঁদের সৃষ্ট কবিতা নতুন। Scéve এবং Morat-এর ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ Labé-র মত তাঁদেরও হৃদয় জয় করল এবং তাঁরা পেট্রার্ক-এর ভাবধারা থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে নতুন পথ ধরলেন। Ronsard-এর প্রথম কবিতা-পুস্তক Amours, Cassandre-র প্রতি লেখা প্রেম-কবিতা, সংক্ষিপ্ত, সুন্দর কল্পনার স্বপ্নবিলাস ও অনুভূতির গভীরতায় হৃদয়জয়ী। Bellay-র XIII Sonnets à honneste amour তাঁর ব্যর্থপ্রেমের গভীর অনুভূতির অনবদ্য প্রকাশ। Ronsard প্রাচীন সাহিত্যের অনুকরণে ওড্ জাতীয় কবিতাও লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ হয়েছে প্রেম কবিতায়। বিরাট রোমের ধ্বংসস্তূপ, তার অধিবাসিগণের পতন ও দুর্নীতি তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তারই অভিব্যক্তি তাঁর Les Antiquitez de Rome ও Les Regrets। তাঁর যৌবন কেটেছিল Loire-এর পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে, সেই ছিল তাঁর স্বপ্ন এবং তারই স্বপ্ন তাঁর কবিতাকে শক্তিশালী করেছে। Ronsard বড় বড় পদে চাকুরী করেছেন এবং বড় বড় ঘটনা ও পটভূমি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, La Francide-এ তিনি ফরাসী জাতিকে ট্রয়ের বংশধর ব'লে বর্ণনা ক'রে এপিককাব্য রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর এই উচ্চাভিলাষী কবিতা ও কাব্য সফল হয়নি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাশ্রিত প্রেম-কবিতাই সার্থক ও স্মরণীয় হ'য়ে আছে। এই দুই কবিই ফরাসী ভাষায় ফরাসী কবিতাকে প্রতিষ্ঠা দান করেন। তাঁদের পূর্ববর্তী কবিগণ ভাষার জটিলতা নিয়ে কাজ করেছেন, এঁরা করলেন মনের জটিলতা নিয়ে।

আশ্চর্য মিল এই যে, যে যুগে ইতালীর এই গীতি-কবিতা থেকে ফ্রান্সে গীতি-কবিতা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল ঠিক সেই যুগেই বাংলায়

পল্লীতে বৈষ্ণব পদাবলীর গীতি-কবিতাও আপনার ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পার্থক্য শুধু এই যে ইউরোপে কবিতা ব্যক্তিজীবনকে আশ্রয় ক'রে গীতিমুখর ও ভাবানুভূতিপুষ্ট হয়েছিল এবং বাংলায় হয়েছিল পরমাত্মা প্রেমের সার্বজনীন ও শাশ্বত প্রেমকে কেন্দ্র ক'রে—এখানে ব্যক্তিপ্রেম বিশ্বজাগতিক প্রেমে পর্যবসিত হয়েছিল। ধর্মাশ্রিত ভারতে ব্যক্তিপ্রেম ভগবৎপ্রেমে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

রেনেসাঁর যুগের **ফরাসী নাটকও** ইতালীর প্রদর্শিত পথে এগিয়েছিল। পুরাতন লৌকিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রাচীন সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রেই নাটক আত্মপ্রকাশ করল। ক্লাসিক আদর্শে রচিত এই নাটকগুলি গ্রীক ও লাটিনের অনুকৃতি এবং পরিষদীয় নাটক (court drama)। রাজপরিবার এবং পারিষদগণই এর শ্রোতা, কখন কখনও বিশ্ববিত্থালয়গুলিতেও অভিনয় হত। বর্তমান অর্থে এগু'লকে থিয়েটার বলা চলে না। Lazare de Baïf সফোক্লিসের Electra-র একটা লাটিন অনুবাদ এবং বাইবেলের ঘটনা নিয়ে Japtha বর্দোর বিশ্ববিত্থালয়ে অভিনীত হয় (১৫৬৭)। মধ্যযুগে ফ্রান্সে বা স্পেনে যে ব্যঙ্গ নাটিকা প্রভৃতির অভিনয় হত, ফ্রান্স তা গ্রহণ না ক'রে নাটক রচনায় গ্রীকপন্থী ও Academic হ'য়ে উঠল। এই ধর্ম-কলহের যুগে Francis I ধর্মাদর্শ নিয়ে ব্যঙ্গনাটক অভিনয় নিষিদ্ধ করেন এবং তার ফলে তখনকার ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দলগুলি ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য এদের নাটক চাকরবাকরদের জন্যই অভিনীত হত, এমনি একটা উন্নাসিকতা তখন শিক্ষিত সমাজে দেখা দিয়েছিল।

ইতোমধ্যে প্রোটেস্টাণ্টগণ কিছু ধর্মীয় নাটক রচনা করেছিলেন। এগুলি মিস্ট্রি প্লে ও পরবর্তী ধর্মমূলক নাটক যথা Corneille-র Polyeucte-এর মধ্যবর্তী। প্রোটেস্টাণ্টদের প্রচারক এবং ক্যালভিনের জীবনীকার Théodore de Béze (১৫১৯—১৬০৫) বাইবেলের ঘটনাবলম্বনে Abraham Sacrifiant নামক যে ট্রাজেডি লেখেন তা মধ্যযুগীয় নাটকের অনুগামী হলেও নূতনযুগের পথপ্রদর্শক।

প্রথম ফরাসী নাট্যকার E'tienne Jodelle (১৫৩২-৭৩)-ই প্রথম ফরাসী ট্রাজেডি-লেখক। তিনি সেনেকার অনুকরণে তাঁর পঞ্চমাঙ্ক, কোরাসগান-সমন্বিত Cleopetra Captive লেখেন। এই থেকেই পঞ্চাঙ্ক নাটকের সৃষ্টি। তিনিও শেকস্‌পীয়রের মত প্লুটার্ক থেকেই গল্পাংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর নাটক এ্যাণ্টনির মরণোত্তর কালের ঘটনা, বন্দী রাণীর ভাগ্য নিয়ে চার অঙ্ক চলেছে, চতুর্থ ও পঞ্চমাঙ্কের মাঝে নেপথ্যে রাণীর আত্মহত্যার ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

Robert Garnier (১৫৪৫-৯০) বাইবেলের আখ্যান নিয়ে একখানি এবং রোমান ট্রাজেডি নিয়ে ছ'খানি নাটক লেখেন। তিনি আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন, সম্ভবতঃ সেইজন্যই তাঁর নাটকে নাটকীয় ঘটনার চেয়ে যুক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। তখন কমেডি জনপ্রিয় ছিল না, শিক্ষিত লোক ট্রাজেডি বা ট্র্যাজি-কমেডির পক্ষপাতী

ছিলেন। অতএব ইতালীয় নাট্যকার Plautus, Terence ও Ariosto-র অনুবাদ আরম্ভ হল। প্রথম মৌলিক রচনা Jodelle-র Eugéne প্রাচীন কমেডির মধ্যযুগীয় প্রহসনের একটি সমন্বয়।

Pierre Larivey (১৫৪০—১৬১৯) নামে এক ইতালীয়ান ফরাসী ভাষায় ইতালীয় নাটক অবলম্বনে কতকগুলি নাটক লেখেন, সেগুলি অনেকটা অভিনয়ের উপযোগী হয়।

তখন সাধারণ প্রেক্ষাগৃহ বলতে প্যারিতে Hotel de Bourgogne মাত্র ছিল—এইখানেই পূর্বে মিস্ট্রি নাটক অভিনয় হত। এই থিয়েটারটি ইতালীয়, ইংলণ্ডের বা দেশীয় ভ্রাম্যমাণ প্রহসন অভিনেতাদের অভিনয়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হত। ১৭শ শতকের প্রথমে একটা নাট্যসংস্থা সৃষ্টি হল এবং ১৬২৯ সালে তারা রাজাদেশে একটা একচেটিয়া অধিকার লাভ করল। তারা একজন কবিকে মাহিনা ক'রে নাটক রচনায় নিযুক্ত করল। এই পেশাদার নাট্যকার Alexandre Hardy (১৫৭০—১৬৩২) রোমান্টিক মেলোড্রামা লিখতে শুরু করলেন। তিনি নির্বিচারে স্প্যানিশ, ইতালীয় নাটক ও গ্রীক, রোমান ইতিহাস থেকে ঘটনা নিয়ে জনসাধারণের চাহিদামত অনেক নাটক লিখলেন, তার সাহিত্যমূল্য বিশেষ কিছু নেই কিন্তু তিনিই প্রথম কোরাসের নূতনভাবে ব্যবহার ক'রে তার প্রয়োজনীয়তাকে অনেকটা খর্ব ক'রে দিলেন।

এই সময়ে প্রচুর কবিতাও লেখা হয়েছিল এবং বৃহদাকার কাব্য সৃষ্টিরও প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। Guillaume du Bartas (১৫৪৪-৯০)-এর Semaines এবং Agrippa D' Aubigne (১৫৫১—১৬৬০)-এর লেখা Les Tagiques দুইখানি সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ, কিন্তু তাঁরা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি। তখন ফ্রান্স মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগে পা দিয়েছে, স্বাধীন চিন্তাধারা দেখা দিয়েছে—সেই যুগে মধ্যযুগীয় ধারাকে তাঁরা পুনঃপ্রবর্তন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। D' Aubigne Ronsard-এর অনুকরণে কিছু সনেট এবং প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের ইতিহাস রূপে Historié Universelle লেখেন। ১৬শ ও ১৭শ শতকে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট উভয় ধর্মাবলম্বী লেখকগণই যথেষ্ট কাব্যসাহিত্য সৃষ্টি করেন তবে তা আদরণীয় হয়নি। Philleppe Desportes (১৫৪৬—১৬০৬) সনেটে কিছু হালকা সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেন। Jean de Sponde (১৫৫৭-৯৫)-র মৃত্যুর উপরে কতকগুলি কবিতা এবং ধর্মীয় কবিতা Meditations Sur les Pseaulmes কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। Jean de la Ceppéde (১৫৫০-১৬২২) তিন শতাধিক সনেট লিখেছেন তবে বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে তিনি প্রতীকতা-সমৃদ্ধ যে কবিতাগুলি লিখেছেন সেগুলি ভাবগম্ভীর ও সুন্দর।

এই সময়ে স্বাধীন চিন্তা ও ব্যঙ্গশ্লেষের পক্ষপাতী কয়েকজন কবি কিছু নূতনত্ব এনেছিলেন এবং তখনকার পিউরিটান ভাবধারার বিরুদ্ধে বোহিমিয়ান জীবনধারাকে প্রয়োগ করেছিলেন। এদের মধ্যে Mathurin Régnier (১৫৭৩-১৬১৩) ও

Seigneur de Saint Amant (১৫৯৪-১৬৬১) তাঁদের ব্যঙ্গকবিতা ও বোহিমিয়ান সুরের জন্য স্বতন্ত্র হ'য়ে আছেন।

ইতালীয় এই নবযুগের সাহিত্যধারা ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে স্পেনে গিয়ে পৌঁছল। এই সাহিত্যধারা ফ্রান্সে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেছিল কিন্তু স্পেনে এসে মধ্যযুগীয় ভাবধারার সঙ্গে মিশে গেল। ফ্রান্সের সাম্রাজ্য যখন একই রাজার অধীন তখন রাজদূতগণ দেশবিদেশে যেতেন এবং সে দেশের সাহিত্য ও চলতি ফ্যাশানে মুগ্ধ হ'য়ে তা নিজের দেশে চালু করতে চাইতেন। সেই জন্যই তাঁরা চেয়েছিলেন, ফরাসী কবিতা ইতালীয় কবিতার অনুরূপ হোক এবং তারই ফলে মধ্যযুগের ভাবধারা নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু স্পেনে তখন ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার রাজত্ব, সেখানে জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং তারা সরাসরি অনুকরণও করেনি। বিশেষতঃ স্পেনে তখন পূর্ণ ক্যাথলিক রাজত্ব, তারা নূতন যুগের এই মানবতার বাণীকে গ্রহণ করেনি, পেট্রার্কের কাব্যরীতিকে সুর-সংস্কৃতি ও স্থানীয় Andalusian কৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রণ ক'রে গ্রহণ করেছে। নবজাগরণের যুগে পুরাতন রোমান্স পল্লীগাথা ও চারণ কাহিনী লেখা বন্ধ হলেও তার সুর ফল্গুধারার মত ১৭শ শতক পর্যন্ত চলতে থাকে।

এই নূতন যুগের প্রথম বিস্ময় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইহুদী Fernando De Rojas (১৪৬৫-১৫৪১)-এর La Celestina. ১৪ অঙ্কের এই নাটক নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধিস্থল। এটি অভিনয়ের জন্য লেখা হয়নি, পড়বার জন্যে লেখা হয়েছিল। এটি রেবেলাসের Gargantua-র মত নভেল-নাটক মিশ্রণে এক নতুন সৃষ্টি কিন্তু পুরাতনকে একেবারে ত্যাগ করেনি। নায়ক নায়িকা প্রেমিকযুগল Calisto এবং Melibea, দুইটি পার্থিব নরনারী—যাদের জৈবাবেগকে কেন্দ্র ক'রে অন্য চরিত্রগুলি ধীরে ধীরে নাটকে আশ্রয় নিয়েছে। এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর চরিত্র ঘটনা সৃষ্টি করেছে, ঘটনাধারা চরিত্র সৃষ্টি করেনি এবং দান্তের স্বর্গ-নরকও সৃষ্টি করেনি। মেলিবিয়া তার সবুজ চোখ রক্তাধর ও অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে পৃথিবীর নারী, তার প্রণয়ী ক্যালিস্টো উচ্চমন মধুবাক্ হঠকারী। প্রণয়িনীর অভিসারে যাওয়ার সময়ে নিহত হয় এবং সেই নিরাশা-অধীর প্রণয়িনী আত্মহত্যা করে। যে-দূতী Celestina তাদের মিলন ঘটিয়েছিল সে উন্মাদ হ'য়ে ক্যালিস্টোর দেওয়া অর্থ নিয়ে ঝগড়া ক'রে নিহত হয় এবং অন্য সকলে পুলিসে গ্রেপ্তার হয়। সেনেকার ট্র্যাজিডির মত স্টেজে আর কেউ অবশিষ্ট থাকে না। এই যুগে এ নাটক যুগান্তকারী হ'য়ে দেখা দিয়েছিল, তার প্রধান হেতু এর চরিত্রগুলি স্বাভাবিক অতি নিকট-পরিচিত পৃথিবীর এবং তারাই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে ঘটনা সৃষ্টি ক'রে আপন ভাগ্য তৈরী করেছে। ঘটনার বাস্তবতা ও লাটিন দেশীয় ভাষার মিশ্রণের উজ্জ্বলতা সাহিত্যে একে স্থায়ী আসন দিয়েছে। কিন্তু লেখক জগতের কুৎসিত দিকটাই দেখেছিলেন, তাই তাঁর সৃষ্টি দুঃখবাদী, তিনি আশা করেছিলেন মানুষ কেবল মহত্ব লাভ ক'রেই নিষ্কৃতি পেতে পারে। এই নূতন পটভূমি আধুনিক যুগের নভেলের স্রষ্টা। ব্যালজাক ও ডিকেন্সের

পূর্বে এমন বাস্তব, সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক, দৃঢ় ও সুগঠিত চরিত্র কেউ সৃষ্টি করতে পারেননি।

পরবর্তী মানবতাবাদী সাহিত্য অনেকটা পরীক্ষামূলক। Juan Luis Vives (১৪৯২—১৫৪০), Erasmus এবং Thomas Moore-এর বন্ধু, অক্সফোর্ড Corpus Christi-র সভ্য, ৮ম হেনরীর বিবাহ বিচ্ছেদের পরে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তিনি লাটিনে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে নিবন্ধ লেখেন তা বহুপঠিত। তাঁর City of God পোপের অনুমোদন লাভ করে। Juan De Valdes (১৪৯০—১৫৪১) কিছু অনুবাদ করেন এবং তাঁর দেশীয় ভাষার পক্ষে লিখিত Dialogo de la Lengua-য় লাটিন ব্যবহারের নিন্দা করেন।

১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে Cristòbal de Villalòn-এর লেখা The Timbrel (El Cròtalon) এবং The Turkey Voyage (Viaje de Turquia) লা সেলেস্চিনা ও ডন কুইকজোটের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এক মোরাগ ও এক মুচির মধ্যে কথোপকথন রূপে আরম্ভ হ'য়ে—লেখক এক দার্শনিক প্রকল্পে পৌছেছেন। তাঁর এই দার্শনিক তথ্য গ্রীক লুসিয়ান ও ইতালীয় এ্যারিওস্টোর দ্বারা প্রভাবিত; এবং ব্যঙ্গশ্লেষ সমৃদ্ধ, অভিযানমূলক ধর্মান্ধতাবিরোধী রচনা। এই প্রকল্পে তিনি স্বর্গে ভগবান সকাশে এবং নীচে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌছে তাঁর দার্শনিক তথ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর তুর্কীভ্রমণ কাহিনীতে কনস্টান্টিনোপলের-দৈনন্দিন জীবনের সুন্দর পরিচয় রয়ে গেছে। এই ব্যঙ্গশ্লেষপূর্ণ অভিযান কাহিনীটি রেবেলাসের সমসাময়িক। এই দুইটি গ্রন্থেরই ভাষা মনোরম ও সুন্দর, লেখকের কল্পনাচাতুর্য্য ও তাঁর শক্তির স্বাক্ষর—হয়ত এই গ্রন্থই ডন কুইকজোটের পথিকৃৎ।

যাহোক্, স্পেনের স্বর্ণযুগ তার গদ্য সাহিত্য থেকে আরম্ভ হয়নি, আরম্ভ হয়েছে কবিতা ও পদ্য সাহিত্য থেকে। ১৫৪৩ সালে দুইজন মৃত কবির একটি সংকলন প্রকাশিত হয়—তাঁরা Juan Boscàn (১৪৯০-১৫৪২) এবং Garcilaso de la Vega (১৫০৩-৩৬)। ফরাসী কবি Ronsard-এর Amours প্রকাশের নয় বৎসর পূর্বেই এই কাব্যগ্রন্থে দেখা যায়, ইতালীয় লিখনশৈলী স্প্যানিশ ভাষায় অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গৃহীত হয়েছে। Boscàn শহরের এক ভদ্রলোক। মাদ্রিদে অবস্থিত ভেনিসের রাজদূতের আদেশে ইতালীয় ধারায় কবিতা লেখেন কিন্তু কবিতা লেখার মত ভাবাবেগ তাঁর ছিল না। তিনি বরং গদ্যলেখক কিন্তু Garcilaso তাঁর তেত্রিশ বৎসরের জীবনের শেষ তিন বৎসরের সৃষ্টিতে স্পেনের স্বর্ণযুগের সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। তাঁর জীবন দুঃখময়, প্রণয়ে এবং জীবনে অসুখী। স্যর ফিলিপ সিড্‌নির মত মহৎ যোদ্ধা, চমৎকার ভদ্রলোক,—তিনি Dona Isabel Freire নামে জনৈক পর্তুগীজ মহিলাকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু জীবনের এই প্রেমের জন্য তিনি দুইবার আঘাত পান, একবার মহিলার অন্যত্র বিবাহে, দ্বিতীয়বার সন্তানপ্রসবে তার মৃত্যুতে। জনৈক বন্ধুর প্রণয় ব্যাপারের সঙ্গে হঠকারিতার

জন্য জড়িয়ে পড়ে নির্বাসিত হন এবং নেপ্‌লস্‌-এ কিছুকাল বাস করার পর সামান্য এক যুদ্ধে যোগদান ক'রে নিহত হন। এই তাঁর ৩৩ বৎসরের জীবন। শেষ তিনবৎসরে তাঁর লেখা পূর্ণতা লাভ করে, পেট্রার্কের রচনাশৈলীর সঙ্গে ভার্জিল হোরেসের ভাবগম্ভীরতা একসঙ্গে মিশে তাঁর ভাষাকে ব্যঞ্জনাময় ক'রে দিয়েছিল। তাঁর ভাষার কারুকার্য ও সুষম ব্যঞ্জনাবৃত্তি তাঁর ভাষাকে প্রাচীন রোম, ফ্লোরেন্স ও নেপ্‌লস্‌-এর পরিশ্রুত ভাষার সমকক্ষ ক'রে তুলেছিল। তাঁর প্রথম রচনা একটি কাব্যকথা (Eclogue)—দুইটি মেষপালকের সংলাপের মাঝে একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী ফুটে উঠেছে—সেটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ডোনা ইসাবেলের প্রতি গভীর ভালবাসার অভিব্যক্তি। Sannazaro-র আর্কেডিয়া হয়ত তাঁকে গ্রাম্য পরিবেশের মাধুর্য দিয়ে থাকবে, অথবা Poliziano-র Orfeo হয়ত তাঁকে পৌরাণিক পরিবেশ পরিবেশন করে থাকবে কিন্তু তাঁর প্রণয়ের গভীর অভিব্যক্তি ও শক্তিশালী সীমিত ভাষার ব্যঞ্জনা তাঁকে যুগস্রষ্টা ক'রে তুলেছিল। তাঁর ছন্দচঞ্চল কবিতায় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, এবং পুষ্পের পেলবতা। তাঁর বন, স্পেনের বীচ ও ছোট ওক্‌, তাঁর চারণভূমি, টাগাস ও দানিউবের তটভূমি, তাঁর মধ্যে অলৌকিক পরী ও পৌরাণিক দেবদেবীর আবির্ভাব হলেও তা মানব-জীবনের কাহিনী, মানব-অন্তরের কথা। জীবনের শেষ তিন বৎসরে তিনি স্পেনের নতুন যুগের সৃষ্টি ক'রে গেছেন। প্রাচীনপন্থী বিরোধী দল তাঁর ভাষা ও লিখনশৈলীর নিন্দায় মুখর হ'য়ে মুছে গেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্য-সাহিত্য জয়ী হ'য়ে স্পেনের বিরাট সাহিত্য গ'ড়ে তুলেছে Lope, Góngora ও Quevedo-র মধ্যে।

এই দুইটি দেশের কবিগণ পরবর্তী সময়ে Garcilaso-র ছন্দ ও ভাষার অনুকরণে আরও গভীর এবং দার্শনিক কবিতা লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে পর্তুগীজ কবি Luís De Camões তাঁর এপিককাব্য Os Lusiadas-এর জন্যই প্রসিদ্ধ কিন্তু গীতিকবিতায়ও তিনি রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। তাঁর গীতিকবিতায় Garcilaso-র ব্যঞ্জনাবৃত্তি নেই। তাঁর মত সংক্ষিপ্ত ও সুগঠিত নয় কিন্তু জীবনের ব্যর্থতা ও স্টোইকসুলভ একটা দার্শনিকতা তাঁর কবিতাকে মধুর করেছে। তাঁর এপিককাব্য কেবলমাত্র যুদ্ধ ও ব্যর্থপ্রেমের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র করেনি, ট্যাসো ও ভার্জিলের মত একটা সামগ্রিক জাতীয় জীবন ফুটিয়ে তুলেছে। গোয়া ও মাকাও-এর যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়ে অত্যন্ত দুঃখময় জীবন যাপন করেছিলেন কিন্তু তথাপি তাঁর কাব্য জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি। তাঁর গীতিকবিতার মধ্যে ব্যর্থপ্রেম একটা অতিজাগতিক সৌন্দর্যের প্রয়াসী—তাঁর মানবতার যাত্রা ভাস্কোডাগামার ভারত আগমনের মত এক আবিষ্কার-যাত্রা। তাঁর Babel ও Siao (Babylon and Zion) কাব্য হিসাবে অতুলনীয়। তাঁর পূর্বেও পর্তুগালে গীতিকবিতা এবং কাব্যকথা লেখা হয়েছিল ; লেখকদের মধ্যে Francisco de Sà de Miranda (১৪৯০-১৫৫৮), তাঁর অনুরাগী Antonio Ferreira (১৫২৮-৬৯) এবং Diogo Bernardez (১৫৩০-১৬০০) উল্লেখ-

যোগ্য। পর্তুগালের এই জাগৃতি স্বল্পায়ু। তার শেষ রাজা Don Sebastião মুরদের সঙ্গে এক যুদ্ধে ১৫৮০ সালে নিহত হন এবং পর্তুগাল স্পেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন স্বাভাবিক কারণেই হৃতগৌরব পর্তুগীজ ভাষা অনাদৃত প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত হয়।

Camões-এর সমসাময়িক স্প্যানিশ কবি Luis de León (১৫২৭-৯১) মানবতাবাদী কবি। তিনি প্রথম ভলগেটের সং অফ্ সংস্-এর প্রথম স্প্যানিশ অনুবাদক। সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পণ্ডিত অধ্যাপক তাঁর প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য কারারুদ্ধ হন এবং পাঁচ বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম দিন ক্লাসে 'As I was saying the other day…" ব'লে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। তখনকার রেনেসাঁ যুগে শহরের বিলাসব্যসন ও চাকচিক্য ত্যাগ ক'রে সুদূর গ্রাম্য শান্ত পরিবেশে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা চলতি আখ্যানবস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ভাব ও পার্থিব জগতের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তিনি মিস্টিক কিন্তু হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে। প্লেটোর অনুরাগী এবং খ্রীষ্টান হিসাবে তিনি সংযমী, তাই কামনার দীপ্তি সেখানে নাই, কিন্তু সঙ্গীতের মাধুর্য আছে। কবি হিসাবে তিনি ভার্জিল ও হোরেসের অনুগামী এবং Garcilaso-র ছন্দ সৌকুমার্যের উত্তরাধিকারী।

Fernando De. Herrera (১৫৩৪-৯৭) স্পেনের এই স্বর্ণযুগের কবিতাকে মিলটনের মত আভিজাত্য দিয়ে উজ্জ্বলতর করেছেন। তিনি সারাজীবন Seville-এর এক গ্রামে কাটিয়েছেন, জীবন তাঁর দারিদ্র্যপীড়িত কিন্তু তিনি সেভাইলের সাহিত্য-কেন্দ্রের স্রষ্টা। প্রেম সম্বন্ধে একটা প্লেটোনিক ভাব নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। প্রাচীনপন্থী ব'লে তাঁর রচনা অলঙ্কার ও ছন্দভারে পীড়িত কিন্তু পরের যুগে তাঁর কবিতাই আদর্শ হ'য়ে দাঁড়ায়। কবি St. John of the Cross (১৫৪৫-৯১) সামান্যই লিখেছেন কিন্তু লেখার মধ্যে মানবাত্মার 'সমাধি' ভাব তথা বৈষ্ণব কবির ভাবসম্মেলনের মত একটা কমনীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পবিত্র। তিনি মনে-প্রাণে সন্ন্যাসী ও সংযমী হওয়ায় তাঁর বিলাসব্যসনপ্রিয় সহযোগীদের ষড়যন্ত্রে তাঁকে কারাবরণ করতে হয় এবং শেষজীবনে Andalusia-তে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয়।

স্বর্ণযুগের এই কবিগণের অনেকের লেখাই তাঁদের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। কেবলমাত্র Herrera-র কবিতাই তাঁর জীবনকালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই যুগে কবিতা বা কাব্যসাহিত্য থেকে গদ্যসাহিত্যই অধিকতর উন্নতি করেছিল। তখন প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম স্পেনে প্রবেশ করেছে, তার প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করতে ধর্মসংস্কার করা হয় এবং ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। St. John-এর Dark night of the Soul প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক ধর্মীয় সাহিত্য ধর্মের আসনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, এবং ধর্মমূলক সাহিত্যের প্রসার ঘটে। Garcilaso নবযুগের কবিতার স্রষ্টা, এবং Luis de León গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁর Perfecta

Casada (The perfect bride) স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন তত্ত্ব হলেও তাঁর সংযমী জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাতন তত্ত্ব মানবতাসমৃদ্ধ হ'য়ে গভীর অনুভূতিসম্পন্ন ও হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। কারাগারের অন্তরালে বসে তিনি De los nombres de Cristo লেখেন এবং নিউ টেস্টামেন্টের যিশু চরিত্র এই রচনায় অনবদ্য সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। তিনিই একমাত্র লেখক যিনি খ্রীষ্টান হয়েও অ-খ্রীষ্টান ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। পক্ষান্তরে Santa Teresa (১৫১৫-৮২) নানা নগর ভ্রমণ ক'রে ইহুদীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিন্তু মানবদরদী লেখিকার লেখায় তার স্পর্শ মেলেনি। এই লেখিকা প্রকৃত রচনাশক্তির অধিকারিণী। তাঁর দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি তাঁর ধর্মজীবনের কথা আর একখানি তাঁর জীবনী। তাঁর ধর্মজীবনের আধ্যাত্মিকতা রহস্যঘন মধুরতার আধার এবং তাঁর জীবনী বিষয়মুখী ও ব্যঙ্গে শ্লেষে আজও সুখপাঠ্য। তাঁর ভাষাও ছিল খুব স্বাভাবিক, শক্তিশালী চলতি ভাষা।

এই স্বাভাবিক লিখনশৈলী এবং বাস্তবতা এসে পূর্ণতা লাভ করে স্পেনের শ্রেষ্ঠ লেখক, নবযুগের উপন্যাস সাহিত্যের আদি লেখক Miguel de Cervantes (১৫৪৭—১৬১৬)-এর মাঝে। তাঁর প্রথম উপন্যাস (নভেল) La Galatea গ্রাম্যজীবন মেষপালক-পালিকাদের জীবন নিয়ে লেখা কাহিনী। এ সময়েও তিনি মধ্যযুগীয় কাহিনীর প্রতি আস্থাহীন হ'য়ে ওঠেননি। তাঁর Tale of Foolish Curiosity ইতালীর ডেকামেরনের অনুকৃতি হিসাবে লেখা ব্যঙ্গাত্মক বৃহৎ গল্প। কারভেনটিসের জীবন Camões-এর জীবনের মতই নিঃস্ব—তবে তা হৃদয়ের দিক থেকে ততটা নয় বরং অর্থের দিক থেকে। চলতি নাটক লিখে এবং সামান্য চাকুরী ক'রে তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি। সম্ভবতঃ তহবিল তছরূপের দায়ে কারাবাসও ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তখন রোমান্টিক প্রেম ও সিভলরির প্রতি একটা বিরূপতা গ'ড়ে উঠেছিল এবং সেই বিরূপতা তাঁর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে তাঁকে পৃথিবীর স্মরণীয় এবং বরণীয় স্রষ্টায় পরিণত করেছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha-ই এই কেন্দ্রীভূত বিরূপতার ব্যঙ্গোক্তি। তাঁর এই রচনার সাফল্য, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দেখতে দেখতে তাঁকে প্রখ্যাত করেছিল। তাঁর এই লেখার উদ্দেশ্যকেও ছাড়িয়ে গেল তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডে সাঙ্কো পাঞ্জার অভিযানের মধ্যে। তখন এই প্রকল্পিত অভিযান আইডিয়া জগতের অভিযান হ'য়ে দাঁড়াল। ডনের বিশ্বাস এবং সাঙ্কোর অবিশ্বাস দুই-ই সম্ভাব্য ব'লে পরিগণিত হল। উইণ্ড মিল, গ্রাম্য নাপিত, গ্যালী ক্রীতদাস, ছাগল দলের সঙ্গে কেবল যুদ্ধই হল না, তাদের অভিযান রোমান্টিক প্রেমকে নূতন ভাবে বিচার করল, নূতন চোখে দেখল। ডন যদি Dulcinea-কে রাজকন্যা মনে ক'রে থাকে তবে সেই সত্য, বাস্তবে সে কৃষককন্যা হলে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এমন কি যদি প্রেমিকা কেবল কল্পনারই হয় তাতেও কিছু আসে যায় না যদি প্রণয়ী তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করে, তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে। শিক্ষায় চিন্তাধারায় ও মনে তিনি

নতুন যুগের যুক্তিবাদী, তাই তিনি তখন গাথা-কাহিনী, রোমান্টিক প্রেম ও সিভলরিকে মর্মান্তিক ঠাট্টা করলেন। ১৬শ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত সত্যকার জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি হয়নি বলা যায়,—মধ্যযুগে মানুষকে ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয়নি, দেখা হয়েছে বিশ্বজগতের একটা মানবিক রূপ হিসাবে। শেক্সপীয়র যখন লেডি ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ফলস্টাফ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তখন কারভেনটিস্ তাঁর এই দুই চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। La Celestina থেকে এ পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছয়টির বেশী চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র নয় কিন্তু তাঁর কুইকজোট ও সাঙ্কো পাঞ্জা দুইটি সত্যকার চরিত্র। অরলাণ্ডো বা চার্লিম্যাগ্নির ভঙ্গুর চরিত্রের থেকে এই দুইটি চরিত্র অধিকতর স্পষ্ট, স্বাভাবিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য।

এই ব্যঙ্গ-কাহিনীর সাফল্যের পরে লেখক ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেন। এবং বোক্কাসিওর পরে তিনিই প্রথম ছোটগল্প লেখক। তাঁর Exemplary Novels-এর মধ্যে তাঁর বিদ্রূপাত্মক গল্পগুলি শ্রেষ্ঠ। তাঁর La Tia fingida (The Feigned Aunt), চোরের রান্নাঘর, এবং একটি ছাত্র যে তাকে কাঁচের তৈরী মনে করত তার অতিকল্পিত কাহিনী, জিপ্‌সী মেয়ের গল্প (El Licenciado Vidriera), সৈনিকদের ব্যঙ্গ (The Colloquy of the Dogs) গল্পগুলি যেমন বাস্তব তেমনি প্রখর বচনভঙ্গিতে অনবদ্য। ডন কুইকজোটের দ্বিতীয় খণ্ড প্রখরতর চিন্তাশক্তি ও লিখনশৈলীর পরিপক্কতার প্রমাণ—কল্পনা তার দৃঢ়তর, পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি তার নাইটের প্রতি কেন্দ্রীভূত হ'য়ে পড়ে। ডনের পৃথিবী বাস্তবের থেকে সুন্দর, বাস্তব পৃথিবী অধিকতর নাটকীয়—তার অভিযান Aristo-র অভিযান থেকে বেশী সত্যকার।

তাঁর ভাষা Santa Teresa-এর ভাষার মত কথিত ভাষা, হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাষা, সম্ভ্রান্ত সামন্ত আর তাদের পারিষদের নয়। তাঁর Tale of Foolish Curiosity যেন সাধারণের জন্য সাধারণ গল্প বলা হয়েছে। তাঁর ভাষা প্রত্যক্ষ, স্বাভাবিক, প্রাকৃত, তাই হৃদয়স্পর্শী। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর যে, এই ভাষাকে গ্রহণ ক'রে সাফল্য লাভ করবার মত কোন প্রতিভা তখন স্পেনে জন্মায়নি, কিন্তু ফরাসী প্রতিভা René Lesage এবং ইংরাজ ঔপন্যাসিক Fielding ও Dickens তাঁর ভাষাকেই গ্রহণ করেন এবং তাঁদের সৃষ্টি কারভেন্টিসেরই ধারার অনুস্মৃতি।

ডন কুইকজোট প্রকৃত উপন্যাস হয়ত নয়, বরং বলা যায় ব্যঙ্গাত্মক এপিক। ঘটনার দিক থেকে তার নায়ক ও অন্য চরিত্র হয়ত স্বাভাবিক ও বাস্তব নয় কিন্তু তত্ত্ব ও তথ্যের ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক। তাঁর এই সৃষ্টির কাছে পুরাতন দৈত্য ও বামনের গল্প, বীর ও দস্যুর অভিযান, সম্ভ্রান্তবংশীয় রোমান্টিক প্রেম একেবারে হাস্যকর প্রতিপন্ন হ'য়ে গেল এবং তাঁরই সৃষ্টির মধ্যে ভবিষ্যতের বাস্তব চরিত্রের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল। অবশ্য কারভেন্টিসের শিক্ষা জগত গ্রহণ করেনি এবং তা ব্যর্থ হয়েছে,—ধর্মভিত্তিক মননশক্তি এবং মস্তিষ্কজাত মানবতা উভয়ই নিষ্ক্রিয়

হ'য়ে গেছে। পৃথিবীর নানা ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্য গঠনে, আইন প্রণয়নে, সম্পদ আহরণে আজও কূটকজোটিক মনোবৃত্তিই প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে জীবনের মূল্যায়নে সঠিক পথ পায়নি। পশু-মানবের ধূর্ত মস্তিষ্কবৃত্তি ধর্মীয় শিক্ষা ও মানবতার বাণী উভয়কেই নস্যাৎ ক'রে দিয়েছে।

মানবতার যুগ

১২শ থেকে ১৬শ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বা ভারতীয় সাহিত্য ছিল ধর্ম ও নীতি আশ্রিত। তার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বা ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন প্রমাণ নেই কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে মঙ্গল-কবিগণ ও মহাভারত-রামায়ণের অনুবাদকগণ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই,—বেহুলা, কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড় দত্ত, বণিক প্রভৃতি চরিত্র সাহিত্যে অমর হ'য়ে আছে, কিন্তু এদের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মবিশ্লেষণ বা ব্যক্তিবাদের কোন চিহ্ন নেই। এই ধর্মনীতি-আশ্রিত সাহিত্য ১৮শ শতক পর্যন্ত চলে এসেছিল নির্বিবাদে। অবশ্য মৈমনসিংহ গীতিকায় মানব-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ না আছে এমন নয় কিন্তু সে কাহিনীও ধর্ম ও নীতিকে উপেক্ষা করেনি।

ইউরোপের এই কয়েক শতকের সাহিত্যের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের পিছনে মানব-চিত্তের বিকাশ ও বিবর্তনের প্রভাব ছিল, একথা নিশ্চয় ক'রেই বলা যায়। বর্তমান যুগের দর্শন বলতে যা বোঝা যায় তার আরম্ভও ১৩শ শতকে এবং ইতালীর নবজাগরণের যুগে এসে সেই নব-দর্শনের আলো সমগ্র ইউরোপকে আলোকিত ক'রে দেয়। এই আলোকে মানুষ আপনাকে ঘিরে তার চিত্তকে বিচার শুরু করে,—ধর্মনীতির অনুশাসনের বন্ধন ছিঁড়ে সে পৃথিবীর কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও আবিষ্কার, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত ক'রে অতীন্দ্রিয় জগত, তথা অধ্যাত্ম জগত ও পরমার্থকে জীবন থেকে দূরীভূত ক'রে দেয়। মানুষ চায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য,—এই স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের ইচ্ছাই সাহিত্যকে নূতন রূপ দেয়। এ যুগের দর্শন বিচারের মধ্যে মানব-চিত্তের এই পরিবর্তন লক্ষণীয়।

এই যুগের সাহিত্য ধর্ম-নীতির আশ্রয়ে তার জীবন আরম্ভ করেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু ১৩শ শতকের গীতিকবিতায় এবং ফরাসী কবি Muset-এর মধ্যে এসে আমরা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষ করেছি। Aucassin এবং Nicolette-র কাহিনীতে প্রথম খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ উপেক্ষা ক'রে নবনারীর স্বাভাবিক প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, Rose কাব্যের মধ্যেও মানুষ ধর্ম-নীতি থেকে এসে স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়িয়েছে। ইতালীয় কবি Jacopone--এর মধ্যে দার্শনিকতার সঙ্গে

বুদ্ধিবৃত্তি এসে দেখা দেয় এবং পেট্রার্কের মধ্যে এসে প্রথম মানবতা দানা বাঁধে, এবং বোক্কাসিওতে এসে তা বাস্তবতা লাভ করে। বুদ্ধিবাদ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সাহিত্যে। সমাজ-জীবন থেকে মানুষ বেরিয়ে এসে তার জীবনকে কেন্দ্রীভূত করেছিল ব্যক্তিতে। অর্থাৎ লোকশ্রেয় ও লোকস্থিতির আদর্শ থেকে স'রে এসে ব্যক্তিত্ববোধের ভিত্তিতে মানবতা অর্জনে প্রয়াসী হয়েছে। মানুষ আশা করেছিল, এবং পরবর্তী অনেক দার্শনিকও আশা করেছিলেন মানুষ বুদ্ধিবলে তার জড় জগতের দুঃখকে দূর ক'রে মানবীয় গুণে ভূষিত হ'য়ে মানুষ সত্যকার মানুষ হবে। পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভাবিত, অজ্ঞান মন চালিত তথা অবিদ্যাপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা মানুষ মানবত্ব লাভ করবে এ আশা আজ ২০শ শতকের ৭ম দশকে এসেও সফল হয়নি, একথা নিসংশয়ে বলা যায়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বেড়েছে কিন্তু হৃদয়বৃত্তি বাড়েনি, নীতিধর্মের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে সে হৃদয় বরং সঙ্কুচিত হয়েছে।

এই বুদ্ধি ও ব্যক্তিবাদের সঙ্গীরূপে সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়াল আনন্দদান (entertainment) সে আনন্দ ইন্দ্রিয়গতই হোক আর সুন্দরের সৃষ্টিই হোক। বুদ্ধিমান মানুষ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ, বুদ্ধি দিয়ে ধীরে ধীরে সাহিত্যকে ক'রে তুলল তার ব্যবসায়ের সামগ্রী, এবং এই ব্যবসায়-বুদ্ধি তার প্রখরতর হল ১৮শ শতকের শেষে যখন ইংলণ্ড ও ইউরোপে বিজ্ঞানের দানে শিল্পবিপ্লব শুরু হল। মরালিটি নাটক থেকে এল প্রহসন, জড়বাদী রেবেলাস জৈবজীবনের ভোগবাদকে ছেড়ে দিলেন পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে—ব্যক্তিস্বাধীনতার বাণীকে লোকে জয়ধ্বনি দিয়ে বরণ ক'রে নিল। এই ব্যক্তিবাদপ্রসূত ভোগবাদের স্বপক্ষে যত যুক্তিই থাক, তা যে জগতকে সুখী করেনি, মানুষকে সুখী করেনি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র দিকে তাকালে, সেকথা সুস্পষ্ট ভাবে আজ বোঝা যায়। পৃথিবীর জৈবজীবনই সত্যকার জীবন, তা-ই চরম মূল্য, একথা বিশ্বাস করতে শুরু করলে হৃদয়বৃত্তি সঙ্কুচিত হ'য়ে ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ হবে, এটা এমন আশ্চর্য কিছু নয়। মানবতার বাণী নিয়ে যে রেনেসাঁ ইতালীতে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে মানবতা, অর্থাৎ বুদ্ধিবলে জ্ঞানবলে মানবত্ব লাভ যে মানুষ করেনি তা পৃথিবীর ইতিহাসই সপ্রমাণ করেছে।

সাহিত্যের এই নবরূপায়ণের পিছনে মানব-চিত্তের যে দার্শনিক চিন্তাধারা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে তা বিশ্লেষণ করলে এই রূপায়ণের তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে।

অন্ধকার যুগোত্তর দর্শনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ তা বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক,—পুরাতন দর্শন ছিল কান্ত (aesthetic) এবং মধ্যযুগে ভগবৎশাস্ত্রকেন্দ্রিক। বর্তমান দর্শন সুন্দরকে চেয়েছে যুক্তি দিয়ে, ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেনি। মানবের ব্যক্তিগত সত্তার বিকাশ ও সামাজিক ন্যায়বিচার চেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নব্যদর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু পুরাতন দর্শন ছিল প্রতিষ্ঠানগত (Institutional)। অন্য কোন মনীষী বলেছেন বলেই তা অবশ্য গ্রহণীয় —এ যুক্তি তাঁরা মানেননি, তাঁরা যুক্তি চেয়েছেন। তৃতীয়তঃ পুরাতন দর্শন ছিল জাতীয়

এবং বর্তমান দর্শন আন্তর্জাতীয়। মানুষ যখন শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে (Dogma) গ্রহণ না ক'রে তাকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চাইল তখন থেকেই নব্যদর্শনের শুরু। Roger Bacon (১২১৪-১২৯৪) প্রথম এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং ১৪৫৩ সালে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন গ্রীক দার্শনিকগণ ইতালীতে আশ্রয় নিলেন সেই সময় থেকেই যে নতুন চিন্তাধারা দেখা দিল তাই আজ রেনেসাঁ নামে অভিহিত। তাঁরা বললেন,—বিশ্বজগত নয়, মানুষই সৃষ্টির কেন্দ্রে এবং মানবই বিচার্য বিষয়। পুরাতন সংস্কারকে ভেঙ্গে দিলেন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) গৃহীত হওয়ায় মানুষ সৃষ্টির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ ক'রে স্বাধিকারপ্রমত্ত হ'য়ে উঠল—যার ফলে ১৬৮৮-তে ইংলণ্ডে এবং ১৭৭৬ সালে আমেরিকায়, ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ দেখা দিল।

এই নব্য-দর্শনকে যুগ হিসাবে পণ্ডিতগণ নানাভাগে ভাগ করেছেন :

(১) মানবতার যুগ (১৪৫৩-১৬০০)—Bruno প্রভৃতি

(২) প্রকৃতিদর্শন (Natural Science) যুগ (১৬০০-১৬৯০)—Bacon, Hobbes, Descartes, Spinoza, Leibniz.

(৩) নবালোকের যুগ (Enlightenment) (১৬৯০-১৭৬১)—Locke, Berkeley, Hume.

(৪) আদর্শবাদের যুগ (১৭৮১-১৮৩১) Kant, Fichte, Hegel.

(৫) সাম্প্রতিক যুগ (১৮৩১ থেকে)—সোফেনহাওয়ার, কোঁতে, মিল, স্পেন্সার নিট্জে, রয়েস্, জেমস্ ডিউই, বারসোঁ প্রভৃতি।

ইউরোপে অন্ধকার যুগের শেষে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীগণ পুরাতন পুঁথি সংরক্ষণ করেছিলেন এবং তাঁরাই খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ভগবৎশাস্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এই Scholastic দর্শন এসে পূর্ণতা পায় St. Thomas Aquinas (১২২৫-৭৪)-এর মধ্যে। তিনি এ্যারিস্টটলের অনুগামী দার্শনিক, তবে এ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন, জগত নিম্নস্তর থেকে বিবর্তনের মধ্যে উচ্চস্তরে পৌছেছে, কিন্তু সেণ্ট টমাস্ বিশ্বাস করতেন, ভগবান একবারেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞান, সাহস, সহনশীলতা, ন্যায়বিচার এবং খ্রীষ্টীয় ভগবৎবিশ্বাস, মুক্তির আশা ও দানধর্মই শ্রেষ্ঠ নীতি ও ধর্ম। তাঁর এই মতবাদ নিয়ে ১৪শ।১৫শ শতকে বিরোধ সৃষ্টি হল, William of Occam (মৃঃ—১৩৩২) বললেন, তাঁর ধারণা বাস্তবানুগ নয় এবং এই প্রতিবাদে সেণ্ট টমাসের দর্শন আর বিশ্বাসযোগ্য রইল না।

মধ্যযুগীয় দর্শন এই Scholastic দর্শন থেকে দূরে সরে এল, তার প্রধান কারণ তাঁরা দেখলেন, বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা চার্চের doctrine-কে অনুমোদন করা চলে না। তাঁরা অন্যত্র এই বাস্তব জগত ও তত্ত্বকে খুঁজতে চাইলেন। তাঁরা গ্রীক পদার্থবিদ্যা, ইহুদীদের প্রকৃতিদর্শন, আরবীয় দর্শন, নবাবিষ্কৃত অঙ্কশাস্ত্র এবং রসায়ন শাস্ত্র চর্চা ক'রে বুঝলেন যে প্রাকৃতিক সত্য Scholastic দর্শন ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

বৈজ্ঞানিক বিচার ও পরীক্ষা দ্বারা সে সত্যকে বোঝা যেতে পারে কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা যায় না।

নূতন ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা তখন আরম্ভ হয়েছে, দান্তে পেট্রার্ক ও বোক্কাসিও লোকায়ত সাহিত্যকে জনপ্রিয় করেছেন, এবং ফ্লোরেন্স থেকে গ্রীকদর্শনের মানবতামূলক সংস্কৃতির প্রতি পণ্ডিতগণ আকৃষ্ট হয়েছেন। ফলে, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রানুশাসন ও ভগবৎশাস্ত্র অর্থহীন হ'য়ে পড়ল এবং তাকে কুসংস্কার আখ্যা দিয়ে তাকে নির্বাসিত করল। মানুষ তখন চায় নূতন আবিষ্কার নূতন তত্ত্ব, নূতন দর্শন।

বস্তুজগতে তখন নাবিকদের কম্পাস আবিষ্কৃত হয়েছে, আমেরিকা ও ভারতের সমুদ্রপথ এবং বারুদ আবিষ্কৃত হয়েছে। নগরের পত্তন হয়েছে—নগরবাসী মধ্যযুগীয় প্রাসাদবাসী নাইটের সমতুল্য। ছাপাখানা সৃষ্টি হয়েছে (১৪৫৪), বই ছাপা চলছে, লোকে বাইবেল পড়ে বুঝতে শিখেছে—যার ফলেই লুথারের ধর্মসংস্কার সফল হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে, তার ফলে মানব-চিত্তও নূতনতর তত্ত্ব ও তথ্যের প্রয়াসী হয়েছে। মানব-চিত্তের এই নূতন প্রকাশই এই যুগের দর্শন।

Nicholas of Cusa (১৪০১-৬৪) বিশ্বাস করেন, পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘোরে এবং বিশ্বজগত অনন্ত। তিনি কাণ্টের মত জ্ঞানের স্তরভেদে বিশ্বাসী এবং হেগেলের মত বিশ্বাস করতেন, ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের বিরুদ্ধতা উচ্চতম স্তরে গিয়ে মিলিত হয়। তাঁর মধ্যে Spinoza ও Leibniz-এর চিন্তাধারার অঙ্কুরও দেখা যায়। সুইজারল্যাণ্ডের Paracelsus (১৪৯৩-১৫৪১) বহু দেশ ভ্রমণ ক'রে বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে নূতন আবিষ্কারও করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বিজ্ঞানবলে মানুষের আয়ু বাড়ানো যায়। তাঁর ধারণা ছিল, মানুষের তিনটি দিক আছে, রক্তমাংসের দেহ, (astral spirit) অধ্যাত্ম অনুভূতি ও আত্মা, এই তিনটির যদি খাদ্য, শিক্ষা ও ভগবানে বিশ্বাসদ্বারা সম্যক্ পুষ্টিসাধন করা যায় তবে মানুষ কালজয়ী হতে পারে।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দার্শনিক Niccolo Machiavelli (১৪৬৯-১৫২৭) নিরঙ্কুশ জড়বাদী। প্রত্যক্ষ বাস্তব জগত ব্যতীত তিনি সমস্ত কল্পনা জগতকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর Prince আপাতদৃষ্টিতে ব্যঙ্গ সাহিত্য মনে হবে কিন্তু তিনি এই গ্রন্থই রাজাকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ইতালী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান হবে। তিনিই বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতে দেশের কল্যাণে ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে সমস্ত কিছু করা যায়, তা দুর্নীতি নয়। (২১০) অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থে তিনি নীতিবাদের মূলে প্রবল কুঠারাঘাত

(২১০) He thought that a Prince would be morally justified in seeking to accomplish this by any means whatsoever. This unabashed realism shocked his contemporaries.
History of Modern Philosophy—W. K. Wright—p. 26.

করলেন যা পরবর্তী ঔপনিবেশিক রাজত্বকালে ভয়াবহ হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। বিবেক, আদর্শ, এবং নীতি ব্যতীতও মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করা যায় অর্থাৎ বাস্তব জড়জগতের পরিপ্রেক্ষিতেও মানবচরিত্রের সবখানি ব্যাখ্যা করা যায় এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল। তাঁর এই বিশ্বাস ভুল হলেও আত্মকেন্দ্রিক মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিস্‌মার্কও এই বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে জাতির জন্য নীতি বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি।

Giordano Bruno (১৫৪৮-১৬০০) নেপ্‌লস-এর নিকটবর্তী Nola-র অধিবাসী। তিনি খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী হবার জন্য শিক্ষালাভ করেন কিন্তু শিক্ষান্তে ধর্মবিরোধী হ'য়ে পড়েন। জীবনের ১৬ বৎসর তিনি নির্বাসনে কাটিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত দেশে আসার পরে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ১৫৪৩ সালে কোপারনিকাসের মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর বিশ্বজগতের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘুরছে এবং এই ভাবেই নক্ষত্র-জগতের ব্যাখ্যা করা সোজা। এই বিশ্বে পৃথিবীর মত বহু গ্রহ-উপগ্রহ এবং সূর্যের মত বহু নক্ষত্র আছে। এই বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা খ্রীষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধী ব'লে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। পৃথিবী ভগবানের সৃষ্টি এবং ভগবানের আসন উপরে এবং পাতালে শয়তানের রাজত্ব-প্রভৃতি ধর্মীয় বিশ্বাসকে তিনি প্রবল আঘাত করেন। তিনি প্রথম বর্তমান নক্ষত্র-জগতের গঠন ও প্রকৃতি অনুমান করেন।

তিনি বলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি আপেক্ষিক, তাকে বুদ্ধি দ্বারা সংশোধন করা যায় এবং করতে হয়। তাঁর মতে ভগবান সৃষ্টির কারণ হলেও জড়জগতই ভগবানের (Matter is casa divina) স্বরূপ। এই বিশ্বাস তাঁর Struggle of Human Soul-এর মধ্যে দেখা যায়।

১৬০০ সালের পরের দার্শনিক যুগকে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বা দর্শনের যুগ বলা হয়। এই সময়ে জার্মানীর রিফরমেশন ভাবধারার বিরুদ্ধতা বেশ বেগবান হ'য়ে উঠেছে এবং এই বিরুদ্ধতা ইতালীতে স্বাধীন চিন্তাধারাকে ব্যাহত করল। জার্মানীতেও এই দার্শনিক চিন্তা কোনরূপ উৎসাহ পায়নি। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ও ফ্রান্সে তখন স্বাধীন চিন্তার মত পরিবেশ ছিল এবং তারই ফলে এই দেশেই প্রকৃতি দর্শন জন্মগ্রহণ করল।

তত্ত্ববিচারের প্রথম পথ নির্ণয় করেন ইংলণ্ডে বেকন এবং ফ্রান্সে ডেকার্টিস্‌। পরবর্তী যুগে পথনির্দেশক হলেন হবস্‌, স্পিনোজা এবং লিবনিৎস্‌। Francis Bacon (১৫৬১-১৬২৬) রাজা প্রথম জেমস্‌-এর লর্ড চ্যান্সেলর এবং দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সাধারণে তিনি প্রবন্ধকার হিসাবেই খ্যাত কিন্তু তাঁর দার্শনিক নিবন্ধ Advancement of Learning and Proper Method of Investigation by Inductive Logic (Novum Organum)-এ তাঁর তত্ত্ববিচারের প্রণালী বিবৃত করেছেন। তিনি প্রধানত যুক্তিবাদী, বিশ্বাস করতেন যে ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি থেকেই আমরা জ্ঞান আহরণ করি এবং সমীক্ষা ও পরীক্ষা

দ্বারা এই জ্ঞানকে আমরা প্রসারিত ও পুষ্ট করতে পারি। (২১১) তাঁর মতে চারটি বস্তু মানবের জ্ঞান আহরণের অন্তরায়; প্রথমতঃ অতীন্দ্রিয়তায় বিশ্বাস যেমন শুভাশুভ লক্ষণ, স্বপ্ন, জ্যোতিষ এবং সংস্কার। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত চরিত্রের দুর্বলতা ও চিত্তবিকার,—এগুলি সাধারণতঃ বংশধারা, শিক্ষা, অভ্যাস ও অবস্থাগত। তৃতীয়তঃ মানুষের কতকগুলি অপ্রাকৃত মূল্যায়ন যেগুলি অতীত থেকে মানব-সমাজে চলে এসেছে, যেমন অদৃষ্ট প্রভৃতি। চতুর্থতঃ যে সমস্ত বিশ্বাস মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে—সাধারণতঃ ধর্মীয় দার্শনিক তত্ত্ব থেকে অথচ যেগুলি সত্য ব'লে গ্রহণ করা বা প্রমাণ করা হয়নি। অর্থাৎ বেকন কেবলমাত্র যুক্তিগ্রাহ্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে চাইলেন, ধর্ম, নীতি, অতীন্দ্রিয়তা আধ্যাত্মিকতাকে যুক্তিগ্রাহ্য নয় ব'লে ত্যাগ করেন। কিন্তু যে যুক্তিকে তিনি সত্য দর্শন ব'লে মনে করলেন তা যে অবিদ্যাপ্রসূত বিকারগ্রস্ত মানব-চিত্তের যুক্তি সেকথা তিনি ভাবলেন না।

Thomas Hobbes (১৫৮৮-১৬৭৯) প্রধানতঃ গণিতবিদ এবং তাঁর চিন্তাধারার অনেকখানিই জ্যামিতিক। হবস্ জড়বাদী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম চিন্তানায়ক। ১৬৪০ সালে সংক্ষিপ্ত পার্লিয়ামেণ্টের সময় তিনি রাজা ও তাঁর আভিজাত্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং বলেন, রাজার যুদ্ধ করবার, সন্ধি করবার অধিকার আছে, কর ধার্য করা এবং আদায় করার অধিকারও তাঁরই। পার্লিয়ামেণ্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে এই ভয়ে তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে যান এবং ১৬৫১ সাল পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তখন প্যারিতে Gassendi এবং Descartes-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি নির্বাধ রাজতন্ত্রের (Absolute Monarchy) পক্ষপাতী ছিলেন—তিনি এই যুগের শ্রেষ্ঠ জড়বাদী দার্শনিক, তাঁর মতে বস্তুই সৃষ্টি এবং যা পরিবর্তনশীল তাই গতি।

তাঁর নীতিবাদও জড়বাদী ব্যক্তিবাদ। মানুষের আদিমজীবনে যখন রাজ্য এবং রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি তখন মানুষ চাইত আত্ম সংরক্ষণ (self preservation) এবং সে তার জীবনে চেয়েছে সুখ, লাভ ও গৌরবের তৃপ্তি। তখন কোন নীতি ছিল না, নিজের জন্য ছলে-বলে-কৌশলে আনন্দ আহরণ করাই ছিল নীতি এবং সেই জন্য সকলেই ছিল যুদ্ধরত। সেই আদিম যুগে সকলেই ভয় দুঃখ ও দারিদ্র্যে জীবন কাটাত।

দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এই রেষারেষি ও আত্মরক্ষা ও স্বাধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ অনিবার্য ও স্বাভাবিক। অতএব ছলে-বলে-কৌশলে সেই অধিকার রক্ষাই নীতি। (২১২) এই জাতীয়তাবাদে তিনি ম্যাকিয়াভেলীর অনুগামী। তাঁর শিক্ষা

---

(২১১) Bacon as an empirist, believed that human knowledge begins with sense experience and can be enlarged by careful observation and experiments.
—Ibid—p. 43

(২১২) Force and fraud are the cardinal virtues in relations between states, at least in time of war, on this point Hobbes seems to agree with Machiavelli.
—Ibid—p. 64.

ইংলণ্ড আজও ভুলে যায় নি। শান্তি ও আত্মরক্ষার জন্য মানুষ সমাজ ও সামগ্রিক রাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি করেছে, যেমন অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতি। তার মধ্যে ইংলণ্ডে তিনি রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন। তিনিই বলেছেন, "King can do no wrong." রাজা মানুষের কাছে তাঁর কাজের জন্য দায়ী নয়, দায়ী একমাত্র ভগবানের কাছে।

নীতির দিক থেকে মানুষের পক্ষে কতকগুলি আইন নিজের স্বার্থেই মানা দরকার। মানুষ বুদ্ধি দ্বারাই দেখেছে সকলের পক্ষে এবং ব্যক্তির পক্ষে কতকগুলি নীতি মেনে চলা সকলেরই স্বার্থরক্ষার সহায়ক, অতএব তা মানা তার কর্তব্য। এখানে তিনি স্বার্থ (interest) এবং নৈতিক কর্তব্যকে (moral obligation) এক ক'রে ফেলেছেন। এই আইনগুলি স্বাভাবিক—মানুষ শান্তি চায়, অতএব শান্তির পথই সে খুঁজবে। যতক্ষণ অন্য ব্যক্তিও শান্তি চায় ততক্ষণ নিজের রক্ষার জন্যই সে শান্তি কামনা করবে। অন্যকে সে যতখানি স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ততখানি স্বাধীনতা নিয়েই সে সুখী থাকবে।

তিনি মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও স্বাভাবিক পরিণতি ও আকাঙ্ক্ষা বিচার করেই এই নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষ স্বার্থপর এবং জড়জীবনের সুখ-ভোগই প্রকৃত সুখ, এই দুটিকে সত্য ব'লে ধ'রে নিয়েই তিনি তাঁর নীতিবাদ খাড়া করেছেন। কিন্তু মানুষ সর্বদাই স্বার্থপর একথা সত্য নয়, তার মধ্যেও সামাজিক অনুভূতি ও মানব-প্রেম আছে। তার নিরীশ্বরবাদও সত্য নয়, কারণ মানুষের জীবনে জাগতিক সুখভোগ ছাড়াও চাইবার অনেক কিছু আছে। অবশ্য তিনি ব্যক্তিবাদকে নিরীশ্বরবাদের থেকেও বেশী মূল্য দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত নীতিবাদই এই দুইটি মস্তিষ্কগত নির্লজ্জ অহংবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। (২১৩)

ফ্রান্সে তাঁর সমসাময়িক René Descartes (১৫৯৬-১৬৫০) জড়বাদী হলেও নিরীশ্বরবাদী নয়। রেনেসাঁর ভাবধারায় তাঁর প্রভাব গভীরতর এবং তাঁকেই বর্তমান যুগের দর্শনের পথিকৃৎ বলা হয়। বড়লোকের ঘরে তাঁর জন্ম, ছাত্রহিসাবেও খুব মেধাবী ছিলেন কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর কোনকালেই ভাল ছিল না। সারাজীবনই পড়েছেন অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে। ১৬১৪ সালে পড়া শেষ ক'রে প্যারির বাবুজীবন কাটাতে যান কিন্তু তা তাঁর ভাল লাগে না। জুয়া ভাল খেললেও তাতে তাঁর আনন্দ ছিল না। অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ধৈর্যশীল ব'লে বিদেশে সামরিক বিভাগে কিছুদিন কাজ করেন। এই সময়ে তাঁর দর্শনের প্রণালী (Method) আবিষ্কার করেন। ১৬২১ সালে সামরিক বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে, নিজের জমিদারী বিক্রি ক'রে মজুত অর্থে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। তখনই তিনি প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন। ১৬২৯ পর্যন্ত প্যারি এবং পরে নিরুপদ্রব জীবনযাপনের

(২১৩) Hobbes' ethical and politcal philosophy is based on egoism and hedonism. Men do and should act only in accordance with their own interest.
—Ibid—p. 65

জন্ম হল্যাণ্ডে যান। ১৬৪৯ সালে সুইডেনের রাণী ক্রিস্টিনাকে দর্শন পড়াতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হন এবং ১৬৫০ সালে মারা যান।

তিনি পুরাতন গ্রীক দর্শনেরই অনুগামী, গ্রীক আদর্শবাদ ঠিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাই তিনি সেই আদর্শবাদকে তর্কশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। (২১৪) তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতিতে দার্শনিক বিচার করেছেন—প্রথমে কিছুকেই সত্য বলে গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না তা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি বস্তু পরীক্ষা করতে হবে; তৃতীয়তঃ, সরল থেকে জটিলে যেতে হবে; চতুর্থতঃ, সব দিক থেকে বিচার করতে হবে যাতে কিছু বাদ না পড়ে, তার পরে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে।

তাঁর Cogito Ergo Sum (I think therefore I am) Dubito Ergo Sum (I doubt therefore I am)-এর যুক্তি বিশ্লেষণ তিনি করেছেন এইভাবে—যদি আমি সন্দেহ করি আমার অস্তিত্ব, তবে আমার সন্দেহ নিশ্চিত হ'য়ে প্রমাণ করে আমার অস্তিত্ব। তিনি দেখেছিলেন ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান এরা ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধিপ্রসূত এবং সেই জন্যই এর সত্য সন্দেহাতীত নয়।

তিনি ভগবানে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর যুক্তি জ্যামিতিক। আমি পরমপুরুষ ধারণা করতে পারি না, কারণ আমি সসীম ও অসম্পূর্ণ কিন্তু কারণ ব্যতীত কার্য নেই। অতএব পরমপুরুষ না থাকলে আমি সসীম ও অসম্পূর্ণ এ ধারণা করতে পারতাম না, অতএব পরমপুরুষ আমি ধারণা করতে পারি।

আমি কী? আমার স্বরূপ কী? আমি সন্দেহ করি, সত্য বলে গ্রহণ করি, অস্বীকার করি, ইচ্ছা করি, কল্পনা করি, অনুভব করি, এ সবই আমার গুণ। অতএব আমার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সত্ত্বা বা আত্মা আছে। কিন্তু এই সত্তা সসীম ও অসম্পূর্ণ, অতএব অসীম ও পূর্ণ পুরুষ আছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি। আমি আছি বিশ্বাস করলেই আমার স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন একথাও স্বীকার করতে হয়। এখানে তিনি বুদ্ধিগত অধ্যাত্মবাদী।

তিনিই প্রথম দার্শনিক যিনি দেহ ও মনের সম্পর্কের জটিলতার সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেহ থেকে মনে উত্তেজনা আসে, মন থেকে দেহে উত্তেজনা আসে, অতএব এই সম্পর্ক বিচার দুরূহ। তাঁর শেষ পুস্তক The Passions of the Soul-এ তিনি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

রেনেসাঁর যুগে তাঁর লেখা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একটি কারণ তাঁর ভাষা সুন্দর সুগঠিত ও বেগবান। তাঁর রচনা রোমে ও ফ্রান্সে নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাঁর দেহ মনের সম্পর্ক বিচারে তিনি হবস্-এর মত জীবনের একটা

(২১৪) In fact Descartes was championing the cause of the old idealistic Philosophy. The idealism of ancient Greeks lacked any definite method.
History of Western Phil.—N. V. Joshi—p. 70

যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন (২১৫) অর্থাৎ যে তত্ত্ব কেবল অনুভূতির দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সেই তত্ত্বকে হবস্ ও ডেকার্টিস্ উভয়েই জ্যামিতিক বিচার ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন।

Spinoza (১৬৩২-১৬৭৭) রেনেসাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দার্শনিক। জীবদ্দশায় তাঁর দর্শন অপাংক্তেয় হয়েই ছিল কিন্তু ১৮শ শতকের শেষে তাঁর দর্শন আদৃত হয়। তিনি ইহুদী, আরবীয় ও খ্রীষ্টীয় দর্শন এবং ব্রুনো ও হবস্-এর দর্শনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জাতিতে ইহুদী ব'লে স্পেন ও পর্তুগাল থেকে তাড়িত হ'য়ে আমস্টারডামে আসেন এবং ব্যবসায়ে অবস্থাপন্ন হন। এখানেই তাঁর পূর্বপুরুষ বাস করতেন। বাল্যকালে ভাল শিক্ষা লাভ করেন কিন্তু বাইবেলের শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে এক ব'লে মনে করায় (অদ্বৈতবাদী ?) খ্রীষ্টান ও ইহুদী উভয়েই তাঁকে ত্যাগ করে। তাঁর ভগ্নীও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে তাঁকে নাস্তিক ব'লে প্রচার করেন এবং তিনি ইহুদী সমাজ থেকেও তাড়িত হন। তিনি নামের প্রথম অংশ Benidict নাম নিয়ে খ্রীষ্টানদের মধ্যে বাস করেন এবং চশমার কাচ তৈরী ক'রে জীবিকা নির্বাহ করেন। লণ্ডন থেকে রয়াল সোসাইটির লোকও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। Heidelburg বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, এবং এমন কি রাজা ষোড়শ লুইএর অনুরোধ ও পুরস্কারের লোভেও তিনি তাঁর নামে বই উৎসর্গ করেননি। দারিদ্র্য ও কাচের ধুলার থেকে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হ'য়ে মারা যান। তিনি ডেকার্টিসের জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং তাঁর তত্ত্বও ব্যাখ্যা করেন।

তিনি প্রকৃত মঙ্গল খুঁজেছেন। ধন খ্যাতি ও ভোগ বা নশ্বর বস্তুর প্রীতি-মমতা থেকে মানব-মঙ্গল হয় না, যদি শাশ্বত এমন কোন কিছু থাকে যা মানব-মন থেকে নশ্বর পৃথিবীর এই ভোগাকাঙ্ক্ষাকে দূর করতে পারে তবে তাই কাম্য। এই শাশ্বত মঙ্গলের মূলই ভগবান এবং তাঁর প্রেমই অবিনশ্বর আনন্দের পথ। ভগবান সম্পূর্ণ এবং সর্বময়, অতএব তাঁর মানুষের মত আবেগ নেই, অনুভূতি নেই, বুদ্ধিবৃত্তি নেই। ভগবান সম্বন্ধে এই ধারণাকে খ্রীষ্টানগণ নাস্তিকতা মনে করেছেন, কারণ তিনি ভগবানকে দেবতা মনে করেননি—যে দেবতা মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল বিধান করেন, যাঁর কাছে মানুষ প্রার্থনা ক'রে সাহায্য চায়, সান্ত্বনা চায়।

তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ Ethics-এ তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতিতে মানুষের জ্ঞানের বিচার করেছেন। তার তিনটি স্তর, (১) মতবাদ (২) যুক্তি (৩) স্বজ্ঞা, (Intuition)।

(২১৫) He shares with Hobbes the credit for bringing to attention the mechanistic theory of life and the distinction between the primary and secondary qualites. History of Modern Philosophy—W. K. Wright—p. 84-85

মতবাদ বলতে ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান, ঐতিহ্য, ইতিহাসগত অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ তিনি জাগতিক জ্ঞান, ধারণা, স্মৃতি, কথা, প্রতীক প্রভৃতিকে বুঝেছেন এবং সেগুলি ভ্রান্তিকর ব'লে মনে করেছেন। যুক্তি বলতে তিনি বুঝেছেন যে, মানুষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ আইডিয়া আছে, কারণ সকলেরই দেহ ও মন আছে এবং সাধারণ গুণ আছে। এবং সেই সাধারণত্ব থেকে আমরা কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারি এবং তা ভ্রান্তিকর নাও হতে পারে। স্বজ্ঞা আসে ভগবানের অস্তিত্ববোধের থেকে এবং এই অস্তিত্ববোধই বস্তুজগতের অস্তিত্বজ্ঞান দান করে।

মানবের প্রকৃত স্বাধীনতা কী? মানুষ যতক্ষণ অসীম জাগতিক জীবনের নশ্বর বস্তুর মোহে আচ্ছন্ন ততক্ষণই সে পরাধীন, তারা জাগতিক ঘটনা স্রোতের তৃণ; মানুষ তার জৈবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ের দাস। কিন্তু জাগতিক ঘটনা কার্য ও কারণকে যদি অনন্ত শক্তি ভগবানের প্রকাশ ব'লে গ্রহণ করা যায় তবেই মানুষ স্বাধীন হতে পারে।

কিন্তু সমাজ-দর্শনে এসে স্পিনোজা প্রকৃতিবাদ (Naturalism) এবং অহংবাদের পৃষ্টপোষক; যদিও তা শেষ পর্যন্ত একটা অধ্যাত্মবাদ আশ্রয় করেছে। তিনি আদিম মানুষের অহংবাদকে স্বাভাবিক বললেও তিনি মানুষকে তার মঙ্গল-চিন্তা করতে বলেছেন এবং যৌক্তিকভাবে এবং সৎভাবে (Virtuously) তার পাওনাকে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। এমনি ক'রে মানুষ যদি তার পাওনাকে সৎভাবে এবং প্রকৃত মঙ্গলকামী যুক্তি দ্বারা বিচার করে তবে সমাজ সামগ্রিকভাবে একমন হ'য়ে সুখী হতে পারে। অন্য দিকে তিনি হবস্-এর মত বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতি-জগতে মানুষের পক্ষে ক্ষমতাবলে পারিপার্শ্বিক থেকে সবকিছু আহরণ করার অধিকার তার আছে, এবং এই অহংবাদের সংগ্রাম থেকেই ভয় ও সঙ্কট দেখা দেওয়ায় মানুষ স্বেচ্ছায় একত্রিত হ'য়ে রাষ্ট্র গঠন করেছে। স্পিনোজা কিন্তু হবসের মত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তাঁর মতে সাধারণতন্ত্রেই মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। দুই রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ততক্ষণই স্থায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত সে বন্ধুত্ব উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল। কোন রাষ্ট্রনায়কই তাঁর রাজ্যের স্বার্থের থেকে নিজের প্রতিজ্ঞা বা কথাকে বেশী মূল্যবান মনে করতে পারেন না।

আদর্শবাদের দিক থেকে তিনি ডেকার্টের অনুগামী এবং ভগবান ও ধর্মীয় তত্বের দিক থেকেও তিনি তাঁর পথের পথিক, কিন্তু নীতিবাদের দিক থেকে তিনি যুক্তিবাদী এবং দার্শনিক সমস্যার বিচারের দিক থেকে তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। (২১৬)

Leibnitz (১৬৪৬—১৭১৬) রেনেসাঁর শেষ দার্শনিক। এঁর পরেই

(২১৬) But when we turn to Spinoza's solution of the philosophical problem we find that his attempts are as futile as those of his predecessor, Descartes. Ibid—Joshi—p. 84.

নবালোকের যুগ। তাঁর New Essays on Human Understanding ১৭৬৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরে দার্শনিক চিন্তাজগতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হয় এবং এর অনুসৃতি দেখা যায়, Kant-এর মধ্যে। তাঁর Space এবং time এর আপেক্ষিকতায় ধারণা বিংশ শতকের ধারণার অনুরূপ।

তাঁর বাবা লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি-দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। অবস্থা তাঁদের ভালই ছিল। তাঁকে কোন জীবিকা গ্রহণ করতে হয়নি। পিতার বিরাট গ্রন্থাগার তিনি পেয়েছিলেন, বাল্যকালে গ্রীক-লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'য়ে ২০ বৎসর বয়সে তিনি Doctor of Law (Juris Doctor)-এর উপযুক্ত হলেও কম বয়সের জন্য তাঁকে উপাধি দেওয়া হয় না। Altdorf বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি দেওয়া হয় এবং অধ্যাপকপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি তা নিতে রাজী হন না।

তাঁর দানে তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, গণিত, আইন এবং ধর্মশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছিল। তিনিই প্রথম যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ও বর্গমূল নির্ণয়ের জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৬৭৩ সালে তিনি হ্যানোভারের Brunswick বংশের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত চাকুরী করেন কিন্তু প্রায়ই বাহিরে এসে থাকতেন। এই সম্ভ্রান্ত বংশের বংশতালিকা নির্মাণ, ইতিহাস রচনা ও গ্রন্থাগার রক্ষাই তাঁর কাজ ছিল। তাঁর রচিত এই ইতিহাসের প্রামাণ্যে প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের রাজা হন। তিনিই প্রথম Integral এবং Differential Calculus স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেন এবং গণিতজ্ঞ মহলে নিউটন (১৬৪২—১৭২৭) থেকেও তাঁর আবিষ্কারকে বেশী আকর্ষণীয় করেছিলেন। প্রকৃতিদর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, আইন এবং ধর্মশাস্ত্রও তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়।

Hobbes জাগতিক জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করেছেন। Descartes বস্তুজগতে এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন এবং বস্তু ও মনকে তিনি ভগবানের সৃষ্টি মনে করেছেন। Spinoza মনে করেছেন, ভগবানই সৃষ্টির হেতুভূত, কিন্তু তিনি বৈচিত্র্যময় জগতের ব্যাখ্যা করেননি। এই দার্শনিকগণের তত্ত্বের মধ্যে লিবনিৎজ সম্পূর্ণতা পাননি। তিনি গণিতচর্চা থেকে 'Idea of Continuity' ধারণা করেন। তিনি দেখলেন বিশ্বপ্রকৃতি সর্বক্ষেত্রে চির-প্রগতিশীল (continuous)। তিনি দেখলেন বস্তু ও বেগ শক্তিতে পরিণত হতে পারে এবং এই যে অনন্ত শক্তি—এর হেতুভূত ভগবান। তিনি বললেন, 'ভগবানই শক্তি', সৃষ্টির হেতু, তিনি প্রজ্ঞা, তিনিই ইচ্ছা। তাঁর শক্তি ও ইচ্ছাতেই সর্বোৎকৃষ্ট জগৎ রূপায়িত হবে যেহেতু প্রকৃতিরাজ্যে একটা অপূর্ব সমঞ্জস্য আছে। নবালোকের যুগে মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও প্রগতির উপর বিশ্বাস গ'ড়ে উঠবার মূলে লিবনিৎজ-এর দান অসামান্য। বর্তমান যুগের (২০ শতক) Whitehead-এর Actual Entities তত্ত্ব এবং Bertrand Russel-এর 'Perspectives' তত্ত্ব তারই দর্শনের অনুসৃতি।

তিনি বলেছেন অধ্যাত্ম শক্তির মূল হচ্ছে 'Nomad'—লিবনিৎজের "বিশ্বজগৎ Nomad সৃষ্ট" এই তত্ত্বের অর্থ এই সংজ্ঞা দ্বারা পরিস্ফুট হয়। বিশ্বজগতে একটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান, এ বিশ্বাস তিনি করতেন এবং Descartes-এর যুক্তিবাদী তত্ত্বেও বিশ্বাস করতেন। দেহ-মনের দ্বৈতরূপ পূর্বতন দার্শনিকদের নিকট বিরাট সমস্যা হ'য়েই ছিল কিন্তু তিনি বললেন দেহ ও মন একই শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। (২১৭)

যাই হোক, তাঁর এই আদর্শবাদী ব্যাখ্যা বিশ্ব-জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা থেকেও অস্পষ্ট। (২১৮) কিন্তু বর্তমান যুগের দর্শনের যে ধারা, যে উদ্দেশ্যবাদী সৃষ্টির ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও যুক্তিযুক্ত মনে হয় তা লিবনিৎজের চিন্তাধারার উন্নততর রূপ। (২১৯)

এই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নয়। সভ্যতার এই নবতম যুগে যে চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিবাদ দেখা দিয়েছিল, মানুষের চিত্তবৃত্তি যে সতেজ আশা ও আনন্দ নিয়ে এগিয়ে চলেছিল তা সমগ্র জগতের পক্ষে সম্পূর্ণ মঙ্গলকর হয়েছে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। এই নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে তৎযুগীয় ধর্মীয় অনুশাসন, তার সংকীর্ণতা অজ্ঞতা ও প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। (২২০) মানুষ ধর্মীয় শাসনমুক্ত হ'য়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চেয়েছিল এবং ভেবেছিল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা জড়জগতকে তারা বশ ক'রে আনন্দ ভোগ করবে এবং বুদ্ধি দ্বারা বিচার ক'রে এবং প্রাচুর্যের আনন্দে মানুষের হৃদয়বৃত্তি প্রসারিত হবে। মানুষ মানুষকে প্রসারিত হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে—এই মানবতায় বিশ্বাসই ছিল তাদের প্রগতির মূলধন। একদল পণ্ডিত মনে করেন এই সময় থেকেই মানুষ তার শক্তির প্রতি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে, শক্তির স্বাধীন ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নূতন জীবনের

(২১৭) Ibid—Wright—p. 139.

(২১৮) Body and mind, according to Leibnitz, are expressions of one and the same spiritual force at different degrees of intensity. Ibid—Joshi—p. 90-91.

(২১৮) Instead of idealistic interpretations, which only remains a lable, Leibnitz's doctrine is a confusion worse confounded than even the mechanical interpretation of the universe. Ibid—p. 92.

(২১৯) Many, perhaps, most philosophers of the present time believe that the world is teleological, and that some kind of modified Theism (which means, God exists distinct from the world although he is present in it. He reveals himself to mankind. Men can come into contact with Him in prayer) is compatible with a scientific view of the world. All who look at philosophy in the way and who believe that it is possible to defend a view that accepts science implicitly and unqualifiedly and yet make room for individuality and freedom and human initiative and activity, accord an important place in the development of modern thought of Leibnitz. Ibid—Wright—p. 134-35.

(২২০) The Renaissance was, in a sense, a rebellion against the domination of a narrow ignorant monastical tyranny.—The Outline of Literature—John Drinkwater—p. 192.

আশা নিয়ে এগিয়েছিল—অতীত অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতার বন্ধন ছিন্ন ক'রে। (২২১) আরও অনেকে মনে করেন যে, নবজাগরণ ধর্মশাস্ত্রকারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে তারা ইতিহাস ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর অন্ধ বিশ্বাস এনে দিয়েছেন, এবং জীবনের স্বাভাবিক ও সমীচীন সূত্রকে হারিয়ে ফেলেছেন। (২২২)

প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে মানুষ অধ্যাত্মজগতের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল—পাপ-পুণ্য মিথ্যা হ'য়ে গেল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যখন ভগবানের অস্তিত্ব, পরলোক প্রভৃতির প্রমাণ করা যায় না তখন এসব যুক্তিহীন এবং গ্রহণীয় নয়। মানুষ প্রাচুর্য ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জীবনে সুখী হবে, মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন ক'রে পৃথিবীকে ভালবাসবে এ আশা সফল হয়নি—পৃথিবীর ইতিহাসই তার প্রমাণ। কেন হয়নি তার কারণ বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই মনে হয়—যে বুদ্ধিবৃত্তির উপর মানুষ বিশ্বাস করেছিল সে বুদ্ধিবৃত্তিই তাকে প্রতারণা করেছে। ষড়রিপু পঞ্চেন্দ্রিয় ও নির্জ্ঞান মনের বিকার পরিচালিত মানুষের বুদ্ধি জড়জগতকে পরমার্থ ও সত্য বলে মনে ক'রে মানুষকে ক'রে তুলেছে আত্মকেন্দ্রিক, অহংপূর্ণ, ইন্দ্রিয়সেবী এবং শোষক। মনুষ্যত্ব অর্জিত হয়নি। অধ্যাত্মজগতে বিশ্বাস ও জীবনাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, বিশ্বজনীন অনুভূতি ব্যতীত মানবতা অর্জন স্বাভাবিক নয়—অন্তত: সাধারণের পক্ষে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার অমৃত পান করতে গিয়ে মানুষ পান করল অহংপূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদের হলাহল। বুদ্ধির দ্বারা, ব্যক্তিগত কৌশল ও ধীশক্তি দ্বারা তারা চাইল জগতের সুখসম্ভোগকে আয়ত্ত করতে। ধর্মীয় নীতিবাদভিত্তিক হৃদয়বৃত্তি সঙ্কুচিত হল, পাপ-পুণ্যের ভয় ঘুচে গেল। হৃদয়বৃত্তির প্রসারতা, অনুভূতি ও প্রেমের প্রকাশকেই যদি সভ্যতার মাপকাঠি ধরা যায় তবে দেখা যায় বুদ্ধির অহমিকায় মানুষের হৃদয়বৃত্তি স্তিমিত হ'য়ে পড়ল। অর্থাৎ এই যুগে এসে মানুষ হৃদয়কে ত্যাগ ক'রে মস্তিষ্ককে আশ্রয় করল—সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তার ব্যবসাবুদ্ধি, —মানুষকে ঠকিয়ে, তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সম্পদ বৃদ্ধিই হল ব্যবসাবুদ্ধির মূল উপাদান। সাহিত্য ছিল মানুষের কান্তিবোধ ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ, সেটা ধীরে ধীরে হল ব্যবসার সামগ্রী, মানুষের ইন্দ্রিয়গত আনন্দদানের সামগ্রী এবং ব্যবসায়ী সাহিত্যকে ক'রে তুলল তার পণ্য। শিল্পায়নের পরে সমাজ-পরিবার যখন ভেঙ্গে মানুষকে করল ছন্নছাড়া তখন বরাঙ্গনা হলেন বারাঙ্গনা। ইন্দ্রিয়সেবী মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থপর মানুষ পুস্তক-ব্যবসায় আরম্ভ করল।

(২২১) The metaphor of Renaissance may signify the entrance of the European nations upon a fresh stage of vital energy in general implying a fuller consciousness and a freer exercise of faculties than had belonged to the mediaval period.—John Addington Symonds. Quoted from Story of World Literature—John Macy.—p. 203.

(২২২) As for the claim that Renaissance delivered men from that blind reliance upon authority which was typical of mediaval thought, that is a fallacy cherished by those who themselves rely upon the authority of historians, blind to the most ordinary process of thought—James. T. Shotwell. Ibid—p. 203.

মানুষ পৃথিবীতে নেমে এল, জড়জীবনে বেড়ে চলল তার লাঞ্ছনা, জটিলতা, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবিকার ব্যাধিতে পরিণত হল। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ তাই আজও পৃথিবীতে হাহাকার করছে জীবনের বেদনায়। অবিদ্যার আশ্রয়ে জগত আহরণ করল বিষ, নির্জ্ঞান মনের প্রাচীর ভেঙ্গে সত্যকে সে আর বুঝতে চাইল না। এই যুগের সাহিত্যেও এল তার প্রভাব,—তারা গ্রহণ করল হবস্ ডেকার্টিস ও ম্যাকিয়াভেলির জীবন-দর্শন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চাইল, চাইল সাধারণতন্ত্র, কিন্তু এই চাহিদার সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ নেই, আর্টেরও সংযোগ নেই। মানুষ চাইল আনন্দ, চাইল ভোগ করতে, নীতির বন্ধন ছেড়ে সে হল উচ্ছৃঙ্খল। এই আনন্দের ভিড় ও ভোগ থেকে প্রকৃত শিল্পী সরে দাঁড়াল—তার সাহিত্য পড়ে রইল অজ্ঞাত অখ্যাত হ'য়ে। জগতের কোন বড় শিল্পীই জগতে জীবদ্দশায় জনপ্রিয় হয়নি। (২২৩)

যদিও রেনেসাঁয় একটা স্বাধীন অধ্যাত্মবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছিল কিন্তু মেকিয়াভেলি প্রভৃতির নির্লজ্জ বাস্তবতা ও জড়বাদই সাধারণের মুখরোচক জীবন-দর্শন হল, দুরূহ আধ্যাত্মিকতাকে তারা এড়িয়ে গেল ভোগবাদের প্রেরণায়। রেনেসাঁর এই চিন্তাধারা চিত্তবৃত্তি ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে উপস্থিত হল এবং উনবিংশ শতকে এই চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধিগত জীবন-দর্শন এসে পৌছল বাংলার মাটিতে। ইংরেজ নাবিকের পণ্যের সঙ্গে, তুলাদণ্ডের পাল্লায় এবং রাজদণ্ডের প্রভাবে।

ইউরোপের নবজাগরণের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ইংলণ্ডে এসে দেখা দিল। ধর্মশাস্ত্র, শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকট হ'য়ে উঠল। তারা আকাশ ও মৃত্তিকার দিকে চাইল নতুন দৃষ্টি নিয়ে,—বৈজ্ঞানিকের বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ইংলণ্ডে নবজাগরণের সামান্য একটু ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল, সব দেশেই কিছু কিছু ছিল, তবে ইংলণ্ডে এসে সেটা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে গেল: এবং এই জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ইতালীয় বা ফরাসী মানবতা ইংলণ্ডে গৃহীত হল অত্যন্ত ধীরে ধীরে। এই মানবতাবাদ প্রথম ইংলণ্ডে আত্মপ্রকাশ ক'রে Sir Thomas Moore-এর Utopia (১৫১৬) এবং Bacon-এর Instauratio Magna (১৬২০)-এর মধ্যে, কিন্তু এই দুইটি গ্রন্থই লাটিনে লেখা। ইংরাজীতে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় ইতালীয় সাহিত্যের অবক্ষয় শুরু হবার পরে এবং ফ্রান্সের Rebelais ও Ronsard-এর পরে।

(২২৩) That is why no great writer has ever been immediately popular. The books that pass away are the books that have too easily too feverishly interested a generation.—Studies in Prose & Verse.—Arthur Symonds.—p. 106.

(২২৩) The world is becoming more and more democratic and with democracy art has nothing to do. What is written for the crowd goes to the crowd, it lives its bustling day there and is forgotten like to-day's newspaper to-morrow. ...For the first time in the history of the world as Mr Collins points out, the crowd has found for itself a loud multitudinous voice. It has thrown off its chains, the chains of good taste, it has won liberty, the liberty to misbehave.... Books multiply, praise is tossed about; but the artist stands aside...because there are no longer any judges, or their voice is drowned by the gabble of the jurymen, as they disagree amongst themselves, and refer in verdict to the bystanders.—Ibid—p. 191.

প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রভাবে ইংলণ্ড মধ্যযুগের ভাবধারা থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় কিন্তু তার সাহিত্য মধ্যযুগীয় হয়েই ছিল। নূতন সাহিত্য যা এসে পৌছল তার সবই ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ, এবং এই অনুবাদের সঙ্গে ফরাসী চিন্তাধারাও ইংলণ্ডে বাসা বাঁধল।

১৪৯০ থেকে ১৫২০-র মধ্যে যখন ধর্মবিপ্লব গুরুতর হ'য়ে উঠল তখন কয়েকজন ইংরাজ সত্যকার গ্রীক-দর্শন ও মানবতাবাদের সন্ধানে ফ্লোরেন্স, বোলন, ভেনিস ও রোমে এলেন। Thomas Lencare (১৪৬০-১৫২৪), William Grocyn (১৪৪৬-১৫১৯), এই দুজন ইতালী থেকে গ্রীক অধ্যয়ন ক'রে এবং নবজাগরণের মানবতাবাদে দীক্ষা নিয়ে অক্সফোর্ডে ফিরে গিয়ে গ্রীক শিক্ষা দিতে শুরু করেন। ১৫০৪ সালে St. Paul's School স্থাপিত হয় এবং সেখানে ইতালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত John Colet (১৪৬৭-১৫১৯) গ্রীক ও লাটিন ভাষার মাধ্যমে নূতন শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেন। এই কয়েকজন অধ্যবসায়ী বিদ্যোৎসাহীর চেষ্টায় ও গ্রীক লাটিন শিক্ষার প্রভাবে ইউরোপীয় নবজাগরণের ভাবধারা ইংলণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করল। (২২৪)

Moore-এর Utopia ১৫৫১ সালে ইংরাজিতে অনূদিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি বেগবান ভাষায় অতীত ভাবধারা ও যুক্তিহীন সংস্কারের প্রতিবাদ করেন এবং যুক্তির দ্বারা নূতন চিন্তাধারাকে সমর্থন করেন। পর্তুগীজ ও স্প্যানিশদের নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার ও Amerigo Vespucci-র নানা গল্পে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে তাঁর ইউটোপিয়া প্লেটোর রিপাবলিকের আদর্শ রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরাতন জীর্ণ সমাজ ও বহু শতকের পুরাতন বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিতে তিনি কঠিন যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি Scholastic দর্শনকে ব্যঙ্গ করেন এবং গ্রীক-দর্শন যে লাটিন-দর্শন (সেনেকা ও সিসেরো ব্যতীত) থেকে শ্রেষ্ঠ এ কথা সপ্রমাণ করেন। তাঁর গ্রন্থে মানবতার বাণী ধ্বনিত হয়েছে সন্দেহ নেই। তিনি যুদ্ধকে অসভ্যতা বলেছেন, সিভালরিকে ব্যঙ্গ করেছেন, সৈনিককে হত্যাকারী বলেছেন, কিন্তু তা সত্বেও প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ এবং যুদ্ধজয়ের জন্য প্রতারণা ও গুপ্তচরবৃত্তিকে সমর্থন করেছেন। (২২৫) স্বার্থপর জাতীয়তাবাদের প্রভাবে তিনি অজ্ঞাতে মেকিয়াভেলির নির্লজ্জ জড়বাদকে গ্রহণ করেছেন। মানব-জীবনের একটা আদর্শবাদ তাঁর ছিল সত্য কিন্তু তিনি ত্যাগবাদ, এবং সংযত আনন্দের বিরোধিতা ক'রে জগতে সুখভোগই কাম্য ব'লে প্রচার করেছেন। তিনি মানুষকে ভাল ব'লে বিশ্বাস ক'রে নিয়েই এই ভোগবাদের কথা বলেছেন কিন্তু মানুষ ভাল নয়, তাই তাঁর রচনা মানুষের অসংযমকে বাড়িয়ে তুলেছে। তাঁর নিজস্ব জীবন ও তাঁর গ্রন্থে

(২২৪) A History of English Literature—Legouis and Cazamian.—p. 207-9.

(২২৫) War was, according to Moore, justifiable only as a last resort and should be waged in a purely utilitarian sprit, using the tricks of espionage and treachery. Unintelligently he was taking up the same ground as Machiavelli.... Ibid—p. 210.

অনেক প্রভেদ, তিনি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছেন বিবেক দিয়ে বিচার করেননি। (২২৬)

Sir Thomas Elyot (১৪৯০-১৫৪৬) শিক্ষা ও নৈতিক দর্শন সম্বন্ধে ইতালীয় লেখক Pontano এবং Patrizzi-র অনুকরণে শাসকদের নীতি ও কর্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর Governor গ্রন্থ লেখেন। রোমের নাগরিকতাবোধ ও আইনানুবর্তিতা নীতিবোধের মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে।

এমনি ক'রে ফ্রান্স ও ইতালীয় নবজাগরণের মস্তিষ্কবৃত্তি ধীরে ধীরে ইংলণ্ডেও উপস্থিত হল, যদিও ইংলণ্ডের মাটিতে ফলপ্রসূ হতে তার একটু বিলম্ব হয়েছিল। ধীরে ধীরে এলিজাবেথীয় যুগে এসে তা পরিস্ফুট হল। আশ্চর্য যে, একই ভাবধারা একই মানবতার বাণী সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লেও সমগ্র ইউরোপ কিন্তু একতাবদ্ধ হ'য়ে একই পথ গ্রহণ করেনি। দেশে দেশে এই নবজাগরণের মস্তিষ্কবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে এবং তার ফলে যুগযুগ ধ'রে চলেছে হানাহানি, শোষণের প্রতিযোগিতা। ইউটোপিয়ায় যে পার্থিব সুখভোগের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে তা ইংলণ্ডে অন্ততঃ বৃথা হয়নি, কারণ তার পিছনে বিবেকবুদ্ধি ছিল না,—হৃদয় ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তি বেড়ে গেল কিন্তু হৃদয়ের প্রসারতা এল না,—শৃঙ্খলমুক্ত জাগ্রত অহংবাদ পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে হানাহানি শুরু করল। রেনেসাঁ মানুষের মনকে ধর্মীয় সংস্কার ও যুক্তিহীন অনুশাসনের শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে তাকে দিল মস্তিষ্কবাদ, বিবেকহীন বুদ্ধিবৃত্তি, ভোগধর্মী অহংবাদের স্বর্ণশৃঙ্খল।

পক্ষান্তরে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, মানুষ তার যুক্তি বুদ্ধি ও শিক্ষার সম্পদে সমাজচেতনা ও মানবতা অর্জন করতে পারত,—হৃদয়বৃত্তিকেও প্রসারিত করতে পারত। অথবা মানবের হৃদয়বৃত্তি একেবারেই প্রসারিত হয়নি একথাও বলা যায় না। তবে সাধারণভাবে মানুষ যখন অধ্যাত্মবাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে তখন পার্থিব জীবনের সুখভোগই জীবনের পরমার্থ হ'য়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়সুখানুবর্তী ভোগবৃত্তি তাকে ক'রে তোলে উদ্দাম আত্মকেন্দ্রিক এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সঙ্কুচিত হ'য়ে তাকে অহংপূর্ণ ক'রে তোলে—পরার্থবাদ তার কাছে নিরর্থক ব'লে মনে হয়। না হলে কাণ্ট ও হেগেলের আদর্শবাদ মানুষকে মানবতার শিক্ষায় দীক্ষা দিতে পারত কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। যেমন, আজ ভারত ত্যাগবাদ ও অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিকে ধ্বংস ক'রে মস্তিষ্কগত নতুন শিক্ষার প্রভাবে সমস্ত নীতি ও মানবতা বিসর্জন দিয়েছে এবং স্বর্ণাহরণই হয়েছে তার পরমার্থ—ঘুষ, কালোবাজার, মুনাফাবাজী কোনটাই আর দুর্নীতি ব'লে ব্যক্তিজীবনে গৃহীত হয় না। তাই অশিক্ষিত তথাকথিত পাপ-পুণ্য, পরলোকের বিশ্বাসে সংস্কারান্ধ ভারতে, ৩০ বৎসর পূর্বেও একটু খাঁটি ঘি ও দুধ মিলত কিন্তু শিক্ষিত প্রগতিশীল ভারতে আজ খাঁটি

(২২৬) The contrast between his Utopia and his own life betrays a principle of unreality. The ideas of his book were on a level with his intelligence rather than deeply rooted in his conscience.–Ibid—p. 211.

ঘৃত ও ভুগ্ধ বাঘের দুধের থেকেও দুষ্প্রাপ্য। ধর্মীয় কুসংস্কারে যা সম্ভব ছিল আজ মস্তিষ্কগত অর্থকরী শিক্ষায় তা আর সম্ভব নেই।

ইতালীয় নবজাগরণের উৎস এ্যারিস্টটল। তিনি ট্র্যাজেডিকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু এই নবজাগরণ যুগের ক্লাসিক লেখকগণ মহাকাব্যকেই সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন, তাঁরা ভার্জিলকে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের কবি ব'লে অভিহিত করেন। এ যুগের একটি বৈশিষ্ট্য জাতীয়তাবাদ। ভার্জিল তাঁর Ænied কাব্যে লাটিন জনগণকে ট্রয়ের বংশধর ব'লে বর্ণনা করেছেন, তারা ভগবানের বিশেষ প্রিয়, বীরজাতি, মানবসমাজে শ্রেষ্ঠ। এই আত্মশ্লাঘার জন্যেই সম্ভবতঃ ভার্জিল শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে সম্মানলাভ করেন। এতদিন পর্যন্ত লাটিনে কাব্য লেখাই সম্মানের ও আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল। পেট্রার্কের Africa কে এই সময়ে খুবই মূল্য দেওয়া হল কারণ তার মধ্যে রোমানদের কার্থেজ বিজয় এবং অ-খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের যুদ্ধের বর্ণনা জাতীয়তাবাদের ইন্ধন জুগিয়েছে।

নবজাগরণের প্রথম মহাকাব্য Ariosto-র Orlando Furiosoকে তখন মানবতাবাদী সমালোচকবৃন্দ বাতিল ক'রে দিলেন যেহেতু তা Ænied বা Chanson de Roland-এর শ্রেণীভুক্ত নয়—বরং ১৬শ শতকের রোমান্সের মত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আনন্দদান এবং ভার্জিলের উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক মান উন্নয়ন। Pope Leo X অনুভব করেছিলেন ভাব ও ভাষার গাম্ভীর্য ব্যতীত মহাকাব্য সম্ভব নয়, তিনিAriosto-র কবিতা প্রকাশের তিন বৎসর পূর্বে Marco Girolamo Vida (1480-1566) নামক এক ইতালীয় যাজককে লাটিনে Christiad লিখতে আদেশ দেন। তিনি নিউ টেস্টামেণ্টের কাহিনীকে ভার্জিলের মত সুন্দর ও মসৃণ ভাষায় কাব্যরূপ দেন। তাঁর বর্ণনা বাস্তব ও অসাধারণ সঙ্গতিপূর্ণ হলেও তা পরবর্তী লেখকগণকে অনুপ্রাণিত করেনি। মিল্টন ও পোপের ভিতর তাঁর কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু Vidaর এপিক সম্বন্ধে সংজ্ঞা ও তত্ত্ব পরবর্তী কবিগণকে প্রভাবিত করেছিল।

পর্তুগীজ Luis de Camões ভার্জিলের সত্যকার অনুগামী। তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত হ'য়ে ভারত ও চীনে এসেছিলেন এবং প্রাচ্য সভ্যতাকে খর্ব ক'রে লাটিন সংস্কৃতি প্রচারের জন্য অনেক দিন ছিলেন। তিনি ভাস্কোডাগামার ভারতযাত্রাকে কেন্দ্র ক'রে Os Lusiadas (The Sons of Lusus) কাব্যে সমস্ত পর্তুগালের ইতিহাস সন্নিবেশিত করেছেন—একটি জাতি তার নায়ক এবং সমস্ত দেবদেবী এই জাতির ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। অ-খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদের উত্তেজিত সুর আগাগোড়া ধ্বনিত হয়েছে। তিনি নিজে ভাস্কোডাগামার সঙ্গে ভারত অভিযানে ছিলেন, ঝড়ের বিপর্যয়, শত্রু আক্রমণ, বন্দরের বৈশিষ্ট্য সবই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এই অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে তাঁর লাটিন সাহিত্যে পাণ্ডিত্য ভার্জিলের দক্ষতাকে তাঁর পক্ষে সুগম ক'রে দিয়েছিল এবং তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই কাব্য বাস্তবানুগ হ'য়ে উঠেছিল। পুরাতন মহাকাব্যের অলঙ্কার,

অতিকল্পনা, বৈচিত্র্য, দেবদেবীর আবির্ভাব প্রভৃতিকে তিনি ব্যবহার করেছেন জাতীয় গৌরবকে অক্ষয় করবার জন্য। ক্ষুদ্র পর্তুগালের এই লাটিন ঐতিহ্য রোম জয়ের মত বিরাট কিন্তু তার এই জাতীয় গৌরব স্পেনের হাতে Don Sebastiao-র পরাজয়ে ভেঙ্গে পড়ে। পর্তুগালের এই শোচনীয় পরাজয় Seville-এর স্প্যানিশ কবির হাতে মহাকাব্যে পরিণত হয়।

স্পেনের Alonso De Ercilla (১৫৩৩-৯৪) তাঁদের চিলি দখলের অভিযানে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। La Araucana কাব্যে এই বিজয়-অভিযান বর্ণিত হয়েছে। স্পেন তখন আটলান্টিকের ওপারে বহুরাজ্যের অধীশ্বর। কিন্তু Os Lusiadas থেকে তাঁর মহাকাব্য অনেকাংশে অসংবদ্ধ, দৃশ্য ও ঘটনা নিবিড় ঐক্যে সামগ্রিকতা লাভ করেনি। তিনি Araucanian ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বহু মানবীয় গুণাবলীর আরোপ করেছেন, যার থেকেই noble savageএর আইডিয়া ইউরোপে দেখা দেয়। স্প্যানিশ যোদ্ধাগণের শৌর্য-বীর্য-অলসতা প্রভৃতির বাস্তব বর্ণনার সঙ্গে ইণ্ডিয়ানদের অসহায় নিষ্ফল যুদ্ধের বেদনা অত্যন্ত সংবেদনশীল হ'য়ে ফুটেছে। বর্বর রেড ইণ্ডিয়ান নায়ক Caupolicàn ৩০ বৎসর যুদ্ধের পরে স্প্যানিশদের হাতে নিহত হন। কবি সহানুভূতির সঙ্গে বলেছেন তিনি যদি স্পেনের রাজা হতেন তবে এই হত্যা হতে দিতেন না। এই সঙ্গেই তিনি স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের ন্যায়বিচার ও খ্রীষ্টধর্মের মহত্বও প্রচার করেছেন। কাহিনী বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও এ কাহিনী ইতালীর ভার্জিলের অনুগামী, তিনি Ariosto-র রোমান্টিকতাকে বর্জন করেছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন,—"I sing not of ladies or love and chivalrous deeds of love-lorn Knights"। তাঁর কাব্যের গতি নীতি প্রচারের ভারে মাঝে মাঝে ভারাক্রান্ত কিন্তু তুলনা, বর্ণনা ও কাহিনী বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। তাঁর জগত El cid-এর মত বিষয়মুখী,—তাতে Tassoর জীবনস্পন্দন আছে কিন্তু তাঁর জীবনস্বপ্ন নেই, জীবনের জটিলতাও নেই।

ইতালীতে এই জাতীয় মহাকাব্য খুব সফল হয়নি। Giangiorgio Trissino (১৪৭৮-১৫৩০) ইতালীর বিশ বৎসর যাবৎ যুদ্ধে গথদের হাত থেকে রোম উদ্ধার ও জাস্টিনিয়ানের বিজয়-অভিযান কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য লেখেন কিন্তু তা Ariosto-র কাব্যের নিকট তুচ্ছ। Torquato Tasso (১৫৪৪-৯৫) এরিওস্টোর মত ফেরারা কোর্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি রোমান্স ও মহাকাব্যের একটা সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি ক্রুসেডের ঘটনা নিয়ে Rinaldo কাব্য লেখেন। আর্কেডিয়ার অনুকরণে তাঁর Aminta কাব্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য Gerusalemme Liberta, ক্রুসেডের কাহিনী নিয়ে লেখা, যদিও তা Lusiadas (স্প্যানিশ)-এর মত ঐতিহাসিক নয়। মহাকাব্যসুলভ বিস্ময়, অভাবনীয় ভাবে জীবনরক্ষা, শহীদ-মৃত্যু, বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ, দেবদূত, অলৌকিকতা সবই স্থান পেয়েছে; এবং প্রধানতঃ 'অসম্মান থেকে মৃত্যু শ্রেয়' এই নীতিই তিনি গ্রহণ করেছেন।

পল্লীকাব্য ও এই এপিককাব্য তাঁকে সাময়িক খ্যাতি দিয়েছিল কিন্তু অপ্রিয় ভাষণের জন্য পরে ৭ বৎসর কারাবাস হয়। কারাগারে তিনি Torrismonda নামে একখানি ট্রাজেডি লেখেন, কিন্তু তখন তাঁর অনুপ্রেরণা নির্বাপিত প্রায়। তার পর ৬ বৎসর তিনি পোপের পক্ষপুটে বাস করেন।

১৬শ শতকে ইতালীয় সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তাঁর কবিতা। তাঁর বিষয়মুখী কবিতার মধ্যে ভবিষ্যতের রোমান্টিক ভাবের বীজ নিহিত ছিল। তখন প্রতি-বিপ্লবের ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা লুপ্ত, ইতালীয় দুই দার্শনিক Bruno ও Cumpavella অগ্নিতে ও কারাগারে জীবন দিয়েছেন। রেনেসাঁর মানুষ স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু তখন ইতালী বা স্পেনে স্বাধীনতার কোন গন্ধ ছিল না। অতএব যাঁরা লিখতেন তাঁদের কর্তার ইচ্ছামত লিখতে হত। স্বাধীন চিন্তায় জীবনবৈচিত্র্য নিয়ে লিখতে চাইলে তাঁকে কারাগারের অন্তরালেই জীবন কাটাতে হত। এমনি কারণে Tasso শেষ জীবনে উন্মাদ হ'য়ে যান এবং আরও অনেককে তাঁর ভাগ্যানুবর্তী হতে হয়। ১৬শ শতকের ইতালীয় কবিতা প্রধানতঃ গীতিকবিতা। Tasso তাঁর গীতিকবিতাতেই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। Tassoর সুরে কবিতা লিখেছিলেন গীতিকবি Giambattista Marino (১৫৬৯-১৬২৫) এবং তাঁর থেকেই কবিতার নূতন শৈলী Marinism নাম নিয়ে সমগ্র ইতালী ও ভূমধ্যসাগরতীরবর্তী দেশে অনুকৃত হয়। তাঁর কবিতা ও লিখনভঙ্গি পাঠককে বিস্মিত করে, স্তম্ভিত করে কিন্তু তার অনুভূতিকে জাগ্রত করে না। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য Adone, দেহগত প্রেমবর্ণনায় ভারাক্রান্ত এবং তাঁর বর্ণনা বহুবিকীর্ণ ও তুচ্ছতম বর্ণনার আধিক্যে সামগ্রিক রূপকে আচ্ছন্ন করেছে। তাঁর এই রীতি ফ্রান্সে ও স্পেনে কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততার অধঃপতন ঘটায় এবং এর ঢেউ ইংলণ্ডেও পৌঁছেছিল।

Marinoর সমসাময়িক কবি দুর্ভাগ্য Tommaso Campanella তাঁর ধর্মমতের জন্য ৩০ বৎসর কারাবাসে জীবন কাটান। তাঁর কবিতা মারিনোর মত সুগঠিত সুন্দর না হলেও একটা একান্ত আন্তরিক অনুভূতিতে সমুজ্জ্বল। Gabriello Chiabrera (১৫৫২—১৬৩৮) গীতিকবিতাকার ও সঙ্গীতকার ; এবং Fulrio Testi (১৫৯৩—১৬৩৬) জাতীয়তাবাদী কথা ও ব্যঙ্গের জন্য খ্যাতিলাভ করেন কিন্তু এঁদের প্রতিভা কালজয়ী নয়। এঁদের পরেই সাহিত্যক্ষেত্রে ইতালীর নেতৃত্ব নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে।

এই সময়ে স্পেনে লাটিন শৈলী (Cultismo) এবং ব্যাপক উপমা ব্যবহার (Conceptismo) খুব প্রচলিত হ'য়ে স্পেনের স্বাভাবিক কবিতাকেও অধঃপতিত করে। পূর্বে স্পেনের কবিতা দক্ষিণাঞ্চলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল এখন উত্তরাঞ্চল Saragossaতে নূতন রূপ নিল। Lupercid Leonardo de Argensola (১৫৫৯-১৬১৩) এবং তাঁর ভাই Bartolomé (১৫৬১-১৬৩১) Luis de Leonএর আদর্শে বাস্তববাদী কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁরা উভয়েই

ইতিহাসকার এবং হোরেসের ভাবানুসারী গ্রাম্য শান্ত পরিবেশের মধুরতা নিয়ে বহু কবিতা লেখেন। ধর্মীয় তত্ত্ব ও মতবাদ সম্বন্ধেও তাঁরা যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় রেখে গেছেন।

Lope de Vega Carpio (১৫৬২-১৬৩৫) এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি সামান্য বংশের ছেলে এবং তাঁর রচনাও সাধারণের জন্যে। তাঁর সময়েই ম্যাড্রিদে প্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। তাঁর বাল্যকালে তিনি দেখতেন ইতালী থেকে ভ্রাম্যমান থিয়েটার আসত। তার পূর্বে Encina ও Naharroর লেখা কয়েকখানি পৌরাণিক ও পল্লীকাহিনীভিত্তিক নাটক মাত্র ছিল। Gammer Guiton's Needle প্রভৃতি কয়েকখানি ছোট প্রহসন রচিত হয়েছিল এবং তা প্রখ্যাত অভিনেতা Lope de Rueda (১৫০৫-১৫৬৫) অভিনয়ও করেছিলেন। তিনি ও কারভেন্টিস পূর্ণ নাটক লিখতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কারভেনটিসের রোমান নাটকের ধরনে লেখা Numancia ব্যতীত কোনটিই নাটক আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। লোপ নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তখন পান্থশালার অঙ্গন ব্যতীত অভিনয়ের স্থান ছিল না। ১৫৮৫ সালে মাদ্রিদে তিনটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। লোপ্ শেকস্পীয়র থেকে দু'বছরের বড় এবং ৭৩ বৎসর বেঁচেছিলেন। তিনি প্রচুর লিখেছেন, কবিতা, এপিককাব্য ব্যতীতও ১৭০০ খানি নাটক লিখেছিলেন, তার মধ্যে ৪৭০ খানা আজও জীবিত। বিভিন্ন ভাবানুযায়ী বিভিন্ন ছন্দে লেখা তাঁর নাটক—ইংলণ্ডের মত অমিত্রাক্ষর ছন্দ তখনও স্পেনে ছিল না। তাঁর লেখা সর্বক্ষেত্রেই বিস্তার লাভ করেছিল,—ঐতিহাসিক, মেলোড্রামা, ধর্মমূলক সব রকম নাটকই তিনি লিখেছেন কিন্তু সবই ঘটনাপ্রধান, চরিত্রের কোন প্রাধান্য নেই—সবই বাইরের ঘটনা, অন্তরের প্রেরণা ও অনুভূতি নেই। তিনি জানতেন তাঁকে বাধ্য হ'য়ে সাধারণের জন্য প্রাচীন নাটক থেকে নিম্নশ্রেণীর নাটক লিখতে হয়েছে; সেজন্য তিনি সাধারণ দর্শককে নিন্দা করেছেন। তিনি এ্যারিস্টটলের নাটকবিধি লঙ্ঘন ক'রে, ইংলণ্ডের নাটকের মত আখ্যান ও উপআখ্যানের উপরই নাট্যরস বিন্যাস করেছেন। যখন সম্ভ্রান্ত প্রভুরা, প্রেম, রাজার প্রতি আনুগত্য, বিরোধিতা, আত্মসম্মান প্রভৃতি নিয়ে নাটকের ঘটনা সৃষ্টি করেছেন তখন তাঁদেরই চাকর ঝি মিলে তাঁদের এই ঘটনাকে ব্যঙ্গ করেছে। The Gracia বা কৃষক ভাঁড়ের চরিত্র পূর্ণ চরিত্র—এই চরিত্রটির অনুকৃতি স্প্যানিশ ও ইংরাজী সাহিত্যে পাওয়া যায়। লোপ নিজে দরিদ্রবংশজাত, সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁর নাটকে প্রথম শ্রেণীসংগ্রামের ছবি পাওয়া যায়। শ্রেণীসংগ্রামকে ভিত্তি ক'রেই তাঁর প্রধান তিনখানি নাটক, Peribanez, Fuenteovejuna এবং El mayor alcalda el Rey (The Fairest Judge is the King) লেখা। সামন্তগণের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ এবং রাজার দ্বারা সেই বিদ্রোহ নিরসন হয়েছে—লেখক বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, রাজার গৌরব বর্ণনা করেছেন কারণ তখন রাজা সামন্তগণের প্রভুত্ব খর্ব ক'রে কৃষকদের অধিকারদানের পক্ষপাতী। এই তিনটি নাটকে কোন নায়ক নেই,

কৃষকেরা সমবেতভাবেই নায়ক। অবশ্য তাঁর কোন নাটকেই নায়ক নেই, এবং স্থান পাত্র ও সময়ের সমন্বয় নেই। তাঁর লেখা ভাল নাটকগুলি শেক্সপীয়রের Love's Labour Lost ও All's Well That Ends Well নাটককে স্মরণ করিয়ে দেয়। ট্রাজেডিকে তিনি এড়িয়ে গেছেন, কেবলমাত্র একখানি নাটক (The Knight of Olmedo) ট্রাজেডি এবং তা মাত্র একবার অভিনীত হয়েছিল।

তাঁর স্থান বর্ণনা, গ্রাম্য সঙ্গীত ও ছন্দ স্বাভাবিক ও বাস্তব। আখ্যানবস্তুর জন্য তিনি ইতিহাস, ইতালীয় গল্প বিশেষত: Bandello-র গল্প গ্রহণ করেছেন। (এই Bandello-র গল্প শেক্সপীয়রও গ্রহণ করেছেন) তাঁর আখ্যানভাগ বিন্যাস, সংগঠন সবই প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব।

এই সময়ে নাটকলেখার রীতি সম্বন্ধে তাঁর The New Art of Play writing in these times (Art nuevo de bacer comedians en este tiempo) কাব্য প্রবন্ধে বলেছেন, "In the first act outline the case, in the second connect the action in such a way that, half way through the third, scarcely any one can guess how things will end." (২২৭) এই সংজ্ঞা তাঁর নাটকেই ব্যর্থ হত যদি না তাঁর গীতি-কবিতার শক্তি, ভাষার প্রত্যক্ষতা ও ঘটনার সাবলীলতা তাঁর নাটককে কথিত অপেরায় (spoken opera) পর্যবসিত না করত। তাঁর নাটকে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু গভীরতা নেই,—কৌতূহল ও আনন্দ আছে কিন্তু করুণা-ভয়-উৎসাহ প্রভৃতি অনুভূতির বিকাশ নেই।

তাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য-কীর্তি তাঁর গীতি-কবিতা। লোপ স্বভাব অনুযায়ী কবি। তাঁর লেখা প্রেমের সনেট, কতকগুলি ধর্মীয় কবিতা এবং একটি পবিত্র মাস্ক-নাটক (The Bethelhem Shepherds) তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। এমনি সুন্দর কবিতা, ভাবাবেগসমৃদ্ধ অনুভূতি Luis de Leon-এর পরে রেনেসাঁর আর কোন কবি লিখেছেন কিনা সন্দেহ।

জীবনে তিনি সাধারণের মত সুখান্বেষী মানুষ, প্রণয়ের কুটিলতা থেকে মুক্তি পেতেই সম্ভবতঃ ধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন। জীবনের ব্যর্থপ্রেম ও দুঃখকে ভুলতেই বিবেকের তাড়নায় ধর্মের শরণ নিয়েছিলেন। অসম্ভব শ্রমে সারা জীবন লিখেছেন, তাঁর পল্লীকাহিনী Arcadia-ই ছিল তাঁর অন্তরের আশ্রয়স্থল। তাঁর The Battle of the Cats (La Gatomaquia) আজও সুখপাঠ্য। তাঁর শেষ নাটক Dorotea, La Celestina-র অনুকরণে লেখা তাঁর বাল্য প্রণয়কাহিনী। তাঁর নায়িকা তাঁর প্রতি এবং তার স্বামীর প্রতি সমান প্রবঞ্চনা ক'রে গেছে। এই গদ্য নাটকে নানা আলোচনার মধ্যে রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির নিদর্শন রয়ে গেছে।

Lope-এর নাটকগুলি মঞ্চে সাফল্য লাভ করায় তখন বহু নাটক সৃষ্টি হতে

(২২৭) Ibid—p. 154.

লাগল। কোন নাটকই তখন ৪।৫ বারের বেশী অভিনীত হত না ব'লে নাটকের বন্যা বয়ে গেল। ইতিহাস, ইতালীয় গল্প, পুরাতন রোমান্স মন্থন ক'রে স্বল্পজীবী নাটক সৃষ্টি চলল। তার মধ্যে Guillén de Castro (১৫৬৯-১৬৩১) Cid-এর গল্প নিয়ে যে দু'খানি স্মরণীয় নাটক লেখেন, তার মধ্যে রোমান্সের সৌন্দর্য ও গতি সার্থকতা লাভ করেছিল।

Lope-এর পরে নাট্যকারগণের মধ্যে Gabriel Téllez (১৫৭১-১৬৪৮) সাহিত্য-ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছেন। তিনি Tirso de Molina এই বেনামে লিখতেন। ইনি Don Juan-এর বহুখ্যাত কাহিনীকাররূপে প্রসিদ্ধ। তাঁর The Practical Joker of Seville (Burlador de Sevilla)-এর এই চরিত্র পরবর্তী বহু নাটকের নায়করূপে অনুকৃত হয়। Lope কবি কিন্তু ইনি গদ্যলেখক এবং ইতিহাসকার। কবিতায় তিনি চালু ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন মাত্র। তাঁর বিষয়বস্তু ধর্মমূলক কিন্তু তিনি শাস্ত্র অপেক্ষা চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা সংস্থাপনকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। তেজস্বিনী নারী চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ প্রীতি এবং তাঁর নারীচরিত্র অনেক সময়েই শেক্সপীয়রের নারীচরিত্রের মত পুরুষ বেশে উপস্থিত হয়েছে। এটা স্পেনে স্বাভাবিক ছিল না, কারণ ইংলণ্ডে নারীচরিত্র বালকে অভিনয় করলেও স্পেনে অভিনেত্রীরাই করতেন। তাঁর নারীচরিত্রের মধ্যে Prudence in Women (La Prudencia et la Mujer)-এর নারীচরিত্রই প্রধান। তাঁর Shy Man at Court নাটকে একটি চতুর মেয়ে সুকৌশলে তার লাজুক প্রেমিককে প্রস্তাব করতে বাধ্য করেছে এবং Mari Hernandez এক কৃষক-কন্যা, চমকপ্রদ ও মনোমুগ্ধকর কৌশলে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে। তাঁর ঘটনাবিন্যাস কৌশল ও সংলাপ সুন্দর। নাটকের হাস্যরস প্রায়শঃই ব্যঙ্গ-শ্লেষে পরিণত হয়েছে। তিনি নিজে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জারজ সন্তান; সেই-জন্যই সম্ভবতঃ সমাজের প্রতি তাঁর একটা নিদারুণ বিদ্বেষ ছিল। এই দুর্ভাগ্যের কলঙ্ককে তিনি সারা জীবনেও ভুলতে পারেননি। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত দুর্ধর্ষ প্রণয়বীর Don Juan চরিত্রটি তাঁরই সৎ-ভাই—তাঁর পিতার বৈধ সন্তান—সম্ভ্রান্ত তরুণের চরিত্র। ডন জোয়ান চরিত্র অবশ্য তার চেয়েও অনেক বেশী করিতকর্মা, তিনি পরবর্তী যুগের রেনেসাঁর অবতার। (২২৮) তাঁর প্রতিটি প্রণয় অভিযান যেন এক-একটি যুদ্ধজয়। তাঁর valet Catalinòn-এর সঙ্গে Sanchoর অনেকটা তুলনা করা যায়। এই চরিত্রটি ডনের কার্যের সমালোচনা ক'রে গেছে। তার ব্যভিচার একটা পরীক্ষা, তার এই পাপের শেষ হয়েছে যখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মূর্তি তাকে আলিঙ্গন ক'রে হত্যা করেছে। স্পেনের নীতিবাদ চরিত্রের শেষ বিচার করেছে—ক্যাথলিক দেশের নীতির মানকে উপেক্ষা করেনি। তাঁর ব্যঙ্গ ও বাস্তবতা

(২২৮) But Don Juan stands for much more than this. He incarnates the Renaissance as seen by the generations that followed it.—Ibid—p. 157.

ধর্মগুরুদের ক্ষোভের কারণ হয়েছে ব'লে তাঁকে শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে কিন্তু তিনি যুগের পাপ ও ক্লেদকে মঞ্চে প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন নির্ভীকভাবে। কিন্তু নানা কারণে তাঁকে লেখনী সংবৃত করতে হয় এবং তাঁকে নীতিমূলক নাটক লিখতে হয়। তিনিই প্রথম নাটকীয় চরিত্রের স্রষ্টা—যে চরিত্র ঘটনাপ্রবাহে সৃষ্ট নয়, বরং যে চরিত্র ঘটনাকে সৃষ্টি করেছে। তিনি As You Like It-এর মত লিখেছিলেন এবং Hamlet-এর মতও হয়ত লিখতে পারতেন, কিন্তু স্পেন ট্র্যাজেডির দেশ নয়, তাই সে প্রচেষ্টা হয়নি।

তারপর ধর্মযাজক Mira De Amescua (১৫৭৪-১৬৪৪) তাঁর ধর্মমূলক The Devil's Servant প্রভৃতি নাটক লেখেন। Valez De Guevara (১৫৭৯-১৬৪৪) পর্তুগালের জাতীয় নায়িকা Inés de Castro চরিত্র নিয়ে নাটক লেখেন এবং সেটা প্রায় ট্র্যাজেডি পর্যায়ভুক্ত। Juan de Ruiz de Alarcòn (১৫৮১-১৬৩৯) কতকগুলি কমেডি রচনা করেন, পরবর্তী যুগে এই নাটকই ফ্রান্সের নাটকের মডেল হ'য়ে দাঁড়ায়। তাঁর "The Suspicious Truth" এক মিথ্যাবাদীর কাহিনী। এই নাটকের মিথ্যা গল্প ও পরিবেশের মাঝে প্রখর বুদ্ধি, কৌতুক ও কৌতূহলের উপাদান রয়েছে,—সেগুলি আনন্দদায়ক। কিন্তু শেষ-মুহূর্তে যখন নায়ক সত্য কথা বলল, তখন তাকে আর কেউই বিশ্বাস করলে না। প্রখ্যাত ফরাসী নাট্যকার Corneille এই নাটককেই তাঁর Le Menteur নাটকের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

Pedro Calderòn de La Barca (১৬০০-৮১) উচ্চাঙ্গের নাট্যকার কিন্তু যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী নয়। লোপের পরিশ্রুত রূপার তুলনায় তাঁর নাটক অপরিশ্রুত সোনা। তাঁর গল্প, ভাষা, গীতিকবিতা, প্রণয়ের মনস্তত্ত্ব সবই সুসমঞ্জস ও সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি ধর্মজীবনের অনুকূল শিক্ষা পেয়েও মঞ্চের জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন। লোপের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই তিনি মঞ্চের সঙ্গে জড়িত হন। তখন জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রথমে চলতি জনপ্রিয় নাটকই লিখতে শুরু করেন। কিন্তু পরে মানবীয় গুণাবলীর বাস্তব প্রকাশ তাঁর নাটকে দেখা যায়। শেষের দিকে ধর্মীয় নাটকে এসে তাঁর প্রতিশ্রুতি শেষ হয়। তাঁর জীবন ছিল উচ্ছৃঙ্খল, প্রণয়-প্রেম-প্রীতি-হিংসা প্রভৃতির জ্ঞান তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব'লেই হয়ত বাস্তব। তাঁর ঘটনাপ্রবাহ যুক্তি দ্বারা বর্ণিত হলেও একটা অজ্ঞাত জীবন-বিদ্রোহ তাঁর চরিত্রগুলিকে যেন অতিরঞ্জিত ক'রে তুলেছে। তিনি নীতিগতভাবে প্রতিবিপ্লবের শাস্ত্রানুশাসনকে উপেক্ষা করেছিলেন বলেই হয়ত Shelley এবং জার্মান রোমান্টিকরা তাঁকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন।

তাঁর অনেকগুলি চরিত্রের মধ্যে রোমান্টিকতা না আছে এমন নয়। তাঁর El Principe Constante বন্দীরূপে মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু মূরদের কাছে একটি দুর্গ সমর্পণ ক'রে স্বাধীনতা ক্রয় করেনি। এটি কেবলমাত্র বীরত্ব নয়, মানব-চরিত্রের একটা উজ্জ্বল দিক প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর The Enchanted Lady

(La Dama duende) সাধারণ প্রণয়কাহিনী ব'লেই মনে হয় কিন্তু অতিজাগতিক শক্তির প্রভাবে প্রণয়ী অভিসারিকা প্রণয়িনীকে চিনতে পারেনি এবং স্বপ্ন ও বাস্তব এখানে মিশে গেছে। তাঁর For a Secret Affront Secret Revenge-এর মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে শুধু এই ভেবেই যে স্ত্রী তাকে একদিন প্রতারণা করতে পারে। এই চরিত্র ও তার যুক্তি এক অদ্ভুত জগতের—একটা বিদ্রোহী হিংসায় ফেটে পড়েছে যেন; তিনি যদি ওথেলো লিখতেন তবে হয়ত মূরের পক্ষে দেস্‌দেমনাকে হত্যা সমর্থন করতেন, কারণ সেখানেই তাঁর হিংসা চরিতার্থ হত—তাঁর মতে ভদ্রলোকের পক্ষে হিংসার জ্বালা সহ্য করা উচিত নয়। তাঁর নাটকে যুগের সামরিক বীরত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সামরিক বীরত্ব আদর্শহীন ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে।

Calderòn-এর শ্রেষ্ঠ নাটক Life is a Dream (La Vida es Sueno) জীবনে স্বপ্ন ও সত্যের মধ্যে একটা সমাধান যেন তিনি করতে চেয়েছেন, কিন্তু কোন দার্শনিক তত্ত্ব নেই, একটা কাব্যময় তত্ত্বের মধ্যে ঘুরেছে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক The Prodigious Magician (El Magico Prodigiose)-এর নায়ক কোন খ্রীষ্টান কুমারীর প্রণয়ের জন্য শয়তানের কাছে তার আত্মা বিক্রয় করে, কিন্তু কোন ফল হয় না, তার পরে নায়ক খ্রীষ্টান হয় এবং তারা উভয়ে অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে মারা যায়। এর কাব্যকীর্তি এত মনোমুগ্ধকর যে Shelley এই নাটকের আংশিক অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর নাটক সৃষ্টি কিছুকালের জন্য ব্যাহত হয়। Catalan-এর যুদ্ধ এবং পর্তুগালের বিদ্রোহের জন্য কিছুকাল থিয়েটার বন্ধ ছিল—তখন স্পেনের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্নপ্রায়, তিনি তখন সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করেন। এই অভিজ্ঞতা তিনি সমাজ-সমালোচনার কাজে লাগিয়েছেন তাঁর The Mayor of Zalamea নাটকে। বিষয়বস্তু মানুষের আত্মসম্মান। একজন ক্যাপ্টেন এক কৃষককন্যাকে অপহরণ করে এবং কৃষক তার সম্মানরক্ষার্থে সংগ্রাম ক'রে জয়ী হয়। এই নাটকেই তিনি আত্মসম্মানকে সম্ভ্রান্তদের আনুগত্য থেকে উচ্চে স্থান দিয়ে সমাজ-চেতনার পরিচয় দেন। এই দিক থেকে তাঁর Alcalde নাটক আরও সুসংবদ্ধ ও কাহিনী অধিকতর উন্নত ও হৃদয়গ্রাহী। জীবনের বাকি ৩০ বৎসর তিনি অনুরোধে ধর্মীয় মেলোড্রামা, পৌরাণিক নাটক ও গীতিকাব্য রচনা করেন—এগুলি সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে ও দরবারে অভিনীত হত, এগুলির নাম ছিল Zarzuelas। তিনি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি প্রচলিত সব কিছুই লিখেছিলেন কিন্তু কেন যেন বাস্তব ও ব্যঙ্গ নাটককে ত্যাগ করেছিলেন। সেই অভাব পূর্ণ করেন Francisco De Rojas Zorilla (১৬০৭-৪৮)।

এই গৌরবময় যুগের শেষে তিনজন লেখক গীতিকাব্য ও পদ্যলেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। Luis de Góngora (১৫৬১-১৬২৭) ইনি Vegaর চেয়ে এক বছরের বড়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল লোকায়ত। Romance, Villancico এবং Letrilla-কে তখন আর কেউ গ্রাম্য ও জনগণের সাহিত্য ব'লে

হেয় মনে করত না। এই জাতীয় কাহিনীকে তাঁরা শালীন ও সুন্দর ক'রে নূতন রূপ দিলেন এবং রাজদরবারে প্রবেশাধিকার লাভের আশায় তা ধীরে ধীরে লাটিন-প্রভাবিত হ'য়ে উঠল। Góngora সনেট থেকে রোমান্স লিখতে শুরু করেন। মুরদের সহিত সংগ্রামের কাহিনীর আশ্রয়ে নৃত্যগীত প্রভৃতির আরোপ করেন। তিনি পুরাণ ও আর্কেডিয়ার গ্রাম্য পরিবেশে ইতালীয় কাব্যধারা ও রোমান্সের সমাবেশ ক'রে নূতনত্বের সৃষ্টি করেন। তাঁর Fable of Polyphemus and Gelatea এবং Solitudes এই সমন্বয়ের সৃষ্টি। তাঁর লিখনশৈলী শক্তিশালী ও রহস্যাবৃত হলেও তখন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু পরে তার কৃত্রিমতার জন্য পরিত্যক্ত হয়।

তাঁর অনুকারী কবি Pedro Soto de Rojas (১৫৮৫-১৬৫৮) তাঁর গ্রানাডায় উদ্যান বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, Gabriel Bocàngel (১৬০৮-৫৮) তাঁর কথা-কাব্যে কল্পনা শক্তির পরিচয় রেখে গেছেন। Góngoraর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হলেও Lope-এর মধ্যে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট এবং বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও Juan De Jàuregui (১৫৮১-১৬৪১)-র Orfeo কাব্য Gongoraর Polyphemus-এর রচনাশৈলীকেই অজ্ঞাতে আশ্রয় করেছে। বিচ্ছিন্নভাবে আপন আপন মৌলিকতা নিয়ে Jose de Valdivielso (১৫৬০-১৬৩৮) Pedro Espinosa (১৫৭৮-১৬৫০) Juan de Tasis প্রভৃতি কবিগণও এই সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

স্পেনের এই অবক্ষয়ের যুগে আর একজন বিখ্যাত লেখক আজও সমুন্নতশিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি Francisco De Quevedo Y Villegas (১৫৮০-১৬৪৫)। তিনি প্রধানতঃ ব্যঙ্গ কবিতার কবি। তাঁর প্রথম জীবনের প্রেম-কবিতা বাস্তব। তিনি ভাষার নিরীক্ষায় কথ্য ভাষা এবং গ্রাম্য আশালীন কথারও ব্যবহার করেছেন। তাঁর নির্জলা বাস্তবতা পরে ফ্রান্সে অনুকৃত হয় কিন্তু স্পেনে Góngora ও Calderòn-এর ভাষার আর সংস্কার হয় না।

Quevedo পণ্ডিত ব্যক্তি এবং প্রচুর লিখেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁর Picaresque novel—The Sharper's Life (La Vida del Buscòn) এবং The Visions (Los Suenos)। তিনি স্পেনের দুর্দিনকে লক্ষ্য করেছিলেন—প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার নারকীয় দৃশ্যে উকিল নাপিত দর্জি জজ কবি নাট্যকার সম্রান্ত নারীদের উপর যে বীভৎস আশালীন অত্যাচার হয়েছে তা লেখকের দুঃখবাদী বিকারগ্রস্ত মনের ছবি। তাঁর আশা ছিল Count of Olivares দেশকে উদ্ধার করবেন, তার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বিখ্যাত Satirical and Admonitory Letters লিখেছিলেন; কিন্তু তিনি দেশকে আরও দুর্দশার মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে। লেখক মানবতাবাদী, ব্যঙ্গশ্লেষে পারদর্শী এবং জীবনে ত্যাগী (Stoic) ছিলেন—জীবনের দুঃখকে নিস্পৃহ ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই জীবন-দুঃখ তাঁর কবিতায় "I felt my sword

subdued by age and could find nothing to rest my eyes upon that was not a reminder of death !" (২২৯) পংক্তিটির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

তাঁর এই প্রখর শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ধারা পরবর্তী কবি Antonio Eurîquez Gómez (1602-60) এবং Miguel De Barrios (১৬২৫-১৭০১)-র মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তাঁরাই স্পেনের রজত যুগের শেষ কবি। এঁদের একজন সৈনিক ও অন্যজন সরকারী চাকুরে, উভয়েই হল্যাণ্ডে মারা যান। Inquisition-এর যে বলি আরম্ভ হয়েছিল Luis de León থেকে তার শেষ হল এসে এই দুই অভাগ্য কবিতে। Miguel de Molinos (১৬২৭-৯৬)-এর মত ধার্মিক ও সাধককেও তাঁর শান্তিকামী দর্শনের জন্য জীবনের শেষ নয় বৎসর কারাগারে কাটাতে হয় এবং আর একজন লেখক Baltasar Graciàn (১৬০১-৫৮)-কেও অশেষ দুর্গতি ও অসম্মানে জীবন শেষ করতে হয়েছে। তিনি অধ্যাপক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা El Criticòn (The Criticaster) বেনামে প্রকাশিত হলেও কর্তৃপক্ষ তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনের শেষ হয়। তাঁর পুস্তকের তৃতীয় ভাগের জন্যই এই শাস্তি। এই অধ্যায়ে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ও একজন বর্বরের এক নির্জন দ্বীপে দেখা হয়, তাঁরা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা দুর্ভাগ্যের মধ্যে অমরতা লাভ করতে চান কিন্তু তাঁরা দেখলেন পৃথিবীতে অমরতা লাভ করে কেবলমাত্র বীরযোদ্ধা, কবি ও শিল্পীরা। এই রচনা ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে খুবই আদৃত হয় কারণ তার মধ্যে বাস্তবজীবনের মানবিক দর্শনের পরিচয় ছিল কিন্তু ধর্মান্ধ স্পেন তাকে অবহেলা করেছে। ১৭শ শতকে এসে ধর্মবিরোধ ক্যাথলিক দেশে রেনেসাঁর যুক্তিবাদ ও ভাবাবেগকে নির্মমভাবে নিস্পিষ্ট করে এবং স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদ হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় কিন্তু যেখানে এই অবরোধ স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করেনি সেখানে এই মননশীলতার স্বাধীন ভাবধারা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হ'য়ে দেখা দেয়।

হল্যাণ্ডে বহুদিন যাবৎ মধ্যযুগীয় নাটক ও থিয়েটারই জনপ্রিয় ছিল, তাই পুরাতন থেকে এই নূতনকে গ্রহণ করতে তার সময় লেগেছে। কয়েকজন কবির ব্যক্তিগত প্রভাবে হল্যাণ্ডে নবজাগরণের বাণী এসে পৌঁছায়। Pieter Cornelisz Hooft (১৫৮১-১৬৪৭) এবং Gerbrand Brederode (১৫৮৫-১৬১৮) নবজাগরণের প্রভাবে কিছু গীতি-কবিতা লেখেন, তার মধ্যে পুরাতন নীতিবাদের প্রভাব এবং দেশীয় ভাবধারার প্রভাব ছিল। Terence-এর অনুকরণে কিছু কমেডিও লেখা হয়। তখনকার লাটিন নাটক হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা ও নাট্যকার Joost Van Den Vondel (১৫৮৭-১৬৭৯)কে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তিনি ধর্মবিরোধে জড়িয়ে প'ড়ে প্রোটেস্টান্ট থেকে ক্যাথলিক হন। তাঁর প্রথম নাটক বাইবেলের ছায়ায় লিখিত। তার পরে প্রাচীন লাটিন ও গ্রীক থেকে তিনি আদর্শ আখ্যান চয়ন ক'রে তাঁর Jephta (ট্র্যাজেডি) রচনা করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি

(২২৯) Ibid.—p. 167.

Lucifer, এটি সফোক্লিসের একটি নাটকের অনুকরণে লিখিত কিন্তু তাঁর গীত ও লোকগাথাগুলি ডাচ সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি। কথিত আছে, তাঁর Lucifer-এর রীতি Miltonকে প্রভাবিত করেছিল। তখনকার ডাচ সাহিত্য জার্মান সাহিত্যকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

ত্রিশ বছরের যুদ্ধে তখন জার্মানী বিধ্বস্ত এবং সাংস্কৃতিক জগতে অনেক পিছনে। Silesiaতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় তারা হল্যাণ্ডে পড়তে আসত। এই সাইলেসীয় ছাত্রগণই প্রথম জার্মান কবিতার স্রষ্টা। Martin Opitz (১৫৯৭-১৬৩৯) হল্যাণ্ডের ছাত্র, তিনিই প্রথম দেখান, রোমান্সের ছন্দ ও শৈলী কিভাবে জার্মান ভাষায় গ্রহণ করা যায়। তিনি রোমান সাম্রাজ্য থেকে বহুদূরে শ্লাভজাতির প্রথম কবি। Jacob Boehme (১৫৭৫-১৬৩৯) একজন প্রোটেস্টাণ্ট মুচি। সুইস লেখক Paracelsus (১৪৯৩-১৫৪১)-এর অনুকরণে দার্শনিক তত্ত্বকে কাব্যে তিনি প্রথম রচনা করেন। সুইস কবির "Dialogue between a scholar and his master concerning the super-sensual life"-এর ভাবধারার গভীরতর রহস্যানুভূতিই তাঁর কবিতার আশ্রয়। তাঁর মূলতত্ত্ব ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী—ভগবান সকল সৃষ্টির মূল, ভালমন্দ তাঁরই প্রকাশ, এই ভাবধারা থেকেই জার্মান কবিতার নূতন যুগের সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, এই ভাবধারা Blake ও Goethe পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তাঁর কবিতাই প্রথম পাশ্চাত্ত্যে কবিতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বাণী ধর্মানুশাসন ও বিশ্বাসকে উপেক্ষা ক'রে মানব-হৃদয়ে পৌঁছে দেয়।

জার্মানীর সংস্কৃতি লুথারের অনুগামী ধর্মীয় কবিতায় প্রকট হলেও সর্বাপেক্ষা গতিশীল ও বেগবান নীতিমূলক কবিতা লেখেন একজন ক্যাথলিক কবি। Angelus Silesius (১৬২৪-৭৭) তাঁর সংগৃহীত The Cherabic Wonderer (Der Cherabinischer Wandersmann) কবিতাসংগ্রহে ধর্মীয় ও নীতিমূলক কবিতা ও প্রার্থনাসঙ্গীত নূতন সুরে নূতনভাবে দেখা দেয়। ক্যাথলিক নাট্যকার ও কবি Andreas Gryphius (১৬১৬-৬৪)-এর সঙ্গে Vondel-এর তুলনা করা চলে। তাঁর কতকগুলি নাটক ধর্মীয়, কতকগুলি গ্রাম্য কাহিনীভিত্তিক। তার মধ্যে শেক্সপীয়রের প্রভাব দেখা যায়, কারণ তখন ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদল ইংরাজী নাটক অভিনয় করতে জার্মানীতে আসত। তাঁর গীতিকবিতাগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানীতে তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে তিনি জনমানসে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁরই অনুগামী কবি Paul Fleming (১৬০৯-৪০) একজন প্রেমের কবি, তিনি মানবিক প্রেমকে এবং মানব-সেবার আদর্শকে অকপটে ব্যক্ত করেছেন। Hofmann Von Hofmannswaldau (১৬১৭-৭৯) অন্যতম পার্থিব জগতের কবি (Sensualist), তিনি Ovid ও Marino-র অনুসরণে ইউরোপীয় কবিতার স্বধর্মকে গ্রহণ করেন এবং সাইলেসীয় কবিতার অধ্যাত্মবাদমুক্ত হ'য়ে তাঁর অন্তরের বাণীকে কবিতায় প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর চতুর প্রণয়িনীকে তিরস্কার করেছেন—"মৃত্যু এসে তার কঠিন বুকে একদিন আঘাত হানবে"। এই

সময়ে অনেক কবি লাটিনেই কবিতা লিখতেন কিন্তু পরবর্তী শতকে এসে জার্মানী তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং তিরিশ বৎসরের যুদ্ধ ও রিফরমেশনের বিরোধের পরে জার্মানীর পুনরুত্থান ঘটে।

১৭শ শতকের শেষে ইতালী, স্পেন ও ফ্রান্সের অগ্রগতি মন্দীভূত হ'য়ে পড়ে। এই শতকের প্রথমে বহু লেখক 'Unity of Construction' সূত্রকে ভঙ্গ ক'রে নতুন পথে স্বাধীনভাবে এগিয়েছিলেন কিন্তু পুনরায় সেই সাহিত্যের ব্যাকরণের প্রাচীরে আবদ্ধ হ'য়ে মানব-চিত্তপ্রসূত দ্বিধাদ্বন্দ্বময় অনুভূতির প্রকাশ সাময়িকভাবে স্থগিত হ'য়ে রইল। সাহিত্য তখন সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হল, এবং ব্যক্তির জীবনের অনুভূতি ও প্রকাশ স্তিমিত হ'য়ে পড়ল।

ফ্লোরেন্সের একাডেমি থেকে যে ব্যক্তিবাদ ও যুক্তিবাদভিত্তিক নবজাগরণের আলোক ইউরোপকে আলোকিত করেছিল তা তার সীমার বাইরে এসে ফিকে হ'য়ে গেল। প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহ্য এবং তারই অভিব্যক্তি জাতীয় গৌরব ও জাতীয় নীতিবাদে পরিণত হল, তাই হল তখনকার গৌরবময় আর্ট।

নবালোকের যুগ (Enlightenment)

দার্শনিকগণ "Locke-এর Essay on Human Understanding" (১৬৯০) থেকে Kant-এর Critique of Pure Reason (১৭৮১) পর্যন্ত সময়কে নবালোকের যুগ ব'লে অভিহিত করেছেন। নবজাগরণের যুগে মানুষ তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য তার জিজ্ঞাসা নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে যায়। কতক যুক্তিদ্বারা (Rationalistic) কতক ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা (Empirical) দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান করেছিলেন এবং ভগবান, মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির একটা আপাতঃ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। এই তথ্যের কতকগুলি এখনও সম্মানিত হয় কিন্তু কোনটিই সর্বজনগ্রাহ্য নয়। নবালোকের যুগে এসে মানুষ কাছের জিনিসকে ভাল ক'রে জানতে চাইল। মানব-জ্ঞানের পরিধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সীমা নিয়ে তাঁরা সমীক্ষা শুরু করলেন—এবং এই-ই পরে Epistemology ব'লে পরিচিত হল। এই সময়ে মানুষের বিচার এগিয়ে চল্‌ল সাধারণতঃ মনস্তত্ত্ব ও শারীরবৃত্তের (Physiology) প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে নির্ভর ক'রে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকেই মানুষ জ্ঞান আহরণ করে, কিন্তু এই জ্ঞানকে যুক্তিদ্বারা বিশ্লেষণ ক'রে বিচার ক'রে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের বিশ্বাস ও চরিত্রের উপর ধর্ম (চার্চ) ও রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বকে তখন সব দার্শনিকই নিন্দনীয় মনে করেন। সে যুগের কাম্য ছিল চিন্তা বাক্য ও প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ। এই স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাই ইংলণ্ডে ১৬৮৮ সালে, আমেরিকায় ১৬৭৬ সালে এবং ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে বিপ্লব ঘটায়। এই নবালোকের যুগ থেকেই সাধারণ

মানুষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, আর্থিক, ধর্মীয়, এবং মানবীয় স্বাধীনতা দাবী করে এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক অগ্রগতি হবে এই আশা সোচ্চার হ'য়ে ওঠে। নবজাগরণের যুগে চিন্তা-জগতে বিভ্রম ও ভ্রান্তির রহস্য সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু নবালোকের যুগে সে ভ্রান্তি দূর হ'য়ে গেল (?) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও যুক্তির আলোকে। তাই এ যুগের জার্মান নাম Aufktārung (Clearing up)-এর যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

Locke, Spinozaর জন্ম-বৎসর ১৬৩২ সালেই জন্মগ্রহণ করেন। যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত পরিবারের ক্ষীণ স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর জন্ম। আইনজীবী পিউরিটান পিতা রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিরুদ্ধতা ক'রে সম্পত্তি হারান। লক্‌ও পিউরিটান এবং ক্রমওয়েলের সময়ের অক্সফোর্ডের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায়ই হবস্ ও ডেকার্টের রচনা পাঠ করেন। সেই সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, হাওয়া বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং পরে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। তখন লর্ড এ্যাস্‌লির অঙ্গে এক অস্ত্রোপচার ক'রে তাঁর জীবন রক্ষা করেন, এবং তাঁর স্নেহভাজন হন। তাঁর চেষ্টায় বড় চাকুরীও করেন কিন্তু এই লর্ড এ্যাস্‌লিই ১৬৮৮র বিপ্লবের পথ সুগম করেন। ফলে লক্ অক্স্‌ফোর্ড থেকে বিতাড়িত হন এবং দ্বিতীয় চার্লস-এর আদেশে ইউরোপে বাস করতে হয়। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি হল্যাণ্ডে বাস করেন, এবং তাঁর প্রখ্যাত নিবন্ধ Essay on Human Understanding-এর জন্য প্রস্তুত হন। ১৬৮৮ বিপ্লবের পর ইংলণ্ডে ফিরে এসে পুনরায় ভাল চাকুরী লাভ ক'রে তাঁর নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

লকের সময়ে ইংলণ্ডে Stoicদের কিছু প্রভাব ছিল, এবং তাঁদের সহজাত ধারণাকে (innate idea) তিনি প্রথমেই অস্বীকার করেন। তিনি হবস্-এর মত প্রকৃতিদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না; বরং ভগবান, নীতি এবং বিজ্ঞান তিনকেই বিশ্বাস করতেন। তিনি একদিকে বলেছেন ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়া কোন জ্ঞান আহরণ করা যায় না। আবার ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি স্বজ্ঞার (intuitive knowledge) উপর নির্ভর করেছেন। এখানে লকের যুক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। (২৩০) তিনি নিজে খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি খ্রীষ্টান ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি হবস্-এর অনুবর্তী হ'লেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আদিম প্রকৃতির সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না বরং তারা জানত কারও পক্ষেই অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, তার স্বাস্থ্য স্বাধীনতা ও সম্পদকে ক্ষুণ্ণ করা অনুচিত। তিনি ভ্রমণকারীদের বর্ণনা থেকে তা প্রমাণও করেন। প্রকৃতিরাজ্যে কোন সরকার নেই, কাজেই আত্মরক্ষা করা বা অন্যায়ের শাস্তি ব্যক্তিগত কর্তব্য, কিন্তু যেখানে রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে সেটা রাষ্ট্রের

---

(২৩০) Locke is inconsistent with his own general position...to establish the existence of God, whom he believes to exist not merely as an idea...but as an independent being in external reality.—History of Modern Philosophy.—W. K. Wright—p. 161.

কর্তব্য। ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচারী হতে পারে, এই জন্ম ব্যক্তির ক্ষমতা সমষ্টিতে ন্যস্ত হয়েছে—(হবস্ এই ক্ষমতা রাজার হস্তে দিয়েছেন)। তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যবসায়কে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এই স্বাধীনতা হারানর বিরুদ্ধে বিপ্লব সমর্থনযোগ্য। তাঁর এই মতবাদ ১৭৮৭ সালে আমেরিকান সংবিধানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনিই প্রথম বলেন যে, মূলধন শ্রমেরই উৎপাদন এবং তাঁর এই যুক্তি থেকেই ১৯শ শতকে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব গ'ড়ে ওঠে।

তাঁর Education পুস্তকে তিনি নীতিবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান ও সৎ গুণাবলী আহরণ। সৎগুণাবলী (Virtue) বলতে ভগবৎভক্তি, প্রার্থনা, সত্যবাদিতা, এবং জ্ঞান বলতে তিনি নিজে প্রণিধান ক'রে সত্য উপলব্ধিকে বুঝেছেন এবং শিক্ষা বলতে বুঝেছেন ঠিকভাবে চিন্তা করা। মানুষ সংস্কারবশে তার মতামত ঠিক করে এবং সেইজন্ম নিজেরই ইচ্ছা, কল্পনা ও সত্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না। ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারলে, সংস্কারমুক্ত চিত্তে বিচার করতে পারলে আমরা সত্যকে জানতে পারি। লক্ ব্যক্তিস্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক হলেও ধর্ম ও নীতিকে হবস্ এর মত উপেক্ষা করেননি। তিনি ডেকার্টের অনুগামী এবং বস্তুকে, Material, Spiritual এবং God তিনভাগে ভাগ ক'রে তাদের জটিল সম্বন্ধ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে কার্যকারণ, একীভবন ও বিভিন্নতাই প্রধান। (২৩১)

George Berkeley (1685-1753) জাতিতে আইরিশ। ছাত্র হিসাবে তিনি তীক্ষ্ণধী ছিলেন এবং তাঁর ছাত্রজীবনেই তাঁর পাণ্ডিত্য খ্যাতি লাভ করে। তিনি Trinity কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের অনুরাগী হন। এই সময়ে Locke, Descartes এবং Molebranche-র দর্শন ও নিউটনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ট্রিনিটি কলেজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। Tolard নামে একজন আইরিশ এই সময়ে ধর্ম থেকে যুক্তি-বিজ্ঞানের বলে অলৌকিকতাকে বাদ দিতে বলেন কিন্তু বার্কলে খ্রীষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তিনি প্রতিবাদ করেন।

তাঁর Treatise on Principles of Human Knowledge ১৭১০ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৭১৩ সালে Three Dialogues between Hylas and Philonous প্রকাশিত হয়। ১৭১৩ সালে তিনি লণ্ডনে আসেন এবং ইংরাজ লেখক Swift, Steele, Addison এবং Pope-এর উপরে বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। পরে বৎসরাধিক ভ্রমণ ক'রে পৃথিবীর তথা নবতম সভ্যতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান হ'য়ে ওঠেন। মানবতার দিক থেকে ১৫০০ পাউণ্ডের

(২৩১) According to Locke, more important of such relations are those of cause and effect, identity and diversity.—History of Western Philosophy — Joshi—p. 102.

চাকুরী ছেড়ে ১০০ পাউণ্ডের চাকুরী নিয়ে বারমুডায় যান ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা দেওয়ার আদর্শ নিয়ে। কিন্তু সে কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ভগ্নমনে ফিরে আসেন। ইনি ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহৃত Tar water-এর কথা লেখেন এবং Henry Fielding এই ওষুধ ব্যবহার ক'রে আরোগ্য লাভ করেন।

তাঁর Principles of Human Knowledge-এ তিনি Locke-এর অভিজ্ঞতাবাদকে (Empiricism) আরও এগিয়ে নিয়ে যান। লক সহজাত জ্ঞানকে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি অরূপ ধারণাকে (abstract idea) অস্বীকার করলেন। তিনি বলেন, জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতিপ্রসূত, সুতরাং অরূপ ধারণা একটা নাম মাত্র। বস্তুজগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত, অতএব দৃশ্যমান জগত আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা ধারণা করি অথবা আমাদের মনের দ্বারা অনুভব করি। অতএব বস্তু ব'লে কিছু নেই,—সবই আমাদের অনুভূতিপ্রসূত ধারণা। একে অনেকে Empirical idealism বলেন, এবং Mentalism নামেও একে অভিহিত করা হয়।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি ভগবৎবিশ্বাসে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মূল যে শক্তি তাই ভগবান। আমাদের মন আর ভগবানে পার্থক্য এই যে, মন সসীম এবং ভগবান অসীম। অতএব আত্মার অবিনশ্বরত্ব তাঁর দর্শনের অন্যতম পরিণতি। (২৩২)

David Hume (1716-1776)-এর বাবার এডিনবার্গের নিকটে ছোট জমিদারী ছিল। তাঁর বিধবা মা দুই ছেলে ও মেয়েকে মানুষ করেন। ডেভিড ছোট ছেলে, তিনি উত্তরাধিকারী হবেন না জানতেন। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময়েই বংশগত ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছুকাল আইন অধ্যয়ন করেন, ব্যবসায়েরও চেষ্টা করেন। ২৩ বৎসর বয়সেই ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। খুব মিতব্যয়ী হ'য়ে ফ্রান্সে La Fléche (যেখানে Descartes পড়তেন)-তে তিন বৎসর পড়াশুনা করেন। এখানেই তিনি প্রথম তাঁর Treatise on Human Nature লেখেন এবং সমালোচকগণ একে নতুন লেখকের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ব'লে অবহেলা করলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। ইংলণ্ডে এসে সাধারণের বোধগম্য ভাবে তাঁর Enquiry Concerning Human Understanding এবং Enquiry Concerning the Principles of Morals লেখেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। ফরাসী সমালোচকগণ বুঝতে পারেননি, হিউমের দর্শন এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অবদান। হিউম

(২৩২) Finally he believes :—
"The other and more powerful spirit who is the cause of ideas of sense is nothing but God. The only difference between our mind and God is that the former is finite while the latter is infinite and almighty." History of Western Philosophy—N. V. Joshi—p. 107.

(২৩২) The natural immortality of the soul is another consequence of Berkeley's Philosophy. History of Modern Philosophy—W. K. Wright—p. 189.

ব্যক্তি ও বস্তুকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করেন এবং বর্তমান সমাজবিদ্যা, ইতিহাসবিচার, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি তাঁরই সূত্র অবলম্বনে পুষ্টিলাভ করেছে।

তিনি শাশ্বত নীতি ব'লে কিছু স্বীকার করেননি। তিনি অভিজ্ঞতাজাত নীতিবাদে বিশ্বাসী। মানুষের সুখ-দুঃখ অনুভূতি প্রধান, তার থেকেই আসে আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। কতকগুলি প্রত্যক্ষ আকাঙ্ক্ষা,—আশা, বিরূপতা, দুঃখ, আনন্দ, ভয়, হতাশা ও আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা এবং কতকগুলি পরোক্ষ আকাঙ্ক্ষা—এগুলি জটিল, অন্যান্য আবেগ ও অনুভূতির মিশ্রণে উৎপন্ন হয়; যথা, গর্ব, বিনয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আভিজাত্য, ঘৃণা, ঈর্ষা, দয়া, উদারতা প্রভৃতি। অবশ্য হিউম মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অনেক নতুন তথ্য দিয়েছেন। আমাদের কর্মপ্রেরণা আমাদের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত, এবং যুক্তি এই আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার দান।

মানুষ দুই রকমে ভুল করে, প্রথমতঃ যা নেই তাকে বিশ্বাস ক'রে, দ্বিতীয়তঃ কার্যকারণ সম্বন্ধকে সম্পূর্ণভাবে বিচার করতে না পেরে। মানুষ তার প্রকৃতিজ ধারণা (impulse) থেকে কাজ করে। সমাজ-বুদ্ধি থেকেই মানুষ সঠিক ব্যবহার করতে পারে, সমাজবুদ্ধিহীন ব্যক্তিই ভুল ব্যবহার করে। মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, তাই সে তার সুখ-দুঃখকে বড় ক'রে দেখে কিন্তু সে যদি মন দিয়ে অন্যের সুখ-দুঃখ চিন্তা করে তবে সে তা অনুভব করতে পারে এবং এই অনুভূতিকেই সহানুভূতি বলা যায় এবং সহানুভূতি থেকেই মানুষ সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করে।

হিউম সময়ে সময়ে একেবারে নিরীশ্বরবাদী এবং ভালমন্দকে সুখ-দুঃখের সমার্থক ক'রে দেখেছেন, যদিও তিনি Hobbes-এর মত অহংবাদী নিরীশ্বরবাদে বিশ্বাস করেননি। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাবাদের বিচারে হিউম আধ্যাত্মিকতা ও সচ্চিদানন্দ বা সত্যম্‌শিবম্‌সুন্দরম্‌কে পরিত্যাগ ক'রে দর্শনকে সমাজবিদ্যা ও অর্থনীতির বাস্তবে নামিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বিচার জাগতিক জীবনকে ঘিরে।

যা নিজের ও অন্যের সুখদায়ক তাই সৎ (Virtue) এবং তারই উপযোগিতা (utility) আছে। অতএব সৎই কল্যাণময় কারণ তার উপযোগিতা আছে এবং তা সমষ্টির সুখদায়ক। কতকগুলি সৎ প্রকৃতিজ যেমন পিতৃমাতৃস্নেহ, কতকগুলি কৃত্রিম যেমন ন্যায়পরায়ণতা।

তাঁর এই নীতিবাদ ও নৈতিক বিচার পরে তৃতীয় Earl of Shaftesbury এবং Francis Hutcheson-এ গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

তাঁর মতে রাষ্ট্র ক্রম-পরিণতির ফল, তা ইচ্ছাকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়; সামাজিক রীতি,—যথা ব্যক্তিসম্পদ, সৌজন্য, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এগুলি প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এবং বুদ্ধিগত চিন্তার দান। তিনি লক্‌-এর শ্রম ও ধনের মতবাদ মানেননি।

তাঁর Natural History of Religion-এ তিনি বলেছেন, ধর্ম দর্শন থেকে

আসেনি, মানুষের প্রয়োজনে, নিজেকে রক্ষার জন্য, মানুষ অজ্ঞাত শক্তিকে তুষ্ট করতে চাইত এবং এই ধারণাই পরে মানুষের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। তার থেকেই Polythesim এবং পরে সকল দেবতা মিলে এক বৃহত্তর দেবতার অঙ্গীভূত হয়, যেমন গ্রীকদের Zeus এবং হিব্রুদের Jehovah.

Kant তাঁর এই মনস্তত্ত্বীয় সন্দেহবাদের যুক্তির ভীষণতায় ব্যথিত হ'য়ে তাঁর প্রতিবাদ করেন এবং অন্যদিকে Comte এবং J. S. Mill তাঁর এই অভিজ্ঞতাবাদ থেকেই তাঁদের হিতবাদ (Positivism)-এ এসে পৌছান। অর্থাৎ হিউমের দর্শন পুরাপুরি সন্দেহবাদে এসে দাঁড়ায় এবং তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ দর্শনকে সমাজবিদ্যা বা অর্থনীতিতে পর্যবসিত করে। (২৩৩)

এর পরবর্তী যুগে বৃটিশ Moralist-দের দর্শন প্রাধান্য লাভ করে। লকের দর্শন হিউম ও বার্কলে দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে কিন্তু লক নীতিবাদ সম্বন্ধে প্রায় নীরব, তিনি ভগবানকেই সমস্ত নীতির মূল ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। লকের এই অনুমান সন্দেহবাদী ও নাস্তিকগণের পক্ষে গ্রহণীয় হয়নি, তাঁরা মানব-চরিত্রেই নীতিবাদের স্থান নির্ণয় করেন। মানুষের নৈতিক চরিত্র স্বাভাবিক, যুক্তি ও অভিজ্ঞতায় সেই নীতি রক্ষিত হয় এবং সেটা ধর্মনিরপেক্ষ। বিগত দুই শতকের দার্শনিকগণের অনেকেই ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু নৈতিক জীবনের কথা অথবা মানুষের নৈতিক দায়িত্বের কথা অস্বীকার করেননি। তখন এই Moralist-দের মতবাদ প্রভাব বিস্তার না করলে ধর্মবিশ্বাসহীন সমাজ ভেঙ্গে পড়ত।

তৃতীয় Earl of Shaftesbury (১৬৭১-১৭১৩) লকেরই ছাত্র। তিনি লকের অভিজ্ঞতাবাদ থেকেই তাঁর নীতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ স্বভাবতঃই নিজেকে ভালবাসে, কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ দেখে এবং তাঁর স্বভাবজ স্নেহও আছে, সেই হেতুই মানুষ সামাজিক জীব। সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক কতকগুলি মনোবৃত্তিও আছে, যথা ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি। মানুষ যদি ভাগ ক'রে ভোগ করে এবং সাধারণের মঙ্গল চিন্তা করে তবেই মানুষ সুখী হ'তে পারে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ভাবেই তাঁর নৈতিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। Francis Hutcheson (১৬৯৪-১৭৪৭)-ও এঁরই মতাবলম্বী। Joseph Butler (১৬৯২-১৭৫২) নীতিধর্মকে বিচারবুদ্ধিসাপেক্ষ ব'লে মনে করেন। ভগবান মানুষকে বিবেক দিয়েছেন, মানুষ বিবেক দ্বারাই সৎ-অসৎ বিচার করতে পারে অতএব বিবেকবুদ্ধির উপর নির্ভর করাই সহজতম পন্থা। হিউমের বন্ধু Adam Smith তাঁর "Theory of Moral Sentiment"-এ বলেছেন মানুষ নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সত্য দেখতে পারে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিই বিবেক, বিবেকের সঙ্গে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য এই Moralist-গণের সকলেই নীতিধর্মকে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে দেখেছেন

(২৩৩) Hume's philosophy thus lands us in absolute scepticism. But Hume is not to blame for this. For, to Hume goes the credit of showing that scepticism inevitably follows in the wake of empirical epistomologism as such.—Joshi—p. 118.

কিন্তু চিত্তবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষ দৃষ্টি বা সত্যকার বিবেকবুদ্ধিকে চেনা এবং বিবেক দ্বারা চালিত হওয়া যে সম্ভব নয় সেকথা ভাবেননি। শুচি-বিবেক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি লাভ মানব-জীবনে সাধনা-সাপেক্ষ। Herbert Cherbury (১৫৮৫-১৬৪৮), Anthony Collins, Mathew Tindal, Thomas Chubb প্রভৃতি সকলেই যুক্তির বাইরে ধর্মীয় নীতিবাদকে অস্বীকার করেন।

Locke তাঁর Essay on Human Understanding-এ বলেছিলেন, "It is possible that all matter has the power of thinking" এই আকস্মিক প্রস্তাব থেকেই নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়। এই চিন্তাধারাকে Materialistic Psychology বলা হয়। David Hurtly (১৭০৫-১৭৫৭) চিকিৎসক ও রসায়নবিদ ছিলেন এবং তিনি বলেন, মস্তিষ্কের কম্পন থেকেই মানুষের চিন্তাধারা আসে—অর্থাৎ মনটা মস্তিষ্কের কার্য। Joseph Priestly (১৭৩৩-১৮০৪) তাঁর Theory of Human Mind-এ এই মন ও মস্তিষ্ককে বৈজ্ঞানিক ভাবে একীভূত করতে চেষ্টা করেন। এই যুগে বৃটেনে সাধারণভাবে চার্চ ও রাষ্ট্রের প্রতি বিরূপতা ছিল না। ১৬৮৮-র বিপ্লবের পরে সাধারণ মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিল। মরালিস্টরা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মনস্তাত্ত্বিকগণ মস্তিষ্ক ও মনের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। কিন্তু কেউই সরাসরি ধর্মকে আক্রমণ করেননি, তাঁরা চলতি ধর্মকে যুক্তিপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্মের অনেক কিছু বিশ্বাস না করতে পারেন কিন্তু সাধারণের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস সৎকার্যের উৎস এবং দুঃখের সান্ত্বনা, অতএব তাঁরা ধর্মকে উপেক্ষা করেননি। বিশেষতঃ ১৭শ শতকে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিবাদ চরমে উঠেছিল বলেই হয়ত ১৮শ শতকে বৃটেনের জনগণ একটা শান্ত ধর্মভাব গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছিল। ১৭শ শতকের এই বিবদমান সময়ে চার্চের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হ'য়ে সাধারণকে উপেক্ষা করেছিলেন। তার পরে অক্সফোর্ড-এর Wesley-দের প্রবল প্রভাবে ধর্ম ব্যক্তিগত অনুভূতি পর্যায়ভুক্ত হয়। তাঁরা ধর্মকে মনের গভীর অনুভূতি ব'লে গ্রহণ করলেন এবং সর্ব ধর্মমতের প্রতিই শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা দেখা দিল। দর্শন মানব-মনের অনুভূতির উপরেই বেশী জোর দিল। এই যুগের এই ভাবধারাকে অনেকে Deism আখ্যা দেন। Deism ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি, তবে অলৌকিকত্বকে অস্বীকার করে।

ফরাসী নবালোক

দ্বাদশ লুইএর রাজত্ব শেষ হয় ১৭১৫ সালে। তখন ফ্রান্স সর্ববিষয়ে উন্নত, কেবল দর্শন সম্বন্ধে (Technical Philosophy) একটু পিছিয়ে ছিল। ফরাসীরা ভাবতেই পারত না যে, জগতে অন্যের কাছে কিছু শিক্ষণীয় থাকতে পারে। ইংরাজরা তখন ফরাসীদেরই অনুকরণ করত, কাজেই ইংরাজের কাছে কিছু শিখবার আছে একথা তারা ভাবত না। এই উন্নাসিকতার প্রথম পরিবর্তন হল ভল্‌টেয়ার থেকে। Frangois Maric Arouet (১৬৯৪-১৭৭৮) Voltaire নামে লিখতেন। তিনি ১৭২৬-১৭২৯ পর্যন্ত ইংলণ্ডে বাস করেছিলেন। জনৈক ফরাসী অভিজাত ব্যক্তির বিরাগভাজন হওয়ায় জেল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ব'লে তিনি ইংলণ্ডে পালিয়ে আসেন। ফ্রান্সে ফিরে তিনি Letters Philosophiques Sur les Anglais প্রকাশ করেন। ইংলণ্ড বাসকালে তিনি লকের অভিজ্ঞতাবাদ; Tolard-এর Deism এবং নিউটনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন। ইংরাজের নবালোকের বাণী তিনিই প্রথম ফ্রান্সে ও পরে ফরাসীভাষী দেশে প্রচার করেন। এমন কি প্রাশিয়ার ফ্রেড্রিক দি গ্রেট ও রাশিয়ার ক্যাথারিন দি গ্রেটও তাঁর অনুরাগী ছিলেন। ইংরাজ দর্শনের সঙ্গে ফরাসী Bayle-র দর্শনের মিশ্রণে অননুকরণীয় ভাষায় তিনি দার্শনিক তত্ত্ব পরিবেশন করেন এবং নাটক, নভেল এবং প্রবন্ধে তাঁর এই নব্যদর্শন প্রচার করেন। তিনি দর্শন-অভিধানও সংকলন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখা সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ হওয়ায় সাধারণে বেশী ক'রে পড়তে শুরু করে এবং ফরাসী জাতীয় জীবনে তিনিই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরোধিতার সঙ্গে স্বাধীনতা-প্রীতির সৃষ্টি করেন। বিপ্লবের পরে ইংরাজরা যে স্বাধীনতা ভোগ করত তিনি সেইরূপ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন কিন্তু ফ্রান্সে এই নবালোক ধ্বংসকরী হ'য়ে উঠেছিল যেহেতু দেশে তখন রাষ্ট্রব্যবস্থা কঠোরতর ছিল। এই নতুন দর্শনের শিক্ষা রাজা বা চার্চ গ্রহণ করলেন না বরং শাসন ও শোষণে জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি করলেন, তারই ফলে ১৭৮৯ সালে বিপ্লব দেখা দিল।

Denis Diderot (১৭১৩-১৭৮৪) প্রথম এনসাইক্লোপেডিয়া সংকলন করেন। তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধারণে প্রচারার্থেই এই সংকলনের প্রকাশ। এই নূতন জ্ঞানের প্রচার দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রতি আস্থা এনেছিল এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি অবিশ্বাসের সৃষ্টি হ'ল। Etienne Bonnet de Condellac (১৭১৫-১৭৮০) তার Traite de Sensations-এ লকের অভিজ্ঞতাবাদী মনস্তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং মানবের উচ্চতর চিন্তাশক্তিও মস্তিষ্কপ্রসূত অনুভূতি ব'লে স্থির করলেন। Helvétius (১৭১৫-১৭৭১) এই তত্ত্বকে আরও উন্নত করলেন। কিন্তু তাঁর লেখা সরকার ও চার্চের বিরাগভাজন হওয়ায় লেখককে দেশত্যাগ

করতে বাধ্য করা হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে অহংবাদী ও নিরীশ্বরবাদী। জন্মে সব মানুষ সমান এবং অবস্থাভেদে পার্থক্য হয়, অতএব শিক্ষাই মানুষের প্রথম প্রয়োজন। শিক্ষাদ্বারা সকলেই সমতা লাভ করতে পারে এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

Diedrich Von Holbach (১৭২৩-১৭৮৯) জড়বাদী দার্শনিক। তিনি একজন অভিজাত শ্রেণীর জার্মান, ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে বাস করেন। তাঁর Systéme de la Nature (১৭৭০)-এ তিনি জড়বাদের পক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করেন। মানুষও জাগতিক জীব, তার মানসিকতা মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতি যেমন কতকগুলি নিয়মে যন্ত্রের মত চলে, মানুষও তেমনি প্রাকৃতিক যন্ত্র। আত্মা ব'লে পৃথক কিছু নেই, দেহেরই বিশিষ্ট কতকগুলি প্রক্রিয়াকে আত্মা বলা হয়।

তাঁর মতে, আদিম মানুষ প্রকৃতির কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ ছিল ব'লে আত্মার কল্পনা করেছিল এবং আধ্যাত্মিকতা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিপন্থী এবং সমাজের উন্নতির অন্তরায়, ধর্মযাজকগণ সাধারণ মানুষকে শোষণ (exploit) করার উদ্দেশ্যেই ধর্মীয় সংস্কার সাধারণের মনে বদ্ধমূল ক'রে দিয়েছে। তিনি অবশ্য ভগবানে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেননি—মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক নীতিবোধ বর্তমান ছিল এবং সভ্যতার দ্বারাই তা নষ্ট হয়েছে ব'লে তাঁর বিশ্বাস ছিল। বিশ বৎসর পরে বিপ্লবের সময়ে অনেক দার্শনিক মনে করতেন যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ধর্মীয় ব্যবস্থার বিলোপ হলেই মানুষ তার স্বাভাবিক নীতিবোধ ফিরে পাবে। এই মতবাদও প্রকৃতপক্ষে হলবচেরই। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় তা হয়নি, বরং নীতিবোধ ভেঙ্গে গিয়ে দুর্নীতির স্রোত প্রবলবেগে বইতে থাকে।

Jean Jacques Rousseau (১৭১২-১৭৭৮) জেনেভার লোক, ফ্রান্সের অধিবাসী এবং প্রোটেস্টাণ্ট বংশের ছেলে। জীবনে অসংযত ও অভিমানী হওয়ায় সারাজীবনই দুঃখকষ্টে কাটিয়েছেন; এবং নিজের বিবেকের তাড়নায় শেষ বয়সে উন্মাদপ্রায় হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অসংযত ব্যক্তিগত জীবনে কোন নীতি বা আদর্শও ছিল না। তাঁর দার্শনিক মতবাদ নবালোকের যুগ থেকে পৃথক নয়, কিন্তু তাঁর দর্শনের মর্মবাণী (spirit) এবং দৃষ্টিভঙ্গি এতই স্বতন্ত্র যে তিনি স্বতন্ত্র হ'য়ে পড়েছেন। তাঁকে বরং ১৯শ শতকের রোমাণ্টিকদের অগ্রদূত বলা যায়। গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম, দুঃখ কাকে বলে তা তিনি জানতেন। সাহিত্য ও সমাজবিদ্যায় নূতন ধারার প্রবর্তক রুশো ফরাসী বিপ্লবের হিংস্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দায়ী ব'লে অনেকে অভিযোগ করেন, কিন্তু তিনি কৃত্রিম সভ্যতার বিরোধী। Bacon থেকে সকলেই প্রক্ষোভ (emotion) অপেক্ষা যুক্তিকে বড় মনে করেছেন এবং বিজ্ঞান ও চারুকলার উন্নতিতে জগত সুখী হবে এই বিশ্বাস করতেন কিন্তু রুশো কৃত্রিমতার বিরোধী ছিলেন। তাঁর Discours Sur les Sciences et les Arts (১৭৫০) প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেন, ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্বে আদিম মানুষের সমাজে সাম্য অনেক বেশী ছিল এবং ব্যসনপূর্ণ অলস জীবনের

কৃত্রিম সভ্যতাতেই মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ হয়েছে। তখনকার ফ্রান্সে একথা ভাববার সুযোগ ছিল এবং তাঁর এই বাণী জনসাধারণ সাগ্রহে গ্রহণ করল। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ স্বভাবতঃই ভাল। আত্মরক্ষা ও অন্যের প্রতি সহানুভূতির স্বভাব-প্রকৃতি মানুষকে সুখী করতে পারত কিন্তু সভ্যতার গ্লানি তা করতে দেয়নি। সভ্যতার অগ্রগতি অবশ্য অনেকস্থলে মঙ্গলও করেছে কিন্তু অমঙ্গলকে তথা সামাজিক অকল্যাণকে বাদ দিয়ে নয়। সমাজের উন্নতির জন্যে তাঁর মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি কোন সঠিক পথ দেখাতে পারেননি কেবল জনগণের মনে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়েছেন।

তাঁর Social Contract (১৭১২)-এ তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা দর্শনের জন্যে প্লেটো এ্যারিস্টটলের মতই স্মরণীয়। তাঁর এই দর্শন ফ্রান্সে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রীয় ভাবধারাকে প্রবলতর ক'রে দেয়। তিনিই প্রথম সমস্ত নাগরিকের নাগরিক ও রাষ্ট্রিক অধিকারকে (Civil এবং Political rights) সমর্থন করেন। তিনি প্রথম দুঃস্থ জনগণের কথা তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্থান দেন। তাঁর পূর্বে মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের নিয়েই ছিল রাষ্ট্রীয় দর্শন। Helvétius-এর মত রুশো দেখেছিলেন যুগের প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা, তাঁর E'mile (১৭৬২)-তে তিনি শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তাই শিক্ষাতত্ত্বের সূচনা। তাঁর কাছে পরবর্তী যুগের সমস্ত শিক্ষাবিদ যথা, Basedow (১৭২৩-৯০) Meinrich Pestalozzi (১৭৪৬-১৮২৩) এবং Froebel (১৭৮২-১৮৫২) ঋণী।

ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন Deist। মানুষ যেহেতু তার নিজের অস্তিত্ব ও অন্যের অবস্থিতি বুঝতে পারে, এবং বুঝতে পারে যে সে কর্মঠ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন স্বাধীন চিন্তাশীল জীব, সেই হেতুই অনুমান করা যায়, এর পিছনে একটা জাগতিক গতি আছে, কারণ জড়বস্তু গতিহীন এবং জগত গতিশীল; অতএব গতির অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় এবং এই সর্বজাগতিক গতিই ভগবান। তিনি অন্যান্য Deist থেকে ভিন্ন, তিনি ধর্মকে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপর স্থাপন করেন। ফরাসী ক্যাথলিক বা প্রোটেস্টাণ্ট কেউই তাঁর এই দর্শনকে বুঝতে চাননি, তারা তাঁর বই পুড়িয়ে, তাঁর চারিত্রিক স্খলন-পতনকে প্রচার করেছিলেন কিন্তু তাঁর এই উদার ভাবধারাকে অনুভব করেননি। তিনি তাঁর La Nonvelle Héloise (১৭৬১) রোমান্টিক উপন্যাসে ১৮শ শতকের মানুষকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-প্রেমজনিত অন্তরের আনন্দকে চিনতে শেখান এবং তাঁর এই নিসর্গপ্রেম থেকেই বায়রন, শেলী, কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, গ্যেটে, প্রভৃতির রোমান্টিসিজম-এর উৎপত্তি।

জার্মানীর নবালোক

জার্মানীর নবালোক যুগের প্রধান দার্শনিক Christian Wolff (১৬৭৯—১৭৫৪)। তিনি লিবনিৎজের দর্শনকে সহজ ও সরল করে নূতনভাবে লেখেন। এই সময়ে জার্মানীতে Pietism ব'লে একটা আন্দোলন সমগ্র দেশে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এই আন্দোলনের ফলে ধর্মভাবের পুনঃ প্রবর্তন ঘটে এবং সরল সহজ নৈতিক জীবনের আদর্শ প্রোটেস্টাণ্ট জার্মানী গ্রহণ করে।

Spinoza ও ইংরাজী অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাবে Gotthold Ephraim Lessing (১৭২৯-১৭৮১) ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভগবান মানুষকে ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন—এই শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল বর্বর যুগে এবং ক্রমশঃ প্রাচ্য ধর্মমত ও খ্রীষ্টধর্মে সেই শিক্ষার উন্নতি হয়েছে। কোন একটি ধর্মেই সর্বসত্য নেই, সকলকে তুলনামূলক ভাবে দেখতে হবে। Johan Gottfried Herder (১৭৪৪-১৮০০) লোকগাথা ও আদিম মানুষের গানের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি রুশোর মত বিশ্বাস করতেন, মানুষের সহজ বুদ্ধি, অনুভূতি ও ধর্মীয়-শিক্ষার মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে, কৃত্রিম সভ্যতার যুক্তিবাদের মধ্যে সেই জ্ঞান বিকৃত হয়েছে মাত্র।

Immanuel Kant (১৭২৪-১৮০৪) লিবনিৎজ ও ক্রিশ্চিয়ান উল্‌ফ-এর দ্বারা প্রথম প্রভাবিত হন। হিউমের যুক্তিবাদ প'ড়ে বিশ্বাস হারান এবং ইংরাজী অভিজ্ঞতাবাদকেও বিশ্বাস করেন না এবং শ্যাফ্‌টস্‌বেরী প্রভৃতির মধ্যেও কোন সমাধান যখন পেলেন না তখন ১৭৭০ থেকে তিনি তাঁর নিজের তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। ১৭৮১ সালে তাঁর Critique of Pure Reason দর্শনে নূতন যুগের প্রবর্তন করে।

স্কটল্যাণ্ডের দর্শন ও নবালোক

লকের অভিজ্ঞতাবাদ ও হিউমের সন্দেহবাদ-এর বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ডে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। Thomas Reid (১৭১০-১৭৯৬) Adam Smith-এর পরে গ্লাসগোতে অধ্যাপক হন। এডিনবরার অধ্যাপক Dugald Stewart ১৮৫৩-১৮২৮) এবং Thomas Brown (১৭৭৮-১৮২০) লকের অভিজ্ঞতাবাদকে সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক বাস্তবতা (common sense realism) দ্বারা ভুল প্রতিপন্ন করেন। এই সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দর্শন স্কটল্যাণ্ড, বিপ্লবোত্তর ফ্রান্স ও জার্মানীতে যথেষ্ট প্রভাববিস্তার করেছিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নবালোক

নবালোকের যুগের দার্শনিকগণের আশা ও ভাবধারা ১৭৭৬-এর পরবর্তী আমেরিকায় এসে পূর্ণ হল। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে তাঁদের ভাবধারা অনেকটা রূপ গ্রহণ করল। আমেরিকায় বিপ্লব ও লকের স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights)-এর প্রত্যক্ষ ফল। Thomas Jefferson এবং Andrew Jackson উভয়েই রুশোর চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন। এই সময়ের প্রসিদ্ধ দার্শনিক Samuel Johnson (১৬৯৬-১৭৭২) বার্কলের শিষ্যকল্প, এবং তিনি Stratford গীর্জায় রেক্টর ছিলেন। তিনি তর্কশাস্ত্র, নীতিবিদ্যা, এবং অধিবিদ্যা (Metaphysics) সম্বন্ধে লিখেছিলেন। বার্কলের আমেরিকা প্রবাসকালে তিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। অনেকে মনে করেন, তিনি বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদের ত্রুটি বিমোচন করেন এবং আমেরিকানরা মনে করেন, তিনিই Kant ও Hegel-এর চিন্তাধারার আদি উৎস। এই সময়ে Deism আমেরিকায় জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে—Benjamin Franklin Jefferson, John Adams প্রভৃতি ফরাসী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা চিরাচরিত খ্রীষ্টান ধর্মের অনুশাসনকে অস্বীকার করেন। যদিও তাঁরা ভগবানে বিশ্বাস করতেন তথাপি যিশুকে অবতার ব'লে মনে না ক'রে তাঁকে শিক্ষক ও প্রচারক হিসাবেই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা অধিবিদ্যাকে বাদ দিয়ে নীতিবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

এই সময়ে কয়েকজন জড়বাদী দার্শনিকও আবির্ভূত হন। Cadwalladar Colden (১৬৮৮-১৭৭৬), Joseph Buchanan (১৭৮৫-১৮১২), Joseph Priestly প্রভৃতি মননক্রিয়াকে স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া হিসাবে প্রমাণিত করতে চেষ্টিত হন। আমেরিকানরা সাধারণতঃই বাস্তববাদী, তার পর এই সময়ে অনেক স্কট ও আইরিশ নূতন উপনিবেশে এসে বাসা বাঁধে। সেই সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দর্শনেরও আবির্ভাব হয় এবং তা জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে।

আদর্শবাদের যুগ

এই আদর্শবাদের যুগ Kant-এর Critique of Pure Reason (১৭৮১) থেকে আরম্ভ। কোপারনিকাস যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারাকে একেবারে উল্টে দেন, কাণ্টও দার্শনিক ভাবধারাকে তেমন ক'রে নূতন রূপ দেন। কাণ্টের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ সকলেই এই অনুমানের উপর নির্ভর করেছিলেন যে, মানব-মনের অনুভূতি বাহ্যজগত থেকে আসে; কিন্তু কাণ্টই প্রথম বললেন, আমাদের মনের রূপের সঙ্গে একীভূত হয়েই বাহ্যজগত আমাদের বোধগম্য হয়। অর্থাৎ পূর্বে যা ছিল বাহ্যজগতের রূপ, কাণ্টের দর্শনে তাই হল মনের

রূপ। তিনি বলেন,—বিশেষ অর্থে আমাদের মনই আমাদের চারিপাশের বাহ্যজগত সৃষ্টি করে। যদিও তিনি বিশ্বাস করেননি যে, মানুষ জগতে প্রকৃত তত্ত্বকে জানতে পারে, তবুও বলেছেন, আমরা আশা করতে পারি, আমাদের ইচ্ছায় আমরা স্বাধীন, আমাদের আত্মা অবিনশ্বর এবং আমরা ভগবানকেও উপলব্ধি করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তিনি জড়বাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নাস্তিকতাকে বিনষ্ট ক'রে ধর্মবিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কাণ্টই পরবর্তী আদর্শবাদীগণের পথিকৃৎ। Fichte মনে করতেন, সর্বজাগতিক অসীম ইচ্ছাশক্তি (অহং বা Ego) এই জগতকে সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে সসীম ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জড়জগতে তার কর্তব্য ও কর্ম ক'রে যায়। Schelling মনে করতেন, এই পৃথিবী এক পরমাত্মার (spirit) প্রকাশ, এই পরমাত্মা সৃষ্টির মধ্যে আপনার চারু সৃজনীশক্তিকে প্রকাশ করেছেন। ইলংণ্ড ও জার্মানীর রোমাণ্টিক কবিগণ এইভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং Hegel এই রোমাণ্টিক আন্দোলনকে পরিপূর্ণ ক'রে বলেন, প্রকৃতির এই পরিবর্তন ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা পরমপুরুষেরই প্রকাশ।

Kant-এর বাড়ী পূর্ব প্রাশিয়ার Kōnigsburg নামক এক ক্ষুদ্র শহরে। তাঁর বাবা ঘোড়ার জিন তৈরী করতেন এবং বোনেরা ঝি-বৃত্তি করতেন। তাঁর বাবা ও মা Pietist ছিলেন এবং কাণ্ট পরিবারের শুচি ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মানুষ। ছাত্রহিসাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন। তিনি প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউটর ও পরে অধ্যাপক হন। ১৭৮১ সালে তাঁর Critique of Pure Reason প্রকাশিত হয়। তিনি লক ও হিউমের মত প্রকৃত জ্ঞানের উৎস অনুসন্ধান করেন। লক ও হিউম ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা ideaকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দেখেন এই অনুভূতি ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, এমন কি অঙ্কশাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যায়ও প্রজ্ঞা (absolute knowledge) ইন্দ্রিয় জ্ঞানদ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি বললেন, মানুষের চিন্তাধারার তিনটি মৌলিক ধর্ম আছে,—মনন (knowing), ইচ্ছাশক্তি (willing) এবং অনুভূতি (feeling), —এই তিনটি ধর্মকে তিনি তাঁর তিনটি Critique-এ ব্যাখ্যা করেন।

তাঁর নীতিবাদের মূল তত্ত্ব, মানুষ কী করে তাই বিচার্য নয়, মানুষের কী করণীয় তাই বিচার্য। অতএব যা করণীয় তার উপরেই নীতিবাদের নির্ভর। এই অবশ্য-করণীয়কে তিনি বলেন Categorical Importance। এই বিচারে তিনি যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের যুক্তিকে আদৌ গ্রাহ্য করেননি। যুক্তিবাদী মানুষ যদি সৎ হয় তবে সে অবশ্যই এই করণীয়কে মেনে চলবে।

আমাদের করণীয় তাই, যা আমরা আশা করব বা ইচ্ছা করব জগতের অন্য সকলেই করুক। যথা: একটি লোক আত্মহত্যা করল, সে অন্যায় করল কারণ সে চায় না যে জগতের সব লোকই আত্মহত্যা করুক। যদি তাই হয় তবে শীঘ্রই আত্মহত্যা করবার লোক অবশিষ্ট থাকবে না। অথবা একজন মিথ্যা

কথা ব'লে টাকা ধার নিল—যদি সকলেই মিথ্যা দ্বারা টাকা ধার নেয় তবে জগতে আর কেউ টাকা ধার দেবে না। যদি কেউ অলস জীবন যাপন করে এবং নিজের গুণ ও শক্তির উন্নতি করতে চেষ্টা না করে তবে জগতে সকলেই অলস হ'য়ে জগতকে অচল ক'রে দেবে। অন্তকে সাহায্য করতে কেউ অস্বীকার করল, তার অর্থ, সে যেদিন সাহায্য চাইবে সেদিন জগতে কেউ সাহায্য করবে না।

দ্বিতীয়তঃ নিজেকে ও অন্তকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে শ্রদ্ধা করবে এবং কাউকে শোষণ বা পেষণ করবে না। আমরা যদি সুখের জন্ত কর্তব্যে অবহেলা করি তবে তা যুক্তিগ্রাহ্য স্বাধীনতা হবে না। আমরা তখনই স্বাধীন যখন আমরা যুক্তিপূর্ণভাবে আপনার কর্তব্য করি। কর্তব্য থেকে সুখকে অধিক মূল্য দেওয়া অন্তায় কিন্তু যেখানে সুখ কর্তব্যকে ব্যাহত করে না সেখানে সুখভোগ অন্তায় নয়।

তৃতীয়তঃ মানুষ এমনভাবে কাজ করবে যেন এক আদর্শ রাজ্যের রাজাও সে এবং প্রজাও সে। তাঁর শেষজীবনে রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনেও তিনি এই নীতিবাদ অনুসরণ করেছিলেন। সাধারণ মর জগতে এবং নশ্বর মানব-জীবনে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা, সর্বতোভাবে পুণ্যময় হওয়া এবং পূর্ণ সুখী হওয়া সম্ভব নয়, তবুও তার এই তিনটিই হওয়া উচিত। এই ঔচিত্যকে বিশ্লেষণ করতে তিনি স্বাধীন মনন, আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও ভগবানের অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতিরাজ্যের অপরূপ সৌন্দর্য ও মহানতা এবং জৈবজীবনের পরিণতিপ্রিয়তা থেকেই ধ'রে নেওয়া যায় যে, এই সৃষ্টি এক অসীম স্রষ্টার সৃষ্টি, যাঁর অসীম প্রতিভা মানুষের সসীম প্রতিভার সৃষ্টির মতই সৃজনধর্মী।

Fichte (১৭৬২-১৮১৪) Saxonyর এক তাঁতির ঘরের ছেলে। একদিন এক ধনী ব্যক্তি চার্চে প্রার্থনার সময়ে আসেন। তখন একব্যক্তি Fichteকে দেখিয়ে বলেন—এই ছেলেটি প্রার্থনার সারাংশ ঠিক ঠিক বলতে পারে। Fichte ঠিক ঠিক পুনরুক্তি করায় ধনী ব্যক্তি তাঁর লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করতে স্বীকার করেন কিন্তু অল্পদিন পরে তিনি মারা যান। দার্শনিক তখন ছাত্র পড়িয়ে কোনমতে পড়াশুনা চালান। পরে Zurich-এ Johanna Rahn নামে এক মহিলাকে বিবাহ করে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করতেন।

Spinozaর প্রভাবে তিনি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তখন কাণ্টের ক্রিটিক পড়েন এবং তাঁর নিকট শিক্ষা পেতে চান। ওয়ারশ থেকে ফিরবার পথে কোনিৎসবার্গে কাণ্টের সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু কাণ্ট তাঁকে অনেকটা অবহেলাই করেন। Fichte এতে ক্ষুব্ধ হ'য়ে তাঁর এই অনাদরের প্রত্যুত্তর দিতে বদ্ধপরিকর হন। এখানেই তিনি একটা প্রবন্ধ লেখেন এবং কাণ্ট তা দেখে খুশী হ'য়ে প্রবন্ধটি ছাপাবার ব্যবস্থা করেন কিন্তু ভুলক্রমে নামটা ছাপা হয় না—পাঠকগণ মনে করেন, এ লেখাটি কাণ্টের। কাণ্ট লেখকের নাম প্রকাশ করতেই Fichte প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি কাণ্টের ধর্ম সম্বন্ধে অপূর্ণ নিবন্ধকে পূর্ণতা দেন। তার পরে ১৭৯৪ সালে তিনি Jena বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক

নিযুক্ত হন। নিকটস্থ, Weiman শহরে তখন Goethe ও Schiller থাকতেন, তাঁরা তাঁকে কান্ট-দর্শনের সর্বোত্তম টীকাকার হিসাবে গ্রহণ করেন। নানা হঠকারিতার জন্য তাঁকে Jena ত্যাগ করতে হয় এবং বহু দুঃখকষ্ট ভোগ ক'রে অবশেষে ১৮১০ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অধ্যাপক হন।

তাঁর Vocation of Man (১৭৯৯) খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ এবং তাঁর দর্শনের মূল তথ্য। তাঁর The Nature of Scholar, The Way to Blessed Life এবং The Characteristics of the Present Age তাঁর গভীর বিশ্লেষণী চিন্তাধারার ফল। ১৮০৭-১৮০৮ সালে তাঁর Addresses to the German Nation জার্মানীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ক'রে ফরাসী আধিপত্য থেকে মুক্ত করে এবং পরে ১৮১৪ সালে জার্মানী থেকে ফরাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে তাঁর স্ত্রী আহত সৈনিকগণকে দেখতে গিয়ে এক প্রকার জ্বরে আক্রান্ত হন, এবং স্ত্রীর নিকট থেকে তিনিও এই জ্বরে আক্রান্ত হন। স্ত্রী আরোগ্য লাভ করেন কিন্তু Fichte মারা যান।

১৮শ শতকের শেষের দিকের জার্মান দার্শনিকগণ Spinoza-রই ছাত্র। তাঁরা রুশোর লিবার্টিরও পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ভয়াবহ হিংস্রতা দেখে তাঁরা ভীত হন এবং তাঁরা তখন বলেন, স্বাধীনতা কাম্য কিন্তু স্বাধীনতা অবশ্যই যুক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার।

Fichte প্রকৃতপক্ষে Kant-এর দর্শনের অপূর্ণতা দূর ক'রে তাকে পূর্ণতা দেন। কান্টের অসংবদ্ধ যুক্তি ও চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করেন। Fichte ও Kant-এর দর্শনের পার্থক্য এই যে, কান্টের নীতিবাদের প্রারম্ভ হিসাবে কতকগুলি অনুমানকে সত্য বলে ধ'রে নেওয়া হয়েছে, যেন আমরা প্রকৃতির নিয়মাধীন, যেন আমাদের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, যেন আত্মা অবিনশ্বর, যেন ভগবান আছেনই; কিন্তু Fichte-র দর্শনে তিনি এই 'যেন'-কে দূর ক'রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কান্টের অনুমান Fichte-র মধ্যে এসে সিদ্ধসত্যে পরিণত হয়। Fichte-র দর্শনে অসীম ইচ্ছাশক্তি মানুষের মধ্যে সসীম আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর নীতিবাদে মানুষের নৈতিক জীবনকে, মানুষের স্বাভাবিক আত্মরক্ষার ও সুখেচ্ছা এবং তৎসহ নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বাধীনতাভোগের ইচ্ছার সংঘাত ব'লে মনে করা হয়েছে। এই দুই ইচ্ছাকে সম্মিলিত ক'রে মানুষ যদি ন্যায়গ্রাহ্য স্বাধীনতা ভোগ করে এবং তার কর্তব্য ও কার্য করে তবেই সে তার নৈতিক জীবন রক্ষা করতে পারে।

প্রত্যেক মানুষই পৃথিবীতে একটা দৃঢ় কর্ম নিয়ে এসেছে এবং সেটা ব্যক্তিকেই সম্পন্ন করতে হয়। জগতে তার এই নৈতিক দায়িত্ব আছে এবং তার এই নৈতিক আত্মসম্মান তাকে রক্ষা করতেই হবে। নেতৃত্বের দ্বারা অন্যের মধ্যে এই সম্ভ্রম-বোধকে যিনি জাগ্রত করতে পারেন তিনিই হিরো। কার্লাইলের Hero and Hero Worship-এর মূল তত্ত্ব Fichte-রই নৈতিক বাণী। প্রত্যেক জাতির

এমনি একটা কর্ম আছে। তেমনি জার্মানীরও জাতীয় কর্তব্য আছে—এই মতবাদ থেকেই জার্মানীর জাতীয়তাবাদ প্রবল ও তীব্র হ'য়ে ওঠে। তার এই কর্মগত জাতীয়তাবাদ পরে বিসমার্ক ও হিটলারের মধ্যে প্রকট হ'য়ে ওঠে। মানুষের নিয়তি তাকে পার্থিব জগতের অতীত জীবনে মিশে যেতে হয়, কিন্তু ব্যক্তি ও জাতি তার দৃঢ় কর্মের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এবং সৎ ও সাধু কর্মী এই জগতেই ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। Fichte-র এই কর্মযোগ জার্মানীর জাতীয় জীবনকে গ'ড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল এবং আজও জার্মান জাতি ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি থেকে মনন জগতে স্বতন্ত্র।

রোমান্টিক আন্দোলন

এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে যে রোমান্টিক আন্দোলন শুরু হয় তার উৎস রুশো, স্পিনোজা, কাণ্ট ও ফিক্‌টে। রুশো প্রাচীন সংস্কারকে ভেঙ্গে দিলেন, এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তির চেয়ে হৃদয়ের অনুভূতিই জীবনের বড় দিগ্‌দর্শন এবং কবি সাহিত্যিকগণকে পৃথিবীর নিসর্গ সৌন্দর্যের মহিমার প্রতি আকৃষ্ট করলেন এবং মানুষকে যুক্তি মুক্ত হ'য়ে হৃদয়বৃত্তির উন্নতি করতে আহ্বান করলেন। Spinoza-র Pantheism (অদ্বৈতবাদ)-এ প্রকৃতি ও মানুষ ভগবানে লীন। মানুষ আত্মোন্নতি করতে পারে, শান্তি ও সুখ ভোগ করতে পারে যদি সে বিশ্ব ও বিশ্বপিতার সঙ্গে একীভূত হতে পারে। কাণ্ট তাঁর Critique-এ বললেন, বহির্জগত আমাদের অন্তরের সৃষ্টি, অতএব মানবাত্মা জগত থেকে বড়। Critique of Judgement-এ বললেন, মানুষের মধ্যে যে সুন্দরম্-এর অনুভূতি রয়েছে এবং প্রকৃতিজগত যে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছে পূর্ণতার দিকে, এর পিছনে আছে পরমব্রহ্মের সৃষ্টির মহিমা,—মানুষের প্রতিভা যেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তেমনি এক অনন্ত প্রতিভা বিশ্বের সৃষ্টির মাঝে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর সৃষ্টির প্রয়াসী। ফিক্‌টে বললেন, জগত এক অসীম ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ যে প্রকাশকে মানুষ তার অন্তরে জানতে পারে।

এই ভাবধারার প্রথম প্রকাশ Goethe ও Schiller-এর সাহিত্যে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তরুণ Schlegel ভ্রাতৃদ্বয়, Ludwig Tieck Friedrich Von Handenberg এবং দুজন মহিলা সাহিত্যিক Caroline Schegel এবং Dorothea Veit। সেই সঙ্গে সুন্দরের পূজায় অর্ঘ্য দিল বিটোফেনের সঙ্গীত। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্কট, কোলেরিজ, বায়রন, শেলী, কীট্‌স্ এবং পরবর্তী রোমান্টিক লেখকগণ ফিক্‌টের এই "ইচ্ছাশক্তি" (Ego)-র অতিরঞ্জন। তাঁরা ফিক্‌টে তত্ত্বের অন্ত অংশটুকু ত্যাগ করলেন। বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্ব যে মানুষের কর্তব্য

Vocation) করবার জন্যই, এ-ভাবধারাকে তাঁরা ত্যাগ করলেন। তাঁরা কাণ্টের "The world is the product of an artist"—এইটাকেই বড় ক'রে গ্রহণ করলেন। সমাজের দিক থেকে এটা ফরাসী বিপ্লবের পরিণতি এবং প্রতিক্রিয়া। ফরাসী বিপ্লব ব্যক্তিস্বাধীনতা ও তার অধিকারকেই বড় ক'রে দেখেছিল তাই সে বিপ্লব ধ্বংসকরী ও বিপথগামী হয়েছিল। এই বিপ্লবোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতা নেপোলিয়নের একনায়কত্বের প্রভাবে ও শাসনে মন্দীভূত হ'য়ে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল এবং জার্মানীর সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস ক'রে তাকে পরাধীন ক'রে দিয়েছিল। তখন রোমাণ্টিকগণ দেখলেন, অতীতকে বাদ দিয়ে জীবন চলে না। বিপ্লবের থেকেই তাঁরা এই শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁরা তখন মধ্যযুগীয় কাহিনীকে নূতন রূপ দিতে চাইলেন। জার্মানীর ঐতিহাসিক ও দার্শনিকগণ তখন অনেক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, জীববিদ্যাবিদ্‌গণ নতুন তথ্য পরিবেশন করলেন। ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করল এবং জার্মান সাহিত্যের স্বর্ণযুগেরও অবসান ঘটল।

রোমাণ্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ব্যাখ্যাকার Friedrich Wilhelm Joseph Von Schelling (১৭৭৫-১৮৫৪) ফিক্‌টে ও হেগেলের যোগসূত্র। তাঁরা উভয়েই ধর্মীয় দর্শনের শিক্ষার্থী ছিলেন, বিজ্ঞানের শিক্ষা তাঁরা গ্রহণ করেননি। জেনাতে ফিক্‌টের ছাত্র হিসাবে তিনি তাঁর দর্শনের উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ লেখেন। তাঁর Philosophy of Nature-এ তিনি বলেন, সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে চলেছে। পূর্বে Lamark বিবর্তনবাদের কথা বলেছিলেন এবং পরে Darwin তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেন। পরে তিনিই কাণ্টের মত বলেছিলেন, জড় ও মনের উৎস একই। (২৩৪) কাণ্টের অনুসরণেই রোমাণ্টিসিজমের ব্যাখ্যা তিনি করলেন—"Art is the highest of the three (Theoretical Philosophy, Practical Philosophy and Philosophy of Art) because in the intuition of the Artist the Ego beholds itself and the teleology that hitherto had been hidden becomes revealed to the Ego."—History of Modern Philosophy—W. K. Wright.—p. 313.

তাঁর যুক্তি খুব সুসংবদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পরে মিউনিকে থাকাকালে ১৮০৯ সালে Jacob Bachme-র প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন ভগবানই প্রকৃত সত্য ও পরমব্রহ্ম।

Georg Wilhelm Freidrich Hegel (১৭৭০-১৮৩০) Schelling-এর সহপাঠী। তিনি Tübingen বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাজও করতেন।

(২৩৪) For according to Fichte, the purpose of nature or the non-ego is simply to serve as the necessary limit of the finite ego; or as an arena for the mortal athlete. Thus for Fichte, this ego with its practical activity is all in all, while nature has only a negative significance.—History of Western Philosophy —Joshi—p. 145.

সে সময়ে Schelling যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ১৮০১ সালে তিনি Jenaতে শিক্ষকরূপে আসেন, উভয়ে তখন পরস্পরকে সাহায্য করেন। Schelling ১৮০৩ সালে Würzberg-এ চলে যান, হেগেল জেনাতেই থেকে যান। এই সময়ে তিনি তাঁর Phenomenology of Mind-এ Schelling-এর তত্ত্বকে বিদ্রূপ করেন এবং এই নিবন্ধ ১৮০৬ সালে জেনার যুদ্ধের পূর্বে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের পরে জার্মানীর শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়, হেগেলও তাঁর অধ্যাপকতা থেকে বিচ্যুত হন। দুই বৎসর কাগজের সম্পাদকতা করেন, এবং ৬ বৎসর স্কুলের শিক্ষকতা করেন এবং এই সময়েই তিনি তাঁর Science of Logic লেখেন। ১৮১৬ সালে তিনি Heidelburg-এ অধ্যাপকরূপে যান এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যায়। ১৮৩১ সালে কলেরা মহামারীতে দেহরক্ষা করেন।

হেগেল শেলিং ও ফিক্‌টের সঙ্গে একমত যে সত্তা তথা বিশ্বজগত (Reality) এক পরম অন্তর (Absolute Mind)। এই পরম মর্ম ক্রমে ক্রমে পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করছে বিশ্বজগতের মধ্যে। কিন্তু এই 'পরম' অনন্ত, অসীম, সর্বময় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর যুক্তি সর্বদাই বাস্তব। "Real is the rational" এবং "The rational is the real." হেগেলের মূলীভূত তত্ত্ব অংশ ও সমগ্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়। জগতের প্রত্যেক প্রাণীই প্রাণী, কারণ সে সমগ্র প্রাণের অংশ। তার এই অংশ ও সমগ্রের সম্পর্কই তাঁর সমগ্র সত্য ও তত্ত্বের মূল যুক্তি। জীব উদ্ভিদ সর্বজগতেই এই সমগ্র জীবনের প্রমাণ। একখানি ছবির রংএর রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ছবিকে বোঝা যায় না। যদিও সেইটিই ছবির মূল উপাদান। ছবিতে যে সমগ্রতা আসে সেইটাই তার প্রকৃত রূপ। প্রত্যেকটি অংশ নিয়েই ছবিটির সমগ্রতা। শিল্পীর মনের সৃষ্টির অংশই সমগ্রতা পেয়ে সফল হয়েছে। তেমনি সত্তা ও পরম এক অখণ্ড সামগ্রী, বস্তুজগতই অংশরূপে সমগ্রের সার্থকতা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও তার অভিজ্ঞতা নিয়েই সমগ্র জীবন, সমগ্র জীবন সমাজ-সাপেক্ষ, সমাজ পৃথিবীর অবস্থাপ্রসূত। পৃথিবী সমগ্র বিশ্বের অংশ। এই সাধারণ সত্য সকলেই বুঝতে পারে। কিন্তু এর বিপরীত ক্রমে বলা যায়—'পরম' তার সামগ্রিক চেতনায় অংশরূপে সত্তায় প্রকট। এই 'পরম' স্থান-কাল-নিরপেক্ষ অখণ্ড অনন্ত সর্বব্যাপী।

হেগেল যুক্তিভিত্তিক অদ্বৈতবাদী। পরম তার অসংখ্য অংশে জগতে প্রকটিত,—জগতের স্রষ্টা নয়। তিনি অদ্বৈতবাদী হলেও এই কথাটাকে পছন্দ করতেন না, কারণ হিন্দুদর্শনের মায়াবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের সম্পর্কটাকে তিনি গ্রহণ করেননি এবং জগতকে মায়া বলেননি বরং তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন। (২৩৫)

(২৩৫) This is purely Pantheism, although Hegel disliked the word, which in his days was usually employed to designate the reputedly crude pantheism of India which regard the world as *Maya*, illusion, to which they oppose the absolute....For Hegel the world is not *Maya* or illusion, it is real, although its various parts are dependent upon the unity of the whole.—History of Modern Philosophy—Wright.—p. 325.

তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের সর্বোত্তম অংশ তাঁর "Objective Mind"-এর বিচার। তার মূল প্রথমত অধিকার, মানুষের নিজের এবং পরস্পরের প্রতি। দ্বিতীয়তঃ, বিবেক, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে দেখতে পায় এবং চিনতে পারে এবং তৃতীয়তঃ, নীতি, যা দিয়ে সে বিবেক, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সম্বন্ধে সচেতন বিবেক-বুদ্ধি লাভ করে।

আর্টকে তিনি 'পরমের' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মাধ্যমে সুন্দরের প্রকাশ বলেছেন। প্রত্যক্ষভাবে সে সুন্দর প্রকাশ পেতে পারে, যেমন ভাস্করের মূর্তির মধ্যে, বা একটা প্রাসাদ বা অট্টালিকার মধ্যে বা সঙ্গীতের ধারার মধ্যে অথবা কবিতায় ইন্দ্রিয়গত কল্পনা-বিলাসের মধ্যে।

নীতির দিক থেকে তিনি কার্য থেকেও তাঁর উদ্দেশ্যের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে চোর জীবনরক্ষার্থে চুরি করে তাকে তিনি বড় পাপী মনে করেননি, কারণ জীবনের চেয়ে সম্পদের মূল্য বেশী নয় এবং কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে চুরি করেনি।

তাঁর মতে দর্শন ও আর্টের মাঝখানে ধর্ম। খ্রীষ্টানধর্মকে তিনি চিরসত্য পরম ধর্ম (Absolute Religion) ব'লে বিশ্বাস করতেন। হেগেলের মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। যিশুই অবতার কিনা তথা ভগবান কিনা? তিনিই সর্বভূতে অবস্থিত কিনা? মানুষ নশ্বর এবং 'পরম'ই অবিনশ্বর ও অনন্ত কিনা এই নিয়ে যুক্তির যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁরা বললেন, হেগেলের দর্শন খ্রীষ্টানধর্মের সঙ্গে একমত; যাঁরা প্রগতিবাদী তাঁরা বললেন, মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি এবং তাঁরা জড়বাদ ও নাস্তিকতার অনুরক্ত হ'য়ে উঠলেন।

David Friedrich Strausi (১৮০৮-১৮৭৪) তাঁর "Life of Jesus" (যিশুর জীবনী)-তে বর্ণিত ইতিহাস ও গল্পকে কল্পনা ও অজ্ঞান-মনপ্রসূত কবিতা ব'লে আখ্যা দিলেন। Ludwig Feuerbach (১৮০৪-৭২) আরও একটু এগিয়ে গেলেন এবং ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসনকে মানুষের আশা, ভয় ও আকাজ্ক্ষা-জনিত মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া ব'লে প্রমাণিত করতে চাইলেন। ভগবান মানুষের আশা ও কল্পনার সৌন্দর্যময় সৃষ্টি ব'লে তিনি যেন ব্যঙ্গই করলেন। তাঁর থেকেই জড়বাদ শক্তিশালী হ'য়ে এগিয়ে চলল যদিও তিনি মানুষকে একান্তই প্রকৃতির সৃষ্টি ব'লে বিশ্বাস করেননি।

তার পরেই এলেন Karl Marx (১৮১৮-১৮৮৩)। তিনি Feuerbach-এর তত্ত্বের মাধ্যমেই হেগেলের দর্শনকে পড়েছিলেন এবং জার্মান আদর্শবাদের অন্তিমশয্যা রচনা ক'রে জড়বাদের ধ্বজাকে উত্তুঙ্গ ক'রে সরাসরি রায় দিলেন, ধর্ম ব্যক্তির ও সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর এবং ধর্মকে নস্যাৎ ক'রে দিলেন। তাঁর ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের উপরে নির্ভর ক'রেই গড়ে উঠল তাঁর শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা।

হেগেলের দর্শন রূপান্তরিত হ'য়ে নূতন হেগেলতত্ত্ব বৃটেন ও আমেরিকাতে Absolute Idealism নাম নিয়ে দেখা দিল। ১৯শ শতকের অর্ধেক থেকে ২০শ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই আদর্শবাদ চলে আসে। তার পরে নব বাস্তববাদ, প্রয়োগবাদ (Pragmatism) নব স্থিতবাদ প্রভৃতি আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু তবুও অন্তঃসলিলা হ'য়ে হেগেলের শিক্ষা, বৃটেনে Edward ও John Caird, Thomas Hill Green, Francis Herbert Bradley প্রভৃতি এবং আমেরিকায় W. T. Harris, George Sylvester Morris, Josiah Royce, G. H. Palmer প্রভৃতির মধ্যে রয়ে যায়।

হেগেলের পরবর্তী যুগে জড়বাদের প্রভাবই অধিকতর হ'য়ে দেখা যায়। তখন বিজ্ঞান তার শক্তি নিয়ে মানুষের অন্তরকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে, শিল্পবিপ্লবের ফলে অর্থনীতি নূতন রূপ নিয়েছে; সমাজের রূপ বদলেছে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্পনগরী সৃষ্টি হ'য়ে ভোগের বন্যা প্রবাহিত করেছে। তখন সাধারণ মানুষ জড়জগতের ভোগবিলাসে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে হৃদয়বৃত্তিকে উপেক্ষা করতে শুরু করেছে;—এই পরিবেশে ভোগকেন্দ্রিক জড়বাদ যে শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে এ তো স্বাভাবিক। Hobbes ও Machiavelli-তে যে নিরীশ্বরবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে অহংকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদ গ'ড়ে উঠেছিল, জার্মান আদর্শবাদ তাকে সাময়িক ভাবে স্তিমিত ক'রে দিলেও, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্পবিপ্লবের আলোকে ও উত্তাপে তা আবার শক্তিশালী হ'য়ে উঠল। মানুষ সমাজ ছেড়ে একক হল, জীবনে এল তার একাকীত্ব। তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া রূপে সাহিত্যশিল্পও মস্তিষ্কগত ও বিশ্লেষণমূলক হ'য়ে উঠল, হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন ও মানব-মনের অনুভূতিপ্রবণতা হৃতমূল্য ও স্তিমিত হ'য়ে এল। মানুষ মস্তিষ্ক দিয়ে হৃদয় দেখতে চাইল, তাই হৃদয় ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হ'য়ে নির্বাপিতপ্রায় হ'য়ে গেল।

হেগেলের জন্মবৎসর ১৭৭০ সাল থেকেই ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব যুগের আরম্ভ। এই শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, রাষ্ট্রনীতি ও ব্যক্তিজীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বহুতর নূতন আবিষ্কার হয় এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করে। দর্শন এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে কী ক'রে সামঞ্জস্য করতে পারে এ নিয়ে দর্শনিকগণ নানাভাবে চিন্তা করেন কিন্তু তাঁরা একমত হলেন না। বিজ্ঞান তথ্য দেয় কিন্তু চরম সত্য সম্বন্ধে কোন সঠিক মতামত দিতে পারে না। আদর্শবাদীরা বলেন, বিজ্ঞান তার নিজের ক্ষেত্রে সত্য তথ্য দিতে পারে সন্দেহ নেই কিন্তু পরম সত্তা ও সত্য বিজ্ঞানের অতীত। তাঁরা পুরাতন তত্ত্বকে যুগোপযোগী করতে প্রয়াসী হলেন। অন্যদিকে প্রত্যক্ষবাদীগণ (Positivists) প্রয়োগবাদীগণ (Pragmatists) এবং বাস্তববাদীগণ (Realists) বললেন, বৈজ্ঞানিক বীক্ষণ ব্যতীত কোন সত্য নেই। অধিবিদ্যা (Metaphysics) দ্বারা সত্য জানা সম্ভব নয়।

১৯শ শতকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে সামাজিক অর্থনৈতিক যে পরিবর্তন হয় তাতে দার্শনিকগণ ভেবেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের জীবনধারার উন্নতি হবে, কিন্তু তা হল না। এখন এই সাধারণের উন্নতিকল্পে সমাজ-সমস্যা দূরীকরণের জন্য নূতন নূতন শাস্ত্র,—যথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা ও শিক্ষণবিদ্যার জন্ম হল এবং এই সব বিদ্যা ধীরে ধীরে দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্ক ছেড়ে স্বাধীন হল। এই পরিবর্তনের মুখে সভ্যতার নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিল, তারই সমাধানকল্পে জার্মানীতে সোপেনহাওয়ার, নিট্‌জে, ফ্রান্সে কোঁতে ও বারগেঁা, ইংলণ্ডে মিল, স্পেনসার, আলেকজাণ্ডার এবং আমেরিকায় রয়েস্, জেমস্ ডিউই নূতন ভাবে নূতন তত্ত্ব পরিবেশন করলেন।

Arthur Schopenhauer (১৭৮৮-১৮৬০) ডান্‌জিগের এক ধনী ব্যাঙ্কারের পুত্র। এই স্বাধীন নগরী ১৭৯৩ সালে প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হলে তাঁরা হামবুর্গে চলে যান। তিনি শিক্ষান্তে ইংলণ্ড ফ্রান্স ভ্রমণ ক'রে সেই সব দেশের ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮০৯ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং তিনি অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় জীবন-যাপন করবেন স্থির করেন। গ্রীক, লাটিন ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন বিশেষতঃ কাণ্ট ও প্লেটোর রচনাবলী পাঠ করেন এবং অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনও পড়েন। ১৮১৮ সালে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "The World as Will and Idea" প্রকাশিত হয়। ১৮২০ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন কিন্তু অধ্যাপনায় ছাত্রগণকে আকৃষ্ট করতে পারেননি। ১৮৩১ সালের কলেরা মহামারীতে (হেগেল এই মহামারীতে মারা যান) ভীত হ'য়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে যান এবং বাকি জীবন সেখানেই কাটান। ১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লবের অসাফল্যের পরে তাঁর দুঃখবাদী দর্শনের তত্ত্ব অনেকটা জনপ্রিয় হয়। শেষ-জীবনে তিনি খ্যাতি ও গৌরব লাভ ক'রে ইউরোপে বিখ্যাত হন। তাঁর মাতা নভেল ও প্রবন্ধ-লেখিকা ছিলেন। তিনি রোমান্টিক লেখিকা ছিলেন। ফরাসী সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মত একটা সাহিত্য আলোচনার সেলুন রক্ষা ক'রে নিজের থেকে বয়সে ছোট তরুণ স্তাবক নিয়ে দিন কাটাতেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে মাতাপুত্রের ঝগড়া হয় এবং তাঁর মাতার জীবনের শেষ ২৪ বৎসর তিনি তাঁর সঙ্গে দেখাও করেননি। জীবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল, খামখেয়ালী এবং অহংপূর্ণ ছিলেন। এক মহিলা দর্জিকে মেরে বহু টাকা অর্থদণ্ড দেন। যৌন জীবনেও তিনি ছিলেন অসংযত, একটির পর একটি প্রণয় তাঁর চলত, তিনি লজ্জিতও হতেন কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারতেন না। এই জন্য কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্ভব হয়নি।

সোপেনহাওয়ার তাঁর দুঃখবাদের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রাধান্য তাঁর আদর্শবাদের নবতম ব্যাখ্যায়। তাঁর Will তাঁর 'Sufficient Reason' এবং প্লেটোর আদর্শগত চারুকলার ব্যাখ্যা এবং সহানুভূতি, ন্যায় ও দাক্ষিণ্যের নীতিবাদের জন্যই তিনি জগতে আদৃত ও খ্যাত হয়েছেন। বার্কলের

মত তিনিও অস্বীকার করেন যে বস্তু আমাদের তত্ত্বের কারণ। তিনি বলেন, আমাদের মানব-মন ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই, এই মন বুঝতে পারে বলেই বস্তুর অস্তিত্ব আছে। কাণ্টের মত তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির ফলেই আমরা ধারণা করি এবং আমাদের মননই এই ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির হেতু। কাণ্ট এই ধারণার পিছনে 'পরম' এবং ফিক্‌টে অহংকে কল্পনা করেছেন, সোপেন-হাওয়ার এর হেতুকে Sufficient reason বলেছেন যার মূল ৪টি,—১। কার্য-কারণ (cause and effect) ২। ক্ষেত্র ও ফল (ground and consequence) ৩। দেশ ও কাল (space and time) ৪। উদ্দেশ্য ও কর্ম (motive and action)। তিনি কাণ্টের মতই বললেন, বৈজ্ঞানিক বীক্ষণ দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত এবং তা পরমতত্ত্বের সন্ধান দিতে পারে না। মানুষ স্বজ্ঞাদ্বারা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করে কিন্তু তার মূলে তার will বা ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তিনি কেবল সজ্ঞান মনের ক্রিয়াকেই ধরেননি, অচেতন-অববেতন মন, প্রেরণা, ইচ্ছা প্রভৃতির একটি সমগ্রতাকে বুঝেছেন, যে সমগ্রতা প্রকৃতির শক্তি। মানব-জীবনের সমস্ত কাজ এই ইচ্ছশক্তি দ্বারা চালিত। এই ইচ্ছাশক্তিই চেতন-অচেতন-অবচেতন ক্রিয়ার মূলীভূত সত্য এবং পরম তত্ত্ব যা জীব ও জড়ের মধ্যে সমভাবে রয়েছে। তাই বাহ্যজগত আমাদের মননক্রিয়ার ও ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি। বিশ্বজাগতিক ইচ্ছাশক্তিই ব্যক্তি বস্তু ও বিশ্বে প্রকাশ। (২৩৬)

সুখ অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তির ইচ্ছা থেকেই মানুষের কর্মেচ্ছা, এবং কর্মের দ্বারা দুঃখ দূর হলেও মানব-জীবনের দুঃখ কমে না। দুঃখ আছে ব'লেই মানুষ কর্ম করে, দুঃখ-নিরাশা না হ'লে জগত বাঁচত না, মানুষের মনুষ্যত্বেরও বিকাশ হত না—এইটি তাঁর দুঃখবাদের মূলকথা।

তাঁর নীতিবাদ তাঁর Basis of Morality and The World as Will and Idea পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানুষ যখন ঈর্ষা বা আত্মসুখের জন্য কোন কাজ করে তখনই সে দুর্নীতিপরায়ণ আর যখন সে আত্মকেন্দ্রিকতাকে ভুলে সহানু-ভূতির সঙ্গে, দুঃখীর দুঃখের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে কাজ করে তখনই সে সুনীতি-পরায়ণ। অন্যের অধিকার ও পাওনার পক্ষপাতিত্বহীন বিচারই ন্যায়, এবং বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টধর্মের প্রেম, যে প্রেম দ্বারা আমরা মন্দকে ভাল দ্বারা জয় করি তাই মহানুভবতা। এই মহানুভবতা ও ন্যায়পরায়ণতা-প্রণোদিত পরার্থবাদ আমাদের জীবনের দুঃখকে প্রশমিত করে মাত্র, কিন্তু তাতে জীবনের সমস্যার সমাধান হয় না। জীবন তার নৈরাশ্য ও দুঃখ নিয়ে চলতে থাকে। যেহেতু দুঃখই জীবনের চলার পথে একমাত্র প্রেরণা।

(২৩৬) This universal will is not, of course, that of you and me as separate individuals. The universal will has individuated or differentiated itself into you and me and the other separate persons and things of our phenomenal world in accordance with the principles of sufficient reason.—Wright—p. 362.

তাঁর এই দুঃখবাদকে অনেকে স্বীকার করেন না, আনন্দ নেতিবাচক নয় অর্থাৎ দুঃখের অনুপস্থিতিই আনন্দ নয়, আনন্দ হাঁ-বাচক, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তবে দুঃখ বা জীবনসংগ্রাম প্রয়োজন জীবনের উন্নতির জন্য। মানুষ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেলেও সুখী হবে না সোপেনহাওয়ারের একথা স্বীকার্য। মানুষ বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ এগিয়ে চলেছে পরিণতি ও পূর্ণতার দিকে। ধারণা-নিরপেক্ষ ভাবেই বাহ্যজগত প্রত্যক্ষ, এই তত্বই পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে, তাই পাশ্চাত্ত্যে তাঁর দুঃখবাদ গ্রহণীয় হয়নি এবং পাশ্চাত্ত্য নির্বাণলাভের যুক্তিকে স্বীকার করেনি। (২৩৭)

Friedrich Wilhelm Nietzche (১৮৪৪-১৯০০) একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রবন্ধকার ও দার্শনিক। তাঁর ভাষা যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনি শক্তিশালী, অর্ধসত্য ও অর্ধমিথ্যাকেও ভাষার যাদুমন্ত্রে সত্য ব'লে প্রতিপন্ন করার শক্তি তাঁর অসাধারণ। পোলিশ সম্ভ্রান্ত ঘরে তাঁর জন্ম, তাঁর পিতা Saxony-র Rocken-এ ধর্মযাজক (Pastor) ছিলেন। তিনি গুণবান ও চরিত্রবান ব্যক্তি কিন্তু নীটজের চার বৎসর বয়ঃক্রমকালে মারা যান। নীটজে স্ত্রীলোকের মধ্যেই মানুষ হন। চার্চে যোগদান করতে অস্বীকার করেন, খ্রীষ্টধর্মকেও তিনি মানতেন না এবং শেষ পর্যন্ত নাস্তিক হন। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন মদ্যপান, ধূমপান, দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়বার জন্য অখ্যাতি লাভ করেন এবং একরাত্রির অভিযানে উপদংশ রোগটি সংগ্রহ করেন এবং এই রোগ থেকেই তিনি জীবনে স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে পড়েন। কিন্তু তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, ছাত্র হিসাবেও অত্যন্ত মেধাবী। সুইজারল্যাণ্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Classical Philology'-র অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরে তিনি যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত হন এবং চাকুরী ছেড়ে দেন। ১৮৭০ সালের ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে তিনি যোগদান করতে যান কিন্তু তিনি সুইস্ নাগরিক হওয়ায় যোগ দিতে পারেন না, কিন্তু এ্যাম্বুলেন্সে যোগদান করেন। সেই সময়ে আমাশয়, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগে একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য হন। শেষ জীবনে রোগশয্যায় তিনি তাঁর দর্শন রচনা করেন।

তিনি যা সত্য বা ঠিক বলে মনে করতেন তাকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। তৎকালীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক নীতিবোধকে দূরীভূত ক'রে পুরাতন গ্রীক আভিজাত্যের আদর্শ জীবনকেই তিনি গ্রহণীয় আদর্শ ব'লে মনে করতেন। প্রথমে তিনি The Birth of Tragedy (১৮৭২)-তে গ্রীক জীবন ও সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করেন। সোপেনহাওয়ারের 'Will to live'-কে তিনি আনন্দময় সহজ প্রবৃত্তিজাত ইচ্ছা ব'লে বর্ণনা করেন—যে ইচ্ছাশক্তি Dionysus-এ প্রকাশ,

(২৩৭) An eternity of unceasing effort and struggle rather than oblivion of Nirvana is the ideal of blessedness most convincing to the majority of occidental minds.—Wright—p. 382.

অন্যদিকে ধীর শান্ত সংযত চিন্তার প্রতীক Apollo. যখন এই Apollo-র গুণাবলী গ্রীক-জীবনে প্রকট হল তখন তারা বেশী বিমূর্ত চিন্তায় আকৃষ্ট হল। সক্রেটিসের সময়ে এসে তারা দর্শনোন্মত্ত হ'য়ে উঠল এবং দেশে কর্মসাধনা লোপ পেল ব'লেই সাহিত্যের অবক্ষয় শুরু হল।

তিনি সোপেনহাওয়ারের দর্শনের কিছুটা গ্রহণ করেন এবং বাকিটা ত্যাগ করেন। World as Will-টাই প্রথম এবং World as Idea-টা দ্বিতীয়। আর্ট সম্বন্ধে তিনি সোপেনহাওয়ার ও Schelling প্রভৃতির রোমান্টিকতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি "The Will to Power"-এর মধ্যেই জীবনের প্রকাশ ব'লে মনে করেন। অবশ্য এই সময়ে তিনি এই কর্মযোগকে সাধারণভাবে সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি নীরব, তবে ধর্মশিক্ষা যে জীবনের (will to live) পরিপন্থী একথা তিনি অত্যন্ত বেগবান ভাষায় বলেন। তিনি সে যুগের মানুষকে গ্রীক-জীবনের ইচ্ছাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে বলেন।

নীতিবাদের দিক থেকে তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন যুগে যা সত্য তা হয়ত অন্য যুগে অন্য ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়। নীতির কোন চিরন্তন সংজ্ঞা নেই। মানব স্বাধীন সত্তা, দেশ-কাল, নীতি ও সংস্কার দ্বারা তার স্বাধীনতা খণ্ডিত হওয়া উচিত নয়। নিজের ন্যায়বিচারের দ্বারা নিজের মঙ্গল করবার স্বাধীনতা তার থাকা প্রয়োজন। তবুও তিনি সকলের পক্ষে একটা নৈতিক আদর্শের পক্ষপাতী। তিনি গ্রীক আভিজাত্যের গুণাবলী,—নিজের ও বন্ধুর প্রতি সততা, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহস, পরাজিতের প্রতি মহানুভবতা এবং সকলের প্রতি সৌজন্যকে নীতির আদর্শ ব'লে মনে করেন।

খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তিনি আস্থাবান নয় তার কারণ,—ভগবান নাই, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস জগতে মৃতপ্রায়। প্রার্থনা কথাটা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন। যিশু যে ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন তা মঙ্গলকর নয়; তিনি প্রেম-দয়া-সহানুভূতির উপর অতি বেশী জোর দিয়েছেন এবং তার জন্যেই গ্রীক আদর্শ ও গুণাবলীর অবক্ষয় হয়েছে। বর্তমান যুগের স্বাধীন সত্তাসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল ও গতিশীল মানুষের পক্ষে পাপ-পুণ্যের ভয় বা বিচার অগ্রগতির পরিপন্থী।

তাঁর 'Thus Spake Zarathrustra' পুস্তকেই তিনি তাঁর দর্শনের মূল সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন। ডারউইন ও স্পেন্সারের জৈববিবর্তনের (Biological Evolution) তত্ত্ব পড়ে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন কিন্তু তার ব্যাখ্যা অন্যরূপ। ডারউইনের জীবনযুদ্ধের তত্ত্ব এবং Survival of the fittest-এর তত্ত্বকে তিনি যুক্তিহীন বলেছেন। তিনি বলেন, Will to power-ই প্রকৃতির মূল কথা এবং এক্ষেত্রে তিনি সোপেনহাওয়ার ও ফরাসী দার্শনিক Lamark-এর নিকটবর্তী।

'Will to power', এই শক্তি অর্জনের সৎ সংকল্প, কারণ এই সংকল্প থেকেই উচ্চতর মানব, অতিমানব বা উচ্চতর জীবনের বিবর্তন হওয়া সম্ভব। এই সংকল্প থেকেই গ্রীসের স্বর্ণযুগে দেহে ও মনে সুন্দর শক্তিশালী মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল।

দু'হাজার বছর পৃথিবী যদি ভুল পথে না চলত তবে গ্রীক অভিজাতশ্রেণীর মত মহৎ সুন্দর ব্যক্তি সৃষ্টি হত। এই বিবর্তনই অগ্রগতির চিহ্ন। সোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদ জীবনে অবশ্যম্ভাবী নয়, প্রগতিই সম্ভব এবং তদ্দ্বারাই অতিমানব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। তিনি হেরাক্লিটাস ও পিথাগোরাসের মত বিবর্তনচক্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সময় দেশ ও জড় সসীম,—সময় অসীম অতএব খুবই সম্ভব যে জড় ও শক্তি, ক্ষেত্র ও সময়ে বারবার একত্রিত হবে।

গ্রীক অভিজাত শ্রেণী, আর্য ভারত বিজয়ী, প্রাচীন রোমান, গথ, ভাইকিং, আরব, জার্মান বা জাপানের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে তিনি সৎ (good) মনে করতেন—তারা সুন্দর, সাহসী, ধনী, মহৎ, শাসক, সম্ভ্রান্ত, সত্যবাদী, সৎ, নীচুশ্রেণীর সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছুক। তাদের কাছে অসৎ (bad) পরাজিত, অশ্বেতকায়, কুশ্রী, নির্বোধ, ভীরু, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক সাধারণ জনশ্রেণী। তারা ক্রীতদাসত্বেরই উপযোগী, তারা শ্রম করবে, উৎপাদন করবে, এই অভিজাত অতিমানবের জীবনকে স্বাধীন ও সংরক্ষিত করতে। এই জনশ্রেণীর পক্ষে সৎকার্য হবে দরিদ্র, নির্বীর্য, ভগ্নস্বাস্থ্য, বিনয়ী, সরল মন ও নীচু হ'য়ে থাকা এবং তাদের পক্ষে অসৎকার্য হবে অভিজাতদের মত হওয়ার প্রচেষ্টা, লোভী, ব্যসনপ্রিয়, নিষ্ঠুর, শক্তিশালী ও শক্তিপ্রিয় হওয়া। এমনকি নিকৃষ্ট শ্রেণীর পক্ষে জীবসৃষ্টিও তিনি অন্যায় মনে করতেন। খ্রীষ্টধর্মের দয়া, বিনয়, প্রেম, সহানুভূতি, অহিংসা প্রভৃতি তথাকথিত গুণাবলীর অনুশীলন এই সব মহৎ ব্যক্তিকে কাপুরুষে পরিণত করেছে মাত্র। ইহুদীরাই খ্রীষ্টধর্মের আদি, কিন্তু তারা বিজিত হ'য়ে জয়ীদের ঘৃণা করত, তাই তারা বিজয়ীকে খ্রীষ্টধর্মের ফাঁদে ফেলেছে কিন্তু নিজেরা এ ধর্ম গ্রহণ করেনি।

অতীতে বা বর্তমানে শিল্প-সাহিত্য যা কিছু গড়ে উঠেছে, যা কিছু সাংস্কৃতিক প্রগতি দেখা দিয়েছে তার সবই এই ধনী অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায়। বর্তমানের চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, রেডিও, যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তা সাধারণের আনন্দ বিধানের জন্য এবং গণতন্ত্রের অভ্যুদয় এখনও প্রমাণ করতে পারেনি যে, গণতান্ত্রিক শিল্পও উচ্চাঙ্গের হতে পারে। শিক্ষা ও শিল্পসৃষ্টি সংখ্যার দ্বারা বিচার হয় না, উৎকর্ষতার দ্বারা বিচার হয়। আজকাল গণতন্ত্রে কত লোক শিক্ষিত হয়েছে সেইটেই গর্বের বিষয় কিন্তু কতটুকু বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করেছে তা প্রায়শঃই উপেক্ষিত হয়। (২৩৮)

(২৩৮) Motion pictures and the music of the radio and phonograph, while affording aesthetic enjoyment to the masses, have not yet proved that democracies are capable of producing or appreciating art of the highest order. We in America are proud of the fact that larger numbers of young people in proportion to population attend our Secondary Schools and Colleges...yet it must be admitted that the quality of learning acquired in our educational institutions has had to be debased...in order to bring it within the interest and intellectual grasp of the multitudes that crowd our schools. There is a certain truth in the notion "an aristocracy of brain" which many of our educational institutions have overlooked."—Wright—p. 394.

নীটজের এই "will to power"-এর তত্ত্ব জার্মান জাতিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে ইউরোপের ইতিহাসে বিশিষ্ট ক'রে তুলেছিল, যার ফলে বিসমার্ক ও পরে হিটলার জার্মানজাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করতে চেয়েছিলেন।

বর্তমান যুগের অন্যান্য জার্মান দার্শনিক, Friedrich Herbert (১৭৭৬-১৮৪১) অধ্যাপক হিসাবে কাণ্টের স্থলাভিষিক্ত হন। Eduard Von Hartmann (১৮৪২-১৯০৬) প্রথম চেতন-অচেতন-অবচেতন মনের ধারণা করেন। তিনি বলেন, অচেতন মন থেকেই চেতন মনের ক্রিয়া। Rudolf Hermann Lotze (১৮১৭-১৮৮১), Wilhelm Wundt (১৮৩২-১৯০৮) সক্রিয় ঐচ্ছিক আদর্শবাদ প্রচার করেন। Rudolf Eucken (১৮১৬-১৯২৬)-এর অদ্বৈতবাদী আদর্শ প্রভৃতি জার্মানীর পরবর্তী দর্শন।

১৯শ শতকের ফরাসী দার্শনিকগণ নবালোকের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ঔদ্ধত্যকে (Reckless audacity of the men of the enlightenment) গ্রহণ করতে পারলেন না। নবালোকের দার্শনিকগণ ভেবেছিলেন রাষ্ট্র ও ধর্মানুশাসন থেকে মুক্তি পেলেই মানুষ জ্ঞানার্জন ক'রে সৎ মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ হবে। বিদ্যাবুদ্ধির যুক্তিবলে তারা বিবেচক হবে এবং দেশ, জাতি ও সমাজের উন্নতি করবে। এই বিশ্বাস নিয়েই Condorcet গিলোটিনে প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু এ আশা সফল হল না। মানুষ বাঁধনছাড়া হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচারী হ'য়ে উঠল এবং তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে নেপোলিয়নের অত্যাচার ও ধ্বংসকরী সমরপ্রিয়তা দেখা দিল। যাঁদের দর্শনে এই বিপ্লব হয়েছিল তাঁরা যে ভুল তত্ত্ব পরিবেশন করেছিলেন তা প্রমাণিত হল এবং ১৯শ শতকের দর্শনের উপর এই ভুল তত্ত্বের সংশোধনের ভার পড়ল। তখন Joseph d Maistre (১৭৫৪-১৮২১) বললেন, লক্, ভল্‌তেয়ার রুশো এঁরা মানুষকে ভুল পথ দেখিয়েছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা, ও বাক্‌স্বাধীনতা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে মাত্র। বিজ্ঞান অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেও প্রকৃত সত্যকে জানতে পারে না, সমাজ বা ধর্মের উপরেও তার কোন প্রভাব নেই। অতএব পোপকে মেনে চলাই শ্রেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে Pierre George Cabanis (১৭৫৭-১৮০৮) Condillac-এর মনস্তত্ত্বের সূত্র অবলম্বন ক'রে বললেন, মানুষের চিন্তা মস্তিষ্ক (Brain) থেকেই আসে। Main de Biran (১৭৬৬-১৮২৪), সোপেনহাওয়ার ও লিবনিৎজের তত্ত্বকে সমন্বয় করতে চেষ্টা করেন। Comte de Saint Simon (১৭৬০-১৮২৫) ফরাসী ও আমেরিকান বিদ্রোহের অভিজ্ঞ বিপ্লবী। তিনি সমাজকে নূতনভাবে গড়বার প্রস্তাব দিলেন। সমাজ হবে এমন যাতে শ্রমিক ও সাধারণের জীবন, শিক্ষা ও অর্থনীতি জগতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করতে পারে। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ধর্মব্যবস্থার সুসমন্বয় করতে হবে। রাষ্ট্রব্যবস্থা অভিজাত ও সামরিক শক্তির হাত থেকে শিল্পপতি ও উৎপাদকের হাতে আসবে এবং ধর্মব্যবস্থা শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের হাতে আসবে। অর্থাৎ ১৯শ শতকের ফরাসী দার্শনিকগণ তখন নবালোকের ভুল পথকে বুঝতে পেরে সঠিক পথের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

Auguste Comte (১৭৯৮-১৮৫৭) রাজভক্ত ক্যাথলিক ছিলেন। তাঁর পিতা Montpellier-এর নায়েবী অফিসের কেরানী ছিলেন। স্কুলের প্রথম ছাত্র, কোনদিন দ্বিতীয় হননি। তিনি ১৫ বছর বয়সেই প্যারির পলিটেকনিকে পড়বার জন্য নির্বাচিত হন। সেখানে গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেন। এই স্কুলের একজন শিক্ষক টেবিলে পা তুলে দিয়ে পড়াতেন; তাঁরা তার প্রতিবাদ করেন এবং একদিন পড়া বলবার সময় ওই রকম পা তুলে দিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করায় বিদ্যাসাগরের মতই তিনি বলেছিলেন যে, এইটিই তিনি সৌজন্য ব'লে মনে করেছেন। তখন সরকারী কর্তৃপক্ষ পলিটেকনিককে রিপাবলিকানদের কর্মকেন্দ্র ব'লে মনে করতেন,—স্কুলের শৃঙ্খলা রক্ষার নামে তাঁরা সকল ছাত্রকে বহিষ্কার করলেন। তার পরে দার্শনিকের জীবনে আসে অসহ্য দারিদ্র্য। প্রাইভেট পড়িয়ে কোনমতে দিন কাটে। তিনি এই সময়ে Saint Simon-এর শিষ্য হলেন এবং তাঁর হ'য়ে লিখতেনও। কিন্তু পরে মতবিরোধ হয় এবং তিনি "A plan for the scientific work necessary to reorganise the society" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তখনকার স্বনামখ্যাত পণ্ডিত Jefferson Monroe-র দৃষ্টি এই প্রবন্ধে আকৃষ্ট হয় এবং কোঁতে প্রসিদ্ধ হন।

তখন প্যারিতে যুবক-যুবতীরা অবাধে মেলামেশা করত। তিনি Caroline Massin নামে সীবনজীবী এক মহিলার প্রণয়ী হন। এই মহিলার চরিত্র সম্বন্ধে সংস্কার খুব প্রবল ছিল না এবং তাঁর সঙ্গেই তিনি থাকতেন। উভয়ের বিবাহও হয়। মহিলাটি তার নৈতিকবোধ অনুসারে স্বামীর অনুরক্তও ছিলেন বলা যায়। কোঁতে যাতে তাঁর লেখা নিয়েই থাকতে পারেন সেজন্য চেষ্টাও করতেন কিন্তু দারিদ্র্য তখন প্রবল। দারিদ্র্য দুঃখ দূর করতে তখন মহিলাটি পরপুরুষ সংসর্গ দ্বারা অর্থার্জন করতে চান কিন্তু কোঁতে রাজি হন না এবং উভয়ে বিচ্ছিন্ন হন, তথাপি এই মহিলা সারাজীবন তাঁকে সাহায্য করেছেন।

১৮৩০-১৮৪২-এর মধ্যে তিনি তাঁর Positive Philosophy (Cours de Philosophie Positive) প্রকাশ করেন। তখন তিনি পলিটেকনিকে টিউটরের পদ লাভ করেন কিন্তু অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয় না। কোন একটি লেখায় তিনি গণিতের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অস্বীকার করায় চাকুরী যায় এবং ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে জীবন কাটাতে হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডের দার্শনিক John Stuart Mill এবং আরও কয়েকজন বন্ধু চাঁদা ক'রে তাঁর ভরণপোষণ করেন।

১৮৪৪ সালে Madame Clotilde নামে এক অভিজাত মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর স্বামী প্রবঞ্চনার জন্য অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। কোঁতে সর্বান্তঃকরণে তাঁকে ভালবেসেছিলেন কিন্তু তিনি পুণ্যবতী মহিলা। কোঁতের লেখার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল এইমাত্র। তিনি যক্ষ্মা রোগে মারা যান কিন্তু কোঁতে তাঁকে [illegible] পূজা করেছেন। তাঁর এই প্রেম তাঁর

দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে—তাঁর The Positive Polity (১৮৫১-৫৪) গ্রন্থে তা সুস্পষ্ট। শেষজীবনে এক বদান্য মহিলার আশ্রয়ে দিনাতিপাত করেন।

কোঁতের দর্শন ঠিক দর্শন নয়, বরং সমাজবিজ্ঞান। তিনিও সমাজবিজ্ঞানী। প্রথমে তিনি মনে করেছেন, বিজ্ঞানের উন্নতি ও তার প্রয়োগ হবে কেবলমাত্র সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে, এবং এই বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারাই সমাজের মঙ্গল সম্ভব ব'লে তিনি মনে করেছেন। এইটাই তাঁর Positive Philosophy-র সূত্র। Positive Polityতে তিনি তাঁর কল্পিত হিতবাদী সমাজে ধর্ম ও নীতির প্রয়োগবিধি আলোচনা করেছেন। Hume-এর মত তিনিও মনে করেছেন সৃষ্টি ও তার কারণ জানা সম্ভব নয়, বিজ্ঞান দ্বারা আমরা কেবলমাত্র কোন নৈসর্গিক বা প্রাকৃতিক ঘটনার রীতি ও নিয়ম জানতে পারি। সেই জ্ঞান দ্বারা আমরা অদূর ভবিষ্যতকে হয়ত কিছুটা জানতে পারি এবং ঘটনার হেতুকেও হয়ত সাময়িক পরিবর্তন করতে পারি সুতরাং এই জ্ঞান মানব-সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য আয়ত্ত করা উচিত।

সমাজ-বিজ্ঞান বলতে তিনি সমাজ মনস্তত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন-ইতিহাস একত্রে বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বিচার করেছেন। সমাজ-বিদ্যার চর্চাদ্বারা রীতি, নীতি, পারিপার্শ্বিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জানা যায়।

সমাজ সম্বন্ধে তিনি হবস্‌এর মতবাদ গ্রহণ করেননি। সমাজটা মানুষের বুদ্ধিজাত সৃষ্টি, সমাজের সৃষ্টি সহানুভূতি থেকে—তার থেকেই যৌন আকর্ষণ। সন্তানস্নেহ থেকেই পরিবার, পরিবারই সমাজের একক—সমাজ পরিবার-সমষ্টি। পরিবারকে ঠিক একটি একীভূত প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব হয় না সত্য কিন্তু মানুষ একক হলেও তার কল্যাণ নির্ভর করে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর।

তিনি মনে করেন, মানুষের জীবনের সমস্যা বুদ্ধি ও নীতিগত। প্রতি মানুষকে যদি বুদ্ধিগতভাবে এইটুকু বুঝানো যায় যে, ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই সমষ্টির প্রয়োজন এবং এই কল্যাণের জন্যই সহযোগিতা প্রয়োজন তবে মানুষ নৈতিক দিক থেকে সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। এই নৈতিকবোধ গ'ড়ে উঠলেই সমাজও সুশৃঙ্খল হ'য়ে গ'ড়ে উঠবে। সাধারণ লোকে এটা বোঝে না, বুঝতে চায় না—যেমন তারা বৈজ্ঞানিক তথ্যও বোঝে না। অতএব একনায়কত্ব দরকার, যার কথায় কাজ হবে এবং সমাজের উন্নতি ক্রমশঃ তাকে সর্বহিতভূত করবে। অবশ্য তাঁর এই কল্পিত সমাজের ছবি অস্পষ্ট এবং মানুষ যে বুদ্ধিজগতে অচেতন-মনপ্রসূত চিত্ত বিকারগ্রস্ত একথা তিনি ভাবেননি।

দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি উৎপাদন বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তাদের আদর্শ হবে সমাজের সকলের কল্যাণ। তারা সমাজের বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে কর্তব্য করবে এবং সকলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। নৈতিক ও মানসিক জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ব্যক্তি ও হিতবাদধর্মী নেতৃমণ্ডলী। তাঁদের উপার্জন বেশী

হবে না, কিন্তু তাঁরা হবেন সর্বাপেক্ষা সম্মানী (বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণদের মত ?) তাঁদের পাণ্ডিত্য ও নৈতিক মানের জন্য। তাঁদের প্রভাব এমন হবে যে, তাঁদের প্রতিবাদ উৎপাদনকারী ধনিক ও শ্রমিকদের অবশ্য পালনীয় হবে। নৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করবে শিক্ষিতা সচ্চরিত্রা নারীগণ।

হিতবাদী সমাজের নীতি হবে সাধারণ ও সহজ,—মানুষ পরার্থপর হবে এবং কর্ম ও চিন্তায় সমস্ত মানব-সমাজের কল্যাণকামী হবে। কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃই অহংপূর্ণ ও স্বার্থপর, তাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়; বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবর্ধমান উন্মেষ ও অনুভূতির ব্যাপকতা মানুষকে পরার্থপর ও হিতবাদী সমাজের মত ক'রে গড়ে তুলতে পারবে।

কোঁতে অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করেছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে সৃষ্টির পিছনে ভগবানের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু মানুষ ভগবান-নির্ভর জীব, তথা অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, অতএব ভগবানের একটা বিকল্প কিছু তার জীবনে চাই। এই ভগবানের বিকল্প রূপকে তিনি বলেছেন "Humanity"—The Great Being (de Grand Etre)। তাঁর এই মানবতার ধর্ম ধর্মীয় নীতি ও মূল্যায়ন অনেকখানিই মেনে নিয়েছে এবং সেটা নিঃসন্দেহে নিরীশ্বরবাদ থেকে শ্রেয়তর।

কোঁতে ও বারগেঁা (Bergson)-এর মধ্যেও কয়েকজন বিশিষ্ট ফরাসী দার্শনিক আছেন যাঁদের চিন্তাশীলতা উল্লেখযোগ্য। Ernest Renan (১৮২৩-৯২) ধর্মের নৈতিক ও কান্তিমূল্যকে বড় ব'লে মনে করেন এবং ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন তাঁর সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের অভিব্যক্তিকে মানব-জীবনে প্রতিভাত করার জন্য। *Heppolyte Taine* (১৮২৮-৯৩)—তিনি বৃটিশ অভিজ্ঞতাবাদী ও Condellac-এর ইন্দ্রিয়বাদের অনুগামী তথাপি তিনি Spinoza ও Hegelকে অস্বীকার করেননি। তাঁর প্রভাবেই তখনকার ফরাসী সাহিত্যে অত্যন্ত অশুচি বাস্তবতা দেখা দিয়েছিল ব'লে তাঁকে অভিযুক্ত করা হ'য়ে থাকে। (২৩৯) Felix Ravaisson (১৮১৫-১৯০০) বলেন, পৃথিবী ও দৃশ্যজগত প্রকৃতি তথা ভগবানের সৃষ্টি। Clande Bernard (১৮২৭-১৯০৭), Theodore Rabot (১৮৩৯-১৯১৬), Levy Bruhl (১৮৫৭-১৯৩৯) প্রভৃতি দার্শনিকগণ তখন এই ভিন্নমুখী দুই চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দেখা দেন।

১৯শ শতকের প্রথমে দার্শনিক চিন্তাধারার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন প্রগতিবাদী বা উপযোগবাদীগণ। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নবালোক যুগেরই বংশধর, অভিজ্ঞতাবাদী, বৈজ্ঞানিক অবদানে সমাজের অগ্রগতিতে বিশ্বাসী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা নীতিবাদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, মনস্তত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি বিচার করেন এবং

(২৩৯) His influence is said to be partly responsible for the rise of rather sordid realistic tendencies in some of the fictions and acts of that time.—Wright p. 420.

এইসব শাস্ত্রকে সমৃদ্ধও করেন। তাঁরা ব্যক্তিবাদের পূজারী, এবং চিন্তা ও কার্যে স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক। মানুষ তার নিজের কাজের বিচারক এবং সে স্বাধীন ভাবেই কাজ করার অধিকার লাভ করবে, অবশ্য যদি তার কাজ অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা পীড়াদায়ক না হয়। সকলেই শিক্ষালাভ করবে যাতে তারা সার্বজনীন মঙ্গলকে বুঝতে পারে। এই মঙ্গল অর্থে তাঁরা বুঝেছেন সুখ,—জড়জগতের সুখ। তাঁরা হিউমের মত বিশ্বাস করতেন, যা আমাদের সুখদায়ক তাই প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ তারই সার্থকতা (utility) আছে। জগতে তাই তাঁদের নাম হয় Utilitarians (উপযোগবাদী)। এঁরা সকলেই নিরীশ্বরবাদী এবং জাগতিক জীবনকে জীবনের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের চেষ্টায় বহু আইনের সংস্কার হয়, যথা—ইংলণ্ডের Poor Law, Corn Law প্রভৃতি। তাঁদের মানবতা ও মানব-সেবার আদর্শে বাস্তব জগতে অনেক পরিবর্তনও হয় কিন্তু ধর্মের দিক থেকে তাঁরা সন্দেহবাদী এবং হিতবাদী।

মহাপ্রাণ Jeremy Bentham (১৭৪৮-১৮৩২) এই নূতন আন্দোলনের আদি দার্শনিক। তিনি হিউম্ থেকে আরও সুন্দর ও সুচারুভাবে এই উপযোগবাদের (utilitarianism) পরিকল্পনা ও ব্যাখ্যা করেন। মানুষ স্বভাবতঃই সুখান্বেষী, যা দুঃখদায়ক তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে স্বার্থপর হলেও, নানা অবস্থায় ও কারণে তাকে অন্যের সুখের কথা ভাবতে হয় বা তার জন্য কাজ করতে হয়। এই অবস্থা ও কারণকে তিনি Sanction বলেছেন। প্রথমতঃ, দৈহিক কারণ, স্বাস্থ্যের জন্য তাকে কাজ করতে হয় এবং সংযত হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় কারণ, শাস্তির ভয়ে তাকে কুকাজ থেকে সংবৃত হতে হয় এবং সাধারণের পক্ষে অহিতকর কাজ করা বন্ধ করতে হয়। তৃতীয়তঃ, নৈতিক কারণ, তাকে লোকনিন্দার ভয়ে সুপথে চলতে হয়। চতুর্থতঃ, ধর্মীয় কারণ, পাপের ভয় এবং ভগবানের শাস্তির ভয়ে তাকে অসৎ আচরণ ত্যাগ করতে হয়।

সকলেই সুখ চায়, এই সার্বজনীন সুখ পাওয়ার কারণহেতুই মানুষকে উদারভাবে চলতে হয়, স্বার্থপর ও বাস্তববাদী হলেও মানুষকে পরার্থবাদী হতে হয়।

তাঁর মতে আইন খুব সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাবে তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনেক সংস্কার-সূচক রীতি ও নিয়ম প্রবর্তিত হয়। তাঁর Principles of Morals and Legislation খুব জনপ্রিয় ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ।

James Mill (১৭৭৭-১৮৩৬) বেন্থামের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হ'য়ে তাঁর চার্চের চাকুরী ছেড়ে স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জন করেন। তাঁর "History of India" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরী করতেন। তখনকার প্রগতিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে Thomas Malthus (১৭৬০-১৮৩৪) এবং David Ricardo (১৭৭৭-২৮২৩) প্রধান।

John Stuart Mill (১৮০৬-১৮৭৩) উপযোগবাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ames Mill-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি রবীন্দ্রনাথের মত ঘরেতেই পিতার কাছে শিক্ষালাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে কিছুদিন ফ্রান্সে ছিলেন, তখন ফরাসী ভাষা শেখেন এবং তখন থেকেই তাঁর নিসর্গপ্রীতি দেখা যায়। পিতার সুপারিশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরী পান এবং ১৮৫৮তে অবসর গ্রহণ করেন। সুচরিত্রা ও মহাপ্রাণা Mrs Harriet Taylorকে তিনি নিষ্কাম ভাবেই ভালবাসতেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর দু'বছর পরে তাঁকে বিবাহ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই গুণবতী মহিলার সঙ্গে আলোচনায় তাঁর দর্শন পুষ্টিলাভ ক'রে সুষ্ঠুতা লাভ করে। ফ্রান্স ভ্রমণকালে তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয় এবং Angnon-এ তাঁর সমাধি দেওয়া হয়। মিল বাকি জীবন তাঁর পত্নীর সমাধির পাশেই কাটিয়েছেন।

অবসর গ্রহণ করার পরে তিনি, Liberty, Representative Government, এবং Utilitarianism এবং কোঁতের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি নিবন্ধ লেখেন।

বেকন, লক্, হার্টলি ও হিউমের মত মিলও অভিজ্ঞতাবাদী। ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা থেকেই অনুভূতি এবং অনুভূতি থেকেই আমাদের জ্ঞান (Knowledge) হয়, বিশেষতঃ জড়জীবনের সম্বন্ধে। তিনি অভিজ্ঞতাবাদী তর্কশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করেন এবং তার সূত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার লঘুত্বকে ব্যক্ত করতে বাধ্য হন। মানব-চরিত্র যখন কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ও সাময়িক রীতি-নীতির দ্বারা গঠিত হয় তখন এই রীতি-নীতিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব, যাতে মানুষের চরিত্রকে উপযোগবাদী ক'রে গড়ে তোলা যায়। এই নবতম শাস্ত্রকে তিনি নাম দিয়েছিলেন, 'Ethology'। শারীরবিদ্যা ও মনোবিদ্যার সাধারণ নিয়ম দ্বারা মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এটা ধ'রে নিয়েই তিনি তাঁর উপযোগবাদকে এগিয়ে নিয়ে যান।

ইতিহাস বলে যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন হয়েছে। কোন যুগের চিন্তানায়কগণের প্রভাবে পরবর্তী যুগের সমাজে ও জীবনে পরিবর্তন হয়েছে। জুলিয়াস সিজারের জন্যই রোমের গণতন্ত্র সমরপ্রিয় ও অত্যাচারী হ'য়ে ওঠেনি। বর্তমানের দর্শনশাস্ত্র সম্ভব হত না, যদি প্লেটো, সক্রেটিস্ ও এ্যারিস্টটল না জন্মাতেন। তেমনি যিশুখ্রীষ্ট ও সেণ্ট পল না হলে খ্রীষ্টধর্ম হত না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে আমরা জানতে পারি কিরূপ অবস্থায় এই মহানুভব ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তাঁদের প্রভাবে মানব-সমাজে কী পরিবর্তন ঘটেছিল। অবশ্য কোন্ অবস্থায় এই অতিমানব জন্মগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে তিনি নীরব।

মিলের Political Economy খুব মূল্যবান গ্রন্থ। প্রয়োজনেই উৎপাদন এবং এই উৎপাদনের বিভাগ হবে সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

নীতিবাদের দিক থেকে তাঁর মূলকথা—সকল মানুষই সুখী হবে এই জগতে। সুখ ভাল, দুঃখ মন্দ, সকলেই সুখ চায় এবং দুঃখ এড়িয়ে যেতে চায়। তিনি অবশ্য বেন্থামের মত মানুষকে অহংবাদী ও স্বার্থপর ব'লে মনে করেননি। তিনি মনে করেন সহানুভূতি, ও বদান্যতা মানুষের আছে এবং তার জন্যই মানুষ সার্বজনীন সুখ চাইবে। এই দিক থেকে বহির্জগতের চতুর্বিধ Sanction ছাড়াও তিনি অন্তরের একটি Sanction-এর কথা বলেছেন, সেটা বিবেকবুদ্ধি (Good will)। অন্যান্য উপযোগবাদীগণের সঙ্গেও তাঁর আর একটি ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। তিনি বলেন, সুখকে কেবল পরিমাণদ্বারা বিচার করা যায় না, কতকগুলি সুখ গুণানুসারে উচ্চাঙ্গের। সুখী একটি নির্বোধ বা সন্তুষ্ট একটা শূকরছানা অপেক্ষা অসুখী সক্রেটিস্‌ও ভাল, কারণ সক্রেটিস্ জানেন এবং সুখ-দুঃখের মূল্যায়ন করতে পারেন কিন্তু এরা তা পারে না। (২৪০)

ভালই হোক আর মন্দই হোক উপযোগবাদীগণ অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতবাদ খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষানুরূপ এবং অনুগামী কিন্তু তাঁরা অতীন্দ্রিয়তায় (Revelation) বিশ্বাসী নয়, যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে পারে কিন্তু সে যদি অন্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কাজ করে তবে সমাজ তার প্রতিরোধ করতে পারে ; কিন্তু সমাজ, তার ইচ্ছা বা তার পক্ষে যা মঙ্গল ব'লে সে বিবেচনা করে, তার অন্তরায় হতে পারবে না। ধর্ম মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার প্রধানতম অবলম্বন সন্দেহ নেই কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদিতা ক্ষতিকারক। যদিও খ্রীষ্টীয় শিক্ষা (gospel) খুবই সুন্দর কিন্তু তা পুরাতন, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের উপযোগী নয়। মানুষ শিক্ষালাভ ক'রে প্রগতিসম্পন্ন হয়েছে, ভাল মন্দ বুঝাবার জন্য ধর্মের আর প্রয়োজনীয়তা নেই। মানব-মন ধর্মাশ্রিত, একটা ধর্মকে নির্ভর করতে চায় অতএব এই 'মানবতার ধর্ম'ই তার গ্রহণ করা কর্তব্য। এই ধর্মের সুবিধা এই যে, মানুষ ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা পরজগতে সুখের আশায় স্বার্থপর হয় না,—সে পরার্থপর হয়। জগতকে ভগবানের সৃষ্টি মনে করে না এবং তাঁকে অসম্পূর্ণও মনে করে না।

মিল প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বরবাদী, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জড়বাদী। তাঁর পরবর্তী উপযোগবাদীগণের মধ্যে Alexander Bain (১৮১৮-১৯০৩) মিলের জীবনীকার হিসাবে প্রসিদ্ধ, Henry Sidquick (১৮৩৮-১৯০০) কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপক হিসাবে নীতিবাদ সম্বন্ধে নতুন তথ্য দান করেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাতে থাকাকালে ছাত্র-জীবনে মিলের উপযোগবাদের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। (জীবনস্মৃতি)

Herbert Spencer (১৮২০-১৯০৩) বিদ্যাসাগরের জন্মবৎসরেই জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থাকাকালে এই স্পেন্সারের দর্শন ও নীতিবাদ বিশেষভাবে

(২৪০) It is better to be a Socrates dissatisfied than to be a fool or a pig satisfied. Socrates knows and can evaluate the pleasure while they know nothin of this. —Wright—p. 446.

ােড়েছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যে এঁর নীতিবাদের প্রভাবও দেখা যায়। স্পেন্সারই প্রথম বিবর্তনবাদকে দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেন এবং তখনকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের সমন্বয় করেন।

Laplace ১৯শ শতকের প্রারম্ভে Nabular Theory প্রকাশ করেন, গ্যাস থেকে বিবর্তন হয়েছে বর্তমান গ্রহজগতের—এটি জ্যোতিষিক বিবর্তন। Charles Lyell ১৮৩০-৪০-এর মধ্যে বলেন যে, বর্তমান পৃথিবীর ভূত্বক বহুযুগের বিবর্তনের ফল—এটি ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন। Lamark বলেন, বিভিন্ন গাছপালা, পশুপক্ষী, সরীসৃপ একই মূল থেকে উৎপন্ন, বিবর্তনের পথে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে—এটা জৈব বিবর্তন। Bair দেখালেন যে, এমব্রাইও একজাতীয়তা থেকে বিভিন্নতা লাভ ক'রে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মায়। এইভাবে বিভিন্ন জীবের বিবর্তন হয়েছে। এই সমস্ত বিবর্তনের তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখালেন একটা সর্বজাগতিক বিবর্তন চলেছে। গ্রহ, সূর্য, ভূত্বক, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানব-মন, সমাজ-মন, রাষ্ট্র, সরকার, অর্থনীতি, চারুকলা, ভাষা, ধর্ম ও নীতি—সর্বজগতেই এই বিবর্তন চলেছে অনাদিকাল ধরে।

সালে ডারউইন তাঁর প্রখ্যাত বিবর্তনবাদের তথ্য প্রকাশ করেন কিন্তু তাঁর Origin of Species অপ্রত্যক্ষ (circumstantial) প্রমাণ-নির্ভর কিন্তু এমন সন্দেহাতীতভাবে তিনি তা উপস্থাপিত করেছেন যে তা প্রায় সকল বিজ্ঞানীই গ্রহণ করেন, যদিও অনেকে 'Natural Selection' সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। স্পেন্সারও তাঁর তথ্যে বিশ্বাসী হলেন এবং বিজ্ঞান ও দর্শনকে একই ভিত্তিতে স্থাপন করতে চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর Principles of Psychology পরিমার্জিত ক'রে তাকে তাঁর এই নূতন গ্রন্থ Synthetic Philosophy-তে স্থান দিলেন।

তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষক এবং পিতৃব্য ছিলেন ধর্মযাজক। বাল্যে তিনি উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। ভাষার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না কিন্তু জ্ঞানের প্রতি ছিল অসীম আগ্রহ। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভাষা পড়ানো হ'লে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যান না। ১৮৬০-৯০ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর Synthetic Philosophy'-কে পরিবর্ধিত করে ব্যাখ্যা করেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে তিনি স্বাস্থ্যহীন ও আংশিক দৃষ্টিশক্তিহীন হ'য়ে পড়েন কিন্তু তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। অর্থাভাবে তাঁর জীবনে বিবাহ করা হয়নি, যখন অর্থ এল তখন আর বিয়ের বয়স নেই।

তাঁর দর্শনে প্রথমেই তিনি বলেছেন 'পরম তত্ত্ব' জানা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি ও তথ্য দ্বারা আমরা শুধু জানতে পারি প্রদত্ত একটি অবস্থায় কী ঘটতে পারে,—যেমন রসায়ন বা পদার্থবিদ্যায় আমরা জানি কিন্তু তা 'পরম তত্ত্ব' (Ultimate Reality)-কে জানতে পারে না—কেন ঘটে সেটা বিজ্ঞান বলতে পারে না। পদার্থ, গতি, দেশ, সময়, হেতু প্রভৃতি বিজ্ঞান-নিরীক্ষার অতীত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা কেবলমাত্র বস্তু ও ঘটনাকে পরীক্ষা করতে পারি, শ্রেণী-বিভাগ করতে পারি কিন্তু পরম সত্য নিরূপণ করতে পারি না। যেমন

বিশ্বজগতের সৃষ্টির সম্বন্ধে আমরা তিনটি অনুমান করতে পারি, প্রথমতঃ—আত্মপ্রকট (Self-existent), দ্বিতীয়তঃ—আত্মসৃষ্ট (Self-created), তৃতীয়তঃ—অন্য কোন শক্তিসৃষ্ট। প্রথম অনুমান সত্য নয়, তার কারণ সমস্ত বস্তুরই হেতু আছে, হেতুহীন ঘটনা সম্ভব নয়, আদিঅন্তহীন কোন বস্তু বোধগম্য নয়। দ্বিতীয়—নেবুলা থেকে গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্ট আমরা বিবর্তনবাদে পাই কিন্তু কেন হয় তার উত্তর মিলে না। তৃতীয় সিদ্ধান্ত অন্য কোন শক্তির সৃষ্ট এ অনুমানও সিদ্ধান্ত প্রমাণে সাহায্য করে না।

স্পেন্সার এখানে অজ্ঞানবাদী (Agnostic)। আমরা যা জানতে পারি তা সসীম, তা আমাদের অধীত তথ্য বা জ্ঞানের নিয়মাধীন কিন্তু তার মূল তত্ত্বকে তা বাখ্যা করতে পারে না, অতএব মানুষ চিরকালই পরম সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। অতএব এই 'পরম'-কে জানা ধর্মের বিচার্য। বৈজ্ঞানিক বহু সত্য জেনেও আমরা এই প্রকৃতিজগতের মূলকে জানতে পারি না। অতএব ধর্ম এ নিয়ে আলোচনা করতে পারে, সেটা ধর্মীয় বিচার। এইভাবে তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের একটা সমন্বয় করতে চেষ্টা করেন।

পরে তিনি সমাজ-প্রসঙ্গ বিচারে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। সমাজ জীবনের স্থায়িত্ব, নৈতিক মান রক্ষা, সমাজের উন্নতিসাধন ও সমাজ-সংস্কার রক্ষায় ধর্মের দানকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন এবং তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, ধর্মের যে-কোন ভাবে বা নামে বেঁচে থাকা সমাজের পক্ষেই প্রয়োজন। স্পেন্সারের দর্শন যুক্তিভিত্তিক ও জড়বাদী,—আদর্শবাদী নয়। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপরেই সর্বদা নির্ভর করেছেন, উদ্দেশ্যবাদী (Teleological) যুক্তি বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেননি।

তাঁর মতে বিবর্তনের নিয়ম সর্বত্র চলেছে—বস্তু ও গতির প্রভাবে এই বিবর্তন বস্তুও মনোজগতে চলেছে। তাঁর প্রথম নিয়ম—বস্তু গতির সাহায্যে মিলিত হচ্ছে, যেমন বালি থেকে বালিয়াড়ি, নেবুলা থেকে সৌরজগত। গলিত পদার্থ জমে পৃথিবীর ভূত্বক হয়েছে। জীব ও উদ্ভিদ জলবায়ু গ্রহণ ক'রে সৃষ্ট হয়েছে। একটা রক্তকণিকা থেকে চার ঘরের হৃদপিণ্ড হয়েছে, হাড় শক্ত হ'য়ে জোড়া লাগছে। একজাতীয় জীবের মধ্যে এই মিলন ক্রমশঃ দৃঢ়তর হয়েছে, তারা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করে, একজন নায়কের আদেশ পালন করে। ভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যেও নির্ভরতা আছে। সমাজবিদ্যায় দেখা যায়—অসভ্য সমাজে যাযাবর পরিবারগোষ্ঠী নিয়েই তাদের সম্প্রদায়, দুর্বল সম্প্রদায় নিয়ে সবল সম্প্রদায় গ'ড়ে ওঠে। এমনি ক'রে রাজ্যে রাজ্যে, শিল্পে শিল্পে সংহতির সৃষ্টি হয়। ভাষার বেলায়ও একথা সত্য—এক সিলেব্‌ল থেকে বহু সিলেব্‌ল শব্দ, বিশেষ্য ক্রিয়া থেকে প্রত্যয়াদি যুক্ত হ'য়ে নতুন শব্দ হয়, ছোট ছোট সুর একসঙ্গে হ'য়ে মধুরতর সঙ্গীত সৃষ্টি হয়, বর্তমানের উপন্যাসও আদিম ছোট ছোট গল্প থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

এই বস্তু ও গতির সংহতির ফলে যৌগিক বিবর্তন চলেছে, একই সঙ্গে আবার সংহতি বা মিলন ও বিয়োগও রয়েছে। নেবুলা একটি পদার্থ ছিল, তার থেকে

সূর্য, গ্রহ প্রভৃতি বিভিন্ন হল। গ্যাস একটি বস্তু ছিল, তার থেকে পৃথিবীর জলবায়ু, মাটি, পাহাড়, সমুদ্র হল। মিলনের মধ্যেও এই বিয়োগ ও বিভিন্নতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সমাজের বেলায়ও একথা সত্য। প্রথম মানুষে মানুষে পার্থক্য ছিল কেবল স্ত্রী-পুরুষে, পুরুষ শিকার করত, মেয়েরা ঘর দেখত। তারপরে হল রাজা, ধর্মযাজক, এবং শ্রম বিভাগের সঙ্গে বহুভাগে মানুষ ভাগ হ'য়ে গেল।

তাঁর বিবর্তনবাদের মূল সূত্র—জগতে বস্তু ও গতির ফলে জড়জগতে সংহতি আসছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গতি মন্থর হ'য়ে যাচ্ছে, যার ফলে বস্তু একীভূত ও সংহত হচ্ছে এবং তার থেকেই আবার বিভিন্ন হচ্ছে এবং তারাই আনুষঙ্গিক গতিও পরিবর্তন লাভ করছে। (২৪১) কোন বিবর্তনই চিরকাল চলে না, একটা সময়ে একটা স্থিতাবস্থা আসে যেমন আমাদের সৌরজগতে এসেছে। বহুদিন এই অবস্থা চলবে কিন্তু একদিন এরও শেষ হবে। সূর্য তার তেজ হারাবে, গ্রহে গ্রহে সংঘাত হ'য়ে আবার নেবুলা হবে। মানুষের দেহ-জগতে যেমন হয়,—বাড়ে, স্থিতি হয়, তারপর ধ্বংস হয়। যখন একটার ধ্বংস হবে তখন আর একটার সৃষ্টি হবে—এই ভাঙ্গাগড়া অনন্তকাল চলবে। কিন্তু সমস্ত বিশ্বজগতেও এই বিবর্তন চলছে কিনা তা বলা যায় না। অর্থাৎ আর্যঋষিগণের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তা মহাকালের ধারণারই একটা বৈজ্ঞানিক রূপ।

জীব-জীবন সম্বন্ধে তিনি মনে করেন, প্রথমে যখন পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছিল সেই সময়ে সেটা একটা অবয়বহীন বস্তুতে পরিণত হয় এবং পরে অন্য বস্তু আহরণ ক'রে অবয়ব প্রাপ্ত হয়। এরই মধ্যে উপযুক্ত সময় হলে এককোষ প্রাণী সৃষ্টি হয় (এটা তাঁর অনুমান, তিনি প্রমাণ করেননি)। এই প্রাণী বহির্জগতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চারিদিক থেকে পুষ্টি আহরণ করে, এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করে। এইভাবে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই জীবদেহের পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন সচেতন দেহযন্ত্র গঠিত হয়। ব্যবহার ও অব্যবহার দ্বারা অঙ্গের (organ) বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়—একথা Lamark বলেছেন। কিন্তু স্পেন্সার বলেন, এটা পারিপার্শ্বিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাবেই হয়। লামার্কের মত তিনি এই পরিবর্তনের পিছনে জীবনেচ্ছা (Vital impulse) আছে একথা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করতেন, পূর্বপুরুষের অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হয়। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা ও অভ্যাস বংশপরম্পরায় চলতে থাকলে সমাজ ও মানব-মনের উন্নতি হবে। একথা অবশ্য বর্তমান জীববিদ্যাবিশারদগণ স্বীকার করেন না।

মনোবিদ্যার দিকে তিনি তাঁর জীববিদ্যারই অনুগামী। জীবন অর্থে অন্তর ও বাহিরের সমন্বয়সাধন। এই সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি গ'ড়ে

(২৪১) Evolution is an integration of matter and concommitant dissipation of motion, during which the matter passes from the relatively indefinite incoherent homogeneity to relatively definite coherent heterogeneity and during which the retained motion undergoes a parallel transformation.—Ibid—p. 666-67.

ওঠে। ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির থেকেই চেতন-মনের সৃষ্টি, এবং চেতন-মনের প্রথম প্রকাশ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (Reflex action), তার থেকেই স্বভাবপ্রবৃত্তি (instinct)। স্মৃতিশক্তি ও যুক্তি পরে জটিল উপায়ে সৃষ্টি হয়েছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। জীবনে বাঁচবার পক্ষে যা ভাল তাই সুখকর, যা জীবনের অন্তরায় তাই দুঃখময়। কোন প্রাণীই পৃথিবীতে সৃষ্টি ও বংশ রক্ষা করত না যদি তা দুঃখময় হত। এই চেতন অনুভূতি থেকেই সমাজ ও মানবীয় সহানুভূতি গ'ড়ে উঠেছে। তিনি প্রথম অনুধাবন করেন যে, মানব-সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কটা যুক্তির দ্বারা গ'ড়ে ওঠেনি, এটা প্রাণীজগতের পুরাতন সমাজ-প্রীতির থেকেই গ'ড়ে উঠেছে। বর্তমানেও একটা শিশুর ন্যায়বিচারের ক্ষমতা আছে যদিও হয়ত তার যুক্তি নেই।

সমাজ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক এবং তাঁর বিবর্তনবাদেরই অনুসারী। গ্রহজগতের বিবর্তন জৈবজীবন ও মানসিক জীবনে দেখা গেছে এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু জৈবজীবনের উর্ধ্বেও সমাজ-প্রীতি ও নীতিবাদের অস্তিত্ব রয়েছে। এই জৈবজীবনাতীত সমাজ-প্রীতি কীটপতঙ্গ-পশু-পাখীর মধ্যেও আছে—স্বজাতি-প্রীতি (gregarious instinct) হ'য়ে। পশুদের মধ্যেও সমাজ আছে তবে মানুষের সমাজই বিচার্য। সমাজ ভাঙ্গে গড়ে, তার মধ্যে দৃঢ়তর হ'য়ে স্থিতি লাভ করে। অর্থাৎ তাঁর তথ্য অনুযায়ী Homogeneity থেকে Heterogeneity আসে এবং তার থেকে তা স্থিতি লাভ করে।

জীব-জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সমাজ-বিবর্তনের তুলনা করা চলে। সমাজ গড়ে, তাকে তৈরী করা যায় না। সমাজের ব্যক্তি জীবকোষের মত জন্মে মরে, এবং নতুন এসে তার স্থান গ্রহণ করে। তেমনি ক'রে সমাজ বড় হয়, বৃহত্তর হয়। আদিম সমাজ ছিল সরল, কালক্রমে তা ভেঙ্গে নানা ভাগে ভাগ হ'য়ে যায়,—রাজনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয়, প্রভৃতি। কখনও উৎপাদকগণ কখনও কারুশিল্পিগণ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। আদিম সমাজে একই ব্যক্তি শিকারী, যোদ্ধা, গৃহ-নির্মাতা, অস্ত্র-নির্মাতা প্রভৃতি, কিন্তু সে সমাজ ভেঙ্গে গেলে ব্যক্তিজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, যেমন নীচ প্রাণীর কোষ ভিন্ন হলেও তারা বাঁচে। কিন্তু উন্নত সমাজে ব্যক্তির কর্ম ভিন্ন, তারা অত্যন্ত নির্ভরশীল। যেমন মনুষ্যদেহে পরিপাক, রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র প্রভৃতি আছে,—তারা নির্ভরশীল। উন্নত সমাজেও তাই। কৃষি ও শিল্প সমাজ রক্ষার্থে, যানবাহন চলাচল তার সঞ্চালনার্থে এবং তার নিয়ন্ত্রণার্থে সরকার, সামরিক বিভাগ প্রভৃতি।

কিন্তু এই তুলনার মধ্যে একটু ফাঁক থেকে গেছে। জীবের চেতনা তার মস্তিষ্কে কিন্তু সমাজের চেতনা প্রতিটি ব্যক্তির (কোষের) মধ্যে। তিনি কোঁতের সঙ্গে একমত যে, সমাজ তখন সামরিক কর্তৃত্ব থেকে শিল্প কর্তৃত্বে চলেছে। তিনি মনে করেছেন. শিগ্‌গিরই পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসবে, শিল্পবাণিজ্য যুদ্ধের স্থান নেবে, এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার লাভ করবে, শ্রমিকের জীবন সুখকর হবে,

স্বাধীনতা, সম্পত্তি, জীবন সবই রক্ষিত হবে। অত্যাচারী রাজার প্রয়োজন আর নেই, নির্বাচিত প্রতিনিধির শাসন তার স্থান নেবে। অবশ্য দুঃখের বিষয় স্পেন্সারের এই আশা ইতিহাস মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ন্যায়বিচার বলতে তিনি মনে করেছেন—মানুষের নিজের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার আছে, যতক্ষণ না সে অন্যের সমানাধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে, মানব-জীবন একক নয়, মানুষকে জীবন-পথে চলতে গেলেই অন্যকে দুঃখ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টারে, পোস্টমাস্টারের গ্রাম ত্যাগ তার প্রয়োজন এবং অধিকার কিন্তু রতনের হতাশা তার ফলেই অনিবার্যভাবে এসেছে যদিও তার অধিকারকে কেউ ক্ষুণ্ণ করেনি। অতএব মানব-জীবনকে এককভাবে এবং ব্যক্তিভাবে বিচার করলে সমাজকে সম্পূর্ণ বিচার করা হয় না।

স্পেন্সারের আদর্শ Laissez-faire—ব্যক্তিবাদ। তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিজীবনের উন্মেষের পৃষ্ঠপোষক; এবং সরকারের সর্বময় ক্ষমতার বিরোধী। দেশরক্ষা, শান্তিরক্ষা এবং অন্য কয়েকটি সামান্য বিষয় ব্যতীত সরকারের করণীয় কিছু নেই। কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধোত্তর যুগেও একনায়কত্বে এবং গণতন্ত্রে ব্যবসা ও শিল্পরক্ষা সমস্যায় ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন—অর্থাৎ স্পেন্সারের সার্বজনীন শান্তি ও প্রগতির সুখাশা সফল হয়নি।

নীতিবাদের দিক থেকে তিনি উপযোগবাদীদেরই অনুগামী এবং তাঁর উপযোগবাদ তাঁর নিজস্ব বিবর্তনবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত। যা ভবিষ্যতে সুখদায়ক তাই ভাল এবং সার্বজনীন সুখই শেষ আদর্শ। নীতিবাদ অর্থে তাঁর কাছে চরিত্র বিজ্ঞান (Science of conduct) এবং এই চরিত্র অর্থে আদর্শানুযায়ী চলার অভ্যাস এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে দৃঢ়তর সামঞ্জস্য রক্ষার কর্ম। আদিম সমাজ থেকে এই কাজ বিভিন্ন ও বহুতর, অতএব তার জটিলতাও বেশী। তিনি বলেন,—বিবর্তন মানে কেবল জীবনে বেঁচে থাকা বা জীবনকে প্রলম্বিত করাই নয়, বিবর্তন অর্থে জীবনের পূর্ণতা। এই চারিত্রিক পূর্ণতা লাভ কেবলমাত্র স্থিতিশীল শান্তিময় সমাজেই সম্ভব।

পরিণামে যা সুখদায়ক তাই সুকাজ এবং যা দুঃখদায়ক তাই কুকাজ। পবিত্রতা, সততা, শুচিতা ভাল যেহেতু তা পরিণামে সুখদায়ক। যদি কোনদিন সাহসিকতা দুঃখ আহরণ করে এবং ভীরুতা সুখ আহরণ করে, ডাকাতি করাই যদি সুখদায়ক হয়, যদি সতীত্ববুদ্ধি পরিবারের দুঃখের কারণ হয় এবং সতীত্ব-বুদ্ধিহীনতাই আনন্দদায়ক হয় তবে পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখের অর্থ বর্তমানের অর্থের বিপরীত হবে। মানব-জীবন হচ্ছে অন্তরের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্যবিধান—কাজেই যা সুখদায়ক তাই জীবনের প্রতিপোষক, যা দুঃখদায়ক তাই ধ্বংসকরী। এই বিচার থেকেই তাঁর সুখ-দুঃখের আপেক্ষিকতার সূত্র বিচার। জীবজগতে কেউ ঘাস খেয়ে আনন্দ পায়, কেউ মাংস খেয়ে আনন্দ পায়, খেলার পরিশ্রমে কেউ আনন্দ পায়, কারও সেই পরিশ্রম করতেই প্রাণান্ত। আদিম মানুষ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে

এমনি সচেতন ছিল না, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সচেতনতা সূক্ষ্মতর হচ্ছে।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখা যায়, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দূরের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আদিম মানুষ যা পায় তাই খেয়ে ফেলে, পরের দিন উপবাস ক'রে কষ্ট পায় কিন্তু সভ্য মানুষ দূরের কথা ভেবে সঞ্চয় করে। নৈতিক অনুভূতি অর্থে আপাতঃ প্রবৃত্তির সঙ্কোচন দ্বারা দূর ভবিষ্যতের চিন্তা করা। এই সংযম বা সঙ্কোচন চতুর্বিধ কারণে হয়। যেমন চোরের চৌর্যবৃত্তি সংযত হয় সরকারের শাস্তির ভয়ে, মৃত্যুর পরে ধর্মবিচারে শাস্তির ভয়ে, লোকলজ্জার ভয়ে কিন্তু যদি এই কুপ্রবৃত্তি নৈতিকবোধ হেতু সংযত হয় তবে তাই সত্যিকার নীতি। সে যদি এই কথা মনে করে যে, যার জিনিস সে চুরি করবে সে দুঃখ পাবে এবং সকলেই যদি চুরি করে তবে সকলেরই দুঃখ হবে, এবং এই ভাবনার ফলে যদি সংযত হয় তবে সেই সংযমই সত্যিকার নীতিজ্ঞান।

মানুষের ব্যক্তিগত কর্তব্য এবং সমাজের প্রতি তার কর্তব্যও হবে আপাতঃ সুখের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ ক'রে দূর ভবিষ্যতের মঙ্গলকে বিবেচনা করা। বহুকাল পরে মানব-চিত্তের বিবর্তনের ফলে এই কর্তব্যবোধ স্বভাবজ চরিত্রে পরিণত হবে। এই সঙ্গে তিনি অহংবাদ ও পরার্থবাদেরও সামঞ্জস্য সাধন করতে চেয়েছেন। আত্মরক্ষার জন্য অহংবাদের প্রয়োজন সেইজন্য বিবর্তনের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে এটা বেশী প্রকট। স্বাস্থ্যরক্ষা, দেহরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে অহংবাদ প্রয়োজন কিন্তু তার সীমা আছে। পরার্থবাদেরও একটা সীমা আছে, সেটা নিজেকে নিঃশেষ ক'রে নয়। ইতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় তারা নিজের দেহকে ত্যাগ করে সন্তানের জন্য, সন্তানের জন্য পশুপক্ষী জীবন বিপন্ন করে। আদিম মানুষেরও আত্মরক্ষার জন্যই দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে হয়েছিল এবং অহংকে ত্যাগ ক'রে দলীয় প্রয়োজনে পরার্থপর হতে হয়েছিল। পরে মানুষ চিরন্তন মঙ্গলের মূল্যায়ন করেছে—মানুষের মহত্ত্ব ও বদান্যতা যে আনন্দ দেয় তা অর্থের মূল্যে বিচার করা যায় না। অন্যের সুখের জন্য কিছুটা ত্যাগ করা নিজেরই আনন্দের জন্যে। অতএব সেই আনন্দলাভই ব্যক্তি ও সমাজের কাম্য।

পূর্ণ শিল্পায়নের ফলে যখন পরিপূর্ণ সমাজ গ'ড়ে উঠবে, সকলেরই সব প্রয়োজন মিটে যাবে তখন মানুষের পক্ষে অন্যের সাহায্য দরকার হবে না। তখন সকলেই অন্যকে সাহায্যের আনন্দ পেতে চাইবে এবং তখন অহংবাদ ও পরার্থবাদের বিরোধ দূরীভূত হবে।

স্পেন্সার ছিলেন আশাবাদী। তাঁর মৃত্যুর পরে শিল্পায়নের দ্রুত উন্নতি হয়েছে কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে তাঁর এ আশা একান্তই ভুল, এই আশা পূর্ণ হতে সামনের যুগযুগান্ত এখনও অপেক্ষমান। তাঁর পরের যুগে তাঁর অনেক তথ্যই ভুল বলে গণিত হয়েছে সত্য, তথাপি তাঁর সময়ে তাঁর এই সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রশংসনীয়। তিনি ধর্ম ও অধিবিদ্যা সম্বন্ধে নীরব কিন্তু তাঁর শিষ্য John

Fiske তাঁর Cosmic Philosophy-তে ঈশ্বর ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের স্বপক্ষে উল্লেখযোগ্য যুক্তি দিয়েছেন। গ্রহ সূর্য বা জৈবজগতের বিবর্তনবাদের সঙ্গে সমাজ, ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের তুলনা প্রযোজ্য নয়। অধিকন্তু শিল্পায়নের ফলে মানুষের সুখের আশা সফল ত হয়ই নাই বরং তা বিষাক্ত সমাজ সৃষ্টি করেছে।

১৯শ শতকের শেষে ইংলণ্ডের ও আমেরিকার দার্শনিকগণ, হিতবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, অজ্ঞাবাদ (agnosticism) বা এই প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করতে চাননি। তাঁরা বিশ্বজগতের তথা সৃষ্টির রহস্যকে খুঁজেছেন আধ্যাত্মিক ভাবধারার মধ্যে। মানব-জীবনের চেতনা যদি দেহের যন্ত্রের থেকে উদ্ভূত হয়েই থাকে তবে সেই শেষকথা নয়। জার্মান আদর্শবাদের ভাবধারা ধীরে ধীরে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এসেছিল—ইংলণ্ডে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীটস্‌, শেলী, কোলেরিজের মধ্যে এবং আমেরিকায় এমারসনের মধ্যে। ইংলণ্ডে Benjamin Jowett (১৮৩৭-১৮৯৩) এবং J. H. Sterling (১৮২০-১৯০৯) ইংলণ্ডের দার্শনিকদের জার্মান আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জড়বাদ ও সন্দেহবাদের প্রভুত্বকে খর্ব করা এবং মানব-মনে অধ্যাত্মচেতনা সঞ্চার করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদেরই অনুগামী Thomas Hill Green (১৮৩৬-১৮৮২), Edward Caird (১৮৩৫-১৯০৮), Francis Herbert Bradley (১৮৪৬-১৯২৪), James Ward (১৮৪৩-১৯২৫) ইংলণ্ডের এই আদর্শবাদীগণ নিরীশ্বরবাদকে অস্বীকার করলেন এবং বললেন আত্মোপলব্ধিই জীবনের সত্য এবং প্লেটো, এ্যারিস্টটল, কাণ্ট ও হেগেলের ভাবধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলেন।

Josiah Royce-এর বাবা-মা ইংরেজ। ১৮৪৯-এর স্বর্ণাহরণের হুজুগের সময় তাঁরা ক্যালিফোর্নিয়ায় আসেন এবং পরে সানফ্রানসিস্‌কোতে বসবাস করেন। তিনি জার্মানীতে শিক্ষালাভ ক'রে স্নাতক হন এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। এই দুর্বৃত্ত স্বর্ণাহরণকারীদের মধ্যে তিনি মানুষ, তাই জার্মান আদর্শবাদের সান্নিধ্যে এসে মুগ্ধ হন। তিনি নেবুলার বিবর্তন বিশ্লেষণ ক'রে জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের তথ্য ভুল প্রতিপন্ন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই বিশ্বজগত এবং দৃশ্যমান সৃষ্টি এক বৃহত্তর অন্তরের তথা Spirit-এর সৃষ্টি এবং সে-ই ভগবান। এই সর্বময় 'পরম'কে আমরা বুঝতে পারি আত্মানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ দ্বারা। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জীবনের চিন্তাধারা সামাজিক, আমরা নিজের সঙ্গে তর্ক করি, প্রশংসা করি, নিন্দা করি—অর্থাৎ আমাদের অন্তর্জগতও একটি প্রকৃত সমাজ। কর্তব্যের প্রতি আনুগত্যই জীবনের ধর্ম, খ্রীষ্টধর্মের মূলশিক্ষা এই। এই তত্ত্বই তাঁর 'Philosophy of Liberty'।

William James (১৮৪২-১৯১০) আমেরিকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দার্শনিক, তাঁর পিতৃপুরুষ আইরিশ। নিউইয়র্কে বসবাস করেন এবং ব্যবসায়ে লাভবান হন। জেমস্‌ সম্পত্তির মালিক হ'য়ে জীবন কাটান—তিনি দার্শনিক পরিবেশে মানুষ। বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। প্রথমে বিজ্ঞান ও পরে চিকিৎসা বিদ্যায়

ছাত্র এবং পরে শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি মনকে creative মনে করেননি, selective বলে মনে করেন—অর্থাৎ বহির্জগতের প্রভাব মানুষের মনে যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মানুষ তেমনিভাবেই কাজ করে। তাঁর প্রয়োগবাদ (Pragmatism)-এর মূলে তিনি অনুমান করেছেন যে, মানুষের জীবন-দর্শন তার মানসিক গঠনের (Temperament) প্রকাশ। (২৪২) মানুষ দু'রকম—সরস-চিত্ত ও নিরস-চিত্ত। সরস-চিত্ত ব্যক্তি আদর্শবাদী, আশাবাদী ; একতা, শৃঙ্খলা এবং ধর্মে বিশ্বাসী। নিরস-চিত্ত ব্যক্তি অভিজ্ঞতাবাদী, জড়বাদী এবং ধর্মবিদ্বেষী। Pragma কথাটির অর্থ কর্ম। কর্মদ্বারাই সত্যাসত্য নির্ধারণের দার্শনিক তত্ত্বই প্রয়োগবাদ নামে খ্যাত। অর্থাৎ কোন ধারণাকে (idea) প্রয়োগ দ্বারা বিচার ক'রে তবে সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে হবে, বিজ্ঞানে যেমন পর পর নিরীক্ষার দ্বারা তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করা হয়। নৈতিক বিশ্বাসের কোন্‌টা সত্য ও কোন্‌টা অসত্য তার বিচার করা হবে তার প্রয়োগ দ্বারা তার ফলাফল বিচার ক'রে। অবশ্য নীতি-বাদের দিক থেকে তাঁর লেখা সামান্যই, তবে তিনি নৈতিক বিচারে উপযোগবাদী। সত্যাসত্য নির্ধারিত হবে ফলাফল দেখে, এই তাঁর তথ্য। তিনি নিরীশ্বরবাদকে মূল্য দেননি, পক্ষান্তরে ধর্ম সম্বন্ধে তিনি অনেকটা অস্পষ্ট।

ভগবান-বিশ্বাসের দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি সাহস ও আত্মবিশ্বাস পায়, যদি মনে শান্তি পায়, এবং সে সমাজের পক্ষে উপযোগী হয় তবে ভগবানে বিশ্বাস করবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। তিনিও Royce-এর মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে চরম সত্য ব'লে গ্রহণ করেননি।

ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তাঁর যুক্তি—ধর্মবিশ্বাস পৃথিবীতে আশা ও অগ্রগতিতে বিশ্বাস আনে, জড়বাদ নৈরাশ্যবাদের সৃষ্টি করে। ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি ব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে। ঈশ্বরবাদ (Theism) অর্থাৎ ভগবান জগৎ থেকে পৃথক সত্তা এবং আমরা সাধনাদ্বারা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করি—এই ধারণা ও বিশ্বাস আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সঞ্জীবিত করে, এই জগতের সঙ্গে মিলিত হ'তে সাহায্য করে। ঈশ্বরবাদ আমাদের বিচারশক্তি ও আবেগানুভূতিকে একটা প্রশান্ত পরিতৃপ্তি দেয় যা জড়বাদী বা অজ্ঞাবাদী তত্ত্ব দেয় না।

আমাদের চেতনা, বা চেতন-মানস কেবলমাত্র স্নায়ু ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া না-ও হতে পারে, এই চেতনা হয়ত কোন অমর আত্মার বা চেতনার অংশ, যা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মাধ্যমে জগতের সঙ্গে আপনাকে সংযোজিত করে। এই তথ্যকেই পরে Henri Bergson তাঁর 'Matter and Memory' এবং McDougall তাঁর 'Body and Mind'-এ আরও বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চেতনা বা মন বহির্জগতের প্রভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তাই আমাদের মানস।

(২৪২) The various representatives of Pragmatism are at one in giving primacy to practical over theoretical aspect of our life. Cognitive function is sub-ordinate to practical activity, because the former has arisen in process of adaptation of organism to its environment.—Joshi—p. 163.

John Dewey (১৮৫৯-১৯৫০)—ভেরমণ্টের বার্লিংটনে তাঁর বাড়ী। নিউ ইংলণ্ডের লোক বলেই তিনি পরিবার ও সম্প্রদায়ের জীবনকে শ্রদ্ধা করতেন। হপ্‌কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সেখানকারই ডক্টরেট (১৮৮৪)। মিচিগানের ম্বরিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। হেগেল ও কাণ্টের দর্শন খুব ভালভাবেই অধিগত করেন। তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব গ'ড়ে ওঠে ১৮৯৪-১৯০৪-এর মধ্যে, তখন তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপক। তখন তিনি Neo-Hegelism থেকে সরে গিয়ে তাঁর "Instrumentalism"-এর তত্ত্ব লেখেন—এই করণবাদ প্রয়োগবাদেরই একটা রূপান্তর। শিক্ষা ও শিক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ও তত্ত্বকে দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

তিনি যখন চিকাগোতে ছিলেন তখন সেখানকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল এবং সেটা ভালর দিকে নয়। বিভিন্ন ধরনের লোক তখন জমা হয়েছে, দরিদ্র অসহায় অনির্বচনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। ছাত্রগণের জীবনে কোন আদর্শবাদ ছিল না, তারা রোজগারের জন্য কোনমতে একটা পাশের প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে চাইত। এই অবস্থাটাই তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বিচার করেছেন এবং সে বিচার তিনি করেছেন সমাজতত্ত্বের দিক থেকে।

যখন বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ধর্ম ও কান্তিবোধ, প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে জাতি ও সমাজকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে তখনই দার্শনিকের প্রয়োজন। দার্শনিকগণ বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর নিজের সমাজ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাধান আবিষ্কার করেন এবং যদি এর কোন সমাধান যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে তবে বুঝতে হবে এই সমাধান তখনকার সমাজে সামঞ্জস্য বিধানের একটা পথ দিয়েছে। ডিউই সর্বদাই তাঁর তত্ত্বকে এই সামাজিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর "How we think" গ্রন্থে তিনি মানব-মনের চিন্তাধারা ও যুক্তিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমতঃ স্বপ্নে বা জাগরণে আমাদের মনে একটা ভাবস্রোত চলতে থাকে, কখনও নির্দিষ্ট পথে কখনও অনির্দিষ্ট ভাবে। কিন্তু মানুষ যখন চিন্তা করে (reflective ভাবে) তখন তার ধারণা পরস্পর নির্ভরশীল হয়। একটি থেকে অন্যটি আসে এবং একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে চলে, হয়ত কোন সমস্যা সমাধানের জন্য। একটা গর্ত বা খাল (ditch) পার হওয়ার উদাহরণ দিয়ে তিনি এটা বুঝিয়েছেন। যথা, প্রথম—Suggestion তারপরে ক্রমে intellectual, guiding ideas, hypothesis,—examination deductivity—experiment inductivity, এবং শেষ পর্যায়ে aesthetic.

তাঁর নীতিবাদ ও সমাজদর্শন বিচারের প্রধান গ্রন্থ "The Quest for Certainty"-তে তিনি নীতিকে সমাজ-মনস্তত্ত্ব দিয়েই বিচার করেছেন। গ্রীক ও বর্তমান দার্শনিকের অনেকেই পরম মূল্যকে, এবং চিরন্তন নীতিকে স্বীকার

করেন। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রও এই পরম সত্যের ও পরম মূল্যের কথা স্বীকার ক'রে বলেছেন, এ হ'চ্ছে ভগবানের অভিপ্রায়। ডিউই খুব জোরের সঙ্গে এই চরমমূল্য ও চিরন্তন নীতিবাদকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন পরিবর্তনশীল জগতে ও সমাজে, নীতি ও মূল্যও পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে তিনি অভিজ্ঞতাবাদীদের মূল্যায়নকেও স্বীকার করেননি, কারণ তাঁরা কোনও এককালে মানুষ যা আশা বা ইচ্ছা করে তারই মূল্যায়নকে তাঁরা প্রকৃত মূল্য ব'লে মনে করেছেন। এই অভিজ্ঞতাবাদীগণ মনে করেন যা আমরা ইচ্ছা করি তাই প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছনীয়, যা সুখদায়ক তাই আনন্দদায়ক, যা কিছু ভোগ করি তাই প্রকৃত ভোগ্য কিন্তু প্রয়োগবাদী ডিউই বলেন,—এই প্রকৃত মূল্য অর্থাৎ কী ইচ্ছনীয়, ভোগ্য ও আনন্দময় তা নিরূপিত হবে তার প্রয়োগদ্বারা। যদি দেখা যায়, যতদূর বোঝা যায় তাতে এইগুলি সকলের পক্ষেই মূল্যবান তবে তাই মঙ্গল ও সত্য। তিনি এই সত্য ও মঙ্গলকে অনেকটা হিতবাদীদের চোখে দেখেছেন কিন্তু তিনি সুখটাকেই নীতিবাদের মূলসূত্র বলে মানেননি এবং নিরীশ্বরবাদকেও আমল দেননি।

তিনি আর্টকে জীবনদর্শন ও জীবনের প্রকাশ বলেছেন, যে প্রকাশদ্বারা আমরা জীবনকে বুঝতে পারি এবং জীবনকে সম্যক্‌ভাবে ভোগ করতে পারি। কান্ত-সৃষ্টি হবে একাধারে সুন্দরের প্রকাশ এবং অন্যদিকে উদ্দেশ্যবাদী। যন্ত্রযুগের বিপুল উৎপাদনের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ নেই, কেবলমাত্র নীরস শ্রমই আছে, কিন্তু পূর্বে কারিগররা যে উৎপাদন করত তার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ ছিল। মানব-মনের চেতনা কেবলমাত্র জৈবজীবনগত ব'লে ধ'রে নিলে তা 'Natural Selection'-এর তত্ত্বের বিরোধী হ'য়ে পড়ে। (২৪৩)

প্রয়োগবাদীগণের আরও অনেকে কেবলমাত্র জড়জীবনের পাওনা-দেনাকেই চরম মূল্য দেননি। কারণ, জীবনটা কেবলমাত্র কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্যের সমন্বয় নয়, তা মানুষের জীবনের চাহিদাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। (২৪৪)

Henry Bergson ১৮৫৯ সালে প্যারিতে জন্মগ্রহণ করেন। Lycée, Condorcel এবং E'cole Normals-এ পড়েন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যেই তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল কিন্তু পরে দর্শনেই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ। ১৮৮৯-১৮৯৭ তিনি Lycée Henry IV-এর অধ্যাপকরূপে প্রসিদ্ধ হন। ১৯২৮ সালে নোবেল

(২৪৩) Aliotta points out: Pragmatism which accepts blindfold and dogmatically the biological origin and meaning of mental life ends by contradicting its own postulate, when it denies the presupposition of all natural selection, that is to say the objective order. (from Idealistic Reaction Aagainst Science.—p. 185) —Joshi—p. 166

(২৪৪) Munsierberg says:—"Our time needs a new philosophy. The mere heaping up of facts no longer satisfies us, the world is tired of the pose of a triumphal march from discovery to discovery without ever asking what it all means. We have to feel that life is not more worthliving by the mere accumulation of collected facts. (Eternal values—p. 3) —Joshi—p. 169

পুরস্কার পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্পেনে ও আমেরিকায় ছিলেন। তিনি ডিউই ও জেমসের অনুরাগী এবং তিনিই প্রথম জেমসের গ্রন্থাদি ফরাসীতে অনুবাদ করেন।

তিনি জেমস্ ও ডিউইর মতই বিশ্বাস করেন, স্থিতির থেকে পরিবর্তনই বেশী সত্য। তিনি মনে করেন, আমাদের মনন-বীক্ষণ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া প্রকৃত সত্যকে বুঝতে পারে না, বরং এই মনন ও বীক্ষণজনিত ধারণা আমাদের সামনে অনেক মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে। এই জন্ম বারগেঁাকে প্রয়োগবাদী বলা চলে না।

তাঁর মতে এই সৃষ্টি এক অনন্ত প্রাণপ্রবাহ (Vital Impulse), সৃষ্টি এবং বিবর্তন এক অন্ধ সৃজনীশক্তির প্রকাশ যা অনন্তকাল ধ'রে অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে। এই বিবর্তন কোন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্টি নয় এবং তা কোন যান্ত্রিক নিয়মেও হয়নি। একটা (L'élan Vital) বা Vital Impulse or Vital Impetus অবিশ্রান্ত গতিতে অবিচ্ছিন্নভাবে নিরবধি কাজ ক'রে চলেছে, তারই বহুমুখী প্রকাশ এই সৃষ্টি এবং এই প্রাণপ্রবাহই ভগবান। তাঁর এই ভগবানের ধারণা পুরাতন সমস্ত শাস্ত্রকারদের ধারণা থেকে ভিন্ন।

Weismann-এর দ্বারা ব্যাখ্যাত New Darwinism স্পেনসারের বিবর্তনবাদের বিপরীত। তিনি বলেন, germ-plasm-এর মধ্যে বিভিন্নতা আপনা থেকেই হয় এবং পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়। এই বিভিন্নতা যখন সুবিধা পায় তখন যুদ্ধ ক'রে বেঁচে থাকে এবং বংশধরগণ তা পায়। Germ plasm-এর এই অবিরাম প্রবাহকে বারগেঁা মেনে নেন কিন্তু তা কেন হয় তারই উপরে তিনি প্রাণপ্রবাহের তত্ত্বে এসে পৌছান। এই প্রাণপ্রবাহ চলেছে আপন গতিতে, তার জন্য ব্যক্তি বা বস্তুর কোন প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হয় না।

তাঁর নীতিবাদ ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ এই প্রাণপ্রবাহ তত্ত্বের উপরে নির্ভর ক'রেই গড়ে উঠেছে। এই প্রাণপ্রবাহ জাগতিক জীবনের সর্বত্রই বর্তমান এবং সেই প্রবাহ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পূর্ণতা লাভ করেছে। মানুষের মধ্যে স্বভাবপ্রবৃত্তি হিসাবেই সমাজবোধ ও পরার্থবাদ বর্তমান। এই প্রাণপ্রবাহ তথা ভগবান থেকে মানুষ যখন বুদ্ধিবৃত্তি পেল তখন এই বুদ্ধি থেকেই প্রবল বিপদ দেখা দিল—বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে ভয়ানক স্বার্থপর ক'রে তুলতে পারে এবং তা সমাজ ও পরিবেশের পক্ষে অভাবনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। এমন কি প্রাণপ্রবাহেরই বিরোধী হতে পারে। এই বিশৃঙ্খলা রোধ করতে প্রকৃতি মানব-মনে অনুভূতি দিল এবং সমাজেচ্ছাকে (will of the society) বোঝাতে শিখাল— সমাজের ইচ্ছাশক্তিই হচ্ছে আমাদের সংস্কার, রীতি-নীতি, নিয়ম। অতএব ধর্মের প্রথম উদয় আদিম মানুষের ব্যক্তিবাদকে ব্যাহত ক'রে তাকে সামাজিক ক'রে তুলল। এই সমাজেচ্ছাই তাকে উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ক'রে আর্থিক কল্যাণকে চিনতে শেখাল। এইটিই প্রথম নীতি ও ধর্মের মূল সূত্র—অর্থাৎ পুরাতন প্রত্যয়

ও বিশ্বাস মানুষের নবতম বুদ্ধিবৃত্তিকে ধ্বংসকরী হ'তে বাধা সৃষ্টি করল। পরবর্ত্তী যুগে এই পুরাতন সংস্কার ও প্রত্যয় এমনভাবে মানুষকে ভারগ্রস্ত ক'রে তুলল যে তার ব্যক্তিস্বাধীনতাই বিপন্ন হ'য়ে উঠল এবং প্রগতির পথ রুদ্ধ হ'ল। এই বিপদ থেকে মুক্ত করল মানুষের আরও উন্নততর নীতিবাদ ও ধর্ম। এই উন্নততর নীতিবাদ ঋষিকল্প ব্যক্তিগণের স্বজ্ঞাপ্রসূত শিক্ষা,—প্রাণপ্রবাহের গভীরতর অনুভূতি। তাঁরা সমাধির মাধ্যমে ভগবৎ-মিলন সম্ভব ক'রে মানবের কাছে অবতার রূপে পরিগণিত হলেন। তাঁদের প্রভাব ন্যায়, সত্য ও ধর্মকে রক্ষা করল।

এইসব ঋষি ও সন্ন্যাসীদের জীবনে দেখা যায় তাঁদের গভীরতর অনুভূতি ও ও আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার অধিকার; তাঁরা ভগবানের সহিত ভাবসম্মেলনে যা লাভ করেছেন তা সাধারণ জনগণ কোন সময়েই পায়নি এবং সেই জন্যই তাঁরা নীতি-ধর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। বারগ্‌সঁ। বিশ্বাস করেন, ধর্মনীতির দ্বারা প্রগতিশীল মানুষের অগ্রগতি দ্রুততর হয় এবং হতে পারে। আমাদের প্রয়োজন আরও আধ্যাত্মিক শক্তিপূর্ণ এবং গণতন্ত্রীয় সমাজ—যে সমাজে ব্যক্তি-বিরোধ ও যুদ্ধ থাকবে না, মানুষ মানবতা অর্জন ক'রে পারস্পরিক প্রেমের রাজ্যে সুখে বাস করতে পারবে।

Samuel Alexander (১৮৫৯-১৯৩৯)-এর 'Space, Time and Deity' বিংশ শতকে প্রকাশিত সমস্ত দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা যায়। বিংশ শতকের দুইটি দার্শনিক চিন্তাধারা New Realism এবং Emergent Evolution-এর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি করেছেন।

সিড্‌নিতে তাঁর জন্ম, মেলবোর্নে শিক্ষিত এবং পরে অক্সফোর্ডে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৩-১৯২৪ ম্যাঞ্চেস্টার ইনের অধ্যাপক। ছাত্ররা তখন বেশীর ভাগই Neo-Hegelian। আদর্শবাদী হিসাবেই তাঁর দর্শনের শুরু, পরে ডারউইন, স্পেন্সার, হাক্সলি-র দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর চিন্তাধারা New-Realism এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের দ্বারাও পরে প্রভাবিত হয় এবং আরও পরে তা অধিবিদ্যায় পর্যবসিত হয়। ১৯১৬-১৮ সালের মধ্যে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তাঁর Space, Time and Deity-র তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং ১৯২০ সালে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বিংশ শতকের প্রথমে ইংলণ্ডের G. E. Moore, Bertrand Russell এবং আমেরিকার E. B. Holt, W. T. Marvine এবং W. P. Montague প্রভৃতি এই নববাস্তববাদের প্রচারক ও ধারক। নববাস্তববাদের অন্য নাম Existentialism। এই নবতম দর্শনের অন্যান্য দার্শনিক জার্মানীর Kierkegaard (১৮১৫-১৮৫৫) Heidegger (১৮৮৯-) Karl Jaspers (১৮৮৩-) Jean Paul Sartre (১৯০৫-) Gabriel Marcel (১৮৮৯-)। যদিও এঁদের তত্ত্ব ও তথ্য বিচারের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্তমান। এঁরা সকলেই বিজ্ঞান ও দর্শনের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন; পক্ষান্তরে বলা যায়, বিজ্ঞান-ভিত্তিক দর্শনের স্রষ্টা। তাঁরা বস্তুকে চৈতন্যের পূর্ববর্তী ব'লে ধারণা করেন এবং

মানব মনের অনুভূতিকেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাধান্য দেন। আদর্শবাদের বিপক্ষে এঁরা অনেক যুক্তি দিয়েছেন কিন্তু ভ্রান্ত জ্ঞান ও সৎ ও সত্য সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

Alexander-এর মতে যেখানেই চৈতন্য আছে সেখানেই জীব আছে এবং বস্তু আছে। দেশ কাল ও গুণই (space, time and categories) প্রথম এবং তার থেকেই জগৎ। গুণ বলতে তিনি বলেছেন,—জগতে সবই পরিবর্তনশীল, গুণানুসারে কোনটা ধীর কোনটা দ্রুত পরিবর্তন লাভ করে, এই গুণ সর্বত্রই বিরাজমান এবং এই গুণকে তিনি categories নাম দিয়েছেন। এ ব্যতীতও প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুরও কিছু গুণ আছে যা আমরা দেশ-কাল-গুণ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি না। সেগুলি কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা ও বীক্ষণদ্বারা বুঝতে পারি। বিবর্তনশীল জগতে সৃষ্টি পুরাতন গুণকে আশ্রয় ক'রে নতুন গুণ অর্জন করছে।

স্পেন্সার জগতের জড়, জীব, মন, সমাজ প্রভৃতি সবকিছুকেই বিবর্তনের নিয়মাধীন করেছেন এবং বলেছেন সবই জড় ও গতির ক্রিয়া। কিন্তু আলেকজাণ্ডার এর প্রথম অংশ মেনে নিলেও শেষের অংশ স্বীকার করেননি। তার কারণ জীবনের এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাকে জড়ে কখনই পরিণত বা পরিবর্তন করা যায় না। যেমন পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির পূর্বে গ্রহান্তর থেকে যদি কোন বৈজ্ঞানিক বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান নিয়ে আসত তবে সে কিছুতেই বলতে পারত না তার অধীত জ্ঞান থেকে, কি কি উপাদান কি ভাবে মিলিত হ'য়ে কিরূপ জীবকোষ সৃষ্টি করবে এবং তার মধ্যে জীবন হিসাবে কি কি ধর্ম ও গুণ প্রকাশ পাবে বা যুগযুগান্ত পরে সেই প্রাণী কি আকার ও গুণ লাভ করবে। তবে জীবন সৃষ্টির পরে হয়ত সে বলতে পারত কি অণু-পরমাণু নিয়ে এই জীবন সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে কি হবে সে কথাও সে বলতে পারত না,—মানুষের মত মননশীল প্রাণী জন্মাবে, সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করবে, যুদ্ধ ও শান্তি আনবে, সাহিত্য শিল্প গ'ড়ে তুলবে, একথা সে কোন মতেই অনুমান করতে পারত না। অতএব স্পেন্সারের জড় ও গতির তত্ত্ব দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবনের স্বধর্ম আছে, যা অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে।

সত্য ও তার মূল্যায়ন সম্বন্ধে তাঁর মত প্রয়োগবাদীদের অনুরূপ সৎ বলতে তিনি কেবল নৈতিক সৎ বলেননি, তার অর্থ তাঁর কাছে ব্যাপকতর। সৎ দেশ কাল গুণানুসারে পরিবর্তনশীল। অসৎ কেবলমাত্র স্থানচ্যুত সৎ—যেমন ধুলা অসৎ যখন সে তার স্বস্থানচ্যুত হয়। সুন্দর বলতে তিনি কান্তিবোধকে বুঝেছেন এবং সত্য ও সুন্দর বলতে বস্তু ও মনের মিলনকে বুঝেছেন।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর মত—প্রথমতঃ স্বাধীনতা অর্থে বাহিরের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশ। ভাল মন্দ সকলেই প্রথম অর্থে স্বাধীন কিন্তু সৎ ব্যক্তি দ্বিতীয় অর্থে স্বাধীন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি 'Deity'-র ব্যাখ্যা করেছেন। দেবতা সৃষ্টির পিছনে নয়, তিনি পৃথিবীর বিবর্তনকে চালিয়ে নিয়ে

যাচ্ছেন তাই নয়, তিনি ভবিষ্যতেরও—যেখানে মানবের বিবর্তন পূর্ণতা লাভ করবে। ভগবান অর্থে তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণা করেছেন, যে ভগবান এই 'দেবতা' অভিমুখী। সৃষ্টি জগৎ ভগবানের রূপ, এবং এই ভগবান দেবত্বে পৌঁছতে ব্যাকুলভাবে চলেছেন।

ভগবান জগতের স্রষ্টা নয়, তিনিই সৃষ্টির শেষ নয় এবং সৃষ্টির কারণ নয়। এই বিশ্বের বাহিরে বিশ্বের স্রষ্টা নেই। বিশ্বই চলার পথে সৃষ্টি ক'রে চলেছে। তাঁর ধর্মীয় মত অদ্বৈতবাদী যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে দ্বৈতবাদী। পক্ষান্তরে তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের চৈতন্য ভগবানের সঙ্গে ভাবসম্মেলন লাভ করতে পারে।

Kierkegaard (১৮১৩-১৮৫৫) সক্রেটিস্‌কে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 'existentialist' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। তিনিই সত্যিকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যেহেতু তিনি বাইরের মতামত অগ্রাহ্য ক'রে আপনার বিবেক ও চৈতন্যানুযায়ী চলেছেন এবং সেইটেই তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা। এই ধর্মপ্রাণতার তিনটি স্তর আছে, প্রথম—কান্ত (সুন্দর) আনন্দময়, দ্বিতীয়—নৈতিক স্তরে সংগ্রাম ও জয় এবং তৃতীয় স্তরে ধর্মীয় জীবনে ত্যাগ ও দুঃখ। তাঁর মতে মানুষ দুঃখের মধ্য দিয়েই ভগবানের সঙ্গে একীভূত হতে পারে।

Heidegger (১৮৮৯-) সৃষ্টিকে দুইটি সত্তায় ভাগ করেছেন Seiende অর্থাৎ আমাদের পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ, বস্তু, ভাব প্রভৃতি সবই। তারা সবই গতিশীল এবং পরস্পর সংঘাতপ্রবণ, এবং এই সত্তাটি বৈজ্ঞানিক বীক্ষণ সামগ্রী। Sein-কে কখনই বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, যা এই Seiende-এর লক্ষ্যস্থল।

মানুষ একক বস্তু নয়, সে পৃথিবীর মানুষ—এবং এই পৃথিবীর জীব (Das In-der Welt Sein) কেবলমাত্র একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকায়ই প্রকৃত অর্থপূর্ণ হয়। তিনি ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতায় জীবনকে বিচার করেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানুষের উন্নতি সত্ত্বেও বর্তমান যুগের দুঃখ-কষ্টের মূলে তিনি দেখেছেন যুক্তিহীনতা, এই আমাদের পৃথিবীতেই আমরা প্রবাসী। এই পৃথিবী যা ছিল তাই আছে, তার কোন ত্রুটি হয়নি, জগতকে দুঃখময় করেছে মানুষ। জগৎ আমাদের কাছে ভয়াবহ ভীষণ হ'য়ে উঠেছে, আমরা সর্বদা ভয়ে অস্থির হ'য়ে রয়েছি। আমরা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যায়নকে সত্য ব'লে মনে করেছি ব'লেই এই দুঃখ,—বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে কিন্তু শান্তি ও তৃপ্তি দেয় না। প্রকৃত সত্যকে মস্তিষ্ক দ্বারা জানা যায় না,—একমাত্র স্বজ্ঞা দ্বারাই জানা সম্ভব। হৃদয়কে বাদ দিয়ে মানুষ মস্তিষ্ককে আশ্রয় করেছে ব'লেই তার এই দুঃখ।

Karl Jaspers (১৮৮৩-) কিয়েরকেগার্ডেরই অনুগামী। তিনি মিস্টিক Plotinus-এর মধ্যেই জীবনরহস্যকে দেখেছেন। ভগবান এই পৃথিবীর ধারক এবং সাধনার মাধ্যমে এই ভগবৎ অনুভূতি আসে। কি ক'রে প্রকৃত ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস মানুষের জীবনে আসতে পারে? পৃথিবীর বাইরে থেকে, বহির্জগত থেকে আসে না, মানবাত্মা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করলেই তার ধর্মবিশ্বাস আসে। এই স্বাধীনতাকে যে চিনতে পারে সে-ই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করে।

Jean Paul Sartre (১৯০৫-) এই স্বাধীনতা অর্থে এই জগতে কাম্য বস্তু লাভকেই বোঝেননি, কারণ তাঁর মতে এই কাম্য লাভ মানব-চৈতন্যের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, কারণ মানব-চৈতন্য অত্যন্ত জটিলতার মধ্য দিয়ে কাজ ক'রে যায়। মানব-চৈতন্য কোন সময়েই সত্যম্‌শিবম্‌ সুন্দরমের সঙ্গে একীভূত হয় না, তবুও জীবনের জন্যেই মানব-চৈতন্যের এই সংগ্রাম তার জীবনভোর চলে —শিবসুন্দরের মিলনের আশায়।

Gabriel Marcel (১৮৮৯-) বলেন, মানুষ যখন নিজের জীবনে ক্রমে ক্রমে উঁচুতে উঠতে থাকে, এবং পরিবর্তিত ব্যক্তি-রূপ গ্রহণ করে তখন তার কাছে পুরাতন মূল্যায়ন চলে গিয়ে নূতনভাবে জীবনের মূল্যায়ন হয়। ধর্মীয় জীবনেও এই পরিবর্তন আসে, পার্থক্য এই যে ধর্মজগতে মানুষ মূল্যায়ন করে তার চৈতন্যময় বিবেক দিয়ে, এবং এই মূল্যায়নই চরম ও পরম মূল্যায়ন।

সুখ ও শান্তিকামী মানব-চিত্ত প্রাচীন যুগ থেকেই প্রকৃত সৎ ও সত্যকে খুঁজেছে কিন্তু আজও তা তার ধারণার অতীত। সার্বজনীন, পরম নীতি কী তাও দার্শনিকগণ বিচার করতে চেয়েছেন কিন্তু তা আজও আমাদের জ্ঞানের অতীত। এই সত্য ও সৎকে খুঁজতে খুঁজতে মানুষ আজ বিংশ শতকের মধ্যখানে এসেছে, বিজ্ঞানের দ্বারা সে আজ গ্রহান্তর জয় করতে চলেছে তবুও শান্তিকামী মানব-চিত্ত শান্তি পায়নি, সুখী হতে চেষ্টা ক'রে সে জীবন ও জগতকে দুঃখময় ক'রে তুলেছে। নবজাগরণের যুগে যখন মানুষ ধর্মসংস্কারকে উদ্বাস্তু ক'রে ব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করল তখন তারা ভেবেছিল মানুষ ধর্মবন্ধনমুক্ত হলেই সুখী হবে, জগৎ শান্তি লাভ করবে। কিন্তু বুদ্ধিজাত এই ব্যক্তিবাদ তাকে অহংবাদী ও উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলল, সে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠল। তখন শুরু হল অহংবাদী অশান্ত মানব-চিত্তকে যুক্তিজাত নীতির শৃঙ্খল দিয়ে সংযত করা, কিন্তু ভোগবাদী অহং সে শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল অসংযত পৃথিবীতে—বিজ্ঞান তার শক্তি ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে চলল, মানুষ শক্তিশালী হল, তার অহংও উগ্রতর হল। ভাববাদ ও আদর্শবাদ উদ্বাস্তু ভগবানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করল কিন্তু ধর্মবিশ্বাসহীন মানব-চিত্ত তা গ্রহণ করল না। ভোগাকাঙ্ক্ষাই প্রবলতর হল এবং আজও ভোগের স্রোতই প্রবহমান—এবং এই তীব্র স্রোতে মানুষের হৃদয় ভেসে গেছে। মানুষের মস্তিষ্ক ফুলে ফেঁপে উঠেছে কিন্তু হৃদয় সঙ্কুচিত হ'য়ে বিলীন হ'য়ে যেতে বসেছে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য দর্শন কোনদিনই প্রয়োগজ ছিল না, কাজেই তা কলেজপাঠ্য বিষয় হয়েই ছিল এবং থাকল, মানুষের জীবনে তার আশ্রয় মিলল না। এমনকি দার্শনিকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও যে তাঁদের দর্শনকে গ্রহণ করেননি তা সোপেনহাওয়ার, নীটজে প্রভৃতি দার্শনিকের জীবনীতেই প্রমাণ। অতএব জনজীবনে তার প্রভাব স্বাভাবিক নয়, সেখানে শিল্পবিপ্লবের লোভ ও স্বর্ণাকাঙ্ক্ষাই প্রবলতর হ'য়ে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে—মানুষ পরার্থবাদকে ত্যাগ ক'রে নিষ্ঠুর ভোগেচ্ছা নিয়ে ছুটে চলেছে। ভারতের দর্শন প্রয়োগজ, তা দার্শনিকের সাধনাপ্রসূত।

সেই হেতুই নিষ্ঠুর ভোগেচ্ছা ও অহংবাদ ভারতের প্রাচীন সমাজজীবনে দেখা দেয়নি। ধর্মাশ্রিত সমাজ অহংবাদকে মাথা তুলতে দেয়নি—তাই ভারতের সাহিত্যও ধর্মাশ্রয়ী হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য নবজাগরণের যুগ থেকেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বাণী নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে, সার্বিক নীতি ও ধর্মকে অস্বীকার করেছে, এবং তথাকথিত মানবতার বাণী ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। সমাজদর্শনের সুখাশাও সফল হয়নি।

ফ্রান্সের স্বর্ণযুগ

১৭শ শতকের মধ্যভাগেই ইউরোপীয় সাহিত্যের নেতৃত্ব স্পেন থেকে ফ্রান্সে এসে পৌছেছিল। নবজাগরণের সমালোচকগণ প্রাচীন সাহিত্য থেকে যে গুণাবলী (virtues) যথা balance, order, proportion এবং unities-কে সাহিত্যের অবশ্য গ্রহণীয় ব্যাকরণ ক'রে দিয়েছিলেন তা পরবর্তী যুগে গ্রহণীয় হল না। এই বাঁধা ছকের মধ্যে মানব-মনের অনুভূতি রুদ্ধ হ'য়ে ছিল, স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয়নি। ফ্রান্সে Pascal এবং Racine এই ছককে অস্বীকার ক'রে অনুভূতির সাবলীল প্রকাশকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অগ্রাধিকার দেওয়ার মূলে আছে René Descartes (১৫৯৬-১৬৫০)-এর Rational Universe-এর তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি তাঁর স্বজ্ঞাসৃষ্ট ব'লে কথিত। তিনি জগতের সৃষ্টিরহস্যের একটা সমাধান খুঁজেছিলেন, যে সমাধান সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেবে। তাঁর জীবনে বিচ্ছুরিত বিদ্যুতের মত সহসা এই সমাধান তিনি পান—সব জ্ঞানই এক আধারভূত। সবই এক পরম প্রাণের প্রকাশ। এই তত্ত্বকে অনুসরণ ক'রে তিনি বললেন, মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তিই ভগবান, মানুষের বুদ্ধি ও বিশ্বপ্রকৃতিই ভগবানের স্বরূপ। তাঁর এই ভগবান বাইবেলের ভগবান নয়,—তাঁর মতে প্রমাণ দ্বারা যা সিদ্ধ নয় তা গ্রহণীয় নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এই তত্ত্ব ছিল অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কিন্তু তখনকার ইউরোপের জাগ্রত ব্যক্তিবাদ তাকে নিরঙ্কুশ বুদ্ধিবাদে পরিণত করল। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সবই লাটিন ভাষায়। ফরাসী ভাষায় মাত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করেন,—Discourse upon Method (Discours de la Methode)।

ঠিক এই সময়ে খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল। প্রোটেস্টান্টরা তখন পরাজিত, বিরোধ ছিল জেসুইট ও জেনসেনিস্টদের মধ্যে। Abbey of Ports Royal-এর উপর জেনসেনিস্টদের প্রভাব ছিল, সেখানকার আশ্রম, বিদ্যালয় ও প্রচারকেন্দ্র জেসুইটদের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করলেন।

Pascal খুব বিশ্বাসী ছিলেন এমন নয়, তবুও তিনি তাদের হয়ে লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা Provincial Letters, জেনসেনিস্ট নেতা Antoine Arnauld-এর স্বপক্ষে লেখা ১৮ খানি পুস্তিকার সংকলন। এই পুস্তিকায় তিনি জেসুইটদের বিলাস-ব্যসন, দুর্নীতি ও ধর্মশাস্ত্রকে তীব্র আক্রমণ করেন। Pascal (১৬২৩-৬২) ডেকার্টের মতই যুক্তিবাদী। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Les Pensèes (thoughts) তাঁর শেষজীবনে নোটের আকারে লেখা। ডেকার্টের সম্বন্ধে তিনি বললেন, ডেকার্ট ভগবানকে সৃষ্টির কারণ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু ভগবানই সমস্ত অসামঞ্জস্যের নিবৃত্তি। যুক্তিবাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—আমাদের যুক্তি-আহৃত অভ্যাস ও চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এই অভ্যাসই আমাদের আদিম প্রকৃতিকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ডেকার্ট যুক্তিবাদের প্রতি আনুগত্য রাখতে ভগবান থেকে সরে এসেছিলেন কিন্তু Pascal দেখলেন জাগতিক জীবনের যুক্তির সামঞ্জস্য নেই, তাই তিনি ভগবানেই সর্বাশ্রয় কল্পনা করলেন। তিনি তথাকথিত মানবতা, প্রকৃতি দর্শনের তথ্য ও বাস্তবজ্ঞানের আশাবাদকে বিশ্বাস করেননি।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে ধর্মবিরোধকে কেন্দ্র ক'রে রামমোহনের লেখনী যেমন বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি তখনকার ফ্রান্সে ধর্ম-বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে ফরাসী সাহিত্য পুষ্ট হয়। ডেকার্ট ও পাসকালের ভাষা ফরাসী ভাষাকে সুন্দর ও সমর্থ ক'রে তুলল। এই সময়ে Jacques Benign Bossuelt (১৬২৭-১৭০৪) এই দুই ধর্মমতের সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম চার্লসপত্নী হেনরিয়েটা ও দ্বাদশ লুই-এর পত্নী থেরেসার উদ্দেশ্যে লেখা Funeral Orations-এর মধ্যে এঁদের চরিত্র অপূর্ব ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; এবং তখনকার মূল্যবান সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

কেবলমাত্র ধর্মবিরোধ ও দার্শনিক তত্ত্বকে কেন্দ্র ক'রেই ফরাসী সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছিল তাই নয়, সেই সময়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য নূতন নূতন দিকেও প্রসারিত হচ্ছিল। তখনকার এই মহিলাদের বৈঠকে (salon) সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হত, নূতন শিল্পী-সাহিত্যিকরা রচনা প্রতিযোগিতা করতেন। স্পেনে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দরবারে, Salamanca বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ্রানাডা ও সেভাইল শহর থেকে। ইতালীতে কতকগুলি রাজা, জমিদার ও ধনী ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে সাহিত্যকে পুষ্ট করেছিলেন, যেমন বাংলার সমস্ত কবিই প্রায় কোন-না-কোন রাজার সভাকবি ছিলেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই তাঁরা কাব্য লিখেছেন। কিন্তু ফ্রান্সে সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল রাজনীতি থেকে দূরে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাদের বৈঠকে। তারপরে দেশের একনায়ক (Richelieu) যখন বুঝতে পারলেন সাহিত্য শক্তিশালী একটি প্রচার-যন্ত্র তখন তিনি সাহিত্যকে রাজনীতির অঙ্গীভূত ক'রে পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা দিলেন।

এই সময়ে Marquise de Rambouillet তাঁর নীলঘরে (Blue Room)

সাহিত্য বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। স্পেন ও ইতালীয় সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ও লেখকগণ সেখানে আড্ডা দিতেন, জোর খানদান চলত। সেখানে একটি কবিতা সংকলনে পুরাতন সাহিত্য প্রকাশিত হয়। পুরাতন ধরনের rondeau এবং Vers marotique জাতীয় কবিতাও কিছু রচিত হয়। এই বৈঠকটি প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ ফ্রান্সের কবিতার ফ্যাশন পরিচালনা করেছে। ১৬৫০ সাল থেকে Madeliene de Scudéry-র বৈঠকই নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এখানকার আলোচনাটা হত একটু হালকা ধরনের—ভালবাসার বিভিন্ন রূপ ও রীতি নিয়ে Map of the Country of the Affection নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থই Scudéry-র Clélie উপন্যাসের সূত্র।

এই সময়ের ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতারূপে Richelieu-র আবির্ভাব হয়। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি Salon-এর প্রতিযোগীরূপে Académie প্রতিষ্ঠা করেন এবং অ্যাকাডেমির আদেশ ও আদর্শ অবশ্যপালনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়। রিসেল্যু নিজে সাহিত্য ও আর্টের ভক্ত ছিলেন এবং তার উন্নতিকল্পেই তিনি জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকের মত সাহিত্যকেও সরকারের অধীন সংস্থায় পর্যবসিত করলেন। তিনি তাঁর প্রাসাদপ্রাঙ্গণে প্যারির প্রেক্ষাগৃহের মত একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করান। Quevedo আশা করেছিলেন স্পেনের মন্ত্রী Olivares স্পেনের সুদিন আনবেন কিন্তু তাঁর হঠকারিতা স্পেনকে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধে লিপ্ত ক'রে স্প্যানিশ সাহিত্যের অবক্ষয়ের কারণ হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্সে রিসেল্যু সাহিত্যকে প্রগতিসম্পন্ন করলেন।

Academie Française ১৮২৬ সালে বেসরকারী সংস্থারূপে প্রথম সৃষ্টি হয়। তাদের কাজ ছিল ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ নির্ণয়, ভাষাকে সাহিত্য বিজ্ঞানের তথ্যাদিকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত করা। সেই কারণে, অভিধান, ব্যাকরণ, ছন্দ-অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং এই সংস্থা থেকেই Corneille-Le Cid কাব্য সম্পাদিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে ফ্রান্সের নাটক ও রঙ্গমঞ্চ রাণী এলিজাবেথের ইংলণ্ড ও স্পেন থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল ব'লে একাডেমি প্রথম নাটকের দিকে দৃষ্টি দিল। নভেল ও কবিতা কিছুটা অনাদৃত হ'য়ে রইল। ফ্রান্সের নাটক তখন Alexandre Hardy-র মধ্যে মেলোড্রামাতে পরিণত হয়েছে। দু'জন কবি তখন নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। Théophile de Vian-র Pyrame et Thisbé নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি, কতকগুলি চরিত্র মঞ্চে এসে তাদের কথা বলে চলে গেছে—কিন্তু তা হলেও ভাষার দিক থেকে নাটক সৃষ্টির পক্ষে এটি একটি অমূল্য অবদান।

Honorat de Bueil-এর Les Bergeries একটি গ্রাম্য-প্রেমকাহিনী নাট্যরূপ, টাসোর Aminta-র অনুকরণে লিখিত। এই নাটকে গীতিকবিতা সামাজিক কমেডির চমৎকার মিশ্রণ হয়েছিল। এটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল

তখন পেশাদার নাট্যকার Jean Mairet (১৬০৪-৮৬) গ্রাম্যকাহিনী নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করেন। চলতি কোরাসগানকে তিনি বাদ দিলেন এবং খাঁটি গ্রাম্য লোকই এর নায়করূপে চিত্রিত হল। ১৬৩১ সালে Andre Mareschal তাঁর ট্র্যাজি-কমিডির জন্য খুব জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন। তাঁর নাটক সবই স্প্যানিশ নাটক বা নভেল থেকে গৃহীত। তাঁর নাটকেও এ্যারিস্টটলের দেশকাল প্রভৃতির সমতা ছিল না। প্যারির লোকেরা তখন মনে করত স্পেনের মেয়েরা বেশী জৈবাবেগসম্পন্ন (passionate) এবং স্পেনের প্রেমের মধ্যেও জটিলতা বেশী। এই ধারণার ফলে প্রায় ১৫ বছর ফ্রান্সে স্প্যানিস্ কাহিনীই রাজত্ব করল। ইতিমধ্যে এ্যারিস্টটলের unity তত্ত্ব নিয়ে বেশ আলোচনা চলল এবং তখনকার নাট্যকারগণ এর বিরুদ্ধতা করলেন, কিন্তু Mariet নিজেই তার স্বীকৃতি দিলেন। Pierre Corneille (১৬০৬-৮৪) Clitandre নাটকে প্রথমে এই সমতার প্রয়োগ করলেন এবং তার তিনবৎসর পরে ট্র্যাজি-কমেডির স্থানে প্রকৃত ট্রাজেডির সৃষ্টি হল। তখনকার প্রথম ট্রাজেডি Hercule Mourant (The dying Hercules) Jean Rotrou-এর রচনা। এবং তার পরে Mariet তাঁর ট্রাজেডি Sophonisbe লিখলেন। তখন প্যারির জনসাধারণ থিয়েটারমুখী হয়েছে এবং নাটকও জনপ্রিয় হয়েছে। প্যারির মাত্র একটি থিয়েটার, একটিমাত্র নাট্যসম্প্রদায় ছিল তার কর্ণধার। নাটকের চাহিদার ফলে ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠল, তারা দেশ-বিদেশে অভিনয় ক'রে বেড়াত। তাদের রঙ্গমঞ্চ ছিল সাধারণ, কোন টেনিস-কোর্ট বা মাঠের একদিকে মঞ্চ, অন্য তিনদিকে দর্শকদের স্থান,—প্রায় দেশীয় যাত্রার মত। মঞ্চে কয়েকটি ঘরের ব্যবস্থা থাকত তাতে ভিতরের দৃশ্য দেখানো হত, বাইরে একটা খিলানের মত কিছু থাকত। কিন্তু কর্নেলীর নাটকে স্থানকালের একত্ব থাকায় তার দরকার হত না। মঞ্চের দিক থেকে ফ্রান্স তখন স্পেন থেকে অনেক পিছনে কিন্তু ভাষার দিক থেকে গদ্যপদ্যমিশ্রিত একটা নাটকোচিত ভাষা গ'ড়ে উঠেছিল। এই ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা স্পেন ও ইংলণ্ডের অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে অনেক বেশী ছিল।

তখনকার ইংলণ্ডে নাটক ছিল চরিত্রপ্রধান, স্পেনের নাটক গীতপ্রধান এবং কর্নেলী ও রেসিনের (Racine)-এর যুগের নাটক ছিল উদ্দেশ্যপ্রধান।

Corneille ছিলেন ব্রিফলেস্ উকিল, রিয়ঁতে তাঁর দেশ। তাঁর প্রথম কমেডিই বেশ সাফল্য অর্জন করে। পর পর অনেকগুলি সাধারণ নাটক লিখে তিনি নাট্যরসিকগণের চাহিদা মেটালেন। তিনি ডেকার্টের জগতের লোক। তাঁর ব্যক্তিবাদ ও স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক। তাঁর ষষ্ঠ নাটক La Place Royale-তে তিনি প্রথম একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিচরিত্র সৃষ্টি করলেন—সে চায় স্বাধীনতা, স্বাধীনতা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর চরিত্রগুলি সাধারণতঃ যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান চেয়েছে, ইচ্ছা ও অনুভূতি দ্বারা চালিত হয়েছে। তাঁর নাটকের দৃশ্য রোমের কিন্তু তিনি রিসেল্যুর সময়ের সমস্যার কথাই রূপায়িত

করেছেন। তাঁর নাটক La Cid, Castro-র স্প্যানিশ গল্প থেকেই গৃহীত কিন্তু তখনকার নায়ক রিসেল্যু-ঘটিত সমস্যার কথাই বিচার করেছেন। সমস্যা—প্রেম বড় না কর্তব্য বড়, এবং ব্যক্তিবাদের প্রভাবে তিনি প্রেমকেই বড় ক'রে তুলেছেন। La Cid-এর চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। Rodrique-কে তার প্রণয়িনীর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল কিন্তু তার প্রণয়িনী Chiméne মনে মনে তারই মৃত্যু কামনা করেছে। ফ্রান্সের নাটক স্পেনের থেকে ধার করা হলেও স্পেনের নাটক ছিল প্রণয়-প্রতারণারই কারবার, এবং তাতে কোন চরিত্র ছিল না,—ছিল টাইপ, কিন্তু ফ্রান্সে এসে সেই কাহিনীই হল বাস্তব ও সমস্যামূলক।

এই প্রখ্যাত নাটক La Cid কিন্তু জনগণের অভ্যর্থনা পায়নি। রিসেল্যু প্রথম দুই-এক বৎসর তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মাত্র। অ্যাকাডেমিতেও তাঁর শত্রু ছিল, তাঁরা এই শ্রেষ্ঠ নাটকখানিকে নিন্দা করেন, লেখকও তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালান। পরে রিসেল্যুর মধ্যস্থতায় তা প্রশমিত হয়। ১৬৪০ সালে তিনি একখানি রোমান ট্রাজেডি লিখে রিসেল্যুকে উৎসর্গ করেন—এই নাটকে রিসেল্যুর মন মত একটা নীতিবাদ খাড়া করেন। এই Horace নাটকের সমস্যা—স্বদেশপ্রেম না নারীপ্রেম বড়? অবশ্য তিনি স্বদেশপ্রেমকেই বড় ক'রে দেখিয়েছেন। পরবর্তী নাটক Cinna-তে এই নীতিই আর একটু এগিয়ে গেছে। Polyeucte-এতে ধর্মের জন্ম শহিদত্বকে বড় করা হয়েছে। কর্নেলী ধীরে ধীরে সুবিধাবাদী হয়ে ওঠেন এবং Totalitarian-দের দিকে ঝুঁকে পড়েন। La Bruyére বলেন—Corneille painted men as they ought to be। তাঁর চরিত্রগুলি সাধারণ লোক থেকে কর্মে ও চরিত্রে বড় কিন্তু তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তিনি করেননি যাতে তারা সত্যিই বড় হ'য়ে উঠতে পারে। তারা সেই যুগের লোক যে যুগে কেবল রাজার খেয়ালেই তিরিশ বৎসর যুদ্ধ চলতে পারে এবং অযাচিত আক্রমণে অবারিত হত্যা চলতে পারে। রিসেল্যুর সহচর Pére Joseph নিষ্ঠুর আত্মপ্রসাদে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলেনও। তাঁর নাটকের প্রধান শক্তি তার দৃঢ় গঠন ও ভাষার সারল্য। উপআখ্যানকে বাদ দিয়ে তাঁর ভাষা শক্তিপ্রধান আখ্যানকেই প্রকাশ করেছে। এ্যারিস্টটলের স্থানকালের একত্বকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন দৃশ্য পরিকল্পনা করলেও তাঁর নাটক একমুখী হ'য়ে প্রধান আখ্যানকে পুষ্ট করেছে। তাঁর অনেকগুলি মেলোড্রামাও আছে; তার মধ্যে কয়েকটি চরিত্র চিত্রণে ও রূপায়ণে সুন্দর। তাঁর শেষ ট্রাজেডি Pomepy's Death (La Mort de Pompée) প্রকারান্তরে রিসেল্যুর মৃত্যু। এই থেকেই তাঁর খ্যাতি নিম্নমুখী হতে শুরু করে।

পতনোন্মুখ কর্নেলীর স্থান দখল করেন নাট্যকার Racine। কর্নেলীর সময়ে তিনি, Thomas (১৬২৫-১৭০৯), Jean Rotrou (১৬০৯-৫০) এবং Tristan L' Hermite (১৬০১-৫৫) ও যথেষ্ট জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন। Hermite-এর নারীচরিত্রগুলি কর্নেলীর নারীচরিত্র থেকেও উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক। এই সময়ে

কমেডি কিছুটা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল কিন্তু ল্যাটিন ও স্প্যানিশ কমেডি, বিশেষ করে Plautus ও Lope-এর থেকে গৃহীত কয়েকটি কমেডি কিন্তু যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। বিশেষতঃ স্প্যানিশ কমেডি The Liar (Le Meuteur) থেকে রচিত নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

রিসেল্যুর মৃত্যুর পরে প্রাচীন সাহিত্যধারা পুনরায় সবল হ'য়ে ওঠে এবং সুন্দর ভাষার চাহিদা আরও বেড়ে যায়। সেই সময়ে এল ফ্রান্সের সামরিক সাফল্য এবং সেই বিজয়-পতাকার সঙ্গে এই রুচি স্পেন, ইতালী, জার্মানী এবং Dryden ও Congrene-এর ইংলণ্ডেও এসে উপস্থিত হল। যদিও এই সব নাটকে রোমান বীরত্ব ও বীরপূজাই প্রাধান্য পেয়েছে তথাপি এর সঙ্গে ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাও খুব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল—সাহিত্য ছিল মৌলিকতার পক্ষপাতী, ব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী এবং সমাজ বিধানের হিংস্র সমালোচক।

Jean de La Fontaine (১৬২১-৯৫) ভার্সাই-এর সমাজ সমালোচনার মধ্যেই মানব-চরিত্রের সমালোচনা করেছেন। অল্পভাষী লাজুক প্রকৃতির এই লেখকটি চতুর্দশ লুইএর রাজানুগ্রহ পাননি কিন্তু এক ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রীর পৃষ্টপোষকতায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্রথমে তিনি এ্যাডোনিসের কাহিনীকে কাব্যাকারে প্রকাশ করেন এবং তার পরে পদ্যে কাব্যাকারে নানা গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। এই গল্পের সবগুলিই প্রায় রেবেলাস ও বোকাসিওর গল্প, তার পরে সে উৎস নিঃশেষ ক'রে নীতিকথা (fabliau) লেখেন,—এইগুলি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের অভিনন্দন লাভ করে। কথিত আছে, রাজপুত্র Dauphin-এর নীতিশিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের মত নীতিকথাগুলি লিখেছিলেন। Æsop, Phædrus থেকে তিনি কথাগুলি সংগ্রহ করেন। সবগুলি গল্পই বুদ্ধিদীপ্ত, সংক্ষিপ্ততায় সুন্দর এবং মানবতা-প্রয়াসী হওয়ায় সর্বসমাজে আদৃত হয়। এই নীতিকথার মধ্যে মানব-সমাজের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ কটাক্ষগুলি অতি সুন্দর ও প্রবচনীয় সংক্ষিপ্ততায় ভাবসমৃদ্ধ। শেষ খণ্ডে তিনি বড়দের জন্য নীতিকথা লেখেন, লোকে তা পড়ে আনন্দ পেল কিন্তু তাঁর নীতিকে কেউই গ্রহণ করেনি। তিনি চিত্তবৃত্তির দিক থেকে এপিকিউরিয়ান এবং তাঁর Je difinis la cour' (I am drawing the Court)-এ জজ, দার্শনিক, মন্ত্রীর মতভেদকে কেন্দ্র ক'রে ডেকার্টের Rational Universe-এর তত্ত্বকে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর জগতে মানুষের দুইটি শ্রেণী,—একশ্রেণী সংখ্যায় অল্প, চতুর ও ক্ষমতাশালী, তারা খায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী তাদেরই খাদ্য হয়।

পাশ্চাত্যের গল্পসংগ্রহ শেষ হলে তিনি চীন, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের গল্প সংগ্রহ করেন। লেখার সঙ্গে সঙ্গে তার রচনারীতি উন্নতি লাভ করেছিল, এবং এই শেষ সংগ্রহ তাই প্রকৃতপক্ষে বড়দেরই উপভোগ্য হয়েছিল। দুই-একখানি নাটক রচনার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন কিন্তু তার প্রায় সবই অসমাপ্ত।

তখনকার সমাজ ও পরিবেশের বড় সমালোচক, নাট্যকার Jean Baptiste Poquelin (১৬২২-৭৩)। তাঁর ছদ্মনাম Moliére। তিনি গিরিশচন্দ্রের মত

প্রথম অভিনেতা এবং পরে নাট্যকার। তিনি বালককাল থেকেই ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারে যোগ দেন। এই দলটি প্যারিতে সুবিধা করতে না পেরে দক্ষিণ ফ্রান্সের গ্রাম ও শহর অঞ্চলে অভিনয় করে বেড়াত। তখনও ফ্রান্সের নাটকে ও প্রহসনে নবজাগরণের ছোঁয়া লাগেনি। তাঁরা সেকালের প্রহসনই অভিনয় ক'রে বেড়াতেন, তার সাহিত্যমূল্য বিশেষ কিছু ছিল না। ১৬৫৮ সালে তাঁর নেতৃত্বে দলটি প্যারিতে আসে এবং কর্নেলীর নাটকই অভিনয় করে কিন্তু সে অভিনয় বিশেষ সফল হয় না। তার পরে তাঁর Nicomide নাটকের সঙ্গে একাঙ্ক প্রহসন La Docteur amoureux (The Doctor in Love) অভিনয় করেন। এই প্রহসনখানি অকস্মাৎ প্যারির দর্শকচিত্তকে জয় করে। তখন নাট্যকার দুখানি প্রেমঘটিত কমেডি অভিনয় করেন এবং তাতে স্বয়ং প্রধান কমিক পার্ট অভিনয় করেন। তাঁর সাফল্যে মুগ্ধ হ'য়ে রাজা তাঁদের দলকে রাজদরবারে অভিনয় করতে আমন্ত্রণ করেন।

তাঁর প্রথম দু'টি নাটক L' E'tourdi (The Blunderer) এবং La Dépit amoureux (Lovers' spite) পুরাতন ইতালীয় কমেডির মত কবিতায় লেখা প্রেমকাহিনী কিন্তু তার মধ্যে দু'একটি চরিত্র যেমন L' E'tourdi নাটকের চাকরের চরিত্রটি অসাধারণ। কাহিনীর মৌলিকতা না থাকলেও তাঁর রচনা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। তৃতীয় নাটক Les Precieuses Ridicules (The Ridiculous Blue Stockings)-এর ব্যঙ্গের সুর প্যারিবাসীর হৃদয় জয় করল। এই গদ্য নাটকে Blue Stockings একটি ক্ষুদ্র শহরে সমাজের প্রতিরূপ কিন্তু প্যারিবাসী এটাকে Salon-এর প্রতিরূপ ধরে নিল। তার ফলে Salon-এর পৃষ্ঠপোষকগণ তাদের পুনরায় প্রদেশে পাঠিয়ে দিতে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল কিন্তু রাজা স্বয়ং তাদের রাজ-প্রাসাদের মঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তাঁর পরবর্তী নাটক একটি ছোট কমেডি অভিনীত হল। তার মধ্যে কমেডির হিরো Sganarelle-র চরিত্র তিনি নিজে অভিনয় করেন। সে বিদূষক, জগতকে জানে না, কথায় বেকুব এবং করুণভাবে অসহায়। এই চরিত্রেরই উন্নততর ও সুন্দরতর পরিণতি তাঁর Le Misanthrop নাটকের Alceste চরিত্র। এই চরিত্র সম্পূর্ণ হয় তাঁর L' E'cole des maris (The School for Husband) নাটকে। এক হাস্যকর অসহায় করুণ প্রেমিক ও এক সুন্দরী তরুণী নায়িকা নিয়ে এর কাহিনী। সুন্দরী স্ত্রী ক্রমাগত তার স্বামীকে ছলনা করেছে। এরই পরিপূরক নাটক L' E'cole des femmes (The School for Wives)। নায়ক তার স্ত্রীকে আদর্শ নারীরূপে শিক্ষা দিতে চাইলেন কিন্তু সে এক তরুণকে ভালবেসে তাকেই বিবাহ করে। মলিয়ের ক্রমে ক্রমে ফরাসী কমেডিকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর ক'রে তুললেন; এবং এই হালকা আনন্দদায়ক নাটকের প্রভাবে প্যারির পুরাতন গম্ভীর ও বক্তব্যমুখর নাটক জনপ্রিয়তা হারাল। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুও সৃষ্টি হল এবং শেষের নাটকে অশ্লীলতার অপবাদ দিয়ে তাঁকে দূর প্রাদেশিক শহরে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। তিনি তাঁর Critique নাটকে তার যোগ্য

উত্তর দিলেন এবং Le Tartuffe নাটকে তাঁর শত্রু ভণ্ড ধর্মধ্বজীদের আক্রমণ করলেন। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কিন্তু এটির বিরুদ্ধে এমনভাবে প্রতিবাদের ঝড় উঠল যে তিনি তিন বছরের মধ্যেও কোন নাটক অভিনয়ের অনুমতি পেলেন না। তিনি নাটকের অনেক পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে এই নিয়ে শত্রুরা প্রচুর অখ্যাতি রটনা করেছেন। পরবর্তী নাটক Don Juan-এর কাহিনী, কিন্তু এটা Tasso-র নাটকের অনুকৃতি নয়। ডনের জীবনের শেষ ২৪ ঘণ্টার কাহিনী এটি—এতে তার বহুবিধ বেপরোয়া প্রেমের সুযোগ নেই, সেনাপতি হত্যারও সুযোগ হয়নি। তার ডন অন্য রকমের সৃষ্টি—নাস্তিক, সাহসী, বেপরোয়া সুন্দর এবং দুইএ-দুইএ চার-এর বেশী আইন তার নেই। এই চরিত্র তখনকার স্বাধীনচেতা সম্ভ্রান্ত ফরাসী চরিত্রের অনুরূপ। তার চাকরের পার্ট অভিনয় করেন নাট্যকার নিজে এবং এই চাকরের চরিত্রটি এক অনবদ্য সৃষ্টি।

তিনি সমসাময়িক সমাজের নিষ্ঠুর সমালোচক—তখনকার ন্যাকা উন্নাসিক সমাজের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ। অসহিষ্ণুতার জন্য কোন কোন চরিত্র হয়ত সম্ভাব্যতাকে অতিক্রম করেছে তথাপি সে সৃষ্টি বিরাট ও সুন্দর। অন্যতম নাটক Georges Dandin একটি কমেডি। মধ্যবিত্ত ঘরের এক ব্যভিচারিণী তরুণী স্ত্রীর কাহিনী। L' Avare (The Miser) ধনীদের জীবনের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ। এই সময়ে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গ নাটক Le Bourgeois এবং Les Femmes Savantes (The Learned Ladies)-এ তাঁর ক্ষুরধার ব্যঙ্গ ও শ্লেষ সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী। La Malade imaginaire (The Hypochondriac) এক কল্পিত ব্যাধিপীড়িত ডাক্তারের কাহিনী। ব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তার অন্যকে চিকিৎসা ক'রে বেশ রোজগার করে।

মলিয়ের নিজে প্রাচীন স্কলাস্টিক দর্শনের বিরোধী ছিলেন এবং তখনকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যুক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর রচনায় নবালোক যুগের ব্যক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু এই ব্যক্তিবাদ ও অগ্রগতিতে বিশ্বাস কিন্তু পরবর্তী যুগে কল্যাণময় হয়নি।

তাঁর সময়ে কমেডি সাহিত্যে অপাংক্তেয় ছিল, ট্রাজেডি ও ট্রাজি-কমেডিই সাহিত্যের সম্মান লাভ করত, কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গশ্লেষ-সমুজ্জ্বল প্রহসন রূপ কমেডিতে যে চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা-সংঘাত, চতুর বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের যে পরিচ্ছন্ন প্রকাশ দেখা যায় তাই শেকস্পীয়র ও বেন জনসনোত্তর যুগে ইউরোপে সত্যকার কমেডি নাটক সৃষ্টি করে।

ইউরোপে প্রথম সূক্ষ্ম ও সরস ব্যঙ্গের স্রষ্টা Nicolos Boileau। তিনিই Despréaux (১৬৩৬-১৭১১) নামে খ্যাত। তখন প্রাচীনপন্থী ও প্রগতিপন্থীদের দ্বন্দ্ব বেশ সাকার রূপ গ্রহণ করেছে। তিনি প্রাচীনপন্থীদের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তীক্ষ্ণ সাধারণ জ্ঞানই তাঁর মূলধন। মলিয়েরের উচ্চ-কল্পনা তাঁর ছিল না কিন্তু তাঁর বর্ণনা বিশেষতঃ প্যারির শব্দবৈচিত্র্য Gay এবং

Swift-এর লেখার মত সুন্দর। তাঁর Le Lutrin একটি সুন্দর কাব্য এবং তাঁর লেখাই Pope-এর Rape of the Lock-এর পথিকৃৎ। তাঁর মসৃণ অভিজাত ভাষা, সূক্ষ্ম পরিহাস ও ব্যঙ্গ ইউরোপীয় সাহিত্যে ভাবের গভীরতা ও সূক্ষ্মতা সংযোজন করে।

Port Royal-এর আশ্রিত নাট্যকার Jean Racine (১৬৩৯-৯৯) এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর নাট্যকার। তিনিই প্রথম ঘটনা ও চরিত্রপ্রধান নাটককে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ-মূলক নাটকে পরিণত করেন। ডেকার্টের যুক্তিবাদ অনুভূতি তথা হৃদয়বৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়নি, কর্নেলীও যুক্তিবাদের মোহে অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেননি। নবজাগরণের পরে প্রথম রেসিনের রচনায় যুক্তিকে ত্যাগ ক'রে অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দুঃখবাদী, অন্তর্মুখী, আত্মবিশ্লেষণধর্মী রেসিন ব্যক্তি-বিবেকের বিশ্লেষণ করেছেন এবং চরিত্র-চিত্রণে অনুভূতিরই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক La Thébiade (The Tale of Thebes) ১৬৬৪ সালে মলিয়ের দ্বারাই অভিনীত হয়। এর কাহিনী ইডিপাসের রক্তস্নাত শেষজীবন। পরবর্তী নাটক Alexandre—পল্লীর প্রেমকাহিনী, এবং তখনকার নভেলের কাহিনীর অনুরূপ। কর্নেলী এই নাটক শুনে প্রীত হননি এবং অযোগ্যই বলেছিলেন, কিন্তু এই নূতনতম প্রচেষ্টার মধ্যেই রেসিনের ভবিষ্যৎ সাফল্য লুকিয়ে ছিল। এই সফলতা তিনি লাভ করেন তাঁর Andromaque নাটকে। এ যাবৎ নভেলেও মানব-মনের অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা সুষ্ঠু ও সঙ্গতভাবে প্রকাশ পায়নি কিন্তু রেসিনের নাটকে এসে এই চরিত্র বিশ্লেষণের ধারা চমৎকার ভাবে রূপায়িত হল। পূর্বের নাটকে (কর্নেলী ও মলিয়েরের) চরিত্রকে চিত্রিত করা হয়েছে বাইরে থেকে, ঘটনার সংঘাতে, এবং রেসিনের নাটকে চরিত্রকে রূপায়িত করা হয়েছে, অন্তর থেকে দ্বিধাবিভক্ত অন্তরের সংঘাত থেকে। অনুভূতির বিশ্লেষণে ইউরোপীয় সাহিত্যে এই প্রথম সমর্থ পদক্ষেপ। যদিও এই বিশ্লেষণমূলক চরিত্র সৃষ্টির প্রথম স্রষ্টা Pascal, তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু passion of love। তাঁর প্রেমিক-প্রেমিকার পিছনে রয়েছে অন্য প্রেমিক-প্রেমিকা—তারা সমস্যাকে জটিলতর করেছে। এই রীতিকে The grand chain বলা হয়। রেসিন দেখেছিলেন তখনকার খ্রীষ্টীয় সমাজে, ফরাসী পরিষদে (court) সম্মান-গৌরব-প্রতিভার মূল্য নেই, কোন নৈতিক বা ধর্মীয় অনুশাসনও নেই, কেবল কামনার পঙ্কিলস্রোত অপ্রতিহত গতিতে চলেছে। গ্রীক ইতিহাসের মাঝে প্রচ্ছন্ন ক'রে তিনি এই সমাজকে আঘাত করেছেন,—পক্ষান্তরে বলা যায়, তখনকার সমাজই তাঁকে এই চরিত্র সৃষ্টির উপাদান জুগিয়েছে। Andromaque-র মধ্যে এই Grand Chain পূর্ণতা লাভ করে। রেসিনের Oreste ভালবাসে Hermioneকে, সে ভালবাসে Pyrrhusকে এবং সে আবার ভালবাসে Andromaqueকে কিন্তু নায়িকা মৃত হেক্টরের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল। এই নাটক সফলতা লাভ করে কিন্তু কর্নেলী একে অনৈতিহাসিক ব'লে দোষারোপ করেন এবং এই নাটকীয় পরিবেশ যেন

ভার্সে'লাইএর পরিবেশ। অন্য অনেকে অবশ্য বলেন ইংলণ্ডের Charles-এর পত্নী Henrietta Maria-র চরিত্রের আদর্শে তিনি এই নায়িকার চরিত্র সৃষ্টি করেন।

এই সাফল্যের পরে তিনি নিরোর সময়ের এক রোমান কাহিনী সম্রাট Britannicus-এর জীবনী নিয়ে এক নাটক রচনা করেন। এই নাটকের যে রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে তা সর্বকালের, এর নীতিবাদ সর্বযুগের এবং এর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ইতিহাসের চেয়েও সত্য। এই ঐতিহাসিক নাটকের পরে তাঁর ব্যঙ্গ নূতন ক'রে Les Plaideurs (The Pleaders)-এ প্রকাশ পায়। এই নাটকে তিনি উকীল ও আইনজীবীদিগের দুর্নীতি ও অসততাকে আক্রমণ করেছেন। অ্যারিস্টটলের 'একত্ব' পূর্বে নাট্যকারগণের সৃষ্টির বাধা হয়েছিল, কিন্তু রেসিনের পক্ষে হয়নি এবং এই 'একত্ব'কে কেন্দ্র করেই তাঁর নাটক সফল হয়েছে। কর্নেলীর নাটকে প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব চলেছে, রেসিনের জনপ্রিয়তার জন্য রয়েছে মন-বিশ্লেষণ। তার পরে Bérénic নাটকের অসাফল্যের পরে তিনি সুলতানের হারেমকে ঘটনাস্থল করে Bayazet মেলোড্রামা লেখেন। পরবর্তী নাটক Mithridate প্লুটার্ক থেকে নেওয়া কাহিনী—এবং এই নাটক তখনকার দর্শকগণের চাহিদা মিটিয়ে সফল হয়েছিল। এটি আংশিক ট্রাজেডি,—অত্যাচারী বৃদ্ধ রাজা মৃত্যুকালে প্রেমিক যুগল Xipharés এবং Monimeকে মিলিত ক'রে যান।

রেসিনের Iphegénic নাটকে রমণীয় পল্লীপরিবেশ ফুটে উঠেছে। এর কাহিনী ইউরিপিডিস্ থেকে নেওয়া। এই নাটকে বীরোচিত গ্রীক পরিবেশের পরিবর্তে নভেলোচিত সুন্দর সুমধুর পল্লীপরিবেশ রূপায়িত হয়েছে। পরবর্তী নাটক Phédre নাটককে সমালোচকগণ নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু বর্তমানে একে পূর্ণ ও পরিপুষ্ট নাটক ব'লে অভিহিত করা হয়। এখানেও প্রেমকাহিনীই প্রধান,—নাটকে গ্রীসের ইতিহাস ও তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ সুন্দরভাবে মিশে রয়েছে। সৎপুত্র Hippolyte-র প্রতি Phédre-র উন্মাদ ভালবাসা ও যৌনাবেগ এর বিষয়বস্তু কিন্তু এখানে বিমাতার চরিত্র ফরাসী হলেও সৎপুত্রের চরিত্র ফরাসী নয়, তাঁর বিমাতার প্রতি কোন দুর্বলতা নেই এবং বিমাতার চরিত্রেও যৌনাবেগের প্রকাশ ভয়াবহ নয়। যে দেবতা এই প্রণয় নিয়ে ভাবিত তিনিও ক্যাথলিক দেবতা নয়।

এই নাটকের বিষয়বস্তু কেন্দ্র ক'রে যে সহজাত এবং বংশজাত উদ্দাম যৌনাবেগ এবং গ্রীক দুঃসাহসিকতা প্রকট হয়েছে তাই ভবিষ্যৎ Ibsen-এর সম্ভাবনা পূর্ণ। (২৪৫) প্রকৃতপক্ষে Phédre চরিত্রের মধ্যে রেসিনের সমস্ত শক্তি ও সৃষ্টির আবেগ পরিপূর্ণ সমন্বয়ে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে।

(২৪৫) Only Pascal might have understood the true emotional change in this master piece, which is truely Greek in its remorselessness and looks forward to Ibsen in its summoning up of ghosts that no cartesian reason can lay.—Cohen. —p. 193.

এই নাটকের বিরুদ্ধতার জন্য বা তীব্র সমালোচনার জন্যই ঠিক নয়, বরং তদানীন্তন সমাজের পল্লবগ্রাহীতায় বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে তিনি নাট্যজগত থেকে সরে যান এবং রাজাদেশে ইতিহাস-লেখকের চাকুরী গ্রহণ ক'রে চ'লে যান। পরবর্তী ১২ বৎসর তিনি চাকুরী ও সংসার প্রতিপালন করেছেন। শেষজীবনে মেয়েদের স্কুলে অভিনয়ের জন্য দুখানি নাটক রচনা করেন—Esther এবং Athalie। এ দুইটি নাটক সহজ সরল ব'লে মনে হলেও এর মধ্যে একটি চমৎকার নীতিবাদ ফুটে উঠেছে।

সাধারণতঃ Shakespeare এবং Racine-এর তুলনা করা হয় কিন্তু তাঁরা ভিন্নমুখী,—ভাষায়, চরিত্র-চিত্রণে ও ঘটনা-সংস্থাপনে তাঁরা মূলতঃ ভিন্ন। লেডি-ম্যাকবেথের চরিত্র রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের অনুগামী কিন্তু Phédre এবং Iphigénie এমন দু'টি চরিত্র, এমন সৃষ্টি যে, কোন অভিনেত্রীই এর অভিনয়ের উপযোগী নয় এ দু'টি হৃদয়ের নাটক, এবং মঞ্চের নাটকও বটে।

রেসিনের সময় থেকেই ফরাসী নাটকের অবক্ষয় শুরু হয়—স্পেনেও ঠিক এমনি হয়েছিল, বাংলায়ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরে হয়েছে। এর পরবর্তী যুগে গীতিনাট্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। Philippe Quinault (১৬৩৫-৮৮) মধুর ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক নাটক লেখেন কিন্তু ১৬৭১ সাল থেকে তিনি অপেরা নাটক লেখেন এবং পরে ধর্মবিশ্বাসের জন্য থিয়েটার ত্যাগ করেন। কর্নেলীর ভ্রাতা Thomas'ও কয়েকখানি নাটক লিখেছিলেন কিন্তু তিনি পরে অ্যাকাডেমীতে যোগ দিয়ে গবেষণামূলক লেখায় আত্মনিয়োগ করেন।

মলিয়েরের হাস্যরসাত্মক নাটকের পথ অনুসরণ ক'রে কিছু ব্যঙ্গ নাটক লেখেন Florent Carton Dancourt (১৬৬১-১৭২৫)। তিনিও মলিয়েরের মত অভিনেতা ও তাঁর রক্তেও থিয়েটারের নেশা। নাট্যকার Jean François Regnard (১৬৫৫-১৭০৯)-এর আখ্যানভাগ সুচতুর কিন্তু তাঁর চরিত্র দুর্বল। ঔপন্যাসিক Lesage তাঁর Turcaret ব্যঙ্গ নাটিকায় মলিয়েরের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

Pierre Marivaux (১৬৮৮-১৭৬৩)-তে এসে ফরাসী কমেডি অতি হৃদয়গ্রাহী ভাবপ্রবণ ও বুদ্ধিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে। তাঁর নাটকে ছদ্মবেশ ও ভালবাসার কাহিনী বেশ মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মারিভোঁর চরিত্রগুলি সবই পারিষদ, তারা কল্পনার প্রেমরাজ্যে বাস করেন, সেখানে প্রেম একটা ভাবপ্রবণতা মাত্র। এই ভাবপ্রবণতা (sentiment) পরবর্তী শতকে বহু অশ্রুপূর্ণ কমেডির সৃষ্টি করেছিল।

এই সময়ের গদ্য-সাহিত্য Mme De Sévigné (১৬২৬-৯৬)-র লেখা ১৫০০ পারিবারিক পত্রাবলী, François, Duc De La Rochefoucauld (১৬১৩-৮০)-এর নীতিশিক্ষামূলক নিবন্ধ, Jean De La Bruyére (১৬৪৫-৯৬)-এর Les Caractéres এবং Perroult-এর Cinderella, Red Riding Hood এবং

Blue Beard প্রভৃতি গল্প যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে এবং এদের ভাষা ও প্রভাব পরবর্তী যুগে উপন্যাস স্থষ্টির যথেষ্ট সহায়ক হয়।

সামরিক পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী স্বর্ণযুগ ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলল, ফরাসী জাতি ব্যসনবিলাসে মেতে উঠল। রোমান আদর্শ রিসেল্যুর থেকেই নেমে এসেছিল, এখন তার পতন পূর্ণ হল। স্পেনেও এমনি ক'রে সাহিত্যের অবক্ষয় এসেছিল পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। ফ্রান্সে সাহিত্য মরেনি, কারণ সেখানে সমালোচনার স্বাধীনতা ছিল। ডেকার্ট থেকে যে যুক্তিবাদ স্থষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে রেসিন-যুগের ভাবপ্রবণতা ও হৃদয়বৃত্তি যুক্ত হ'য়ে ভবিষ্যৎ রুশোর যুগের সম্ভাবনা হ'য়ে রইল এবং ফরাসী বিপ্লবের পথ সরকারের অপরিণত দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে তৈরী হ'য়ে চলল।

এই যুগ থেকেই রঙ্গমঞ্চকে ঘিরে ব্যবসাবুদ্ধি ও সাহিত্য-স্থষ্টির মাঝে একটা স্বার্থকেন্দ্রিক কুটুম্বিতা গ'ড়ে ওঠে, যার ফলে রেসিনকে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে গিয়ে ইতিহাসকার হ'তে হল।

উপন্যাস

আদিম যুগের মানুষ শিকারান্তে আগুনের চারিধারে বসে তাদের কল্পনা ও বাস্তবের গল্প শুনেছে। গল্পের মধ্যে তাদের আশাবাদী কল্পনা এবং জীবন-সংগ্রামের দুঃখ যুগে যুগে নানা মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্যের নানা রূপের ভিতর মানুষের মনের রূপ প্রকাশিত হয়েছে—মহাকাব্যে, কাব্যে, নাটকে, কবিতায়, কবিতা-কাহিনীতে, অপেরায়, কথকতায়। মানুষ তখন শুনত, দেখত, যেহেতু পড়া তখনও আরম্ভ হয়নি। সাক্ষর লোকের সংখ্যা তখন নগণ্য; শিক্ষা দুর্লভ এবং গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। যখন পাঠকের আবির্ভাব হল তখনই প্রথম উপন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিল, তার সঙ্গে প্রয়োজন হল মুদ্রাযন্ত্রের। দ্বিতীয়তঃ মধ্যযুগীয় ধর্মানুশাসনের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে মানুষ যখন রেনেসাঁর পরে ব্যক্তি ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হল,—চাইল ব্যক্তিস্বাধীনতা তখন থেকেই প্রকৃত উপন্যাসের আরম্ভ। ব্যক্তিবাদের উত্থানের সঙ্গে মানুষ তার চারিপাশের মানুষের জীবন, ব্যক্তিজীবন, ভাগ্য, পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হল এবং কাহিনীও বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার সীমারেখায় বন্দী হল। এই বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা দ্বারা সীমিত ব্যক্তিজীবনের কাহিনী থেকেই প্রথম উপন্যাসের আরম্ভ এবং বর্তমান যুগে উপন্যাস বলতে আমরা সাধারণতঃ এই বুঝি।

এই জন্যই Rebelais-এর সাহিত্যকীর্তি, Don Quixote, Pilgrim's Progress বা Gulliver's Travel-কে উপন্যাস বলা সঙ্গত নয়। এই সকল কাহিনীতে ব্যক্তিচরিত্র ফুটে ওঠেনি এবং তা সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতার গণ্ডি

অতিক্রম ক'রে গেছে। মরালিটি ও মিস্ট্রি নাটকের কাহিনীও তাই উপন্যাস নয়। ১৬শ শতকের Arcadia কাহিনীগুলি যদিও Pilgrim's Progress-এর মত স্বর্গরাজ্য খোঁজেনি বা গালিভারের মত অসম্ভব দ্বীপেও পৌঁছায়নি, তথাপি তা যেন কল্পনার কাহিনী, এবং অলৌকিকতার আতিশয্যে বাস্তবও নয়।

De Rojas-এর লেখা Celestina যদিও নাটকাকারে লেখা তথাপি তার কাহিনী উপন্যাসের—কথোপকথনের মধ্যে উপন্যাস বলা যায়। এই কাহিনীতে চরিত্র আছে এবং পরিণতিও আছে। এই রীতি অবলম্বনে **পর্তুগালের** Jorge Ferreira De Vasconcelos (১৫১৫-৬৩) তাঁর দুইটি প্রণয়কাহিনী Comèdia Eufrosina এবং Comèdia Ulysippo লেখেন এবং Francisco Delgado গদ্য দৃশ্যকাব্যের মত উজ্জ্বল ও সুন্দর ভাষায়, রোমের বেশ্যালয়ের পটভূমিকায় তাঁর La Lozana Analuza (The Gay Andalusian) লেখেন। এই লিখনরীতি Lope de Vega-র La Dorotea (১৬৩২)-তে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু তখন এটা বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে গদ্য-কাহিনীতে এই বর্ণনাই যথেষ্ট নয় তার সঙ্গে পাঠকগণ চায় চরিত্র, সুষ্ঠু বাস্তব বর্ণনা, চিন্তা-যুক্তি এবং বাস্তবতা।

অতএব ইউরোপীয় সাহিত্যে যাকে প্রথম উপন্যাস বলা যায়, সেটি একটি **স্পেনের** অখ্যাত কাহিনী এবং আত্মজীবনীমূলক। একটি গরীব লোক চাকররূপে সমাজের বিভিন্ন স্তর—অন্ধ ভিখারী, ধর্মযাজক, সাধারণ ভদ্রলোক প্রভৃতির কাছে চাকুরী ক'রে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের সমন্বয়ে বর্ণনা করেন। এই কাহিনী Life of Lazarillo de Tormis, (১৫৫৪) সনাতন ধর্মের প্রতি বহু কটাক্ষ করেছে। অনেকের ধারণা এ কাহিনী Cristóbal de Villalón-এর লেখা, অবশ্য এটা প্রমাণ-সাপেক্ষ। কিন্তু যদি তাই হয় তবে তিনি ১৬শ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক একথা নিঃসন্দেহ।

Mateo Almàn (১৫৪৭-১৬১৩)-এর Guzmàn de Alfarache উপন্যাস কাহিনী পরবর্তী যুগে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর কাহিনী বৃহৎ, ভাষাও উত্থান-পতনে সুন্দর। Lazarillo-র মত পতিতদের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে কিছু নীতিকথা যুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। লেখক জাতিতে ইহুদী, দারিদ্র্য কারাগার এবং দূরদেশ (Maxico) ভ্রমণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তিনি Rojas-এর মত দুঃখবাদী, সৃষ্ট চরিত্রের মুখে তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এইটিই প্রথম picaresque নভেল।

ভ্রাম্যমাণ ভৃত্য প্রভু থেকে প্রভুতে হস্তান্তরিত হয়েছে, জীবনকে দেখেছে নীচের দিক থেকে, তাই তাকে পিকারো বলা হয়। প্রথমে পিকারো উপন্যাস বলতে বোঝাতো দস্যু-তস্কর প্রভৃতি পাপী লোকদের কাহিনী, তারা কখনও কখনও হয়ত প্রায়শ্চিত্তের ভিতরে শেষজীবনে ক্ষমা লাভ করেছে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই কু-কাহিনী নীতিকথাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। পরের যুগের এই পিকারো লেখক Defoe, Lesage এবং Fielding কেউই তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রকে

ধর্মীয় আওতায় বা নীতিবাদের মধ্যে সীমিত করেননি। তাঁরা মানুষকে তার ভাগ্য ও পরিবেশের মাঝেই বিচার করেছেন।

স্পেনের তৃতীয় উপন্যাস একখানি কল্পিত জীবনকাহিনী। Vincenté Espinel-এর Life of the Squire Marcos de Obrégon। এর নায়ক একজন Squire, picaro নয় বরং এক ভ্রান্ত অভিযাত্রী। তাঁর জীবনপথে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে কিন্তু তারা Lazarillo-র দেখা লোকের মত নয়, তারা সবই স্বাভাবিক ও সুস্থ। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, এ-কাহিনীর সত্যতা কোথায়? তাই লেখক 'আমি'র মুখে তাঁর কাহিনী বলেছেন, অথবা কোন মৃতব্যক্তির ডাইরী বইতে কাহিনী লেখা ছিল এমনি কৌশলের সহায়তা নিয়েছেন। তখনকার পাঠক বাস্তব সত্য কাহিনীকেই প্রকৃত উপন্যাস ব'লে গ্রহণ করত।

পিকারো উপন্যাস সাধারণতঃ নায়কহীন, চরিত্রের অনুভূতি ও ভাবধারা সাধারণ দুষ্কৃতকারীর চিন্তাধারার উর্ধ্বে যায়নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা ভাবাবেগহীন কাহিনী, cynical; যেমন কবি Quevedo-র লেখা The Sharper's Life (১৬২৬) Lazarillo-র অনুরূপ কাহিনী হলেও, তার ভাষা ও বর্ণনা উচ্চাঙ্গের। কাহিনীকার কবি মানবতা সম্বন্ধে উদাসীন এবং Swift-এর মত চলতি জগতের প্রতি বিরক্ত—সুতরাং তাঁর হাতে চরিত্রগুলি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের দ্বারা নিষ্পিষ্ট। তাঁর অনুগামী লেখক নাট্যকার Luis Vàlez de Guevara-র The Lame Devil (El Diablo Cojuelo) ব্যঙ্গপূর্ণ দ্ব্যর্থক ভাষায় রচিত কাহিনী। একটি ছাত্র শয়তানকে বোতলের ছিপি খুলে মুক্ত ক'রে দেয় এবং সেই শয়তান মাদ্রিদের বড় বড় বাড়ীগুলির ছাদ খুলে ছাত্রটিকে তার ভিতরের ব্যাপার দেখায়। এই কাহিনীটিকে ৬০ বৎসর পরে Rene Lesage তাঁর Le Diable boiteux-এ আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধভাবে রূপ দেন। তারপরে স্পেনে আর এই ধরনের গদ্য-কাহিনীর অগ্রগতি হয়নি কিন্তু এই পিকারো সাহিত্যই ভিন্ন রূপে ফ্রান্সে এসে ভিন্ন নামে প্রকাশিত হল।

জার্মানী-তে এই সময়ে একখানি পিকারো কাহিনী লেখা হয়। Johan Von Grimmelshausin (১৬২২-৭৬)-এর The Adventurous Simplicissimus, Guzman de Alfarache-র নীতিশিক্ষা-মূলক কাহিনীরই একটি উচ্চতর রূপ। এর নায়ক ভোগী জীবন থেকে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন। এই পরিবর্তনের পথে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, স্বপ্নে স্বর্গ-নরক দেখেছেন, Jove-এর সঙ্গে দেখা করেছেন, সৈন্য-ব্যবসায়ী-ভদ্রলোক সকলের জীবনের অভিজ্ঞতাকে পরখ ক'রে যুগের সমস্ত ভাবধারাকে একসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। যদিও এ কাহিনী Bunyan-এর Pilgrim's Progress-এর অনুরূপ কিন্তু এর ঘটনা চলেছে দীর্ঘ ৩০ বৎসরের যুদ্ধমান জার্মানীর পটভূমিকায়। যদিও Bunyan-এর মত হিতকথা-মূলক তথাপি বাস্তব ঘটনাবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তাঁর লেখা পাঁচ খণ্ড এই কাহিনীর সঙ্গে পরে আরও অনেক অনামী লেখকের লেখা যুক্ত হয়েছে। লেখক ছিলেন

সৈনিক, তাঁর বাবা-মা প্রোটেস্টাণ্ট, তাঁরাও যুদ্ধেই মারা যান। তার পরে তিনি ক্যাথলিক হয়ে বহু জমিদারের অধীনে কাজ করেন। সৈনিক জীবনেই তিনি সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে গল্প লিখতে আরম্ভ করেন এবং এটি তাঁর ফরাসী সম্ভ্রান্তবংশীয়দের চলতি কাহিনীর সাহিত্যিক প্রতিবাদ। তারপরে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় তাঁর এই অতীন্দ্রিয় পিকারোতে। আরও একখানি উপন্যাস Mother Courasche, তিনি লেখেন। এর নায়িকা পৃথিবীরই এক রমণী, কাহিনী তারই জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।

১৭শ শতকের ফরাসী উপন্যাস স্পেন বা জার্মানীর মত স্বাধীন ভাবে গ'ড়ে ওঠেনি। তখন ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ থেমেছে এবং দেশে শান্তি ফিরে এসেছে। পল্লীর শান্তিময় পরিবেশে শান্ত প্রকৃতির মাঝে স্নিগ্ধ প্রেমের কাহিনীরূপে গ'ড়ে ওঠে ফ্রান্সের প্রথম উপন্যাস। L' Astrée পঞ্চ খণ্ডে ১৬০৭ থেকে ১৬২৭ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। রোন নদীর অববাহিকায় ৫ম শতকের ড্রুইডগণের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত Arden নামক ক্ষুদ্র পল্লীর ঘটনা নিয়েই এই উপন্যাস। দীর্ঘ দিন পরে পরে এর পঞ্চ খণ্ডের প্রকাশ হয়, তার কারণ এর মধ্যে প্রধান প্রেমকাহিনীটি লেখক Honore D' Urfe (১৫৬৭-১৬২৫)-এর নিজের জীবনকাহিনী এবং এই সত্য কাহিনীকে প্রচ্ছন্ন রাখতেই এই বিলম্ব। তিনি Savoy-র পরিষদের একজন নোব্‌ল্। ভ্রাতৃবধূর প্রেমে পড়েন এবং ভ্রাতার সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদের পরে তাকে বিবাহ করেন,—অবশ্য এ বিবাহবন্ধন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। এই কাহিনীই তখনকার উপন্যাসের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল এবং পরবর্তী বিখ্যাত উপন্যাস Clélie প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে প্রায় ৬০০ এমনি উপন্যাস ভালবাসার ভালমন্দ বিচার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

Clélie উপন্যাস Madeleine De Scudéry (১৬০৭-১৭০১)-র লেখা একটি রোমান কাহিনী। তাঁর সহযোগী লেখক ছিলেন তাঁর ভ্রাতা নাট্যকার Gorges। এই মহিলা Marquise de Rambouillet-এর পরে প্যারির লেখক মহলে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালিনী ছিলেন। তাঁর Salon-এ প্রেমকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা হত এবং প্রেমের এই নানা ব্যাখ্যাই তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। তাঁর তিনখানি উপন্যাসে ঘটনা বা আখ্যান নাই থাক, তার মধ্যে তখনকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ও তাঁদের যৌনজীবনকে বেশ চিনে নেওয়া যায়। ঈর্ষা ও প্রেমের জৈবাবেগপূর্ণ প্রাচ্য কাহিনী নিয়ে লেখা তাঁর Ibrahim ou l' illustre Bassa, এবং পারসিক রাজা ও মেডিয়া রাজকন্যার কাহিনী নিয়ে লেখা Artaméne ou le Grand Cyrus। তাঁর কাহিনীর বর্ণনা ও গ্রন্থন কর্নেলীর অনুরূপ,—বীরত্ব, খ্যাতি, জয় এবং নীতিশিক্ষা এই ছিল তাঁদের কাহিনীর উপজীব্য।

Mme De La Fayette (১৬৩৪-৯৩) প্রথম যৌবনের তীব্র প্রেমাবেগকে বাস্তবতার সঙ্গে রূপায়িত করেন। তিনিও প্যারির একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা।

অনুভূতি বিশ্লেষণ তখন পল্লীকাহিনীগুলির মধ্যে যথেষ্টই ছিল কিন্তু একটি মাত্র কাহিনীকে একসূত্রে সংক্ষেপে সুন্দর ভাবে গ্রথিত ক'রে তিনিই প্রথম প্রকৃত উপন্যাসের ভিত্তিস্থাপন করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি La Princesse de Cléves ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং দ্বিতীয় হেনরীর সময়ের কাহিনী। নায়িকা জনৈকা সম্ভ্রান্তকুমারী এমন একজনকে বিবাহ করেছিলেন যাকে শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মান করা যায়। তাই তিনি ভালবেসেছিলেন Due de Nemours-কে যিনি আবার রাজকন্যার ভাবী স্বামী। এখানেও কর্নেলীয় সমস্যা,—প্রেম ও কর্তব্যের কোনটি বড়? এই চরিত্রের মধ্যে Phédre চরিত্রের মত একটি ধ্বংসকারী উপাদান ফুটে উঠেছে। যদিও এই কাহিনী রেসিনের কাহিনীর মত শক্তিশালী নয় তথাপি তার মধ্যে যুক্তিকে অনেকটা ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে। রাজকুমারী তাঁর ভালবাসার কথা স্বামীকে জানান। স্বামী তাঁর অবস্থা বুঝে নিজের উপর প্রতিশোধ নেন এবং মারা যান, তখন রাজকুমারী অনায়াসেই Nemours-কে বিবাহ করতে পারতেন কিন্তু করলেন না, শেষ জীবন কনভেণ্টে কাটালেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, মানব-জীবনে এই অহংএর বিদ্রোহ শুধু ধর্ম নয়, সমাজেরও বিরুদ্ধে,—কামনার পরিণতি ধ্বংস, একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই মানুষ এবং সমাজকে রক্ষা করা যায়।

এই সময়ে সম্ভ্রান্ত নরনারীর কাহিনী নিয়ে যে সব উপন্যাস রচিত হল তা বেশ একটা সুগঠিত রূপ গ্রহণ করেছিল এবং তার মধ্যে একটা নীতিশিক্ষার সুরও ছিল। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ঘরের কাহিনী স্পেনীয় সাহিত্যের আদর্শে অনেকখানি এগিয়ে গেল বাস্তবতার দিকে। এর ঘটনা বাস্তব কিন্তু মনস্তত্ত্ব বা অনুভূতির দিক থেকে ততটা বাস্তব নয়। Don Quixote যেমন ক'রে মধ্যযুগীয় শিভালরীকে ব্যঙ্গ করেছিল তেমনি ক'রে L' Astrèe-র অনুকারীগণ পল্লীকাহিনীকে ব্যঙ্গ করল।

Charles Sorel (১৬০০-৭৪) প্যারির এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্রকে মেষপালক রূপে সীন নদীর তীরে রুগ্ন মেষ চরাতে পাঠালেন। তাঁর পিকারো উপন্যাস The True and Comic Story of Francicon-এর নায়ক সমাজের সর্বস্তরে ঘুরে তার কাহিনীর মাধ্যমে কখনও বাস্তব কখনও কল্পনার আতিশয্যে সমাজকে ব্যঙ্গ করেছে। এই সময়ে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসের মত বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে Cyrano De Bergerac (১৬১৯-৫৫) একখানি উপন্যাস লেখেন। কোপারনিকাসের তত্ত্ব অবলম্বনে চন্দ্র সূর্যে ভ্রমণকাহিনী লেখেন তাঁর Histoires Extraordinaires গ্রন্থে। চরিত্রের দিক থেকে তিনি খুব সৎ ছিলেন না। Pascal-এর Pensées-এর মধ্যে কিছুটা হয়ত তারই কাহিনী রয়ে গেছে। যাই হোক তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সাহিত্যে ব্যবহার করেন এবং চার্চের বিরাগ-ভাজন হন। কিন্তু ফরাসী পিকারো ও বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর উপন্যাস শীঘ্রই স্পেনীয় হালকা অভিযান কাহিনীর প্রভাবে রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়ল। Paul Scarron-এর Roman Comique একদল ভ্রাম্যমাণ অভিনেতার কাহিনী। এতে ঘটনার পর ঘটনা অশালীন হাস্যরসের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে মাত্র।

Antoine Furetiére (১৬১৯-৮৮) মলিয়ের রেসিন এবং Boileau-র বন্ধু। তিনি তখনকার আইনজীবী ও লেখকদের জীবনের পঙ্কিল দিকটার অত্যন্ত বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। এ কাহিনীও ঘটনাপ্রধান, এর মধ্যে চরিত্র ফুটে ওঠেনি। Alain Renè Lesage (১৩৮৮-১৭৪৭)-এর Le Diable boiteux স্প্যানিশ লেখক Guevara-র গল্পের অনুরূপ। তাঁর Gil Blas de Santillane যদিও স্প্যানিশ কাহিনী নয় তথাপি এর উপাদান সবই স্প্যানিশ। নায়ক স্পেনের সালামানকাতে শিক্ষিত। প্রথমে দস্যুদলের হাতে পড়ে, সেখান থেকে পালায়, অনেক প্রভুর কাছে চাকুরী করে, ধনার্জন করে, সব হারিয়ে দরিদ্র হয়, আবার বড়লোক হয়; শেষজীবনে প্রাচুর্যের মধ্যে বিলাসব্যসনে দিন যাপন করেন। লিসেজ স্পেনকে দেখেছিলেন বই মারফৎ, স্পেনকে চাক্ষুষ দেখেননি। কিন্তু এই না দেখা স্পেনের চিত্র পরে রোমাণ্টিক লেখকদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়েছিল, কারণ তাঁরা মনে করতেন, জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রেম কেবল সীমান্তের ওপারেই আছে। লিসেজ স্প্যানিশ ধারায় আরও কতকগুলি উপন্যাস লেখেন, তাদের ঘটনা ও নায়ক সবই স্পেনীয়। তিনিই প্রথম পেশাদার লেখক, তিনি কারও পৃষ্টপোষকতায় নির্ভর না ক'রে লেখার উপার্জন থেকেই জীবিকা অর্জন করতেন। অর্থাৎ তাঁর সময় থেকেই সাহিত্য ব্যবসায়ের অঙ্গীভূত হ'য়ে উঠল। তিনি Turcaret নাটক ও মেলায় অভিনয়ের জন্য কয়েকখানি প্রহসনও লিখেছিলেন। স্রষ্টা হিসাবে তিনি চতুর কিন্তু মৌলিকতাহীন, তাঁর চরিত্রগুলি Scarron-এর চরিত্র থেকে বেশী সজীব। কিন্তু স্রষ্টা হিসাবে তাঁর সমকালীন নাট্যকার Pierre Marivaux তাঁর চেয়ে উচ্চাঙ্গের। তাঁর রচিত দুখানা উপন্যাসে নগর-জীবনের বাস্তবচিত্র বুদ্ধিদীপ্ত সমবেদনা ও অনুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই অনুভূতিই আমরা ইংলণ্ডের Samuel Richardson-এর মধ্যে অধিকতর বেগবানভাবে দেখতে পাই। মারিভোঁ মানুষের মনের দিকে, মানব-মনের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রেম, আত্মবঞ্চনা এগুলির উপরেই বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁর কাহিনীতে। তার Marianne একটি ককেটের হ্যাণ্ডবুক বলা যায়,—অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গিতে পাঠককে সর্বদা আকৃষ্ট ক'রে রেখেছে। সর্বদাই মনে হয় কোন ভদ্রমহিলা হয়ত ভ্রষ্টা হলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলেন না,—একটা কৌতুহল কাহিনীকে সুখপাঠ্য করেছে। Le Paysan parvenu (The Peasant who has risen in the world)-ও অনুরূপ একটি কাহিনী। লেখক কখনই ঘটনার গুরুত্ব দেননি, চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন ঘটনার মাধ্যমে, বিশেষতঃ তাঁর নারী-চরিত্রগুলি স্বাভাবিক ও সুন্দর। তাঁর চরিত্র-চিত্রণের সাফল্য উপন্যাসের অগ্রগতির একটি বিশেষ পদক্ষেপ।

Abbé Prévost (১৬৯৭-১৭৬৩) প্রথম Richardson-এর অনুবাদ করেন। Manon Lescaut উপন্যাসের লেখক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি। পাঠকগণ তাঁর দুষ্ট চরিত্রের প্রতি প্রথম থেকেই সহানুভূতিশীল হ'য়ে ওঠেন এইটিই তাঁর চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মারিভোঁ বা লেডি লাফায়েটের মধ্যে ছিল না। তিনি

Monastery থেকে পালিয়ে বহুকাল ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে ছিলেন। ইংলণ্ডের খ্যাতিমান লেখকদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ তাঁর হয়েছিল কিন্তু তাঁর জীবনধারা খুব ভাল ছিল না। তিনি প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত হন, অসংযত জীবন যাপনের পরে পুনরায় ধর্মাশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ফ্রান্সের এক বিখ্যাত পরিবারের ধর্মযাজকরূপে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর উপন্যাস Manon Lescaut রেসিনের নাটকের মত সংক্ষিপ্ত সুগঠিত সুন্দর। এটি একটি দুর্বলচিত্ত প্রেমিকের কাহিনী,—প্রেমিক সারাজীবন প্রেমের আগুনে আত্মাহুতি দেওয়ার অহঙ্কারে নিজেকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছে। সে একটি অপদার্থ মেয়েকে ভালবাসত, মেয়েটি সর্বদাই তাকে বঞ্চনা করেছে। তথাপি সে মেয়েটির আমেরিকা নির্বাসনে সহচর হয়েছে এই আশায় যে, সে অন্ততঃ সেখানে তাকে প্রবঞ্চনা করবে না। প্রেমিক এমনি একটা প্রেমের অহঙ্কারে নিজেকে, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছে। Menon-এর নারী-চরিত্রটি ফুটে উঠেছে প্রেমিকের দৃষ্টিতে, তার আবেগ ও আকাজ্ক্ষার প্রতীক হ'য়ে। তিনি পেশাদার লেখক হিসাবে অনেক লিখেছিলেন, এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন কিন্তু তাঁর খ্যাতি এই একটি মাত্র উপন্যাসের জন্য।

অভিজাতদের দুর্নীতি ও যৌন আবেদনপূর্ণ প্রেমকাহিনী লিখে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন Prosper De Crébillon (১৭০৭-৭৭); তাঁর এই দুর্নীতি ও যৌন আবেদনপূর্ণ কাহিনী তখনকার অভিজাতদেরই আনন্দ বর্ধন করেছিল। তিনি নিজেও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাদের এই সব কেচ্ছা-কাহিনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের কাছে এই সব কাহিনী থেকে অভিযাত্রী, ব্যবসায়ী, বেশ্যা ও অভিনেতাদের চরিত্র ও প্রেম বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। অভিজাত শ্রেণীভুক্ত François de Fénelon (১৬৫১-১৭১৫)-ই ধ্বংসোন্মুখ অভিজাত শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তাঁর উপন্যাসে। তিনি চতুর্দশ লুই-এর বংশধর ১০ বৎসরের বালক Duc de Bourgogne-এর শিক্ষক ছিলেন। তার শিক্ষার জন্য তিনি ওডিসির গল্পের উপসংহার রূপে Telémaque লিখেছিলেন এবং এই কাহিনী দ্বারা তিনি ছাত্রটিকে শেখাতে চেয়েছিলেন যে "benevolent despotism was preferable to absolutism and that kings were not above the law। (২৪৬) এই রাজকুমার অল্পবয়সে মারা যান এবং তাঁর মতামত সনাতন পন্থী না হওয়ায় তাঁকে কোর্ট থেকে বিদায় নিতে হয়।

১৮শ শতকের প্রথমে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল, মানুষও তখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জগতকে বিচার করতে শুরু করেছে। ডেকার্টের যুক্তিবাদ জনমনে প্রভাব বিস্তার করেছে, সর্বসাধারণ মনে মনে রাজতন্ত্র ও একনায়কত্বকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। রাজা যে ভগবান-প্রেরিত

(২৪৬) Ibid—Cohen.—p. 208

বিশেষ মানব এ-বিশ্বাসও ভেঙে পড়েছে। গণতন্ত্রের আদর্শ তখনও দেখা দেয়নি তবে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সমন্বয় সে গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রকে আরও উর্বর ক'রে তুলেছিল। তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জন-মানসে একটা প্রতিবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে। এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল Pierre Bayle (১৬৪৭-১৭০৬)-এর রচনায়। তিনি বহুবার ধর্মমত বদলেছেন, প্রোটেস্টাণ্ট থেকে ক্যাথলিক আবার ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টাণ্ট হয়েছেন। তিনি উদারপন্থী সমালোচক হয়েও কিছুটা ভীতু এবং রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী ছিলেন, তথাপি তিনি চতুর্দশ লুই-এর Huguenots-দের প্রতি দুর্ব্যবহারকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন, এবং ধর্ম ও নীতিকে পৃথকভাবে বিচার করেছিলেন। তাঁর কাছে যুক্তিভিত্তিক সহনশীলতাই মহত্তম তত্ত্ব ছিল।

Balye-র দার্শনিক তত্ত্বকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে জনপ্রিয় করেন কর্নেলীর ভ্রাতা Bernard de Fontenelle (১৬৫৭-১৭৫৭)। তিনি তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক তথ্যকে জনপ্রিয় করেন। জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর নিবন্ধই কোপারনিকাসের তথ্যকে জনপ্রিয় করে। তিনি চলতি কুসংস্কারের যুক্তিহীনতা প্রতিপন্ন ক'রে লোকসমক্ষে তার অসারতা প্রমাণ করেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ রচনায় সাধারণ মনে ধর্মানুশাসনের প্রতি একটা অবিশ্বাস এসে দেখা দেয়। এই অবিশ্বাসকে প্রবলতর ক'রে তুললেন Charles Baron de Montesquieu (১৬৮৯-১৭৫৫) তাঁর Pensées গ্রন্থে। তিনি বোর্দোর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলি নিবন্ধপুস্তিকা প্রকাশ করেন। একজন কল্পিত পারসিক ভ্রমণকারীর নামে তখনকার প্যারির জীবনধারাকে হিংস্র আক্রমণ করেন। তখন Arabian Nights-এর গল্প অনূদিত হয়েছে এবং প্রাচ্য গল্পকাহিনী যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই জনপ্রিয়তার সুযোগে তিনি পারসিক ভ্রমণকারীর বেনামে যথেষ্ট ব্যঙ্গ হাস্যরসের সঙ্গে সমাজ সমালোচনা ক'রে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানকে সুগম করে-ছিলেন। তিনি ১৭২১-২৩ দুই বৎসর ইংলণ্ডে বাস ক'রে ইংরাজের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকেই যুগের রাষ্ট্রিক আদর্শ ব'লে প্রচারও করেছিলেন। তাঁর Spirit of the Laws (L' Esprit des lois) পুস্তকে তিনি আইনকে আপেক্ষিকভাবে বিচার করেছিলেন। ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে তেজোদ্দীপ্ত প্রতিবাদ এবং ১৭৪৫ সালে পর্তুগালে এক ইহুদী নাট্যকারকে জীবন্ত দগ্ধ করার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র সমালোচনা তাঁর স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রমাণ।

তারপরে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঈর্ষাপ্রণোদিত বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেশে অসন্তোষ ও বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করলেন ভলটেয়ার। François Marie Arouet (১৬৯৪-১৭৭৮) Voltaire ছদ্মনামে লিখতেন। তিনি ১৮শ শতকের ভাবধারার সত্যকার প্রতিনিধি। তাঁর প্রভাব Regency থেকে বিপ্লব পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত এবং লেখাকেই পেশারূপে গ্রহণ করেন। লেখার জন্যই তাঁর দুইবার কারাবাস হয়। দ্বিতীয় কারাবাসের পরে তিনি তিন-

বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন, সেখানে ইংরাজী ভাষা শেখেন এবং Pope, Swift ও Congreve-এর সঙ্গে পরিচিত হন ; তিনি এই সময়ে শেক্সপীয়রের রচনাবলীও পড়েন। ইংরাজের সঙ্গে পরিচয়ে তিনি তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরও সমর্থক হ'য়ে ওঠেন। ফ্রান্সে ফিরে এসে তিনি সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চর্লস্-এর জীবনী লেখেন এবং সাধারণ ইংরাজী সাহিত্যকে ফরাসী পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করেন। তিনি Racine-এর অনুগামী হ'য়ে অনেকগুলি নাটক লেখেন। এগুলির বেশীর ভাগই মেলোড্রামা। তাতে মনস্তত্ত্বের গভীরতা বা কাব্যকৃতি বিশেষ কিছু ছিল না, তবে অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহার করায় তখনকার সাধারণের কাছে নাটকগুলি প্রিয় হয়েছিল। নাট্য সাহিত্যে তাঁর দান বিষয়-বৈচিত্র্য,—তাঁর নাটকের পরিবেশ চীন থেকে পেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, বিষয়ের দিক থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি ও স্বাধীনতা-প্রীতি সবই তিনি নাটকের অঙ্গীভূত করেছেন। একটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রচনার পরে তাঁকে পুনরায় Lorraine-এ নির্বাসিত হতে হয়, পরে Mme de Pompadour-এর আশ্রয়ে প্যারিতে আসেন এবং এই মহিলার চেষ্টায় ফরাসী একাডেমিতে নির্বাচিত হন। ১৭৪৯ সালে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেড্রিকের আমন্ত্রণে বার্লিনে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। এখানেই তিনি তাঁর Age of Louis the XIV প্রকাশ করেন। এ খানি বিষয়মুখী একখানি প্রামাণিক ইতিহাস রূপে খ্যাত।

দর্শনে তাঁর জ্ঞান খুব গভীর নয়, চিন্তার গভীরতাও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর প্রভাবের প্রধান কারণ তাঁর সরল ভাষা ও সহজ প্রত্যক্ষ উক্তি। তিনি অধিবিদ্যাকে ব্যঙ্গ করলেও সাধারণের নৈতিক মান রক্ষার জন্যই ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার প্রয়োজন ব'লে স্বীকার করেছেন এবং নাস্তিকতাকে পাপ ব'লে গণ্য করেছেন। ভাবের গভীরতা তাঁর ছিল না ব'লেই তিনি দর্শনকে সরল বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন। তাঁর অন্তরের প্রতিক্রিয়া ছিল সাধারণ মনের এবং সেইজন্যই জনসাধারণ তাঁর রচনাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। লিসবন ও লিমার ভয়াবহ ভূকম্পনের পরে তিনি ভগবানে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে Leibnitz-এর আশাবাদী দার্শনিক তত্ত্বকে ব্যঙ্গ করেন। সেই সময়েই লেখা তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস Candide on l' Optimisme,—এই উপন্যাসে নায়কের জীবনে এসেছে দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য এবং জগতে কোথায়ও শান্তি না পেয়ে এবং পৃথিবী ও তাঁর আশাবাদী আদর্শবাদে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে শেষজীবনে নিজের বাগানে চাষ-আবাদ শুরু করেন। ৬৫ বৎসর বয়সের লেখা Candide-ই তাঁর খ্যাতির অক্ষয় ভিত্তি, এবং আজও এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান ব'লে স্বীকৃত। যদিও তাঁর মহাকাব্য Henriade এক সময়ে হোমর-ভার্জিলের সঙ্গে তুলনীয় হ'য়ে উঠেছিল। তার পরে তাঁর The Simpleton (L' Ingénu)-তে অসভ্য Fridayকে সভ্যজগতে এনে সমাজের রূপকে দেখিয়েছেন এবং Zadig-এ প্রাচ্য রূপকের মাধ্যমে একই কথা বলেছেন। Zadig-এর শেষে দুঃখবাদী বিদ্রোহী ভলটেয়ার বলেছেন, "Men blessed Zadig, and Zadig blessed Heaven." (২৪৭) দার্শনিক

(২৪৭) Cohen—212.

আশাবাদও যেমন তিনি সহজে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনিভাবে নিরাশাবাদকেও অনায়াসে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ক্রোধ ও ক্ষোভের সঙ্গে মানবিক স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সহজ সরল যুক্তির দ্বারা এবং সে যুগকে প্রভাবিতও করেছিলেন যথেষ্ট কিন্তু হালকা যুক্তিবাদ তখন ক্ষীণায়ু হ'য়ে এসেছে।

Jean Jacques Rousseau (১৭১২-৭৮) দরিদ্র বালক হিসাবে কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ পিকারো জীবন যাপন করেন। এই জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর Confession-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার দানই তাঁর প্রধানতম সাহিত্যকীর্তি। প্যারিতে আসবার পরে প্যারির অভিজ্ঞতা তাঁর মনের উপরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাতেই তিনি আদিমযুগের স্বাধীন সরল সহজ জীবনের পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। তিনি অতীতের স্বর্ণযুগের মাঝে মানুষের আনন্দময় শৈশবকে এবং শৈশবের মাঝেই স্বর্ণযুগকে যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীকে বিশ্বাস করলে বলতে হয়, তাঁর সাহিত্যকীর্তি তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি-প্রসূত। তিনি প্রথমে অ্যাকাডেমির এনসাইক্লোপেডিস্টদের প্রভাবে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন এবং পরে মত বিরোধ হওয়ায় তা ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনে মন ও মস্তিকের অবিরাম বিরোধ চলেছিল। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস The New Heloise (La Nouvelle Hèloise)। এটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এক ভাবগত (idealistic) প্রেমের কাহিনী। এই কাহিনীর আল্পস্ পর্বতের সুচারু পটভূমি, কোমল-মধুর দৃশ্য, গীতিময় আবেগ জনগণের চিত্ত জয় করে। মারিভোঁর সামান্য কাহিনী, প্রিভোস্টের সাধারণ কাহিনী, ক্রেবিলঁর অপুষ্ট হাস্যরসের পাঠকগণ অকস্মাৎ নূতন বস্তু পেয়ে তাকে লুফে নিল—১৯২০-র পরে D. H. Lowrence-কে যেমন লোকে মাথায় ক'রে নিয়েছিল। এ কাহিনীর নায়ক এক গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক। এই কাহিনীরই পরিপূরক তাঁর প্রসিদ্ধ Emile। এই এমিলির নীতিপূর্ণ কাহিনী বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বের উৎস। তাঁর নিজের শিক্ষা নানা কারণে ব্যাহত হয়েছিল, তাই তিনি প্রকৃতির স্বাভাবিক শিক্ষাকে বড় শিক্ষারূপে গ্রহণ করেছেন। শিশুকে কতকগুলি নীতিবাক্য ও তথ্যের বাঁধা বুলিতে ভারাক্রান্ত না ক'রে তাকে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে গ'ড়ে উঠতে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। তাঁর Contract Social-এ তিনি এই মন নিয়েই ইতিহাস বিচার করেছেন। স্বর্ণযুগের স্বাধীন মানুষ আপনাকে শত্রু ও দুর্জনের হাত থেকে রক্ষার জন্য স্বাধীনতা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে বটে কিন্তু জনগণই সর্বময় শক্তি। রাষ্ট্র যদি জনগণকে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে না পারে তবে রাষ্ট্রের আনুগত্য অস্বীকার করা অন্যায় নয়। (২৪৮) এই তত্ত্ব পরবর্তী দশকে বিপ্লবের প্রেরণা দিয়েছিল এবং গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস বাড়িয়ে

(২৪৮) Confession-এর প্রথম লাইন—"Man is born free and eveywhere he is in chains."

তুলেছিল। তাঁর Confession তাঁর আত্মজীবনী এবং এই জীবনীতে তাঁর প্রতিকৃতি সত্য ও সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। মস্তিষ্কগত যুক্তি দিয়ে যা পাওয়া যায়নি হৃদয়ের দরদী অনুভূতি দিয়ে তিনি তা পেয়েছেন। এই দরদ জনচিত্তকে জয় করেছিল, এমন কি দার্শনিক হিউমও তাঁর হৃদয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। (ইংলণ্ডে হিউমের সঙ্গে কিছুকাল বাসও করেছিলেন)। Denis Diderot তাঁকে সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এমন কি রুশো যখন তাঁর লেখায় এঁদের দু'জনকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলেছেন তখনও তাঁরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি।

Denis Diderot (১৭১৩-৮৪) প্রথমে এনসাইক্লোপেডিস্ট হিসাবে লেখা শুরু করেন এবং এঁদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর লেখার মধ্যে তথ্যের অনেক পুষ্প তিনি দিয়েছেন কিন্তু কোনটাই ফলপ্রসূ হয়নি। মানব-জগতের অসাম্য নিয়ে তিনি প্রথম একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং এই প্রবন্ধ থেকেই তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি রুশোর মত দরিদ্র ও কঠিন কঠোর পরিবেশে মানুষ। তাঁর চার্চে যোগ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি তা ছেড়ে ভবঘুরে জীবন গ্রহণ করেন। শেষে এনসাইক্লোপিডিয়া লেখকরূপে সামান্য কিছু রোজগার করতেন। তাঁর প্রবন্ধাদি সরকারের শুভদৃষ্টি লাভ করেনি কিন্তু পাছে তা ফ্রান্সের বাইরে প্রকাশিত হয় এইজন্য বাজেয়াপ্ত করাও হয়নি। তিনি Bayle-র তত্ত্বকেই আরও এগিয়ে দিয়েছেন। মানুষ যন্ত্রেরই মত নীতি ও পারিপার্শ্বিক চিন্তাধারা ও অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—এই বাস্তববাদ ১৯শ শতক পর্যন্ত চলে এসেছে এবং মার্কস্‌বাদীগণ বলেন, তিনিই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রথম চিন্তানায়ক। প্রকৃতপক্ষে Diderot ও রুশোর তত্ত্ব ও তথ্যই পরবর্তী যুগের যান্ত্রিক উন্নতি, বিবর্তনবাদ, মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ধর্মের স্থানে শুদ্ধ নীতিবাদের স্থান নির্বাচন করে।

Diderot নাট্যকার ও উপন্যাস-লেখক হিসাবেও প্রসিদ্ধ। তাঁর উপন্যাস La Religieuse (The Nun) একটি হিতকথামূলক কাহিনী। একটি দরিদ্র বালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে এই Nunery-তে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এটি তারই বন্দীজীবন কাহিনী। এই উপন্যাসের বর্ণনা ও গল্পাংশ স্বাভাবিক ও সত্যাশ্রয়ী কিন্তু তখনকার দিনে এটা প্রকাশযোগ্য ছিল না, তাই তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। Le Neveu de Rameau (Rameau's Nephew)-ও তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সংলাপ উপন্যাস। এই সংলাপ রচনারীতি পরে Landor প্রভৃতি গ্রহণ করেন এবং এখনও রেডিওতে ব্যবহৃত হয়। এই গ্রন্থে একটি প্রগতিবাদী যুবকের সঙ্গে পুরাতনপন্থী এক সিনিক সঙ্গীতশিক্ষকের সংলাপের মধ্যে নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বকে রূপ দিয়েছেন। তিনি নাটক সমালোচনাও করেছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী কিন্তু নিজের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার শক্তি বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি বললেন, পুরাতন ট্রাজেডি

কমেডির যুগ গত, এখন বাস্তবতার যুগ। চরিত্র ফুটে উঠবে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু তার মধ্যে সুষ্ঠু নীতিবাদ থাকার প্রয়োজন আছে। এটি তাঁর তত্ত্ব হলেও তাঁর নাটক এই তত্ত্বের সম্মান রক্ষা করেনি এবং তা যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেনি।

তার পরবর্তী যুগে Michel-Jean Sedaine-এর The Unconscious Philosopher মধ্যবিত্ত কাহিনী অবলম্বনে দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখা নাটক কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। Beaumarchais (১৭৩২-৯৯) কয়েকখানি হালকা নাটক লেখেন। Diderot-এর তথ্যানুযায়ী নীতিমূলক নাটক হলেও এগুলি প্রধানতঃ আনন্দদানের জন্যেই লেখা। তাঁর Le Barbier de Seville এবং Le Mariage de Figaro নাটক প্রসিদ্ধ।

রাজতন্ত্রের শেষ কয়েক বছরের মধ্যে যে কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক Bernardin de Saint-Pierre (১৭৩৭-১৮১৪)-এর লেখা Paul et Virginie প্রসিদ্ধ। এই উপন্যাসখানি ১৯শ শতকের মাঝামাঝি বাংলা ভার্নাকুলার সোসাইটি দ্বারা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'পল ও বর্জিনিয়ার জীবনবৃত্তান্ত' নামে অনূদিত হয়। (২৪৯) Mauritius দ্বীপের সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে পল ও ভার্জিনিয়ার প্রণয়কাহিনী রচনায় মনোমুগ্ধকর। শেষ সময়ে পলের চোখের সামনেই ভার্জিনিয়া জলে ডুবে মারা যায় এবং এই বিয়োগদৃশ্য পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করে। Choderlos De Laclos (১৭৪১-১৮০৩)-এর লেখা Les Liaisons dangereuses আর একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস, তখনকার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লবপূর্ব যুগে যে পার্থক্য ও বিরোধিতা ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছিল এটি তারই কাহিনী। এটি একটি ঘটনাপ্রধান নারীহরণের কাহিনী এবং রুশোর প্রকৃতিসুন্দর মানুষের বিপরীত ক্রমে মানবের হীন মনোবৃত্তির ছবি। লেখক সামরিক ব্যক্তি এবং এই কাহিনী যৌন আবেদন ও সামরিক দুর্বারতা নিয়েই ফুটে উঠেছে। তাঁর এই যৌন আবেদনমূলক কাহিনী বহুদিন পর্যন্ত প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। চিত্তবিকারগ্রস্ত Marquis de Sade (১৭৪০-১৮১৪)-এর লেখা কোন কোন উপন্যাস এই সময়ে প্রকাশিত হ'য়ে কতক পাঠকের মন জয় করেছিল। Andrè Chènier (১৭৬২-৯৪) প্রথমে বিপ্লবকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেও পরে তার বিরুদ্ধতা করেন এবং জনগণের বিরাগভাজন হ'য়ে নিহত হন। তাঁর কবিতা প্রাচীন ধারার অনুকৃতি, যদিও তা রোমান্টিকতা ও প্রতীকতাবর্জিত। কারাগারে তাঁর শেষ লেখা The Girl Prisoner কাব্যখানি অনুভূতি ও আবেগের গভীরতায়, মানবতার মানে, ভীত মানব-মনের দরদী চিত্র।

(২৪৯) Western Influence in Bengali Literature —P. R. Sen.—P. 93

ইতালী ও জার্মানী

১৮শ শতকের ফরাসী সাহিত্য তখনকার ইংরাজী সাহিত্যের মত প্রচুর নয়, একথা সত্য। ইংলণ্ডে তখন Richardson, Fielding, Pope, Sterne, Johnson, Gibbon এবং Cowper জন্মে ইংরাজী সাহিত্যে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য এনেছিলেন বটে কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের দুই দিকপাল Diderot-ভবিষ্যৎ যুগের উপর যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এমন প্রভাব কেউই সৃষ্টি করতে পারেননি। মধ্যযুগীয় আর্ট ও সাহিত্যের যে আদর্শটুকু তখনও বেঁচে ছিল তাঁরা তাঁকে নিঃশেষে বিদায় করেন এবং Diderot তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফতেঁনেলের যুগের অবসান করেন। তিনিই বিংশ শতকের H. G. Wells প্রভৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যের পথিকৃৎ। ইউরোপের বাকি অংশে তখন কেবল নাটক ও নাট্যতত্ত্বের অনুশীলন হয়েছিল এবং ট্রাজেডি থেকে পূর্ণ কমেডিতে পৌছতে বহুদিন কেটে গেছে। এই সময়ে লাটিন কমেডি থেকে নাটক অনেক উন্নতি করেছিল সন্দেহ নেই, কারণ নাট্যকারগণ সর্বদাই মধ্যযুগীয় প্রহসন থেকে নূতনতর সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। মলিয়ের দেখিয়েছিলেন কমেডি কী ক'রে সত্যকার নাটক ও শ্লেষে পরিণত হতে পারে এবং কী ক'রে একই সঙ্গে চরিত্র ও ঘটনার সমন্বয় হতে পারে। এই নূতন নাটক প্রথমে বিস্তার লাভ করল ডেনমার্ক-এ। সেখানে তখনও নূতন সাহিত্য কিছু গ'ড়ে ওঠেনি, বাইরের ভ্রাম্যমাণ অভিনেতারা মাঝে মাঝে এসে অভিনয় করতেন এই পর্যন্ত।

Ludwig Holberg (১৬৮৪-১৭৫৪) প্রথমে একটি ব্যঙ্গকবিতায় খ্যাতি অর্জন করেন। পরে তিনি মলিয়েরের অনুসরণ করেন। লেখক ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে তুলনা ক'রে নিজের দেশের সাংস্কৃতিক হীন মানের কথা বেশ ব্যঙ্গের মাধ্যমে তাঁর দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যঙ্গে তিনি চাষী জমিদার ধনী নির্ধন সকলকেই আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর কল্পনা ছিল প্রবল কিন্তু নিজের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের ক্ষমতা তাঁর খুব বেশী ছিল না। তাঁর প্লট আবিষ্কারের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তাঁর Hexerei (Witchcraft) নাটকে তিনি তাঁরই নাটকের পূর্বতন চরিত্রগুলিকে উপস্থিত ক'রে তাদের মুখ দিয়ে তাদের প্রতি অবিচারের কথা বলিয়েছেন। এই নাটকীয় বৈচিত্র্য পরে পিরাণ্ডেলোতে এসে পরিপুষ্ট হয়েছিল। কতকগুলি বাস্তব চরিত্রও তাঁর Den Stundelse (Not a moment to waste) নাটকে স্থান পেয়েছে। নায়ক একসঙ্গে তিনটি কাজ করতে গিয়ে কোনটাই করতে পারেননি অথচ তাঁর অবসরও নেই। হলবার্গ খুব উচ্চাঙ্গের নাট্যকার নয়, একথা সত্য কিন্তু তিনি তাঁর দেশীয় সাহিত্যের জনক, একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ধীরে ধীরে ডেনমার্কে প্রসারিত হওয়ার একশ' বছরের

মধ্যে তা আবার **সুইডেন**-এও গিয়ে পৌঁছেছিল। অন্যদিকে মলিয়েরের প্রভাব দক্ষিণে **ইতালী**-তেও এসে উপস্থিত হল। এই সময়ের প্রধান নাট্যকার Pietro Metastasio (১৬৯৮-১৭৮২) সাধারণতঃ অপেরার নাটকও গান লিখতেন এবং সেগুলি সবই কর্নেলী-রেসিনের প্রাচীন রীতিতে লিখিত হলেও ইউরোপে তাঁর এই গীতিনাট্যগুলি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ইতিমধ্যে ভেনিসে একটা থিয়েটার স্থাপিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাশালী নাট্যকারগণ নূতন নাটকের যুগ সৃষ্টি করলেন। Tuscan ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত হল। মিলানের থিয়েটারে প্রধানতঃ প্রহসন জাতীয় নাটকই তখন অভিনীত হত। কিন্তু ভেনিসের থিয়েটার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সত্যকার কমেডি সৃষ্টি করল। Carlo Gozzi (১৭২০-১৮০৬) প্রথমে থিয়েটারে রূপকথার (fairy tales) প্রচলন করেন। তাঁর The Loves of the three Oranges, Turandot, The Magic Bird নাটকগুলি দার্শনিক হিতকথার (fables) নাটক, কথিত গদ্য ও পদ্যে লিখিত। ভাষা কখনও Tuscan-এর অনুরূপ, বাস্তবের ব্যঙ্গ ও স্বপ্নের একটা মিশ্রণ। তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন ব্যঙ্গ লেখক এবং তাঁর ঘটনা এবং চরিত্র সবই বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন ক'রে গেছে।

Carlo Goldoni (১৭০৬-৯৩)-ও প্রথমে প্রহসন ও অপেরার গীতিনাট্য লিখতেন। তিনি মনে-প্রাণে অভিজাত, ১৮শ শতকের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ তথা বুদ্ধিগত চিন্তাধারার সমর্থক এবং অনুভূতির বাস্তবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর হাস্যরস সংযত ও শালীন এবং তিনি তখনকার ইতালীর স্টেজের ভাঁড়ামিকে তিরস্কার করেছেন। তিনিও মলিয়েরের রীতিকে গ্রহণ করেন। কল্পনা শক্তি ও গল্প আবিষ্কারে তিনি গুরুর সমকক্ষ কিন্তু বীক্ষণ শক্তি ও রসসৃষ্টিতে তাঁর মত শক্তিশালী নন। Goldoni হলবার্গের মত চমৎকার উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। তাঁর মত তাঁরই পূর্বতন নাটকের চরিত্র পরবর্তী নাটকে মহলা দিয়েছে, এবং সেই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের দুর্নীতি, ব্যক্তিগত বিরোধ, অশালীনতা ও নীতির অভাবকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছে। তাঁর La Locandiera (The Hostess of the Inn) চরিত্র অপেক্ষা সরাইখানা এবং La Bottega del Cafféতেও চরিত্র অপেক্ষা কাফি-ঘর বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর এই স্থান বর্ণনার মাঝে সমস্ত ভেনিসের ছবি ফুটে উঠেছে। Gozzi ও Goldoni উভয়েই প্রতিভাশালী নাট্যকার এবং দুইজনেই বুঝতে পারেন রঙ্গমঞ্চের ক্ষমতা সীমিত। Gozzi দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে লিখতেন কিন্তু তাকে ফুটিয়ে তুলবার মত অভিনেতা ছিল না। Goldoni-কেও অভিনেতা ও অপরিণত দর্শকের দিকে তাকিয়ে লিখতে হত, তাই সত্যকার নাটক তিনি লিখতে পারেননি।

Metastasio-র কাল্পনিক স্বপ্নময় জগতকে ভেঙে দিয়ে রোমান্টিকদের অগ্রদূত বিদ্রোহী নাট্যকার Vittorio Alfieri (১৭৪৯-১৮০৩) গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে ২২ খানা ট্রাজেডি লেখেন। তার মধ্যে Filippo নাটকে বর্তমান

রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে অতীত ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নাটকের নায়ক Don Carlos চরিত্রে অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের সুর ধ্বনিত হয়েছে এবং নির্দোষ ব্যক্তি অত্যাচারিত হ'য়ে শহিদ হয়েছে। এই নাটকগুলির গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাঁর আত্মচরিত। তিনি রাশিয়া এবং ইংলণ্ড ভ্রমণ করেছিলেন। শেষ বয়সে জনৈকা তরুণী পরস্ত্রীর সঙ্গে জীবন যাপন করেন। মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় এবং এইটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সুখপাঠ্য রচনা। তাঁর শিষ্য Vincenzo Monti (১৭৫৪-১৮২৮) গুরুর মত সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের কোন স্থিরতা ছিল না, তিনি একবার নেপোলিয়ন এবং পরক্ষণেই অস্ট্রীয়ার রাজার গুণগান করেছেন। মিল্টন, দান্তে, ওসিয়ান, শেক্সপীয়ার পর্যায়ক্রমে তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁর অন্তর ছিল রোমান্টিক কিন্তু শিক্ষায় ছিলেন তার বিপরীত—এই ব্যাপারে তিনি নেপোলিয়ন যুগের প্রতিনিধি বলা যায়।

এই সময়ের কবি Giuseppe Parini (১৭২৯-৯৯) তাঁর কবিতায় তৎকালীন অভিজাতদের অশালীনতাকে ব্যঙ্গ ক'রে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রাচীন সাহিত্য ও কবিতার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ Chénier এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি না হলেও তাঁকেই যুগের উল্লেখযোগ্য কবি বলা যায়।

১৮শ শতকের স্প্যানিশ সাহিত্য ফরাসী সাহিত্যের অনুকৃতি মাত্র। ফরাসী সাহিত্য প্রভাবিত অখ্যাত কবি যাঁরা এই সময়ে লিখে কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁরা আর বেঁচে নেই। কেবলমাত্র Luis de Leon-এর লেখা কিছুটা যুগের স্মৃতিচিহ্নরূপে রয়ে গেছে। একমাত্র কবি Nicolàs Fernàndez de Moratı'n (১৭৩৭-৮০)-র লেখা ষাঁড়ের যুদ্ধের উপর দুই-চরিটি কবিতা বিখ্যাত হ'য়ে আছে।

এই সময়ের দুইখানি গদ্য গ্রন্থ মাত্র আজও বেঁচে আছে। এ দু'টিও পিকারো ধর্মী। মধ্যবিত্ত একটি যুবকের জীবনের সংগ্রামই এর কাহিনী। প্রথমটি Diego de Torres Villaroel (১৬৯৩-১৭৭০)-এর আত্মজীবনী। এই তরুণ প্রথমে ভেষজ ঔষধ বিক্রয় করত, কিছুদিন বুলফাইট করে, পরে সালামানকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক হয়। তখন অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রায় সমার্থবোধক ছিল। তাঁর রচনায় শ্রেণী-সচেতনতা ও আক্রমণাত্মক রীতি নিয়েই নিজের কাহিনী লিখেছেন, দর্শনের দিক থেকে তিনি রুশোর মতই। দ্বিতীয়খানি History of the Famous Preacher, Brother Gerundio de Campazas José Francisco de Isla (১৭০৩-৮১)-র লেখা। এই গ্রন্থে তখনকার কনভেণ্ট-এর জীবনের বাস্তব বর্ণনা ঐতিহাসিক হ'য়ে রয়েছে, এবং তার মধ্যে একজন সত্যকার ধর্মযাজকের চরিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি তখনকার কবিতায় ধর্মীয় বক্তৃতা করবার রীতিকে তীব্র ব্যঙ্গ ক'রে কারভেনটিস্ মধ্যযুগীয় বীরত্বকে যেমন হাস্যকর করেছিলেন, তেমনিই হাস্যকর ক'রে দিয়েছিলেন।

১৮শ শতকে স্পেনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Leandro Fernàndez de Moratı'n (১৭৬০-১৮২৮)। ইনি প্রথম হ্যামলেটের অনুবাদ করেন এবং মলিয়েরের অনুকরণে কতকগুলি নাটক লেখেন। বহু দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল এবং শেষ জীবনে বোর্দোতে নির্বাসিত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। প্রথমে কবিতা ও পরে গদ্যে নাটক লেখেন। স্পেনের নাটকে গদ্য সংযোজন এই প্রথম। যৌবন ও বার্ধক্যের দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত তাঁর নাটকের উপজীব্য এবং এইটাই তাঁর সব লেখায় মানসিক মুদ্রাদোষের মত দেখা দিয়েছে। The Old Man and the Girl (El Viejo y là nina) নাটকে বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা এবং বৃদ্ধকে ত্যাগ করার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং El Si de las ninus (The Young girl's 'Yes') নাটকে এক বৃদ্ধ পিতৃব্য এবং তাঁর তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রের একই তরুণীকে ভালবাসা এবং তরুণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে গ্রহণ করার মধ্যে যে মনস্তত্ত্ব রয়েছে তার সবই মলিয়েরের অনুকৃতি, কিন্তু চরিত্র, ঘটনা-বিন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় রয়ে গেছে। তাঁর El Barón নাটকে প্রতারক ব্যারন এবং প্রভুত্বপ্রিয় বিধবা Monica-র চরিত্র মলিয়েরের চরিত্রসৃষ্টি থেকে অনেক উচ্চাঙ্গের। তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে গোল্ডস্মিথ, সেরিডন, মারিভোঁ ও গোলদনির (Goldoni Carlo) তুলনা করা যায়। তাঁকে মলিয়েরের শিষ্য না ব'লে বরং ইব্‌সেনের অগ্রদূত বলা যায়। তিনি দুই পুরুষের মানসিকতার সংঘাত উপলব্ধিই করেননি, তাকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশের নাটকের মত তিনি স্থান-কাল প্রভৃতির একত্ব মেনে চলেছিলেন। কিন্তু এই শৃঙ্খল থেকে ইউরোপকে সত্যকার মুক্তি দেয় শেক্সপীয়র-প্রভাবিত জার্মানী। Lessing এবং পরবর্তী Sturm und Drang (Storm and Stress) ধর্মী নাটক থেকেই ইউরোপীয় নাটক এই একত্বের কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীন হয়।

১৮শ শতকের প্রথম ভাগে ফরাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য পূর্ণমাত্রায় জার্মানীকে প্রভাবিত করেছিল। দেশীয় ভাষা তখন প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী ছিল না। শিক্ষিত ব্যক্তি আলোচনা ও রচনা করতেন লাটিন ভাষায়। জার্মান ভাষায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয় ১৬৮৭ সালে। Johann Christoph Gottsched (১৭০০-৬১) এই সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তিনিই প্রথম জার্মান একাডেমি সৃষ্টি করেন এবং দেশবাসীকে মধ্যযুগীয় জার্মান সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন করেন। তাঁর মাধ্যমেই ফরাসী প্রভাব জার্মানীতে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ের Christian Fürchtegott Gellert (১৭১৫-৬৯)-এর লেখা হিতকথা (fables) গুলি প্রকৃত সাহিত্যধর্মী ও সুখপাঠ্য। রিচার্ডসনের অনুকরণে একটি উপন্যাস এবং পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু ইংরাজী স্পেকটেটর ও ট্যাটলার-এর অনুকরণে লিখেছিলেন।

Leibnitz থেকেই যুক্তিবাদী দর্শন ও চিন্তাধারা জার্মানীতে বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। তাঁর আশাবাদী দর্শনকে রুশো তাঁর Candide-এ ব্যঙ্গ করেছিলেন।

সুইস্ লেখক Johann Jakob Bodmer (১৬৯৮-১৭৮৩) এই যুক্তিবাদের ঘোর বিরোধিতা করেন। এবং মিল্টনকে কল্পনার প্রতিনিধি জ্ঞান ক'রে Paradise Lost অনুবাদ করেন। নবালোক (Aufklarung) যুগের প্রারম্ভেই জার্মানীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ ইংরাজী ভক্তদের দ্বারা। Herder এবং Goethe-র মধ্যেই এই জয় সম্পূর্ণ হয়। জার্মানীর প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি Friedrich Gottlieb Klopstock (১৭২৪-১৮০৩) তিনি মিল্টনের অনুকারী। তাঁর এপিক কাব্য Der Messias-র মধ্যে জার্মান জাতির দেশপ্রেম এবং পূর্বপুরুষের পৌরুষ ও গৌরবকে জাতির সামনে আদর্শ হিসাবে প্রতিভাত করেন, যার প্রভাব পরে হিটলার যুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাঁর কল্পনা ও ঘটনা-বিন্যাস সুসমঞ্জস নয় এবং ভাষার দিক থেকেও তিনি সম্পূর্ণ নন। তাঁর সম্বন্ধে Lessing বলেন, "So full of feeling that the reader feels nothing at all." (২৫০) কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম জার্মান জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পক্ষান্তরে Gottfried Ephraim Lessing (১৭২৯-৮১) সংযত এবং বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু প্রকৃত নাট্যকারের কল্পনা তাঁর ছিল না। তিনি Leipzig বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ ক'রে বার্লিনে সাংবাদিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন এবং কতকগুলি পত্রে জার্মানীর পল্লীগীতির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনিই প্রথম শেক্সপীয়রকে আদর্শ নাট্যকার হিসাবে বর্ণনা করেন এবং কর্নেলীর নাটক থেকেও পুরাতন ভ্রাম্যমাণ দলের নাটক যে জার্মানীর বেশী নিকট আত্মীয় একথা প্রচার করেন। পরে একে একে ভলটেয়ার, ড্রাইডেন ও Diderot এর লেখার অনুরক্ত হন এবং তাঁর রচনায় এঁদের জীবন-দর্শনের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তিনি কতকগুলি হালকা কমেডি অনুবাদ করেন। সাধারণ জীবনের বিফলতা নিয়ে George Lello's বিখ্যাত London Merchant-এর অনুকরণে এবং Diderot-এর আদর্শে Miss Sara Sampson নাটক লেখেন। একটি পবিত্র কুমারী কী ক'রে উচ্ছৃঙ্খল অসৎ একটি লোকের দ্বারা নষ্ট হল তারই কাহিনী এই নাটক। এখানি যদিও উচ্চাঙ্গের নাটক নয় তবুও জার্মান জনসাধারণকে তাই মুগ্ধ করল। পরবর্তী নাটক Minna Von Barnhelm। তৎকালীন জার্মানীর এক সৈনিক নায়ক ও সুন্দরী এক নায়িকার কাহিনী। তাদের দুই চাকরই এই নাটকের হাস্যরসের খোরাক। এই ভৃত্য দুইটির পরিহাস ও ব্যঙ্গ বাদ দিলে এটিকে চরিত্রপ্রধান নাটক বলা যায়। Diderot হালকা প্রহসনকে মূল্য দেননি এবং Lessing-এর প্রিয় নাট্যকার তখন ছিল ইংরাজ নাট্যকার Farquhar ; কিন্তু তা হলেও তাঁর Minna শত বৎসরের যুদ্ধান্তে জার্মানীর প্রকৃত চিত্র।

তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রতিভাশালী সৃষ্টি Laokoon. এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আর্টের সীমা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন

(২৫০) Ibid.—Cohen—p. 225.

কবিতার বর্ণনা থেকে ঘটনার প্রাধান্য থাকাই উচিত। এই মতবাদ নবালোক যুগের ক্ষতিসাধন করলেও Sturm und Drang যুগের পথকে পরিষ্কার ক'রে দেয়। তাঁর যুক্তি সুন্দর কিন্তু মন্তব্য গ্রহণীয় নয়। প্রাশিয়ার রাজা তখন ভলতেয়ার দ্বারা প্রভাবিত তাই লেসিং তাঁর কাছে কোন সমর্থন না পেয়ে হামবুর্গে চলে যান। সেখানে তিনি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত নাটকের সমালোচনা করেন। এই নাটক সমালোচনায় তাঁর আলোচ্য অ্যারিস্টটলেরই পুনরাবৃত্তি হ'য়ে দাঁড়ায়—নাটকীয় দুঃখের মধ্য দিয়ে যে অনুভূতি দর্শকহৃদয়ে উপস্থিত হয় তাই মানব-হৃদয়কে বিকশিত করে এবং তাই আদর্শ। তিনি ফরাসী আদর্শকে (কর্নেলী থেকে ভলতেয়ার পর্যন্ত) নস্যাৎ ক'রে দেন এবং স্থান-কালাদির একত্বকেও অস্বীকার করেন।

তাঁর পরবর্তী নাটক Emilia Galotti-র মধ্যে নায়িকার জীবনে প্রেম ও সম্মানের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। নাটকীয় রীতি প্রাচীনধর্মী। লেসিং-এর বাকি জীবন মিরাকল্ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও রচনা নিয়েই কেটেছে। এদিক দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদ Duke of Burnswick-এর চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়, কারণ তিনি তাঁরই সভায় গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তার পরেও তাঁকে নাটক লিখতে হয়। মহৎ একটি ইহুদী চরিত্র (Nathan der Weise—Nathan the Wise) নিয়ে, প্রাচ্য পটভূমিকায়, ফরাসী রীতিতে এবং জার্মান ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই নাটক লিখিত হয়। নাটকটি দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে মূল্যবান, এবং বিদেশী নাট্যকারদের প্রভাব বর্জিত। মানবতাধর্মী এই নাটক তাঁর প্রকৃত মৌলিক সৃষ্টি।

শেক্সপীয়রের নাটক প্রথম জার্মান গদ্যে অনুবাদ করেন প্রতিভাধর লেখক Christoph Martin Wieland (১৭৩৩-১৮১৩)। তাঁর সুন্দর শক্তিশালী ভাষা বহু যুগ ধ'রে জার্মানীর আদর্শ ভাষারূপে গণ্য হয়েছে। তিনিই প্রথম Bildung-sroman উপন্যাস বা ভাববাদী (Novel of Ideas) উপন্যাসের প্রবর্তক। এই জাতীয় উপন্যাস আজও জার্মান সাহিত্যকে সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। Agathon উপন্যাস তাঁর নায়কের জীবনের শিক্ষায় শিক্ষালাভ করার কাহিনী। এর পটভূমি কল্পিত এক গ্রাম এবং লিখনশৈলী ও রীতি Richardson-এর অনুকৃতি। পরে তিনি ফরাসী লেখক Sterne-এর দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে গ্রীক গল্পকে চরিত্র সৃষ্টি ও হাস্যরসের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তাঁর Oberon কল্পনাবিলাসী এপিক, চসারের Merchant's Tale এবং Midsummer Night's Dream-এর সংমিশ্রণে রচিত এক অভিনব আদর্শবাদী প্রয়াস। মৌলিক সৃষ্টিই তাঁর প্রকৃত মূল্য নয়, তিনিই জার্মান সাহিত্যে প্রথম ইউরোপীয় সাহিত্যের সমন্বয় করেন। সাংবাদিক হিসাবেও তিনি বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং জার্মান জাতিকেও এই চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেন। তাঁর বর্ণনা ও ভাষার সৌন্দর্য অপূর্ব এবং এই অসাধারণত্বের জন্যই তাঁর

রচনা ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয় এবং তাঁর দানেই জার্মান সাহিত্য ইউরোপে পরিচিতি লাভ করে।

Göttingen-এর অধ্যাপক Georg Christoph Lichtenberg (১৭৪২--৯৯) স্টার্নের প্রভাবেই: লিখতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, ইনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন জার্মান ভাষায় লেখা শিখতে। তাঁর ভাষা তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গপূর্ণ, সুন্দর, ভাব ও ভাষার সমতায় এবং শব্দবিন্যাসে তিনি অনন্যসাধারণ। তিনি তখনকার ইউরোপীয় যুক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি Blake-এর অনুগামীরূপে নিজের অনুভূতিকেই লেখার মূলধন ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর He ran a little darkness Shop-এ তখনকার মিস্ট্রি সন্ধানীদের মনোবৃত্তিকে তীব্র ব্যঙ্গ করেন।

যাই হোক, নবালোকের যুগ বেশী দিন স্থায়ী হল না। রুশোর খ্যাতি তখন সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৭৭০ সালে যখন Goethe এবং Herder দুজনে Strasbourg-এ মিলিত হলেন এবং Kant ও Köningsberg এসে অধ্যাপক হলেন তখন থেকেই লেসিং-এর Diderot স্তুতি থেকে যে আন্দোলন মন্দীভূত হ'য়ে এসেছিল তার অবক্ষয় হল এবং জার্মান সাহিত্যে সত্যকার মৌলিক সৃষ্টি আরম্ভ হল।

Johann Gottfried Herder (১৭৪৪-১৮০৩) প্রথম এই নূতন সুরকে ঝঙ্কৃত ক'রে তুললেন। তাঁর লেখা কোন সমাপ্ত গ্রন্থ নেই, তথাপি তাঁর প্রভাব পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে প্রচুর এবং প্রবল, বিশেষতঃ গ্যেটের মধ্যে। গ্যেটে প্রথমে তাঁরই উপগ্রহরূপে অবস্থান করেছিলেন, পরে তাঁর খ্যাতি হরণ ক'রে সারা ইউরোপে খ্যাতিমান হ'য়ে ওঠেন। তিনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি যুক্তিবাদ বিরোধী অধ্যাপক Johann Georg Hamann (১৭৩০-৮৮)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁরই প্রেরণায় Jakob Boehme-এর মিস্টিক ভাবের সঙ্গে পরিচিত হন কিন্তু তিনি নিজে মিস্টিক ছিলেন না। বরং সেই সময়ের Diderot বলা যায়। তিনি মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার ক'রে অন্যকে তা সম্পূর্ণ করতে দিয়ে গিয়েছেন। লেসিং স্থান-কালাদির একত্বকে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু তিনি পুরাতন ও নতুনকে এক বিবর্তনবাদমূলক তত্ত্ব দিয়ে বেঁধে সকল তত্ত্বের সমন্বয় করলেন। তিনি ফরাসী-বিরোধী ছিলেন, Diderot-এর মধ্যে কোন গুণ খুঁজে পাননি বরং শেক্সপীয়রের অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেনও প্রচুর। সব জাতির পুরানো পল্লীগীতি ও গীতি-কাহিনীকে তিনি সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেছিলেন। এই সংগ্রহে তিনি MacPherson-এর Ossian, হোমর ও শেক্সপীয়রের নির্বাচিত কবিতাকে স্থান দেন। ১৮শ শতকের প্রিয় ভার্জিল অপেক্ষা তিনি হোমরকে বড় মনে করতেন। রুশোর প্রকৃতিপ্রীতিও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। প্রকৃতি অর্থে তিনি হৃদয়ানুভূতি বুঝেছিলেন ব'লে হৃদয়কেই সর্বোচ্চ আসন দিয়েছেন। কবিকে তিনি ভগবানপ্রেরিত সুন্দরের স্রষ্টা ব'লে মনে করতেন, তাই বাহ্য প্রকাশের অন্তরালে তিনি কবির প্রকৃত স্রষ্টা হৃদয়কে খুঁজতেন। মধ্যযুগীয় গুণাবলীই ছিল তাঁর কাছে অনুভূতির যুগ এবং এই

ভাবে তিনি রোমান্টিসিজমের যুগের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেন। অর্থাৎ যুক্তিভিত্তিক নীতিবাদ থেকে অনুভূতিভিত্তিক নীতিবাদ যে বেশী সৎ ও সত্য এই বিশ্বাস থেকেই রোমান্টিসিজমের সূচনা।

এই অনুভূতি-প্রাধান্যের অব্যবহিত ফল হলো লিরিক কবিতার সৃষ্টি। বিশ্ববিদ্যালয় শহর Göttingen থেকে Musenalmanach (The Muses' Almanack) নামে একটি সাময়িক পত্রিকা বেরুত। এ শহরটি হ্যানোভারে অবস্থিত ব'লে এখান থেকে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। এই পত্রিকায় বহু লিরিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তখনকার গীতি-কবি হিসাবে Johann Christian Günther (১৬৯২-১৭২৩) প্রখ্যাত। ইনি কবি হিসাবে শক্তিশালী কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বিফল প্রেমের দুঃখবাদ তাঁর কবিতাকে অনেক স্থলেই পঙ্গু ক'রে রেখেছে। তাঁর জীবনও তিনি নানা দুঃখে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর কবিতার আরম্ভ অনেক ক্ষেত্রেই উত্তপ্ত, শক্তিময়, মাঝে মাঝে দুই চারিটি ছত্র ও স্তবক উজ্জ্বল ও চমৎকার কিন্তু সমগ্র কবিতায় এই সাম্য রক্ষিত হয়নি।

এই সাময়িক পত্রিকার কবিগোষ্ঠীর মধ্যে Günther-এর মত শক্তিশালী কবি কেউ ছিলেন না। তবে তাঁর মধ্যে Matthias Claudius (১৭৪০-১৮১৫) প্রসিদ্ধ। তাঁর ভক্তিরসাশ্রিত -কবিতাগুলি সেই যুগের কবি ও পরবর্তী যুগের baroque (স্বেচ্ছাচারী) কবিগণের সংযোগ সূত্র। তাঁর Der Tod und das Madchen (Death and the Maiden) পরবর্তী প্রখ্যাত কবি Schubert-এর ভাষা জুগিয়েছিল। Ludwig Hölty (১৭৪৮-৭৬)-এর কবিতা আঙ্গিকের দিক থেকে সুন্দর। Gottfried August Bürger (১৭৪৭-৯৪) নাটকীয় গীতিকাব্য রচনা করেন। তাঁরই Lenore গীতিকাব্য স্কট ও পরে রসেটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচনার দ্বারা উৎসাহিত হ'য়েই Robert Southey মধ্যযুগীয় পল্লীগীতিকাহিনী রচনা করেন।

রুশোর প্রভাবে, হার্ডারের তত্ত্বের আদর্শে এবং Diderot-এর অনুকরণে জার্মানীর নবালোকের যুগের অবক্ষয় শুরু হয় এবং Sturm und Drang-এর যুগ শুরু হয়। যে নাটক থেকে এই Sturm und Drang নামটির উৎপত্তি সেটি একটি স্বল্পখ্যাত লেখকের লেখা। F. M. Von Klinger (১৭৫২-১৮৩১) নামে এক গ্যেটের অনুরক্ত দরিদ্র তরুণ সামরিক জীবন গ্রহণ ক'রে রাশিয়ার সৈন্যদলে জীবন সমাপ্ত করেন। তাঁর নাটক Der Wirrwarr oder Sturm und Drang (The Shinedy or Storm and Stress) আতিশয্যপূর্ণ অতিরঞ্জিত উত্তেজনাপূর্ণ একখানি নাটক। এই গোষ্ঠীভুক্ত J. M. Lenz (১৭৫১-৯২) তাঁর থেকেও শক্তিশালী ও সাম্যভারহীন লেখক। গ্যেটে তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে উল্কার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি ট্রাজেডি ও কমেডিকে মিশিয়ে ছোট ছোট দৃশ্যে বর্তমান সিনেমার চিত্রনাট্য ভঙ্গিতে নাটক লিখেছিলেন। এই কাহিনী ও রচনা অনেকটা

উপন্যাসের কাছাকাছি। এই Sturm und Drang-এর যুগের নাটকই একটা অবদান নয়, কিন্তু এই অতি নাটকীয় নাটকের প্রভাবই গ্যেটে ও শিলারের যুগের পথকে চিহ্নিত ক'রে রেখে গেছে।

Johann Wolfgang Von Goethe (১৭৪৯-১৮৩২) প্রথম তখনকার ক্ষুদ্র প্যারি Liepzig-এ শিক্ষার্থে যান এবং নবালোকের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হন। তাঁর প্রথম লেখায় ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া তখনকার যুক্তিযুগের চাহিদায় অক্ষম ব'লে প্রতিপন্ন হয়। একুশ বছর বয়সে একটা বড় অসুখ এবং তার সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ এক নারী-ঘটিত ব্যাপারের পরে তিনি Strasbourg-এ যান। সেখানে তিনি প্রথম Herter দ্বারা প্রভাবিত হন এবং পরে তাঁর দ্বারা Klinger এবং Lenz প্রভাবিত হন। লিপজিগ থেকে স্ট্রাসবুর্গ যাওয়ার মধ্য সময়ে তিনি যুক্তিবাদী Boehme-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। Boehme বিশ্বাস করতেন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আত্মার পরিবর্তন সাধন সম্ভব। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাব তাঁর জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়। স্ট্রাসবুর্গে তিনি শেক্সপীয়র এবং গোল্ডস্মিথের Vicar of Wakefield-এর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর কাছে মনে হয় এইই জার্মান সাহিত্যের প্রকৃত দ্যোতক। ১৭৭০ সালের পর তাঁর মনের এবং ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে। তিনি তখন বিশ্বাস করেন সুন্দরের উপলব্ধি প্রতিভা যুক্তি ও বুদ্ধির অতীত, অনুভূতি ও আবেগ যুক্তির থেকে বড়।

তাঁর কবিতার ভাব ও ভাষা অল্পদিনেই পূর্ণতা লাভ করল। তিনি তখন একখানি নূতন নাটক লিখলেন—Götz Von Berlichingen। এটি স্টার্মড্রাং নাটক। নাটকের নায়ক এক বীর দস্যু; এই নাটকে তিনি সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিভার সংগ্রামকে চিত্রিত করেন। এই নাটকের মাধ্যমে রুশোর সমাজ আক্রমণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ জার্মানীতে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। তাঁর নাটক শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকের অনুকরণে ও আদর্শে লিখিত। শেক্সপীয়রের মত তিনিও দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তন করেছেন এবং তৃতীয় অঙ্কে উনিশটি দৃশ্য পরিবর্তন করেছেন। এই সময়েই তিনি Dr. Faust লিখতে আরম্ভ করেন। ফাউস্টের কাহিনী পুরাতন, Marlow থেকে Lessing পর্যন্ত এর কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে কিন্তু গ্যেটের ফাউস্টে রক্তমাংসের জীবন ও আত্মিক জীবনের সংঘাতই তাকে পূর্ণতা দিয়েছে। গ্যেটের ধারণা ছিল ভালবাসা ও প্রবঞ্চনা সমার্থক, হৃদয়ানুভূতি ও আত্মার মিলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এই বিশ্বাসের বশে তিনি একটির পর একটি নারীকে ভ্রষ্টা করেছেন এবং পরক্ষণেই উপলব্ধি করেছেন তাকে তিনি জীবনে চাননি। কিন্তু এই জৈবাবেগের নেশায় মানুষ কেবল দুঃখই পায়, দুঃখ বড় হ'য়ে ওঠে, অন্ততঃ যুগলের একজনের জীবনে। যেমন প্রণয়িনী Gretchen-এর জীবনে হয়েছিল। আত্মজীবনীর এই অংশই তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস Werther-এ দেখিয়েছেন। এখানি তাঁরই জীবনের এক আবেগময় অধ্যায়। (২৫১) তাঁর

(২৫১) সমারসেট মমের Point of Viewতে এর বিস্তৃত ও সুন্দর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

কোন বন্ধুর প্রণয়িনী ও ভাবী স্ত্রী Charlotte Buff-এর প্রতি তাঁর অযৌক্তিক প্রেম এবং তার সঙ্গে মিশে আছে তারই অন্য এক বন্ধুর ঘটনা। তাঁর এই বন্ধুটি এক বিবাহিতা মহিলার প্রতি প্রণয়ে ব্যর্থ হ'য়ে আত্মহত্যা করেন। রিচার্ডসন ও রুশোর অনুকরণে পত্রালাপের রীতিতে লেখা তাঁর এই উপন্যাস। তার মধ্যে Charlotte-র লেখা কয়েকখানি সত্যকার পত্রও স্থান পেয়েছে।

Götz নাটকের উগ্র জাতীয়তাবাদী কাহিনী তাকে জার্মানদের কাছে জনপ্রিয় করেছিল এবং তাঁর Werther তাঁকে সমস্ত ইউরোপে পরিচিত ও প্রখ্যাত করে ছিল। কিন্তু মহাদেশের পাঠক তখন তাঁকে ঠিকভাবে গ্রহণ করেনি, তাঁর নায়কের জন্য চোখের জল ফেলেছে, এবং আত্মহত্যাকে জৈবাবেগের অবশ্যম্ভাবী এবং মহৎ পরিণতি ব'লে মনে করেছে। অহংপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আত্মানুরাগকে ইউরোপ তখন বন্দী মানবতার লাঞ্ছনা ব'লে ভুল করেছিল এবং সেইটেই তখন চলতি ধারণা ছিল। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের প্রকৃত মূল্য তাঁর মনোবিকলনে (Psycho-analysis)। মনের এই ভাবধারা ও মনস্তত্ত্বকে পূর্বের কোন লেখক এমন ভাবে প্রকাশ করতে পারেননি এবং গেটে যে Werther-এর দুর্বলতাকে জৈবাবেগের শক্তি বলে মনে করেছেন এইটাই তাঁর নিজস্ব চরম দুর্বলতা। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ Clavigo একখানি নাটক। এও Werther বা হ্যামলেটের মত অস্থিরচিত্ত নায়ক নিয়ে লেখা, তার মধ্যে Götz-এর আবেগ ও উত্তেজনারও অভাব আছে। Egmont তাঁর বিক্ষুব্ধ জীবনের শেষ নাটক। এই গ্রন্থের নায়ক তাঁরই মত নিজেকে প্রতিভাবান ব'লে মনে করেছেন, খ্যাতিও অর্জন করেছেন কিন্তু যুক্তি ও নীতিকে উপেক্ষা ক'রে ধ্বংস হ'য়ে গেছেন। এই নাটকের একমাত্র বিস্ময়কর সৃষ্টি Clarchen-এর চরিত্র। প্রাকৃত Egmont-এর চরিত্র একটি বাস্তব চরিত্র থেকে গৃহীত এবং এই ভদ্রলোক এগারটি সন্তানের পিতা ছিলেন। এর ভাবালুতাই একমাত্র আনন্দ অন্যথায় নাটক অত্যন্ত দুর্বল।

১৭৭৫ সালে গ্যেটে আর একবার এক প্রেমের ব্যাপারে হতাশ হ'য়ে লেখক-জীবন ত্যাগ ক'রে Weimar-এর জমিদারীতে চাকুরী নিয়ে যান। তখন বয়স তাঁর ২৬; মাত্র একখানি উপন্যাসের জন্য ইউরোপখ্যাত এবং কয়েকখানি শক্তিশালী অক্ষম নাটকের লেখক হিসাবে জার্মানীতে আদৃত। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর গীতি-কবিতা, এই কবিতায় প্রকৃতি-প্রেম ও আত্মবিশ্বাস একত্র মিশ্রিত হ'য়ে এক অনবদ্য সৃ সম্ভব হয়েছে। কেহ কেহ বলেন, "Shakespeare crowned English Literature and Goethe founded German Literature." (২৫২)। তাঁর নাটক Egmont, Iphigenia in Tauris এবং Torquato Tosso নাটক হিসাবে জার্মান সাহিত্যকে যথেষ্ট অগ্রগতি দিলেও সম্পূর্ণ সফল নাটক বলা যায় না। তাঁর Dr. Faust-এর প্রথম অংশ ১৮০৬ এবং দ্বিতীয় অংশ ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়।

(২৫২) Outline of World Literature—J. Drinkwater.—p. 388.

Sorrows of Werther ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও তাঁর সত্যকার শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা Wilhelm Miester. এটি Novel of purpose-এর প্রথম উপন্যাস এবং এই রচনাতেই তিনি কাহিনীকে নীতি ও সংস্কৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। সর্বোপরি চিরন্তন হ'য়ে রয়েছে তাঁর গীতি-কবিতা, মানব-অন্তরের শাশ্বত অনুভূতিকে তিনি রূপায়ণ করেছেন তাঁর হৃদয়ের কস্তুরী-সুরভিতে।

গ্যেটে তাঁর জীবন কাটিয়েছেন চঞ্চল শিশুর মত এবং সৃষ্টি করেছেন বিক্ষুব্ধ জীবনের সাহিত্য। কিন্তু এই বিক্ষোভমূলক সাহিত্য শুরু হওয়ার চার বৎসর পরে আর একটি যুবক এই ধারায় প্রভাবিত হ'য়ে জার্মান নাট্যজগতে আরও অনেক কিছু দান করেছেন। ইনি সামরিক চিকিৎসক প্রখ্যাত Friedrich Schiller (১৭৫৯-১৮০৫), বয়সে গ্যেটের দশ বছরের ছোট, এবং প্রথম জীবনে গ্যেটের অনুরক্ত ভক্ত। যৌবনে তাঁর ইচ্ছা ছিল ধর্মযাজক হবেন। তাঁর প্রথম নাটক Die Rauber (The Robber) গ্যেটের Götz নাটকের অনুরূপ। তাঁর নাটকেও পীড়ক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে। নায়ক Karl Moor বিপ্লবী, তার মুখের বাণীই আজও স্বাধীনতাকামী মানুষের আবৃত্তি করবার মত। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামই এই নাটকের বিশেষত্ব নয় বরং শেষ পর্যন্ত নায়কের আদর্শ ত্যাগই বৃহত্তর আদর্শ। নায়ক যখন দেখল, তার সংগ্রামের পন্থা নীতির দিক থেকে গ্রহণীয় নয় তখন সে বলল, "Two such men as I, would destroy the moral edifice of the world." (২৫৩) এই নাটক খুব সাফল্য লাভ করেছিল কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠপোষক ধনিকগণ তাঁকে লেখা বন্ধ করতে বললেন। অতএব তাঁকে Mannheim-এ চলে যেতে হল। সেখানে স্থানীয় থিয়েটারের জন্য নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। পরবর্তী নাটক Fiesco বিশেষ সফল হল না,—যে ঐতিহাসিক রূপ তাঁর চরিত্রে তিনি দিলেন তা নায়কের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মানাল না। তাঁর ট্র্যাজেডি Kabale und Liebe (Intrigue and Love) তাঁর নিজের জীবনের এক প্রেম-কাহিনী। যখন তিনি Württemberg-এ ছিলেন তখন এক সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে আসেন। নাটকের ঘটনা স্বাভাবিক এবং বাস্তব, চরিত্রসৃষ্টিও সুন্দর। রুশোর অনুভূতি, Diderot-এর তত্ত্ব এবং লেসিং-এর লিখনরীতি এক সঙ্গে মিলিত হ'য়ে এই নাটকখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলেছিল।

শিলার ধীরে ধীরে বিক্ষোভমূলক (Sturm and Drang) লেখার প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন। দুই বৎসর ধরে Don Carlos নাটকখানি লেখেন,—নাটকখানি অসঙ্গতিদুষ্ট এবং প্রথমে গদ্যেই লেখা হয় কিন্তু তখন ফরাসী রীতি হিসাবে নাটকে কাব্যরীতির ব্যবহারই শ্রোতাগণ পছন্দ করতেন ব'লে তিনি তাকে পুনরায় পদ্যে পরিণত করেন। ব্যক্তিগত জীবনের একটা প্রেমকাহিনীর অনুভূতি থাকায় সেটা কোনমতে উৎরে গেল। Don Carlos-এর বিমাতার প্রতি আসক্তি এবং Count

(২৫৩) Ibid—Cohen—p. 234.

Posa-র সঙ্গে ভাবপ্রবণ বন্ধুত্ব এবং তাঁর মাদ্রিদ থেকে চলে আসার ঘটনা সবই শিলারের Mannheim-এর ঘটনার প্রতিচ্ছবি। নাটক শেষ করার পূর্বেই তিনি লিপজিগে এলেন এবং উইমারে গ্যেটের সঙ্গে দেখা ক'রে Jenaতে এসে তাঁর অধ্যাপকের চাকুরীতে যোগ দিলেন।

গ্যেটে তখন উইমারে এক ডিউকের অধীনে চাকুরীরত এবং তাঁর থেকে বয়সে বড় Frau Von Stein নামে এক মহিলার প্রতি আসক্তি নিয়ে বাস করেন। এই আসক্তিপ্রসূত কয়েকটি সুন্দর গীতিকবিতাই তখন গ্যেটের একমাত্র সৃষ্টি। ফাউস্ট লেখাও আর অগ্রসর হয়নি। আট বৎসর ধরে Wilhelm Meisters Theatralische Sendung (Wilhelm Meister's Theatrical Mission) উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত। এই উপন্যাসে মধ্যবিত্ত ধরা-বাঁধা জীবনের খণ্ডিত জীবন থেকে Wilhelm স্বাধীনভাবে অভিনেতার জীবন গ্রহণ করেছে। এই সময়ের কয়েকটি লিরিক কবিতা খুবই উচ্চাঙ্গের। মানবের সীমিত শক্তির সম্বন্ধে কবি যখন সচেতন হ'য়ে উঠেছেন তখন তিনি বললেন, মানুষ যেন ভগবানের সঙ্গে শক্তির পরিমাপ করতে না যায়—মানুষ যদি আকাশের তারার কপাল ছোঁয়াতে চায় তবে তার পা আর তাকে খাড়া ক'রে রাখতে পারবে না। (২৫৪) গ্যেটের জীবনে Werther-এর spirit তখন ক্ষয়িষ্ণু। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন। যৌবনের রোমান্টিকভাবের বিরুদ্ধে একটা যুক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মনে বিবর্তনবাদের প্রতি একটা বিশ্বাস গ'ড়ে উঠেছে, তবে সেটা ডারউইনের বিবর্তনবাদ নয়। তাঁর বিবর্তনবাদ আত্মিক জীবনের, যৌবনবিক্ষুব্ধ Werther তখন এক মহিমান্বিতা মহিলার প্রেমের আলোয় জ্ঞান আহরণ ক'রে উইমারের সমর্থ শাসক হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর এই আত্মিক বিবর্তনবাদের আরও গভীর অনুভূতির প্রয়োজন ছিল। ১৭৮৬ সালে তিনি হঠাৎ ইতালীতে চলে যান এবং ইতালীর অতীত ঐতিহ্যকে প্রত্যক্ষ ক'রে অভিভূত হন। দুই বৎসর ইতালীতে থেকে তাঁর Egmont শেষ করেন এবং Faust-এর দুটি দৃশ্য লেখেন। এই সময়েই তাঁর Iphigenie auf Tauris ইউরিপিডিসের নাটক অবলম্বনে ফরাসী রীতিতে লেখা শ্রেষ্ঠ নাটক। এটিও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। গ্রীক রাজকন্যার চরিত্রের মাধ্যমে Frau Von Stein-এর প্রেম, ও মহিমময় নারীত্ব এবং Orestes চরিত্রের মধ্যে তাঁর নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। কাহিনী গ্রীক হলেও রচনা ও তত্ত্বভাবে তা সম্পূর্ণ নূতন। নাটকের ঘটনাবিন্যাস শ্লথ কিন্তু এর কাব্যরসের আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গ্যেটে উইমারে ফিরে এলেন, কিন্তু তাঁর এই নূতন সৃষ্টি সেখানে আদৃত হল না। এই সময়ে কবি প্রকাশ্যভাবে একটি ঝি-শ্রেণীর মেয়েকে রক্ষিতা রাখেন এবং পরে তাকেই বিবাহ করেন। এই সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে

(২৫৪) Ibid—Cohen—p. 235.

Römische Elegien (Roman Elegies) লেখেন। এই কবিতায় তাঁর পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে। এ কবিতাও কিছুটা সঙ্গতিহীন এবং অনেকটা সামঞ্জস্যহীন। এই সময়েই তিনি Christian Vulpinকে বিয়ে করেন। তাঁর অতীন্দ্রিয়তা ও প্রেম নেমে আসে পৃথিবীর বাস্তব বুকে, তিনিও রুশোর মত পার্থিব হ'য়ে ওঠেন। রুশোর মত বিক্ষুব্ধ বাস্তবতার মধ্যে যুক্তিবাদ বড় হ'য়ে ওঠে। রুশোর স্ত্রীও একটি সাধারণ ঝি-মেয়ে। এই সময়ে তিনিই চেষ্টা ক'রে শিলারকে জেনার অধ্যাপকতা দেন। জেনাতে এসে শিলার দুখানি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। প্রথমটি নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহের পটভূমিকায় এবং দ্বিতীয়টি ৩০ বৎসরের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। ইতিহাসকার হিসাবে শিলার নবালোক যুগের অনুগামী, তবে তাঁর চরিত্রসৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন, যদিও তিনি ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই রাখেননি।

এই সময়টি দার্শনিক Kant (১৭২৪-১৮০৪)-এর যুগ। শিলার কাণ্টের ভাববাদ দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে উঠলেন। কাণ্টের খ্যাতি তখন সমস্ত ইউরোপে গ্যেটে-বিথোফেনের খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর দর্শনে তিনি বাস্তববাদ ও ভাববাদের একটা সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন এবং "সত্য-জগতের প্রবেশের দ্বার"কে নৈতিক চেতনা ব'লে প্রচার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কাণ্টের দর্শন প্লেটোরই অনুরূপ, কেবলমাত্র তিনি ধর্মীয় ভিত্তিকে বাদ দিয়েছিলেন। তবুও তাঁর দর্শনে এমন একটা প্রেরণা ছিল যা ভবিষ্যতের রোমাণ্টিসিজমের অগ্রদূত ব'লে মনে করা যেতে পারে।

১৭৯৪ সালে বহু বিরোধিতার পরে তাঁরা প্রকৃত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকেন। এই সময়ের লেখার মধ্যে তাঁর ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বিরাগ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। আভিজাত্যের প্রতি একটা সমীহ ও অনুরাগ তাঁর ছিল, তাই বিপ্লবের ধারাকে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা কোলেরিজের মত অনুভব করেননি। এই বিপ্লব যে ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে এসেছিল এটাও তিনি বিশ্বাস করেননি।

কবিতার দিক থেকে গ্যেটে ও শিলার পরস্পরের পরিপূরক। শিলার নিসর্গের দিকটা দেখেননি, কেবল অন্তরকে দেখেছেন ; গ্যেটে অন্তরকে দেখেননি নিসর্গকেই দেখেছেন। শেষ দশবছর তাঁরা একটি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেন, পত্র ও সমালোচনায় উভয়ে উভয়ের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠেন। এই সময়ে উভয়েই অতীত গ্রীক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী হ'য়ে ওঠেন, এই গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যেই প্রকৃতি ও আর্ট একীভূত হ'য়ে গিয়েছিল। এই সময়ে গ্যেটের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি Wilhelm Meister's Apprenticeship, পূর্ব রচনার অনুবৃত্তি প্রকাশিত হয়। ১৭৯৭ সালে তাঁরা উভয়েই পুরাতন পল্লীগাথার প্রতি (G. A. Bürger-এর মত) অনুরাগী হ'য়ে ওঠেন। এই পল্লীগাথার মধ্যে শিলারের নীতিবাদ ও গ্যেটের মানব-চরিত্র রহস্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে এবং ১৯শ শতকের

শেষ পর্যন্ত এই রচনাগুলি সমানভাবে আদৃত হয়েছে। তার মধ্যে শিলারের Song of the Bell এ মানবের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব-জীবন গীতি-কবিতার সুষমায় মণ্ডিত হ'য়ে চিরন্তন হ'য়ে আছে এবং গ্যেটের Hermann und Dorothea-র মধ্যে রাইনল্যাণ্ডের এক ক্ষুদ্র শহরে বিপ্লবী সৈনিকদের কীর্তিকলাপ অপূর্ব কাব্য-রসসিঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে। শিলার অতঃপর সৈনিক জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনী নিয়ে Wallenstein নাটক লেখেন। এই নাটকখানি শেক্সপীয়রের Henry IV-এর আদর্শে লেখা। কিন্তু সাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা এই নাটকখানি সমস্ত জার্মানীকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল এবং ফরাসীদের বিতাড়নের জন্য জাতি অধৈর্য হ'য়ে উঠেছিল।

শিলার কিছুদিনেই তাঁর দেশপ্রেমের কাহিনী থেকে সরে গিয়ে তাঁর Maria Stuart নাটক লিখলেন। স্কটল্যাণ্ডের এই রাণীর দুঃখময় জীবনকে কেন্দ্র ক'রে লেখকের নীতিবাদ বড় হ'য়ে উঠেছে। পরবর্তী নাটক Maid of Orleans-এ তিনি ইতিহাসকে অগ্রাহ্য ক'রে জোয়ান অব আর্ককে যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত করলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নাটকখানি সুগঠিত এবং সুসংবদ্ধ। পরবর্তী নাটক Bride of Messina কর্নেলীর নাটকের অনুকৃতি। Wilhelm Tell তাঁর শেষ নাটক। এই নাটকে পুরাতন বীরত্ব, মহত্ত্ব, দেশপ্রেম ও অধ্যাত্ম চেতনার আদর্শবাদই পুনরায় নূতনভাবে লিখিত হয়েছে। এই আদর্শবাদ হয়ত আজকের জীবনে গ্রহণীয় নয়।

শিলারের প্রতিভা প্রচুর মৌলিক সৃষ্টির দাবী করতে পারে না। শেক্সপীয়র, গ্যেটে, কাণ্ট, রুশোর সমবেত প্রভাবেই তাঁর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে গ্যেটে একজন সত্যদ্রষ্টা বন্ধুকে হারালেন। এর পরে গ্যেটে ২৭ বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু তখন তাঁর প্রতিভা ক্ষয়িষ্ণু। তাঁর উপন্যাস The Elective Affinities-তে তিনি চারটি চরিত্রের মন বিশ্লেষণ করেছেন এবং Poetry and Truth তাঁরই আত্ম-জীবনীর এক অধ্যায়।

গ্যেটে যখন জন্মেছিলেন তখন জার্মান সাহিত্য ছিল না বললেই হয়, কিন্তু যখন তিনি চলে গেলেন তখন জার্মান সাহিত্য উন্নত ও প্রখ্যাত। ১৯শ শতকের সাহিত্যের Romanticism, Classicism এবং Drama of Psychological Conflict, এ সবেরই প্রথম সূচনা হয়েছিল মহাপ্রতিভাধর এই কবির রচনায়। ১৮৩২ সালের ২২শে মার্চ ৮২ বছর বয়সে গ্যেটে দেহত্যাগ করেন।

রোমাণ্টিক যুগ

১৭শ শতকের থেকেই যুক্তিবাদ অর্থাৎ মস্তিষ্কগত যুক্তিভিত্তিক চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু ১৮শ শতকে এসে এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ গ'ড়ে উঠল। মস্তিষ্ক দিয়ে মানুষ খুঁজল সত্যকে, শান্তি পেতে চাইল দেহ-মনে, কিন্তু তা ব্যর্থ হল। তখন মানুষ বুঝল, হৃদয় ব্যতীত, হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ব্যতীত সত্য ও সুন্দর লাভ হয় না। হৃদয় দিয়েই সত্য লাভ করা সম্ভব। ডেকার্টের যুক্তিবাদ এর বিরুদ্ধে কাণ্টের সত্যানুভূতির দর্শনই প্রবলতর হল। জার্মানীর এই ভাববাদ (Idealism) কাণ্ট থেকে হেগেল পর্যন্ত চলে এসেছে। ডেকার্টের শিষ্যদের হাতে এসে তাঁর শিক্ষা ও তত্ত্ব নীরস যুক্তিভিত্তিক নীতিবাদে পৌছল এবং তার প্রতিক্রিয়া শুরু হল কাণ্টের ভাববাদের প্রভাবে। তাঁরা বললেন, স্বজ্ঞাই (intuition) মূল, এই আত্মানুভূতি মানব-জীবনে আসে নিসর্গ প্রেম ও যৌন প্রেমের ভিতর দিয়ে। এই মতাবলম্বীরাই রোমাণ্টিক নামে খ্যাত। ১৭শ শতকের বাস্তববাদের প্রতিক্রিয়ারূপেই রোমাণ্টিসিজমের আবির্ভাব। রুশো প্রথম বললেন, Intuition and inspiration (স্বজ্ঞা এবং প্রেরণা)-ই সত্যের মূল। রুশোর এই মতবাদ অস্পষ্ট বলেই সম্ভবতঃ খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেনি। Spinoza (১৬৩২-৭৭)-র দর্শন থেকেই এই হৃদয়বৃত্তি প্রাধান্য লাভ ক'রে। তিনি বস্তুজগত ও আত্মিক-জগতকে একসঙ্গে বাঁধতে চাইলেন। অদ্বৈতবাদী স্পিনোজা ভগবানকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই প্রকট দেখলেন, বললেন, ধর্মপালন বা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মুক্তি নেই, আত্মচেতনার মধ্যেই মানবের মুক্তি সম্ভব। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে দুর্বোধ্য এই দর্শনের তত্ত্ব থেকে রুশোর সহজবোধ্য সহজিয়া মতবাদই বেশী জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল।

কিন্তু জার্মানীতে এই যুক্তিবাদ খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। প্রোটেস্ট্যাণ্ট Jacob Boehme এবং Emanuel Swedenborg (১৬৮৮-১৭৭২) প্রভৃতির অতীন্দ্রিয়বাদ যুক্তিবাদকে জার্মানীর সীমান্তেই প্রতিরোধ করেছিল। তা ছাড়াও Claude de Saint Martin (১৭৪৩-১৮০৩) এবং Fabred d' Oliver (১৭৬৮-১৮২৫) জার্মানীতে Diderot-এর ঠিক বিপরীত তত্ত্ব পরিবেশন করেছিলেন। Saint Martin বলেন, "Man is the tree, God is the sap... and when the live sap flows in him it transforms each of his branches into new trees." (২৫৫) রুশোর মত তিনি মানুষের বিচার করেছেন হৃদয় দিয়ে এবং দুঃখ করেছেন যে এই হৃদয় জাগতিক জীবনের মোহে নিম্নগামী ও ঘৃণিত হ'য়ে যায়। Fabre d' Oliver-ও বলেন, জড় ও জড়ের সমন্বয় থাকতে পারে না বা রূপান্তরিত হ'তে পারে না, যদি-না তাঁর পিছনে জীবন

(২৫৫) Ibid.—Cohen.—p. 243.

থাকে। স্পিনোজা থেকে আরম্ভ ক'রে জার্মানীর এই তত্ত্বগুলিতে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। ব্রহ্মময় জগতের তত্ত্ব একমাত্র ভারতীয় দর্শনই দিয়েছে। এই সময়ে এই দার্শনিক ও মিস্টিকগণ যে ভারতীয় সভ্যতা ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন একথাও সত্য। (২৫৬) জার্মানীর এই হৃদয়কেন্দ্রিক দর্শন ও তত্ত্ব থেকেই এবং জনজীবনে তার প্রভাব থেকেই প্রথম রোমান্টিক সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে। একদিকে Boehme এবং Swedenborg-এর দার্শনিক তত্ত্ব এবং অন্যদিকে রুশোর সহজিয়া মানব-নিসর্গ প্রেমের তত্ত্ব থেকেই এই নবযুগের সৃষ্টি। অর্থাৎ মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তিবাদের প্রতিবাদে মানুষ আর একবার হৃদয়কে আশ্রয় করল।

প্রথমে যখন বিক্ষোভমূলক (Sturm und Drang) নাটক ও কাহিনী এই রোমান্টিকতাকে গ্রহণ করল তখন তা ছিল অবয়বহীন, অনেক ক্ষেত্রে অসংবদ্ধ, যেমন গ্যেটের Werther এবং Faust-এর মধ্যে প্রকৃতির মূলীভূত সত্যকে কেবল অন্বেষণই করা হয়েছে। বার্ধক্যে এসে গ্যেটে Classicism-কেই বেশী মূল্য দিয়েছিলেন এবং রোমান্টিকতাকে উন্মত্ততা ব'লে অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু এই হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্যের জন্যই জার্মান-সাহিত্য আজও ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে চরিত্রে পৃথক।

এই যুগের প্রথম পথপ্রদর্শক Friedrich Hölderlin (১৭৭০-১৮৪৩), তাঁর গীতি-কবিতা মাঝে মাঝে গ্যেটের সমকক্ষ হ'য়ে উঠেছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন Ludwig Tieck (১৭৭৩-১৮৫৩) এবং E. T. A. Hoffmann (১৭৭৬-১৮২২)। এঁরাই রোমান্টিক যুগের আদিকবি।

Hölderlin কবিতার মধ্যে গ্রীসের স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখেছেন রুশোর প্রেরণা নিয়ে। তাঁর দার্শনিক উপন্যাস Hyperion রুশোর রীতি অনুযায়ী পত্রাকারে লেখা এবং এই উপন্যাসের বেগবান কল্পনা তুঙ্গী হ'য়ে এক নূতন সমাজের রূপ সৃষ্টি করেছে। তিনি উন্মাদ অবস্থায় মারা যান এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এই উন্মাদ অবস্থায়ই রচিত হৃদয়াবেগের প্রকাশ। তাঁর Hyperion এবং সফোক্লিসের দু'খানি নাটকের অনুবাদ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর লেখা সত্যকার খ্যাতি লাভ করে, এমনকি গ্যেটের রচনাকেও স্তিমিত ক'রে দেয়।

জার্মানীর এই প্রথম রোমান্টিক যুগে গল্পলেখকরাই প্রধান। এই সময়ে Hypnotism, Occultism প্রভৃতির খুব প্রচলন হয় এবং Hoffman প্রথম অলৌকিক গল্প লিখতে শুরু করেন। তিনিই Edger Alen Poe-র পথিকৃৎ। তখনকার দর্শনের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন এক অজ্ঞাত শক্তি মানব-জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে, তাই তাঁর চরিত্রগুলি এই অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত, কিন্তু তথাপি

(২৫৬) Here, once more, is the doctrine of inspiration and with it in Fabre d' Oliver and his circle, the interst in the civilizations of the East which fromed another strand of the Romantic skein.—Ibid.—p. 243.

তা বাস্তবানুগ। তাঁর লেখা ভাল গল্পের সবই ছোটগল্প এবং প্রসিদ্ধ ডেকামেরনের অনুরূপ রীতিতে লেখা।

Ludwig Tieck নানা ধরনের সাহিত্য লিখলেও তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর রূপকথা (Fairy Tales)। তখন Grimm ভ্রাতৃদ্বয় জার্মানীর রূপকথা সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেছেন। রূপকথাকার হিসাবে Tieck জার্মানীর রোমান্টিক যুগের একজন প্রখ্যাত গল্পকার। তিনি নাটকও লিখেছিলেন কিন্তু তাতে নাটকীয় আঙ্গিক রক্ষিত হয়নি। A. W. Von Schlegel (১৭৬৭-১৮৪৫) শেক্সপীয়র অনুবাদকে সমাপ্ত করেন এবং রোমান্টিসিজমের দার্শনিক ব্যাখ্যাও করেন। গল্প কবিতায় এই সময়ে জার্মান ভাষা প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী হ'য়ে ওঠে এবং ভাষাও পূর্ণতা লাভ করে।

Clemens Von Brentano (১৭৭৮-১৮৪২) কবিতা ও নাটকে রোমান্টিক আদর্শকে আরও অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর "From the Diary of a Wandering Student" একটি বিখ্যাত গল্প। তাঁর সংগৃহীত পল্লীগীতি The Boys' Magic Horn-এর জন্যই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত। Jean Paul (১৭৬৩-১৮২৫) জটিল গদ্যে Sterne-এর অনুকরণে কয়েকখানি উপন্যাস লেখেন কিন্তু সেগুলি বেশ সুগঠিত নয়। জনপ্রিয় লেখক Friedrich De La Motte Fouquè (১৭৭৭-১৮৪৩) তাঁর একটি মাত্র কাহিনী Undine-এর জন্য স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। এই Undine একটি জলকন্যার মানুষকে বিবাহ করার কল্পনামুখর রোমান্টিক প্রেমকাহিনী। Adalbert Von Chamisso (১৭৮১-১৮৩৮)-রও একটি গল্প অবিনশ্বর হ'য়ে আছে। এক ব্যক্তি তার ছায়াকে বিক্রয় করেছিল, তারই দুঃখের কাহিনীর মাঝে এই দেশহীন উদ্বাস্তু লেখকের জীবনকাহিনী জড়িয়ে আছে। Friedrich Von Hardenberg (১৭৭২-১৮০১) Novalis ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর কতকগুলি মিস্টিক কবিতা ও Joseph Von Eichendroft (১৭৮৮-১৮৫৭)-এর কবিতা এখনও পাঠককে আনন্দ দান করে। তিনি From the Life of a Cheerful Idler নামে একখানি হালকা উপন্যাস লেখেন, এই উপন্যাসখানি রোমান্টিক যুগের এক নূতন সৃষ্টি। তিনি ক্যাথলিক ছিলেন এবং বাস্তবজীবনের হালকা সাধারণ আনন্দকে আরও আনন্দময় ক'রে রেখেছেন। তাঁর কবিতাও এই হালকা আনন্দের রসে সুখপাঠ্য।

রোমান্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Heinrich Von Kleist (১৭৭৭-১৮১১)। তাঁর নাটকে একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখবাদ ছিল ব'লে গ্যেটে তাঁকে উৎসাহ দেননি। তিনি তাঁর হালকা ধরনের idiosyncratic নাটকগুলিকে বারবার লিখে সুন্দরতর করেছিলেন, কিন্তু তার কোনটিই মঞ্চস্থ হয়নি। নাটকগুলিতে ঘটনার বিন্যাস, কৌতূহল রক্ষার উপাদানথাকলেও তার মধ্যে ঘটনা-সংঘাতে একটা ব্যর্থতার বেদনা থাকায় তা মঞ্চস্থ হয়নি। সর্বাপেক্ষা নাটকীয় মুহূর্তগুলিতেই তার চরিত্রগুলি ভেঙ্গে পড়েছে। তাঁর Prinz F. Von Homburg একখানি সফল নাটক।

তাঁর The Brocken Jug দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মঞ্চস্থ হয়েছে, এই নাটকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের গভীরতা আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাঁর গদ্য গল্পগুলি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ঘটনার সন্নিবেশে সুখপাঠ্য, যদিও সেগুলির পরিণতি অনেক সময়েই স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়নি।

জার্মানীর এই রোমান্টিক সাহিত্যের ঢেউ এসে ফ্রান্সেও পৌছল। জার্মানীর সাহিত্যের সঙ্গে এই যোগাযোগ সৃষ্টি করেন Mme de Stael (১৭৬৬-১৮১৭)। তিনি ষোড়শ লুই-এর অর্থমন্ত্রীর কন্যা এবং পূর্বেই রুশোর লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিপ্লবের পরে জার্মানীতে নির্বাসিত জীবন যাপনকালে তিনি জার্মান সাহিত্যের এই নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিশেষ করে Schlegel ভ্রাতৃদ্বয়ের রচনায় আকৃষ্ট হন। তাঁর On Germany গ্রন্থ তখনকার ফ্রান্সকে তার অবক্ষয়ী সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে। তখন ফ্রান্সে সংবাদ সাহিত্য, ভাষণ সাহিত্য এবং কিছু মেলোড্রামা ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি হয়নি। জার্মানীর এই নূতন জ্ঞান ও চিন্তাধারা ফ্রান্সে লাটিন সাহিত্যধারাকে নূতন পথে প্রবাহিত করল। গ্যেটে, শিলার ও হফ্‌ম্যানের লেখা অনূদিত হল এবং ইংরাজ লেখক স্কট ও বায়রনের লেখা আদৃত হল।

এই সময়ের প্রথম ফরাসী রোমান্টিক লেখক Vicomte De Chateaubriand (১৭৬৮-১৮৪৮) বিপ্লবের সময় দেশ ত্যাগ করেন এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে ফিরে আসেন। তাঁর রচনায় জার্মানীর মত নিজের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে কিছুকাল বাস করেছিলেন; এবং বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ ক'রে জীবিকার্জন করতেন। তাঁর Genius of Christianity খ্রীষ্টধর্মের দানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তার ভাষা ও বর্ণনা সত্যকার সাহিত্য হ'য়ে উঠেছে। দু'টি গল্প তাঁর বিখ্যাত—Atala এবং René। এই গল্প দুটির মধ্যে তার জীবনদর্শনকে তিনি প্রতিভাত ক'রে তুলেছেন। Paul et Verginie-র মত সহজ সরল সুন্দর কাহিনী। Atala গল্পে একটি ফরাসী কুমারীর প্রতি এক Noble Savage-এর প্রেমের কাহিনী এবং Renéতে গ্যেটের Werther-এর মত এক তরুণের মর্মবেদনার কাহিনী। তাঁর ধারণা ছিল ইউরোপ অবক্ষয়ের পথে দ্রুত ছুটেচে, এবং স্বর্ণযুগীয় গুণাবলী কেবলমাত্র তখনকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেই রয়ে গেছে। রুশোর মত তিনিও কল্পনাবিলাসী ও নিসর্গ প্রেমিক কিন্তু তাঁর লিখনশৈলী মসৃণতর এবং স্পষ্টতর। তিনি আমেরিকা ও জেরুজালেম ভ্রমণের একটি সুন্দর বিষয়মুখী বর্ণনা রেখে গেছেন। এই ভ্রমণ-কাহিনী তথ্যপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁর জীবনকাহিনী Memoirs from Beyond the Tomb—কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই কাহিনী তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হবে। এই জীবনীর মধ্যে ভাবের গভীরতা না থাকলেও, এটা তখনকার পৃথিবী ও মানুষের একটি অতি স্বচ্ছ বর্ণনা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

এই রোমান্টিকতা থেকেই ফ্রান্সে রোমান্টিক ইতিহাসকারের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে Jules Michelet (১৭৯৮-১৮৭৪)-এর History of France-এর বিপ্লব-কাহিনী স্মরণীয় হ'য়ে আছে। তার সঙ্গে রোমান্টিক কবি Alphonse de Lamartine (১৭৯০-১৮৬৯)-এরও আবির্ভাব হল। তিনি Vellon-এর পরে প্রথম উত্তম পুরুষে তাঁর কবিতা বর্ণনা করেন। সরল সহজ ভাষার ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক জগৎ ও নিসর্গের বর্ণনা করেছেন। রুশোর নিসর্গপ্রীতি, গীতিকবিতার মাধুর্য তাঁর কবিতায় মিলিত হ'য়ে মাঝে মাঝে শেলীর কল্পনায় মুখর হ'য়ে উঠেছে। তিনি খ্রীষ্টীয় এপিক লিখতে চেষ্টা করেছিলেন, তার মধ্যে Jocelyn একটি কোমল মধুর গল্প—প্রেম ও ত্যাগের মাধুর্যে সুন্দর। Fall of the Angel একটি Angel-এর পার্থিব নারীর প্রতি প্রেম কল্পনার রঙে রঙীন হ'য়ে উঠেছে। মিল্টনের শয়তানের মত সে কাহিনী অতিমানবীয় নয়, তার এঞ্জেলও ঠিক স্বর্গীয় নয় এবং নারীও পার্থিব নয়। তাঁরই শিষ্যা Marceline Desbordes-Valmore (১৭৮৬-১৮৫৯) তার বাল্যস্মৃতি, অসুখী বিবাহ ও এক পরপুরুষের প্রতি প্রেম অপূর্ব বেদনাময় গীতিকবিতায় প্রকাশ করেছেন।

Alfred de Vigny (১৭৯৭-১৮৬৩) দুঃখবাদী কবি। তাঁর কাছে ভগবানের অবিচারের বলি এই পৃথিবীর মানুষ। The Wolf dies and does not complain. In this man must imitate the animals" (২৫৭) এই ছিল তাঁর মতবাদ। তাঁর কবিতা সংখ্যায় অল্প। তাঁর দুখানি গল্পপুস্তক স্মরণীয়। তাঁর Slavery and Greatness of Military Life শান্তির সময়ে তাঁর সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা। এই সৈনিক জীবনের একঘেয়েমী, দায়িত্বহীনতা, ত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা সবই চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য সৈনিক জীবনে মহত্ত্বর হওয়ার সুযোগ আছে, এইই তাঁর বক্তব্য। সৈনিকদল একটি জাতির মধ্যে আর একটা বিচ্ছিন্ন জাতি,—যারা পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে পৃথক, এমনি একটা সামরিক জীবনের ছবি তাঁর কাহিনীতে ফুটে উঠেছে। অন্যতম গল্প Stello—তিনি সৈনিক-জীবনে নিজেকে সমাজচ্যুত ব'লে মনে করতেন অথচ তার প্রয়োজন আছে এবং ভগবান তাকে একদিন সত্য তথ্য দিয়ে তাকে মুক্তি দেবেন এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি Stello লিখেছেন। দুঃখবাদী হলেও Vigny-এর কবিতা স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে গেছে। তার পরিণতি ঘটেছে ভিক্টর হুগোতে।

যৌবনে Victor Hugo (১৮০২-৮৫)-র নিজস্ব কোন মতবাদ ছিল না। তিনি রোমান্টিক ধারাকে গ্রহণ ক'রে বিশ্বাস করতেন কবি কেবল স্রষ্টা নয়, কবির কবিতাই ভগবানের বাণী। তাঁর কবিতা বিচিত্র, সংক্ষুব্ধ এবং রসসমৃদ্ধ। হুগো তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম, তাঁর পরিবার, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র ক'রে কবিতা

(২৫৭) Ibid—P. 251

লিখেছেন। তাঁর কবিতায় La Marline-এর সারল্য ও গভীর অনুভূতি ছিল না, Vigny-র তিক্ততা ও দুঃখবাদও ছিল না। তিনি কৃষকের উঠানে বাঁধা গরু দেখে তাকে সরল বর্ণনায় বিশ্বমাতা ক'রে তুলেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা Oceano nox, যে সব বীর নাবিক সমুদ্রযাত্রা ক'রে ফিরে আসেননি তাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা গ্রে'র এলিজির মত রোমান্টিক কবিতা।

রঙ্গমঞ্চে হুগো নবযুগের স্রষ্টা। তিনিই রোমান্টিক থিয়েটার সৃষ্টি করেন এবং তাঁর সময়েই তার অবক্ষয় শুরু হয়। তিনি রোমান্টিক গীতি-কবিতায়ও নূতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর এক কন্যার মৃত্যু এবং একটা মানসিক পরিবর্তন তাঁকে কখনও গভীর, কখনও হালকা ক'রে দিয়েছে। এই দুইটি ঘটনার পরেই তাঁর মাঝে সত্যকার স্রষ্টার জন্ম। তিনি গণতন্ত্রবাদী ছিলেন এবং Louis Bonaparteকে সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তার ফলে তিনি Guernseyতে নির্বাসিত হন। এই সময়ে তিনি তাঁর মানবজাতির ইতিহাস লিখবেন মনে ক'রে তাঁর মহাকাব্য The Legend of the Centuries আরম্ভ করেন। বাইবেলের যুগ থেকে ভবিষ্যৎ যুগ পর্যন্ত বর্ণনা করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। মূলীভূত কোন দর্শন না থাকায় এই কাব্যের সবখানি রক্ষিত হয়নি। কিন্তু এই কাব্যের অন্তর্গত Booz Asleep এবং Le Marriage de Roland-এ হুগোর যথেষ্ট কৃতিত্ব রয়ে গেছে। তিনি অতীতকে সুন্দর দেখেছিলেন, বর্তমানকে ব্যঙ্গ করেছিলেন কিন্তু তার মধ্যে তাঁর যৌবনের ভাবপ্রবণতা আশ্রয় পায়নি। শেষের দিকে কতকগুলি কবিতায় তাঁর পূর্বতন গীতিকবিতার সৌন্দর্য ও গভীরতা ফিরে এসেছিল।

Alfred de Musset (১৮১০-৫৭) Hugo ও La Martine-এর মতই পরবর্তী যুগে অনাদৃত হয়েছিলেন। মহিলা ঔপন্যাসিক George Sand-এর প্রতি তাঁর প্রেমই তাঁর কবিতার মূল উৎস। Byron-এর মত উদ্দীপ্ত তাঁর প্রেম এবং তাঁরই মত স্বদেশের চেয়ে বিদেশে বেশী খ্যাত। এই সব কবিই জাগতিক প্রেমের মধ্যেই সত্য ও সুন্দরকে খুঁজেছেন, আনন্দকে খুঁজেছেন কিন্তু তাঁদের পূর্ববর্তী কবিগণ এই আনন্দ খুঁজেছেন ভগবৎ প্রেমের মধ্যে। পেট্রার্ক-এর উচ্চাদর্শ তখন ভেঙ্গে গেছে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক যৌন প্রেমের দুঃখ-আনন্দই তখন কবিতার উপজীব্য হয়েছে। মানুষের হৃদয় ব্যাপকতা হারিয়ে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েছে।

রোমান্টিক কবিতার মধ্যে আরও দু' একজন কবি উল্লেখযোগ্য। C. A. Sainte Beuve (১৮০৪-৬৯) সমালোচক হলেও তাঁর প্রধান কৃতিত্ব Ronsard-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনি কবির জীবনের মধ্যেই কাব্যকে বিচার করেছেন, ধর্মের প্রতি কবির ভাব, প্রকৃতির প্রভাব, নারী ও অর্থের মোহ এই কয়টিকে ভিত্তি ক'রে তিনি সমালোচনা করেছেন। Aloysius Bertrand (১৮০৭-৪১) গদ্য কবিতার প্রবর্তন করেন। তাঁর Gaspard de la Nuit তাঁর জন্মশহর Dijon-এর এক

মধ্যযুগীয় কাহিনী। কবিপ্রতিভা হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাত না হলেও তাঁর এই জারজ ছন্দের জন্য তিনি খ্যাত। Petrus Borel (১৮০৯-৫৯) সমাজবিদ্রোহী কবি, Gérard de Nerval (১৮০৮-৫৫)-এর কবিতা অসংবদ্ধ হলেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এই যুগের রোমান্টিক কবিগণ গীতি-কবিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেও, প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিকতার সাফল্য দেখা দেয় নাটকে। ফ্রান্সের এই নাট্যকারগণ জার্মানদের মত শেক্সপীয়রের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

১৮২৭-২৮ সালে এক ইংরাজ অভিনেতা দল প্যারীতে শেক্সপীয়রের প্রধান চারটি ট্র্যাজেডি অভিনয় করেন। এই অভিনয় দেখে Alexander Dumas বলেছিলেন যে, শেক্সপীয়র "was the greatest creator after God himself." (২৫৮) তখন হুগোর বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। তিনি এই নাটকের প্রভাবে Cromwell নাটক লেখেন। তার ভূমিকায় তিনি বলেন, নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি, যার মধ্যে জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হবে। দ্বিতীয় নাটক Hermani মেলোড্রামা। হত্যা বিষ ছোরা প্রভৃতি জর্জরিত হলেও তা বিপ্লবের বৎসর ১৮৩০ সালে একশত রাত্রি অভিনীত হ'য়ে বিপ্লবের মতই মানুষের হৃদয়কে উদ্বেল ক'রে তুলেছিল। তাঁর অন্যান্য নাটকও এমনি হিংস্র ঘটনার প্রবাহ কিন্তু তার মধ্যে Diderot-এর বাস্তবতার স্পর্শ তাকে নূতনত্ব দিয়েছিল। পক্ষান্তরে শিলারের মত নীতিশিক্ষার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না। Alexander Dumas (১৮০২-৭০) ঐতিহাসিক এই নাটকে সন্তুষ্ট না হ'য়ে ১৮৩১ সালে তাঁর বাস্তব মেলোড্রামা Antony লেখেন। যদিও অভিনয়ের দিকে সফল নয় তথাপি Vigny-র Othello নাটক সৃষ্টির ও ভাবের দিক থেকে নূতন। তিনি এই নাটককে 'Drama of Thought' বলেছেন, এবং চরিত্রের মনোগত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হবে বাস্তব ঘটনায়, এই ছিল তাঁর নাটকের সূত্র। তিনি এই সংজ্ঞা অনুসারেই নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর এই আদর্শই পরে Ibsen থেকে Pirandello পর্যন্ত চলে এসেছে।

এই সময়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাট্যকার Musset। George Sand-এর প্রতি একটা খর-আসক্তির পূর্বে তাঁর ১৮শ শতক সুলভ ভাবধারা তাঁকে মারিভোঁর প্রতিভার কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। আপাতঃ হাস্যরসের অন্তরালে একটা কোমলসুন্দর কারুণ্যের প্রকাশই তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক Marianne's Whims-এর পরে তাঁর কল্পনার বৈচিত্র্য অন্যান্য নাটকে সঞ্চারিত হ'য়ে দর্শকগণকে মুগ্ধ করেছিল। তার গল্পাংশ মৌলিক, ভাষা তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার, বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর No Trifling with Love এবং A Door must be opened or closed নাটক দুখানি চির আদৃত। দ্বিতীয় নাটকে এক ভদ্রলোক

(২৫৮) Ibid.—p. 255.

এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে সামাজিক কারণে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। কৌতুক ও কারুণ্যে নাটকখানি সুন্দর।

প্যারির রঙ্গমঞ্চের সাফল্যের পরে সমস্ত ইউরোপ রোমান্টিক নাটকে ছেয়ে যায়। স্পেনে José Zorrilla-কৃত Don Juan Tenorio এবং Duque de Rivas-এর লেখা Hermani মাদ্রিদ রঙ্গমঞ্চে বিপ্লব সৃষ্টি করে। Verdi-র Don Alvaro এবং Juan Eugenio Hartzenbusch-এর The Lovers Teruel নাটক দুখানি আজও মঞ্চস্থ করা চলে।

ইতালী-তেও এই রোমান্টিক ভাবধারা এসে পৌছল কিন্তু সেখানে কোন উল্লেখযোগ্য নাটক সৃষ্টি হয়নি এবং ১৯শ শতক পর্যন্ত এই ভাবধারাই ইতালীর সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। রাশিয়া, পোলাণ্ড এবং বলকানের রাজ্যসমূহে এই একই ভাবধারা প্রসার লাভ করে এবং সেখানকার প্রথম সাহিত্য রোমান্সধর্মী হ'য়েই আত্মপ্রকাশ করে। (বাংলা সাহিত্যেও প্রথম নাটকলেখক দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র রোমান্টিক লেখক)। একমাত্র ইংলণ্ডে এই রোমান্টিক মেলোড্রামা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। Tennyson, Browning অভিনয়ের জন্য নাটক লিখতে চেষ্টা করেন কিন্তু তা সফল হয়নি। Edward, Bulwer, Lytton প্রভৃতি দুই একজন কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও তা স্থায়ী হয়নি। শেক্সপীয়রের নাটক তখনও ইংলণ্ডে সমানে চলছিল, তার মধ্যে এই মেলোড্রামা স্থান ক'রে নিতে পারেনি।

নাটক না হলেও রোমান্টিক গীতি-কবিতার ধারা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্পেনের Jose de Espronceda (১৮০৮-৪২)-র কবিতা ভাষার কারুকার্যে এবং ছন্দদোলায় সুন্দর কিন্তু ভাবের দৈন্য তাকে উচ্চাঙ্গের কবিতা হতে দেয়নি। যৌবনের উদ্দাম দিনে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার মোহে প্রমত্ত দিন যাপন ক'রে শেষ জীবনে হতাশার দুঃখে কাটিয়েছেন। এই দুঃখের দিনে তিনি Canto a Teresa লেখেন; এই কবিতাটি তাঁর মৃতা প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে রচিত কিন্তু তাঁর Canción del Piratà (Pirate's Song) কবিতায় বালকবেশী নাবিকরূপে জাহাজের পিছনের পুপে বসে জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। কবিতাটি শক্তিশালী হলেও ভাবের দৈন্যে শিথিল। ইতালীতে Ugo Foscolo (১৭৭৮-১৮২৭) নূতন ক্লাসিকাল রীতিতে লিখতেন, তিনি রুশো ও গ্যেটের Werther দ্বারা এমন প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাঁর খ্যাতি ইতালীর সীমার বাইরে শ্রদ্ধা পায়নি। তাঁর From the Tomb রোমান্টিক কবিতা না হলেও উজ্জ্বল ও অভিজাত Lucretius-এর দর্শনবাদে সমৃদ্ধ। কবিতার মধ্যে যে আশা ও ত্যাগের বাণী ফুটে উঠেছে তা মানব-মনকে আকর্ষণ করে। তাঁর উপন্যাস The Last Letters of Jacapo Ortis-এ Werther-এর বিপরীত একটা দুঃখবাদ ও হতাশা ফুটে উঠেছে এবং আত্মহত্যায় কাহিনীর শেষ হয়েছে।

যদিও রচনায় ক্লাসিক কিন্তু ভাবে রোমান্টিক লেখক Alessandro Manzoni (১৭৮৫-১৮৭৩)-র একখানি মাত্র উপন্যাস The Betrothed (I promessi sposi)

ওয়াল্টার স্কট থেকে গৃহীত একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু ঘটনাবিন্যাসে, চিন্তা-শীলতার ঐশ্বর্যে, ব্যঙ্গকৌতুকে এ-উপন্যাসখানি স্কটের থেকেও উচ্চাঙ্গের এবং তাঁর এই উপন্যাসের ভাব ও উপস্থাপন Balzac-এর রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ দেশপ্রেমমূলক। নাট্য সাহিত্যে তাঁর Adelchi এবং Il Conte de Carmagnola উল্লেখযোগ্য অবদান। প্রথম নাটকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে একজন মহৎ বীর সেনানায়কের জীবনাবসান এবং দ্বিতীয় নাটকে খ্রীষ্টান ধর্ম ও পৌত্তলিকতার বিরোধ রূপায়িত হয়েছে।

১৯শ শতকের ইতালীর শ্রেষ্ঠ কবি Giacomo Leopardi (১৭৯৮-১৮৩৭) ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক কোন পথই গ্রহণ করেননি। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, দুঃখবাদী কবি, তাঁর কাছে অবোধ শৈশবই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর যুগ। জগতে প্রকৃত সুখ নেই, সভ্যতার এই অগ্রগতি—এ সবই মরীচিকা মাত্র। তাঁর গীতি-কবিতায় এই দুঃখবাদী ভাব অত্যন্ত আবেগময় হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে। পেট্রার্ক-এর পরে এতবড় শক্তিশালী কবির আর আবির্ভাব হয়নি। তাঁর Canti কাব্যগ্রন্থ সমসাময়িক ইংরাজীর শ্রেষ্ঠ কাব্যযুগের সমকক্ষ। তাঁর Night Song of a Wandering Asiatic Shepherd-এ তিনি শেলীর সমগোত্রীয় ও সমকক্ষ। নিসর্গ প্রীতিতে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কীট্‌সের সমধর্মী।

এই সময়ে **রাশিয়ার** কবিতাও ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। তখনকার রাশিয়ার কাব্যসাহিত্য ইতালীয় ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, ইংরাজী কাব্যধারারও স্পর্শ পেয়েছে কিন্তু ফরাসী ভাবধারার থেকে অনেক দূরে। এতদিন পর্যন্ত রাশিয়ার ভাষায় কেবলমাত্র গ্রাম্য গাথা লেখা হয়েছিল এবং কখনও কখনও কিছু ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছিল এইমাত্র। কবিতার উপযুক্ত বাক্যরীতিও শব্দসম্ভার তখনও গ'ড়ে ওঠেনি। ১৮শ শতকের মাঝামাঝি প্রথম রাশিয়ান ভাষায় ব্যাকরণ লেখা হয়। D. I. Fonvizin (১৭৪৫-৯২) দ্বিতীয় ক্যাথ্‌রিন-এর প্রাসাদে রাজপরিবারের আনন্দ দানের জন্য দু'চারখানা কমেডি লিখেছিলেন, সেগুলি সবই মলিয়ের ও হলবার্গের থেকে গৃহীত। G. R. Derzhavin (১৭৪৩-১৮১৬) কতকগুলি শ্রুতি-মধুর সুন্দর অতি কল্পনাশ্রয়ী শোকগাথা লিখেছিলেন। V. A. Zukovosky জার্মান রোমাণ্টিকগণের রচনা, বায়রন, হোমর ও গ্রে'র কবিতা অনুবাদ করেন। হিতকথামূলক গল্পলেখক I. A. Krylov (১৭৬৮-১৮৪৪) La Fontainé-এর অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সুন্দর। তিনি প্রকৃতপক্ষে Fablesকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন এবং এই হিতকথার মধ্যেই ধনিক ও অত্যাচারী অভিজাতদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন।

অবশ্য রাশিয়ার সাহিত্য ইউরোপের সাহিত্য থেকে ভাবে ও রসে পৃথক। রাশিয়ান সাহিত্যের আবির্ভাব আকস্মিক এবং বেগবান। সে দেশের ইতিহাসও যেমন বিপ্লবমুখর, তার সাহিত্যও তেমনি দ্রুত শক্তিশালী হয়েছে। রেনেসাঁর প্রতিধ্বনি রাশিয়ায় পৌছায় নি। তার সাহিত্য বাস্তব, কারণ ১৯শ শতকে যখন

সমস্ত ইউরোপ সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে পরীক্ষা করছিল তখনই হঠাৎ রাশিয়ার সাহিত্য প্রবল গতি ও শক্তি নিয়ে আভির্ভূত হয়। (২৫৯)

বাংলায় যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, মাইকেল, রামনারায়ণ, বঙ্কিমের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন এঁরাও তেমনি অনন্য-সাধারণ প্রতিভা Alexander Sergeyebich Pushkin (১৭৯৯-:৮৩৭)-এর প্রতিভা স্ফুরণের জন্য উর্বর ভূমি রচনা করেছিলেন। গ্যেটের মত অদ্ভুত প্রতিভার অধিকারী এই পুশ্‌কিন, তাই ক্লাসিকতা রোমান্টিকতার গণ্ডির মধ্যে তাঁর প্রতিভা আবদ্ধ হয়নি। তাঁর জীবনও ঝড়ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ। ৩৮ বৎসরের স্বল্পজীবনে তিনি জার-নিগ্রীহিত হ'য়ে নির্বাসিত হয়েছেন, পুনরায় অপ্রত্যাশিত ক্ষমা পেয়ে অনুগৃহীত হয়েছেন, সে অনুগ্রহকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করেননি। পারিষদ হিসাবে অপ্রীতিকর পরিবেশে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, দাম্ভিক স্বার্থপর পত্নীর বিলাস-ব্যসনের খরচ যুগিয়ে নিজেকে নিঃস্ব করেছেন এবং পরিশেষে তাঁরই পত্নীর ফরাসী প্রণয়ীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তাঁর দেহে রাশিয়ান ও আফ্রিকান রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল এবং অন্তরেও ছিল দ্বিত্বভাব। একদিকে প্রবল হিংস্র জৈবাবেগ অন্যদিকে স্নিগ্ধ শালীনতাবোধ। বাড়ীতে তাঁদের চলত ফরাসী ভাষা কিন্তু তিনি রাশিয়ান শিখেছিলেন বাড়ীর ভৃত্যদের কাছে। তিনি Moliére, La Fontainè এবং Voltaire, Byron, Shakespeare, Scott-এর রচনা পড়েছিলেন কিন্তু কারও দ্বারা এতটুকু প্রভাবিত হননি। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা Ruslan and Ludmila (১৮২০) একটি ব্যঞ্জনাময় রোমান্টিক রূপকথা। কাহিনীর উপস্থাপনা, বক্রোক্তি ও ব্যঙ্গ চমৎকার কিন্তু আখ্যানের চমৎকারিত্ব কিছু তেমন নেই। তাঁর Ode to Freedom-এর জন্য রাজকোপে নির্বাসিত হন। পরবর্তী রচনা The Prisoner of the Caucasus, ককেশাসের নির্বাসিত জীবনে তিনি বায়রনের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু এর মধ্যে Child Harold-এর প্রভাব বড় নয়, বড় হ'য়ে উঠেছে ককেসাসের নিসর্গ সৌন্দর্য। তাঁর প্রথম অসমাপ্ত উপন্যাস Evgeny Onegin-এ Jane Austin-এর বর্ণনার সূক্ষ্মতা, Byron-এর শক্তি ও বেগ এবং Cowper-এর নিসর্গ বর্ণনা একসঙ্গে স্থান পেয়েছে। কবিতা সংলাপে তাঁর Conversation between a Bookseller and a Poet, Prophet এবং Crucifix-এর মধ্যে ক্লাসিকতা ও রোমান্টিকতার উর্ধ্বে একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য নূতনত্বের স্বাদ দেয়। কবিতায় তাঁর অসাধারণত্ব

(২৫৯) Russian literature differs in certain fundamental respects from others of western Europe. Its development is more sudden and violent. It gives the impression of leaping rather than growing, just as the history itself of the country—An Introduction to Russian Literature—Helen Muchnic—p. 6.

(২৬০) The echo of Renaissance was faint in Russia. That it is realistic is partly due, of course to the fact that it came into its own in the 19th century when all European art was experimenting with realism.—Ibid—p. 9.

অস্বীকার করা যায় না কিন্তু নাটকে তাঁর এই প্রতিভা ফুটে ওঠেনি। তাঁর নাটক Boris Godunov-এ বহু দৃশ্য এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে বহু সংলাপ নাটককে আকর্ষণীয় করতে পারেনি। তাঁর ছোট ছোট চারখানি ট্র্যাজেডি কয়েকটি পৃষ্ঠায় আবদ্ধ কিন্তু তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ চারখানি নাটকের উপাদান রয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রতিভা তাকে কয়েক পৃষ্ঠায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে। প্রধানতঃ তিনি কবি কিন্তু উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। তাঁর Captain's Daughter স্কটের উপন্যাসের আদর্শে লেখা হলেও তা Manzoni-র I Promessi Sposi-র মত সম্পূর্ণ ও পৃথক। হফ্‌ম্যানের আদর্শে লেখা তাঁর Queen of Spade, কিন্তু তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি এবং প্রতিভার স্বাক্ষর। পুশ্‌কিনের মাধুর্য তাঁর সংক্ষিপ্ত সুন্দর বচনভঙ্গিতে, স্বল্প কথায় অনেকখানি ব্যক্ত করার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ এবং সেইজন্যই তাঁর কবিতা, নাটক, উপন্যাস সবই এক নূতন সৃষ্টি। তখন ইউরোপীয় সাহিত্যে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছিল তার সব কিছুর সঙ্গেই তিনি নিজস্ব কিছু যোগ ক'রে একক ভাবে রাশিয়ান সাহিত্যের স্বর্ণযুগের স্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে পুশ্‌কিনের সাহিত্যের মধ্যে ১৮শ শতকের নীতি ও সংস্কার এবং ১৯শ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখা যায়। স্বৈরাচারী শাসন ও গণতন্ত্র, অন্তর ও বাহিরের স্বাধীনতা, অহং-এর মুক্তি ও সমাজের প্রয়োজন, সংযম ও স্বাধীনতা, নগ্ন আদিমতা ও সভ্যতার কৃত্রিমতা, এই সব বৈপরীত্যের মাঝে যেন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানুষের জৈব বাসনাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে সুন্দরের সৃষ্টি তিনি করতে চেয়েছেন ক্লাসিকতার সংযম ও রোমান্টিকতার হৃদয় দিয়ে।*

প্রথম নিকোলাসের পরিষদে যে সমস্ত পুশ্‌কিনের অনুকারী কবি খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে E. A. Baratynsky (১৮০০-৪৪) তাঁর বর্ণনার চাতুর্য এবং অনুভূতির কমনীয়তার জন্য খ্যাত। Dmitri Venevitinov (১৮০৫-২৭) জার্মানীয় অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে পুশ্‌কিনের রাশিয়ান বাস্তবতার মিশ্রণ ক'রে নূতনত্ব এনেছিলেন এবং Anton Baron Delving (১৭৯৮-১৮৩১) পল্লীগাথা ও কাহিনীকে নূতন মাধুর্যময় রূপদান করেছিলেন।

এর পরে রোমান্টিকতার ঢেউ ধীরে ধীরে রাশিয়ায় প্রবেশ করল। পুশ্‌কিনের শিষ্য M. Y. Lermontov (১৮১৪-৪১) প্রথম রোমান্টিক ভাবধারার লেখক। তিনিও গুরুর মত নির্বাসনের লাঞ্ছনা এবং দেশের সেন্সরের অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। Werther-এর মত বিক্ষুব্ধ জীবন তাঁর। সারাজীবন বহু দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক'রে পরিশেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধেই নিহত হন। তাঁর উপন্যাস A Hero of Our Time, পুশ্‌কিনের ককেশাস অঞ্চলের কাহিনী, তরুণ যুগের নৈরাশ্যের বেদনা এই উপন্যাসকে অশ্রুমধুর ক'রে রেখেছে। পুশ্‌কিনের বচন-সংক্ষেপের রীতি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তাই তাঁর আখ্যানভাগ কখনও মন্থর ও খণ্ডিত হয়নি। তাঁর

* Ibid—Helen Muchnic—p. 91

কয়েকটি কবিতা স্মরণীয়। Sailing Ship, Clouds of Heaven, Perpetual Wanderers শেলীর Ode to the West Wind-এর গভীর ভাবুকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফ্রান্সের রোমান্টিক লেখকগণের চেয়ে জীবনের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর নিবিড়তর এবং তার সঙ্গে সংযত সংক্ষিপ্ত-বাক লিখনশৈলী যুক্ত হ'য়ে তাঁর কবিতাকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে।

পোলাণ্ড-এ এই সময়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রভাব এসে পৌঁছেছে। শেক্সপীয়র, মলিয়ের, ক্যালডেরনের লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়েছে—এই পরিচয়ের ফলেই পোলাণ্ডের সাহিত্য দ্রুত উন্নতি লাভ করে। Juliusz Slowacki (১৮০৯-৪৯) শেক্সপীয়র ও ক্যালডেরনের প্রভাবে একখানি নাটক লেখেন। তিনি গীতিকবি, বায়রনের প্রভাব নিয়ে লেখা শুরু ক'রে—মিস্টিসিজমে তাঁর কবিতার সমাপ্তি। Zygmunt Count Krasinski (১৮১২-৫৯) ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে পোলাণ্ডে রোমান্টিকতার সূত্রপাত করেন। পোলাণ্ডের সাহিত্যে এই নবজাগরণের যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Pan Tadeusz—Adam Mickiewicz (১৭৭৮-১৮৫৫) নির্বাসনকালে এই উপন্যাস রচনা করেন। গ্রামীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জীবনের কাহিনীকে কৌতুক ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তিতে সুখপাঠ্য ক'রে রেখেছেন। তিনি বায়রনের কবিতার অনুবাদ করেন এবং স্কটের অনুকরণে ঐতিহাসিক উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁকে পোলাণ্ডের গ্যেটে বা পুশ্‌কিন বলা যেতে পারে। তিনি একাই নাটক, কবিতা ও উপন্যাস রচনা ক'রে পোলিশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৮১০ সাল পর্যন্ত **সুইডেন**-এর সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে গ'ড়ে ওঠে। কবিতার দিক থেকে ফরাসী রীতি তখন সুইডেনে গৃহীত হয়েছে এবং গদ্য সাহিত্য ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা Spectator-এর আদর্শে গ'ড়ে উঠেছে—যেমন বাংলার বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমেই প্রথম গদ্য সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে এবং এই বঙ্গদর্শনও Spectator পত্রিকার আদর্শে স্থাপিত হয়েছিল।

১৮১০ সাল থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে ইউরোপীয় রোমান্টিক চিন্তাধারা সুইডেনে গিয়ে পৌঁছল। সুইডেনের লেখকগণ সাধারণতঃ ধর্ম, অনুভূতি, কল্পনা ও সৌন্দর্যকে কেন্দ্র ক'রেই লিখতে শুরু করেন। তখন ফ্রান্সের লিখন-রীতির (formalism) অনুকৃতিটা বেশ শক্তিশালী ছিল কিন্তু নূতন যুগের এই লেখকগণ তাকে ত্যাগ ক'রে ভাষা ও ভাবের একটা স্বাধীন ধারার প্রবর্তন করেন। এই রোমান্টিক যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক Rydberg, এবং তাঁর Singoalla রোমান্টিক কাহিনী। বাংলার মহুয়া গল্পের মত এক নাইটের জিপ্‌সি মেয়ের প্রতি প্রেম নিয়ে একটি সুন্দর গল্প গ'ড়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশের মত রোমান্টিকতার পরে বাস্তবতা (Realism) এবং অতিবাস্তবতা (Naturalism) সুইডেনেও এসেছিল। বাস্তব লেখকগণের মধ্যে ১৯শ শতকের Miss

Bremer এবং তাঁর 'The Home', 'The Family' এবং 'The Neighbours' প্রসিদ্ধ। (২৬০)

১৮শ শতকের শেষেই রোমান্টিক নাটক ক্ষয়িষ্ণু হ'য়ে মেলোড্রামাতে পর্যবসিত হয়েছিল। এই অবক্ষয়ের যুগে **ভিয়েনার** থিয়েটারকে কেন্দ্র ক'রে কবি Franz Grillparzer বিদেশী অনেক লেখকের কাহিনী অবলম্বনে কিছু রোমান্টিক নাটক রচনা করেন। Leander, Jason, Sappho প্রভৃতির গল্প নিয়ে অনেকটা কাব্যকারে নাটক লেখেন এবং তাতে তিনি রোমান্টিকতাকে ক্লাসিক সংযম দ্বারা পরিবেশন করেন। যদিও তাঁর নাটক খুব সফল হয়নি তবুও অস্ট্রিয়ার সাহিত্য-জগতে তিনি প্রখ্যাত।

কিন্তু Karl Gutznow (১৮১১-৭৮)-এর মধ্যেও Grillparzer-এর মত জার্মান Sturm und Drang-এর প্রভাব দেখা দেয়নি। তিনি দার্শনিক ভাব নিয়ে কয়েকখানি বাস্তব নাটক লেখেন। তার মধ্যে Uriel Acosta প্রসিদ্ধ। কিন্তু জার্মানীর এই বিক্ষোভ এবং ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারা এসে প্রথম দেখা দেয় নাট্যকার Georg Büchner (১৮১৩-৩৭)-এর মধ্যে। তাঁর দুঃখবাদী নাটক Danton's Tod (The Death of Danton)-এ ফরাসী বিপ্লবের বিক্ষোভও দুঃখবাদ এসে দেখা দেয়। ২৪ বৎসরের জীবনে হুগোর অনুবাদ করেন এবং ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি দিয়ে নূতনরূপে Leonee und Lena রূপকথা লেখেন। জীবিতকালে তিনি আদৃত হননি, বিংশ শতকে এসে তাঁর লেখা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

Friedrich Hebel (১৮১৩-৬৩) বর্তমান নিয়ে একখানি মাত্র নাটক লেখেন Maria Magdalena। অন্য সব ঐতিহাসিক নাটকও তাঁর থিয়েটারের প্রয়োজনে লেখা। তিনি হেগেলপন্থী এবং জাতিতে প্রাশিয়ান। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সংঘাতকে দেখেছিলেন, এবং ঐতিহাসিক নাটককে সমস্যামূলক ভাবে রচনা ক'রে বলেছেন,—রাষ্ট্রের কল্যাণ, বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিকে ত্যাগ করতেই হয়। তাঁর প্রখ্যাত Herodes und Mariamne বাইবেল থেকে গৃহীত নাটক—এই নাটকের বিক্ষোভ সংযত ও সংহত হওয়ায় সফল হয়েছে। Gyges and his Ring নাটকের দার্শনিকতা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ তাঁকে হয়ত Ibsen-এর প্রতীকতার পথিকৃৎ করতে পারত কিন্তু তা হয়নি। তাঁর নাটক মেলোড্রামার ত্রুটিশূন্য হ'য়ে সবল হ'য়ে ওঠেনি। চলতি নাটক থেকে স্বতন্ত্র ভাবে গীতিনাট্য রচনা করেন Richard Wagner (১৮১৩-৮৩), তাঁর গীতিনাট্য ও মঞ্চসজ্জা নাট্য-জগতে নূতন রেখাপাত করে। আলোর প্রক্ষেপনের নূতন প্রয়াস তাঁরই।

ডেনমার্ক-এ রোমান্টিক যুগের বিশিষ্ট লেখক Adam Oehlenschlager (১৭৭৯-১৮৫০)। তিনি পুরাতন নর্সদিগের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে কাব্য ও গদ্য কাহিনী লেখেন। তিনি পূর্ববর্তী গীতিকবি Johannes Ewald (১৭৪৩-৮১)-

(২৬০) Swedish Literature—Essay by Adolph B. Benson—World Literature. University of Pittsburg Press.—p. 275-85.

এর লেখা পৌরাণিক কাহিনীর গীতিকাব্য ধারায় আকৃষ্ট হ'য়ে পৌরাণিক আখ্যানকে রোমান্টিক ধারায় রচনা করেন। তিনি শীলারের ভক্ত ছিলেন এবং জার্মান রোমান্টিক ধারাই ডেনমার্কে ছড়িয়ে পড়ে। এমনি করেই Holberg-এর যুগে ফরাসী ধারা এসে ডেনিশ সাহিত্যকে পুষ্ট করেছিল।

Perrault ১৭শ শতকের মাঝামাঝি Mother Goose প্রভৃতি গল্প সংগ্রহ ক'রে সুন্দর ফরাসী ভাষায় লিখেছিলেন। Jacob (১৭৭৮-১৮৬৫) এবং Wilhelm Grimm (১৭৮৭-১৮৫৯) জার্মানীর লোকগাথা ও লোকগীতির কাহিনীকে রোমান্টিক যুগে সুন্দরতর ক'রে লিখেছিলেন। এই ধরনের গল্প ও কাহিনী Tieck, Hoffmann, Hauft থেকে Gottfried Keller পর্যন্ত অনেকেই লিখেছেন। এই নূতন ধরনের সাহিত্যের দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত হন প্রখ্যাত গল্পলেখক Hans Christian Anderson (১৮০৫-৭৫)। তিনি সর্বরকম সাহিত্যই লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর স্মরণীয় সাফল্য তাঁর আত্মজীবনী ও রূপকথা। তাঁর এই রূপকথাগুলি ঠিক চলতি পুরাতন কথা নয়, এবং তা শিশুদের জন্যও ঠিক লেখা নয়। তাঁর উপরে জার্মান লেখক Hoffmann এবং Tieck-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর Big Claus and Little Claus জাগতিক জীবনে মানুষের লোভের পরিণতির একটি সরল গল্প। কিন্তু এই সহজ গল্পে তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন। The Emperor's New Clothes গল্পটিও এই রকম তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন হয় রোম-দর্শন ও রোমে কিছুকাল অবস্থানের পর। গ্যেটের জীবনেও রোম-প্রবাস এমনি একটা চিন্তাধারার পরিবর্তন এনেছিল। রোমের র‍্যাফেল যুগের পূর্ববর্তী শিল্পীগণের নূতন জীবন-দর্শন অর্থাৎ ইউরোপের চিন্তাধারাকে নূতন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল।

১৯শ শতকের মাঝামাঝি এসে রোমান্টিক ভাবধারা দুর্বল হ'য়ে পড়ল এবং তার প্রভাবও মন্দীভূত হল। তখন ইউরোপের নতুন আবিষ্কার, এবং তার ফলশ্রুতি শিল্পায়ন মানুষকে বিষয়মুখী এবং বাস্তব ক'রে তুলেছে। অহংবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে আত্মকেন্দ্রিকতা এসে দেখা দিয়েছে। অনুভূতিপ্রধান কল্পনাচারী মানব-মন হৃদয়বৃত্তিকে ত্যাগ ক'রে মস্তিষ্কজাত বুদ্ধি ও যুক্তিকে আশ্রয় করেছে। তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে সমাজ, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিকে ঘিরে ধরেছে, অতএব কল্পনাচারী মানব-মন নেমে এল পৃথিবীতে। বাস্তব সাহিত্য তথা Realistic সাহিত্য গ'ড়ে উঠল, তার থেকেই এল প্রকৃতিবাদী (Naturalistic) সাহিত্য। জীবন ঘিরে বস্তুজগতের প্রাচীর উঠল কিন্তু তবুও মানব-হৃদয় মরেনি, রোমান্টিক যুগের ভাবধারা, মানুষের হৃদয়বৃত্তি আজও অন্তঃসলিলা হ'য়ে সাহিত্য-ধারায় বেঁচে আছে।

উপন্যাসের তুঙ্গীযুগ

মানুষ আদিম কাল থেকে গল্প করেছে এবং শুনেছে। এই গল্প বলা ও শোনা নেহাৎ আনন্দের জন্যই নয়, এটা মানুষের মনের প্রয়োজন। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এই গল্প, সঙ্গীত, কাব্য—এককথায় সমগ্র সাহিত্য তার মনের প্রয়োজনে সৃষ্ট। তার জীবনে না-পাওয়ার বেদনা এই গল্পের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হ'য়ে তাকে চিত্ত-বিকার থেকে মুক্তি দিয়েছে।

প্রথমে গল্প শুনেছে মানুষ সঙ্গীত, মহাকাব্য, কাব্য ও নাটকের মাধ্যমে, কারণ তখন পুস্তকও সহজলভ্য ছিল না, লেখাপড়াও ব্যাপকতা লাভ করেনি। বাজারে বাজারে গল্প-বলিয়েরা গল্প, ইতিহাস বলত, শ্রোতাগণ শুনত। এই গল্প থেকে, গল্প শোনার প্রবৃত্তি থেকে ১৯শ শতকে এসে উপন্যাস-সাহিত্য অকস্মাৎ ভয়াবহ জন-প্রিয়তা কেন লাভ করল এবং কেনই বা নাটক, কাব্য, সঙ্গীতকে পিছনে ফেলে উপন্যাস বড় হ'য়ে উঠল তার বিচার করতে গেলে কিছু ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন।

মনের দিক থেকে মানুষের এই উপন্যাস-যুগে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। নবজাগরণ যুগের পরে মানুষ যুক্তিভিত্তিক চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হ'য়ে ধর্ম-নীতির অতীন্দ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিকতাকে ত্যাগ ক'রে বাস্তববাদী হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের মস্তিষ্কবৃত্তির উপর নির্ভরযোগ্য বিশ্বাস নিয়ে আসে। তারই ফলে মানুষ ব্যক্তিস্বাধীনতা-প্রিয় হয় এবং তার অন্তর্নিহিত অহং ধর্ম-নীতির শৃঙ্খলমোচন ক'রে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আসে ব্যক্তিবাদ এবং আত্মকেন্দ্রিকতা, সে ব্যক্তি ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠে। তখন রূপকথার অসম্ভাব্যতা ও ধর্মীয় কাহিনীর অলৌকিকতাকে যুক্তি দ্বারা আর গ্রহণীয় ব'লে মনে করা চলে না। নর-নারী ও নিসর্গ প্রেমের একটা ধারা রোমান্টিকতা নাম নিয়ে এবং কাণ্ট-হেগেলের আদর্শবাদকে সাক্ষী রেখে' মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে নাড়া দিয়েছিল কিন্তু তাও স্থায়ী হল না, কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তখন মানুষের অহংকে কেন্দ্র ক'রে নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টি ক'রে চলেছে। এই শিল্পায়ন (Industrialization) মানব-সমাজ, সভ্যতা, পরিবার, ব্যক্তিকে নূতন ছাঁচে নূতন মন দিয়ে তৈরী ক'রে দিল এবং এই পরিবর্তিত মানব-সমাজে উপন্যাস-সাহিত্য অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করল—কতকটা ব্যক্তির প্রয়োজনে এবং কতকটা মানুষের নিষ্ঠুর বৈশ্যবৃত্তির প্ররোচনায়।

১৭৭০ থেকে ইংলণ্ডে প্রথম শিল্পায়ন শুরু হয়, এবং তার পরে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইংলণ্ডে শিল্পায়নের উৎপত্তির কারণ তার আবহাওয়া ও পরিস্থিতি, তার খনিজ সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। New Comen ১৮শ শতকের প্রারম্ভেই স্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কার করেন এবং James Watt (১৭৩৬-১৮১৯) তাকে উন্নত ক'রে কাজের উপযোগী করেন। এই এঞ্জিন খনির কাজে লাগল। ১৭৬৭

সালে Hargreaves এক সঙ্গে ৮/১০টি সুতা কাটার জন্য Spinning Jenny আবিষ্কার করলেন, Arkwright তাঁর Waterframe তৈরী করলেন, Edmund Cartwright স্বয়ংক্রিয় তাঁত আবিষ্কার করলেন। এই সবই জলশক্তি দিয়ে চলত, একটা জেনিতে একসঙ্গে ১০০।২০০ সুতা তৈরী হত। অর্থাৎ একটা যন্ত্রে ১০০।২০০ লোকের কাজ করত। লৌহ নিষ্কাষণ আবিষ্কার হল ও উন্নততর ব্যবহার চলল, যন্ত্রও ক্রমশঃ ভারী ও বিরাট হল। তখন মানুষ বা পশুর শক্তিতে আর চলে না, স্টীম-এঞ্জিন দিল তার শক্তি। পূর্বে লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ৩০ মাইল পথ যেতে তুলার গাঁইটের লাগত মাসাবধি সময়, অতএব চলল স্টীম-বোট। Fullon-এর Clemont স্টীমার নিউইয়র্ক থেকে (৭ই আগস্ট ১৮০৭) ১৫০ মাইল দূরে Albanyতে পৌছল ৩২ ঘণ্টায়। ১৮৬৪তে ৪২৬ টনের জাহাজ The Great Western আটলান্টিক পাড়ি দিল। তার পরে স্থলে চলল রেলগাড়ী। ১৮৩০ সালে স্টীভেনসনের রকেট ম্যাঞ্চেস্টার-লিভারপুলে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলল। শুধু ইংলণ্ডে নয়, ফ্রান্স জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডেও শিল্পবিপ্লব শুরু হল।

দেখতে দেখতে দ্রুত শিল্পনগরী গ'ড়ে উঠল। গ্রাম ছেড়ে লোক এসে ভিড় করল নগরে, একান্তই অর্থের মোহে। পরিবার ভাঙ্গল, সমাজবন্ধন শিথিল হল, ছিন্নমূল স্বাধিকারপ্রমত্ত মানুষ এসে জড় হল নগরের বস্তিতে, সেখানে চলল দুর্নীতির স্রোত। ধর্ম-নীতিকে যুক্তির তীক্ষ্ণতায় রেনেসাঁর যুগেই মানুষ ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে জলাঞ্জলি দিয়েছিল, এখন সমাজ পরিবারের বন্ধনমুক্ত হ'য়ে, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তারা হল স্বেচ্ছাচারী—একক। তারা কাজ ও চরিত্রের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন ব্যতীত ধর্ম, নীতি বা বিবেক কারও কাছে আর দায়ী থাকল না। (২৬১)

যখন ঘরে ঘরে সুতা তৈরী ও বয়ন হত, বাড়ীর সকলে একসঙ্গে কাজ করত তখন তার মধ্যে দেহ-মনের উন্নতির সুযোগ ছিল কিন্তু যখন তারা ফ্যাক্টরীর কারিগর হল, দলে দলে একত্রিত হল অস্বাস্থ্যকর সমাজহীন পরিবেশে তখন স্বাধীন কর্মী হল কুলি। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কারখানায় একক ভাবে এসে হল দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল। নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিল। কতক সমাধান হল, কতক হল না। এই লোকগুলি জড়-জগতের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ উৎপাদন করল এবং যাকে জীবনের মান (Standard of living) বলে সেটাও বাড়ল এবং আরও বেশী সুখভোগের জন্য লোভী মানুষ লালায়িত হ'য়ে উঠল। ধনিক ও শ্রমিক দুই নূতন শ্রেণী গ'ড়ে উঠল।

শিল্পাঞ্চলে স্বাস্থ্য, নীতি ও মানসিক উন্নতির দিক থেকে ভয়াবহ সমস্যা এসে দেখা দিল। শ্রমবিভাগ পদ্ধতির মধ্যে জীবনে এল একঘেয়েমী এবং কারখানা মানুষকে যন্ত্র ক'রে তুলল। ইংলণ্ডে এই দ্রুত শিল্পায়নের মূলে ছিল তার খনিজ সম্পদ,

(২৬১) এই তথ্যগুলি Europe Since 1815—C. D. Hazen-এর থেকে গৃহীত—p. 53-56.

লৌহ ও কয়লা এবং তার উপনিবেশের বাজার। কিন্তু জড় জগতে উন্নতির সঙ্গে ইউরোপ হারাল‌ও অনেক কিছু। শ্রমবিভাগ মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কৃষকের কাজ বহু রকমের, তার কাজের বিভিন্নতার মধ্যেই তার আনন্দ এবং বাইরের আনন্দ তার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কারখানায় কারিগরের পক্ষে একটু আমোদ ও আনন্দ অপরিহার্য। সে কোনরকম একটা উত্তেজনা খোঁজে, তাই তার পক্ষে মদ্যপান, জুয়া এবং কুসাহিত্যে (Yellow Press) আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। (২৬২) নিষ্ঠুর বৈশ্যবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ এই মদ জুয়া আর কু-সাহিত্য ছড়িয়ে দুপয়সা রোজগার করতে কোনদিন কুণ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে ভারতেও আমাদের শিল্পায়নের যুগে এই মনোবৃত্তি সর্বদিকে প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

এই শিল্পায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজের অনেক পরিবর্তন হল। গ্রামকে নিঃস্ব ক'রে নগরের জনসংখ্যা বাড়তে লাগল (বর্তমানে ইংলণ্ডের ৪/৫ অংশ নগরবাসী), বাসস্থানের সংকীর্ণতা দেখা দিল, পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হল, নানাবিধ দুর্নীতি দমন কষ্টসাধ্য হ'য়ে উঠল। প্রমাণিত হল, একসঙ্গে বহু লোক ভিড় করলে দেহ ও মনের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ১৯শ শতকের প্রথমেই নাগরিক জীবনে দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করল। দুর্নীতি রোধের জন্য বহু আইন প্রণীত হল, তাতে জনজীবনে কিছুটা সুরাহা হল বটে কিন্তু বেকার-সমস্যা রয়ে গেল, কারণ বেকার-সমস্যা শিল্পায়নের প্রিয়তম সহচর। (২৬৩) অর্থাৎ শিল্পায়নে বহুর মাথায় দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কতিপয় ব্যক্তি জড়-জগতের ধনসম্পদের অধিকারী হল। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু একসঙ্গে এক কারখানায় এসে জড় হ'য়ে হাট তৈরী করল এবং হঠাৎ গ'ড়ে-ওঠা শহরে শহরে উচ্ছৃঙ্খল জৈব জীবনের প্লাবন বয়ে গেল।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজ-জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটল। নূতন নূতন সমস্যা এল, যার সমাধান একমাত্র জনপ্রিয় দক্ষ শক্তিশালী সরকারই করতে পারে। কিন্তু তার সমাধান আজও সম্ভব হয়নি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে আজও ক্রমাগত পরিবর্তন হ'য়ে চলেছে। (২৬৪)

(২৬২) A farmer having varied occupations feels little craving for relief and relaxation. But a factory hand requires recreation and distraction...he is the prey of unwholesome stimulus viz. drink, betting and 'yellow press'.—Ibid—Hazen.—p. 57.

(২৬৩) A machine almost by definition throws people out of employment because machine does the work of several men. Ibid—Hazen—p. 63.

(২৬৪) ...people huddled together promiscuously in mushroom cities and habitations unworthy of name, particularly the employment under barbarous conditions of women and children.—Ibid—p. 63.

(২৬৪) But industrialisation had begun in Britain to a significant extent by 1815 ; and it remained until the present day one of the greatest forces of fundamental change in social life, constantly creating new problems that only strong Government and efficient administration, enjoying general popular support, could efficiently solve. The growth of technology has continued to revolutionize European civilization in all its aspects.—Europe Since Napoleon—David Thompson.—p. 97.

এই শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডে অতি দ্রুত অগ্রসর হয় এবং প্রথমেই বস্ত্রশিল্প বেড়ে যায়। পার্লামেন্টের আইনে ভারতের তাঁতবস্ত্র প্রভৃতি আমদানি নিষিদ্ধ হয় এবং এই সুযোগে ও সরকারী সহায়তায় দেখতে দেখতে বয়নশিল্প বেড়ে যায়। তার উপরে আবার বস্ত্রশিল্পের উপর সরকারী কর ছিল না অথচ পশমশিল্পের উপর ছিল, সেই জন্য অতি দ্রুত ব্রিটিশ বস্ত্র ইউরোপ ছেয়ে ফেলে এবং পরে ভারত থেকেও তাঁতশিল্পকে উৎখাত করে। ১৮০১ সালে ইংলণ্ডে ৫৪ মিলিয়ন পাউণ্ড তুলা ব্যবহৃত হয় এবং ১৮২০ সালে ১৩৭ মিলিয়ন পাউণ্ড তুলা ব্যবহৃত হয় এবং এই সময়ে ১৪১৫০ খানা যন্ত্রচালিত তাঁত ইংলণ্ডে ছিল। অথচ ১৭৬০ সালের পূর্বে ইংলণ্ডে ব্যবহৃত তাঁত ভারতের তাঁত অপেক্ষা আদৌ উৎকৃষ্টতর ছিল না। (২৬৫) শিল্পের এই দ্রুত উন্নতি, তথা দ্রুত কারখানা ফ্যাক্টরী ইত্যাদি স্থাপনের ফলে সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিজীবনে যে পরিবর্তন এল তা অনেকটা আকস্মিক। এই আকস্মিক পরিবর্তন মানুষের চিন্তাধারার উপরেও প্রভাব বিস্তার করল। বিজ্ঞানের এই নূতনতম দানের সুযোগ নিয়ে মানুষের অহং তাকে ভোগলিপ্সু, স্বার্থপর ও আত্ম-কেন্দ্রিক ক'রে তুলল। মানুষের মধ্যে একটা ভয়াবহ নিষ্ঠুর বৈশ্যবৃত্তি এসে দেখা দিল এবং মানুষ জড়জীবনগত ভোগবিলাসের দ্বারাই জীবনের মূল্যায়ন করতে শুরু করল, ধনস্পৃহা প্রবলতর হল। ধর্ম-নীতি, মানবতা, হৃদয়বৃত্তি সবই এই নির্মম ভোগস্পৃহা ও সম্পদের মোহের কাছে নস্যাৎ হ'য়ে গেল। অর্থাৎ নতুন সমাজে সাধারণের কাছে মানুষের চেয়ে মোটরের মূল্য হল বেশী। মনুষ্যত্ব ও মানবোচিত গুণাবলীর চেয়ে স্বর্ণ হল বেশী মূল্যবান। সাহিত্যও সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক জীবনকে ত্যাগ ক'রে ব্যক্তিজীবনের দেনা-পাওনা, সুখ-দুঃখ নিয়ে গ'ড়ে উঠল—সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টি বড় হ'য়ে দেখা দিল।

১৯শ শতকের প্রথমে দেখা গেল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক ও থিয়েটার শিক্ষিত জনসাধারণকে আর পরিতুষ্ট করতে পারছে না। ১৮শ শতকে কমেডি প্রবন্ধ সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস পুরুষ পাঠকগণকে পড়বার বই জুগিয়েছিল কিন্তু তখন মেয়েরাও শিক্ষিত হ'য়ে উঠেছে এবং শিল্পায়নের কৃপায় একটা অর্থবান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ'ড়ে উঠেছে। ১৭৭০ থেকেই শিল্পবিপ্লবের ফলে একদল লোক স্ফীত হ'য়ে ওঠে এবং তাদের ঘরের মেয়েরাও শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে। তখন দীর্ঘ শীতের অপরাহ্ণ কাটানোর জন্য বাতি এবং পরে গ্যাসও সুলভ হয়েছে, অতএব তাদের পড়বার বই দরকার হল—পড়ে সময় কাটানোর জন্য, উপভোগের জন্য। শিল্পায়নের পিছনে মানুষের স্বার্থবোধ ও লোভের অভাব ছিল না, ভোগস্পৃহা বেড়ে গিয়েছিল, নানা শিল্প ও ব্যবসায় দ্বারা অর্থার্জনটাই জীবনের কাম্য হ'য়ে উঠেছিল। তখন উপন্যাস-সাহিত্যের চাহিদা দেখে বণিক ইংরাজের বৈশ্য-প্রতিভা পুস্তক ব্যবসায় আরম্ভ

(২৬৫) এই তথ্যগুলি W. G. Hoffmann কৃত The Growth of Industrial Economics-এর—p. 43-44 থেকে গৃহীত।

করল এবং শ্রমিকের জন্য yellow press এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মেয়েদের জন্য উপন্যাস মুদ্রিত হল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার আগেই হয়েছিল (১৪৫২-৫৪)। এখন তা গ্রন্থ ব্যবসায়ে নিয়োজিত হ'য়ে সাহিত্যকে ব্যবসা-সামগ্রী ক'রে তুলল। রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসির যুগে সাহিত্য ছিল রসিক জনের, পিকারো গল্প উপন্যাসের যুগে ছিল শিক্ষিত সাধারণের, মুদ্রাযন্ত্র কাগজের সুলভতা ও বণিক-বুদ্ধি তাকে ক'রে দিল জনগণের,—উপভোগের সামগ্রী হ'য়ে দেখা দিল সাহিত্য-শিল্পোৎপাদিত ব্যসন দ্রব্যের মত। (২৬৬) বর্তমান যুগের শিল্পায়ন-স্ফীত-বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসধারার সঙ্গে যার তুলনা করা যায়। সাহিত্য হল ব্যবসায়ীয় পণ্য, মানুষের মনের দুর্বলতা ও ইন্দ্রিয়গত কামেচ্ছার সুযোগ নিয়ে অর্জন করল অর্থ। সে ব্যবসা আজও চলেছে সমানে, সর্বদেশে, যার জন্য Franz Kafka-র মত লেখকও খ্যাতি লাভ করেছেন মৃত্যুর ২৪ বৎসর পরে। ব্যবসাবুদ্ধিতে সাহিত্যের কণ্ঠরোধ হলেও মানব-হৃদয়ের চিরন্তন রসস্রোত ও কান্তিবোধ শুষ্ক হয়নি,—অন্তরালে বসে মানব-হৃদয় সুন্দরের পূজা করেছে, শিবসুন্দরের আশ্রয়ে আপনাকে অভিব্যক্তি দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক যুগে অন্ততঃ বহুল প্রচার এবং জনপ্রিয়তা সাহিত্যের মাপকাঠি নয়, কারণ সত্যকার সাহিত্যবোধ বিনা সাহিত্যরস উপভোগ করা সম্ভব নয় এবং এই সাহিত্যবোধ ও রসবোধ জনগণের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সত্যকার সৃষ্টি তাই গণতন্ত্রের যুগে নিষ্পিষ্ট হ'য়ে একান্তে অসহায়ভাবে নির্বাসিত হ'য়ে আছে। কু-সাহিত্য, অ-সাহিত্য এবং ব্যবসা-সাহিত্য প্রচার মহিমায় এবং সংবাদপত্রের ভাড়াটে সমালোচকের দুন্দুভিনিনাদে সাহিত্যের নামে জনসাধারণের রুচিকে বিকৃত ও বিপথগামী করছে, জনগণের রুচিবিকৃতিকে পরিতুষ্ট করতে সাহিত্য বিকৃত হচ্ছে। (২৬৭)

Richardson ১৭শ শতকের মধ্যবিত্ত পরিবারকে নাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন এই শ্রেণীর পরিবারের মহিলাগণের তাঁর উপন্যাস পড়বার মত শিক্ষা ও সময় ছিল না। Marivaux, Rousseau, Scott, এবং Mrs Radcliff কাব্য-কাহিনী ও কবিতা থেকে গদ্য-কাহিনীকে জনপ্রিয় করেছিলেন। তখন একমাত্র বায়রনের কবিতাই ইউরোপের লোকে পড়ত এবং সেটাও তাঁর কাব্যগুণে নয় বরং তাঁর জীবনের বৈচিত্র্যের জন্যে।

(২৬৬) The invention of printing helped to destroy literature. Scribes and memories not yet spoilt by over cramming, preserved all literature that was worth preserving. Books that had to be remembered by heart or copied with slow elaborate penmanship were not thrown away on people who did not want them. They remained in the hands of people of taste...what had once been an art for the few became a trade for many and while in painting, in sculpture, in music the mere fact of production means, for the most part an attempt to produce a work of art, the function of written or printed words ceased to be necessarily more than what a Spanish poet has called "The jabber of the human animal." Studies in Prose and Verse—Arthur Symond—Introduction.

(২৬৭) Please See Foot Note (২২৩)

বর্তমানে উপন্যাস বলতে আমরা যে শ্রেণীর কাহিনী বুঝি তা প্রথম সত্য ঘটনার ছদ্মবেশে দেখা দেয়। স্কটও তাঁর গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে একটা প্রমাণ দিয়েছেন। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে গল্পটা কী ক'রে পাওয়া গেল সে সম্বন্ধে একটা ঐতিহাসিক বা বাস্তব প্রমাণসূত্র দেওয়া হয়েছে। ডিফোকেও এমনি একটা সততার ভান করতে হয়েছে। যাই হোক যে মহিলাবৃন্দ এর প্রধান পাঠক ছিলেন তাঁরা কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে খুব আগ্রহশীল ছিলেন না। মধ্যবিত্ত লেখকগণ পুরাতন এপিক কাহিনী ও গল্পকে কল্পনার রসে ভিজিয়ে পরিবেশন করলেন এবং অভিজাত লেখকগণ La Princesse de Clèves (১৬৭৮—Mme de Lafayette) এবং Les Liaisons dangereuses (by Laclos ১৭৪১-১৮০৩)-এর অনুকরণে এবং অনেক ক্ষেত্রে আত্মকাহিনীর ছদ্মবেশে গল্প লিখতে লাগলেন।

ফ্রান্সে অভিজাত শ্রেণীর লেখক Benjamin Constant (১৭৬৭-১৮৩০) রেস্টোরেশনের যুগে Mme de Stàel-এর প্রতি অনুরাগকে নিয়ে তাঁর Adolphe এবং Le Cahier rouge এ ডাইরী আকারে বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস লেখেন। তাঁর এই বিশ্লেষণে ব্যক্তিবাদজনিত মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংঘাতই রূপায়িত হয়েছে। একজন তাঁকে বুদ্ধিজগতে আনন্দ দেয়, আর একজন জৈব জীবনে এবং তারও উর্ধ্বে Werther-এর মত বিষন্নতায় ভরে দেয় তাঁর অন্তর—তিনি কোন পথ পান না। এই সংঘাতের বিশ্লেষণই তাঁর কাহিনী। Adolphe-এর প্রেমিকা Ellènore তাঁর থেকে বয়সে বড়, নিঃসঙ্গতা দূর করতে সে তাঁর প্রণয়ী। কিন্তু ত্যাগ করবার সময় বিবেক এসে বাধা দেয়। অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে তাকে ত্যাগ করেন। Adolphe-চরিত্রে স্থাবর সমাজের মধ্যে হৃদয়বান একটি ব্যক্তির সংগ্রাম ফুটে উঠেছে।—চরিত্রটি সমাজের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ।

Constant থেকেও শক্তিশালী লেখক Henry Beyle (১৭৮৩-১৮৪২), ইনি Stendhal ছদ্মনামে লিখতেন। তিনিও ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর কাহিনী সৃষ্টি করেছেন এবং আত্মপ্রেম ও প্রেমের মাঝে স্তরবিভাগ করেছেন আত্মবিশ্লেষণের মাঝে। তিনি নেপোলিয়নের বাহিনীতে অসামরিক কর্মচারী হ'য়ে চাকুরী করেছিলেন। ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থ ও ব্যথিত। শেষজীবনে Civitavecchiaতে কনসাল রূপে কাটান। ১৮শ শতকের যুক্তিপূর্ণ মস্তিষ্ক এবং অন্য দিকে তাঁর স্প্যানিশ রক্তের আবেগ নিয়ে তিনি লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ De l' Amour (on Love) একটি প্রেম-কাহিনীর স্তরবিন্যাস ও ব্যাখ্যা। তার পরে তিনি Racine ও Shakespeare নিয়ে তদানীন্তন সাহিত্য-বিরোধে অবতীর্ণ হ'য়ে রোমান্টিসিজমের পক্ষ অবলম্বন করেন কিন্তু পরে নব্যযুগের ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে আপস করতে পারেননি। তাঁর প্রথম প্রসিদ্ধ উপন্যাস Le Rouge et le Noir (Red and Black)-এর মধ্যে তৎকালীন চার্চের বিরুদ্ধতা সুপ্রকট। বিপ্লব বা তার অবদান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের

রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, রেস্টোরেশনের অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাঁর আত্মসম্মানবোধ মাথা খাড়া ক'রে উঠেছিল। তিনি জৈবাবেগে অস্থিরচিত্ত হলেও তাঁর মস্তিষ্ক তাঁকে সংযত ক'রে রেখেছিল। এই কাহিনীর নায়ক Julien Sorel তাঁরই মত অনভিজাত, তার জীবনই সুবিধাভোগী অভিজাতদের বিরুদ্ধতা করা—একটি অভিজাত পরিবারে শিক্ষকতা করতে করতে কেবলমাত্র আত্মপ্রসাদ লাভের মোহেই তাদের একটি মেয়েকে অপহরণ করে। পরে আর একটি সম্ভ্রান্ত মহিলাকে প্রেম নিবেদন করে,—যার মধ্যে প্রেম ও ঘৃণা উভয়ই বর্তমান। মহিলাটি তারই মত অনভিজাত বংশ থেকে উন্নীত। উভয়েই প্রেমের বন্যায় ভেসে গেলেও সর্বদাই আত্মসচেতন। Julien-এর মন একটি ক্ষেত্রে অতি সচেতন, সেটা অসম্মানের ভয়। সমস্ত ঘটনা ফাঁস হ'য়ে যাবার ভয়ে সে তার প্রথম প্রণয়িনীকে হত্যা করে এবং তাকে শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়। ঘটনাংশ মেলোড্রামার মত হলেও তাঁর মনবিশ্লেষণ, সংলাপের মধ্যে মন-বিকলন, রোমান্টিকতাকে ব্যঙ্গ, এই সব একসঙ্গে মিলে উপন্যাসকে ঘটনা থেকে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে গেছে। Stendhal-ই এই সময়ের একমাত্র লেখক যার চরিত্রগুলি সংযত এবং বহুমুখী হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস La Chartreuse de Parme (The Charter House of Parma) একটি ইতালীয় ছোট গল্প অবলম্বনে লেখা এবং এই ক্ষুদ্র গল্পকে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করেছেন। তার নায়ক Fabric উদার সরলচিত্ত যুবক, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। নিরীহ বেচারী রাজনীতির আবর্তে পড়ে কেমন ক'রে পর্যুদস্ত হয় তারই একটা প্রতীক কাহিনী। রাজনৈতিক খেলা এই কাহিনীতে কঠোর সত্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। জালে জড়িয়ে সে জেলে যায় আবার জালে জড়িয়েই বেরিয়ে আসে। জেলার-কন্যার প্রতি প্রেম নতুন জাল সৃষ্টি করে। পরে সে ধর্মযাজক হ'য়ে তার সংযত চরিত্র, দাক্ষিণ্য ও বাক্‌শক্তিবলে প্রভূত গুণগ্রাহী ভক্ত সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সংলাপের মাধ্যমে তাদের মনের দ্বন্দ্বভাব ও আবেগ প্রভৃতি প্রকাশ ক'রে সজীব হ'য়ে উঠেছে। Stendhal লিবারাল হয়েও লিবারালদের প্রতি বিমুখ, অতি কল্পনার দোষমুক্ত এবং তখনকার সমাজজীবনের বাস্তব চিত্রকর। তাঁর রচনাভঙ্গির কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, তিনিও পত্রালাপের আঙ্গিক গ্রহণ ক'রে কাহিনীর রূপ দান করেছেন। তিনি মনে করতেন "One must write exactly what one would say to the person if one saw him." (২৬৮) রোমান্টিকতার এই বিরুদ্ধতার জন্যে জীবদ্দশায় তাঁর পাঠক ছিল অত্যল্প, তিনি নিজেও নিরাশ হয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, মৃত্যুর একশত বৎসর পরে হয়ত তাঁর লেখা আদৃত হবে কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরেই তিনি ফ্রান্সের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃত

(২৬৮) Ibid—Cohen.—p. 267.

হন। তখন তাঁর সমাপ্ত-অসমাপ্ত রচনাবলী খুঁজে বের ক'রে প্রকাশ করা হয়। সেই সময়ে তাঁর অসমাপ্ত রাজনৈতিক উপন্যাস Lucien Leuwen এবং তাঁর আত্মজীবনী La Vie de Henri Brulard প্রকাশিত হয়। তার পরে তাঁর পত্রাবলী এবং অন্যান্য নোট প্রভৃতি সযত্নে প্রকাশিত ও পঠিত হয়।

ফ্রান্সের পরবর্তী ঔপন্যাসিক ইংলণ্ডের শেক্সপীয়রের মত বৃহৎ, বলিষ্ঠ ও ব্যাপক Honorè de Balzac (১৭৯৯-১৮৫০)। তিনি নিজেই এক বৃহৎ জগত সৃষ্টি ক'রে গেছেন—সে জগত বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের জগত। Stendhal ছিলেন লিবারাল, ব্যালজাক ছিলেন রয়ালিস্ট। তাঁর আনুগত্য ছিল অভিজাত শ্রেণীর লেখক Restif de La Bretonne-এর প্রতি। ১৮শ শতকের ভাব ও চিন্তাধারা তাঁর কাছে মূল্যহীন, কেবলমাত্র Swedenborg থেকে Saint Martin পর্যন্ত যে একটা মানব-জাতির আশাবাদী বিবর্তনের সুর ছিল তাই তাঁকে কিছুটা আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর রচনায় বাস্তবতা পুঞ্জীভূত কিন্তু তথাপি তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি অতি জাগতিক।

তখন ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়েছে। বস্তুজগতের পাওনা ও সুখের আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে, মোহ বেড়েছে, কাঞ্চনের মোহ বেড়েছে। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে ধর্মীয় বন্ধন ও নীতিবাদ শিথিল হয়েছে, অগ্রগতির নামে উপেক্ষিতও হয়েছে। মানুষ অর্থ ও খ্যাতির মোহে অন্ধ; নারী, বিলাসব্যসন ও কাঞ্চনাশ্রিত আভিজাত্যের জন্য ব্যাকুল। আত্মিক-জীবন ত্যাগ ক'রে বস্তুজগতের মাঝে ডুবেছে, তথাপি ব্যালজাক তার মধ্যে মানবতার সম্ভাবনা দেখেছেন। মানবের সুন্দরতর পরিণতির কথা কল্পনা করেছেন। তাঁর এই কল্পনা তাঁর তৎকালীন ফ্রান্সের চিত্র Comèdie Humaine এবং Etudes Philoshophiques-এর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক উকিলের কাছে প্রথম শিক্ষানবিশ থাকেন। সেখানে তিনি সাধারণ আইন ও ব্যবসাঘটিত আইন অধিগত করেন। তার পরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ক'রে প্রকাশকের ব্যবসা করতে গিয়ে ফেল হন; এবং প্রায় দশ বৎসর নানাবিধ ব্যবসায় অসফল হ'য়ে লেখকবৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি সাধারণত সারারাত্রি লিখতেন এবং সারাদিন ঘুমোতেন। কথিত আছে, তাঁর পুস্তক ছাপবার খরচা থেকে প্রুফ্ দেখার খরচা বেশী হত—প্রতি প্রুফেই তিনি নূতন কিছু সংযোগ বা বিয়োগ করতেন। তাঁর জীবন ছিল একটা দুরন্ত জৈবাবেগে অস্থির—সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রতি তাঁর একটা স্বভাবজ আসক্তি ছিল। তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি তাঁকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেনি। তাঁর জীবনের প্রথম প্রেম হয় Madame de Berny-র সঙ্গে যখন তাঁর বয়স ২৩ এবং মহিলাটির বয়স ৪৬। প্রাশিয়ার এক নোব্‌ল-পত্নী Madame de Hansa-র প্রতি তিনি প্রথম চিঠিপত্রে আকৃষ্ট হন, ইতালীতে ভ্রমণকালে একরাত্রির জন্য তাঁদের মিলন ঘটে এবং সারাজীবন তিনি তাঁর পথ চেয়ে ছিলেন। ৫২ বৎসরে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে

(তখন) বিধবা Madame Hansaকে বিবাহ করেন। তিনি জীবনে অর্জন করেছেন প্রচুর কিন্তু দারিদ্র্য ও দেনা থেকে মুক্তি হয়নি তাঁর কোনদিন। (২৬৯)

দান্তের Commedia-র সঙ্গে একটা তুলনামূলক সৃষ্টির জন্যই ব্যালজাক্ তাঁর কমেডি হিউমেন লেখেন। এর পটভূমিকা ব্যাপক এবং বিরাট, তার মধ্যে বহু উপন্যাস বহু গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। সমস্ত মানব-সমাজকে পশু-সমাজের স্তরভেদের মত স্তরভেদে চিত্রিত করেছেন। (২৭০) তার মধ্যে তাঁর সমস্ত চরিত্রের সাধারণ মনোবৃত্তি পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্ট কৃপণ, গোপন প্রণয়ী, সৈনিক, বৃদ্ধা কুমারী, সাংবাদিক সকলের মধ্যেই হীন জৈবপ্রেম, অসূয়া ও উচ্চাশা সমানভাবে রয়েছে। Stendhel-এর মত মানব-মনের স্তরভেদ নেই, মন-বিকলনের গভীরতা নেই কিন্তু চরিত্র পারিপার্শ্বিক জগতে মিশে কল্পনা ও বাস্তবকে একীভূত করেছে। (২৭১) বৃদ্ধ পিতা Gariotকে তার কন্যাগণের অবজ্ঞা, Hulot বংশের হীন আত্মীয়ের চক্রান্তে ভাগ্যবিপর্যয়, Cèsar Birotteau (প্রসাধন ব্যবসায়ী)-এর ভাগ্যবিপর্যয়, তাঁর শিক্ষানবিশের ধূর্ততা, বাস্তবজীবনের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছে। ব্যালজাক ছিলেন দ্রষ্টা, জীবনের ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু আহরণ করেছেন সবই পুঞ্জীভূত করেছেন তাঁর এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে। জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু না নিলেও জগতের অভিজ্ঞতাকে পূর্ণভাবে নিয়েছেন (যেমন Lost Illusion-এ)। তিনি রক্ষিতা শ্রেণীর সঙ্গে ধনী অমিতাচারীদের জীবন দেখেছিলেন, তার অভিজ্ঞতা The Courtesans' Glories and Hardships-এ বর্ণনা করেছেন। তাঁর হঠাৎ বড়লোক Nucingen, বেপরোয়া Rastignac, অপরাধপ্রবণ Vautrin সবই আকস্মিকতার উজ্জ্বলতায় চিরনবীন। তাঁর নায়িকাগণ ডিকেন্সের নায়িকাগণের মতই সরলচিত্ত ধর্মপ্রাণা নারী। তাঁর কমেডির মত সুসংবদ্ধ ও সম্পূর্ণ উপন্যাস একটিও নেই। তার ঘটনাবলীর ব্যাপকতা ও চরিত্রের শক্তিশালী প্রকাশের মধ্যে একটা অপূর্ব মানবতার বাণী ধ্বনিত হয়েছে। প্রথম যৌবনে, লেখার প্রথম যুগে Scott এবং Mrs Radcliffe-এর প্রভাব হয়ত বা তাঁর উপর ছিল। সমগ্র রোমান্টিক যুগে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় গল্পই বেশী জনপ্রিয় ছিল, তার মধ্যে বীরত্ব, প্রেম-রহস্যের কল্পনা সব সময়েই উত্তুঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারত কিন্তু ব্যালজাকের জীবনে তদানীন্তন প্যারির অভিজাত

---

(২৬৯) তথ্যগুলি Balzac by Stefan Zweig থেকে গৃহীত।

(২৭০) Just as in nature the various species of animals develop into more specialised creatures according to their environment, so do human beings under the influence of their social environment.—Stefen Zweig.—p. 323.

(২৭১) His greatest masterpieces Les Illusion Perdues, La peau de Chargin, Louis Lambert, Cesar Birottean, the greatest epics of the middle classes of the stock exchange, and the business world, would have been unthinkable without the disappointments he had experienced during these years. Only now, after his imaginations had become fused and inter penetrated with reality, was it possible for the wondrous substance of the Balzac novels to emerge as the most perfect compound of realism and fantasy. Ibid.—p. 84-85.

ও নবযুগের ব্যবসায়ীদের উত্থান-পতনের কাহিনীই পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করেছিল এবং সেই রোমাণ্টিক যুগে ব্যালজাকের এই বাস্তবতাই তাঁকে পৃথক ও নবযুগের প্রবর্তক ক'রে রেখেছে।

অনেকেই ব্যালজাককে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনায় তাঁকে দু'টি বিষয়ে বিপথগামী ব'লে মনে হয়। প্রথমতঃ, ব্যালজাক তাঁর নিজের জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাঁর চরিত্রকে ঠিক বাস্তব ব'লে মনে করতে দ্বিধাবোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর চরিত্রগুলি কখনও কখনও বাস্তবকে ছাড়িয়ে অতিরঞ্জিত হয়েছে। (২৭২) সমসাময়িক সামাজিক অবস্থায় সেটা অতিরঞ্জন হলেও পরবর্তী যুগের পক্ষে তা অতিপ্রাকৃত ব'লে মনে হয় না—তাঁর এই সৃষ্টির মধ্যেই যেন ভবিষ্যৎ যুগ লুকিয়েছিল। (২৭৩) সেই জন্যই তাঁর সৃষ্টি চিরন্তন মাধুর্য ও মূল্যে অবিস্মরণীয়। (২৭৪)

এই সময়ে Alfred de Vigny-র ঐতিহাসিক উপন্যাস Cinq-Mars কিছুটা খ্যাতি লাভ করে। Victor Hugo তাঁর Hermani-র সাফল্যের পরে মধ্যযুগীয় কাহিনীর অনুকরণে তাঁর বিখ্যাত Notre-Dame de Paris লেখেন এবং নাট্যক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী Alexander Dumus (১৮০২-৭০) বহু ১৭শ শতকীয় গল্পকে নাট্যাকারে রূপায়িত করেন। সেগুলি এত জনপ্রিয় হয় যে তাঁকে লেখার জন্য অন্যের সাহায্য নিতে হয়। এই সময়ের ঐতিহাসিক কাহিনীকার Prosper Mèrimée (১৮০৩-৭০) ইতিহাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রত্যক্ষ ভাবে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তাঁর Chronique du Règne de Charles IX-এ Saint Bartholomew-এর হত্যাকাণ্ড বর্ণনায় ও প্রত্যক্ষতায় স্মরণীয় হ'য়ে আছে। স্পেনের ভাবাবেগপুষ্ট Carmen এবং কর্সিকার পটভূমিতে লেখা Colomba উপন্যাস দুইখানি সুন্দর, সুখপাঠ্য সাহিত্যকীর্তি।

এই সময়ের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখিকা Madame Dudevant (১৮০৪-৭৬) ইনি George Sand ছদ্মনামে লিখতেন। বায়রনের মত তিনি তাঁর লেখার চেয়ে তাঁর বেপরোয়া জীবনের জন্য বেশী খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর

(২৭২) In the first place Balzac has been accused, like Poe of creating his own world, which too often lacks that verisimilitude of real life that we recognise at once, and in the second place he tends as Dickens did, in his ardour to depict some aspect of human character to draw characters, which in their exaggeration fail to exemplify the lives of men and women who are really human. —Modern World Fiction.—D. Brewster & J. A. Burrett.—pp. 26-27.

(২৭৩) They say that Balzac's characters were more true of the generations that followed him than of that which he purported to describe. I know from my own experience that 20 years after Kippling wrote his first important stories, there were men scattered about the outlying parts of Empire who would never have been just what they were except for him. Point of View—S. Maugham. —p. 156.

(২৭৪) The history of the human heart traced thread by thread and social history made in all its parts—a vast picture of the life of his time.—Ibid—J. Drinkwater—p. 599.

জীবনে কবি Musset এবং Chopin এবং আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর আসক্তি হয়েছিল এবং তাঁর জীবনের এই বেগবান নারীত্ব ও যৌন উদারতার গোপন প্রণয় কাহিনী সমাজ বিদ্রোহের রূপ নিয়ে তাঁর উপন্যাসে স্বীকারোক্তি রূপে প্রকাশিত হয় এবং বলা বাহুল্য জনসাধারণের কাছে এটা খুবই মুখরোচক ও প্রিয় হ'য়ে ওঠে। এইসব কেচ্ছা-কাহিনী আজ আর পাঠোপযোগী নেই তবে গ্রাম্যকাহিনী ও পল্লীপরিবেশ নিয়ে তাঁর উপন্যাস The Devil's Pool, Little Fadette তাঁর নিজস্ব দেশের সুন্দর কাহিনী এবং আজও সুখপাঠ্য। শেষ জীবনে যখন তাঁর স্পর্ধিত ব্যক্তিত্ব স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল, তখনকার লেখা Le Marquis de Vellemer উপন্যাসকে তিনি অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি ক'রে রেখে গেছেন। George Sand-এর থেকেও বেশী মেলোড্রামাপূর্ণ Hugo-র উপন্যাসে Les Misèrables এবং Travailleurs de la mer (Toilers of the Sea) অধিকতর প্রখ্যাত হ'য়ে আছে। দু'খানি উপন্যাসই অত্যন্ত শক্তিশালী কাহিনী ও বেগবান চরিত্রে স্মরণীয়।

Eugène Sue (১৮০৪-৫৭) প্যারির পঙ্কিল গোপন জীবনের কাহিনী লিখে এবং Emile Gaboriau (১৮৩৫-৭৩) ডিটেকটিভ গল্পের সঙ্গে কিছু পারিপার্শ্বিকের বাস্তবতা ও সমাজের প্রতি বক্রোক্তি মিলিয়ে যে উপন্যাসগুলি লেখেন তা কিছুকাল ধ'রে সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, এই সময়ে ফ্রান্সে দ্রুত শিল্পায়ন চলেছে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাকে দাঁড়াতে হয়েছে এবং ইংলণ্ডের অনুরূপ সমাজ ও পরিবারের পরিবর্ত্তন হয়েছে। নিষ্ঠুর বৈশ্যবৃত্তি ব্যাপক হ'য়ে উঠেছে সমাজের সর্ব অঙ্গে। সাহিত্যও তখন সৃষ্টির পথ ছেড়ে, সত্যশিবসুন্দরের পথ ত্যাগ ক'রে ব্যবসায়ের পথে পা বাড়িয়েছে। জনপ্রিয় হওয়া এবং বিক্রয় দ্বারা মুনাফা করাই তখন বড় প্রয়োজন হয়েছে। কিছু কিছু অর্ধশিক্ষিত কারখানার কর্মীও পাঠক দলভুক্ত হয়েছে। কাগজ ও মুদ্রণের জন্য নিয়োজিত মূলধন থেকে মুনাফা শিকারের যুগ এসে গেছে। জনসাধারণের মনোরঞ্জন ক'রে, তাদের জৈব-জীবনের শত কামনার ইন্ধন জুগিয়ে দু'পয়সা মুনাফা করাটা তখন সাত্ত্বিক ব্যবসায় হ'য়ে উঠেছে। ধর্ম-নীতি অবান্তর হ'য়ে গেছে স্বর্ণাহরণই জীবনের চরম পাওয়া হ'য়ে উঠেছে এবং এই মনোবৃত্তিও শিল্পায়নের অবশ্যম্ভাবী ফল।

এখানে অবান্তর হলেও বলতে বাধা নেই, ঠিক এরই একশত বৎসর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতে শিল্পায়নের ফলে এই যুগেরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে এবং সিনেমা-শিল্প ও অর্ধশিক্ষিত পাঠকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হলদে বই (Yellow Press এবং pot boilers) দ্রুত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছে। এই ব্যবসা-সাহিত্যের চাপে স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য ব্যাহত হয়নি কোনদিন, তবে তা আঘাত পেয়েছে। আহত হ'য়ে শুরু হয়েছে মাত্র।

তেমনি একজন স্রষ্টা Eugene Fromentin (১৮২০-৭৫)-এর আত্মজীবনী

মূলক নিষ্ফল প্রেমের কাহিনী Dominique সংযত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে দেখা দিয়েছিল।

বৃদ্ধ বয়সে George Sand তাঁর থেকে বিশবছরের ছোট Gustave Flaubert (১৮২১-৮০)-কে পেয়েছিলেন। তখন ফ্লবেয়ার উপন্যাস L'Education sentimentale ছাপার জন্য প্রস্তুত। Balzac, Stendhal বা Sand-এর সাবলীল গতি ও অনুভূতি তাঁর ছিল না, কিন্তু ওজন-করা অত্যন্ত সাবধানী ভাষার মাধুর্যে তাঁর লিখনরীতি ফরাসী ভাষাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছিল। তাঁর জীবন ছিল শূন্য, প্রণয়ে নিরুৎসাহ এবং আজীবন মায়ের উপর নির্ভরশীল। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Madame Bovary তিনি সাড়ে চার বছর ধ'রে লিখেছিলেন। নরম্যাণ্ডির পরিবেশে একটি অপদার্থ নারীর বিদ্রোহী জীবনের চিত্র। এই পরিবেশ লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের হলেও এটি তাঁর জীবনের ঘটনা নয়। কথিত আছে, যখন তাঁর নায়িকা আর্সেনিক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে তখন তিনি নিজেও অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন—তাঁর নায়িকার সঙ্গে তিনি এমনি একাত্ম হ'য়ে গিয়েছিলেন। অশ্লীলতার জন্য উপন্যাসখানি অভিযুক্ত হয়, সেজন্য তিনি জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু এই অভিযোগই তাঁকে এবং তাঁর Madame Bovary-কে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত করেছিল। (২৭৫) অন্যতম উপন্যাস Salammbo কার্থেজের একটি রোমাণ্টিক কাহিনী নিয়ে লেখা। বিশদ বর্ণনার আধিক্য গল্পাংশকে প্রায়শই মন্থর ক'রে তুলেছে। তাঁর L' Education Sentimentale-এর মধ্যে তখনকার মানুষের গল্পকে বলেছেন। বিপ্লব, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার ব্যর্থতা সবই এই কাহিনীতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তিনি তখনকার শ্রমিক, কৃষক, অভিজাতশ্রেণী সকলের উপরই বিরক্ত ছিলেন; বিপ্লবের আশার আলোককে তিনি দেখেননি। তাঁর Trois Contes (Three Tales) আঙ্গিক ও ভাষার দিক থেকে সম্পূর্ণতার দাবী করতে পারে। তাঁর শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস Bouvard et Pècuchet কিছুটা সম্ভাব্যতাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং লিখতে লিখতে অনেকটা হতাশ হ'য়েই তিনি আর তা সমাপ্ত করেননি।

তাঁর খ্যাতি সাধারণতঃ তাঁর সুষ্ঠু সুগঠিত সুন্দর ভাষা ও আঙ্গিকের জন্য।

(২৭৫) He (G. Flaubert) was aware of the two sides, the realistic and the romantic in the work of Balzac and it was an eventful moment in French Literature when he chose to work in the realistic tradition...A book like Mme. Bovery whether the author intended or not, gives a powerful moral impact. It cuts through all sentimentality and reveals the need for the clear realistic view of life...interested in art for art's sake.—Modern World Fiction—D. B. & J. A. B. —p. 28.

(২৭৫) Mme. Bovary—a portrait of a pitifully weak romantic woman and her desolate love affairs with commonplace men in a dull provinical town....G. F. brought reason into romance and taught the realism which was to follow him. Story of World Literature—J. Macy—p. 413.

তাঁর প্রতিটি বাক্য সুগঠিত, সযত্নরচিত, সুলিখিত কিন্তু Stendhal-এর দৃষ্টিশক্তি Balzac-এর সৃষ্টিশক্তি দস্তয়েভ্‌স্কির গভীরতা বা টলস্টয়ের Anna Karenina-র প্রতি মমত্ববোধও তাঁর নেই, যদিও বোভারী ও আনার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য রয়ে গেছে। ফরাসী সাহিত্যে ফ্লবেয়ারই প্রথম বাস্তববাদী সাহিত্যিক। (২৭৬)

ফ্লবেয়ার পরে ফরাসী উপন্যাসের অবনতি ঘটে। তাঁরই শিষ্যপ্রতিম Guy de Maupassaunt (১৮৫০-৯৩), প্রতিভাদীপ্ত তরুণ, তাঁর সমস্ত শক্তি ছোট গল্পের দিকেই নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর কোন কোন ছোটগল্পে কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে যে চমৎকার বাস্তব চিত্রকে তিনি তুলে ধরেছেন তা সৃষ্টি করতে ফ্লবেয়া হয়ত একখানা উপন্যাস রচনা করতেন। কিন্তু মোপাসাঁর মধ্যে ঔপন্যাসিকের গভীরতা নেই। নরম্যান কৃষকদের জীবনকে নিয়ে যখন হালকা ব্যঙ্গরসের রং-এ তাঁর যৌনপ্রেমের কাহিনী লিখেছেন তখনই যেন তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণ দীপ্তি লাভ করেছে। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে লিখেই তিনি জীবিকা অর্জন করতেন, তার ফলে তাঁকে প্রচুর লিখতে হয়েছে। গুরুশ্রমে শরীরও ভেঙ্গে যায়, সেই জন্যই তাঁকে চতুর একটা আঙ্গিক অবলম্বনে গল্প লিখে পাঠকের তুষ্টি করতে হয়েছে। অন্তরে তিনি দুঃখবাদী ছিলেন। তাঁর কোন চরিত্রেই হৃদয়ের উষ্ণতা ব্যতীত উচ্চতর বা মহত্তর কোন গুণের প্রকাশ নেই। সমাজ সম্বন্ধে কোন মতবাদ বা মন্তব্যও তাঁর নেই। অলৌকিক উপাদানকে রোমাঞ্চ সৃষ্টির জন্য কখন কখন তিনি গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে কিছু কিছু তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল, যেমন Le Horla গল্পে নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিবিভ্রমের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছেন। গল্পের মধ্যে Dumpling, At Mme Tellier's, Mme Husson's May-King প্রভৃতি গল্পে স্বর্গীয় সারল্যের মধুময় চরিত্র কয়টি অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে। তাঁর দু'খানি উপন্যাসের মধ্যে সম্ভবতঃ Bel-Ami-ই শ্রেষ্ঠ। এক অতি-পরিচিত সাংবাদিকের জীবন ও পরিবেশ নিয়ে লেখা এই উপন্যাস খানি বাস্তব, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর।

কেহ কেহ বলেন, রাশিয়ান লেখক শেখভ (Chekhov) মোপাসাঁর আদর্শেই লিখেছেন। অবশ্য একথা তিনি নিজেই বলেছেন। এদের সময়ে তিনি প্যারিতে কিছুকাল ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ও আঙ্গিক সম্পূর্ণ পৃথক অতএব অনেকে এ অনুমানকে অগ্রাহ্য করেন। (২৭৭)

(২৭৬) He wrote Mme. Bovery (1850-1856), it is certainly the finest, of absolute French realistic fiction as compared with the semi-sentimental realism of Balzac.—Ibid—J. Drinkwater—p. 602.

(২৭৭) Chekhov took Maupassaunt as his model. If he had not told us that himself, I would have never believed it, for their aims and method seem to be entirely different. In general M. sought to make his stories dramatic and in order to do this, as I have before said, he was prepared if necessary to sacrifice probability. I am inclined to think that C. deliberately eschewed the dramatic. He dealt with ordinary people leading ordinary lives. "People don't go to the North Pole to fall of icebergs," he wrote in one of his letters. "They go to offices, quarrel with their wives and eat cabbage soup."—Point of View. S. Maugham.—p. 171.

সাহিত্যে এই বাস্তবতা ক্রমশঃ ফরাসী সাহিত্যে ব্যাপকতা লাভ করে। চারিপাশের প্রত্যক্ষ জগতের কাহিনী অবলম্বনে রসসৃষ্টির একটা রেওয়াজ শুরু হয়। Goncourt ভ্রাতৃদ্বয়, Edmund (১৮২২-৯৬) এবং Jules de (১৮৩০-৭০) তখনকার প্যারির জীবন, তার গ্লানি ও পঙ্কিলতার একটা ঐতিহাসিক বর্ণনা রেখে গেছেন। দরিদ্র জনগণ, সার্কাসের লোক, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জীবন নিয়ে যে উপন্যাস রচনা করেছেন তা সমসাময়িক জগতের প্রত্যক্ষ ইতিহাস। এই প্রত্যক্ষতার জন্য তাঁরা ইতর ও অসাধু ভাষাও ব্যবহারে কুণ্ঠিত হননি। অবশ্য তাঁদের উপন্যাস কোন স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেনি কিন্তু প্যারির শিল্পী সাহিত্যিকদের যে খুঁটিনাটি ইতিহাস রেখে গেছেন তা অবিনশ্বর। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব, অতিমাত্রায় বাস্তব; তাঁরা জীবনকে অত্যন্ত সোজা সরলভাবে দেখেছিলেন এবং সেই মনোবৃত্তি থেকেই তাঁরা দু'ভাই ভাগাভাগি ক'রে বয়সে বড় এক মিস্ট্রেস রেখেছিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এঁরাই প্রথম চিত্তবিকার-গ্রস্ত নায়ক-নায়িকা এবং বাস্তব জীবনের জটিলতা নিয়ে উপন্যাস লেখেন। তাঁদের সঞ্চিত অর্থে একটা পুরস্কার দেওয়া তাঁদের কাম্য ছিল এবং তাঁদের এই অর্থ থেকে আজও ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

এই প্রত্যক্ষ বাস্তবতা E'mile Zola (১৮৪০-১৯০২)-র মধ্যে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) রূপে দেখা দেয়। ফ্লবেয়া ও মোপাসাঁ বিষয়মুখী (objective) ভাবে সাহিত্যের পথনির্দেশ করেছিলেন, জোলা তাকে Naturalism-এ নিয়ে যান। গঁকুরের গণ-উপন্যাস Germinie Lacerteux এই নূতন বাস্তবতার পথিকৃৎ। জোলা মানুষকে সম্পূর্ণভাবে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখেছেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলতেন, "A work of art is a corner of nature seen through a temperament." (২৭৮) মানসিকতার দিক থেকে তিনি উৎসাহী ও আশাবাদী, আহত এবং অসংযত। তখনকার বংশধারার (Heridity) ইতিহাস নিয়ে জোলা ২০খানি উপন্যাস লেখেন। দুইটি বংশের অনেক চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর Rougons এবং Macquarts-এর বিশ্লেষণে তিনি মনে করতেন এটি তাঁর মানব-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান। ব্যালজাক রেস্টোরেশনের ফ্রান্সকে বিধৃত করেছেন তাঁর সাহিত্যে, জোলা ধারণ করেছেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সীমিত ক্ষেত্র। তাঁর এই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মধ্যে চোর-জুয়াচোর, মদ্যাসক্ত, বেশ্যা যেন অত্যাবশ্যক হ'য়ে উঠেছে। তিনি জগতকে দেখাতে গিয়ে যেন হাসপাতাল দেখিয়েছেন। (২৭৯) তাঁর

(২৭৮) Ibid—Cohen—p. 273

(২৭৯) Jean Carrere said :—"We are promised a world and we get a hospital. Surely this is incredible ignorance or incredible perversity." George Moore said—"a striking instance of the insanity of commonsense."—Ibid—Drink-water—p. 606

Rougons ও Macquarts-এর মধ্যে ব্যালজ্যাকের গভীরতা ও আকর্ষণের কোনটাই নেই বা Peréz Goldoz-এর মাদ্রিদের নভেলের সঙ্গেও তা তুলনীয় নয়। অবশ্য তাঁর Germinal কয়লার খাদ ও খনি-মজুরদের জীবনের একটি বাস্তব অনবদ্য সৃষ্টি। এই দরিদ্র মজুরশ্রেণীর দুঃখ-দৈন্য, সহিষ্ণুতা, অন্ধকার খনিগর্ভে সমবেত জীবন ও কায়িক ক্লেশ সাহিত্যে এক অপূর্ব নূতন সৃষ্টি। মোপাসাঁর মত জোলাও সাংবাদিকের মত প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। তাঁর বাবা ছিলেন ইতালীয় ও গ্রীকের শঙ্কর জাতির—এই বংশধারা তাঁর দৃষ্টিকে কতটা বিকৃত করেছিল তা নির্ণয় করা সুসাধ্য নয়। তিনি মাঝে রাজনীতিকে জড়িয়ে—Captain Dreyfus-এর শাস্তির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তিনি মানবতার জন্যই সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক ছিলেন।

লেখক হিসাবে তাঁর মূল্য যাই হোক, তাঁর এই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার প্রভাব সমসাময়িক সাহিত্য এবং পরবর্তী উপন্যাস-সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর Naturalism এবং Realism-এর মধ্যে সীমারেখা টেনে দেওয়াও কঠিন। দুইটিই জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছে। (২৮০)

যাই হোক, জোলা শক্তিশালী লেখক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডিকেন্সের মত তিনি মানব-মঙ্গলের জন্যই লিখেছেন। অনেকে বলেন, তাঁর সাহিত্য প্রচারধর্মী এবং তা সত্য। তাঁর The Dram shop (১৮৭৮)-এ তিনি মদের ভাঁটিখানা ঘিরে সমাজের দুর্নীতি, এবং শিল্পায়নের যুগের নিষ্ঠুর এবং অমানুষিক অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থাকে মানুষের বিবেকের নিকট উপস্থিত করেছেন এবং Germinal-এ উপস্থিত করেছেন কয়লার খনির দৃশ্য। তিনি ডাক্তারের মত সমাজের রোগলক্ষণকে প্রত্যক্ষ করেছেন মানব-মঙ্গলের জন্য। তিনি সর্বদাই মানব-জীবনের পঙ্কিলতা ও পাশবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ব'লে যে দোষারোপ করা হয় তা অনেকাংশে সত্য হলেও তা মানব-কল্যাণের জন্য। তাঁর কোন উপন্যাসই ক্রটিহীন বলা যায় না, তথাপি তাঁর আন্তরিকতা দরদ ও সততায় সন্দেহ করার কিছু নেই। তিনি রোগনির্ণয় ক'রেই রোগের নিবৃত্তি চেয়েছিলেন। (২৮১)

(২৮০) The art of Zola is based on certain theories on a view of humanity which he has adopted as his formula...He has thus succeeded in being at once unreal where reality is essential and tediously real where a point-by-point reality is sometimes unimportant....He observes with immense persistence but his observation. after all, is only that of a man in the street, it is simply carried into detail deliberately...He has not realised that without charm there can be no fine literature as there can be no perfect flower without fragrance...His realism is a distorted idealism. Studies in Prose & Verse. A. Symond.—p. 152-63.

(২৮১) There is a massed power in Zola's work. He overpowers by force of weight and substance with the sordid and bestial. But his fundamental outlook was wholesome. None of his books is perfect but his power and honesty are never questioned.—Modern World Fiction—E. Brewster & J. A. Burrel.—p. 29-30.

যাই হোক, ফরাসী রোমান্টিকতা ধীরে ধীরে বাস্তবতা এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় এসে পৌছল। এই পৌছানর পিছনে শিল্পায়নসম্ভূত সামাজিক অবস্থা, ব্যবসায়-বুদ্ধি ও নীতিহীনতাও ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। চিত্তের দিক থেকে মানুষ আত্মিক জীবন হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে জড়জগতের পাওনাকে বড় ক'রে তুলেছিল তাই হৃদয়কে বাদ দিয়ে দেহের চাহিদা বড় হ'য়ে উঠল। এই দেহের চাহিদা যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সহায়ক একটি হেতু, একথাও অস্বীকার করার সঙ্গত কোন কারণ নেই।

জোলার প্রত্যক্ষ বাস্তবতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন J. K. Huysmans (১৮৪৮-১৯০৭) কিন্তু তখনকার বাস্তব জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে তিনি রোমান্টিক ও Aestheticism-এর পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। তাঁর ভাষার জটিলতা ও চিত্তবিকারগ্রস্ত চরিত্রের প্রতি অহেতুক প্রীতি তাঁর রচনাকে দুষ্পাঠ্য ক'রে তুলেছিল। ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত বংশের ছবি A Rebours এবং অনেকটা রহস্যময় En Route (১৮৯৫) এবং La Cathedrale (১৮৯৮) তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস। তাঁর মিস্টিক ভাব ও লিখনশৈলীর জন্য তাঁকে "author's author" বলা হয়।

Alphonse Daudet (১৮৪০-৯৭) যদিও বন্ধুত্বের খাতিরে বাস্তববাদীদের দলভুক্ত ছিলেন তথাপি তাঁদের চরমপন্থী মতামত এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবতার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম তিনি গ্রাম্য নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পরিবেশে তাঁর বিখ্যাত Lettres de mon Moulin লেখেন—এখানি মধুর সুন্দর কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাস। তার পরে স্পর্ধিত দক্ষিণীদের ব্যঙ্গ ক'রে Tartarin লেখেন। Jack এবং Sapho-তে তাঁর বাস্তবতা ভাবপ্রবণতার মিশ্রণে মন্দীভূত হ'য়ে যায়। ফ্লবেয়া বলতেন, Daudet-এর মধ্যে মাধুর্য আছে এবং জোলার মধ্যে শক্তি আছে কিন্তু কারও মধ্যেই সৌন্দর্য নেই। সৌন্দর্য যদি সত্যের স্বরূপ:হয় এবং তা যদি মানব-মনের দ্বারা উপলব্ধির সামগ্রী হয় তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এঁদের প্রত্যক্ষতার মধ্যে তা কখনই ছিল না। এদিক থেকে এঁরা তিনজনই নিষ্ফল, তাঁদের দৃষ্টি সত্যম্‌শিবমসুন্দরম্‌কে ত্যাগ ক'রে পল্লবগ্রাহিতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে Daudet-কে ফ্রান্সের Dickens বলা হয়,—সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ তাঁকে ডিকেন্সের সমধর্মী করেছিল। তাঁর বহু চরিত্রই সমসাময়িক জীবিত ব্যক্তির ছদ্মচরিত্র।

এই প্রত্যক্ষ বাস্তববাদের আন্দোলন ফ্রান্সে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি সত্য কিন্তু ফ্রান্সের বাইরে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ১৯শ শতকের শেষের দিকের বেশীরভাগ লেখকই এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। লেখকগণের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি যাই থাকুক না কেন, তাঁদের মধ্যে পারিপার্শ্বিক বাস্তবজগতের কোনো না কোন ক্লেদময় একটি কোণকে ব্যক্ত করা যেন অবশ্য কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল (সম্ভবতঃ বিক্রয়ের সুবিধার জন্য)। এর ঢেউ বাংলাদেশে এসে পৌছেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। George Moore, Arnold Bennett, George

Gissing, Hauftmann, Strinberg এমন কি Tolstoy পর্যন্ত একসময়ে না এক সময়ে তদানীন্তন মানব-জীবনের পঙ্কিল একটা দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। যদিও একথা বলা যায় যে, জোলা বা অন্য কোন লেখক ঠিক এই পঙ্কে ডুবে যাননি বা চরিত্র ও মনস্তত্ত্বের প্রতি অন্ধও হননি।

কিন্তু এই বাস্তবতার ঢেউ যে কারণেই হোক, সম্ভবতঃ ব্যবসাবুদ্ধিচালিত হ'য়ে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। Paul Lèautaud-এর লেখা Le Patit Ami উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী হচ্ছে,—জনৈক ভদ্রলোক থিয়েটারে কাজ করতেন, তাঁর একজন মিস্ট্রেস ছিল। একদিন এই মেয়েটির ছোট বোন বেড়াতে এসে বাধ্য হ'য়ে এঁদের কাছে রাত্রিযাপন করে এবং একই বিছানায় থাকতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে ছোট'বোনই মিস্ট্রেস হয় এবং তার একটি সন্তানও হয়। সন্তানটি কোন আত্মীয়ার কাছে মানুষ হতে থাকে এবং মেয়েটি বিয়ে ক'রে অস্ট্রিয়ায় চলে যায়। ছেলেটি যখন তরুণ হয়েছে তখন কোন এক আত্মীয়ার মৃত্যুশয্যা ঘিরে তাদের দেখা হয়। উভয়েই পরিচিত হয় মাতা-পুত্র ব'লে। তার পরের দৃশ্য ও বর্ণনার অংশ দেওয়া গেল। (২৮২) এই দৃশ্য যতই বাস্তব বা মনস্তত্ত্বের প্রকাশ ব'লে আখ্যাত হোক, অন্তত তা যে সমাজের কল্যাণকামী নয় এবং ভারতীয় মনের কাছে একেবারেই অশিষ্ট একথা বোধ হয় বলা যায় এবং এই দৃশ্য যদি কোন সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রেই থাকে তবে তা সত্য এবং শিব নয় একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। এটা নিঃসন্দেহে চিত্তবিকার, বিকার-গ্রস্ত চিত্তের বিকৃত অভিব্যক্তি।

এই সময়ের ইতালীর একজন মাত্র ঔপন্যাসিক বাস্তবধর্মী। তিনি মধ্যজীবনে তাঁর জন্মস্থান সিসিলির জেলে ও আঙ্গুর-চাষীদের জীবনযুদ্ধের চমৎকার এবং প্রত্যক্ষ ছবি এঁকেছেন। এই দরিদ্র সম্প্রদায় তখন নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একেবারে নিঃস্ব হতে চলেছিল। এই দরদী লেখক Giovanni Verga (১৮৪০-১৯২২) বহু ছোটগল্প লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর দু'খানি উপন্যাস I Malavoglia (The House by the Medlar Tree) এবং Maestro Don Gesualdo-তে অনেক চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এবং তার মধ্যে সিসিলির এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত কামনা, বিবাদ ও হিংস্রতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। পরবর্তী উপন্যাস-খানি D. H. Lawrence ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। Verga-র রচিত

(২৮২) When she had done talking, he took her to her room...she kissed him in his eyes, she was still young and desirable. He put his arm round her waist and took her in arms, kissed her neck, her eyes, her breast. "You must not mind," he said, "What! I don't know but I don't kiss you like my mother." When they were alone she would put her arm round his neck and say, "Kiss me quick. What would people say if they saw us kissing like that in secret." And once, "You see, we look like two lovers, what would have happened ten years ago." He could not but think what he would have felt to kiss her as he would have kissed a mistress—his mother, but after all a woman like another. For her he was just a man and a young man at that." Point of View. S. Maugham.—p. 237.

চাষী-জীবনের এই ভয়াবহতা ও হিংসা Mèrimée-র সৃষ্টির মতই প্রত্যক্ষ ও বেগবান কিন্তু তাঁর সৃষ্টি খুব উচ্চাঙ্গের নয়। Verga-র সত্যকার শক্তি তাঁর প্রাদেশিক পরিবেশের নিপুণ অভিব্যক্তির জন্য, যাকে স্প্যানিশরা বলে Costumbrista.

১৯শ শতকের **স্প্যানিশ** লেখকগণের মধ্যে প্রধান José Maria de Pereda, কিন্তু তিনি ইউরোপীয় ভাবধারা থেকে স্বতন্ত্র এবং এই বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ বাস্তবতার প্রভাবমুক্ত। উত্তর স্পেনের একটি মাত্র প্রদেশের জীবনধারা নিয়ে এই অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের রচনা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপুষ্ট হ'য়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর দেশ ও দেশের মানুষের কাহিনীকে ব্যক্ত করেছে। তাঁর লেখার মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিসর্গ-প্রীতি গদ্যকাব্যরূপে প্রস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থলে অসংবদ্ধতা ও স্থূলতা রয়েছে কিন্তু Juan Valera (১৮৭৪-১৯০৫)-র মধ্যে একটা সুসমঞ্জস্যতা তাঁর রচনাকে অধিকতর সাহিত্যধর্মী ক'রে রেখেছে। তাঁর কাহিনী চিরদিনের কাহিনী প্রেম ও ধর্মকে ঘিরে রচিত কিন্তু চরিত্রগুলি ঠিক বাস্তব হ'য়ে ওঠেনি এবং জটিল মানব-জীবনের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বকেও ব্যক্ত করতে পারেনি। তাঁর ভাষা Mèrimée-র মত সুন্দর, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি গভীর এবং বক্রোক্তিগুলিও চিত্তাকর্ষক কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁর অনুভূতি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে ওঠেনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Pepita Jimènez-এর মধ্যেও তার তরুণ নায়কের ধর্ম-বিশ্বাস সামান্য কৃত্রিম প্রণয়ের হাওয়ায় ভেসে গেছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির এই দুর্বলতা তাঁর আখ্যানভাগকে দুর্বল ও অনেকক্ষেত্রে অবাস্তব ক'রে তুলেছে।

Benito Pèrez Galdòs (১৮৪৩-১৯২০)-কে স্পেনের ব্যালজাক বলা যায়—তিনি তাঁরই মত শক্তিশালী স্রষ্টা। প্রথমে তিনি কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন এবং পরে ব্যালজাকের কমেডি হিউমেনের মত মাদ্রিদের জীবন নিয়ে ২১খানি উপন্যাস লেখেন। বৈচিত্র্যে চরিত্র-চিত্রণে এবং স্বাভাবিক সুন্দর প্রত্যক্ষ পরিবেশ রচনায় এবং উপস্থাপনে তিনি ব্যালজাকের সমকক্ষ। তিনি তাৎকালীন স্প্যানিশ সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন এবং মনের দিক থেকে সংস্কারমুক্ত প্রগতিবাদী। তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ উপন্যাস La de Bringas (The Spendthrifts)-এ তিনি স্প্যানিশ কোর্টও তার অসারতাকে দেখিয়েছেন। সকলেই মুখোশ পরে রাজরাণীর চারিপাশে বেতনভোগী হ'য়ে রয়েছেন অথচ রাণীর সিংহাসনেরই কোন স্থায়িত্ব নেই। Senora Bringas নিজে, তার কৃত্রিমতা, তার কৃপণ বন্ধুগণ, তার আহাম্মক স্বামী এবং Marquesa de Telleria সকলেই প্রহসনের চরিত্র এবং অবক্ষয়ী জাতির মেরুদণ্ডহীন চরিত্র। Senora কেন্দ্রীয় চরিত্র, তার নিজের দুর্বলতার জন্যই তার জীবনে দুঃখ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর Tormento উপন্যাসেও নারীচরিত্রের এই দুর্বলতাই প্রধান আকর্ষণ হ'য়ে উঠেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Fortunata y Jacinta। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি দুর্বলচিত্ত তরুণ—তার স্ত্রী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর Jacinta

এবং তার রক্ষিতা Fortunata সাধারণ ঘরের রুক্ষ স্ত্রীলোক। উভয়েই তাকে ভালবাসে। স্ত্রী সন্তানহীনা কিন্তু রক্ষিতা তাকে সন্তান দিয়েছে। এই দুই নারীচরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণই কাহিনীর উপজীব্য। তার মধ্যে মাদ্রিদ শহর, স্ত্রীর পিত্রালয়ের রেশম-ব্যবসা ও রক্ষিতাদের পরিচালিত মুদীদোকান প্রভৃতি মিলে শহরের একটা সামগ্রিক রূপ সৃষ্টি করেছে। দুই-একটি চরিত্র চিত্তবিকারগ্রস্ত। Maxi Rubèn উন্মাদভাবে Fortunata-কে ভালবাসে। বাতিকগ্রস্ত, ধর্মোন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত চরিত্র চিরদিনই Galdos-এর প্রিয় ছিল। তাঁর শেষ উপন্যাস Misericordia-তে এই জাতীয় চরিত্রই মুখ্য হ'য়ে উঠেছে কিন্তু এই সব চরিত্রের মধ্যে এমন একটা আবেগপুষ্ট শক্তি আছে যা দস্তয়েভ্স্কির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর সমাজ-চিত্রগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়।

Galdós-এর সমসাময়িক পর্তুগীজ লেখক Eca de Queirós (১৮৪৫-১৯০০) বহুদিন দেশের বাইরে অপরিচিত ছিলেন। তাঁর সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ ও শ্লেষ, চার্চের অন্ধ অনুশাসনের প্রতি কটাক্ষ ও বক্রোক্তি এবং সর্বোপরি তাঁর স্বদেশীয় নিসর্গের প্রতি গভীর প্রীতি ও ভালবাসা বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের স্বাক্ষর রেখে গেছে। ইনিই ১৯শ শতকের একমাত্র পর্তুগীজ লেখক যাঁকে ইউরোপ স্বীকৃতি দিয়েছিল।

পশ্চিম ইউরোপে যুক্তিভিত্তিক চিন্তাপ্রবণতা, জীবনদর্শন ও মূল্যায়নের জন্যই প্রথমে Realism এবং তার থেকেই Naturalism-এর উদ্ভব হয়েছিল। তার প্রভাব ও প্রসার সাহিত্যের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই যুগের সমস্ত লেখকই এই যুগধর্ম ও যুগের চিন্তাধারার এই ism দুইটির আশ্রয়ে সৃষ্টির পথ রচনা করেছেন, এবং তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল entertainment, বা পাঠকের চিত্তবিনোদন। আদর্শ, নীতি বা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন তখন সাহিত্যে অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়েছে কিন্তু সভ্যতা বলতে যদি হৃদয়ের বিস্তৃতি ও উৎকর্ষতা বোঝায় তবে এই বাস্তবতার যুগে সাহিত্য হৃদয় ছেড়ে দেহগত হওয়ায় মানব-চিত্তবিকাশ যে ব্যাহত হয়েছিল এ বিষয়ে সংশয় নেই। এই যুগধর্মের পিছনে শিল্পায়নের সক্রিয় শক্তি সাহিত্যবুদ্ধির মধ্যে ব্যবসাবুদ্ধির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে যে তাকে ব্যবসা-সাহিত্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিল একথা তখনকার রাশি রাশি অজ্ঞাত অখ্যাত উপন্যাসের স্বল্প জীবনের মধ্যে প্রমাণিত হ'য়ে আছে। মুখরোচক ও যৌন আবেদনপূর্ণ ভোগভিত্তিক গল্প দিয়ে কেবলমাত্র লোকরঞ্জনের জন্যই যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে সাহিত্যকে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের মত পুস্তক-ব্যবসায়ে পরিণত করা হয়েছিল, তার পেছনে শিল্পায়নের আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগলিপ্সা ও কাঞ্চনের মোহ ছিল, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তখন লেখক ও প্রকাশক মিলে পুস্তক-ব্যবসাতে বস্ত্র, রেশম, পশম ব্যবসায়ের মত নতুন নতুন ফ্যাশনের সৃষ্টি ক'রে অর্থার্জনের জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন একথাও Goncourt-এর জার্নালের বর্ণনায় সুস্পষ্ট। সমালোচক ও

একাডেমির সভ্যগণকে উৎকোচ দিয়ে পুস্তক বিক্রয়ের সুযোগ নেওয়া তখন রেওয়াজ হ'য়ে উঠেছিল। (২৮৩) সমালোচকগণও উৎকোচের মহিমায় ভেজাল ঘৃতে আগ মার্কা দিয়ে Realism, Naturalism-এর নামে কু-সাহিত্যকে সাহিত্য ব'লে চালিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি। বিশেষতঃ সে সময়ে সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার মহিমাও বেশ শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। ১৯শ শতকের শেষপাদের এই অবস্থা, অর্থাৎ বেগবান শিল্পায়নের যুগের কৃত্রিমতা ও অসততা, আজ ভারতের শিল্পায়নের যুগে যে প্রাকৃতিক নিয়মেই ফিরে আসছে এবং এসেছে একথা আজ ভাববার সময় হয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোধ করা হয়ত সম্ভব নয়, তথাপি ইতিহাসের শিক্ষাকে গ্রহণ করাই বুদ্ধির লক্ষণ।

পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যের রূপ যাই হোক, ১৮৬০ সালের পর থেকে শক্তিশালী এবং সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে রাশিয়ায়। এই যুগের শক্তিশালী লেখকগণকে Realism বা Naturalism-এর আওতায় ফেলে বিচার করা চলে না। তাঁরা স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র তাঁদের সমাজ, স্বতন্ত্র তাঁদের বীক্ষণভঙ্গি এবং জীবন। জারের কঠোর শাসন ও শোষণের অধীনে সাধারণ জীবন ইউরোপ থেকে স্বতন্ত্র, তাঁদের সমাজ-সমস্যাও তখন শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপ থেকে ভিন্ন, তদুপরি জারের Censor সাহিত্যের উপর ভয়াবহ খবরদারী করছে। সমাজের একটা পরিবর্তন তখন প্রয়োজন এবং জনগণের কাম্যও হয়ত তাই ছিল। এই কারণেই জোলার মত সমাজকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্য সৃষ্টিই হয়ত স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা হয়নি। তখনকার প্রখ্যাত সমালোচক V. G. Belinsky(১৮১১-৪৮) লোকরঞ্জনের জন্য সাহিত্য-সৃষ্টিকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন এবং সাহিত্য Liberalism-এর সঙ্গে একটা সখ্য স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল।

যখন জোলার প্রত্যক্ষ বাস্তবতার প্রভাব সমগ্র ইউরোপে বেশ অনুভূত হচ্ছে ঠিক সেই সময়েই রাশিয়ান সাহিত্য ইউরোপে পরিচিতি লাভ করে। এই দুই সাহিত্যের পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ বাস্তবতা তখন জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করেছে কারণ লোকে তাকে অস্পষ্ট আবেগহীন অসত্য ও চিত্তবিকারের কুৎসিত প্রকাশ ব'লে মনে করা শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার উপন্যাস জোলাইজমের স্রোতের প্রতিষেধক রূপে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে Melchior de Vogüe-র Le roman Russe গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। রাশিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক ফরাসী কবি তাঁর রাশিয়ান বন্ধুকে বলেছিলেন, "Our literature begins with beauty and ends with truth but yours begins with truth and ends in beauty" (২৮৪)

ইউরোপীয় সাহিত্য অর্থাৎ ফরাসী, জার্মান ও ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে

(২৮৩) Point of View.—S. Maugham.—p. 254.

(২৮৪) Introductions to Russian Literature—Helen Muchnic.—p. 14.

এসেই রাশিয়ার সাহিত্য পুষ্টি লাভ করে সত্য, কিন্তু তা হলেও রাশিয়া রাশিয়াই, সে কখনও তার বৈশিষ্ট্য ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে হারায়নি। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের সাহিত্যধারা যখন দেশের সীমা পেরিয়ে অন্য দেশে যায় তখন তার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে। সেখানে সে ধারা হয়ত সম্পূর্ণভাবে বোধ্য হয় না, কখনও অংশ বিশেষ গৃহীত হয় এবং অংশ বিশেষ পরিত্যক্ত হয়। ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তার মূল চরিত্রেরই পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবেই তাঁর উপন্যাস লেখেন, কিন্তু তাঁর উপন্যাস ইংরাজী উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তা ভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফরাসী সাহিত্যের ধারা রোমান্টিসিজম থেকে রিয়ালিজম, রিলিজম থেকে ন্যাচারালইজমে পৌঁছেছিল কিন্তু রাশিয়ায় এসে এই সাহিত্য-ধারাই একটা নূতন রূপ নিল, যাকে রিয়ালিজম বা ন্যাচারালইজমের কোন একটা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না।

অনুবাদের অসুবিধার জন্য রাশিয়ান সাহিত্য ইউরোপ আমেরিকায় এসে পৌঁছতে দেরী হয়। টুর্গেনিভ ১৮৮৩ সালে মারা যাওয়ার পরে Henry James-এর অনুবাদ ও আলোচনা থেকেই ইউরোপ প্রথম রাশিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত হয়। টুর্গেনিভ ইউরোপের, বিশেষতঃ ফ্রান্সের ধারাবাহী ছিলেন ব'লেই তাঁর লেখা প্রথম ইউরোপে সমাদৃত হয়। দস্তয়েভ্স্কি ১৮৮১ সালে মারা যান কিন্তু তাঁর রচনা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে ইউরোপে আদৃত হয়,—তার পূর্বে তাঁর লেখা সামান্যই পরিচিত ছিল। রাশিয়ার বিখ্যাত দুই সমালোচক Belinsky এবং Dobrolyubov-ই রাশিয়ার সাহিত্যধারাকে তার নির্দিষ্ট পথে চালনা করেছেন। তাঁরা বলতেন, 'Art for life'-এর অর্থ আর্টের মুখ্য কাজ সমাজ-কল্যাণ এবং 'Art for Arts sake'-কে তাঁরা গ্রহণীয় মনে করেননি। ১৯৪৮ সালে সোভিয়েট লেখক Fadeyev, Belinsky-র স্মৃতিসভায় "declared Belinsky to be the founder of the aesthetic of classical realism. This means that literature is a product of society, that it reflects and expresses the development of society, exerts an influence on society and has an educative role to play." (২৮৫) আর্ট প্রথমতঃ হবে আর্ট এবং তা কোন নির্দিষ্ট সময়ের সমাজ-মন ও গতিকে ব্যক্ত করবে। সাহিত্যের এই সংজ্ঞা অনুসারেই Gogol, Turgenev, Goncharov প্রভৃতির রচনার আলোচনা হয়েছে। গোগোল তাঁর The Inspector General-এ বলতে চান, "Don't blame the mirror if your mouth is crooked" এবং Turgenev বলেছিলেন, "Study the times in which you live, give us recognizable types of man and woman, show us how they affect and are affected by our

(২৮৫) Ibid—Helen Muchnic—p. 33.

immediate social problems." ১৯শ শতকে এসে তাই Realism এবং Art for art's sake-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বিশেষতঃ রাশিয়ার দিকপালগণ, অন্ততঃ টলস্টয় পর্যন্ত, লোকরঞ্জনের চেয়ে সমাজ-কল্যাণের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাস বিচার করলে মনে হয় উপন্যাসেই যেন রাশিয়ার আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ হয়েছে। প্রারম্ভ থেকেই রাশিয়ার সাহিত্যের আকর্ষণ তাঁর নিখুঁত বর্ণনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে ও নৈসর্গিক দৃশ্যে। পুশকিনের অসমাপ্ত Evgeny Onegin-কে একখানি পদ্য উপন্যাস ব'লে অভিহিত করা হয়।

Alexander Sergeyebich Pushkin (১৭৯৯-১৮৩৭) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন রাশিয়ান ভাষা Karamzin এবং Derzhavin দ্বারা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে বটে, কিন্তু তা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হত ফরাসী-প্রভাবিত রাজসভাসদগণের আনন্দার্থে। পুশকিনের মধ্যে রাশিয়া ও আফ্রিকার রক্ত মিশ্রিত হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে তাঁর মধ্যে দু'টি সত্তা ছিল। একদিকে অশান্ত জৈবাবেগ, অন্যদিকে প্রশান্ত সংযম। তিনি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের বাড়ীতে ফরাসী বলা হত। তিনি চাকরদের কাছে প্রথম রাশিয়ান বলতে শেখেন। তিনি শিক্ষাজীবনে Moliére, Fontaine এবং Voltaire-এর লেখা পড়েছিলেন। ১৮২০ সালে তাঁর প্রথম রূপকথা Ruslan and Ludmila প্রকাশিত হয়। তার পরেই তাঁর Ode to Freedom-এর জন্য তাঁকে রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হতে হয়। ককেশাসে নির্বাসিত (১৮২০-২৩) থাকাকালে তিনি বায়রনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রায় ১০ বৎসর তাঁর মধ্যে এই প্রভাব সক্রিয় ছিল। এই সময়ের অভিজ্ঞতায় তিনি, The Prisoner of Caucasus, The Brother Robbers, The Fountain of Backlechisarai লেখেন। Evgeny Onegin-এ স্বাধীনতার স্বরূপই তাঁর প্রতিপাদ্য। তাঁর নিজের নির্বাসিত জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছিলেন, জীবনের সারল্যের মধ্যেই সত্যকার স্বাধীনতা বর্তমান।

১৮২৪-২৬ সালে তিনি তাঁর পৈতৃক জমিদারী Pskov-এ বাস করেন। এখানেই তিনি প্রথম শেক্সপীয়র পড়েন এবং তাঁরই অনুকরণে Boris Godunov ও Graf Nulin নাটক লেখেন। ১৮২৫ সালে তাঁর The Gypsies প্রকাশিত হয়। তাঁর নায়ক Alexo এক দুরন্ত ভবঘুরে, সে নিজের সত্তার বাইরে বহির্জগতে সুখ চেয়েছিল কিন্তু পায়নি, বৃথাই সংগ্রাম করেছে। তাঁর Queen of Spades, The Stone Guests, The Coffin Maker গল্পগুলি বিশ্ব-সাহিত্যে স্মরণীয় গল্প। প্রখ্যাত সমালোচক Khodasevich বলেছেন,—পুশকিন চিরতরুণ, তিনি যদি একশ বছর বাঁচতেন, তবুও তাঁর সে তারুণ্য ম্লান হত না। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তারুণ্যের আনন্দ, স্বপ্ন, সাহস, পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে। তরুণের দৃষ্টিতে তিনি জগত দেখেছেন, তরুণের হৃদয় নিয়ে জীবনকে দেখেছেন অথচ তা কোন সময়ে অসংযত হয়নি। তাঁর সাহিত্যে ১৮শ শতকের সংস্কারগত জীবন এবং ১৯শ শতকের নবজাত ব্যক্তিবাদের একটা সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টা দেখা যায়। স্বৈরাচার ও গণতন্ত্র, অন্তর ও

বাহিরের স্বাধীনতা, অহংএর আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজের প্রয়োজন, সংযম ও স্বাধীনতা, আনুগত্য ও বিদ্রোহ, সারল্য ও বিলাস, আদিমতা ও সভ্যতার মধ্যে তাঁর হৃদয় ও যুক্তি যেন ক্রমাগত দোল খেয়েছে এবং তিনি দেখেছেন যে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিনষ্ট না ক'রেও সমাজের শৃঙ্খলা রাখা যায় এবং হৃদয়ের চাহিদা ও আত্মিক সংযমের সামঞ্জস্যতার মধ্যেই সৌন্দর্য বর্তমান। তাঁর সমগ্র সাহিত্যে এই ব্যক্তি ও সমাজের একটা সুসংবদ্ধ অবস্থানের পরিকল্পনা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

রাশিয়ায় এই নূতন যুগে প্রকৃত কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করেন বিশ্ববিখ্যাত Aikolay Vasiliebich Gogol (১৮০৯-৫২)। তিনি প্রতিভাবান শক্তিশালী লেখক। তাঁর বুদ্ধি ও উৎকট ব্যঙ্গপ্রিয়তার ঠিক সামঞ্জস্য হয়নি। তাঁর নীতিবাদ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেও সমতা নেই। তিনি রাশিয়ার প্রথম বাস্তববাদী লেখক বললেও ঠিক হবে না, কারণ রাশিয়ান সাহিত্যের বাস্তবতার সঙ্গে ফরাসী বাস্তবতার পার্থক্য অনেক। তাঁর Dead Souls-এ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীকে আঘাত করলেও তা ডিকেন্সের মত অবস্থাগত—সমাজ-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে করতে বাধ্য হয়েছেন। মৃত ব্যক্তির নাম কিনে নিয়ে সরকারকে ঠকাবার এই গল্পের মধ্যে Swift এবং Sterne-এর ব্যঙ্গপ্রিয়তা আছে কিন্তু ব্যালজাকের বিষয়মুখী বিশ্লেষণ নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প The Overcoat-কে বাস্তবধর্মী গল্প বলা চলে কিন্তু তার মধ্যেও অলৌকিকত্ব রয়েছে। তাঁর Inspector General অতিশয়োক্তি-দুষ্ট হিংস্র ব্যঙ্গপূর্ণ উপন্যাস। এই উপন্যাসে Hauftmann-এর কল্পনা-বিলাস এবং দস্তয়েভ্স্কির দুর্দমতা ও বাস্তববোধ যেন মিশ্রিত হ'য়ে আছে। তাঁর প্রতিভা রাশিয়ার সাহিত্য-ধারা থেকে যেন একটু পৃথক,—পুশকিন থেকে টলস্টয়ের War and Peace-এর যে ধারা তার সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য নেই। Kropotkinও এই মত সমর্থন করেছেন। (২৮৬)

গোগোল অবশ্য পুশকিনের শিষ্যস্থানীয় এবং তাঁর Dead Souls এবং Inspector General-এর গল্প ও ভাব তিনি পুশকিনের নিকট থেকেই পেয়েছিলেন। মনের দিক থেকে পুশকিন ১৮শ শতকের এবং গোগোল ১৯শ শতকের। শিক্ষালাভের পর তিনি পিটার্সবার্গে আসেন এবং তাঁর প্রথম রোমান্টিক কবিতাকে সমালোচকগণ ঠাট্টা করেন। তাঁর মাতার সংগৃহীত ইউক্রেনের গল্প Evenings on a Farm near Dikanka (১৮৩১) থেকেই তিনি প্রথম সাহিত্য-জগতে পরিচিত হন। তাঁর The Fair at Sorochinsk অদ্ভুত হাস্যরসে বিচিত্র। Taras Bulba-তে কসাক ও পোলদের যুদ্ধকে বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর Vampire, The Portrait, The Nose, Old World of Land Owners-এর মধ্যে সমাজকে তিনি কষাঘাত করতে ত্রুটি করেননি। তিনিও পুশকিনের মত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন।

(২৮৬) Ibid- John Macy—p. 556-63.

১৯শ শতকে রাশিয়ান সাহিত্যের প্রধান সমস্যা ছিল—পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সংঘর্ষ। ফ্রান্স-প্রভাবিত পশ্চিম, এবং শ্লাভজাতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণীয় এই ছিল প্রশ্ন। রাশিয়া পশ্চিমের মন্ত্রশিষ্য হবে, না শ্লাভ বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ ক'রে বলকানের নেতৃত্ব করবে? গোগোল তাঁর সাহিত্যে শ্লাভ বৈশিষ্ট্য ও ইউক্রেনের নিসর্গ বর্ণনার মধ্যে পশ্চিমের প্রভাবকে বর্জন করেছেন। Dead Souls (১৮৪১)-এর প্রধান চরিত্র Chichikov ডন কুইকজোটের মত একটি চরিত্র কিন্তু বিপরীতক্রমে। তাঁর Inspector General ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

গোগোলকে রাশিয়ার সুইফ্‌ট বলা হয় কিন্তু তাঁর মনোবৃত্তির সঙ্গে ফ্লবেয়ারেরই বেশী সাদৃশ্য আছে মনে হয়। ফ্লবেয়া স্বপ্ন ও কল্পনাকে জাগতিক জীবনের পরিপন্থী ব'লে ত্যাগ করেছেন এবং বাস্তব স্বপ্নের বিরোধী ব'লে তাকেও ত্যাগ করেছেন কিন্তু গোগোল স্বপ্নকে ত্যাগ করেননি, তিনি সমাজপীড়িত মানব-অন্তরের মৃত্যু দেখে ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু গোগোল, ফ্লবেয়া উভয়েই রোমাণ্টিক জগতের বিভ্রান্ত পথিক, কিন্তু কাহিনীর উদ্ভাবন ও উপস্থাপনের চাতুর্যে গোগোল অতুলনীয়। পুশকিনের বাস্তব সৃষ্টির মধ্যে তাঁর বুদ্ধি ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধের একটা সমতা এসেছিল কিন্তু গোগোলের অন্তর একটা হিংস্র ঘৃণায় যেন জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেমকে হারিয়ে ফেলেছে। (২৮৭)

S. T. Aksakov (১৭৯১-১৮৫৯) এই যুগের আদর্শবাদী প্রাচীনপন্থী লেখক কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় পুরাতন দিনের জীবনপ্রবাহ গভীর সমবেদনা ও অনুভূতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। I. A. Goncharov (১৮২২-৯১) পুরাতন ও নূতনের মধ্যে যেন দিশেহারা হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর মুখ্য রচনা Oblomov এই দ্বন্দ্বপ্রসূত উপন্যাস। Oblomov একটি অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি, তখনকার সমাজে আশ্রয়হীন। তাঁর জমিদারী থেকে পাঠানো টাকায় দিন চলে, দুর্দিনে প্রগতিবাদী বন্ধু Stolz-এর পরামর্শে চলেন। ঘটনাপ্রবাহে জগতের পরিত্যক্ত ব্যক্তিত্বহীন এই চরিত্রটি ল্যাণ্ডলেডির হাতের ক্রীড়নক হ'য়ে পড়েন এবং আশ্রয়চ্যুত হওয়ার ভয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হন। পুরাতন দিনের সমাজ-প্রসূত এই চির মানব-শিশুর প্রতি একটা অনিবার্য সহানুভূতি পাঠককে অভিভূত করে এবং একটা অসহায় কোমল সৌন্দর্যে মনটা তৃপ্তি লাভ করে। তাঁর প্রথম উপন্যাস A Common Story-র বিষয়বস্তু এই একই। হিসাবী খুড়ো এবং তার অনভিজ্ঞ ভাইপোর চরিত্রের মধ্যে গ্রাম্য একঘেয়ে জীবনযাত্রা এবং রাজধানীর হালকা আনন্দের তুলনা করেছেন। The Ravine-এও মধ্যযুগীয় সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্য মানুষের কাহিনী। তাঁরা পর্যায়ক্রমে অনেক কিছু হতে চেয়েছেন কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি পাশ্চাত্যের অনুরাগী টুর্গেনেভকে পরম শত্রু

(২৮৭) Ibid—Helen Muchnic—p. 115-24.

ব'লে মনে করতেন, কারণ ফরাসী বাস্তবতাকে তিনি দেশের পক্ষে অকল্যাণকর ব'লে বিশ্বাস করতেন।

Ivan Sergeyevich Turgenev (১৮১৮-৮৩)। অভিজাত বংশে জন্ম। ১৮৩৪ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে জার্মান দার্শনিক ধারা, বিশেষতঃ Schellings দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তা ছাড়াও Slankevich নামক এক বন্ধুর দ্বারাও ধর্মীয় নীতিবাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রভাবিত। এই বন্ধুটির বিশ্বাস ছিল, যুক্তির থেকে ধর্মবিশ্বাস বড়, জাগতিক জীবনের মূল্য অপেক্ষা আত্মিক জীবনের মূল্য বেশী। (২৮৮) বিপ্লবী Bakunin-এর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়,—বুকানিন জড়বাদী, তিনি যুক্তি ও অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসে আস্থাবান ছিলেন। এর পরে তিনি বেন্থাম মিলের হিতবাদে (Positivism) এবং জড়বাদে বিশ্বাসী হন। পরে Belinisky-র মানবতাবাদ ও সমাজবিজ্ঞানের দ্বারাও প্রভাবিত হন। তিনি প্রায় ২০ বৎসর ইউরোপে বাস করেন এবং সেই সময়ে তিনি ফ্লবেয়া, জর্জ স্যান্ড ও হেনরী জেমসের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ইউরোপীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ফরাসী বাস্তবতার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেন। এইসব কারণেই বলা যায়, টুর্গেনেভ ইউরোপীয় ও রাশিয়ান সাহিত্যের সংযোগসূত্র। এই সময়ে তিনি গায়িকা Pauline Garcia Viardof-এর প্রেমে পড়েন এবং তারই বাড়ীতে ১৮৮৩ সালে মারা যান।

তাঁর A Sportsman's Sketches সম্ভবতঃ Gogol-এর Evening on a Farm near Dikanka-র দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর The Raspberry water-এর মধ্যে সার্ফদের জীবনের দুর্ভাগ্য বর্ণিত হয়েছে। ছেলের মৃত্যুও সার্ফের জীবনের করভার হ্রাসের কারণ ব'লে গৃহীত হয়নি।

রাশিয়ার সাহিত্য 'Art for life' সূত্র ধ'রে এগিয়ে গিয়েছে এবং সেই জন্যই কিছুটা প্রচারধর্মী কিন্তু টুর্গেনেভেই প্রথম নবজাগরণের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি প্রচার করেননি—তিনি জমিদার এবং সার্ফদের চিত্র এঁকেছেন বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে, দরদ ও সৌন্দর্যে তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তাঁর এই বাস্তব চিত্র এত হৃদয়-গ্রাহী হয়েছিল যে, পরে Tsar Alexander II এই উপন্যাস পড়েই সার্ফ-প্রথা বিলোপের সংকল্প করেন। তিনি সুন্দরের উপাসক এবং মনে-প্রাণে aesthetic কিন্তু সর্বদাই তার সঙ্গে সমাজসমস্যা জড়িয়ে থাকায় চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে। চরিত্রের বেশীর ভাগই ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীর, তারা নৈরাশ্য ও মানসিক দৈন্যে নিষ্পিষ্ট। জীবন তাদের পক্ষে সুন্দর কিন্তু সে সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী ; Fathers and Sons (২৮৯)-এর Bazarov উদারপন্থী নায়ক হয়েও ভাগ্যের পরিহাস

(২৮৮) Ibid—Helen Muchnic—p. 133.

(২৮৯) রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এই উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত—Western Influence in Bengali Literature—P. R. Sen—p. 139.

(২৮৯) ঘরে-বাইরের সন্দীপ চরিত্র Rudin এবং Father and Sons-এর Bazarov চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত। Journal of the Dept. of Letters.—Calcutta University—Vol XXII (1932)—P. R. Sen.

পুরাতন কাঠের দরজায় আঘাত হানছে। Smoke-এ তিনি দুই দিকের প্রতিই ব্যঙ্গ-শর হেনেছেন। On the Eve যদিও রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা, তবুও তার মধ্যে একটা ব্যর্থ প্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্র Rudin উপন্যাসের Rudin এবং House of Gentle Folk-এর Lavretzky। আগত বিপ্লবের পূর্বে তারা যদিও অনাকাঙ্ক্ষিত চরিত্র।

সমাজসমস্যা জড়িয়ে থাকলেও তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলের শোকাবহ প্রেমের ঘটনাই তাকে সুন্দর করেছে। তখনকার রাশিয়ায় পুরাতন অভিজাতশ্রেণী এবং নূতন Radicals-এর মধ্যে ভোগবাদ ও পরার্থবাদের সংগ্রাম চলেছে কিন্তু এগুলি তাঁর মধ্যে গভীরতা পায়নি, কিন্তু যখনই তিনি ব্যর্থ প্রেম ও হৃদয়ানুভূতির কথা বর্ণনা করেছেন তখনই তা অনুভূতির গভীরতায় সুন্দরতর হয়েছে। Rudin, Asya, চরিত্রে, House of Gentle Folk এ, On the Eve-এ এমনকি Fathers and Sons-এ, Smoke, Virgin Soil-এর পক্ষেও একথা সত্য। তাঁর স্ত্রীচরিত্রগুলি শক্তিশালী কিন্তু পুরুষচরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তারা প্রেমের ব্যাপারে এবং কর্তব্যে উভয় দিকেই পরাজিত হয়েছে। তাঁর ধারণা ছিল মানুষ হয় হ্যামলেট, না হয় ডন কুইকজোট, অর্থাৎ হয় অহংবাদী, না হয় পরার্থবাদী। (২৯০)

তাঁর জটিল চরিত্রের মধ্যে Rudin চরিত্র শ্রেষ্ঠ। Rudin এবং Fathers and Sons-এর Bazarov দুটি চরিত্রই বিপ্লবী Bakunin-এর প্রতিচ্ছবি। তখন অর্থাৎ ৬ষ্ঠ ও ৭ম দশকে তরুণ র‍্যাডিক্যালদেরই নাম দেওয়া হয়েছিল Nihilist। On the Eve গল্পের যে ট্র্যাজেডি তা চরিত্রের নয় বরং সমগ্র রাশিয়ার ট্র্যাজেডি। ১৯শ শতকের শেষ ভাগে কি ইউরোপ,কি রাশিয়া,সর্বত্রই লেখকগণ ব্যক্তিতেই বেশী কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু টুর্গেনেভে ব্যক্তি-চরিত্রের বিফলতাই যেন বেশী ক'রে ফুটে উঠেছে।

টুর্গেনেভ তাঁর Rudin-এর মত সারাজীবনই জার্মান কাব্য, রোমান্টিকতা ও দার্শনিক চিন্তায় অভিভূত ছিলেন। দস্তয়েভস্কির সঙ্গে তুলনা করলে সেটা সুস্পষ্ট হয়। তাঁর Hamlet of Shchigry এবং দস্তয়েভস্কির Notes from Underground-এ একই সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু টুর্গেনেভের চরিত্র দুর্বল, নালিশ করেছে, দুঃখ করেছে, ভাগ্যকে দোষারোপ করেছে কিন্তু দস্তয়েভস্কির চরিত্র ঘৃণা করেছে, তুচ্ছ করেছে, নিজেকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু নালিশ করেনি, দুঃখও করেনি—তারা ক্রুদ্ধ, আবেগ-উচ্ছল, মরিয়া। (২৯১) টুর্গেনেভের সাহিত্য এই দুর্বলতার জন্য বিরাট ও মহত্তর হতে পারেনি। (২৯২)

(২৯০) We get Hamlet notably, not only in the story of A Sportsman's Sketches but also in Asya, in the Diary of a Superfluous Man, and in Virgin Soil. Don Quixote in On the Eve and Virgin Soil, the mixture in Rudin and Fathers and sons.—Ibid—Helen Muchnic—p. 138.

(২৯১) Ibid—p, 147-48.

(২৯২) The integration of his work is not that of a chemical solution but a squirrell cage of sentiments. There is something sta.ic and hopeless about it. —Ibid—p. 149.

Merimée প্রথম রাশিয়ার সাহিত্য এবং টুর্গেনেভের রচনা ফরাসীতে অনুবাদ করেন, তার অনেক পরে তা ইংরাজীতে অনূদিত হয়। টুর্গেনেভের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর উদার মতবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্যই নয়, তাঁর সৃষ্টি কান্তধর্মী, সত্য ও সুন্দরের পথচারী ব'লেই তা হৃদয়ধর্মী। এই হৃদয়ধর্মই তাঁকে মরমী সাহিত্যিক হিসাবে চিরন্তন খ্যাতি দিয়েছে। তাঁর কোমল সুন্দর নিসর্গ, কবিজনোচিত সূক্ষ্ম অনুভূতি, চরিত্রের গভীর আবেগই তাঁর সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করেছে। নীতিবাদ-মূলক সমস্যাও তাঁর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে সুপরিস্ফুট। তাঁর চরিত্রগুলি সরল ও স্বাভাবিক এবং এত বেশী স্বাভাবিক যে ব্যালজাকের চরিত্রগুলিও তার কাছে সত্য ও স্বাভাবিক ব'লে মনে হয় না। তাঁর সৃষ্টি ব্যাপক ও গভীর—১৯শ শতকের কোন লেখকের সৃষ্টি এত ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করেনি। (২৯৩)

১৯শ শতকের সাহিত্যে দু'টি ধারা প্রকট হ'য়ে ওঠে, একটি মস্তিষ্কধর্মী এবং একটি হৃদয়ধর্মী। নবজাগরণের যুগ থেকে যুক্তি ও বুদ্ধিকে কেন্দ্র ক'রে জড়বাদী দর্শনের প্রভাবে সাহিত্য Realism ও Naturalism-এ এসে পৌছায় এবং আর একটি ধারা জার্মান ভাববাদ ও রোমান্টিকতার ধারা বহন ক'রে হৃদয়ধর্মী হ'য়ে ওঠে। সমালোচক-গণও দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য বিচার করতে আরম্ভ করেন। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে টুর্গেনেভকে উপরোক্ত দুই ভাবেই সমালোচকগণ বিচার করেছেন। Art-এর বিচারে টলস্টয়ের মধ্যে আমরা এই বিচারের স্বরূপকে আরও সূক্ষ্মভাবে দেখতে পাব।

টুর্গেনেভ থেকে বেশী র‍্যাডিক্যাল M E. Saltykov Shchedrin (১৮২৬-৯২)। তাঁর বেশীর ভাগ শক্তিই সাংবাদিকতায় ব্যয় করেছিলেন কিন্তু তাঁর একখানি উপন্যাস The Golovlyov Family, ১৮৬১ সালে সার্ফদের মুক্তির পরে এক অভিজাত পরিবারের শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ চিত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছে। N. S. Leskov (১৮৩১-৯১) পুরাতন রাশিয়ার ঘরোয়া জীবনের বহু প্রত্যক্ষ কাহিনী রচনা করেছেন। তাঁর চরিত্র ও পরিবেশ রচনা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। Gorki তাঁকে 'the most Russian of all Russian writers' (২৯৪) ব'লে অভিহিত করেছেন। তিনি ইউরোপে পরিচিতি বা খ্যাতি লাভ করেননি।

Theodore Mikhaylovich Dostoevsky (১৮২১-৮১) ব্যক্তিগত জীবনে অশান্ত ও অসুখী, ঝড়-ঝঞ্ঝায় গেছে তাঁর যৌবন। রাজদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং বধ্যভূমিতে গুলি করবার শেষ মুহূর্তে প্রাণদণ্ড মকুব হয় এবং আট বৎসরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। টলস্টয়ও হয়ত সাইবেরিয়ায় যেতে পারতেন কিন্তু তাঁর ইউরোপীয় খ্যাতি এবং তাঁর প্রভাবশালী আত্মীয়দের জন্য যেতে হয়নি। আট বৎসর নির্বাসনের মধ্যে চার বৎসর তাঁকে

(২৯৩) Ibid—J. M. Cohen—p. 286.
(২৯৪) Ibid—J. M. Cohen—p. 280.

কয়েদী নিবাসে এবং বাকি চার বছর বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে পদক্ষেপ করলেন তখন তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা প্রচুর—যে অভিজ্ঞতা কদাচিৎ কোন লেখকের ভাগ্যে জোটে।

১৮৪৬ সালে তাঁর প্রথম রচনা Poor Folk প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ। The Double ব'লে আর একটি গল্পও প্রকাশিত হয়। এ দুইটিই গোগোলের Cloak ও Nose-এর অনুকৃতি বলা যায়। এই সময়ে তিনি গোগোল, হফ্‌ম্যান, ও ডিকেন্স দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের আলৌকিকতা-প্রীতিও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। সাইবেরিয়া থেকে ফিরে তিনি Insulted and Injured এবং সাইবেরিয়ার অভিজ্ঞতা Memoirs from the House of the Dead লেখেন। তখন তাঁর বয়স ৪৪ বৎসর এবং আকণ্ঠ দেনায় নিমজ্জিত, Wiesbaden-এর এক হোটেলে থাকেন কিন্তু খাবার পয়সা নেই। এই সময়ে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ Crime and Punishment লেখেন। এই উপন্যাসের কাহিনী অনেক আগেই তাঁর মাথায় ছিল—যে মানুষ মানুষের প্রতি অন্যায় করে, সে তার নিজস্ব সব কিছুই হারিয়ে ফেলে, একথা তিনি জীবনের অভিজ্ঞতায় জানতেন। উপন্যাসের নায়ক Raskhalnikov খুন করলে কিন্তু তাকে কেউ সন্দেহও করলে না, কিন্তু তার আত্মদহনই তাকে প্রায়শ্চিত্তের পথে নিয়ে যায় এবং কারাবাসের পরে অসম্মানিত নির্যাতিত নিষ্পিষ্ট Sonia-র সঙ্গে ঘর বাঁধতে চায়। এই কাহিনীর সঙ্গে Les Miserables-এর কাহিনীর তথা বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে, বিশেষত অপরাধবিকার এবং হিংস্র নাটকীয়তার। তাঁর চরিত্রগুলি টলস্টয়ের চরিত্রের মত স্বাভাবিক ও সৌম্য নয়, তারা যেন জগতের বিস্ময়, স্বাভাবিক জগতকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। পরবর্তী উপন্যাস The Idiot-এর নাটকীয় কাহিনী প্রায়শ্চিত্তের বাইরে চলে গেছে। Natasha এবং Rogozhin যেন অজ্ঞান-মন-চালিত হয়ে এক অবশ্যম্ভাবী পূর্বজ্ঞাত হত্যার দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে গেছে। এইখানে তিনি যেন জগতের পাপ-পুণ্যকে ঠিক বিপরীত দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। (২৯৫) তাঁর The Devil উপন্যাসে তিনি পশ্চিম ইউরোপের লিবারেলদের আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার আখ্যানভাগ তাঁর উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে গেছে—হিংস্র চিত্তবিকারই যে রাজনৈতিক কর্মীগণের রাজনৈতিক মতবাদের কারণ, এই সত্য তিনি যেন আত্ম-সাধনায়ই উপলব্ধি করেছিলেন। [এই মতবাদগুলি যে মানুষের অবিদ্যাপ্রসূত এই সত্যকে তিনি তাঁর বীক্ষণশক্তির দ্বারাই অনুভব করেছিলেন] The Possessed-এর কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনা থেকে গৃহীত। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা হিংস্র এবং লিখনরীতির দিক থেকেও নিকৃষ্ট। চিত্তবিকারগ্রস্ত পাপীগণের মধ্যে Verhovensky নিকৃষ্টতম পাপী, বুদ্ধিহীন ও বিকৃতবুদ্ধি চরিত্র।

(২৯৫) In Idiot, "What Dostoevsky does is to present his positively good man in a negative way by showing, in a kind of ironic cynicism, that all his qualities are the converse of what the world holds good." Ibid—Muchnic—p. 162.

তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস The Brothers Karamazov-এর কাহিনী তুচ্ছ। তুচ্ছ এই কাহিনীকে ঘিরে ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ স্বর্গ-নরকের একটা অপূর্ব সেতু নির্মিত হয়েছে। বৃদ্ধ Fyodor তাঁর এক পুত্রদ্বারা নিহত হন এবং সেই হত্যাকে কেন্দ্র ক'রে বড় ভাই Ivan এবং ছোট ভাই Alyosha-র মধ্যে নীতি ও ধর্মের এক তর্কও বিচার চলেছে। Ivan বলেছে—মানুষ দুর্বল, তার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা নেই, তাকে ব'লে দেওয়া দরকার কী তার করণীয়, কী তার বিশ্বাস করা উচিত। প্রথমে তাকে জড়জগতের প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র দিতে হবে, তবে তাকে পুণ্যবান হওয়ার পরামর্শ দেওয়া চলে। মানুষের অহং-এর মৃত্যু, তথা ব্যক্তিজীবনের স্বাধীন প্রকাশে বাধা তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ হ'য়ে দেখা দিয়েছে এবং তাঁর কাহিনীর মর্মস্থলে এই ভয়াবহ বেদনাই মূর্ত হয়েছে। (২৯৬) তিনি Brothers Karamazov-এর পূর্বে The Elernal Husband লেখেন। একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে জানতে পারেন যে তাঁর স্ত্রী পতিব্রতা ছিলেন না এবং তখন তিনি তাঁর একজন প্রণয়ীকে শেষ করেন।

তখনকার যুক্তিবাদীগণ দস্তয়েভ্স্কিকে দোষারোপ করেছেন যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে যা-কিছু ভাল, যা-কিছু মানব চরিত্রে সুন্দর তাকে নিকৃষ্ট ও হীন ব'লে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু লেখক মনে-প্রাণে আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এই আধ্যাত্মিকতাকে দার্শনিক পরার্থবাদ, নীতিবাদের নামে চিহ্নিত করাকে পাপে ব'লে মনে করতেন। (২৯৭)

তাঁর গল্পগুলির কাহিনী যেন পুলিসকোর্টের মামলা, চরিত্রগুলি যেন অতিপ্রাকৃত, কিন্তু তবুও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে এমন ভাবে চিত্রিত যে তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কাহিনীর মধ্যে অকস্মাৎ একটা আবেগময় আলোকরশ্মি যেন অন্তরকে উদ্ভাসিত ক'রে দেয়, এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাইবেরিয়ার তিক্ত নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা এবং মৃগী ফিটের আক্রমণের ঠিক পূর্বে যে একটা অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তাই তাঁর রচনায় গগনচুম্বী আবেগ ও সমুদ্রের গভীরতা এনে দিয়েছে। এই আবেগ ও গভীরতাই তাঁর শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তাঁর অটল বিশ্বাসকে তিনি রূপায়িত করেছেন, টলস্টয় ও টুর্গেনেভের মত তা নিয়ে প্রশ্ন করেননি।

(২৯৬) In the Grand Inquisitor's Views Ivan expresses him. He also believes that man is a weak creature without spiritual freedom who must be told what to do and what to believe that he must be fed first and then required to be virtuous.—Ibid—p. 168-69.

(২৯৬) An ego's destruction is for him a terrible and awesome spectacle and the tragedy of it is the heart of his creation.—Ibid—p. 171,

(২৯৭) Ideal of sacredness quite apart from any conventionally religious dogma was for him the bright norm of existence, twisted by all that was tyrannous and degraded by the dull cynicism of naturalistic philosophy. Man must have something to worship, he insisted, and those who would deny him this necessity, taking love as lust, religion as utilitarianism, morality as mechanism, were the most inexcusable criminals.—Ibid—p. 177.

সমসাময়িক সমালোচকগণ দস্তয়েভ্স্কির রচনাকে সমাদর করেননি, কিন্তু ১৯০৫ এর পরে—ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পরে—তাঁর দ্বৈতব্যক্তিত্ব ও সংঘাতের চিত্র আদৃত হয় এবং ইংলণ্ডে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে তিনি জনপ্রিয় এবং সমালোচিত হন। George Gissing বলেন, তিনি প্রকৃত সত্যকে স্বচ্ছন্দচিত্তে বলেছেন কিন্তু ডিকেন্স সে-সত্য দেখেননি, দেখলেও ভয়ে ভয়ে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর রহস্যময়তা, মনবিশ্লেষণ ও সৌন্দর্যানুভূতির জন্য ইংলণ্ডে Middleton Murray তাঁকে দেবতার পর্যায়ে ফেলেছেন। Joseph Conrad তাঁকে অপছন্দ করেছেন, D. H. Lawrence তাঁকে কখনও ভাল কখনও মন্দ বলেছেন, কিন্তু তাঁর কাহিনীর বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মনোবিকার এখন মনসমীক্ষণ শাস্ত্রের নানা নামে অভিহিত হচ্ছে। (২৯৮) দস্তয়েভ্স্কির রচনা বিষয়মুখী, এবং তাঁর তত্ত্ব দার্শনিক।

Lev Nikolaevich Tolstoy (১৮২৮-১৯১০)-এর খ্যাতি তাঁর প্রথম আবির্ভাবের পরেই সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরে ইনিই ঋষি টলস্টয় নামে খ্যাত হন। তাঁর ঋষিত্বের মূলে ছিল তাঁর খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস, সে বিশ্বাস চার্চের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, খ্রীষ্টধর্মের মূল তত্ত্ব ও নীতিকে তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষ বয়সের সমস্ত রচনায় খ্রীষ্টীয় দর্শন ও নীতিবাদ অপূর্ব ব্যঞ্জনায় গল্প কাহিনীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। তিনি তাই স্রষ্টা ও দার্শনিক এবং শেষজীবনে ঋষিকল্প।

তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শুধু নন, এই যুগের এক স্মরণীয় মনীষী। তিনি তাঁর অদম্য শক্তি নিয়ে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সমগ্র জীবন অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। তাঁর জীবনপ্রত্যয়ে, তাঁর দার্শনিক তত্ত্বে ও সাহিত্যে হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে তাঁকে অবিনশ্বর ক'রে রেখে গেছে।

তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ-সময়েই তিনি ককেশাসের সৈন্যদলে যোগদান করেন। এই ককেশাসের নিসর্গ সৌন্দর্য একদিন পুশকিন ও কারমালভ্কে অনুপ্রাণিত করেছিল,—টলস্টয়কেও বিমুগ্ধ করল। সামরিক জীবন তাঁর প্রীতিকর ছিল না, জুয়া মদ্যপান কখনও আকর্ষণ করেছে, কখনও বিকর্ষণ করেছে। তাঁর জীবন তখন উদ্ধত দুর্দম কিন্তু অন্তরের অন্য একপ্রান্তে একটা ধর্মীয় প্রেরণা চির উন্মুখ হ'য়ে ছিল। তাঁর স্ত্রী Sophia Behrs অভিজাত বংশের মেয়ে। ১৮৬২ সালে বিবাহ। প্রথম দিকে দাম্পত্য জীবন তাঁর সুখেরই ছিল কিন্তু পরে তা ভেঙ্গে যায় এবং এ ভাঙ্গা আর জোড়া লাগেনি। তাঁর জীবনে বহু নারী এসেছিল, কিন্তু কারও প্রতি বোধহয় তাঁর সত্যিকার প্রেম ছিল না। সম্ভবতঃ একটিমাত্র নারীই তাঁর ভালবাসা পেয়েছিল,—সেটি তাঁর

(২৯৮) Modern World Fiction—Brewster & Burrell.—p. 41-42.

স্ত্রী নয়—Aksenya নামে এক কৃষক কন্যা। বিবাহের পূর্বে তাঁর সঙ্গে নৈকট্যের ফলে এই মেয়েটির যে অবৈধ সন্তান হয়, সেই ছেলেই পরে তাঁর এক বৈধ পুত্রের ঘোড়ার গাড়ীর চালক ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অসমাপ্ত উপন্যাস The Daemon-এ বর্ণিত এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কৃষককুমারীর প্রতি আকর্ষণ তাঁর জীবনের এই ঘটনারই ছবি এবং সম্ভবতঃ তাঁর Resurrection উপন্যাসে অমনি এক অভিজাত ব্যক্তির অন্ত্যজ কন্যাকে অপহরণ ও তাকে পরিত্যাগ করার কাহিনী তাঁর ও Aksenya-র কাহিনীরই একটা আবেগময় প্রকাশ। দৈহিক প্রেম তাঁকে জীবনে কোন আনন্দ দিতে পারেনি কারণ তাঁর এই জৈব জীবনের মধ্যে কোন অভিযান-স্পৃহা ছিল না, বরং দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে তাড়িত হয়ে নারীগণের প্রতি ছুটতে হয়েছে তাঁকে অসহায় ভাবে। কিন্তু তিনি এই ব্যভিচারকে মনে মনে সমর্থন করেননি, নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছেন এবং তাঁর অন্তরের কোণে যে ধর্মীয় প্রেরণা ছিল,—যে সন্ন্যাসী ছিল, সে এই ব্যভিচারকে সমর্থন না করায় হৃদয়-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। শেষ তিরিশ বৎসর তিনি অবসর জীবন যাপন করেন। তাঁর বাসস্থান Yasnaya Polyana তখন তাঁর ভক্তগণের তীর্থস্থান হ'য়ে উঠেছিল। এই সময়ে তাঁর ঋষি-অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে যে কয়টি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল তাই তাঁর সমস্ত দর্শনকে রূপায়িত করেছে। (২৯৯)

তিনি ১৮৫২ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম রচনা My Childhood-ও ঐ সালেই প্রকাশিত হয়। Boyhood ১৮৫৪ সালে, Youth ১৮৫৭ সালে এবং The Raid ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। Sevastopol in December, in May এবং in August ১৮৫৩-১৮৫৬ মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং ফরাসীতে অনূদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমগ্র ইউরোপে স্থায়ী খ্যাতি লাভ করেন। শৈশব, বাল্য ও যৌবনের যে ত্রয়ী রচনা প্রকাশিত হয় তা তাঁর আত্মজীবনীরই রেখাচিত্র কিন্তু তাঁর মধ্যে মানব-মনের বিবর্তন ও বর্ধন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। তিনি পূর্বেই রুশোর প্রায় সমস্ত রচনা পড়েছিলেন এবং Sterne ও Dickensও তাঁকে, বিশেষতঃ তাঁর রচনা-শৈলীকে প্রভাবিত করেছিল। এই সময় তিনি কিছুকাল জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ছিলেন এবং সেখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে ১৮৫৯ সালে কৃষক বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ ছিল এবং সেই দিক থেকে এটা একটা পরীক্ষা।

১৮৬৩ থেকে ১৮৬৯ এই ছয় বৎসর তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস War and Peace লেখেন। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে মানুষ কেমন ক'রে তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে, এবং এই ব্যক্তিত্ব কী ক'রে ইতিহাস রচনা করে তারই কাহিনী। Carlyle বলেছিলেন,—

(২৯৯) Ibid—Helen Muchnic—p. 209-11.

"Universal history is the history of the great men who have worked in the world." টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' রোমান্টিক এই ভাবধারার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তাঁর কাছে এই বড়লোকগুলি অজ্ঞাত, অখ্যাত, বীর যোদ্ধবৃন্দ, যারা তাঁর সঙ্গে ককেশাসের পথে প্রান্তরে মিলেছিল, তারা ক্যাপ্টেন Tushin-এর মত চরিত্র। তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ও ভাবধারার স্রোত এসে এক সুসংবদ্ধ সুশোভিত গীতি-কবিতার গভীর সমুদ্রে মিশে গেছে। জাতীয় জীবন ও ব্যক্তিজীবন মিশে এ-এক অপূর্ব সৃষ্টি। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ এই কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে ব্যক্তি ও জাতিকে ফুটিয়ে তুলেছে, যেমন ক'রে ট্রয়ের যুদ্ধ আগামেমন, হেক্টর, এ্যাকিলিসের জীবনকে প্রতিভাত করেছিল। ব্যক্তিজীবনের রূপায়ণে তাঁর শৈশবের স্নেহাকাঙ্ক্ষা, বাল্যের সদিচ্ছা, যৌবনের আদিম স্বাধীন ভোগেচ্ছা, বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও শ্রম, সব একসঙ্গে মিশে একটা নীতিবাদ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। (৩০০)

১৮৭৭ সালে Anna Karenina এবং ১৮৭৮ সালে Confessions প্রকাশিত হয়। তাঁর ভাই Nakolay ক্ষয়রোগে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে কয়েকদিন তিনি অত্যন্ত কষ্টভোগ করেছিলেন। এই মৃত্যুর দৃশ্য টলস্টয়ের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য তাঁর যুদ্ধ ও শান্তি, আনা কারেনিনা ও Death of Ilyitch-র মধ্যে অপরিমেয় গভীরতা ও আবেগ ব্যাকুল হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে'। (৩০১) ১৮৭০-এর পরেই তাঁর প্রতিভা তুঙ্গী হ'য়ে ওঠে এবং এই সময়ের ছোট গল্পগুলি তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনপ্রত্যয়কে রূপায়িত করে। Resurrection তাঁর ৭০ বৎসর বয়সের লেখা উপন্যাস।

তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সবই বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া। হয় তাঁর পরিবার, না হয় তাঁর স্ত্রীর পরিবার থেকে নেওয়া এই চরিত্রগুলি স্রষ্টার খেয়ালে গ'ড়ে ওঠেনি। আপনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঘটনাস্রোতের মাঝে আপনি বিকশিত হয়েছে—অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে। তাঁর কোন উপন্যাসেই কোন চরিত্র তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কিছু করেনি। তার মধ্যে নায়ক নায়িকা নেই, সকলেই কাহিনীর ঘটনাবিন্যাসের মাঝে আপন আপন জীবন যাপন করেছে। কেবলমাত্র দুইটি চরিত্র সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে, তারা দুই ভাবের প্রতীক। একটি গঠিত সুসংযত উচ্চাকাঙ্ক্ষী

(৩০০) "The observations and experiences of army life ; the pagan exuberance of his youthful bachelor revels ; the glitter of fashionable balls ; the physical intoxication of the hunt, his tenderness for his family ; the philosophy painfully achieved through turbulant experience and profound reflexion ; the whole of his rich and contradictory being, in fact, "wrote Derrick Leon in his masterly study of Tolstoy," is to be found in this monument erected to the memory of the previous epoch." Ibid—Cohen—p. 281.

(৩০০) His childhood craving for affection, his boyhood efforts to be good, his youthful joy in primitive living, comradeship and useful labour have been poured into an ethic and a theory of history.—Ibid—Muchnic—p. 202.

(৩০১) Dictionary of Russian Literature—W. E. Harkins—p. 388.

Prince Anderi এবং আর একটি সৎ সরলহৃদয় সত্যসন্ধানী Pierre Bezhukov.

Bezhukov-এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আনা কারেনিনার Levin চরিত্রে দেখা যায়। তার মস্তিষ্কগত বুদ্ধি ও বিচারশক্তি যে সত্য জানতে পারেনি, তাই সে লাভ করল অশিক্ষিত এক চাষীর কাছে। আনা ও ভ্রনস্কির প্রেম, তার আবেগময় অনুভূতির প্রকাশ এই উপন্যাসকে ১৯শ শতকের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে পারে। ফ্লবেয়ার চেয়ে অনেক কম চেষ্টায় মাদাম বোভারীর থেকে অনেক শক্তিশালী সজীব ও সরল চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনায়। তার প্রণয়ী ভ্রনস্কির মধ্যে লেখকের তরুণ বয়সের সামরিক জীবন, জুয়া ও তাঁর দেনার পরিচয় রয়ে গেছে। টলস্টয়ের হাতে আনা যে স্বাভাবিক রূপ পেয়েছে মাদাম বোভারী সে স্বাভাবিকত্ব পায়নি। ফ্রবেয়ার বুর্জোয়া বিদ্বেষই যেন বোভারীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। এই উপন্যাস রচনার পরে তাঁর দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ আসে এবং তখন তিনি তাঁর প্রকৃতিজ সাহিত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে Levin যে সত্যকে খুঁজেছিল সেই সত্য খুঁজতেই সারা জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁকে নীতিমূলক লেখার দিকে নিয়ে যায়। এই সময়ের ছোট গল্পের মধ্যে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি রয়ে গেছে; বিশেষতঃ The Kreutzer Sonata এবং Death of Ivan Ilyitch গল্প দুইটিতে তাঁর পূর্ণ সৃষ্টি-শক্তি বিধৃত হয়েছে কিন্তু চরিত্রকে তাঁর স্বভাবানুযায়ী বিকশিত করবার শক্তি আর তখন তাঁর ছিল না। তখন তিনি যৌন জীবনে সংযত ও কৃষক জীবনের শান্তি ও ও তৃপ্তির প্রয়াসী, জীবনের স্রোত নতুন খাতে প্রবাহিত। কিন্তু জর্জ আইভানের মধ্যে যে গভীর অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে, তাই টলস্টয়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। মুমূর্ষু একটি লোকের আধ্যাত্মিক রিক্ততার মধ্যে ফুটে উঠেছে জীবন-জিজ্ঞাসা; কর্মখ্যাতি, জীবনের পাওনা কিছুই আর মৃত্যুর মুহূর্তকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না। এই সময়ে টলস্টয় যেন আর্টের সীমা অতিক্রম ক'রে চলে গেছেন জীবনাতীত এক রাজ্যে—যেখানে পরম সত্যলাভই জীবন থেকে বড় হ'য়ে উঠেছে। (৩০২)

এই সময়েই তিনি People's Theatre-এর জন্য তিনখানি নাটক লেখেন। এগুলি সবই সবল ও সুগঠিত নাট্যরসসমৃদ্ধ কিন্তু তার মধ্যে লেখকের স্বভাবসুলভ গভীরতা নেই। ৭০-৭১ বৎসর বয়সে লেখা Resurrection-এর গল্পও অনেকটা মেলোড্রামা এবং তাঁর সরকার ও চার্চবিরোধী নীতিবাদের একটা আশ্রয়স্থল। কাহিনীর প্রথম অংশে যেখানে ছাত্র Nekhlyudov, Katerina Maslovকে অপহরণ করছে সেখানে টলস্টয়ের তরুণ বয়সের Aksenya-র কাহিনীই যেন ফুটে উঠেছে। কিন্তু খুনের দায়ে Maslov-এর কারাবাস, Nekhlyudov-এর হৃদয়ের

(৩০২) It is as if Tolstoy had passed the border of literary activity into the field beyond art, where stand the Gospel, the Bhagbat Gita, the Sermons of Eckhart. Ibid—Cohen—p. 283.

পরিবর্তন, এবং তার ত্যাগকে অস্বীকার, এসব ঘটনা যেন ঠিক স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠেনি। তখনকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিয়ে তিনি যেন সৃষ্টির প্রাধান্যকে খর্ব ক'রে ফেলেছেন।

১৯শ শতকের শেষভাগে বাস্তবতা ও আর্টের জন্যই আর্ট এই দুইটি মতবাদ নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই সময়ে টলস্টয়ের প্রবন্ধ "What is Art" প্রকাশিত হয়। তাঁর আর্টের ব্যাখ্যা বহু পাশ্চাত্ত্য চিন্তানায়ককে বিচলিত করেছিল। বার্নাড শ' বিচলিত হননি কিন্তু রোমা রোলাঁ হয়েছিলেন। রোলাঁ এই নিয়ে তাঁকে পত্র দিয়েছিলেন, এবং টলস্টয়ের ব্যাখ্যা পাঠ ক'রে তারই অনুরক্ত হয়েছিলেন। Prof Ernest Simmons টলস্টয়ের এই প্রবন্ধকে "most immodest contribution to the study of aesthetic ever written." (৩০৩) বলে সমালোচনা করেছেন।

Art, wrote Tolstoy, is a human activity and as such must have a clear purpose and aim, it can not exist for its own sake alone. "Its value must be weighed in proportion as it is serviceable or harmful to mankind....Art is not the production of pleasing objects, it is not pleasure but a means of union among men, joining them together in the same feelings and indispensable for the progress towards well-being of individuals and of humanity. (৩০৪)

যেমন, যখন বিরোধী ব্যক্তিগণ কোন সঙ্গীত, গল্প বা চিত্রের শ্রোতা বা দর্শকরূপে উপস্থিত হয় তখন তারা যে অনুভূতি লাভ করে সেই অনুভূতিই তাদের সমস্ত চিত্তকে একীভূত ক'রে দেয় এবং তারা একইভাবে অনুপ্রাণিত হয়, শুধু তাই নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের মানুষের অন্তরের সঙ্গে তাকে যুক্ত ক'রে দেয়। ধর্মগত আর্টও ভগবানের প্রেমানুভূতির মধ্যে তার নিজস্ব প্রেমকে প্রতিবেশী ব্যক্তি ও মানব-সমাজে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়, এবং শাশ্বত যে আর্ট তাও মানুষের সাধারণ অনুভূতিকে সমগ্র মানব-মনে সঞ্চারিত ক'রে দেয়। টলস্টয়ের এই আর্টের ব্যাখ্যা পশ্চিম ইউরোপে গৃহীত হয়নি, নিগৃহীতও হয়নি। ইউরোপ তাঁকে এড়িয়ে গেছে। একটা সাধারণ পল্লীকাহিনী হয়ত হাজার হাজার শ্রোতাকে আনন্দ দেয় কিন্তু অনেক উচ্চাঙ্গের বস্তু হয়ত বিশেষজ্ঞ কয়েকজনের পক্ষে আনন্দদায়ক। আর্ট বিশ্বের সামগ্রী, তাকে সীমাবদ্ধ ক'রে ক্ষুদ্র করা আর্টের বিকৃতি। ১৯০০ সালে, টলস্টয়ের বয়স যখন প্রায় ৭০, শেখভের বয়স ৪০ এবং গর্কির বয়স ৩২ সেই সময়ে ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা (Yalta)-তে তাঁদের দেখা হয়েছিল। টলস্টয় শেখভকে

(৩০৩) Ibid—D. Brewster & J. A. Burrell—p. 35

(৩০৪) Ibid—p. 35.

ভালবাসতেন এবং তাঁকে সত্যকার রাশিয়ান ব'লে চিহ্নিত করতেন কিন্তু গোর্কিকে তিনি ঠিক বুঝতে পারতেন না। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে গোর্কি যখন বলেন, তিনি ভগবান বিশ্বাস করেন না, তখন তিনি বলেন, তুমি প্রকৃতির নিয়মেই ভগবানে বিশ্বাস কর এবং ভগবান ব্যতীত চলতে পার না। টলস্টয় সত্যকথা বলেছিলেন, গোর্কি মানবতায় বিশ্বাসী। টলস্টয় অভিজাত বংশের লোক, পুশকিন-টুর্গেনেভও তাই কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ বয়সে রাশিয়ার সমাজ-সমস্যা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্যা তাঁকে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করেছিল। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, মস্কোতে একদিন একজন স্ত্রীলোককে তিনি মদ খেয়ে নোংরার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন এবং তার ছোট ছেলেটি তার পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি গর্কিকে বললেন, তুমিও এমনি বহু মাতাল স্ত্রীলোক হয়ত দেখেছ কিন্তু তুমি তাদের কথা লিখবে না—কেন আমি জানি না। কিন্তু একটু পরে চিন্তান্বিতভাবে বললেন,—কিন্তু সবই তো লিখতে হবে, না হলে ঐ ক্ষুদ্র শিশুটি হয়ত নালিশ করবে,—সে দুঃখ পাবে। তোমরা যা লিখেছ তা অসত্য, তা সব সত্য নয় ব'লে সে অভিযোগ করতে পারে। গোর্কি এই শিক্ষা ঋষি টলস্টয়ের নিকট থেকে গ্রহণ ক'রে মানুষের জীবনের ভয়াবহ সত্যকে ব'লে গেছেন।

Anna Karenina-র মধ্যে একস্থানে তিনি তাঁর আর্টের সম্বন্ধে বা সত্যিকার কান্ত সৃষ্টির কথা নিজেই বলেছেন। আনা ও ভ্রনস্কি ইতালীর কোন ছোট শহরে যায়। সেখানে তখন রাশিয়ার প্রসিদ্ধ শিল্পী Mikhailov ছিলেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তাঁরা দুজন এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কাছে যান, আনার একখানা ছবি আঁকাবার জন্য। ব্যবহারে শিল্পী ছিলেন পরুষ কিন্তু যখন ছবি আঁকলেন তখন আনাকে সত্যই অপরূপ সুন্দরী মনে হল। শিল্পী আনাকে ভাল না বেসেও তার যে রূপকে তিনি দেখেছেন ভ্রনস্কি ভালবেসেও তার সে রূপকে দেখতে পায়নি। এই ঘটনাতেই টলস্টয়ের আর্টের সংজ্ঞা পরিস্ফুট। মিখাইলভ নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি। তিনি সৌন্দর্যকে দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেননি, তিনি রূপের ব্যাখ্যা করেছেন। আনার ছবিটা স্বপ্ন নয় সত্য। আনার অস্তিত্ব ব্যতীত বা তার অতীত এই সৌন্দর্যের কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এই সৌন্দর্য কেবল শিল্পীই দেখেছেন।

টুর্গেনেভ, টলস্টয়, দস্তয়েভ্‌স্কি এবং অন্যদিকে জোলা ও ইব্‌সেন সকলেই বাস্তবধর্মী এবং তাঁদের স্বকীয় বাস্তবধর্মী সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এই দুই অর্থাৎ ফরাসী ও রাশিয়ান বাস্তববাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। টলস্টয়ের বাস্তবধর্ম অবক্ষয়ী ফরাসী সাহিত্যের বস্তি-সাহিত্যের বাস্তবতা নয়, তিনি বস্তির বাস্তবতার মধ্যে আকাশের প্রাচুর্যকে দেখেছেন। (৩০৫) দস্তয়েভ্‌স্কির

(৩০৫) Tolstoy's realism for instance said a contributor to the Westminister Review (1888) : "Unlike that of declining French School, is not the realism of the gutter, in the gutter he sees the image of the sky."—Ibid—p. 41.

বাস্তবতায় ইউরোপ বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু তা কেউ বুঝতে চায়নি। বর্তমান মনোবিত্থার তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে তা কেউ বুঝতেও পারেনি। ফরাসী বাস্তবতা রাশিয়ার বাস্তবতার কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে—রাশিয়াই প্রথম এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে, সাহিত্য ঠিক সামান্ত পৃথিবীর জড়ধর্মী নয়; আধ্যাত্মিকতার গভীরতায়ই তার সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিকতাই তার প্রাণশক্তি। (৩০৬) আজ রাশিয়ার উপন্তাস-সাহিত্য যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার মূলীভূত হেতু তার বাস্তবতা সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবতা সর্বদাই পৃথিবীর জড়জীবনের বাস্তবতা নয়, তা জড়-পৃথিবীর উর্ধ্বে—তা রাশিয়ার অন্তরের বাণী।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ মানুষ ও দেশের বাইরে মানুষের নিরপেক্ষ কোন অনুভূতি নেই এবং সেই কারণেই আর্টের জন্ত আর্ট সম্ভব নয়। তাকে জীবনধর্মী হতেই হয় এবং জীবন দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ নয়, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিকও নয়, কারণ ব্যক্তির পক্ষে দেশ-কাল-পাত্র বংশধারা ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

"আর্টের জন্তই আর্ট টলস্টয়ের মতে একথা সম্পূর্ণ সমাজ-বিদ্রোহী কথা। সমাজ-জীবন সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত অপূর্ণ ধারণা হইতে ইহার উদ্ভব। তাঁহার মতে সর্ববিধ আর্টই হইল একটা মানবীয় কর্ম, মানবীয় কর্মের তাৎপর্যই হইল সামাজিক কর্ম, কারণ সমাজবোধ, অর্থাৎ ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সর্বদা একটা নিত্য ঐক্যবোধই হইল অস্তিত্বের স্তরে মনুষ্যেতর জীব হইতে মানুষের ভেদ-লক্ষণ। সর্ববিধ শিল্পকর্মই তাই সমাজ-জীবনের অঙ্গীভূত কর্ম, সাহিত্যিক বা শিল্পীকেও সর্বদা এই চেতনায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে যে, অন্যান্য সর্বপ্রকারের সামাজিক মানুষের ন্যায় তিনিও একজন সামাজিক মানুষ, সাহিত্যের কর্তব্য তাদের একটা বিরাট কর্তব্য। জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া না দেখিয়া এইভাবে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিলে 'আর্ট আর্টের জন্ত' সত্য হইয়া উঠিতে পারে এই কথাটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না; কোথায় কোন্ আর্ট সার্থক হইয়াছে ইহার বিচারে তাই মানব-জাতির সেবায় ইহার কতটুকু দান এই কথাটাকে বাদ দেওয়া কিছুতেই চলিতে পারে না।...সত্যকে শুধু বুদ্ধির স্তরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না; বুদ্ধির স্তরে বদ্ধ সত্য মানুষের বাস্তব জীবনের মধ্যে সহজভাবে চলিয়া বেড়ায় না, তাই সে সত্য জীবনকে ভাল ভাবে চালায়ও না। মানুষের বাস্তব জীবনকে বুদ্ধি যতখানি চালায় তাহা অপেক্ষা অনেকখানি বেশী চালায় হৃদয়ানুভূতি; সত্যকে তাই বুদ্ধির স্তর হইতে হৃদয়ানুভূতির স্তরে নামাইয়া আনিয়া বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের চিত্তে সংক্রামিত করিয়া দিতে হইবে, সেই কাজই হইল সাহিত্যিকের কাজ—সকল

(৩০৬) Quiller Couch in Feb 1901 summed up the debate on these two kinds of realism in Pall Mall Gazette. "French realism and Russian realism reached us together or almost together and by the second realism the first stood condemned, Turgenev and Tolstoy impressively 'in the sight of Europe' established the truth that the concern of fiction is with 'things spiritual intimate deep, not with things material, external shallow' with interpreting the hearts of men not with counting their buttons." Ibid—p. 42.

শিল্পীর কাজ।...বুদ্ধির কাছে আবেদন জানাইয়া এই শ্রেয়বোধে জনসাধারণের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—তাই হৃদয়ানুভূতির ভিতর দিয়া এই শ্রেয়বোধকে অপরের চিত্তে সংক্রামিত করিয়া দিতে হয়, এইখানেই হইল শিল্পীর কাজ।" —টলস্টয়ের সাহিত্যাদর্শ—(ঘরে বাইরের সাহিত্যচিন্তা) ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত পৃঃ ৭৪-৭৯।

ইউরিপিডিসের যুগে যে হৃদয় ও মস্তিষ্কে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তা মানব সভ্যতার প্রতি স্তরে ছায়ার মত অনুসরণ ক'রে এসেছে,—কখনও হৃদয়ের কখনও মস্তিষ্কের জয় হয়েছিল। রেনেসাঁর পরে মস্তিষ্ক হৃদয়কে উপেক্ষা করেছিল, রোমান্টিক যুগে হৃদয় মস্তিষ্ককে ক্ষুদ্রতর ক'রে দিয়েছিল—এই দ্বন্দ্ব আজও চলেছে সভ্য পৃথিবীর মানব-চিত্তে। ফরাসী বাস্তবতা গ'ড়ে উঠেছিল মস্তিষ্কধর্মী হ'য়ে, তাই তা ক্ষুদ্র হয়েছিল, রাশিয়ায় বাস্তবতা গ'ড়ে উঠেছিল হৃদয়ধর্মী হ'য়ে, তাই তা বৃহত্তর হ'য়ে মহত্তর হ'য়ে মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

বিংশ শতকের মস্তিষ্কের কাছে হার্ডি, ইব্‌সেন, আনাতোল ফ্রাঁর হৃদয়ানুভূতি উপেক্ষিত হয়েছে, কিন্তু জোলা-ফ্লবেয়াও তাঁদের প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করতে পারেননি। মস্তিষ্কের যাদুকরী প্রভাব আছে ব'লে তা বেশী জমকাল, কিন্তু হৃদয়ের যাদু শান্ত ও সংযত, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত মানব-হৃদয়কে রসসিক্ত ক'রে দেয়। সমরসেট মম্ বলেন, "It is an abuse to use novel as a pulpit, a platform." (৩০৭) "After all, it is the personality of the author that gives his work its speical interest." (৩০৮) অর্থাৎ সাহিত্য সাহিত্যিকের 'idiosyncratic' মনের প্রকাশ, সেখানে সমাজ-কল্যাণ অবান্তর। বিংশ শতকের শিল্পায়ন-জাত ব্যক্তিবাদের মস্তিষ্কবৃত্তি হৃদয়বৃত্তিকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে মানুষের মাথায় দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

টলস্টয়ের জীবন অন্যান্য রাশিয়ান লেখকদিগের থেকে ভিন্ন। তাঁদের অনেকেই বিরোধী জগতে মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু তিনি প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ, দেহে-মনে বলবান, আর্থিক দিকে স্বাধীন এবং সামাজিক দিক থেকে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করেছেন। অন্য সকলের মত দারিদ্র্য, দুর্বলতা, রোগ অধ্যুষিত পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়নি, এমন কি প্রেমের জগতেও বিরোধিতার সম্মুখীন হননি। তিনি নারীর আকর্ষণকে এবং ক্রোধকে দমন করতে পারেননি ব'লে তাঁর আত্মানুশোচনা ছিল। শেষজীবনে মানুষ তাঁকে দেবতা ক'রে রেখেছিল অথচ তিনি মানুষ হয়েই মানুষের মাঝে বাস করতে চেয়েছিলেন। তিনি বাল্যকালেই রুশোর ভক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর আদিমতাপ্রীতির মধ্যে তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্য সভ্যতার 'শিক্ষিত প্রবঞ্চনা'র প্রতি তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন

(৩০৭) Point of View—p. 176

(৩০৮) Ibid—p. 188.

এবং সেইজন্যেই টুর্গেনেভকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি এক সময়ে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হ'য়ে তিনি টুর্গেনেভকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে গিয়েছিলেন। এইজন্যে টুর্গেনেভভক্ত টমাস ম্যান টলস্টয়ের সাহিত্যকে 'Romantic Barbarism' আখ্যা দিয়েছেন।

অনেকে বলেন, গান্ধীজি তরুণ বয়সে টলস্টয়ের অহিংস নীতিবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাই তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রেরণা। (৩০৯)

টলস্টয় ১৯১০ সালের ২২শে নভেম্বর ফুসফুস রোগাক্রান্ত হ'য়ে Aslapavo স্টেশনের স্টেশন-মাস্টারের ঘরে দেহরক্ষা করেন। তিনি ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন খাঁটি খ্রীষ্টান, কিন্তু তিনি যিশুকে অবতার ব'লে মানেননি, এবং চার্চকেও স্বীকার করেননি। তাঁর কাছে ধর্ম যুক্তিভিত্তিক নীতিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি মনে করতেন, সরকারী শাসনযন্ত্র ভুল কারণ তারা শক্তি প্রয়োগ করে, চার্চ ভুল কারণ তাদের অন্যায়ের শক্তি আছে, বর্তমান সভ্যতা ভুল কারণ তা শ্রমবিভাগ ও শোষণকে প্রশ্রয় দেয়। চাষের উপর নির্ভরশীল গ্রাম্য আদিমতার সাম্যই ছিল তাঁর কাম্য, তাই শেষবয়সে তিনি তাঁর প্রিয় Yasnaya Polyana গ্রামের শান্ত নীরবতার মাঝে চাষীর সরল জীবনের মধ্যে ভারতীয় আশ্রমবাসীর ত্যাগানুশীলনে ঋষিকল্প জীবন-যাপন ক'রে তৃপ্তি লাভ করেছেন।

রাশিয়ার সাহিত্যে দুইটি ধারা চলে আসছিল—তার একটি পুশকিন থেকে শেখভে এসে শেষ হয়েছে, আর একটি ধারা দস্তয়েভ্স্কি-টলস্টয়ের ধারা। পুশকিন থেকে শেখভে এসে রাশিয়ান সাহিত্যের স্বর্ণযুগ শেষ হল। পুশকিনের পূর্ব যুগ সূচনা এবং শেখভের পরবর্তী যুগ তার পরিশিষ্ট।

পুশকিন ও শেখভ যে অর্থে বাস্তবাদী ঠিক সেই অর্থে দস্তয়েভ্স্কি-টলস্টয় নয়। তাঁরা বিষয়মুখী, তাঁরা জানা জগতের পরিসীমায় মানুষকে বিচার করেছেন স্রষ্টার দৃষ্টি নিয়ে, তাই তাঁদের সাহিত্য নাটকীয় কিন্তু টলস্টয় দস্তয়েভ্স্কির দৃষ্টি ও মানুষের বিচার ঠিক জানা জগতের সীমার মধ্যে বদ্ধ নয়। আজব সাগর তীরের এক ক্ষুদ্র শহর Tagavog-এ Anton Pavlovich Chekhov (১৮৬০-১৯০৪) জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষতঃ প্রেমের ব্যাপারে অসুখী, এবং চিকিৎসক হলেও ক্ষয়রোগগ্রস্ত। তাঁর চিত্তবৃত্তি টুর্গেনেভের মত,—টলস্টয় পন্থা থেকে দূরে। টলস্টয়ের ধর্মমত ও সমাজতত্ত্বের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ও আকৃষ্ট হলেও জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা নিস্পৃহ ও কৌতুকপূর্ণ। জীবনকে তিনি দেখেছেন সৌন্দর্য ও দুঃখের এক অপরূপ সমন্বয় রূপে, অহেতুক উদ্দেশ্যবিহীন প্রবেশ-প্রস্থানের নাটকরূপে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। তিনি সম্পূর্ণ দুঃখবাদীও নন। প্রথমে তিনি সস্তা পত্রিকার জন্যে হাসির গল্পই লিখতেন। তাঁর কাহিনীর ঘটনা বাস্তব-ভিত্তিক হলেও কল্পনামুখর। আনা কারেনিনার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি

(৩০৯) Dictionary of Russian Literature.—W. E. Harkins—p. 390

বলেছিলেন,—সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যাকে যথাযথভাবে উপস্থাপনই তাঁর কাজ। এই মতাবলম্বী বলেই তাঁর চরিত্রগুলি উপযুক্ত পরিবেশে সজীব সাধারণ মানুষ রূপেই ফুটে উঠেছে।

তাঁর ছোট একটি গল্প The Lady with the Little Dog—এক মস্কোবাসী সমুদ্রতীরের এক হোটেলে বিবাহিতা এক নারীর সঙ্গে ফ্লার্ট আরম্ভ করেন। তিনি জানতেন, বিবাহিতা নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরিণাম ভাল নয়। কিন্তু এই প্রেম তাঁকে পেয়ে বসল, ফিরে এসেও তিনি তা ভুলতে পারলেন না। নিজের শহরে এসে তাঁর স্বামীকে প্রতারণা ক'রে উভয়ের প্রেম চলল কিন্তু তার ফল একই। শেখভের গল্পের শেষ এইরূপ: "At any moment it seemed to them that they would find some miraculous solution round the next corner. But they knew, in fact, that the end was far off and that the most complicated part was just about to begin." শেখভ সমস্যাটিকে মাত্র উপস্থাপন করেছেন, টলস্টয় হয়ত এই গল্প লিখে একটা নীতিকথা জুড়ে দিতেন, দস্তয়েভ্‌স্কি হয়ত হত্যা, আত্মহত্যা বা ভয়াবহ কোন প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে গল্পের উপসংহার করতেন। (৩১০)

শেখভের দৃষ্টিভঙ্গি কল্পনাচারী ঔপন্যাসিকের মত নয়—বরং প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার। জীবন ঠিক যেমন ঠিক তেমনি তিনি দেখেছেন। তাঁর চরিত্রগুলি বহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কিন্তু কেউই স্বাভাবিক জীবন থেকে বড় নয় এবং সততাই হয়েছে তাঁর জীবনের মাপকাঠি এবং তাঁর সমস্ত সহানুভূতি মানুষের সততার প্রতি। ক্ষয়রোগী শেখভ জীবনকে দেখেছেন নিস্পৃহ কৌতুক নিয়ে—তাই চরিত্রগুলি তাদের সততা ও সত্যতার মুহূর্তে বড় হ'য়ে উঠেছে জীবনের প্রতি নিস্পৃহ অনুভূতি নিয়ে। জীবনের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তৃতি সেখানে অবান্তর হ'য়ে গেছে।

শেখভের পরে রাশিয়ার উপন্যাস-জগতে অবক্ষয় শুরু হয় কিন্তু তার প্রভাব ইউরোপে উত্তরোত্তর বিস্তৃততর হতে থাকে। একদিকে পুশকিন-টুর্গেনেভ-শেখব অন্যদিকে গোগোল-দস্তয়েভ্‌স্কি-টলস্টয়ের ভাবধারা নিয়ে সাহিত্য এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু বিপ্লবের সময়ে এসে এই মনস্তত্ত্বমূলক মানব-হৃদয়কেন্দ্রিক সাহিত্য স্তব্ধ হ'য়ে যায়। বাস্তবধর্মী, উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচারধর্মী প্রতিচ্ছবি সাহিত্য-সৃষ্টির উৎসাহ লাভ ক'রে এগিয়ে যেতে থাকে জনজীবনের নিয়ন্ত্রণে। সৃষ্টির স্বাধীনতা বিনষ্ট হ'য়ে তা উদ্দেশ্যমূলক হ'য়ে ওঠে।

১৯শ শতকে সমগ্র ইউরোপে একমাত্র **জার্মানীতে** উল্লেখযোগ্য কোন উপন্যাস-সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। সেখানে কাব্যকর্মী কাহিনী (Novelle), দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক উপন্যাস (Bildung Sroman)-এর মধ্যে তার সমস্ত সৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ হ'য়ে যায়। এই সময়ে প্রাদেশিক লেখকদের মধ্যে যাঁরা নিসর্গ সৌন্দর্য ও

(৩১০) Ibid—Cohen—p. 286.

কোমল সুন্দর চরিত্র নিয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অস্ট্রিয়ার Adulbert Stifter (১৮০৫-৬৮)-এর মধ্যে একটা বিষণ্ণ-করুণ সৌন্দর্যের রূপ পাওয়া যায়। এই বিষণ্ণতার অনুভূতি পরে ইউরোপের অনেক দেশে সঞ্চারিত হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ড-এর Gottfried Keller (১৮১৯-৯০) কতকগুলি অনবদ্য ছোটগল্প লিখেছিলেন, সেগুলি জনজীবনের সত্য ও সুপরিকল্পিত কাহিনী। তাঁর Mirror the Cat এবং The Village Romeo and Juliet বিখ্যাত গল্প। অন্যান্য সুইস্ লেখকের মধ্যে Ferdinand Meyer (১৮২৫-৯৮) অনেকগুলি কাব্যধর্মী কাহিনী রচনা করেন, সেগুলি সবই প্রায় ফরাসী সাহিত্যের অনুকৃতি। মহিলাকবি Annette Von Droste Hülshoff (১৭৯৭-১৮৪৮)-এর The Jew's Beech এবং Theodor Storm (১৮১৭-৮৮)-এর দু'একখানি উপন্যাস সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল।

এই সময়ে প্রাশিয়ার দ্রুত উন্নতির যুগ। প্রয়োজনের তাগিদে জার্মানীর অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের কথা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে ব্যবসা-জগতের কীর্তিকলাপ নিয়ে Gustav Freytag (১৮১৬-৯৫)-এর Soll und Haben (Debit and Credit) একখানি অবিস্মরণীয় উপন্যাস। এই সময়ের সাহিত্যের লতাগুল্মের ভিড়ের মাঝে একটি লেখক বনস্পতির মত মাথা উঁচু ক'রে আছেন—ইনি প্রাশিয়ার Theodor Fontane (১৮১৯-৯৪)। তিনি নাট্য সমালোচক ছিলেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে সংবাদিকের কাজও করেন। ৬০ বছর বয়সে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন এবং ৭০ বৎসর বয়সে বার্লিন ও প্রাশিয়ার নিসর্গকে পটভূমি করে অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি বিশ্বাসে উদারপন্থী হয়েও চিত্তবৃত্তিতে প্রাচীনপন্থী। সমালোচক হিসাবে তিনি প্রথম Ibsen-কে অভ্যর্থনা জানান। তিনি ফ্রান্সের বাস্তবধর্মী সাহিত্যের অনুরাগী হলেও তাঁর জার্মান বৈশিষ্ট্যকে হারাননি। তাঁর তিনখানি উপন্যাস Trials and Tribulations, Frau Jenny এবং Effi Briest তাঁর শক্তির পরিচায়ক। শেষের উপন্যাসে বিবাহে অসুখী একটি নারী অন্য একটি লোকের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় ক'রে সকলেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। এই উপন্যাসে তিনি Junker-দের একটি নির্দয় প্রথাকে কঠোর সমালোচনা করেন কারণ তিনিও এই Junker শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এটি প্রাদেশিক কাহিনী হলেও এর চরিত্র সুন্দর কোমলমধুর এবং ভাবপ্রবণতার উদারতায় উজ্জ্বল। তাঁর শেষ উপন্যাস Lake Stechlin সংলাপের দিক থেকে মধুর ও উচ্চাঙ্গের কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে অসংলগ্ন।

জার্মানীর অন্য প্রদেশের জীবনচিত্রকর Wilhelm Raabe (১৮৩১-১৯১০)-র রচনা হাসিকান্নার মিশ্রণে উপভোগ্য। তাঁর মধ্যে Jean Paul, Dickens এবং Sterne-এর প্রভাব সুস্পষ্ট কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর Abu Telfan কৌতুক ও হাস্যরসের সমন্বয়ে এক অপূর্ব সৃষ্টি।

ডেনিশ লেখক Jens Peter Jacobsen (১৮৪৭-৮৫)-র অনুভূতিপ্রধান ও কাব্যধর্মী উপন্যাস তৎকালে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। তাঁর দু'খানি উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহের মধ্যে তাঁর ছিন্ন ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়ে গেছে—তিনি একদিকে ডারুইনের তত্ত্বে বিশ্বাসী ও নিরীশ্বরবাদী, অন্যদিকে রোমান্টিকধর্মী।

ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সর্বদেশেই উপন্যাস রচনায় মন্থরতা আসে। বাস্তবতা, অতিবাস্তবতা, ব্যঙ্গ-শ্লেষ প্রভৃতির নামে, বংশ-পরম্পরা এবং যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, মনস্তত্ত্বের জটিলতায় মানুষকে বিচার করার ফলে War and Peace, The Brothers Karamazov Fortunata y Jacinta-এর মত চিরন্তনী সাহিত্যসৃষ্টি আর সম্ভব হয়নি।

ঊনবিংশ শতকের নাটক

ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ উপন্যাস গ'ড়ে উঠেছিল ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে। এই সময়ে শুধু সাহিত্য নয়, শিল্পায়ন এবং তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ ও মস্তিষ্কভিত্তিক চিন্তাধারা এসে বাংলার তথাকথিত নবজাগরণের যুগ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতোধারা বেয়ে যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যে বীজ ভেসে এসেছিল তাই বাংলার উর্বর পলিমাটিতে মহীরুহ হয়ে বাংলার সাহিত্য গ'ড়ে তোলে। এ সম্বন্ধে যথাকালে আলোচনা করা যাবে কিন্তু ইউরোপীয় ভাবধারার মধ্যে ১৯শ শতকের নাটকেরও যথেষ্ট দান আছে, বিশেষতঃ **নরওয়ে সুইডেন**-এর (স্কাণ্ডিনেভিয়ার) নাটকের নূতন রূপ ইউরোপীয় চিত্তবৃত্তিকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল এবং তার ঢেউ বাংলা সাহিত্যে অন্ততঃ ইংরাজীর মাধ্যমে একেবারেই আসেনি একথা বলা যায় না। এই কারণেই ১৯শ শতকের ইউরোপীয় নাটকের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

ইউরোপের রোমান্টিক থিয়েটার এবং নাটক ১৯শ শতকে এসে সস্তা মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয় এবং থিয়েটার ম্যানেজারদের ফরমায়েসি নাটক রচনা হ'তে থাকে। একমাত্র ভিয়েনার থিয়েটারে Franz Grillpazzer (১৭৯১-'৮৭২) কয়েকখানি নূতন নাটক উপহার দেন। তিনি কবি, নাট্যকার নন, Leander, Jason, এবং Sappho থেকে নাটক অনুবাদ করেন এবং প্রধানতঃ অতীত কাহিনী নিয়ে নিজের কাব্যধর্মী মনের রসসিক্ত ক'রে তাকে একটু নূতনত্ব দেন। শিলার ও ইব্‌সেনের মাঝে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। তখন Sturm und Drang-এর যুগ, তথাপি তিনি সম্পূর্ণ পৃথক। Karl Gutzkow (১-১১-৭৪)-ও তাই। তিনি সাংবাদিক কিন্তু নাটকও লিখেছেন। তাঁর নাটকে প্রত্যক্ষ

বাস্তবতার সঙ্গে দার্শনিকতত্ত্ব মিশে একটা নূতন নাটকীয়তা এনেছিল। তার Uriel Acosta নাটকের নায়ক একজন স্বাধীনচেতা ইহুদী। তিনি Lessing এবং Diderot-এরই অনুকারী। Georg Büchner (১৮১৩-৩৭) ফরাসী বিপ্লবের নায়কদের বাণী উদ্ধৃত ক'রে এক দুঃখবাদী নাটক লেখেন—The Death of Danton। এই নাটকের বাস্তবতা তুচ্ছ নয়। ২৪ বৎসরের জীবনে তাঁর আর একখানি ব্যঙ্গ নাটক Leonce und Lena স্মরণীয় হ'য়ে আছে। এক সৈনিকের প্রেম ও ঈর্ষা, বিক্ষোভমূলক এই নাটকে রূপায়িত হয়েছে। ভিয়েনার থিয়েটারের প্রয়োজনে Friedrich Hebbel (১৮১৩-৮৩) কিছু নাটক লেখেন, তার মধ্যে Maria Magdalena আধুনিক জীবনের সংগ্রাম নিয়ে লেখা। দর্শকের চাহিদায় ঐতিহাসিক নাটকও তিনি লেখেন এবং তার মধ্যে তিনি সুন্দর ভাবে ভাববাদী চিন্তাধারাকে উপস্থাপিত করেন। তিনি রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সংঘাতে সমষ্টির কল্যাণে ব্যক্তির প্রয়োজনকে হ্রাস করাই সঙ্গত ব'লে মনে করতেন। তিনি হেগেলের শিষ্য, প্রাশিয়ান এবং তাঁর নাটকে তার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক বাইবেলের কাহিনী নিয়ে লেখা Herodes and Mariamme। Gyges and his Ring দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক নাটক হলেও সুন্দর। Richard Wagner (১৮১৩-৮৩) রোমাণ্টিক নাটকের সঙ্গে গীতিনাটকের মিশ্রণ ক'রে কিছুদিন থিয়েটার ব্যবসায়ের সহায়তা করেছিলেন। তিনিই প্রথম দুই অঙ্কের মাঝখানে মঞ্চ অন্ধকার ক'রে দেওয়ার রীতি চালু করেন।

ডেনমার্ক-এর রোমাণ্টিক নাট্যকার Adam Oehlenschlager (১৭৭৯-১৮৫০) সাধারণতঃ পুরাতন নর্সদের পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে নাটক রচনা করেন তিনি জার্মান নাট্যকার শিলারের অনুগামী ছিলেন এবং জার্মান রোমাণ্টিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। হলবার্গের সময়ে ডেনিশ সাহিত্য ফ্রান্সের প্রভাবে গ'ড়ে ওঠে এবং এই সময়ে গ'ড়ে ওঠে জার্মানীর প্রভাবে। কিন্তু তাঁর যুগের অব্যবহিত পরেই ডেনমার্ক ও নরওয়ের যুক্তরাজ্যে নূতন নাটকের জন্ম হয়—যার প্রখ্যাত দিকপাল ইব্‌সেন।

নূতনভাবে নাটকের রূপায়নের পিছনে দুইটি প্রভাব এসে দেখা দিয়েছিল প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ বাস্তববাদী Diderot-এর সমসাময়িক চরিত্র ও জীবনসমস্যা আলোচনার ধারা, দ্বিতীয়তঃ রূপকথা এই সময়ে প্রতীকতা (Symbolism) সমৃদ্ধ হ'য়ে নূতন এক রূপ নিয়েছিল। এই দুইটির মিলন হল নাটকে, তাছাড়াও নাটকের ছন্দবদ্ধ কবিতার ভাষা কথিত গদ্যভাষায় পরিণত হ'য়ে তাকে প্রত্যক্ষ ও সময়োপযোগী ক'রে তুলেছিল।

Perrault ১৭শ শতকে Mother Goose-এর রূপকথা চমৎকার ফরাসীতে লিখেছিলেন, Jacob এবং Grimm Wilhelm ভ্রাতৃদ্বয় (১৭৭৮-১৮৬৫) জার্মানীর লোকগাথাকে সুন্দরতর করেছিলেন। তাঁদের Children's and Domestic Stories-এর পরেও Tieck, Haffmann, Hauff, Gottfried Keller এই

রূপকথা ও লোকসাহিত্যকে সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। তারপরে এলেন ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ রূপকথাকার Hans Christian Andersen (১৮০৫-৭৫)। তিনি সাহিত্যের সব শাখাতেই হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী ও রূপকথার জন্যই তিনি অবিস্মরণীয় খ্যাতি রেখে গেছেন। Big Claus and Little Claus সাধারণ ভাবে লোভের পরিণতি নিয়ে লেখা গল্প কিন্তু তার অর্থ গভীর। জীবনকে যেন তিনি নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তাঁর The Emperor's New Clothes-এর মধ্যে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিকে শিশুর সত্য দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। গ্যেটের রোমদর্শন যেমন তাঁর জীবনে একটা নতুন চিন্তাধারা ও সাহিত্যবোধ সৃষ্টি করেছিল এ্যাণ্ডারসনের জীবনেও রোমদর্শন তেমনি একটা নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করেছিল—তাঁর রূপকথার প্রতীকতার মধ্যে যা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

Henrik Ibsen (১৮২৮-১৯০৬) যখন মাত্র দু'খানি ঐতিহাসিক নাটকের লেখক তখন তিনি Bergen-এর থিয়েটারে স্টেজ ম্যানেজারের পদ পেয়েছিলেন এবং তার থেকেই তিনি তখনকার Christiania (বর্তমান Oslo)-র থিয়েটারের পরিচালক হন। তাঁর প্রথম নাটকগুলিতে নর্সদের কাহিনীই ডেনিশ নাট্যকার Oehlenschlager-এর রোমান্টিকতা দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে রচনা করেন। রোমদর্শনের পর তিনি তাঁর নাটকের নব রূপায়নের প্রেরণা পান এবং তাঁর প্রথম পরীক্ষামূলক কাব্যধর্মী Brand ও Peer Gynt লেখেন। এই দুইখানি নাটক একটু অসংবদ্ধ এবং রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত নয়।

ইব্‌সেনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি শিলারের ঐতিহাসিক নাটক লিখবেন এবং অভিনয়ের দিক থেকে সেগুলি Engéne Scribe (১৭৯১-১৮৬১)-এর নাটকের মত সফল হবে। স্ক্রাইবের নাটক তখন সমগ্র ইউরোপে বহুল প্রচারিত ও অভিনীত। ইব্‌সনের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক The Pretenders,—এখানে দুটি লোকের তুলনা করা হয়েছে। একজন সাধারণ লোক, সে রাজা হ'য়ে গেল কিন্তু আর একজন আদর্শবাদী কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি ইতস্ততঃ ক'রে সে রাজমুকুট হারাল। Love's Comedy-তে দেখালেন, বিবাহটা সাধারণের পক্ষেই ভাল এবং মানানসই কিন্তু কল্পনাচারী মানুষ বিবাহ দ্বারা পঙ্গু হয়ে যায়।

তিনি ছিলেন ব্যক্তিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী। সমাজ ও ধর্মের ক্ষুদ্রতা ও বন্ধনকে তিনি মানুষের জীবনধর্মের বিরোধী ব'লে মনে করেছেন। Peer Gynt নাটকের প্রতীকতা গভীর অর্থব্যঞ্জক। Peer উনবিংশ শতকের সাধারণ মানুষ, সে নিজের প্রকৃত সত্বাকে খুঁজে ফিরেছে। সে বিদ্রোহী, অভিমানী, ধনী ব্যবসায়ী, সে জগতের বহু সমৃদ্ধির মালিক কিন্তু নিজের আত্মার মালিক নয়—সারা জীবন দুর্বার গতিতে চলার পর সে আবিষ্কার করলে যে, তার জীবনের একমাত্র সত্য একটি নারীর প্রেম,—যে নারীকে সে বহুদিন আগেই পরিত্যাগ করেছে। তার জীবনের চরম শিক্ষা হল যে, প্রকৃত স্বাধীন মানবতা পেতে হলে

তার অন্তরকে হত্যা করতে হবে। Emperor and Galilean নাটকে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম ও অ-খ্রীষ্টানদের একটা তুলনামূলক বিচারে সত্যধর্মের রূপ বিধৃত করতে চেয়েছেন।

তার পরেই তিনি তাঁর নূতন শ্রেণীর নাটক রচনায় মন দেন। এইগুলি যাতে অভিনয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় এবং সাধারণের সামনে সামাজিক সমস্যা উপস্থিত করা যায় তার দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। The League of Youth, The Pillars of the Community, A Doll's House, Ghosts এবং An Enemy of the People নাটকগুলি এই সময়ের রচনা। আপাত-দৃষ্টিতে এগুলি বিবাহ, যৌনব্যাধি, অঞ্চল-সরকার, সরকারদত্ত সম্মান প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা মনে হয়। ১৯শ শতকের পাঠকগণ তাকে এই ভাবেই বিচার করেছে, এবং সমাজের যে-সব পঙ্কিলতা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল তাই নিয়ে তিনি বাহাদুরী করেছেন ব'লে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু ইব্‌সেনের নাটক সাধারণ নয়, তার মধ্যে গভীর তত্ত্ব ও হৃদয়ানুভূতি রয়ে গেছে। তিনি প্রকৃত সৎ ও সত্য কী, এবং মিথ্যা কী ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাই বিচার করেছেন। Ghosts-এর মধ্যে Mrs Alving সামাজিক নীতিকে মেনে নিয়ে তার স্বামীর বংশগত যৌনব্যাধি সন্তানে পরিবাহিত করেছেন। A Doll's House-এ Nora তার আদর্শ স্বামীকে শ্রদ্ধা করে ব'লেই তাকে ত্যাগ ক'রে চলে যায়, কারণ তার নিজস্ব জীবনে সত্যতা কিছু নেই, তা যেন তৈরী কাহিনী। যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পরিবর্তন আসে তবেই ভাঙ্গা মন জোড়া লাগতে পারে। নোরার প্রস্থানের পিছনে যখন শেষ দৃশ্যে দরজা বন্ধ হ'য়ে যায় তখনও তার স্বামী আশা করেন, হয়ত এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারে।

তাঁর The Wild Duck-এর মধ্যে দেখিয়েছেন, দরিদ্র মানুষ কেমন খোঁড়া হাঁসের মত খাঁচায় বাস করে, তাদের কাছে সত্য, আদর্শ এসব অর্থহীন বরং তারা তাদের দারিদ্র্য ও পরস্পরের স্নেহের মধ্যেই সুখী। Rosmersholm এবং The Lady from the Sea এই ধরনেরই নাটক।

Hedda Gabler-এ তিনি পুনরায় বাস্তবধর্মীতায় ফিরে আসেন। Hedda জীবনে সত্যের সন্ধান পায়নি এবং তাঁর জীবনীশক্তিই জীবনকে তিক্ততায় ভরিয়ে দিয়েছে। Little Eyolf, John Gabriel Borkman, এবং When we Dead awaken তাঁর শেষ কয়েকখানি নাটক।

ইব্‌সেনের এই নূতন ধরনের নাটকের প্রভাব এখনও শেষ হয়েছে বলা যায় না। উপযুক্ত নাটকীয় কাহিনী নিয়ে যাঁরা নাটক লিখতেন তাঁরাও ইব্‌সেনের পথ অনুসরণ ক'রে সামাজিক সমস্যাকে সামনে রেখে বাস্তবধর্মী নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। এমন কি দর্শকগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁরা এ-পথ থেকে সরলেন না। নরওয়েতে Björnsterne Björnson (১৮৩২-১৯১০) প্রধানতঃ ঐতিহাসিক নাটক লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, কিন্তু ইব্‌সেনের প্রভাবে ব্যবসায় ও সাংবাদিকতায় দুর্নীতি,

বিবাহপূর্ব যৌন-মিলন উচিত কিনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নাটক লেখেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক Beyond Human Might-এ এক অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ধর্মযাজক অনেক রোগ আরোগ্য করতে পারেন অথচ তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারেন না। পরবর্তী আর একখানি নাটকে তিনি প্রতীকতার মাধ্যমে ধনিক-শ্রমিকের সমস্যা, তার সংস্কার এবং স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন।

জার্মানীতে Hermann Sudermann (১৮৫৭-১৯২৮) সামাজিক সমস্যা নিয়ে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেন এবং Eugène Brieux (১৮৫৮-১৯৩২) ফ্রান্সে জোলার মত প্রত্যক্ষ বাস্তবধর্মী নাটকে সমাজের অন্যায় ও দুর্নীতিকে রঙ্গমঞ্চে উদ্‌ঘাটিত করেন। জোলার প্রত্যক্ষ বাস্তববাদের প্রভাবে স্কাণ্ডিনেভিয়ার নাট্যকার August Strindberg (১৮৪৯-১৯১২) কতকগুলি নাটক লেখেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক Master Olof-এর মধ্যে তাঁরই ছিন্ন ব্যক্তিত্বের (Split Personality) প্রকাশ, কতক ভাববাদী, কতক বাস্তববাদী হ'য়ে নায়ক চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। The Father এবং Miss Julie নাটক স্ত্রী-প্রভুত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লেখা বাস্তব নাটক। তিনি নাটকের পার্শ্বচরিত্র, সিন-সিনারী সব বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন—এমন কি The Pariah নাটকে চরিত্রের নামও দেননি, তাঁরা Mr. X. এবং Mr. Y. হয়েছেন। তাঁর জীবন অসুখী। দু'বার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, এবং এই ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের অনুভূতিকে তিনি নাটকে রূপায়িত করেন। পরে ধর্মীয় অনুভূতি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েন কিন্তু তৎসত্ত্বেও কয়েকখানি বাস্তবধর্মী নাটক লেখেন, There are Crimes and Crimes, Easter এবং Dance of Death। Easter-এ বংশগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং Dance of Death-এ জেদী স্ত্রীর জন্য আদর্শবাদী স্বামীর ধ্বংস চিত্রিত হয়েছে। The Dream Play এবং The Spook Sonata তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসামূলক নাটক। অনেক চরিত্রের ভিড়ে এবং তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশের মাঝে লেখক এক ভারসাম্যহীন কাব্য জগতের সৃষ্টি ক'রে পরম সত্যের সন্ধান করেছেন ব'লে মনে হয়।

যাই হোক Strindberg ইব্‌সেনের সঙ্গে তুলনীয় বা তাঁর মত শক্তিশালী নাট্যকার নন, তার কারণ ইব্‌সেন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জগতকে দেখছেন যুক্তি দিয়ে এবং স্ট্রিণ্ডবার্গের নাটক দৃষ্টির কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট।

বেলজিয়াম-এর নাট্যকার Maurice Maeterlinck (১৮৬২-১৯৪৯)-এর The Blind (Les Aveugles) এবং The Blue Bird (L' Oiseau Bleu) বিখ্যাত নাটক। কাব্যধর্মী প্রতীকতা সম্পৃক্ত এই নাটকগুলি দর্শকের সামনে যেন এক কল্পনাময় রাজ্য সৃষ্টি ক'রে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে একটা স্বপ্ন ও বাস্তবের দূরত্ব সৃষ্টি ক'রে দেয়।

এই প্রতীকতা সমৃদ্ধ কাব্যধর্মী নাটকের প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে এবং **জার্মানীতে** Gerhart Hauptman (১৮৬২-১৯৪৬) তাঁর বাস্তবধর্মী নাটক

Before Sunrise এবং The Weavers নাটকের সাফল্যের পরে এই কাব্যধর্মী The Sunken Bell নাটক লেখেন। Frank Wedekind (১৮৬৪-১৯১৮) শিশুর যৌন-জীবনের রহস্যকে কেন্দ্র ক'রে অতিনাটকীয় নাটক রচনা করেন এবং Arthur Schnitzler (১৮৬২-১৯৩১) তখনকার চলতি যৌন-সমস্যা নিয়ে ভিয়েনার তৎকালীন রুগ্ন সমাজকে আক্রমণ ক'রে যে কয়েকখানি নাটক লেখেন তাই অবক্ষয়ী নাটক-যুগের শেষ নাটক।

নাটক তার নাটকত্ব ত্যাগ ক'রে যখন প্রতীকতায় ভারাক্রান্ত ও কাব্যধর্মী হ'য়ে উঠে তাকে হীনপ্রভ ক'রে তুলেছিল, ঠিক সেই সময়ে রাশিয়া থেকে নাট্যজগতে একটা নূতন বাস্তবতার হাওয়া এসে তাকে সজীব ক'রে তোলে। গোগোলের The Goverment Inspector-এর পরে রাশিয়ার নাট্যকার A. N. Ostrovsky (১৮২৩-৮৬) নাট্যজগতে এক নূতন স্রষ্টা। অবশ্য রাশিয়ার এই নূতন ধারার ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল। তাঁর রচনা বাস্তবধর্মী, তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গে ক্ষুরধার। মধ্যবিত্ত জীবন-সংগ্রাম নিয়ে হাসিকান্নার অপূর্ব সমন্বয়ে তাঁর নাটক এক নূতন সৃষ্টি। এই নূতন ধারা শেখভে এসে পূর্ণতা লাভ করে। বহু টাইপ চরিত্র,—যথা ব্যবসায়ী, অভিনেতা, গুণ্ডা, বদমায়েস, সরকারী কর্মচারী নিয়ে ঘটনামূলক নাটক তিনি রচনা করেছেন কিন্তু নাটকের দিক থেকে তা অনেকাংশে অবিন্যস্ত। টুর্গেনেভের নাটক A Month in the Country এবং টলস্টয়ের The Powers of Darkness এবং The Fruits of Enlightment রাশিয়ার নাট্যজগতে কিছুটা নূতনত্বের দাবী করলেও তার স্থায়ীত্ব ছিল না, কারণ তাঁরা রুচি ও প্রকৃতির দিক থেকে নাট্যকার ছিলেন না। তাঁরা প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক।

শেখভ নাট্যকার হিসাবেও রাশিয়ার নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর এনেছেন। হাসির গল্পেই তাঁর সাহিত্যের শুরু, তেমনি ছোট ছোট প্রহসনেই তাঁর নাট্য-জীবনের শুরু। যেমন তাঁর The Wedding-এ সকলেই যার যার কৌতুককর মনোবৃত্তি প্রকাশ ক'রে সমস্ত কাহিনীকে হাস্যরসাত্মক ক'রে তুলেছে। লেখক সারা জীবনই ছিলেন ক্ষয়রোগী, লিখেই তাঁর জীবিকা অর্জন করতে হত ; আত্মীয়-স্বজনের কেউ বড়লোক নয়। তিনি জীবনকে কখনও বিয়োগবিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে দেখেননি, এবং আদর্শবাদের ধারও ধারেননি। তিনি কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন মানব-জীবনের বৈচিত্র্য, ও কৌতুককর বৈসাদৃশ্য এবং তার মধ্যে যখনই মানুষের মধ্যে তার সত্যকার ব্যক্তিটি ফুটে উঠেছে তখনই তাঁর রচনা সার্থক হয়েছে—এবং ইব্‌সেনের মত সেই সত্যকেই তিনি রূপায়িত করেছেন। তাঁর প্রথম নাটক Ivanov সামাজিক মেলোড্রামা। The Seagull-এ এসে তাঁর নাট্যপ্রতিভা প্রতিভাত হয়েছে। তিনি নাট্যকার হিসাবে ইব্‌নসেনকে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন, জীবন সম্বন্ধে তাঁর কোনও জ্ঞানই নেই ; তবুও তাঁর কাব্যধর্মী প্রতীকতা ইব্‌সেনেরই অনুরূপ। এই Seagull ইব্‌সেনের Wild Duck-এর সঙ্গে তুলনীয়। ইব্‌সেনের মত তাঁর নাটকে নায়ক নেই, তিনি একটি মাত্র চরিত্র নিয়ে নাটক রচনা করেননি।

অনেকগুলি লোকের পারস্পরিক সম্পর্কই তাঁর নাটকের উপজীব্য। নাটকীয় ঘটনা ফলমুখী নয় এবং চরিত্রের কর্মও বিষয়মুখী নয়। তৃতীয় নাটক Uncle Vanyaতে Safia তার জীবনের কামনা-বাসনার সমাধি অন্তে নিশ্চেষ্টভাবে বলছে,—আমরা বেঁচে থাকব, যখন সময় আসবে বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ করব। এই বেঁচে থাকার চাহিদাই জীবন এবং শেখভের জীবন-কৌতুক। The Three Sisters এবং The Cherry Orchard-এও এই ধরনের জীবন-প্রীতি ফুটে উঠেছে। প্রথম নাটকে তিন বোন এক ছোট শান্ত শহরে বাস করে, তাদের আশা তারা মস্কো যাবে তা যত দিনেই হোক। মস্কোতে সুখী জীবন তারা যাপন করবে এই আশা নিয়েই তারা জীবন যাপন করেছে। দ্বিতীয়টিতে চেরী বাগান কেটে ফেলা হবে, এবং সকলেরই পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে হবে। বর্তমানকে অতীতকালের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে এবং সুখ মানুষের জীবনে কেবল ছলনা মাত্র। মানব-জীবনের এই হাস্যকর আশাবাদই মানব-জীবনের ভিত্তি। মানব-জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে, কিন্তু তার পরিবর্তন হয় না, —মানুষ যা তাই-ই থাকে, জীবনে কী যেন সে হারিয়ে ফেলে। তার বিষণ্ণ দৃষ্টির মধ্যেও যেন একটা উজ্জ্বল আশা রয়ে যায়।

গোর্কির শ্রেষ্ঠ নাটক The Lower Depths, শেখভের Cherry Orchard এর পূর্ববৎসর অভিনীত হয়। এই নাটকটির সুর ও ভাব খাঁটি রাশিয়ান। এক বস্তির মধ্যে হতভাগ্যদের ভিড়ের মাঝে Luka এসে তার জীবনের বেদনাকে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয় এবং তাদের সমবেত দুঃখ ক্রমশঃই অসীম ও বিস্তৃত হতে থাকে।

বিপ্লবপূর্ব যুগের শেষ নাট্যকার L. N. Andreyev (১৮৭১-১৯১৯) ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সঙ্গে বাস্তবধর্মী নাটক রচনা ক'রে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিলেন। রাশিয়ার নাটক বাস্তবধর্মীতার বাইরে প্রতীকতার দিকে অগ্রসর হ'তে পারেনি, তার প্রধান কারণ রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা ও অবস্থা। এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথে।

স্পেন-এর নাটক এই সময়ে ইউরোপীয় সমস্ত ভাবধারাকে গ্রহণ ক'রে পুষ্টিলাভ করেছিল কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল দর্শকতুষ্টি ও মঞ্চসাফল্য এবং সেই কারণেই স্পেনে কোন মহত্তর সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। Jacinto Benavente (জঃ ১৮৬৬) সাধারণতঃ ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মাধ্যমে তাঁর নাটকীয় কাহিনী পরিবেশন করেছেন। কৃষক-জীবন নিয়ে লেখা তাঁর একখানি নাটক The Passion Flower (La Malquerida) স্মরণীয় হ'য়ে আছে। তিনি Lope-এর মত প্রচুর লিখেছেন কিন্তু তা সবই দর্শকতুষ্টির জন্য, সৃষ্টির প্রেরণায় নয়। Martinez Sierra (১৮৮১-১৯৪৭), Serafin (১৮৭০-১৯৩৮) এবং Joaquin (১৮৭৩-১৯৪৪) ভ্রাতৃদ্বয়ও এই সময়ের স্পেনের রঙ্গমঞ্চের জন্য অনেক সুখপাঠ্য নাটক লিখেছেন কিন্তু তাঁদের কোন নাটকই ইউরোপীয় খ্যাতি লাভ করেনি। কেবলমাত্র কবি Gracia

Lorcaর The Blood Wedding এবং ·Yerma ট্র্যাজেডি দু'খানি এই যুগের স্প্যানিশ সাহিত্যের স্মরণীয় নাটক।

ইতালীর Luigi Pirandello (১৮৬৭-১৯৩৬) ছোট গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক হিসাবেই প্রখ্যাত এবং এই হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবধর্মী। শেষ বয়সে দার্শনিক অধিবিদ্যার অনুপ্রাণিত হ'য়ে অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ Enrico IV (Henry IV) নাটকের নায়ক অভিনয় করতে করতে দুর্ঘটনায় বিগতস্মৃতি হ'য়ে যায় কিন্তু স্মৃতি ফিরে পেয়েও সে অভিনয়-চরিত্রের বিশ্বাস নিয়ে চলতে থাকে। এই নাটকে তিনি দুই জনের বিশ্বাসের বিরোধকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ নাটকই সত্যের বিবিধ রূপ ও তার সংঘাত নিয়ে লেখা। তাঁর অনেক নাটকের গল্পাংশ অত্যন্ত জটিল, তা হলেও তা অভিনয়ের উপযোগী। দুঃখের বিষয় তাঁর নাটকগুলি ইতালীর বাইরে খুব আদৃত হয়নি।

নূতন ধারায় **ফ্রান্স**-এ H. R. Lenormand (১৮৮২-১৯৫১) ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের উপর নির্ভর ক'রে কতকগুলি শক্তিশালী এবং ঘটনাবহুল নাটক লিখেছেন এবং Gabriel Marcel (১৮৮৯) existentialist-পন্থী দার্শনিকগণের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মনস্তাত্ত্বিক নাটক রচনা ক'রে মানব-জীবনের চিরন্তন সমস্যার ইঙ্গিতকে রূপায়িত করেছেন। বিগত ৪০ বৎসর ফরাসী নাটকের প্রধান ঝোঁক ব্যঙ্গ নাটকের দিকেই ছিল এবং পুরাতন গ্রীক নাটকীয়তাই যেন নূতন বেশে এসে দেখা দিয়েছে। Jean Giraudoux (১৮৮২-১৯৪৪) এবং Jean Anouilh (১৯১০) এই নব-নাটকের নাট্যকার। মঞ্চসজ্জা ও ব্যবহারের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় প্রযোজকগণ মঞ্চের নব নব ব্যবহার, অভিনেতার অভিনয়ের সুযোগ প্রভৃতির দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়ায় প্রকৃত নাটকসৃষ্টি ব্যাহত হয়েছে। অর্থাৎ নাটকের জন্যে আর মঞ্চ ব্যবহার নয়, মঞ্চের জন্যই নাটক রচনা হচ্ছে। এই প্রযোজকগণের স্বৈরাচারকে উপেক্ষা করে Paul Claudel তাঁর The Satin Slipper রচনা ক'রে খ্যাত হয়েছেন। Jean-Paul Sartre (জঃ ১৯০৫) নাট্যকার হ'লেও তিনি প্রধানতঃ দার্শনিক। তাঁর The Flies এবং Vicious Circle জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্সের ভয়াবহ চিত্র। তাঁর Lucifer and the Lord শ'-এর নাটকের মত যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ।

ফ্রান্সের নাটক যেমন প্রকৃত সাহিত্যধারা থেকে বাইরে এসে নূতন পথ ও গতি খুঁজেছে ১৯১৮ সালের পরাজয়ের পর জার্মানীও তেমনি নূতন পথ ও মত খুঁজে ফিরেছে। কাইজারের পতনের পরে যে বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা **জার্মানীকে** উদ্বুদ্ধ করেছিল তারই প্রকাশ হয়েছে George Kaiser (১৮৭৮-১৯৪৫), Ernst Toller (১৮৯৩-১৯৩৯), Fritz von Unruh (জঃ ১৮৮৫) এবং Franz Werfel (১৮৯০-১৯৪৫)-এর নাটকে। এই নাটকগুলি জার্মানীর স্বভাবগত বিক্ষোভমূলক (Sturn und Drang) সাহিত্যের নিকট-আত্মীয়। এঁদের নাটকে চরিত্রগুলি ব্যক্তি হিসাবে ফুটে ওঠেনি, বরং তাদের মুখ দিয়ে জাতীয় জীবনের দুঃখ-গ্লানি সোচ্চার হ'য়ে উঠেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার নাট্যকার Karel Capek (১৮৯০-১৯৩৮)-এর রচনায় যন্ত্রযুগের যন্ত্রণা, পরাধীনতা ও নাৎসি স্বৈরাচারের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া কাব্যধর্মী হ'য়ে রূপ নিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতকের নাটক রচনা সৃষ্টিধর্মী নয়। শিল্পায়নের ব্যবসা-বুদ্ধি ও কাঞ্চনের মোহ তাকে অর্থোর্জনের প্রয়োজনে লাগিয়েছে। যে কোনরূপ চলতি ভাব বা ঘটনা নিয়ে মুখরোচক নাটক রচনা দ্বারা দর্শকতুষ্টি ও অর্থার্জনই সৃষ্টি ও আর্ট থেকে বড় হয়ে উঠেছে—বিশেষতঃ বেতার নাটক এই বৈশ্যবৃত্তিকে বেশী উৎসাহিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে লণ্ডন, প্যারি, রোম, নিউইয়র্ক—কোন শহরের থিয়েটারেই সাধারণ অভিনয়যোগ্য নাটক প্রযোজনা ছাড়া কোন সাহিত্যকর্ম বা সৃষ্টির প্রেরণাকে প্রশ্রয় দেয় নি। প্রতিভাবানের সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে বর্তমান যুগের বৈশ্যবৃত্তির কোন যোগসূত্র নেই বলেই, কোন নূতন সৃষ্টির প্রয়াস সফল হয়নি। এই ব্যবসা-বুদ্ধির খরতাপে প্রকৃতির তথা পৃথিবীর শ্যামলতা ক্ষীণপ্রাণ ও পাংশু হ'য়ে উঠেছে।

ইংলণ্ডের উপন্যাস

১৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এসে ইংলণ্ডে প্রথম নভেলের জন্ম হয়। ইংরাজীতে Novel ও Fiction ব'লে দুটি কথা আছে, কিন্তু বাংলায় আমরা উভয় শ্রেণীকেই উপন্যাস নাম দিয়েছি। Walter Allen তাঁর English Novels পুস্তকের ভূমিকায় দুইটি শ্রেণীর বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। দুইটির মধ্যেই গল্প থাকে, আদিম যুগ থেকে মানুষ যে গল্প শুনেছে বা বলেছে তা Fiction, তা সে গদ্যে হোক বা পদ্যে হোক। Fiction থেকেই নভেলের জন্ম এবং সেটা একটি নূতন বস্তু। মানুষ যখন তার পরিপ্রেক্ষিত ও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সচেতন হল, তখন লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে (যাকে কেউ Idiosyncracy কেউ বা Temperament বলেছেন) যে বাস্তব জগতকে দেখেছেন, বাস্তব সমাজের পটভূমিকায় যে চরিত্র ও মানব-মনকে দেখেছেন তার রূপায়িত কাহিনীই নভেল।

ইংলণ্ডে ১৭০০ সালের পূর্বে কোন প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস নেই। যদিও Trimalchio-র লেখা একটি চমৎকার গদ্য-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—১৮শ শতকের লেখকগণ এঁর লেখার পরিচয় জানতেন কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের উপর তাঁর কোন প্রভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে কারভেনটিসের ডন কুইকজোট থেকেই উপন্যাসের সূচনা। ১৬১২ খৃঃ অব্দে এই স্প্যানিশ কাহিনী ইংরাজীতে অনূদিত হয়, কিন্তু তার প্রভাব ফলপ্রসূ হয় প্রায় একশত বৎসর পরে। ১৭৪২ সালে Fielding-এর Joseph Andrews-এ তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এতদিনে ডন কুইকজোট

ইংরাজী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে। Bunyan-এর পূর্বে যাকে উপন্যাসধর্মী সাহিত্য বলা যায় তা একমাত্র Chaucer-এর The Canterbury Tales, Wife of Bath's Tale এবং Troilus and Criseyde এবং তারই শিষ্যপ্রতিম স্কচ লেখক Henryson-এর Testament of Cresseid. এই কাহিনীগুলির মধ্যে বাস্তব চরিত্রসুলভ সজীবতা ছিল, এবং এই চরিত্রই সত্যকার রূপ পায় ফিল্ডিং-এর মধ্যে। ১৪০০ সালে চসারের মৃত্যুর পর ইংরাজী ভাষায় একটা সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটে এবং তারই বীজ দেড়শ' বছর পরে কবিতা ও ভাষায় এলিজাবেথীয় যুগে পুষ্পিত ও ফলবান হ'য়ে ওঠে। ১৫৮০ সাল থেকে ১৬৪০ সাল পর্যন্ত এলিজাবেথীয় ও জ্যাকোবীয় নাটকের প্রবল প্রভাবের মধ্যে উপন্যাস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব বা স্বাভাবিক ছিল না। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্য বিধৃত হ'য়ে আছে, এবং তা সম্ভব হয়েছে যুগধর্মে। সেই কারণেই উপন্যাস ও নাটকের শ্রেষ্ঠ যুগ কোন দেশেই একসঙ্গে আসেনি। বাস্তবের প্রতি মানুষ যখন সচেতন ও আগ্রহশীল হল কেবল তখনই তারা নভেলের প্রতি আকৃষ্ট হল। এলিজাবেথীয় যুগের নাটকে সে বাস্তবতা ছিল না, তার চরিত্রও সেই কাল ও সমাজের বিচারে বাস্তবধর্মী ছিল না। তখনকার যুগে চরিত্র বলতে যা লোকে বুঝত আজ আমরা তা বুঝি না। সম্ভাব্যতা ও সঙ্গতির কথা বাদ দিয়ে তারা নাটকীয়তাকে দেখত কিন্তু উপন্যাসের চরিত্রে সম্ভাব্যতা ও সঙ্গতিই মূলকথা। (৩১১) শেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রগুলি যে জগতের তা ঠিক আমাদের বাস্তব জগতের নয় যদিও সে চরিত্র সম্ভাব্যতা ও সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করেনি। সে যুগের মানুষ মনে করত সময় একটি অচঞ্চল উপাদান যার ভিতর দিয়ে মানুষ বংশপরম্পরায় চলেছে—সময় এমন একটা কিছু নয় যা পুরুষানুক্রমে মানুষকে, তার মানব-চিত্তকে পরিবর্তিত ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপন্যাসের ধর্ম মানুষকে নির্দিষ্ট সময় ও পরিপ্রেক্ষিত এবং ভাবধারা তথা চিত্তবৃত্তির সঙ্গে বিচার ক'রে দেখা। কিন্তু ইংরাজী উপন্যাসে নাটকের প্রভাব যথেষ্ট। Bunyán-এর Life and Death of Mr. Badman এবং Richardson-এর Pamela উভয়েই নাটকজাতীয় উপন্যাস—সংলাপের মাধ্যমে লেখা। ১৭শ শতকে এলিজাবেথীয় নাটক মুদ্রিত হয় এবং ঘরে ঘরে পঠিতও হ'তে আরম্ভ হয়। মানুষ তখন শোনার সঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। এই পাঠকসমাজ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত উপন্যাস সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। শেক্সপীয়রের প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী হ'য়ে ইংরাজী উপন্যাসে Hardy পর্যন্ত চলে এসেছে।

Bunyan-এর Pilgrim's Progress (১৬৭৮)-এর পূর্বে একমাত্র Malory-র Morte d' Arthur উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা, কিন্তু তা উপন্যাসধর্মী নয়। মধ্যযুগীয় আর্থারের গল্প ও Holy Grail-এর রোমাঞ্চকর কাহিনীর একটা সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণনা, এইটুকু বলা যায়। এলিজাবেথীয় যুগ কবিতা ও নাটকের জন্য প্রখ্যাত, উপন্যাস

(৩১১) Point of View—S. Maugham—p 26.

সৃষ্টি হয়নি একথা বলা যায় না তবে তা বর্তমানের চোখে নেহাতই সাহিত্য-ইতিহাসের খোরাক। ১৫৭৯ সালে প্রকাশিত Lylyর Euphues-এর মধ্যে একটা গল্প আছে, কিন্তু তাঁর প্রথম অংশে স্ত্রী-চরিত্রের ভঙ্গুরতা, যৌবনের অসংযম ও ভালবাসার ব্যর্থতা সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় অংশে Euphues and his England-এ দেশের গৌরবকথা বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পবর্ণনা যুবক শেক্সপীয়রের উপরেও কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই দুইখানি গ্রন্থই পত্রাকারে লেখা এবং এই লিখন-রীতিই রিচার্ডসনে এসে পরিস্ফুট হয়। স্প্যানিশ লেখক Sannazaroর উপন্যাস Arcadiaর প্রভাব রিচার্ডসনের মধ্যে দেখা যায়। পামেলা নামটি ফিলিপ সিডনির আর্কেডিয়া থেকে নেওয়া এবং এই গ্রন্থখানি স্পেনিশ রচনার অনুকৃতি। সিডনির আর্কেডিয়া Euphues-এর চেয়ে অনেক উন্নত এবং উপন্যাসধর্মী পল্লীপ্রেম কাহিনী, এবং যুগধর্মে ঐতিহাসিক জ্ঞানবর্জিত। কাহিনীও কাব্যধর্মী, পরী ও মেষপালক, রাজা, রাজকন্যা পাশাপাশি নিশ্চিন্তে আশ্রয় পেয়েছে। আর্কেডিয়া এই ধরনের অনেক রোমান্সের পথিকৃৎ। এই সব কাহিনীতে রাজপুত্র জাহাজ ডুবির ফলে মেষপালক-পালিকার মধ্যে বা পুরাতন গ্রীক প্রদেশে এসেছে, ভুল পরিচয় ও ভালবাসাবাসির মধ্যে অসম্ভব গল্প গ'ড়ে উঠেছে। এই জাতীয় রূপকথার মধ্যে Robert Greene-এর Menaphon এবং The Carde of Fancie, Thomas Lodge-এর Rosalynde এবং Emanuel Ford-এর Ornatus and Artesia-র নাম করা যায়। এগুলি রূপকথা, বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার সীমার বাইরে, লেখকগণও সে বিষয়ে কিছুমাত্র সচেতন নন। As you like it বা Winter's Taleকে ন্যাড়া ন্যাংটা গদ্যে বর্ণনা করলে যা হয় অনেকটা তাই।

এই সময়ের অভিজাত পাঠকশ্রেণী (শিক্ষা তখন জনসাধারণে প্রসার লাভ করেনি) গ্রাম্য প্রেমকাহিনীরই (Pastoral Romance) অনুরাগী ছিলেন। বাস্তবধর্মী কাহিনী রহস্য-রোমাঞ্চ শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে সাহিত্যে অপাংক্তেয় হয়েছিল। Massinger-এর A New Way to Pay Old Debt, এবং Greene-এর Groatsworth of Wit, bought with a Million of Repentance বাস্তবধর্মী গল্প-কাহিনী। এর দশবছর পরে Dekkar তাঁর The Wonderful Year, 1603তে লণ্ডনে প্লেগের বর্ণনা করেন। The Seven Deadly Sinnes of London এবং The Guls Horn Book-এ লণ্ডনের চোর-গুণ্ডার কাহিনী পুস্তিকাকারে লেখেন। এগুলি সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়নি। সর্ব-সাধারণের সামনে তখনকার দুর্নীতিকে ব্যক্ত করাই তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। এগুলি উপন্যাস নয়, কিন্তু সেই যুগ, যুগের মানুষ, এবং পরিপ্রেক্ষিত-সচেতনতার পরিচয় এর মধ্যে প্রচুর ভাবে রয়ে গেছে। এইরূপ সমীক্ষাপ্রবণতা থেকেই প্রকৃত উপন্যাসের আসল রূপটি গ'ড়ে ওঠে।

Thomas Deloncy, Jack of Newbury (১৫৯৭) The Gentle Craft (১৯৫৮) এবং Thomas of Reading (১৬০০) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁতি, মুচি প্রভৃতি

অন্ত্যজদের নিয়ে কৌতুকপ্রদ ও অভিযানমূলক কাহিনী লেখেন। তিনি নিজে রেশম-তাঁতি এবং ফেরিওয়ালার কাজও করেছেন—তাঁর লেখায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রথম সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়। এই গল্পগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনী আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর লেখায় একটা বাস্তববুদ্ধি ও পরিবেশ রচনার বেশ পাওয়া যায়। তাঁর Thomas of Reading-এর গল্পের সঙ্গে Macbeth-এর গল্পের বেশ মিল আছে। Thomas Cole নামক এক ব্যক্তির হত্যার পর হত্যাকারী সরাই মালিক ও তার স্ত্রীর ব্যবহারের সঙ্গে ডান্‌কান হত্যার পর ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের ব্যবহারের বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। এই কাহিনীটি ম্যাকবেথের পূর্ববর্তী,—শেকস্‌পীয়র এ কাহিনী পড়েছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে সাদৃশ্যটা বড়ই প্রখর। এই ঘটনাতেই বেশ বোঝা যায়, Deloncy-র কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গি বেশ শক্তিশালী ছিল।

১৫৯৪ সালে প্রকাশিত Nash-এর The Unfortunate Traveller তখনকার ইতালীর রাজকীয় বিলাস-ব্যসন, উচ্ছল দুর্নীতি ও পাপ-পঙ্কের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে চমৎকার ভাষায় লেখা একটি কাহিনী। এর ভাষা ও কল্পনাশক্তির জন্য এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ। ব্যঙ্গ, কৌতুক, ও বীভৎসতায় এটি এলিজাবেথ যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্য। এখানি প্রকৃত উপন্যাস নয়,—স্প্যানিশ picaresque জাতীয় কাহিনী। কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা হয়ত সত্য। Jack Wilton-নামে একটি বালক ভৃত্য Earl of Surry-র সঙ্গে জার্মানী-ইতালী ভ্রমণ করে। কোন সুসংবদ্ধ গল্প এর মাঝে নেই কিন্তু কতকগুলি চমকপ্রদ ঘটনা পর পর ঘটে গেছে। Jack-ই নায়ক, তার জীবনীতে নবজাগরিত ইতালীর পাপ সমসাময়িক দৃষ্টিতে চিত্রিত হয়েছে। জ্যাক এবং তার ইতালীয় পত্নী Diamente এক ইহুদীর ষড়যন্ত্রে গ্রেপ্তার হয় এবং সেই ইহুদীর কাছেই সে ক্রীতদাস থাকে। ইহুদী তাকে এক ডাক্তারের নিকট বিক্রী ক'রে দেয়, তার দেহ ডিসেক্‌শন করার জন্য। সে পালিয়ে যায় এবং পোপের রক্ষিতার প্রণয়ী হয়। Diamente-কে সেই ইহুদী পোপ-রক্ষিতাকে উপহার দেয়। রক্ষিতাকে বিষ দেওয়ার জন্যে Diamente-কে সে শিখিয়ে দেয়। জ্যাক ও তার পত্নী ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস ক'রে দেয় এবং ইহুদীর গ্রেপ্তারের পরে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। রক্ষিতা একদিন পোপের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তারা দুজন গৃহের অলঙ্কারাদি নিয়ে উধাও হয়। এই রকম বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার সন্নিবেশে গল্পটি গ'ড়ে উঠেছে। লেখকের ব্যঙ্গ-কৌতুক ও বাস্তবতা এই গ্রন্থখানিকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে। এমন কি তাঁর ছোট ছোট বাক্যে প্রকাশের রীতিটি James Joyce-কে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে।

এই সময়ে ছাপাখানার কৃপায় ইংলণ্ডে একটা পাঠক সমাজ গ'ড়ে উঠেছে। এই পাঠক সমাজ না জন্মালে পাঠ্য-উপন্যাস সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। এই পাঠকগণের চাহিদায় ১৫০০ থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত ১৫০ খানা গদ্য গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি The Cambridge Bibliography of English Literature-এর হিসাব।

এই গ্রন্থগুলির বেশীর ভাগ ১৫৮০ সালের পরে প্রকাশিত। এই সঙ্গে ফরাসী ইতালীয় এবং স্প্যানিশ গল্পেরও প্রচুর অনুবাদ হয়। তখন থেকেই পুস্তক মুদ্রণ ও বিক্রয় ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ১৬৫০ সালের পূর্বে এলিজাবেথীয় নাটকের প্রভাব কাটিয়ে গদ্য-সাহিত্য গ'ড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, তার প্রধান কারণ নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দটি শক্তিশালী হলেও গদ্য-ভাষা উপন্যাস রচনার মত শক্তিশালী হয়নি। ১৬৫০ সালের পরে শিক্ষিত অভিজাত মহলে ফরাসী গল্প-সাহিত্যের অপটু অনুবাদগুলি খুব জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। Honoré d Urfé-র বহু খণ্ডে লিখিত Ästree, Mme de Scudéri-র Grand Cyrus (১৬৪৯-৫৩) এবং Clélie (১৬৫৬-৬০) প্রভৃতির অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর কাহিনীই তখন পাঠ্য। ১৫৯২ সালে গ্রীক লেখক Theophrastus-এর Character-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং তার পরে সম্ভবতঃ Bacon-এর প্রবন্ধের প্রভাবে লেখকগণ চরিত্রসৃষ্টির দিকে মন দেন। এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় Clarendon-এর History of the Rebellion-এ, এই গ্রন্থে প্রথম প্রত্যক্ষ ও সম্ভব চরিত্র সৃষ্ট হয়। Dampier-এর A New Voyage Round the World-এর প্রত্যক্ষ বর্ণনা নভেলে বাস্তব চরিত্রসৃষ্টির সহায়তা করে। ১৬৬৫ সালের Head লিখিত The English Rogue-এর মধ্যে Meriton Latroon-এর অসংযত জীবন বর্ণিত হয়। এতে চরিত্র না থাকলেও বর্ণনায় সঙ্গতি লক্ষণীয়। ১৬৭৮ সালে Bunyan-এর Pilgrim's Progress (১৮৩৫ সালে খ্রীষ্টান বুক সোসাইটি দ্বারা বাংলায় অনূদিত হয়) প্রকাশিত হয়। এটিকে কোন মতেই উপন্যাস বলা চলে না, তথাপি উপন্যাসের মূল সূত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির স্পর্শ এতে রয়ে গেছে। এই ধর্মীয় রূপক হিতোপদেশ দানের জন্যই লিখিত হয়েছিল কিন্তু এর বর্ণনার চমৎকারিত্ব ইংরাজ পাঠক-মন হরণ করে। বাইবেলের মত এই গ্রন্থের প্রভাব অসীম। প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তক বিনা ইংরাজ জাতির ইতিহাস ভিন্নরূপও হতে পারত। এই কাহিনী থেকেই ইংরাজী-সাহিত্য গল্প বলবার একটা নির্দিষ্ট রীতি ও শৈলী লাভ করে—জীবন্ত চরিত্র, স্বাভাবিক সংলাপ প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই রূপক বাস্তবতাভিত্তিক, ঘটনা শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব এবং বর্ণনা স্বাভাবিক ও সুন্দর। এই বাস্তবতা The Life and Death of Mr. Badman (১৬৮০)-এ আরও পরিস্ফুট। এই Badman বাস্তব-জগতের আমাদের দেখা ও জানা একটি Badman.

বানিয়ানের বাস্তবতাপ্রীতি ও সত্যানুসন্ধিৎসার পাশে তখনকার পেশাদার লেখক Mrs Aphra Behn-এর The Royal Slave বা Oroonoko-র মধ্যে একটা বাস্তবতার সুর দেখা যায়। রুশোর ৭০ বৎসর পূর্বে তাঁর Noble Savage-এর ধারণা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। Oroonoko আফ্রিকার কোন রাজার নাতি, সুদর্শন ও মহানুভব। তার সঙ্গে এক সামন্ত রাজকন্যা Imoinda-র প্রণয় হয় কিন্তু অশীতিপর সম্রাট মেয়েটিকে পছন্দ ক'রে তাঁর হারেমে নিয়ে আসেন এবং বহু ঘটনার পরে তারা দুজন Surinam-এ ক্রীতদাসরূপে মিলিত হয়। লেখিকা যদিও সত্য

ইতিহাস প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে বর্ণনা করছেন ব'লে ভূমিকা করেছেন তথাপি কাহিনীর অসম্ভাব্যতা সুস্পষ্ট। অরুনোকো সমস্ত গুণের আধার, শিক্ষিত, আফ্রিকাতে বসেও ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা জানে এবং রোমের অতীত শৌর্যবীর্যের পূজারী—এগুলি অসম্ভব। কিন্তু খ্রীষ্টানদের ক্রীতদাসের প্রতি নির্দয় ব্যবহার প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে এবং লেখিকা ক্রীতদাস অরুনোকোর চরিত্রের চাবুকে খ্রীষ্টানদের অ-খ্রীষ্টান মনোবৃত্তিকে কশাঘাত করেছেন। এ খানা বাস্তবতার অন্তরালে চতুর রোমান্স—রোমান্সসুলভ অলৌকিকতা, রাজা-রাণী, উচ্চাদর্শ ও হিতোপদেশ-মূলক নিবন্ধ সবই এর মধ্যে আছে।

এই বাস্তব চরিত্র ও কাহিনীর বাস্তবতা স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে Congreve-এর Incognito গল্প-কাহিনী এবং The Way of the World এবং Love for Love নাটকে। এই চরিত্রের বাস্তবতা বা স্বাভাবিকতা পরিপুষ্ট হয়েছে Fielding ও Thackeray-র মধ্যে। তখনকার দিনে উপন্যাসের পাঠকগণ ছিল স্বল্পশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক এবং কথা-সাহিত্যও প্রধানতঃ তাদের জন্য রচিত হত। শিক্ষিত ও সাহিত্যিকগণের কাছে এই নূতন সাহিত্যের কোন মূল্য ছিল না কিন্তু Congreve-ই এই কথা-সাহিত্যকে প্রথম সাহিত্যমূল্য ও মর্যাদা দিলেন। যে সব লেখকের মধ্যে প্রকৃত চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা ছিল তাঁরাও প্রয়োজনের তাগিদে সে শক্তিকে খর্ব করেছেন। এমন কি ১৭১১ সালে Addison যখন Spectator-এ লিখতে আরম্ভ করেন তখনও প্রকৃত নভেল সৃষ্টির কোন প্রেরণা দেখা দেয়নি। কারণ নভেল জিনিসটাই তখন ভদ্রলোকের জিনিস ছিল না। তাই ভদ্রলোকে নভেল লিখতেন না।

১৮শ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে যে লোকটি প্রথম নভেল সৃষ্টি করলেন তিনি সাহিত্যিকও নন, Gentleman-ও নয়, একজন সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র। Defoe নভেল সৃষ্টি করতে চাননি, আর্টচর্চাও তাঁর জীবনের কাম্য ছিল না, তিনি শুধু নিজের অভিজ্ঞতাটুকু বলতে চেয়েছেন এবং এই অভিজ্ঞতাই আকস্মিকভাবে প্রকৃত নভেলে পরিণত হয়েছে এবং নভেল সৃষ্টির পথ সুগম ক'রে দিয়েছে। তাঁর রচিত ৩৭৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁর The Life and Strange Surprising Adventure of Robinson Crusoe, of York, Mariner. ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা-ধন্য নন, এমনকি Swift তাঁর প্রতি তীব্র কটাক্ষ ক'রে বলেছিলেন, "The fellow that was pilloried, I have forgot his name." (৩১২) যে শ্রেণীর লোক বাস্তবসৃষ্টি ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োগে ১৮শ শতকের শেষে শিল্পবিপ্লব সৃষ্টি করেছিল এবং যারা ধর্মের দিক থেকে ছিল প্রোটেস্টান্ট এবং ব্যক্তিগত কর্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্ববোধ নিয়ে জীবনে অগ্রসর হয়েছিল, ডিফো ছিলেন সেই শ্রেণীভুক্ত।

(৩১২) The English Novel.—Walter Allen—p. 37.

এঁদেরই সগোত্র Joseph Priestly এবং James Watt এবং এঁরাই ইয়র্কশায়ারে ও ল্যাঙ্কাশায়ারে যান্ত্রিক তাঁতশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা।

ডিফো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাননি সত্য কিন্তু তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। ছয়টা ভাষা জানতেন—জীবনও তাঁর বৈচিত্র্যময়, দোকানদার, কারুশিল্পকার, সাংবাদিক, সরকারী গুপ্তচর প্রভৃতি বহুরূপে তিনি জীবিকার্জন করেছেন। তাঁকে কেবল নভেল নয়, সাংবাদিকতারও স্রষ্টা বলা যায়। তাঁর কৌতূহলও ছিল অসাধারণ, মনটা তথ্য সংগ্রহের জন্যই যেন সর্বদা ব্যাকুল। তাঁর নিবন্ধ Essay on Projects এবং A Tour Through Great Britain তাঁর সগোত্র জনগণের ব্যবহারিক জ্ঞানসমৃদ্ধ।

রবিনসন ক্রুসোর মধ্যে তিনি উপন্যাস সৃষ্টি করতে চাননি বরং পাঠকগণ সত্য ব'লে মনে করবে, এমন একটা জীবন-কাহিনী রচনা করতে চেয়েছিলেন। এই গ্রন্থে তখনকার ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ভ্রমণবৃত্তান্তের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে অবিশ্বাস্য অনেক ঘটনা আছে কিন্তু চরিত্রসৃষ্টি, দিন-ক্ষণ, তারিখ সমন্বয়ে নিখুঁত বর্ণনা এমনভাবে চলেছে যে অবিশ্বাস্যও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। ক্রুসোই প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ চরিত্র, সে একাই সমগ্র পরিবেশকে পূর্ণ ক'রে আছে। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্ণনা ডিফোর ব্যবহারিক জ্ঞান ও সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তির দান—শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংরাজ জাতির স্বাধীন মনোবৃত্তি ও অভিযান-প্রিয়তার প্রতীক। তখনকার দিনের আরও কয়েকখানি বই যথা, St. Augustine-এর Confessions, Pepys এবং Evelyn-এর ডায়রী—কিন্তু এগুলি ঠিক ডিফোর সমসাময়িক নয়। ক্রুসোর মধ্যেই প্রথম একটি পরিপূর্ণ চরিত্র আমরা দেখতে পাই। ক্রুসো ভগবানের সৃষ্ট মানুষ, জাতিতে ইংরাজ। যে নিজেকে সাহায্য করে ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন এমনি একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে চরিত্রটি গ'ড়ে উঠেছে। [ক্রুসো ১৮৫৩ সালে ভার্নাকুলার লিটারারী সোসাইটি কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়]।

ক্রুসো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যঙ্গ-অনুকৃতিও (Parody) প্রকাশিত হয়, তাঁরা বিদ্রূপ করলেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কাহিনী বলে। ডিফো বলেন, এ কাহিনী একটি রূপক। Selkirk or Dampier-এর নাবিক জীবনের মত একটা কল্পিত জীবন-কাহিনী কিন্তু তার মধ্যে একটি পরম সত্য বড় হ'য়ে উঠেছে। মানুষ ভগবান ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ একক,—ক্রুসোর জীবন এই একাকীত্বের প্রতীক—অনন্তকালের কোলে ক্রুসো একক জীবনের প্রতিনিধি হ'য়ে আছে। তাঁর অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে Journal of the Plague Year, এবং Moll Flanders প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে ক্রুসোর অভিযান ও আকস্মিকতা নেই কিন্তু উপন্যাসের মূল সূত্র সাধারণ মানবের জীবনসত্য বিধৃত হ'য়ে আছে।

Moll Flanders সামাজিক উপন্যাস—মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে কেমন ক'রে পাপাচারী হ'য়ে উঠতে পারে তারই আলেখ্য। এই পাপাচারীর আত্মজীবনী ও অপরাধের স্বীকারোক্তিই এর কাহিনী। ক্রুসো ও মলের জীবনী ভিন্ন, কিন্তু রচনার দিক থেকে কোনটি উৎকৃষ্টতর তা বলা কঠিন। Moll পূর্ণ

চরিত্ররূপে তার স্ত্রী-হৃদয়কে ব্যক্ত করেছে—এই স্বাভাবিক সজীব চরিত্র সৃষ্টির জন্যই ডিফোকে প্রথম ঔপন্যাসিক বলা হয়। বানিয়ান না জন্মালে ইংরাজ জাতি যা হয়েছে তা হত কিনা সন্দেহ। ডিফোর ক্রুসো ব্যতীত ইংরাজী সাহিত্য কী হতো তা বলা যায় না। ডিফোর প্রভাব তাঁর বিরোধী Swift-এর মধ্যেও সুস্পষ্ট। Gulliver's Travel,—fiction, নভেল নয় যদিও নভেলের ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি রয়েছে, তবুও এইগুলিই নভেলের একমাত্র ধর্ম নয়।

ইংরাজী উপন্যাস পরিপূর্ণ হ'য়ে প্রকাশ পায় Richardson এবং Fielding-এ। ১৭৪০ থেকেই ইংরাজী নভেলের পুষ্পিত যুগ এবং এই সময়ই শিল্পবিপ্লবের সূচনা বলা যায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে ১৮৬০ সালের পূর্বেই একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ'ড়ে উঠেছিল। স্ত্রী-শিক্ষারও প্রসার হয়েছিল, তাদের অবসর বিনোদনের জন্য পুস্তক চাই। গ্রন্থপ্রকাশ ও বিক্রয় একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে—অর্থাৎ বই মুদ্রণের পরে লাভক্ষতির প্রশ্ন উঠেছে, রস নিবেদনের প্রয়োজনটা কমে গেছে। পুস্তকের জনপ্রিয়তা এবং বিক্রয়লব্ধ মুনাফাটা প্রাধান্য লাভ করেছে। ব্যক্তিবাদপ্রসূত অহংকেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক সভ্যতা পূর্বেই নীতি-ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়েছিল, এখন শিল্পায়নের যুগে মানুষের বৈশ্যবৃত্তির কাছে দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হল। লেখক-প্রকাশক হাত মিলিয়ে মানুষের স্বভাব-প্রবৃত্তির দুর্বলতার সুযোগে অর্থার্জন আরম্ভ করল। শিল্পায়নের প্রথম যুগে সর্বত্রই এই একই ধারা চলেছে, বর্তমান ভারতের শিল্পায়নের যুগও এর ব্যতিক্রম নয়।

Samuel Richardson ১৬৮৯ সালে ডার্বিসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে তাঁর নিক্‌নেম ছিল "Serious and Gravity"—এটি তাঁর সারা জীবনেরই নাম। ঘটনাচক্রে তিনি উপন্যাস লিখতে সুরু করেন। ১৭ বছর বয়সে তাঁকে লণ্ডনে এক ছাপাখানায় শিক্ষানবিশী করতে পাঠানো হয়। চার্চে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা লাভের সঙ্গতি ছিল না। কার্যদক্ষতার গুণে তিনি হাউস্ অব্ কমন্সের পত্রিকা মুদ্রণের ভার পান এবং রাজার Law Printer হন। ৫০ বৎসর বয়সে উপন্যাস রচনা করতে আরম্ভ করেন। ১৭৩৯ সালে লণ্ডনের এক প্রকাশকের জন্য Familiar Letters সংকলনের জন্য তাঁকে ডাকা হয়। এই সংকলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লিপিলিখন শিক্ষা দেওয়া। তাতে কিছু নীতিমূলক সন্দর্ভও থাকবে। এই সময়ে পঁচিশ বৎসর পূর্বে শোনা একটা গল্প তাঁর মনে পড়ে যায়—তখন তিনি দেশে ছিলেন। জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির মাতা গরীব ঘরের একটি কুমারীকে ঝি রেখেছিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে ঝি-টির কৌমার্য হরণ করার জন্যে ধনী ব্যক্তিটি বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু মেয়েটি নানা ভাবে বুদ্ধি ও কৌশলে তার সতীত্ব রক্ষা করল। শেষে পরাজিত হ'য়ে তাকে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হন এবং মেয়েটিও আদর্শ গৃহবধূ হ'য়ে ওঠে। তার এই সৎবুদ্ধিই (Virtue) তাকে জয়ী করে। রিচার্ডসন তখন পত্রসংগ্রহ সংকলন ছেড়ে এই কাহিনীকে পত্রাকারে লিখে ফেলেন এবং এইটি তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস Pamela বা Virtue Rewarded।

দেখতে দেখতে তিনি জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন—বিশেষতঃ স্বল্পশিক্ষিতা পাঠিকা-মহলে। তাঁর বিষয়বস্তু ঘটনাবিন্যাস সম্পূর্ণ নূতন। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী যেমন একদিন বাঙালী পাঠককে চমৎকৃত করেছিল। রিচার্ডসনের এই উপন্যাসও তেমনি ইংরাজ পাঠকগণকে চমৎকৃত করল। এই সময়ের পুস্তক-ব্যবসায় বেশ পুষ্টিলাভ করেছে এবং বিক্রি হওয়াটা তখন অত্যাবশ্যক, অতএব রিচার্ডসন এমন একটা কৌতুহলপ্রদ পথ ধরলেন যাতে বিক্রিটা ও বিক্রয়লব্ধ অর্থটা বেশ শাঁসযুক্ত হয়। অতএব যৌন কৌতূহল উদ্দীপ্ত করাই জনপ্রিয়তা লাভ করার প্রশস্ত পথ। (৩১৩)

যাই হোক তখনকার সমাজের যে শ্রেণীবিন্যাস ছিল তাতে ধনিক সম্প্রদায় তাঁদের নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্য ও নীতিহীনতা নিয়ে এমন ভাবে চলতেন যে তাঁদের শোষণ পেষণের সামনে সাধারণ লোক অসহায় হয়ে পড়েছিল। সৎবুদ্ধিই এই নীতি-হীনতার প্রতিবাদ। রিচার্ডসন রাজনৈতিক প্রতিকার খোঁজেননি কারণ নিজেও তিনি টোরী ছিলেন। তিনি ধর্ম-নীতির দিক থেকে এই দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। নারীর মর্যাদাবোধকে নৈতিক বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

তাঁর Clarissa ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই বৃহৎ উপন্যাস আজ আর পাঠোপযোগী নেই, কিন্তু তৎকালে এর খ্যাতি ও প্রভাব ছিল অপরিসীম। এর কাহিনীও পামেলার মত একদিকে নারীর সতীত্ব বুদ্ধি, অন্য দিকে শক্তিমান পুরুষের ভয়াবহ লোলুপতা। কিন্তু এর ঘটনাবিন্যাস ও বর্ণনা অনেক উচ্চাঙ্গের। ক্ল্যারিসার অনাকাঙ্ক্ষিত পাত্রের সঙ্গে জোর ক'রে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা হয়, সেই সময়ে সে আত্মরক্ষার্থে Lovelace-এর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বেশ্যালয়ে স্থান নেয়। সেখানে ক্ল্যারিসা লাভলেস্‌কে ভালবাসে। লাভলেস্ ভালবাসার ভাণ দেখিয়ে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সতীত্ব নাশ করতে উদ্যত হয় কিন্তু ক্ল্যারিসার সতীত্ববোধের কাছে পরাজিত হয়। অবশেষে ঔষধে অজ্ঞান ক'রে লাভলেস্ তাকে ধর্ষণ করে। তারপর বহু অনুরোধেও সে আর লাভলেস্‌কে বিবাহ করতে রাজি হয় না এবং এককভাবে মৃত্যুবরণ করে। লাভলেস্‌ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যায়। এ কাহিনীও পত্রাকারে বর্ণিত। এখানেও সৎবুদ্ধিই জয়ী হয়েছে—ধনগবিত পুরুষের উদগ্র কামনাকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তাঁর তৃতীয় উপন্যাস Sir Charles Grandison একই রীতিতে লেখা। পত্রাকারে কাহিনী বর্ণনা কৃত্রিম সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে নাটকীয়তা আছে, নাটকীয় সংলাপের সুযোগ আছে। রিচার্ডসনের সৃষ্ট জগত ঠিক বাস্তব নয় বরং কৃত্রিম, যাকে Hazlit বলেছেন "artificial reality"; কিন্তু মাঝে মাঝে,

(৩১৩) Richardson had discovered one of the most potent formulas of the best-selling novels, what has been called 'the principle of procrastinated rape.' There is Pamela, there is Mr B, hot in persuit of her virginity. Will she lose it ? Will she ? Won't she ? The suspense is everywhere the English Novel—Walter Allen—p. 44.

বিশেষতঃ ক্ল্যারিসার বেশ্যালয়ের বর্ণনা প্রত্যক্ষতায় Zola-র সমতুল। তাঁর চরিত্র সংখ্যা স্বল্প কিন্তু প্রত্যেকেই আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। V. S. Pritchett রিচার্ডসনের কামার্ত দৃশ্যাবলীর জন্য তাঁর নিন্দা করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার হওয়ার পরে অন্ততঃ তাঁর এই Procrastinated Rape যে যৌনবৃত্তি চিত্রায়িত করেছে তা Smollet বা Sterne-র তুলনায় অনেক ভব্য বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ধর্ষণের ঘটনা ব্যতীত ক্ল্যারিসা-চরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এই কলঙ্কের পরে লাভলেস্‌কে প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই তার সতীত্ববুদ্ধি ও চরিত্র উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। লাভলেসের চরিত্রও অপূর্ব গতিবেগ ও সজীবতা নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে; তার অহঙ্কার, প্রণয়যুদ্ধের গর্ব ও পৌরুষ তাকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে। Lovelace ইংরাজী সাহিত্যে Don Juan, Hamlet বা Don Quixote-এর মত এমন একটি চরিত্র যা যুগযুগান্ত মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। মানুষের—পুরুষের একটা অংশকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে। Don Juan বা Shadwell এর The Libertine তিনি হয়ত পড়েছিলেন, তবুও লাভলেসের মধ্যে ইংরাজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, সমাজব্যবস্থা ও অভিযানস্পৃহা নূতন ভাবে ফুটে উঠে একে মৌলিক চরিত্রে পরিণত করেছে। ফরাসী লেখক Marivaux-এর Lavie de Marianne দশবৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয় এবং ইংরাজীতে অনূদিতও হয়। এই উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে পামেলার অনেক সাদৃশ্য আছে। তিনি ঋণী কিনা বলা যায় না, তবে একই সমাজের অবস্থায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে একই চিন্তাধারা আসা অসম্ভব নয়। ১৭৪০ সালের যুগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থা প্রায় একই রূপ ছিল এবং হয়ত একই চিন্তাধারা থেকে দুইজন একই রকমের উপন্যাস লিখেছেন। পরবর্তী লেখকগণের উপর রিচার্ডসনের প্রভাব অপরিমেয় এবং কোন লেখকই তাঁর প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি। Johnson বলেছিলেন, তিনি মানুষের অজ্ঞাতেই মানুষের এবং মানুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান অনেক বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। রিচার্ডসন মানব-মনের ভাবাবেগ, আত্মসমীক্ষা, ও উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত ও বিশ্লেষণ ক'রে মানব-অন্তরের অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতাকে অনেকখানি প্রাণময় ক'রে দিয়েছিলেন এবং তারই ফলে রুশো, ডিকেন্স ও থ্যাকারের রচনা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী লেখকগণ তাঁর পত্রাকারে বর্ণনার রীতিকে ত্যাগ করেছেন। রিচার্ডসনের চরিত্রে মানুষের মনের কথা পত্রে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে স্বগতোক্তিতে, কিন্তু চরিত্র-সংঘাতের তথা ব্যক্তি-সংঘাতের দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি হতে এর পরেও শতাধিক বৎসর কেটে গেছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের উপন্যাস সাহিত্যে ঘটনা ও ব্যক্তিসংঘাতে চরিত্র সৃষ্টির যে রীতি-পদ্ধতি চলে, তার প্রচলন হতে আরও শতাধিক বৎসর লেগেছিল। (৩১৪)

---

(৩১৪) Abbe Prevost পামেলা ও ক্ল্যারিসাকে ফরাসীতে অনুবাদ করেন। Diderot তাকে হোমার ইউরিপিডিসের সঙ্গে তুলনীয় মনে করতেন। রুশোর Nouvelle Heloise তাঁর Clarissa-র অনুকৃতি। Ibid—Drinkwater—p. 316'

Henry Fielding (১৭০৭-৫৪)-এর রচনারীতি ও চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতির প্রভাব ১৯শ শতকের অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস Joshep Andrews পামেলার ব্যঙ্গ হিসাবেই রচিত হয়—রিচার্ডসনের ঘটনা-বিন্যাস ও মূল্যায়নকেও তিনি ব্যঙ্গ করেন। তিনি মনে করলেন, পামেলার একটি ভাই থাকা উচিত,—সে হবে সৈনিক এবং ধার্মিক জোসেফ। তার বোন যেমন Lady Booby-র ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করবে, জোসেফও তেমনি লেডি বুবির প্রণয় প্রত্যাখ্যান করবে। এ-ভাবে উপন্যাস আরম্ভটা তাঁর ভুল হলেও, শীঘ্রই তিনি তাঁর লিখবার বস্তু ও রীতি পেলেন। তিনি খ্যাতিমান লণ্ডনের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, জীবনের অভিজ্ঞাতও তাঁর প্রচুর এবং জীবনে ভোগও করেছেন প্রচুর। অভিজাত বংশে জন্ম হলেও তিনি জীবনে তখনকার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসামঞ্জস্য ও অসহায়তা ভোগও করেছেন এবং দেখেছেনও। অনেকে বলেন, রিচার্ডসন লিখেছেন মেয়েদের জন্য এবং ফিল্ডিং পুরুষের জন্য।

Fieldingও রিচার্ডসনের মত আকস্মিক ভাবে নভেল-লেখক হন। ১৭৩৭ সালে মঞ্চের সেন্সর আইনের ফলে তাঁর Sir Robert Walpole-কে নিয়ে লেখা নাটকের অসাফল্যের পরে তাঁর নাট্যকার-জীবনের শেষ হয়। তারপর কিছুদিন তিনি Western Circuit-এ ব্যারিস্টারী করেন এবং রাজনৈতিক সংবাদদাতার কাজ করেন। কিছুদিন পরে ওয়েস্ট মিনিস্টার ও মিড্‌লসেক্সে Justice of the Peace নিযুক্ত হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় বহু বিচার বিভাগীয় সংস্কার হয় এবং এই সংস্কারের মাধ্যমে তিনি দেশের পাপাচার বন্ধ করারও চেষ্টা করেন। তাঁর এই কর্মব্যস্ত জীবনের উপ-উৎপাদন হিসাবে তাঁর উপন্যাসের সৃষ্টি। সমাজ-সংস্কারের জন্যেই তিনি Tom Jones এবং An Inquiry into the Cause of the late increase of Robbers লেখেন। ১৮শ শতকে দুর্নীতি ও পাপাচারের জন্য বহু নিষ্ঠুর প্রাণদণ্ড হত। একমাত্র লণ্ডন শহরে ১৭৩৫ সালে লণ্ডনের দুর্নীতি দূর করার জন্য ৯৯৩৮০টি ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই দুর্নীতি ও পাপাচারের বিরুদ্ধেই তিনি লেখনী ধারণ করেন।

তিনি একদিকে ব্যঙ্গকার ও অন্যদিকে নীতিপরায়ণ। তাঁর Joseph Andrews ব্যঙ্গে ও প্রকাশ-রীতিতে Swift-এর The Battle of the Books এবং Pope-এর The Rape of the Lock-এর সমগোত্রীয়। এই উপন্যাসের Parson Adams ইংরাজী সাহিত্যের একটি স্মরণীয় চরিত্র। এই চরিত্রটির উপর ডন কুইকজোটের যথেষ্ট প্রভাব আছে কিন্তু তা হ'লেও এ্যাডাম খাঁটি ইংরাজ। তাঁর ভুলো মন, পাণ্ডিত্যের গর্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বে নেহাত ছেলেমানুষী বিশ্বাস—উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র। এই বিশ্বাসের সুযোগে তাঁকে সকলেই প্রতারণা করেছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস রাখতে হবে, ধর্মপ্রচার করতে হবে এবং বিশ্বাস নিয়েই তিনি জগতকে দেখেন, মানুষকে বিচার করেন। তাঁর চরিত্র ঘিরে

যে ব্যঙ্গ তাই তাঁর চরিত্রকে প্রাণবন্ত করেছে। কুইকজোটের সমগোত্রীয় চরিত্র অ্যাডামের সারল্য ও ধর্মবিশ্বাসই জগতের ক্লেদ ও গ্লানিকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। ভগবানের কাছে সৎ ও ধার্মিক টার্ক বা পৌত্তলিকও অসৎ খ্রীষ্টান থেকে বেশী আদরণীয়, এই কথাটি অ্যাডামের সারমনে লেখায় প্রকাশক তা প্রকাশ করতে চায়নি—এমনি সব শ্লেষ ও ব্যঙ্গে তিনি সমাজের ভণ্ডামি ও সংকীর্ণতাকে কশাঘাত করেছেন।

তাঁর চরিত্রগুলিই শুধু কুইকজোট শ্রেণীর নয়, তাঁর বলবার রীতিও কারভেনটিসের অনুরূপ। Joseph Andrews—Lady Booby-র ভৃত্য ছিল। সে কর্ত্রীর এবং তার দাসী Mrs Slipslop-এরও প্রণয় প্রত্যাখ্যান করায় তার চাকুরী যায়। সে বাড়ী ফিরে আসে তার প্রণয়িনী Fanny-র কাছে। তার চরিত্র গঠনের দিক থেকে সে Parson Adams-এর শিষ্য—পথে আসতে তার সঙ্গে দেখা। অ্যাডাম লণ্ডন যাচ্ছিলেন তাঁর সারমন প্রকাশের জন্য কিন্তু বইটি তিনি সঙ্গে আনেননি। অতএব জোসেফের সঙ্গে তাঁকে ফিরতে হল। ফিরবার পথে, দুজন সরাই-খানার মালিক, নিষ্ঠুর দায়িত্ববোধহীন গ্রাম্য ভদ্রলোক, স্পর্ধিত ধর্মযাজক প্রভৃতির সঙ্গে দেখা। এই কৌতুকের মধ্য দিয়ে তিনি দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের দুর্নীতি ও নির্বুদ্ধিতাকে শ্লেষ ব্যঙ্গে কষাঘাত করেছেন। এক একটি চরিত্রের মধ্যে সেই শ্রেণীর নষ্ট চরিত্র প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয়েছে সমাজ-জীবনের ত্রুটি ও ন্যায়নীতিহীনতা। ফিল্ডিং বলেছিলেন, "I describe no men but manners, not an individual but a species." But he always describes the species in terms of the individual. (৩১৫) জোসেফ ডাকাতের হাতে পড়ে আহত হ'য়ে বিবস্ত্র অবস্থায় বরফ শীতলতার মধ্যে পড়ে আছে, এমন সময় একখানা কোচ এল, তারা তাকে তুলে নিতে চাইল কিন্তু সে বিবস্ত্র বলে যাত্রীরা আপত্তি করলেন, কারণ এটা অসভ্যতা। শীতে মৃতপ্রায় এই লোকটিকে কেউ এক টুকরো কাপড় দিলে না, ওভারকোটে রক্ত লাগবে, শীত করবে অজুহাতে। অবশেষে এক সহিস শ্রেণীর লোক তার ওভারকেট খুলে দিয়ে সার্ট গায়েই ঘোড়ায় চলল। এমনি সব ঘটনার মধ্যে তীক্ষ্ণ ভাষায়, তীব্র ব্যঙ্গে তিনি সভ্য মানুষের অবিবেচনা, শিক্ষা ও ভদ্রতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

ব্যঙ্গই তাঁর লেখার মূল উপাদান। The History of the late Mr. Jonathan Wild the Great (১৭৪৩)-এই তাঁর এই ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণতম হয়েছে। ইংরাজী সাহিত্যে এমন ব্যঙ্গ-শ্লেষ তীক্ষ্ণ গদ্যসাহিত্য সত্যই দুর্লভ। জোনাথান চোর-ডাকাতের খুনখারাবীর পাণ্ডা, তার ফাঁসি হয়েছিল ১৭২৫ সালে। তাকে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে বৃহৎ ও বড় ক'রে দেখান হয়েছে—এই সামাজিক বড়ত্ব মানবজাতির উপর সর্বরকমের অন্যায় ও অত্যাচার চালিয়ে দেয় এবং মানুষের মধ্যে যারা ভালো

(৩১৫) Ibid—W. Allen—p. 58.

তারা এই অনাচারকে দূর করে। ওয়াইল্ড দুর্নীতিপরায়ণ জগতের অতিমানব, যার কাছে ভালমন্দ কিছু নেই, মানবিকতা-মহত্ত্ব-করুণা তার জীবনে ছিল কিন্তু তার কাছে সে আত্মবিক্রয় করেনি। শেষ পর্যন্ত সে লণ্ডনের পাপজগতে জয়ী। তার বিরুদ্ধে তার সহপাঠী বন্ধু Heartfree-কে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই লোকটিকে ওয়াইল্ড ঠকিয়েছে, তার সম্পত্তি ডাকাতি ক'রে নিয়েছে, তার স্ত্রীকে হরণ করেছে। এই চরিত্র জেলে থাকাকালীন খুন ক'রে পালানর সুযোগ পেয়েও পালায়নি এবং একই সঙ্গে বন্ধুকে ও স্ত্রীকে ভালবাসে দেখে, জেলশুদ্ধ কয়েদী তাকে ছি-ছি করেছে এই অপদার্থটিকে। হার্টফ্রির ফাঁসি হওয়ার আগে তার স্ত্রীর সঙ্গে ১০ মিনিট দেখা করার জন্য ৫ গিনি এবং একঘণ্টার জন্য ২০ গিনি চেয়েছিল জেলার, এবং টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পরে জানাল যে, তাকে মার্জনা করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে সরকারী কর্মচারীর বিবেকহীনতা ও দুর্নীতিকেও তিনি সমানভাবে আঘাত করেছেন।

The History of Tom Jones তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তক। সাহিত্যে টম জোন্স নতুন ধরনের অ-নায়কোচিত নায়ক। সে রক্তমাংসের দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ (L' homme moyen Sensuel)। টমকে প্রথম Allworthy-এর বিছানায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাকে জারজ সন্তান মনে করে দাসী Mrs Deborah Wilkins অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে চার্চে ফেলে দিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু অলওয়ার্দি তাকে লালন-পালন করেন। টমের প্রধান শত্রু হয় অলওয়ার্দির ভ্রাতুষ্পুত্র Blifil। সে তার নিন্দা প্রচার ক'রে তাকে মিথ্যাভাবে অপরাধে জড়িয়ে দেয়, এবং অসুস্থ অলওয়ার্দিকে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় ইতোমধ্যে সে Sophia-র প্রণয়াসক্ত হয়েছে—সোফিয়া নিকটবর্তী অভিজাত বংশীয় Squire Western-এর কন্যা। গৃহচ্যুত টম প্রথমে নাবিকরূপে পরে সৈনিকরূপে কাজ করে। Upton-on-Severn-এ পুনরায় সোফিয়ার সঙ্গে দেখা। তার বাবা তাকে ব্লিফিলের সঙ্গে বিবাহ দিতে চেষ্টা করায় সে বাড়ী থেকে চলে এসেছে। 'সোফিয়া লণ্ডনে চলে যায়, এবং তার একখানা ফেলে-যাওয়া পকেট বই ফেরৎ দিতে টমও লণ্ডন যায়। সোফিয়াকে বিবাহ করা অসম্ভব জেনে এবং তাতে সোফিয়ার ক্ষতি হবে মনে ক'রে সে Lady Bellaston নামে বর্ষিয়সী এক কেতাদুরস্ত মহিলার প্রণয়ী হয়, তার কাছ থেকে টাকাকড়িও নিতে থাকে। তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে লেডি বেলাস্টনের প্ররোচনায় এবং সোফিয়ার নূতন প্রণয়াকাঙ্ক্ষী Fellamar-এর ষড়যন্ত্রে জেলে যায়। এই সময়ে তার জন্মরহস্য প্রকাশ পাওয়ায় সে সোফিয়াকে বিবাহ করে এবং ব্লিফিল নির্বাসিত হয়। Tomকে মাঝে Molly Seagrim নামে একটি মেয়ে যখন তার জারজ সন্তানের পিতা বলে আটকাতে চায় (অবশ্য এটা অসম্ভব নয়) তখনই টম বুঝতে পারে সে সত্যিই সোফিয়াকে ভালবাসে।

টম চরিত্রের এই উত্থান-পতন তাকে সাধারণ মানুষের সত্য ও স্বাভাবিক

রূপটি প্রকাশ করেছে, এই নূতন অ-নায়কোচিত নায়ক সৃষ্টিই ফিল্ডিং-এর অবদান। টমের নৈতিক অধঃপতন নিয়ে বহু বিরূপ সমালোচনা হয়েছে কিন্তু ১৮শ শতকে এই চারিত্রিক স্খলন-পতনকে প্রতারণা-শঠতা-নিষ্ঠুরতার চেয়ে স্বল্পতর পাপ ব'লে মনে করা হতো এবং টমও তাই-ই করেছিল। এই উপন্যাসের চরিত্রের ভিড়ে টম একটি সত্য বাস্তব ও উজ্জ্বল চরিত্র, তাছাড়াও বহু চরিত্র স্বল্প পরিসরের মধ্যেও সত্যকার রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষ। তাদের দুর্বলতাও সহজ মানব-চরিত্র নিয়ে ফুটে উঠেছে।

১৭৫১ সালে প্রকাশিত Amelia তাঁর পারিবারিক উপন্যাস। এ্যামেলিয়া চরিত্রটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এখানি খুব সফল নয়। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম অতীত বীক্ষণ (বর্তমান Flash Back) পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। টম জোন্সের মাঝে অনেক চরিত্রের ভিড়, তার মধ্যে সমাজের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে কিন্তু এ্যামেলিয়া একটি সুসংবদ্ধ ঘনীভূত ছবি। উপন্যাসের Miss Metthews এবং Colonel Bath দুইটি জটিল চরিত্র ; এমন জটিল চরিত্র পূর্বে সাহিত্যে সৃষ্ট হয়নি। তাঁদের মধ্যে এ্যামেলিয়ার চরিত্রটি শান্ত পেলব সৌন্দর্যের আধার, প্রবঞ্চনাময় পাপাচারী জগতকে সে যেন তার শান্ত মাধুর্যে মন্ত্রশান্ত ক'রে দিয়েছে।

ফিল্ডিং-এর সাহিত্যে যে মৌলিকতা, যে তীক্ষ্ণ বীক্ষণশক্তি ও চরিত্রসৃষ্টি দেখা যায় তাই-ই পরবর্তী একশত বৎসর উপন্যাস সাহিত্যকে প্রভাবিত এবং চালিত করেছে। একমাত্র Jane Austin ব্যতীত সকলেই তাঁর চরিত্র সৃষ্টি ও জটিলতা বিশ্লেষণের পথ অনুসরণ করেছেন। এই অনুসরণ ও অনুকরণ কখনও অক্ষম হয়েছে কখনও মৌলিকতাপুষ্ট হয়ে সফল ও সক্ষম হয়েছে।

ফিল্ডিং-এর সাহিত্যে তৎকালীন সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ ও শ্লেষ রয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তাঁর দরদ, মানব-প্রীতি কিন্তু Tobias Smollett (১৭২১-৭১)-এর মধ্যে এই ব্যঙ্গ নির্মম নিষ্ঠুরভাবে দেখা দিয়েছে। তাঁর চরিত্র অতিরঞ্জিত অ-মানব এবং চরিত্রকে অ-মানুষ ক'রে তুলে তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হাস্যাস্পদ করেছেন। তাঁর Humphry Clinker উপন্যাসের Lismahago চরিত্রের চেহারা বর্ণনায়ই তাকে কীটপতঙ্গের মত করে তুলেছেন এবং তাকে নিষ্ঠুরভাবে হাস্যাস্পদ করেছেন। তাঁর Roderick Random-এর ভূমিকায় বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে to promote "generous indignation which ought to animate the reader against the sordid and vicious disposition of the world." তিনি নির্দয় নিষ্ঠুরভাবেই পাশবিক সমাজকে চিত্রিত করেছেন। তাঁর সৃষ্টি সমাজের ক্লেদ-পঙ্কের দিকে, সেই ক্লেদ-পঙ্কের দুর্গন্ধকে মানুষের মুখে লেপে দিয়ে তিনি সমাজকে সংশোধন করতে চেয়েছেন— তাঁর মধ্যে করুণা নেই, দরদ নেই, হিংস্র ব্যঙ্গ করেছেন মাত্র। অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক মাত্রেই দুর্জন ও পাপাচারী এবং দরিদ্র মাত্রেই শোষিত ও নিষ্পিষ্ট। ফিল্ডিং

কারভেনটিসের নিকট ঋণী, স্মলেট স্পেনেরই Le Sage-এর Gil Blas-এর নিকট ঋণী। Gil Blas-এর ফরাসী অনুবাদ ১৭৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। গিল ব্লাস পিকারো উপন্যাস। একজন পাপাচারী ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি সমাজকে ব্যঙ্গ করেছেন। Roderick Random চরিত্রের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ আছে বলেই মনে হয় এই চরিত্রটি অধিকতর জীবন্ত। স্মলেট জাতিতে স্কচ্, ডাক্তার ছিলেন, চারিপাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখেছেন। র‍্যানডমও স্কটিশ ডাক্তার। পিতা দেশত্যাগী, পিতামহের দুর্ব্যবহারে বন্ধু Strap-এর সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে লণ্ডনে আসেন। লণ্ডনের বদমাইসদের হাতে বারবার প্রতারিত হন। সরকারী নৌবিভাগে চাকুরীর চেষ্টা করেন কিন্তু দেখলেন কেরানীদের ঘুষ না দিলে চাকুরী হয় না। এক ফরাসী ওষুধের দোকানে কাজ করেন। ডাকাতদের হাতে পড়েন, ডাক্তার ব'লে প্রমাণিত হওয়ায় এক সার্জনের সহকারী হন। লেখকের মত Cartagena অভিযানে যোগ দেন। অবাধ্যতার অজুহাতে যুদ্ধসময়ে ডেকে বেঁধে রাখা হয়। জাহাজ ডুবির পরে হৃতসর্বস্ব হ'য়ে বিবস্ত্র অবস্থায় সমুদ্রতীরে পড়ে থাকেন। তারপরে এক মহিলা-কবির ভৃত্য (footman) হন। তাঁরই বোনঝি Narcissa-র সঙ্গে প্রণয় হয়, অন্য অনেক যোগ্যতর পাণিপ্রার্থীর আবির্ভাবে সভয়ে পলায়ন করেন। বেআইনী ব্যবসায়ীরা তাঁকে গুম করে ফ্রান্সে নিয়ে যায়, সেখানে পুনরায় Strap-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তখন সে Monsieur de Estraps হয়েছে। দু'জনে লণ্ডনে ফিরে আসেন। বাথে নারসিসার সঙ্গে দেখা। লণ্ডনে এসে দেনার দায়ে কারাবাস। তার কাকা Tom Bowling তাকে খুঁজছিল, সে তাকে কারামুক্ত করে। দুজনে ব্যবসায়ের জন্য সমুদ্রযাত্রা করে এবং জাহাজে এক স্প্যানিশ ধনীর সঙ্গে দেখা হয়—সেই র‍্যান্ডমের পিতা।

অনেক ঘটনার সন্নিবেশে এই উপন্যাস, ঘটনাও বিচ্ছিন্ন, তারা সামগ্রিক রূপ পায়নি। তবে লণ্ডনের নাবিক জীবন, লণ্ডন ও বাথের অভিজাত জীবনের বর্ণনা সুন্দর,—হিংস্র ব্যঙ্গ-মুখর। চরিত্রের মনস্তত্ত্বে ও তাদের কাজের মধ্যে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি সত্যকার ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেছে। Tom Bowling-এর চরিত্র হাস্যরসে মন্দীভূত, কিন্তু Captain Oakum এবং বাবু ক্যাপ্টেন Whiffle-এর চরিত্র হিংস্র, ব্যঙ্গেও সজীব। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি স্বচ্ছ সরল এবং দৃঢ়—নব নব ঘটনা সন্নিবেশে গতিশীল। গল্পের ঘটনাংশ শ্লথ ও শিথিল কিন্তু সামগ্রিক বর্ণনায় তার জুড়ি নেই। র‍্যানডমই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

Peregrine Pickle তুলনায় কিছুটা ক্ষুদ্র হলেও, এই উপন্যাসেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর কমিক চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত নৌ-অফিসার Hawser Trunnion হাসির চরিত্র হলেও তার প্রতি লেখকের দরদ প্রচুর। তাঁর চলা-বলা-কাজ-চিন্তা সবই নাবিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। ডাঙ্গায় বাস করেও তাঁর ধারণা তিনি জাহাজে আছেন। তাঁর বাড়িটা হচ্ছে গ্যারিসন, সেখানে রাত্রে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি নারীজাতিকে ঘৃণা করেন (Mysogynist) এবং সেই জন্যই পিরিগ্রিনের

আণ্ট Mrs. Grizzleকে বিবাহ করে একেবারে স্ত্রৈণ হ'য়ে পড়েন। তাঁর বিবাহের দৃশ্যটি হাস্যরসে চমৎকার।

স্মলেট পেশাদার লেখক; কবিতা, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে নিবন্ধ সবই তিনি লিখেছেন, অনুবাদও করেছেন। তাঁর শেষ উপন্যাস Expedition of Humphry Clinker একটু স্বতন্ত্র। Travels Through France and Italy তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই ভ্রমণকাহিনী তাঁর ৪৫ বছর বয়সে লেখা হলেও তার মধ্যে বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধের মানসিকতাই যেন পাওয়া যায়। Clinker-এ এসে তাঁর হিংস্র ব্যঙ্গ হাস্যরসে পরিণত হ'য়ে তাকে মধুর সুন্দর করেছে। পত্রাকারে রচিত কাহিনীর মধ্যে চরিত্রগুলি সুস্পষ্ট সুন্দর। Winifred-এর পত্রের মধ্যে বানান ভুল ও কথার উপরে যে খেলা তিনি দেখিয়েছেন তা চমৎকার। এমনকি ডিকেন্স পর্যন্ত এই শব্দ নিয়ে খেলার অনুকরণ করেছেন। ডিকেন্সের বাল্যকালে তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন স্মলেট। তাঁর সৃষ্ট নাবিকদের চরিত্র এবং প্রণয়াকাঙ্ক্ষী লোভাতুর প্রৌঢ়া কুমারীদের চরিত্র পরবর্তী উপন্যাসের চলতি চরিত্রে দাঁড়িয়েছিল। এদিক থেকে Marryat, Michael Scott, এবং W. W. Jacobs তাঁর কাছে ঋণী। Lismahago-র চরিত্র Scott-এর মধ্যেও অনুরূপে বিদ্যমান, এমন কি বর্তমান যুগের Joyce Cary-র A Fearful Joy উপন্যাসেও তাঁর প্রভাব দেখা যায়।

Laurence Sterne (১৭১৩-৬৮)-এর The Life and Opinions of Tristram Shandy (১৭৬০-৬৭-র মধ্যে তিন খণ্ডে লেখা)-র সম্বন্ধে Dr. Johson ১৭৬৭ সালে এবং Dr Leavis ১৯৪৮ সালে বিরূপ সমালোচনায় একে তুচ্ছ করেছেন কিন্তু তবু এর খ্যাতি আজও বর্তমান।

ক্ল্যারিসা ও টম জোন্স প্রকাশের পরে উপন্যাস-সাহিত্যধারার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি উপন্যাস কিনা এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন কিন্তু রিচার্ডসন ফিল্ডিং যেমন প্রত্যক্ষ বাস্তবকে উপজীব্য করেছেন তাঁর চরিত্রের মধ্যে, তেমন স্টার্নও দৃঢ় বাস্তবের উপর ভিত্তি ক'রে নিজস্ব এক কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। Mr. Shandy এবং Uncle Toby-র স্টার্ন-এর মধ্যে একটা সর্বজাগতিক অনুভূতি আছে। স্টার্ন-এর চিন্তাশক্তি ও অনুভূতি সম্বন্ধে ধারণা লকের দর্শন ও মনস্তত্ত্বের তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর Association of Ideas-ই তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তি-চিন্তারূপে উপন্যাসাকারে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর এই ধারাই পরে James Joyce-এর মধ্যে Stream of Consciousness আখ্যা লাভ ক'রে আজকের জগতের মস্তিষ্কভিত্তিক সাহিত্যকে পুষ্ট ও দুর্বোধ্য ক'রে তুলেছে। বর্তমান বাংলা উপন্যাসে কম হলেও ছোট গল্পে এই ধারা ভয়াবহরূপে প্রকট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে E. M. Forster মন্তব্য করেছেন—

Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives a myriad impressions—trivial, fantastic

evanescent or engraved with the sharpness of steel.····· if a writer were a free man and not a slave, if he could write what he chose, not what he must, if he could base his work upon his own feeling and not upon convention, there would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or catastrophe in the accepted sense······ The English Novels—W. Allen—p 77

এই উদ্ধৃতির মধ্যেই স্টার্ন-এর লিখনরীতি, তাঁর জীবনদর্শন ও অনুভূতিকে ছাপার অক্ষরে প্রবর্তনের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত চিন্তাধারার মধ্যেই শ্যাণ্ডির জীবনচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে—এই ধারা থেকেই উপন্যাসের (Novel) মূল প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। সাধারণ মানুষের জীবনে, সাধারণ দিনে কত রকম ঘটনা, চিন্তা, অনুভূতি বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে এসে ভিড় করে—চারিদিক থেকে যেন অণুপরমাণু স্রোতের মত এসে আঘাত করে এবং এই-ই মানব-জীবন। এই জীবনের প্রকাশ স্টার্ন-এর সৃষ্টি। শ্যাণ্ডির স্টার্ন এবং A Sentimental Journey-র Yoricko তিনি, উভয়েই তাঁর মনের বিচিত্র অনুভূতির অভিব্যক্তি। মৃত গাধার প্রতি করুণা, টবির ক্ষুদ্র মাছির প্রতি প্রবল সহানুভূতি প্রভৃতি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে ভাবপ্রবণতা ও হাস্যকর কৌতুকের মিলন হয়েছে। এই ভাবপ্রবণতার মধ্যে অনেকে অশালীনতা দেখেছেন, অশ্লীলতার দায়মুক্তও তিনি নন, তবে তাঁর এই ভাবপ্রবণতা, হাস্যরস, অশালীনতা মিলিত হ'য়ে একটা অসামান্যতা লাভ করেছে। অনেকে তাঁকে Rabelias এবং Richard Burton-এর অনুগামী বলেছেন। তাঁদের মতই তিনি 'Uncouthly love', 'Sonorous Vocabulary' এবং 'Parody Pedantry' অনুকরণ করলেও তাঁর মৌলিকতা তাঁকে সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট ক'রে রেখেছে।

রিচার্ডসন ১৭৬১, ফিল্ডিং ১৭৫৪, স্মোলেট ১৭৭১ এবং স্টার্ন ১৭৬৮ সালে মারা যান। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই চারজন দিকপাল ইংরাজী সাহিত্যকে ভাষায়, ভাবে, চরিত্রচিত্রণে ও জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে অসাধারণ সমৃদ্ধি দিয়ে গেলেন। পরবর্তী ২০ বৎসর একেবারেই বন্ধ্যা—এই বিশ বৎসরে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি কিন্তু নূতন শিক্ষিত-পাঠকের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের আনুকূল্যে পুস্তক ব্যবসায়ের বিস্তৃতির ফলে নভেলের বন্যা বয়ে গেছে। যে উপন্যাস-সাহিত্য এক পুরুষের মধ্যে এত উচ্চাঙ্গের হ'য়ে উঠেছিল হঠাৎ তার অবক্ষয় কেন আরম্ভ হল, এ নিয়ে পণ্ডিতগণ গবেষণা করেছেন। সমালোচকগণ এই সময়ে উপন্যাসকে সত্যকার (Serious) সাহিত্য ব'লে গ্রহণ করেননি। কথাসাহিত্যের গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ ভ্রমণশীল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রচারিত হত এবং তৎকালীন অর্ধশিক্ষিত তরুণীদের অবসর সময়ের পাঠ্য হিসাবেই তা লিখিত হত। লেখকগণও উপন্যাসের সুদূরপ্রসারী

প্রভাবের কথা তখন ভাবেননি। তাঁরা বাজারের চাহিদার বই লিখেছেন উদরান্নের জন্য। তাঁরা বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে বাজারের চাহিদা মিটিয়েছেন, তার পিছনে কোন সৃষ্টির প্রেরণা ছিল না ;—জীবনানুভূতির প্রেরণা থেকেও কোন সৌন্দর্য উপহার দেননি। এই সময়টাই শিল্পায়নের প্রথম যুগ,—যেমন বর্তমানে ভারতেও শিল্পায়নের প্রাথমিক যুগ চলছে। এই সব কারণেই রিচার্ডসন থেকে জেন অস্টেন পর্যন্ত ইংরাজী উপন্যাস-সাহিত্যে একটা শূন্যতা রয়ে গেছে।

১৭৭৬ সালে Oliver Goldsmith-এর উপন্যাস The Vicar of Wakefield প্রকাশিত হয় এবং অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উপন্যাসের সাহিত্য-মূল্য অপেক্ষা এই জনপ্রিয়তা পরিমাণে অনেক বেশী। জনপ্রিয়তার প্রথম কারণ গল্পটি বেশ সুষ্ঠু এবং সকলেরই পড়বার উপযুক্ত, কিন্তু টম জোন্স প্রভৃতি উপন্যাসকে সকলের হাতে দেবার উপযুক্ত মনে করা হত না। এটি একটি পারিবারিক আদর্শ কাহিনী বিশেষতঃ Dr. Primrose-এর চরিত্রটির জন্যই এর জনপ্রিয়তা এত অধিক। কিন্তু উপন্যাসের দিক থেকে যথেষ্ট ত্রুটি আছে,—এর ঘটনা-সংস্থাপন ও বিন্যাস বাস্তব নয় এবং গল্পের জটিলতা গল্পের গতিকে ব্যাহত ও মন্থর ক'রে দিয়েছে। অবশ্য লেখকের বাস্তব সাহিত্যসৃষ্টির কোন প্রচেষ্টাও ছিল না। তিনি গ্রাম্যজীবনের আদর্শ চিত্র উপহার দিতে চেয়েছিলেন এবং কল্পনায় রঙীন সে চিত্র-তিনি রচনাও করেছেন।

১৭৬০ সালে Charles Johnstone-এর The Adventure of a Guinea প্রকাশিত হয়। এই লেখকটি পাঠক ও সমালোচকদের চোখে অনাদৃত হ'য়ে ছিলেন কিন্তু বর্তমান বিচারে উপন্যাসখানির সাহিত্য-মূল্য অনেক বেশী। পেরুতে প্রস্তুত একটি সোনার গিনির অভিজ্ঞতা ও আত্মকাহিনীর মধ্যে সমাজ ও ব্যক্তির রূপ বিধৃত হয়েছে। অ-প্রাণীবাচক বস্তুকে ব্যক্তি হিসাবে কল্পনা ক'রে ব্যঙ্গ ও শ্লেষে সমাজকে আঘাত করবার কৌশল প্রথম প্রয়োগ করেন Le Sage—এই রীতিতে বহুতর বস্তু ও বৃহত্তর পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ থাকলেও চরিত্রসৃষ্টির সুযোগ নেই, কিন্তু ব্যঙ্গের কশাঘাত করবার সুবিধা যথেষ্ট। এই উপন্যাসে দুর্নীতিপ্লাবিত জগৎ ও মানুষের দুঃখকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এই সব ঘটনা অনেকটা মামুলী, বিশেষতঃ ইহুদী, জেসুইট ও দীনেমারগণের প্রতি লেখকের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা গল্পাংশকে একঘেয়ে ক'রে তুলেছে।

Rev. Richard Grave-এর The Spiritual Quixote (১৭৭২) তাঁর একখানি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ উপন্যাস। Mr. Geoffrey Wildgoose নামে একজন স্কয়ারকে Methodism-এ পেয়ে বসে এবং তিনি গ্রাম্য মুচিকে সাঙ্কোপাঞ্জা রূপে নিয়ে তাঁর বাণী প্রচার করতে বেরোন এবং তাঁর নায়ক Whitfieldকে পান। টম জোন্সের মত পথ চলতে চলতে, গ্লস্টার বাথ, ব্রিস্টল মিডল্যাণ্ড প্রভৃতি ভ্রমণের মধ্যে Methodism এবং Whitfield উভয়কেই ব্যঙ্গে জর্জরিত করেন। ১৮শ শতকের পরিচ্ছন্ন সুন্দর গদ্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও যুক্তির সঙ্গে লেখা তাঁর এই গ্রন্থ আজও আদরণীয়। এটি বহির্জগতের বাস্তব প্রকাশ নয় বরং বহির্জগতের অবস্থিতি

তাঁর মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া করেছে তারই প্রকাশ। এই সময়ে মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হ'য়ে এসেছে, শিল্পায়নের ছিন্ন পরিবার ও সমাজের মুখে মানুষ তার একাকীত্বকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। তখনকার চলতি ধারণা ছিল মানুষের অনুভূতি উপলব্ধিসাপেক্ষ, তথা প্রত্যক্ষ জগতের প্রতিক্রিয়াপ্রসূত এবং লেখকগণও বাহ্য জগতকে মানব-হৃদয়ানুভূতির প্রেরণার আধার ব'লে মনে করেছেন। Jane Austen যখন তাঁর Sense and Sensibility লেখেন তখন বোধহয় এইটিই তাঁর ধারণা ছিল। ফিল্ডিং, স্মলেট প্রভৃতি মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধিকে আঘাত ক'রে সমাজের দুর্নীতি ও অকারণ পীড়নকে প্রশমিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা হল না,—মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করে না যেহেতু তাঁর বুদ্ধিটাই চিত্তবিকারের অনুগত দাস। দুর্নীতি ও অর্থসম্পদের শক্তির অপব্যবহার সমান ভাবেই চলতে লাগল, অতএব এবার হৃদয়ের পালা। লেখকগণ মানুষের হৃদয়কে আঘাত ক'রে মানুষের প্রতি করুণা জাগাতে চাইলেন।

Henry Brook-এর The Fool of Quality ১৭৬৬-৭০ সালের মধ্যে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উপন্যাস হিসাবে এখানি নিকৃষ্ট হলেও একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রুশোর Emile-র প্রভাব সুস্পষ্ট। এমিলির মত শিক্ষাবিষয়ক একটি নিবন্ধ কথাসাহিত্য রূপে বর্ণিত। Harry Morland এই শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে, ধনী ভাবপ্রবণ পিতৃব্যের সাহায্যে সম্ভ্রান্ত সৎলোক হয়ে ওঠেন। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে অনুভূতিশীল ক'রে তোলা। এতে কোন চরিত্র সৃষ্টি হয়নি, উপন্যাসের আঙ্গিকের দিক থেকেও ব্যর্থ কিন্তু মননশক্তির মৌলিকতায় ও প্রাজ্ঞতায় এখানি উল্লেখযোগ্য। ভাবপ্রবণতায় ভারাক্রান্ত এর চরিত্রগুলি এবং তা মাঝে মাঝে ছেলেমানুষীতেও পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে তখনকার Humanitarian ভাবধারার সুস্পষ্ট ছাপ আছে।

Henry Mackenzie-র The Man of Feeling (১৭৭১) এই অনুভূতি-মূলক উপন্যাসের মধ্যে একখানি স্মরণীয় উপন্যাস। চরিত্রগুলি প্রায়শঃই কেঁদেছে ব'লে এটি আজ ঠাট্টার সামগ্রী হয়েছে কিন্তু ১৮শ শতকের মানুষের হৃদয় এখনকার থেকে অনেক বেশী কাঁদত, এ কথাও সত্য। তাঁর কাহিনী স্টার্ন-এর মত খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। পুস্তকের সূচনায় বলা হয়েছে যে, একজন শিকারী এই পাণ্ডুলিপি পেয়ে তার কিছু কিছু কাগজ সে বন্দুকের গুলির চাকতি রূপে ব্যবহার করেছিল, বাকি যা ছিল তাই এই গল্প। এটি বর্ণনার একটি নূতন রীতি। গল্পাংশ পুরাতন। Harley লণ্ডনে যায় এবং ফিরে আসে, পথের অভিযান ও অভিজ্ঞতাই এর কাহিনী। সে অন্যের অনুভূতি ও ভাবাবেগকে খাঁটি মনে ক'রে ক্রমাগত প্রতারিত হয়েছে কিন্তু তবুও সে মানুষের সাহায্য করে, তাদের বিশ্বাস করে। এই চরিত্রটি তাঁর হৃদয়ানুভূতি ও নৈতিক বোধের দ্বারা চালিত ব'লেই আজও স্মরণীয়; তাঁর দয়াদ্র্র্তা ও হৃদয়ের কমনীয়তা সেই যুগের মানুষের অনুভূতিশীলতার একটি চমৎকার উদাহরণ।

সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ উপন্যাসকে নানা ভাগে ভাগ করেছেন, যথা,—Novel of Sentiment, Gothic Novel, Novel of Horror, Oriental Tale, এছাড়াও Idyllic, Philosophical, Regional, Satire and Fantasy, Psychological প্রভৃতি কিন্তু এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞাও নেই, এবং সঠিক সীমানাও নেই। সকলের মধ্যেই মানুষের অনুভূতিপ্রবণতা সুন্দরের আশ্রয়ে লালিত হয়েছে, এই পর্যন্ত। ১৮শ শতকের অত্যন্ত যুক্তিবাদ প্রবণতা থেকে নিষ্কৃতি পেতেই এই অনুভূতিমূলক উপন্যাস রচিত হয়—যাকে বলা যায়, escape from oppressive rationalism.

Swift এবং Pope-এর মত Dr. Johnsonও বিশ্বাস করতেন অনুভূতি-প্রবণতা পাগলামীর নামান্তর মাত্র এবং তাঁরা যুক্তি দ্বারা মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। তাঁর The History of Rasselas, Prince of Abissinia (১৭৫৯)-র কাহিনীতে আবিসিনিয়ার কল্পিত রাজপুত্র পৃথিবী দেখবার জন্য বেরিয়ে পৃথিবীর কোথায়ও ন্যায়-নীতি (virtue) দেখতে পেলেন না, শেষে নিজের দেশে গিয়ে তাঁর কর্তব্য করেন। এটি দার্শনিক রূপকথা, মানুষের সুখী হওয়ার উদ্ধত প্রচেষ্টাকে পরিহাস করেছেন লেখক। ভল্‌টেয়ারের Candide-এর মতই তাঁর রাসেলাস ত্যাগধর্মের প্রচার করেছেন।

রাসেলাসকে Oriental Tale বলা হয়, এই তালিকায় মাত্র দুইখানি বই-এর নাম করা যায় রাসেলাস এবং Beckford-এর ফরাসীতে লেখা Vathek। আরব্য উপন্যাস ১৮শ শতকের প্রথমে ইংরাজীতে অনূদিত হয়—এর সমাজ, মূল্যায়ন, চিন্তাধারা ও অনুভূতি সবই পাশ্চাত্ত্য থেকে পৃথক, তাই এটি খুব জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে। এর মানুষ, জগত, পরিবেশ যেন অন্য জগতের, ঠিক তাদের মত নয়। বুদ্ধিমান, সৎ, সজীব কিন্তু ঠিক যেন মানুষ নয়। এই গ্রন্থও ব্যঙ্গ ও শ্লেষ সৃষ্টির এক নূতন পথ দেখিয়ে দেয়। ফ্রান্সে Montesquieu তাঁর Lettres Persanes লেখেন এবং তার ৪০ বৎসর পরে গোল্ডস্মিথ তাঁর The Citizen of the World লেখেন। এই দুইখানি গ্রন্থেই পাশ্চাত্ত্যের নবতম সমাজকে যেন ভিন্ন জগত থেকে, পাশ্চাত্ত্যের বাইরে থেকে, সেই দৃষ্টি নিয়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু আরব্য উপন্যাসে এই রূপকথার জগতের একটা নিজস্ব মূল্য আছে। গ্রীস ও রোম থেকে যে যুক্তিবাদ নবজাগরণের পরে পাশ্চাত্ত্যে ঘনীভূত হয়েছিল, এ যেন তার বিপরীত এক রাজ্য—হৃদয়ের রাজ্য। Beckford-এর Vathek লেখকের বিনানুমতিতেই ১৭৮১-৮২-তে ইংরাজীতে অনূদিত হয়। যদিও কাহিনীর মূল প্রত্যক্ষ বাস্তব-জগত তথাপি তার মধ্যে কল্পনা ও অতিকল্পনার স্থান রয়েছে। পাশ্চাত্ত্য যেমন ক'রে ক্ষমতা ও অর্থকরী বিদ্যালাভের জন্য শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিল খলিফও তেমনি ক'রে Vathek-এর বিদ্যালাভের জন্য আত্মবিক্রয় করেছে। গ্রন্থের বর্ণনায় চাতুর্য ও বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনা এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

Vathek-এর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব সাহিত্যে স্থায়ী হয়নি তবে এই জগতকে,

এবং তার সাফল্যকে নূতন ক'রে ভেবে দেখবার প্রেরণা জুগিয়েছে Vathek। একশ' বছর পরে Aubrey Beardsley-র Under the Hill-এর মধ্যে এবং বিশ শতকে Ronald Firbank-এর উপন্যাসে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব দেখা যায়।

Horace Walpole-এর The Castle of Otranto ১৭৬৪-র অলৌকিক কাহিনীতে বাস্তব পৃথিবী ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। এর কাহিনী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলায় রোমাঞ্চকর। এই জাতীয় উপন্যাস Mrs Clara Reeve-এর The Champion of Virtue-তে কাহিনীকে যথাসম্ভব সম্ভাব্যতার গণ্ডির মধ্যে রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসের নামকরণ হয় Gothic Novel। পরে ধীরে ধীরে এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর উন্নতি হয় এবং প্রচারও দ্রুত বেড়ে যায় এবং আজও রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের পাঠকের সংখ্যা সর্বাধিক।

Fanny Burney-র Evelina ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসখানি অত্যন্ত বেশী খ্যাতিলাভ করেছিল কিন্তু এতে নূতনত্ব কিছু নেই। তিনি রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং এর একটা সংমিশ্রণ ক'রে অনুকরণ করেছেন মাত্র। তাঁর কাহিনী তরুণীর মন-বিকাশের কাহিনী,—জগতে চলার পথে তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও জগতকে দেখা হয়েছে। নারীর অন্তরকে বিচার করা হয়েছে একতরফা ভাবে, পুরুষকে বাদ দিয়ে। কিন্তু Mrs. Inchbald-এর A Simple Story-তে পুরুষ তার পৌরুষ নিয়ে এবং নারী তার নারীত্ব নিয়ে সুন্দর ও সজীবভাবে ফুটে উঠেছে। Evelina-র মধ্যে পার্টি বল-নাচ প্রভৃতির মধ্যে তরুণীর স্বামীসংগ্রহ-সংগ্রামের পটভূমিকায় পুরুষকে বিচার করা হয়েছে—পুরুষ চরিত্রগুলি অশালীন, অসম্ভব ও ভীতিপ্রদ হ'য়ে উঠেছে তরুণীর চোখে। ইঁদুরের পক্ষে বিড়াল চরিত্র বর্ণনার মত নারী-লেখকের কাছে পুরুষ চরিত্রগুলি অস্বাভাবিকভাবে রূঢ় ও অপদার্থ হ'য়ে গেছে। কিন্তু নূতন শিল্পযুগের ধনী ব্যবসায়ীর অশালীনতা ও অবিবেকিতাকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে Evelina প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে কিন্তু লেখিকা তাঁর অসূয়ার রঙীন কাঁচের ভিতর দিয়েই লণ্ডন, তার ফ্যাশন-দুরস্ত নাগরিক, এবং যারা ফ্যাশন-দুরস্ত হতে সর্বদা সচেষ্ট তাদের জীবনকে দেখেছেন ব'লে তাঁর দেখা ছবিটি বিবর্ণ হ'য়ে গেছে।

Fanny Burney-র Evelina যেমন প্রাপ্যের অধিক খ্যাতি পেয়েছে তেমনি Mrs. Charlotte Smith-এর The Old Manor House (১৭৯৩) প্রাপ্য খ্যাতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই সময়ে ইংলণ্ডে শিল্পায়ন অনেকদূর এগিয়েছে। পুরাতন সম্ভ্রান্ত ধনী সামন্তগণের অবক্ষয় এবং শিল্পপতিগণের উত্থানের যুগ। পুরাতন আভিজাত্যের ক্ষমতা বিলোপ এবং নূতন ব্যবসায়ী ধনিকের শক্তি অর্জনের যুগ। Mrs. Smith-এর পুরাতন Manor House-এর মধ্যে রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় দান—তিনি চরিত্রের সঙ্গে পরিবেশ

বর্ণনায় ঘনিষ্ঠ ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। পুরাতনের বিমর্ষ পরিবেশের সঙ্গে অলৌকিকতার মিশ্রণে তিনি যে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছেন তা পাঠক-মনে নিবিড় হ'য়ে ওঠে। পুরাতন লেখকগণের মত প্রকৃতি-বর্ণনাকে পটভূমিকা রূপে বা কেবলমাত্র বর্ণনার জন্যই আশ্রয় করেননি। তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে প্রকৃতি ও মানবীয় ভাবাবেগের একটা নিবিড় সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়েছে। নায়ক Orlando তাঁর বুড়ী দিদিমার সম্পত্তির আশায় তাঁর আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাকে। এই বুড়ী Miss Rayland পুরাতন আভিজাত্যের স্বপ্নলোকের মানুষ। অরলাণ্ডো তার গৃহরক্ষীর পোষ্যাকে ভালবাসে কিন্তু বুড়ীর ভয়ে গোপন করে। অরলাণ্ডো বা তাঁর প্রণয়িনী Monimia কোনটিই সজীব চরিত্র নয় কিন্তু Miss Rayland অবক্ষয়ী অভিজাত শ্রেণীর একটি অত্যন্ত সজীব ও মর্মস্পর্শী চরিত্র। General Tracy অর্লাণ্ডোর ভগ্নী Isabella-কে প্রথম হরণ করতে চেষ্টা করে এবং পরে বিবাহ করে—এই চরিত্রটিও তার উদ্দামতা ও অহঙ্কার নিয়ে অত্যন্ত সজীব ও বাস্তব চরিত্রে পরিণত হয়েছে। উপন্যাসে কোন রাজনীতি প্রবেশ করেনি, ব্যঙ্গ শ্লেষও নেই, তবুও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় আছে। তাঁর বর্ণনা চরিত্রানুগ, ঘটনা-বিন্যাস এবং কৌতূহল সৃষ্টির কৌশল অনুকরণীয়।

Mrs. Ann Radcliffe-এর The Mysteries of Udolpho একখানি সার্থক রোমাঞ্চ-কাহিনী (Gothic Novel) এবং এটি ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮শ শতকে লেখকদের হাতে নভেলের রীতি ভিন্ন রূপ ধারণ করে। Elizabeth Bowen তাঁর Cellected Impressions-এর মধ্যে Notes on Writing Novels-এ নভেলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন,—"The non-poetic statement of a poetic truth." কিন্তু ১৮শ শতকের লেখকগণের কাছে একথা সত্য নয় অন্ততঃ মিসেস্ র‍্যাডক্লিফের উপন্যাস স্বতন্ত্র। The Mysteries of Udolpho প্রথম সফল রহস্য উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসে পারিপার্শ্বিক জগত ও চরিত্র একীভূত হ'য়ে একটা নূতন রসাস্বাদের সৃষ্টি করেছে। Dickens-এর Great Expectation, Hardy-র অধিকাংশ উপন্যাস এবং William Faulkner-এর সমস্ত উপন্যাসে এই নূতনতর একত্ববোধকে পাওয়া যায়। Miss Bowen-এর The House in Paris এবং The Heat of the Day-র মধ্যেও ঠিক এই নূতন রসটি পাওয়া যায়। এই অভিনবত্বের প্রধান উল্লেখযোগ্য গুণ পারিপার্শ্বিকতাও যেন চরিত্রের মত জীবন্ত হ'য়ে ওঠে এবং চরিত্রগুলি যে-জগতে চলাফেরা করে সে-জগতও চরিত্রের মতই প্রধান ও প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র Emily কেবল বিস্ময়, দুঃখ, ভয় অনুভব করেছে এবং পাঠককে সেই অনুভূতি অনুভব করিয়েছে। রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্মলেটে চরিত্রগুলি যেন পরিবেশবিচ্যুত হ'য়ে ন্যাড়া-ন্যাংটাভাবেই চলেছে নিজস্ব ভাবে ও ভঙ্গিমায় কিন্তু এখানে এই দুইটি একীভূত হ'য়ে একটা সামগ্রিক রূপ পেয়েছে। ১৮শ শতকের চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে বাইরে থেকে, ঘটনা-সংঘাতের মাঝে কিন্তু র‍্যাডক্লিফের মধ্যে চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে ভিতর থেকে,—অনুভূতিপ্রবণতা থেকে।

সেইজন্যই তাঁর চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ আলাদা। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় যদিও ঘটনা অতীতের, অথচ চরিত্রগুলি সমসাময়িক। তার অলৌকিক রহস্যের যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানও তিনি করেছেন ব'লেই তাঁর রহস্যোপন্যাস সার্থক হয়েছে। পরবর্তী রহস্য উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর প্রভাবও প্রচুর।

M. G. Lewis-এর The Monk (১৭৯৫) Charles Maturin-এর Melmoth the Wanderer (১৮২০) র‍্যাডক্লিফের প্রভাবের পরিণতি। এঁদের মধ্যে জার্মান রহস্যোপন্যাসের প্রভাবও কিছুটা বিদ্যমান। এঁরা কেবলমাত্র রহস্য রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছেন পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করতে কিন্তু তার যুক্তিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা নেই। ১৯শ শতকে অলৌকিকতা, মনস্তত্ত্ব, মনোবিকার, রহস্য রোমাঞ্চ ঘিরে যে বিচিত্র বহুবিধ উপন্যাস-সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে র‍্যাডক্লিফের সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতা ও চরিত্রই যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। নি ৪

১৭৯৫ সালে William Godwin-এর Caleb Williams প্রকাশিত হয়। লেখক নিজে রাজনীতিবিদ ছিলেন, তাঁর Political Justice গ্রন্থে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তারপরে তিনি উপন্যাসে হাত দেন। Caleb কোন এক বেপরোয়া খুনী লোকের চাকুরী নেয় এবং এমনভাবে তার হাতের মধ্যে পড়ে যে তার আর নিষ্কৃতি ছিল না। তার প্রভু Falkland তাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, সে লুটের ভাগ পাবে কিন্তু স্নেহ পাবে না, ঘৃণা পাবে। আমি সর্ব রকমের পাপ ক'রেও খ্যাতি রেখে যেতে চাই। যদি অসতর্ক মুহূর্তে কোন কথা ফাঁস হয় তবে মৃত্যু অনিবার্য। Caleb পালিয়ে যায় এবং প্রভুর চরগণ তার অনুসরণ করে। জীবন দুর্বহ হ'য়ে ওঠে,—অবশেষে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় এবং প্রভুর শাস্তিতে তার মুক্তি হয়। এই কাহিনীর মধ্যে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে—সরকার ও তার বিরোধী দলকে প্রতীকরূপে দেখানো হয়েছে Falkland ও Caleb-এর মধ্যে। শিকার ও শিকারীর এই কাহিনীর মধ্যে অনুভূতিপ্রবণতা ও ভাববিশ্লেষণ একে সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছে।

এই সময়ে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য আরও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিত হয়। তার মধ্যে Robert Bage-এর Hermsprong or Man as He is Not উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসের মধ্যেই প্রথম শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ সাহিত্যে প্রবেশ করে। অভিজাত ও সামন্ত শ্রেণীর প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণই এর মূল উদ্দেশ্য। Hermsprong-এর চরিত্র রুশোর প্রভাবসৃষ্ট, সে অত্যাচারিতের হ'য়ে সংগ্রাম করেছে। লেখক Bage-এরও ফরাসী বিপ্লবের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। উপন্যাস-সাহিত্যের দিক থেকে তাঁর নূতন কোন দান নেই কিন্তু বামপন্থী চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসাবে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

১৮০০ সাল ইংরাজী কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বছরে Maria Edgeworth-এর Castle Rackrent প্রকাশিত হয়। জীবিত অবস্থায় বা তার অব্যবহিত পরে তিনি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেননি কিন্তু পরবর্তী

যুগে তাঁর সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়েছে। P. H. Newby বলেছেন যে Jane Austen কথাসাহিত্যিক হিসাবে তার থেকে ভাল হলেও Edgeworth-এর সাহিত্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ যাবৎ যে সব উপন্যাস রচিত হয়েছে তা হয় লণ্ডন না-হয় বাথকে কেন্দ্র ক'রে এবং তারই পটভূমিকায়। ইনিই প্রথম প্রাদেশিক (Regional) উপন্যাস লেখেন। এই প্রাদেশিক চরিত্রের মধ্যে তৎদেশীয় সংস্কার, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মাঝে মানব-অন্তর যে নবরূপ পেয়েছে তা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর। আয়ারল্যাণ্ডের চাষীশ্রেণীর চরিত্র, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। Lover, Lever, Somerville এবং Ross এই দিক থেকে তাঁরই শিষ্য। তাঁর প্রভাবে Scott থেকে আরম্ভ ক'রে Flaubert, Maurice, Turgenev পর্যন্ত সকলেই এই প্রাদেশিক উপন্যাসলেখক। Scott তাঁর ওয়েভারলি নভেলের শেষে একথা স্বীকার করেছেন, এবং Scott-এর প্রভাব সমগ্র ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল। টুর্গেনেভও তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। (৩১৫) এই থেকেই Saga Novel-এর আরম্ভ। তাঁর এই উপন্যাসে তিনি আইরিশ জমিদার Rackrent পরিবারের কয়েক পুরুষের ইতিহাস রূপায়িত করেছেন। Thady তাঁর নিজের জীবন-কাহিনী 'আমি' রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর চরিত্র সুন্দর একটি আইরিশ চরিত্র—তাঁর কাহিনীর মধ্যে চার পুরুষের সামাজিক বিবর্তন বিধৃত হয়েছে। Mark Twain-এর Huckleberry Finn যেমন আমেরিকার সাহিত্যকে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত ক'রে স্বাধিকার দিয়েছিল, এজওয়ার্থও তেমনি ইংরাজী সাহিত্যে নূতন রূপ, নূতন চিন্তাধারা দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর Absentee পড়তে পড়তে ১৯শ শতকের রাশিয়ান সাহিত্যের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। Lady Clonbrony এক অনুপস্থিত আইরিশ সামন্তপত্নী, লণ্ডনে বসে ফ্যাশন-দুরস্ত আধুনিকা হতে গিয়ে সকলের কাছে ক্রমাগতই হাস্যাস্পদ হচ্ছেন আর তার খরচ জোগাতে স্বামী নির্মমভাবে প্রজাদের শোষণ করছেন। এই উপন্যাসে তাঁর দেশের প্রকৃত রূপটি ফুটে উঠেছে—ভুয়া সম্মান ও আধুনিকতার মোহে কেমন ক'রে মানুষ নির্দয় হয় এবং চাষীদের অত্যাচার ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে তার একটি স্বাভাবিক চিত্র এই উপন্যাসে রোমাঞ্চকর হ'য়ে ফুটে উঠেছে। এজওয়ার্থ প্রকৃতপক্ষে didactic লেখক, তিনি বিশ্বাস করতেন, উপন্যাস শিক্ষারই অঙ্গ এবং সাহিত্যকর্মও সামাজিক কর্ম। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে মঙ্গলকর পথে নিয়ন্ত্রিত করাই তার কাজ। তাঁর Belinda উপন্যাসে তা সুস্পষ্ট। Jane Austen ১৭৭৫ সালে এবং Sir Walter Scott ১৭৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অস্টেনের খ্যাতি যদিও স্কটের তুলনায় নগণ্য; কিন্তু স্কট নিজেই তাঁর অনুরাগী ছিলেন। অস্টেন তাঁর ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে, প্রাদেশিক চরিত্রের মধ্যে উপন্যাস রচনা করেছেন, আর স্কট

(৩১৫) Turgenev is said to have stated that he was an unconscious disciple of Miss Edgeworth in setting out on his literary career. Ibid—W. Allen—p. 104.

আটশত বছরের ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাস মন্থন ক'রে বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তি সমগ্র ইউরোপের কথাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে—নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যালজাক, ডুমা এবং রাশিয়ার উপন্যাস তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু বর্তমান সমালোচকদের চোখে অস্টেনের মূল্য যে পরিমাণ বেড়েছে, স্কটের মূল্য সেই পরিমাণ কমেছে। যুগের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নে এটা সম্ভব হয়েছে—তাঁরা মনে করেন অস্টেন এই যুগের এবং স্কট পুরাতনের। এই দিক থেকে অস্টেনের কৃতিত্ব অসাধারণ। অস্টেন অত্যন্ত কৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পী, তাঁর গল্পে কোন অসাধারণত্ব বা অস্বাভাবিকতা নেই। তরুণীর স্বামী অন্বেষণই তাঁর কাহিনী কিন্তু তার মধ্যে ভাবপ্রবণতা বা অনুভূতিপ্রবণতা নেই, তার কাছে এগুলি শ্লেষের বস্তু। তাঁর চরিত্রগুলি ফিল্ডিং ও স্মলেটের মত বাহিরের থেকে সৃষ্টি হয়নি, তাদের নিয়ে তিনি নিষ্ঠুর পরিহাসও করেননি বরং তাঁর বাচনভঙ্গি এমন ভাবে তাদের রূপায়িত করেছে যে তাদের প্রতি করুণায় পাঠকচিত্ত আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। অস্টেন নীতিবাদী, তাঁর Pride and Prejudice-এর Mr. Collins, এবং Lady de Bourgh হাসির পাত্র, উন্নাসিকতায় বেকুবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, লেখিকা তাদের পরে করুণার হাসি হেসেছেন। Mansfield Park-এর Mrs. Norris এবং Emma-র Elton, এককথায় হাস্যকর—ঘৃণা, ও তিরস্কারের পাত্র। এই তিরস্কারের মধ্যেই নীতিবাদী অস্টেনের নীতি ও রুচি রূপায়িত হয়েছে। তাঁর বিষয়বস্তুর পরিধি ক্ষুদ্রতর হলেও তার অন্তর্দৃষ্টি গভীর। লিখনরীতি, ঘটনাবিন্যাস ও ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ। তিনি নীতি ও রীতির (Morals and Manners) মধ্যে পার্থক্য বোধ করেননি, তাঁর ধারণা রীতি থেকেই নীতির উৎপত্তি। তাঁর কাছে সংযম, ন্যায়বিচার, অন্তরের অনুভূতি এবং শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধ সত্যাসত্য বোধই চরিত্রের মাপকাঠি। তরুণ-তরুণীর জীবনের ভুল ও নীতিহীনতার জন্য পিতামাতার শিক্ষা ও দায়িত্বহীনতাই দায়ী। Wickham-এর Lydia Bennet-এর গৃহত্যাগের জন্য তিনি পিতামাতার দায়িত্বহীনতা এবং কুশিক্ষাকেই দায়ী করেছেন। এই সময়ে ইউরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধাভিযান চলছিল এবং ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তার কোন প্রভাব তাঁর উপর পড়েনি, এবং তিনিও তাকে আশ্রয়ও করেননি।

চরিত্রসৃষ্টির কুশলতার জন্য অস্টেন প্রসিদ্ধ। তাঁর চরিত্রগুলি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে, শত তুচ্ছতার মধ্যে এমন উজ্জ্বল ভাবে রূপায়িত হয়েছে যে তা সামগ্রিকভাবে জীবনবোধ ও জীবন সমালোচনার প্রতীক হ'য়ে উঠেছে। তাঁর Pride and Prejudice-এ (১৮১৩) Elizabeth Bennet চরিত্রটি বিশেষভাবে খ্যাত,—এই নারীচরিত্রটি যেমন সুন্দর তেমনি মধুর। Mansfield Park, Emma এবং Persuation তাঁর পরিণত বয়সের সৃষ্টি। এই সময়ে তাঁর বাস্তব দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়েছিল এবং তিনি মনে করতেন ন্যায়পরায়ণতাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা। Mansfield Park-এ এক অভিজাত পরিবারের জীবন তাদের নিজস্ব

নীতি, সম্মানবোধ ও মূল্যায়নের দ্বারা পরিচালিত। পরিশেষে সকলের প্রতিই সুবিচার করা হয়েছে বিশেষতঃ Fanny-র প্রতি। সৎবৃত্তি ও ন্যায়নিষ্ঠার জয় হয়েছে এবং এইটিই তাঁর নীতিবাদ। তিনি বাস্তবধর্মী লেখিকাও হতে পারতেন, Fanny-র গৃহে প্রত্যাবর্তন ও তার মাতার দারিদ্র্যের অনবদ্য বর্ণনার মধ্যে তার চিহ্ন বর্তমান কিন্তু তিনি Comedy of Manners লিখতেই চেয়েছেন।

Emma চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তার আত্মোপলব্ধি। সে তার নিজের মতানুসারে সবই ঠিক করেছে কিন্তু পরিণামে সবই ভুল। আত্মবিস্মৃত এম্মার নিজেকে আবিষ্কারের মধ্যে যে বেদনা ফুটে উঠেছে তা লেখিকার অপূর্ব আত্মবিশ্লেষণের পরিণত সৃষ্টি। এম্মার জীবনকে কেন্দ্র ক'রে তার বন্ধুবান্ধবদের জীবনে প্রণয় চলেছে—সে নিজেও বুঝতে পারেনি, সে কাকে ভালবাসে। যখন সে আবিষ্কার করল যে, সে Knightley-কে ভালবাসে তখনই সে নিজের সত্তাকে আবিষ্কার করল। ব্যঙ্গ-শ্লেষের পরিবেশে চরিত্রগুলি সজীব হ'য়ে উঠেছে।

Charlotte Bronte-র সমালোচনা প্রসঙ্গে অস্টেনকে জৈবাবেগহীন ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। পাঠককে পরিস্থিতির তীব্রতায় অধৈর্য করতে তিনি চাননি, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্বাভাবিক প্রবহমান জীবনের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকে নিপুণ হাতে এঁকেছেন—তিনি রোমান্টিক নন বরং বাস্তবধর্মীর নিকট-আত্মীয়।

স্কটের সম্বন্ধে সমালোচকদের মতের পার্থক্য প্রচুর। E. M. Forster তাঁর Aspects of the Novel-এ বলেছেন,—"He is seen to have a trivial mind and a heavy style. He can not construct. He has neither artistic detatchment nor passion"........। (৩১৬) কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে স্কট সত্যকার গল্প-লিখিয়ে। একশ' বছর পূর্বে তাঁর যে খ্যাতি ছিল বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে বটে' কিন্তু তাঁর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। উপন্যাসে, ইতিহাস-রচনায় এমন কি ধর্মীয় আলোচনায়ও তাঁর দান প্রচুর—তিনি তখনকার Oxford Movement-এর সহযোগী ছিলেন।

স্কটকে আমরা ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাস-লেখক হিসাবেই জানি এবং এই-ই তাঁর প্রসিদ্ধির কারণ। কথিত আছে, তাঁর Waverley Novels থেকেই ব্যালজাক তাঁর কমেডি হিউমেন রচনাশৈলী গ্রহণ করেন। স্কটের মধ্যে অতীত ইতিহাসের বর্তমান প্রকাশ এবং ব্যালজাকে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রকাশ। তাঁর চরিত্র সাধারণ ও সমাজ-জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত—মানুষ পারিপার্শ্বিক জগত, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যে রূপ পায় তাই। এই দিক থেকে তিনি অতীতের নিদ্রিত ইতিহাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর চরিত্রের মধ্যেই ইতিহাস প্রাণ পেয়েছে। Lob Roy-ই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্র

(৩১৬) Ibid—Allen p. 118.

তা নয়,—তাঁর চরিত্রের আবির্ভাবই উদ্দেশ্যমূলক। Rob Roy ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘাতের সৃষ্টি, তার চরিত্র বাস্তবায়িত এবং এই বাস্তবতা ঐতিহাসিক গতি ও শক্তি নিয়ন্ত্রিত বাস্তবতা।

অন্য কোন ইংরাজ লেখক এ যাবৎ যা পারেননি এবং করেননি স্কট তাই করেছিলেন—মানুষে-মানুষে, মানুষে-স্থানে, মানুষে-সমাজে, মানুষে-অতীতে যে একটা ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে এবং মানুষ দেশ-কাল-রীতি নিরপেক্ষ নয়, এই সত্যটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধির ফলে তাঁর চরিত্রগুলি একটা নির্দিষ্ট সীমার মাঝে পরিপূর্ণ ব'লে কল্পিত হয়েছে। এই পূর্ণতা বর্তমানের দৃষ্টিতে হয়ত অসমীচীন—টলস্টয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পীসের মানুষের মত তা বিরাট পরিধির মত গতিশীল নয়, তবুও তারা পূর্ণ। ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তাঁর দৃষ্টির সাফল্য অসাধারণ। তার Rob Roy-এর গুপ্ত আক্রমণ, Old Morality-র যুদ্ধ, The Heart of Midlothian-এর যুদ্ধ টলস্টয় ও Stendhal-এর মত লেখককেও প্রভাবিত করেছে। স্কটের প্রভাব সুদূর বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির মধ্যেও এসে পৌছেছিল।

তাঁর ট্র্যাজেডি The Chronicles of the Canongate, The Highland Widow এবং The Two Drovers নীতিমূলক কাহিনী। নৈর্ব্যক্তিক এক ঐতিহাসিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই চরিত্রগুলি জাতীয় রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে—এই সামগ্রিকতা Merimée-কে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর স্কটিশ উপন্যাস সমগ্রভাবে এক বিশিষ্ট জগত এবং এই জগত ও তার জনশ্রেণী এক বিরাট সৃষ্টি। তাঁর গল্পাংশ অপ্রধান, চরিত্রই প্রধান—এইটি বর্তমানের দৃষ্টিতে লেখকের মূল্যায়নের অর্ধেক বলা হয়। তিনি প্রাচীন রীতিতে নূতনের স্রষ্টা ব'লে তাঁর উপন্যাস অনেক সময়ে শেষের দিকে মন্থর ও শ্লথ হ'য়ে পড়েছে। স্কট রোমান্টিক লেখক এবং রোমান্টিক ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক কিন্তু যৌনপ্রেম বা রোমান্টিক প্রেম বর্ণনায় তিনি নিষ্প্রভ। যৌনাবেগ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি সমাজকে স্থিত এবং সংস্কৃতির মূল্যকেই প্রকৃত মূল্য ব'লে ধরে নিয়েছেন এবং সাধারণজ্ঞানের শক্ত কাঠামোর মধ্যেই বিচার করেছেন। তাঁর জীবন স্বপ্নময় জগৎ নয়, এবং তিনি সমাজ-রীতি-নীতি ও দেশাচারের সীমানার মধ্যেই ব্যক্তি-জীবনকে দেখেছেন। অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিবাদের নামে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে মুক্ত ক'রে একক ও স্বাধীন ক'রে ফরাসী বাস্তববাদীগণের মত ছেড়ে দেননি। তাঁর জগত যুক্তিবাদ দ্বারা চালিত নয়—হৃদয়বৃত্তি আপেক্ষিকতামুক্ত নয়, সমাজ ও নৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন নয়। এইগুলি যদি সাহিত্য সৃষ্টির অক্ষমতা বলে গ্রাহ্য হয় তবে তাঁর সৃষ্টিও অক্ষম বলতে বাধা নেই, কিন্তু মানুষের কি দেশ-কাল-অবস্থার বাইরে কোন নির্দিষ্ট অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ?

প্রকৃতপক্ষে স্কটের দান ইংরাজী সাহিত্যে অবহেলিত হয়েছে, কিন্তু ব্যালজাক, টলস্টয়, মেরিমির মধ্যে তাঁর প্রভাব উপন্যাস-সাহিত্যে নূতনতম অবদান উপহার দিয়েছে। স্কটের স্কটিশ নভেল অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জন করেছিল।

তাঁর Waverley Novels (১৮১৪) সমগ্র জগত জয় করেছিল কিন্তু এডিনবাগের প্রকাশকদের জয় করতে পারেনি। তাঁরা ধারণা করেননি যে স্কটিশ উপন্যাস কোনদিন ব্যবসার দিক দিয়ে সফল হবে। তখন শিল্প-বিপ্লবের যুগ, সাহিত্য তখন ব্যবসায়ের পণ্য হ'য়ে উঠেছে এবং ব্যবসায়িক সাফল্যই তাঁদের কাছে প্রধান বিচার্য ছিল।

স্কটিশ নভেল-লেখকদের মধ্যে স্কট ছাড়াও অন্য কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখক আছেন। Susan Ferrier (১৭৮২-১৮৫৪)-এর Marriage প্রকৃতপক্ষে স্কটের নভেলের তিন বৎসর পূর্বে ১৮১১ সালে লেখা। তাঁর লেখা স্কট থেকে নীচু স্তরের, একথা বলা যায় না। লেখিকা একদিকে স্মলেটের ব্যঙ্গ ও বাস্তবতা, অন্যদিকে এজওয়ার্থের নীতিবাদকে গ্রহণ ক'রে নূতন ভাবে তাঁর উপন্যাসকে বিন্যাস করেছেন। উন্নাসিক Lady Juliana স্কটল্যাণ্ডের এক লর্ডের দ্বিতীয় পুত্রকে বিবাহ করেন। স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্যজীবনের সারল্য ও গ্রাম্যতার মধ্যে এই শিক্ষিতা মহিলাকে কেন্দ্র ক'রে বেশ রহস্যঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে এই ম্যারেজেই ১৮শ শতক সুলভ গতিবেগ ও নীতিবাদ বেশ সুসঙ্গতভাবে বর্ণাঢ্য রূপ লাভ করেছে।

Galt (১৭৭৯-১৮৩৯)-এর প্রথম উপন্যাস Annals of the Parish. এটি স্কটের ভাইকারের সঙ্গে তুলনীয়। এটিকে ইংরাজী-সাহিত্যের আদিম Chronicle উপন্যাস বলা যায়। Dalmailing গ্রামের প্রায় ৫০ বৎসরের ক্রমপরিবর্তনশীল জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস। সনাতন সুন্দর একটি গ্রাম কী ক'রে ধীরে ধীরে শিল্প-নগরীতে পরিণত হল—তার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, বয়নশিল্প কারখানা স্থাপন, শ্রমিকের অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তনের চমৎকার ইতিহাস। এই উপন্যাসই শিল্পবিপ্লবজনিত পরিবর্তনের প্রথম সমসাময়িক উপন্যাস। আমেরিকান শিল্পপতি Cayenne-এর মৃত্যুর মধ্যে তখনকার উদ্ধত ধনিক সম্প্রদায়ের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি উপেক্ষা ও উপহাসকে নগ্নভাবে দেখানো হয়েছে। এই চরিত্রটি অতি সুন্দর ভাবে এবং সুস্পষ্ট ভাবে সাক্ষ্য দেয়—এই জাতীয় শিল্পপতিগণ আহৃত অর্থ ও সম্পদের ঔদ্ধত্যে কেমন ক'রে ধর্ম ও নীতিকে মনোজগত থেকে নির্বাসিত করেছিলেন।

তাঁরই The Entail-কে প্রথম Saga উপন্যাস বলা যায়। শিল্পায়নের যুগে মানুষের লোভ ও ধনসম্পদের মোহ যে মানুষকে কতখানি নির্দয় ও হিংস্র করেছিল তারই এক পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস এই উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। ধনলোভে অন্ধ Walkinshaw এবং তার তৃতীয় পুত্র জর্জের জমির ক্ষুধা পরিবারের সকলের অনুভূতি ও অন্তরকে উদ্ধত পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাঁর সৎ চরিত্রগুলি নির্জীব, কিন্তু অসৎ চরিত্রগুলি বেগবান ও বাস্তব। তিনি স্কটের মত প্রাদেশিক লেখক নন এবং তাঁর সঙ্গে গোগোল ও দস্তয়েভ্স্কির তুলনা করা যায়।

Michael Scott (১৭৮৯-১৮৩৫)-এর Tom Cringle's Log ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসখানি Blackwood's পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এটি একটি ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে বর্ণিত উপন্যাস। শ্রীকান্তের মত একই নায়কের জীবনে এর ঘটনাগুলি ঘটেছে ব'লেই একসূত্রে গাঁথা, নইলে পৃথক হতেও কোন অন্তরায় নেই। লেখক জাহাজে ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চাকুরী করেছেন, তারই অভিজ্ঞতা তিনি অত্যন্ত উলঙ্গ ও উদ্ধত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

James Hogg-এর The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner (১৮২৪) ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে যুগোপযোগী একখানা সার্থক উপন্যাস। Wringhim একজন Calvinist মতবাদী। তিনি ভগবান-প্রেরিত পুরুষ ব'লে নিজেকে মনে করতেন এবং তাই কোন দুর্নীতিকেই দুর্নীতি ব'লে মনে করেননি। তিনি এক যুক্তিবাদী যুবকের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সৎ ভাইকে বহুভাবে নির্যাতিত ক'রে অবশেষে তাকে হত্যা করেন এবং শেষে এই শয়তানরূপী যুক্তিবাদী যুবকের কবল থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করেন। যুক্তিবাদী তরুণটি শয়তানের প্রতীক। এই উপন্যাসখানিকে বর্তমান যুগের ডাঃ জিকেল ও মিঃ হাইডের অগ্রদূত বলা যায়।

আরও দুইজন আইরিশ ঔপন্যাসিক এই সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। Samuel Lover এবং Charles Lever (১৮০৬-৭২)। তাঁরা উভয়েই আয়ারল্যাণ্ডের কাহিনী ও পরিবেশকে রঙীন ক'রে চিত্রিত করেছিলেন, ইংলণ্ডের পাঠকগণকে তুষ্ট করতে। বহুদিন থেকেই লণ্ডন থিয়েটারে আইরিশ ভৃত্যের ভাঁড়ামিপূর্ণ অভিযান বেশ জনপ্রিয় ছিল। Lover-এর Handy Andy এই রকম এক ভৃত্যের কৌতুককর অভিযান। Lever পেশাদার লেখক, পাঠককে খুশী করতে সাহিত্য-ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্যই লিখেছেন যদিও তাঁর রচনা Lover থেকে বেশী সাহিত্যধর্মী। তাঁর Charles O' Malley পুরাতন রোমাঞ্চ-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। তাঁর Major Monsoon চরিত্রটি ১৯শ শতকের Falstaff বলা যায়, অভিনব না হলেও উল্লেখযোগ্য।

Thomas Love Peacock (১৭৮৫-১৮৬৬) এই যুগের ব্যবসা-সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। বলা যায়, ইংরাজী সাহিত্যের চলতি ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। তাঁর জীবন অস্টেন থেকে তাঁরই জামাই মেরিডিথ পর্যন্ত। তাঁকে অনুকরণ অনেকে করেছেন কিন্তু তাঁর প্রতিযোগী কেউ নেই। তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, বিদ্রূপ করেছেন প্রায় সকলকেই, সকল রকমের চিন্তাধারাকেই, কিন্তু তার মধ্যে হিংস্রতা নেই, তিক্ততা নেই, তা কাউকে দংশন করে না—তাঁর ব্যঙ্গ শান্ত হাস্যরসে অভিনব। তাঁর প্রথম উপন্যাস Headlong Hall (১৮১৬)। অনেকগুলি দার্শনিক, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, গায়ক, চিত্রশিল্পী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত হেডলং-এর বাড়ীতে সমবেত হ'য়ে নিজ নিজ মত, রুচী ও ধারণা ব্যক্ত করেছেন, খেয়েছেন, নেচেছেন এবং

পরিশেষে সকলেই যার যার মত একটি তরুণীর সঙ্গে জোট বেঁধে তাদের বিয়ে করেছেন। চরিত্রগুলির সবই টাইপ-চরিত্র কিন্তু তারা বুদ্ধিদীপ্ত। এর মধ্যে Mr. Foster মনে করেন মানুষ উন্নতিশীল, Mr. Escot মনে করেন মানুষের দিন দিন অবনতি হচ্ছে, Mr. Jenkinson-এর মধ্যাবস্থা। যার যার মতবাদের ভিতর দিয়েই তাদের চরিত্র ফুটে উঠেছে। Escot বলেন—মানুষ যতদিন স্বাভাবিক খাদ্য ফলমূল খেত ততদিন স্বাস্থ্যবান ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল না, রোগ ছিল না। আগুন আবিষ্কারের ফলেই সব গেল, মানুষ কৃত্রিমখাদ্য মাংস, মাছ পুড়িয়ে খেয়ে লিভার নষ্ট করল এবং তাতেই তার যত রোগ—তার থেকেই বিলাস-ব্যসন ও অকালমৃত্যু। এই জন্যই মানুষ শক্তিহীন ও ক্ষুদ্রকায় হতে লাগল, এই ছোট হতে হতেই মানুষ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। এমনি স্বচ্ছ সুন্দর পরিহাসে গল্পটি উজ্জ্বল।

তাঁর Nightmare Abbey (১৮১৮) তখনকার রোমাণ্টিক ভাবধারার প্রতি ব্যঙ্গ। শেলী, কোলেরিজ ও বায়রনকে ব্যঙ্গ করেছেন। কোলেরিজ-রূপী Mr. Flosky সম্বন্ধে ঠাট্টাটা এইরূপ—Marionetta, "Will you oblige me, Mr. Flosky, by giving me a plain answer to a plain question?" উত্তর—"It is impossible my dear Miss. O' Carroll, I never gave a plain answer to a question in my life."

এই ব্যঙ্গ পরিহাসের মধ্যে তিনি গান ও কবিতারও ব্যবহার করেছেন এবং মদ্যপায়ীর গানটির মধ্যে সমগ্র বায়রন-জীবনদর্শনকে তুলে ধরেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে অস্বাভাবিকতা থাকলেও তার মধ্যে সন্দর্ভসুলভ গতিবেগ আছে এবং তা পরিচ্ছন্ন পরিহাসে উপভোগ্য। তাঁর নারীচরিত্রগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক, ফিল্ডিং ও মেরিডিথের মাঝে এমন স্বাভাবিক নারীচরিত্র কেউ সৃষ্টি করেননি।

তাঁর Maid Marian-এর গ্রাম্য-কাহিনীর মধ্যে সুচারু ব্যঙ্গ-পরিহাস সুবিন্যস্ত এবং Crotchet Castle-এর Dr. Folliot চরিত্রটি ইংরাজী সাহিত্যের একটি স্মরণীয় চরিত্র। Gryll Grange তাঁর ৭৫ বছর বয়সের লেখা শেষ উপন্যাস কিন্তু তখনও তাঁর পরিহাস ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র মন্দীভূত হয়নি। নারী-চরিত্র রচনায় তাঁর সংযত সমীহ, তাঁর সভ্য সংযত মনের পরিচয় বহন ক'রে এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর এই সংযম ও সম্ভ্রমবোধ আরও বেশী প্রশংসিত হবে আশা করা যায়।

ভিক্টোরিয়া-যুগ

Thackeray ১৮১১ সালে Dickens ১৮১২, Trollope ১৮১৫, Charlotte Bronte ১৮১৬, Emily Bronte ১৮১৮, George Eliot ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এদের পূর্বে Mrs. Gaskell ১৮১০, Charles Reade ১৮১৪ এবং Charles Kingsley ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা সকলেই একই যুগের একই প্রত্যয় নিয়ে লিখেছেন তা নয়—এই সমগ্রের মধ্যে Emily Bronte সম্পূর্ণ পৃথক। তবে একদিকে তাঁদের সাদৃশ্যও যথেষ্ট। এই যুগের বিশ্বাস, সমাজ সচেতনতা ও হৃদয়বৃত্তিতে অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যুগকে দেখেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। তখন শিল্পায়ন দ্রুত সমৃদ্ধি এনেছে। দার্শনিকগণের প্রত্যয় ছিল জাগতিক-জীবনে প্রাচুর্য এলেই মানুষের হৃদয় সন্তোষ লাভ ক'রে উদার ও মহৎ হবে (অবশ্য তা হয়নি বরং ভোগ ও অর্থলিপ্সা বেড়ে গিয়ে প্রাচুর্য হৃদয়বৃত্তিকে শুষ্ক ক'রে দিয়েছে)। এই যুগের আশা ও প্রগতির প্রতি বিশ্বাস তাঁদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী যুগের Samuel Butler (১৮৩৫) George Meredith (১৮২৮) Thomas Hardy (১৮৪০) স্বতন্ত্র। তাঁদের মনে সন্দেহ জেগেছে যুগধর্মের প্রতি এবং তাঁরা তাই সমকালীন সমাজব্যবস্থা, মনন ও মানবধর্মের বিরুদ্ধতা করেছেন।

প্রথম দলের মন তৎকালীন সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁরা সেই যুগকে বিধৃত ক'রে রেখে গেছেন তাঁদের সাহিত্যকীর্তির মাঝে কিন্তু দ্বিতীয় দল তার বিরুদ্ধতা করেছেন, তাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁদের অবিশ্বাস নিয়ে। সেইজন্যই তখনকার জন-সমাজে তাঁরা আদৃত হননি। মেরিডিথ-এর বই বিক্রি হয়নি, জনৈক বিশপ হার্ডির Jude the Obscure-কে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন এবং বাটলারের The Way of All Flesh তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিতই হয়নি।

থ্যাকারে ও ডিকেন্স প্রভৃতির এই যুগের সঙ্গে একীভূত মনন একদিকে যেমন সৃষ্টির দৈন্য এনেছে অন্যদিকে সেইটাই তাঁদের সৃষ্টির প্রধানতম শক্তিকে পরিণত করেছে। এই শক্তির বলেই তাঁরা তখনকার ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র হ'য়ে রয়েছেন। তাঁরা সমাজ ও যুগের মননকে সমালোচনা না করেছেন এমন নয় কিন্তু তাঁরা Balzac, Stendhal, Turgenev, Flaubert, Dostoevsky-র মত চরমপন্থী নন, কারণ তখনকার ইংলণ্ড, রাশিয়া এবং ফ্রান্সের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ঠিক একই রকম ছিল না। ফ্লবেয়া মনে করতেন যে, মানব-ইতিহাস তিন স্তরে বিভক্ত, প্রথম পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় খ্রীষ্টানধর্ম এবং তৃতীয় Muflisme (Swinishness—পশুবৃত্তি) এবং তাঁর যুগ এই তৃতীয় স্তরে পৌঁছে গেছে। তখন ফ্রান্স হৃতগৌরব, বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ চলে গেছে এবং সাধারণ মানুষ নামতে শুরু করেছে। ব্যালজাক, স্তাঁদাল ও ফ্লবেয়া যুগের আশা ও বিশ্বাসের মূর্ত প্রতিবাদ—Balzac, Stendhal and Flaubert

were great Romantics who instead of turning away from the world in disgust turned towards it in disgust and fought it with its own weapon. In them realism as an aesthetic creed was born. (৩১৭)

রাশিয়ার অবস্থা তখন ভিন্নরূপ। সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণীর অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবাদে উপন্যাসকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আর্ট ও প্রচারের মধ্যে তফাৎ ছিল না—এবং ছিল না প্রয়োজনের তাগিদে। রাজকীয় সেন্সরের জন্য একমাত্র উপন্যাসের পথ ছাড়া সমাজনীতি, মানুষ ও রাষ্ট্রকে সমালোচনার দ্বিতীয় কোন পথ উন্মুক্ত ছিল না। এই কারণে রাশিয়ায় সাহিত্যে যে জীবন-প্রশ্ন ও ব্যাপকতা পাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া-যুগের সাহিত্যে তা পাওয়া যায় না এবং টলস্টয়ের আর্টের ধারণা ও ফ্রান্সের আর্টের ধারণাও পৃথক। পরবর্তী যুগে ফরাসী সাহিত্যের বহুল প্রভাব সাগর পেরিয়ে ইংলণ্ডে এসেছিল কিন্তু ঠিক এই যুগে তার কোন ছাপ পড়েনি।

এই যুগে ইংলণ্ড শিল্পায়নে অনেক এগিয়েছে এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কৃপায় তার অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। এই অবস্থায় ইংরাজী সাহিত্য তদানীন্তন সমাজকে গ্রহণ করেছিল, যুগের প্রগতিকে বিশ্বাস করেছিল এবং তার ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেনি। তাঁরা সমালোচনা করেছেন দর্শক বা পাঠকের দৃষ্টি নিয়ে, সন্দেহ ভয় প্রকাশ করেছেন কিন্তু নিরাশ হননি। ১৯শ শতকের শেষে এসে তাঁদের আত্মতুষ্টি ও কৃত্রিমতাকে কঠোর সমালোচনা না করা হয়েছে এমন নয় বা তাঁরাও যে শিল্পবিপ্লব-ঘটিত অব্যবস্থা ও সমাজ-নীতিহীনতাকে না দেখেছিলেন এমনও নয়। তখন শিল্পবিপ্লবের মন্থনদণ্ডের আঘাতে একদিকে শোষণজনিত অনন্ত দারিদ্র্য ও অন্যদিকে অসহনীয় উদ্ধত প্রাচুর্য এসেছে—ডিস্‌রেলি যাকে দুই জগত ব'লে অভিহিত করেছেন। শিল্পায়ন যে শক্তিকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিল তাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে সমাজ-কল্যাণ সাধন করা যায় তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল,—অর্থনৈতিক আইন-কানুনের ফাঁস শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে এসে লেগেছে। যুগের পাপ ও ব্যভিচারকে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে দেখেছেন এবং বুঝেছেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাসও করেছেন, এই পাপ দূরীভূত হবে—এটা সাময়িক একটা চঞ্চলতা মাত্র। চারিপাশে বস্তুজগতের আরাম ও সুবিধা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, তাঁরা বিশ্বাস করেছেন জড়জগতের এই উন্নতি সভ্যতাকে সুন্দর ও সার্থক করবে। বিরোধী দল না ছিলেন এমন নয়, কারলাইল, রাসকিন, নিউম্যান, ম্যাথু আরনল্ড বিরোধিতা করেছেন কিন্তু ভিক্টোরিয়া-যুগের লেখকগণ এই জড়বাদের প্রগতির প্রতি কোন সময়ই আস্থা হারাননি। বিশেষতঃ নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় তখন সম্ভ্রম সম্মান প্রভৃতি কথাগুলি নূতন অর্থবহ হ'য়ে উঠেছে। ১৮শ শতকের মাঝামাঝি সম্ভ্রান্ত কথাটার অর্থ ছিল—

(৩১৭) Ibid—p. 140.

নৈতিক চরিত্রের জন্য সম্মানিত। শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থ হল, অর্থ ও বিত্তবান সচ্চরিত্র ব্যক্তি, আরও পরে এসে অর্থ দাঁড়াল, যে-কোন অবস্থার লোক যদি ব্যবহারে, স্বভাবে, চরিত্রে সুন্দর হয় তবেই সে সম্মানিত। যে কোন ব্যক্তিই চরিত্র ও কর্মবলে শালীনতাবোধের জন্য সম্মানিত হতে পারত, কৌলিন্য ও সম্পদ তখন হিসাবের বাইরে। শালীনতা, পবিত্রতা তখন সমাজের মূল্যায়নের মাপকাঠি হয়েছে। Thomas Bowder তাঁর Family Shakespeare থেকে অশালীন কথাগুলি বাদ দিয়ে দিয়েছেন, ফিল্ডিং-এর টম জোন্স আর সাধারণের পাঠ্য ছিল না। সে সময়ে যৌন নীতির দিক থেকে স্ত্রী ও পুরুষের নীতির মধ্যে তফাৎ ছিল অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পক্ষে যা দুর্নীতি পুরুষের পক্ষে হয়ত তা দুর্নীতি ছিল না, কিন্তু এই যুগে স্ত্রী-পুরুষের নীতির সমতা এল। এই নীতিবাদ জীবন ও সমাজের পক্ষে খুব স্বাভাবিক নয়, তবুও লেখকগণ তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। Thackeray-র এই বিশ্বাস অনেকটা শিথিল কিন্তু Trollope তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন,— "The writer of stories must please or be will be nothing. And he must teach whether he wishes to teach or not. How shall he teach lessons of virtue and at the same time make himself a delight to his reades ?..." (৩১৮)

Evangelical Movement মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল ক'রে তুলতে চেয়েছিল—এই দায়িত্ববোধ মানুষকে শালীন ও সুন্দর ক'রে তুলবে এবং তাই হবে সম্মানের মাপকাঠি। এই যুগের পাপ ও অনাচারকে এইভাবে দূর করার একটা প্রচেষ্টা তাঁরা করেছিলেন কিন্তু এটা ছিল দার্শনিক স্বপ্নবিলাস। প্রচেষ্টা সফল হল না, কারণ তখন শিল্পবিপ্লব মানুষকে ছিন্নমূল ক'রে সমাজ থেকে বের ক'রে নিয়ে এসে তাকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের মধ্যে ফেলেছে। দ্রুত শিল্পসংস্থা গড়ে উঠল, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হল, মানুষ গৃহ, সমাজ ত্যাগ ক'রে ছুটল শিল্পনগরে। গৃহের স্নেহ-শাসন, সমাজের নীতিবোধকে হারিয়ে মানুষের রিপুচালিত চিরন্তন ইন্দ্রিয়ভোগবিলাসেচ্ছা মুক্ত হ'য়ে ব্যাপক হ'য়ে উঠল। অবশ্য এই স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যারণ্যকে ফ্যাক্টরী-আইন, পৌর-আইন প্রভৃতির কণ্টক-প্রাচীরে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে রাষ্ট্রও বাধ্য হল।

১৮শ শতকে মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে মানুষের উপর অত্যাচার ক'রে এবং এই মানুষের অত্যাচারই ফিল্ডিং ও স্মলেটকে বিচলিত করেছিল, কিন্তু ১৯শ শতকে এই অত্যাচার ও অবিচার এল নতুন রূপ নিয়ে—জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-জনিত সম্পদ-বণ্টনের অব্যবস্থা রূপে। এই জটিল অর্থনীতির দুর্নীতিকে হয়ত আইন দ্বারা প্রশমিত করা যেত যদি পিছনে সততা সদিচ্ছা ও জাগ্রত আত্মমর্যাদাবোধ থাকত। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে,

(৩১৮) Ibid—p. 143.

বর্তমানে আমাদের এই শিল্পায়নের যুগের অবস্থা ও অব্যবস্থা ১৯শ শতকের শেষের ইংলণ্ডের অবস্থারই মত। শিল্পনগরে ছিন্নমূল নরনারীর সাম্প্রতিক ভিড় একই সমস্যা এনেছে এবং রাষ্ট্রবিদ্‌গণের মনে ও সাহিত্যে মিথ্যা আশাবাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার মোহ আমাদের জীবন ও সমাজকে জটিলতর ক'রে তুলেছে।

তখন ইংলণ্ডে একদিকে অভিজাত ধনিকশ্রেণী, অন্যদিকে দুর্গত বিরাট শ্রমিকশ্রেণী গ'ড়ে উঠেছে। এই দুই-এর দুর্নীতির মাঝে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, নূতন ব্যবহারিক বিজ্ঞান-পারদর্শী শ্রেণী ভীত ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছে—এবং তারাই প্রথম এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে দাঁড়াল। এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টার ফলে সম্মান এই নূতন আদর্শের মাপকাঠি নির্ধারিত হল। ১৮১৬ সালে লণ্ডনের মোট লোকসংখ্যার তিরিশ ভাগের একভাগ ছিল দেহজীবিনী, এবং এর ৩০ বছর পরে কার্লাইল John Forster-এর বাড়ীতে বসে বলেছিলেন, পুরুষের দৈহিক সতীত্ববোধ এখন মৃত। ডিকেন্সও এই আড্ডার অতিথি ছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—যৌন স্বেচ্ছাচার আজ এত বেশী যে আজ যদি আমার ছেলে ভাল থাকে তবে আমার সন্দেহ হবে যে তার স্বাস্থ্য ভাল নেই। ১৮৮০ সালে পলমল গেজেটের সম্পাদক W. T. Stead লণ্ডনের পণ্যা তরুণীদের ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁর অশালীন উলঙ্গ প্রবন্ধের জন্য কারাবরণ করেছিলেন।

এই পরিবেশে ভিক্টোরিয়া-যুগের লেখকগণ যৌন স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য একটা সচেষ্ট সংকল্প দেখা যায়। এই জাতীয় লোক তখন সংখ্যায় খুব বেশী নিশ্চয়ই ছিলেন না, যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সম্মানিত হয়েছিলেন। এই সম্মানিত শ্রেণীই তখনকার পাঠক, তাদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভই লেখকদের কাম্য, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারই প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনের খাতিরেই যুগের নীতিবাদের সৃষ্টি। তাঁরা এই পাঠকশ্রেণীর সঙ্গে চিত্তবৃত্তির দিক থেকে অনেকটা একীভূত। শ্রমিকশ্রেণী তখন এই সম্মানিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পর্যায়ে আসতে সচেষ্ট, অতএব নীতিবাদের তখন প্রয়োজন সমধিক। তখনকার যুগে Novelist as an artist এবং Novelist as an entertainer-এর পার্থক্য খুব প্রকট হয়নি। কাজেই, তাঁরা যা বলেছেন, যে ছবি তারা এঁকেছেন তাই সমগ্র দেশের প্রতিচ্ছবি না হলেও তখনকার জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সাহিত্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৩২ সালের পূর্বেই বিপ্লব ধূমায়িত হচ্ছিল। Reform Act এবং Factory Act পাস হল এবং ব্রিটিশ রাজত্বে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ হল। ১৮৩০ সালে ম্যাঞ্চেস্টার-লিভারপুল রেললাইন খোলা হয়েছে, ফ্যারাডে চৌম্বক বিদ্যুৎস্রোত আবিষ্কার করেছেন। তখন থ্যাকারের বয়স ২১ এবং ডিকেন্সের ২০। তাঁরা পড়তেন অস্টেন ও স্কটের উপন্যাস। Crotchet Castle ১৮৩১-এ প্রকাশিত হয়। স্কটের প্রথম উপন্যাস ও ডিকেন্সের মধ্যে কোন কৃতী সাহিত্যিক নেই।

কেবলমাত্র Pierce Egan-এর Life in London (১৮২১-২৮) এবং Theodore Hook-এর Sayings and Doings (১৮২৪) ও Gilbert Gurney (১৮৩৬) উল্লেখযোগ্য। Egan ও Hook উভয়েই সাংবাদিক ছিলেন, এবং তাঁরা পাঠকের অবসর বিনোদনের পণ্য জুগিয়েছেন কিন্তু তাঁদের লেখা ডিকেন্সকে প্রভাবিত করেছিল। ডিকেন্সও প্রথমে সাংবাদিক ছিলেন, পরে তাঁর প্রতিভা তাঁকে স্রষ্টার আসন দিয়েছে। হুক ও এগান স্মলেটের পতিত সংস্করণ। তখনকার পাঠক শিক্ষিত অভিজাত সমাজের কাহিনী ও ইতর জনশ্রেণীর কেচ্ছা পড়তে ভালবাসত, তাঁরাও বৈশ্যবৃত্তির প্রেরণাতে তাই-ই তাদের দিয়েছেন। G. P. R. James এবং Harrison Ainsworth স্কটের অনুকরণে কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন—এই ধরনের উপন্যাসের চাহিদাও তখন ছিল। হুকের বৈশিষ্ট্য, তিনি লণ্ডনের শহরতলীর নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবন নিয়ে লিখেছিলেন—ডিকেন্স নিজে এই শ্রেণীরই লোক। এই চলতি ধারার বাইরে J. J. Morier-এর The Adventure of Hajji Baba (১৮২৪) পারসিক জীবনের আকর্ষণীয় গল্প এবং Mary Russell Mitford-এর Our Village, গ্রাম্য-জীবনের স্নিগ্ধ কমনীয় গল্প (১৮১২-৩২) এবং উপন্যাস Belford Regis (১৮৩৫) উল্লেখযোগ্য।

এঁরা ব্যতীত এই যুগের নাম করবার মত লেখক Frederick Marryat (১৭৮২-১৮৪৮) Bulwer Lytton (১৮০৩-৭৩) এবং Benjamin Disraeli (১৮০৪-৮১)। এঁরা তিনজনই ভিক্টোরিয়া-যুগের বাইরের লোক। তাঁরা যুগধর্ম ও যুগনীতিবাদের প্রভাবমুক্ত। লিটন ও ডিস্‌রেলী উভয়েই রাজনীতিক এবং নেতৃস্থানীয়, মেরিয়েট নৌবাহিনীর অফিসার। মেরিয়েটের রচনা আকর্ষণীয়। তাঁর দীর্ঘ সমুদ্রের অভিজ্ঞতা এবং সামুদ্রিক পরিবেশে অভিযানের কাহিনী সাহিত্যে নূতন বিষয়বস্তু। তাঁর Peter Simple এমনি একটি অভিযান কাহিনী এবং তিনিই বর্তমান যুগের Conrad-এর পথিকৃৎ। Peter Simple নৌবাহিনীর নাবিক-জীবনের চমৎকার কাহিনী। পিটারের সারল্য ও সরল সহজ চিন্তাধারার সঙ্গে জটিল জগতের একটা তুলনামূলক শ্লেষাত্মক বিবৃতি এই কাহিনীকে সুখপাঠ্য ক'রে তুলেছে—ঠিক এমনি ভাবেই David Copperfield-এর চলার পথে বয়স্কদের চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে। তাঁর Snarleyyow বা The Dog Fiend অন্য শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

লিটনের মৌলিকতা নগণ্য। তিনি অন্যের রীতি অনুকরণ করেছেন, সামান্য বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁর Pelham (১৮২৮)। পেলহাম উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সর্বপ্রকারে চেষ্টিত। তার লণ্ডন ও প্যারিস সোসাইটিতে অভিযান এবং মানুষের পতিত জীবন (Under world)-এর কাহিনী এইটি। এই উপন্যাসে ডিস্‌রেলির Vivian Grey এবং এগানের Life in London-এর ছাপ সুস্পষ্ট।

তাঁর Eugene Aram (১৮৩২) প্রকৃতপক্ষে রহস্য উপন্যাস। থ্যাকারে

বলেছিলেন, ইউজিন যদিও চোর মিথ্যাবাদী ও খুনে কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত জীবনে সে মহত্তর মানবশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর The Caxtons উপন্যাসে ডিকেন্সে গ্যাসকেল ও থাকারের তুল্য হওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই উপন্যাসখানি স্টার্ন-এর Tristram Shandy-র অক্ষম অনুকৃতি।

Disraeli জাতিতে ইংরাজ নন, ইনি স্প্যানিশ ইহুদীর বংশধর। তাঁর পিতা Isaac উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এবং তিনি Curiosities of Literature গ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি তাঁর চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ইংলণ্ডে বসে ইংরাজ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধতা ক'রেই তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তাঁর ২২ বৎসর বয়সে ১৮২৬ সালে তাঁর Vivian Grey প্রকাশিত হয়। এখানি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক যুবকের প্রবেশ ও সংগ্রামের কাহিনী। তখন ব্যক্তিগত গুণই উচ্চসমাজের প্রবেশপত্র ছিল; সম্পদ, বংশগৌরব বা প্রতিভা যে কোন একটি থাকলেই উচ্চসমাজে স্থান পাওয়া যেত। ভিভিয়ানের ছিল প্রতিভা। পিতার নিমন্ত্রণ টেবিলে জনৈক নির্বোধ রাজনীতিক Marquis of Carabas-এর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাঁকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ক'রে নানান খেলা চলে। নতুন দল সৃষ্টি হয় এবং একটি স্ত্রীলোকের প্রতারণায় তাও ভেঙ্গে যায় এবং ভিভিয়ান ডুয়েল ল'ড়ে একজনকে হত্যা ক'রে দেশত্যাগী হয়ে ইউরোপে চলে যায়। বাকি অংশ তার ইউরোপ অভিযান। উপন্যাস হিসাবে এটি অতিকল্পনাদুষ্ট। ডিস্‌রেলি যখন এ কাহিনী লেখেন তখন রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, তিনি বাস্তবধর্মী লেখকও নন। এটি তাঁর স্বপ্নজগতের একটি বুদ্ধিদীপ্ত আলেখ্য। তার পরে তিনি Henrietta Temple এবং বায়রন ও শেলীয় জীবনীকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস লেখেন,—Roman à clef Venetia। ১৮৪৪ সালে যখন তাঁর Conigsby প্রকাশিত হয় তখন তিনি পার্লামেন্টের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। পরে তাঁর Sybil এবং Tancred প্রকাশিত হয়, এই তিনখানিই রাজনৈতিক উপন্যাস। রাজনীতি ঘিরেই তাঁর চরিত্র এবং রাজনীতিই মূলকথা—রাজনীতির সমস্যা ও সমাধান প্রভৃতি। Reform Bill-এর সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ ও সমস্যা তাঁর Conigsby-তে বিধৃত। Sybil তাঁর শিল্পায়িত ইংলণ্ডের রূপ,—তখন শ্রেণী-সংগ্রামের শুরু হয়েছে এবং তার সমাধান তিনি করতে চেয়েছেন Young England-এর আদর্শ দ্বারা। এটি বর্তমান শ্রেণী-সংগ্রামের আদি পুস্তক।

Mrs. Gaskell-এর Mary Barton ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। শিল্পাঞ্চলের দরিদ্র শ্রমিক জনগণ এবং তার পরিপূর্ণ দুরবস্থার রূপ এতে সমবেদনার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর এই দারিদ্র্যের বর্ণনা ভয়াবহ হলেও খাঁটি এবং মর্মন্তুদ। খনি ও খনি শ্রমিকের জীবন, তাদের নীচতা, চরিত্রহীনতা ও দাঙ্গাবাজী বীভৎস ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাস লেখক হিসাবে ডিস্‌রেলি সার্থক নন, কিন্তু তাঁর নারীচরিত্রগুলি বুদ্ধি, চাতুর্য ও দৃঢ়তায় নূতন ও সুন্দর; এমন কি থ্যাকারে ডিকেন্স থেকেও যেন বেশী স্বাভাবিক।

F. R. Leavis ডিকেন্সকে 'Great entertainer' বলেছেন কিন্তু great novelist বলেননি, কারণ তাঁর প্রতিভা সৃষ্টির উচ্চতম দায়িত্বকে গ্রহণ করেনি। এই দুইএর মাঝে পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। অনেক entertainer আছেন যাঁরা উপন্যাস-লেখক নন, কিন্তু এমন উপন্যাস-লেখক নেই যিনি entertainer নন—কারণ মানুষের অন্তরে আনন্দ পরিবহন করাই নভেলের প্রথম ও প্রধান গুণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি উভয়ই ছিলেন এবং সেই গুণেই তাঁর সাহিত্য চিরন্তনী (classic) সাহিত্য পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে এই সমালোচনার মূল হেতু তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না এবং তাঁর থেকেও কম শিক্ষিত পাঠকদের জন্য তিনি লিখেছেন। তাঁর পাঠক ছিল শিল্পবিপ্লব-সৃষ্ট আত্মসচেতন নূতন সমাজ। এই পাঠক সমাজের জন্য ১৮৩২ সালের পূর্বে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি কোন পাঠ্যবস্তু উপহার দিতে পারেনি। এই সময়েই প্রথম Chamber's Journal এবং Knight's Penny Magazine প্রকাশিত হয়। ডিকেন্সের উপন্যাসের প্রায় সবই ধারাবাহিক রূপে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই কারণেই গঠন ও বিন্যাসের দিক থেকে তাঁর উপন্যাস খুব সুষ্ঠু ও সুন্দর নয়। লেখক হিসাবে তিনি পাঠক ও জনসাধারণের সঙ্গে একীভূত হতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁর সাহিত্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্যই তাঁর উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাঁর ভূমিকা সংস্কারকের নয়, তিনি এই নূতন জনগণের দুঃখের কথা, অবিচার-ব্যভিচারের কথা দরদের সঙ্গে বলেছিলেন তাদেরই জন্য। এই বলা সার্থক হয়েছিল বলেই জনসাধারণ তাঁকে ভালবেসেছিল।

তাঁর বন্ধু Wilkie Collin's-এর নভেল লেখার ফরমূলা ছিল, Make 'em laugh, make 'em cry, make 'em wait। (৩১৯) ডিকেন্স প্রথমে হাসিয়েই পাঠকচিত্ত জয় করেন এবং সাংবাদিক হিসাবে সে লেখার শুরু। ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁর Sketches by Boz তখনকার চলতি লেখা, সাধারণ পাঠকদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই লেখা কিন্তু তা হ'লেও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। তখন Egan-এর Life in London ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছে (১৮২১-২৮), Surtee's-র Jorrocks's Jaunts and Jollitiès, একজন ককনী খেলোয়াড়ের অভিযান, (১৮৩১-১৮৩৪) New Sporting Magazine-এ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। এই ধারায়ই, এই সময়ের প্রয়োজনে ডিকেন্সের Posthumous Papers of the Pickwick Club লেখা—নানা ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনার উদ্দেশ্যেই এই রচনারীতি তিনি গ্রহণ করেন। এই পুস্তকে তিনি কোন সুসংবদ্ধ কাহিনী

(৩১৯) Ibid—p. 161.

রচনার চেষ্টা করেননি। দশম পরিচ্ছেদে Sam Weller-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই লেখা খুব জনপ্রিয় হয়নি।

পিকউইক পেপার ডিকেন্সের প্রতিভার একটি দিক, এখানে তিনি হিউমারিস্ট। চরিত্রের পর চরিত্র এবং হাস্যকর বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে এক আনন্দময় জগতের স্নিগ্ধতা রয়েছে। মিঃ পিকউইক প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত এবং সর্বপ্রকার লোক তাকে প্রতারিত করেছে—এই সবই ব্যঙ্গ ও কৌতুকের হাসির খোরাক। এই সব ঘটনা ও চরিত্রের সবই একটা বাস্তবাতীত জগতের সামগ্রী।

এই সময়েই Bentley's Miscellany-তে Oliver Twist প্রকাশিত হচ্ছিল। তার মধ্যে পিকউইকের বাস্তবাতীত জগৎ বাস্তবে নেমে এসেছে। অলিভার টুইস্টে 'Make 'em cry' সূত্র প্রযুক্ত হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে হাসিকৌতুক ব্যঙ্গ আছে কিন্তু তার স্বাদ ভিন্ন। ভালমন্দের সংঘাত, আইনের অপব্যবহারজনিত দরিদ্রের দুর্ভাগ্য ও দুর্বলতার মধ্যে বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বাস্তবধর্মী উপন্যাস অর্থাৎ ফ্লবেয়া প্রভৃতির তুলনায় তাঁর চরিত্র অনেকটা মেলোড্রামা ঘেঁষা কিন্তু অন্য দিক থেকে তা বাস্তবধর্মী ও বাস্তবের কঠোর ব্যঙ্গ। তার দেখা ও জানা জগতও সত্য,—শিশুর দেখা জগৎ বয়স্কের দেখা জগত থেকে কম সত্য নয়। David Copperfield-এ এসে এই দেখা জগত অত্যন্ত সত্য ও বাস্তব হ'য়ে উঠেছে।

শৈশবে ছয়মাস চাকুরী করার পর ডিকেন্সকে তাঁর বাবা ফ্যাক্টরী ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন কিন্তু তাঁর মা ঝগড়া মিটিয়ে পুনরায় কাজে পাঠাতে চান। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রতি এই অবিচারকে তিনি জীবনে ক্ষমা করতে পারেননি—ভুলতেও পারেননি। এই নিষ্ঠুর মা'কে তিনি তাঁর Nicholas Nickleby-তে হাস্যকর Mrs Nickleby-তে পরিণত করেছেন। এই ঘটনা থেকে তাঁর মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, জগতে তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রয়োজনীয়, অনাদৃত, এই ধারণাপ্রসূত চিত্তবিকার থেকে তিনি জীবনে মুক্তি পাননি। ফ্যাক্টরীর চাকুরী তাঁর অনেকগুলি সাহিত্যকীর্তির ব্যাখ্যায় সাহায্য করেছে। তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে একটি তাঁর মত নিপীড়িত, অত্যাচারিত অসহায় শিশুর দেখা মিলে—Oliver Twist, Little Nell, David, Paul Dombey, Pip প্রভৃতি তাঁর এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত চরিত্র।

তাঁর Dombey and Son, Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, Great Expectations সেই যুগের শিল্পবিপ্লব-পীড়িত সমাজের নির্মম অনাচারের মূর্ত প্রতিবাদ। He is attacking a whole social system in all its complexity whereever it seems to him to impede or prevent the flow of generous impulse between man and man, the exercise of natural kindliness and trust." (৩২০)

(৩২০) *Ibid—p. 166.*

তাঁর কমিক চরিত্র দুই রকম। কতকগুলি নীতিবহির্ভূত হাসির চরিত্র, যেমন Pickwick, Wellers, Micawber. Boffin এবং Mrs. Gamp. এদের চরিত্র নিয়ে তিনি কৌতুক করেছেন কিন্তু তিনি যখন নীতির মাপকাঠিতে কোন চরিত্রকে কমিক করেছেন তখন তার ব্যঙ্গ ও শ্লেষ হিংস্র হ'য়ে উঠেছে এবং এই হিংস্রতার মধ্যেই তিনি সমাজ-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছেন—যেমন, Heep, Bumble, Gradgrind চরিত্রে। তাদের উপরে যতই তিরস্কার ও বিদ্রূপ বর্ষিত হোক না কেন তাদের দানবত্ব সর্বদাই অটুট রয়ে গেছে।

অনেকে বলেন, ডিকেন্সের চরিত্রগুলি একক, তারা সমগ্রতা নিয়ে কাহিনীর রূপকার হয়নি। তাঁর চরিত্রগুলির সবই মানব সমাজের চিত্তবিকারের ছবি। তীক্ষ্ণ বীক্ষণশক্তি নিয়ে তিনি এই Psychopath-দের দেখেছেন এবং সেই জন্যই তা ট্রোলোপ থ্যাকারের চরিত্রের মত নয়। সমাজের প্রতি তাঁর অসন্তোষ ও ক্রোধ যতই বেড়েছে ততই তাঁর চরিত্রে এই চিত্তবিকারপ্রবণতা বেড়ে গেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাসগুলি পিকারো শ্রেণীর, Nicholas Nickleby এবং Chuzzlewit ভাগ্যান্বেষী, রডারিক র‍্যানডম বা টম জোন্সের অনুরূপ। পাঠক এই চরিত্রগুলিতে আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাদের চলার পথে দেখা চরিত্রগুলি পাঠককে আকৃষ্ট করে, চমৎকৃত করে।

তাঁর লিখনরীতির প্রথম পরিবর্তন হয় তাঁর Domby and Son-এ এসে। এই সময়ে রেললাইন হয়েছে, ইংলণ্ডের রূপ বদলেছে, নগর নূতন রূপ নিয়েছে, লণ্ডনের পুলিসকে নূতন ক'রে তৈরী করতে হয়েছে। এই রেলগাড়ীর প্রতিষ্ঠা থেকেই পিকারো নভেলের সমাধি। এই পরিবর্তনের জন্যেই Dromby-তে এসে নূতন কাহিনী ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ডিকেন্সের লেখায় একটা সামগ্রিকতা (Comprehensiveness) বর্তমান। সমাজের অসৎ স্তরের মানুষ নিয়ে বাস্তব পৃথিবীর একটা সামগ্রিক রূপ তিনি এঁকেছেন। পঞ্চম দশকে এসে এই পরিবর্তন এমন প্রকট কেন হল তার কারণ তিনি সমাজ-ব্যবস্থার রূপ চিত্রিত ক'রে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই নভেলকে সমাজের সমালোচনা ও বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেছেন সমাজের ও ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য। তার ঘটনা হয়ত মামুলী, কৃত্রিম, মেলোড্রামাদোষদুষ্ট, হয়ত সম্ভাবনাপূর্ণ কিন্তু বাস্তব নয়, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট জগতে সমগ্র সমাজ, তার গ্লানি, অনাচার-ব্যভিচার ও বাস্তবস্বরূপ বিধৃত। ঠিক এমনি ক'রে সমগ্র সমাজের একটা সামগ্রিক রূপ অন্য কোন ইংরাজ লেখকের সাহিত্যে সৃষ্টি হয়নি। ফ্লবেয়া, ব্যালজাক, জোলা যে অর্থে বাস্তব, তিনি সেই অর্থে বাস্তবধর্মী নন। একমাত্র ডেভিড কপারফিল্ড হয়ত বাস্তবতার দাবী করতে পারে কিন্তু তাও বাস্তবতায় শুরু হ'য়ে কৃত্রিমতায় শেষ হয়েছে।

Domby and Son, Great Expectations এবং Our Mutual Friend-এর মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম প্রতীকতার সৃষ্টি হয়। বয়সের সঙ্গে

সঙ্গে ডিকেন্সের মনে গভীর নিরাশা এসে দেখা দেয় এবং শেষের উপন্যাসগুলিতে তার কটাক্ষ ও সমালোচনা অধিকতর হিংস্র হ'য়ে দেখা দেয় এবং তারই ফলশ্রুতি রূপে চরিত্রে বেশী মেলোড্রামার আবির্ভাব হতে থাকে। এই সময়ে শিল্পবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে স্বর্ণ ও সম্পদই মানুষের জীবনে সর্বস্ব হ'য়ে ওঠে। Mr Domby তারই প্রতীক, তাঁর স্বর্ণের মোহের কাছে স্নেহ, করুণা, প্রেম, মমতা, স্ত্রী-পুত্র সবই মূল্যহীন হ'য়ে গেছে। তখনকার শিল্পায়নের সৃষ্ট নূতন ধনিক ব্যবসায়ী সমাজে এই-ই ছিল স্বাভাবিক,—আজ সে যুগ ভারতেও এসেছে। Domby-র মাঝে শিল্পায়নের পৈশাচিক মনোবৃত্তি রূপায়িত হয়েছে।

Bleak House-এও এই লোভ ও মোহ অর্জনে না হলেও উত্তরাধিকারে এসেছে। Great Expectation-এও তাঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্র Pip টাকার চিন্তায় তার স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আত্মীয়স্বজন সব বিসর্জন দিয়েছে। নির্জন জলাভূমির মধ্যে পলাতক আসামীর সঙ্গে Pip-এর সাক্ষাৎ থেকেই তার চিত্তবিকার হিংস্র কাঞ্চন-মোহে পরিণত হয়েছে। Our Mutual Friend-এও এই কাঞ্চন কৌলিন্যের সমালোচনা আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে।

চার্লস্ ডিকেন্স একদিকে কমিক, অন্য দিকে কাব্যধর্মী ও বাস্তবাতীত কিন্তু তাঁর বেগবান কল্পনারচিত কৃত্রিম জগতও পাঠকচিত্তে বিশ্বাস এনে দেয় এবং তা বাস্তবানুগ ব'লে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। তাঁর এই বাস্তবাতীত চরিত্র ও বেগবান কল্পনার সঙ্গে কেবলমাত্র দস্তেয়ভ্স্কি, কাফ্কা, ও জেমস্ জয়েসের তুলনা হ'তে পারে।

দোষ-ত্রুটি তাঁর রচনারীতি, কাহিনী ও আঙ্গিকে অনেক আছে কিন্তু তাঁর সবকিছু ত্রুটির উপরে জ্যোতির্ময় হ'য়ে উঠেছে তাঁর মানবিকতা। তাঁর হৃদয়ের অপার করুণা ও মানবপ্রেম বাস্তববুদ্ধি ও যুক্তিকে ছাড়িয়ে উঠেছে বলেই তাঁর দৃষ্টি আজ চিরন্তনী সাহিত্যের অঙ্গীভূত। পাঠক, সমালোচক যতই মস্তিষ্কধর্মী ও যুক্তিবাদী হোন, হৃদয়ের প্রেরণা ও গভীর অনুভূতির কাছে তাঁকে নতিস্বীকার করতেই হয় এবং সেই জন্যই শত ত্রুটি সত্ত্বেও ডিকেন্স স্মরণীয় ও বরণীয় হ'য়ে আছেন। (৩২১) তিনি কেবলমাত্র সুন্দরের পূজারী নন, শিব ও সুন্দরকে একীভূত ক'রে তারই আশ্রয়ে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে লালিত করেছেন। আজকের মস্তিষ্কধর্মী সাহিত্যের যুগে ইব্সেন, আঁনাতোল ফ্রাঁও নগণ্য হ'য়ে গেছেন এবং

(৩২১) "Here, (Oliver Twist, David Copperfield) again England led the way in developing the type of the humanitarian novel, as he had led the way in the industrial revolution, which had so many by-products of suffering. Modern World Fiction-Brewster & Burrell.—p. 16-17.

(৩২১) "That Dickens had great many demerits as a writer is too obvious to be important. Though in his later works he took on more of the modern ambitions of psychology and artistic construction, he never lost the melodramatic and farcical conventions of his youth," The Outline of World Literature—Drinkwater—p. 541.

টলস্টয়ও নগণ্য হতে চলেছেন, কিন্তু হৃদয়ের কাছে তাঁদের আবেদন ব্যর্থ হয়নি এবং হৃদয়ের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে আবেদন ব্যর্থ হবে না।

William Makepeace Thackeray ১৮১১ সালে (বর্তমান ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কেয়ার্টারে) জন্মগ্রহণ করেন।

Thackeray ভিক্টোরিয়া-যুগে ডিকেন্সের মতই জনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পরে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর মূল্য কমে যায়, এমন কি এই যুগের অপরিজ্ঞাত Trollope থেকেও তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তার প্রধান কারণ থ্যাকারের লেখা ডিকেন্সের মত সৃষ্টিধর্মী নয়, তাঁর লেখার মত লেখা পূর্বেও ছিল, তিনিও লিখেছেন এবং পরেও লেখা হয়েছে। ১৮৪৭ সালে তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাস Vanity Fair প্রকাশিত হয়। তিনি পূর্বে Punch পত্রিকার লেখক হিসাবে রোমান্টিক উপন্যাস ও তাদের লেখককে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ক্ষত বিক্ষত করেছিলেন। সেই কারণেই তাকে Vanity Fair-এর চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ করতে হয়েছে এবং স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের গ'ড়ে তুলতে হয়েছে। তাঁর এই উপন্যাস নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা সামগ্রিক রূপ। ১৮১০ সাল থেকে লণ্ডনের নূতন আবহাওয়ায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। লেখক উপন্যাসের নামকরণে এটিকে নায়কহীন উপন্যাস বলেছেন। এই নায়কহীন উপন্যাসে তিনি চেয়েছিলেন তদানীন্তন সমাজচিত্রকে (Manners) রূপায়িত করতে এবং তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছেন বলা যায়।

তাঁর Becky Sharp এবং তার স্বামী Rawdon Crawley বিশ্বসাহিত্যের দুইটি অনন্যসাধারণ চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্যে যুগধর্ম, বয়স ও বয়ঃধর্ম এবং পরিবেশ নিখুঁত রেখাপাত করেছে। সমগ্র মানুষের জীবন, স্থান-কাল ও স্বধর্ম নিয়ে পল্লবিত বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে—অর্থ অর্জিত হয়েছে, হৃত হয়েছে, বিবাহ হয়েছে, স্বামীস্ত্রী সাধারণের মত জীবন অতিবাহিত করেছে, স্বাভাবিক ভাবেই ব্যর্থ হয়েছে, বার্ধক্য তার অসহায়তা নিয়ে এসেছে—এমনি একটা সামগ্রিক সামাজিক জীবন তার নিজস্ব পরিচয় নিয়ে কঠোর সত্যরূপে দাঁড়িয়ে আছে। আবির্ভাব, জীবন, পরিণতি সবই স্বাভাবিক এবং এই স্বাভাবিকত্ব কেবলমাত্র টলস্টয়ের War and Peace-এর সঙ্গেই তুলনীয়। পার্থক্য এই যে, ভ্যানিটি ফেয়ার অসমাপ্ত চিত্র। থ্যাকারে প্রবন্ধকার হিসাবে লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখার মধ্যেও Steele, Addison, Goldsmith-এর মত একটা প্রবন্ধসুলভ সুর বর্তমান। ভ্যানিটি ফেয়ারের মধ্যে এমনি সব প্রবন্ধসুলভ দীর্ঘ সংলাপ রয়েছে এবং এই সংলাপে তিনি যেন পাঠকের সঙ্গেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর চরিত্র ও ঘটনার উপর তিনিই মন্তব্য করেছেন এবং তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন এবং তার উপরই তাঁর নীতিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই রীতি উপন্যাস-রচনারীতির পক্ষে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ নয়।

Vanity Fair নামটির মধ্যেই একটা সামান্যতা রয়েছে, এই সামান্যতার

উপরেই তাঁর প্রতিভা সমস্ত কাহিনী গড়ে তুলেছে। Bunyan-এর সমাজ চিত্রের সঙ্গে তাঁর কল্পনা ও অর্থের পার্থক্য আছে। বিনিয়ানের কাছে জগতের সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য যেন শয়তানীর নামান্তর, খ্রীষ্টানের পক্ষে মুক্তির অন্তরায়, জগতের ফাঁদ কিন্তু থ্যাকারের কাছে সেটা হয়েছে আত্মশ্লাঘা। লোকে এই আত্মশ্লাঘাকে প্রশংসা করবে, ভাল বলবে এইটেই তার কাছে মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহার। Wherever there was a man he was a snob। সব মানুষই যেন মিথ্যার মুখোশ পরে নিজেকে বড় ক'রে জাহির করতেই ব্যস্ত। ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসাগত ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোক সর্বদাই উচ্চ শ্রেণীর মত সম্মান পাওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল—তখন জন্মগত এবং পৈতৃক কৌলিন্যের সম্মান এবং নূতন আহৃত সম্পদের সম্মানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছিল। Mr. Osborne-এর চরিত্রে নূতন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সমাজের নূতন মর্যাদার লড়াইকে তিনি রূপায়িত করেছেন। এই লড়াইএর মধ্যে নকল সম্মানের অন্তরালে আপনার সামাজিক নৈতিক ও চারিত্রিক অক্ষমতাকে গোপন করতেই যেন সকলে ব্যস্ত কিন্তু এই যুগেও যে আপন কর্ম ও গুণে সত্যিকার দৃঢ় মানুষ গড়ে উঠেছিল, একথা তিনি অস্বীকারও করেছেন, উপেক্ষাও করেছেন।

অনেক সমালোচক বলেন, থ্যাকারে ১৮শ শতকের লেখক, ১৯শ শতকে জন্মেছেন এবং ১৯শ শতকের সমাজ তাঁর প্রতিভাকে নির্বীর্য ক'রে দিয়েছে। তাঁর The History of Pendennis, His Fortunes and Misfortunes, His Friend and His Greatest Enemy ১৮৪৮ থেকে ৫০-এর মধ্যে মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সবগুলিই যেন টম জোন্সের ১৯শ শতকীয় সংস্করণ। তাঁর স্ত্রীচরিত্রগুলি খুব সজীব ও স্বাভাবিক হয়নি। এই অক্ষমতার জন্ম তাঁর জীবনের একটি ঘটনাই দায়ী। নারীচরিত্র এবং যৌনজীবন সম্বন্ধে তাঁর একটা মানসিক বাধ (inhibition) ছিল এবং এই বাধই তাঁর স্ত্রীচরিত্র সৃষ্টির অন্তরায় হয়েছে। যৌনজীবন বঞ্চিত তাঁর চরিত্রগুলি খুব স্বাভাবিক হয়নি। তাঁর নারীচরিত্র হয় ভাল, নয় মন্দ—হয় Amelia Sedley নয় Becky Sharp, হয় Laura Bell নয় Blanche Amory, হয় Lady Castlewood নয় Beatrix। তাঁর সমস্ত সমবেদনা গেছে ভালর দিকে, বেকি, ব্ল্যাঙ্কি ও বিয়াট্রিকস্-এর প্রতি। এমেলিয়া ও শ্রীমতী পেনডেনিস চরিত্র দু'টিকে তিনি নির্বোধ রূপে সৃষ্টি করেছেন—তাদের নারীত্বের বিকৃতিই তাদের নির্বুদ্ধিতার ধারক।

Prof. Greig তাঁর মানসিক বাধ সম্বন্ধে বলেছেন,—লেখক সর্বদাই তাঁর মায়ের কঠোর নির্দেশে বাস করতেন এবং এই কঠোরতার জন্ম তাঁর বিবাহের চার বৎসর পরে বিবাহও নিষ্ফল হয়। Mrs Pendennis এক জায়গায় বলছেন, "I have no doubt there is sexual jealousy on the mother's part." এই মন্তব্যের মধ্যে থ্যাকারের নিজের মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। সে যাই হোক, তাঁর এই ধারণার সংকীর্ণতাই তাঁর নারী-চরিত্র চিত্রণের

ন্তরায় হয়েছে। তিনি তাঁর বিকৃতমস্তিষ্ক স্ত্রীর প্রতিও অনুরক্ত ছিলেন, এই সব ্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি তাঁর নারী-চরিত্রগুলিকে খুব স্বাভাবিক হতে দেয়নি। তাঁর ভাল চরিত্রগুলি যথা বেকি ব্ল্যাক্কি, বিয়াট্রিকস্ নানা দিক থেকে আকর্ষণীয় উজ্জ্বল সন্দেহ নেই কিন্তু যৌনজীবনে আকর্ষণহীন। তাঁর মন্দ চরিত্রগুলিও এমনই;—সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও আদ্র', নির্জীব, সমাজ-জীবনে অহংপূর্ণ যৌন-জীবনে অহংহীন। এই মানসিক বাধ যেমন একদিকে ভ্যানিটি ফেয়ারের বেকিকে অনবদ্য ক'রে তুলেছে, অন্যদিকে এই বাধই অন্য চরিত্রগুলিকে দুর্বল ক'রে দিয়েছে। George Eliot-ও তাঁরই মত নীতিবাদী ধনিক সম্প্রদায়ের শক্তি ও স্পর্ধা, শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন কিন্তু তাঁর চরিত্রগুলি আরও উজ্জ্বল, চরিত্রবিশ্লেষণে আরও গভীর—থ্যাকারের হালকা বর্ণাঢ্যতা যদিও সেখানে নেই। লেখকের বিচার হয় তাঁর জীবন-প্রত্যয় ও অনুভূতি নিয়ে—থ্যাকারের ব্যক্তিগত জীবন পরাজিত ও নিরাশাপীড়িত, তাঁর চরিত্রও তাই অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত। ভ্যানিটি ফেয়ার ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস হওয়ায় রচনারীতি শ্লথগতি কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা সুন্দর। বেকি ও এমেলিয়া দুইটি বিরুদ্ধস্বভাব নারীচরিত্র ঘিরে বহু বিচিত্র চরিত্র তাদের বিভিন্নতা নিয়ে ভিড় করেছে—তার মধ্যে একটা এমন মধুর সামঞ্জস্যতা ও বৈপরীত্য রয়েছে যা পাঠককে চমৎকৃত করে।

থ্যাকারেই প্রথম ফিল্ডিং-এর ধারা থেকে উপন্যাসকে নূতন ধারায় প্রবাহিত করেন। জন্মরহস্য, অজ্ঞাত উত্তরাধিকার, গোপন উইল প্রভৃতি ধরনের দুর্লভ ঘটনাকে এড়িয়ে তিনি চরিত্র ও তার পারিপার্শ্বিক সম্পর্ককে কেন্দ্র ক'রে তাঁর উপন্যাস রচনা করেন—অর্থাৎ কাহিনীতে ঘটনার প্রাধান্য হ্রাস ক'রে, মনোবিকলনের প্রাধান্যকে তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। সে দিক দিয়ে ভ্যানিটি ফেয়ার নূতনতম সাহিত্যকীর্তি।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত এই চিত্তবিকার এবং দুর্বলতা তাঁকে পেয়ে বসে এবং তাঁর সৃষ্টিও সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে স্থিতিলাভ করে। তাঁর Pendennis আত্মজীবনীমূলক, তাঁর মানসিক দুর্বলতাজনিত দুর্বল সৃষ্টি। অনেকে তাঁর Henry Esmondকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলেন। এই উপন্যাসেও তাঁর সুন্দর উজ্জ্বল প্রচেষ্টা রয়েছে, ক্রমশঃ প্রকাশিত না হওয়ায় রচনা সুসংবদ্ধ। Queen Anne-র সময়ের লণ্ডনের চমৎকার বর্ণনা ও বিশ্লেষণও আছে। বিয়াট্রিকস্ চরিত্রটিও মধুর সুন্দর কিন্তু এত থাকা সত্ত্বেও এটি যেন ১৮শ শতকের কাহিনী ১৯শ শতকে নূতন ক'রে বলা হয়েছে মাত্র। তবে এস্মণ্ডের ভাষা ও রচনা-রীতি সর্বাপেক্ষা উন্নত, ভাষার মাধুর্য পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে কিন্তু জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্যতা তাকে অসামান্যতার দাবী থেকে বঞ্চিত করেছে।

Mrs. Gaskell-এর সাহিত্যবিচার খুব সহজসাধ্য নয়। তাঁর সাহিত্যে তাঁর সুন্দর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নিকট-পরিবেশ অতি নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি ম্যাঞ্চেস্টারের এক Unitarian Minister-এর পত্নী হিসাবে পূর্ণ নারী-জীবনের

অধিকারী, বহু সন্তানবতী হিসাবে পূর্ণ মাতৃত্বের অধিকারী। তাঁর জীবনও একটা অপূর্ব পবিত্রতায় সার্থক। তাঁর রচনার মধ্যেও তাই একদিকে সরস পরিহাস, অন্যদিকে আন্তরিক সহানুভূতি। তাঁর Cranford (১৮৫৩) এবং Wives and Daughters-এ ('৬৬) তিনি যা করতে পারেন তাই করেছেন ব'লেই তা সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়েছে। Cranford-এর মধ্যে প্রাদেশিক একটি শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাগণের শান্ত-সুন্দর জীবন, কৌতুক, আশা-নিরাশা অতি সহজ ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। লেখিকা নিজেও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এই সমাজকে বাহির ও ভিতর থেকে তিনি দেখেছেন। পরিবেশ হাস্যকর, হাসির উপাদান মধুর এবং তার সঙ্গে তাঁর স্নেহ ও সহানুভূতি ক্ষরিত হ'য়ে তাকে অনন্যসাধারণ ক'রে তুলেছে।

Wives and Daughter-এ তাঁর সীমিত শক্তি বৃহত্তর পরিবেশ ও প[illegible] প্রেক্ষিতকে ধারণ করতে পারেনি। প্রাদেশিক শহরের বৃহত্তর সমাজের শ্রেণীবিন্যা[illegible] এক ডাক্তার কন্যার জীবন ঘিরে লেখা হয়েছে। মহিলা লেখকগণ এমনি ধরনে[র] হালকা কমেডি লেখায় সাধারণতঃ পারদর্শী হন। তাঁর Cynthia Kirkpatric[k] ইংরাজী সাহিত্যে এক অতি সুন্দর তরুণী চরিত্র। কিন্তু লেখিকা অন্যা[ন্য] লেখিকাদের মতই পুরুষ-চরিত্র চিত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন, তিনি পুরুষ-চরিত্রকে আং[শিক] বিচার করেছেন, সমগ্রভাবে দেখার উদারতা ও প্রতিভা তাঁর ছিল না। ত[াঁর] সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত উপন্যাস Mary Barton (১৮৪৮) এবং North a[nd] South (১৮৫৫) তাঁর সমাজ-চেতনার সাহসিকতাপূর্ণ পরিচিতি। ভিক্টোরি[য়] যুগে উপন্যাসের অপ্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছিল এবং এই দু'খা[নি] উপন্যাসের দৈর্ঘ্যই এর একমাত্র অযোগ্যতা।

Mary Barton ইংলণ্ডের শিল্পায়নপ্রসূত নবতম সমাজের শ্রেণী-সংগ্রা[মের] একটি বিশিষ্ট চিত্র। বেকার-সমস্যা, উপবাসী শ্রমিক-জীবনের সমস্যার সমা[ধান] তিনি দেননি, দিতে চেষ্টাও করেননি কিন্তু যে শোচনীয় অবস্থা হওয়ার কথা তাই হল কেন তা তিনি সাহসের সঙ্গে সঠিকভাবে, সুন্দরভাবে বলেছেন।—অ[র্থাৎ] কেন এই শ্রেণী-সংগ্রামের পরিস্থিতির উদ্ভব হল। নায়িকার পিতা John Barton হত্যাকারী হতে হয়েছে। তাঁর Aunt Estherকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়ে[ছে] Mary কোনমতে এই দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে গেছে, এই অবিচারের জন্য দায়ী তাদে[র] ধনগর্বিত ধনিক শ্রেণী, একথা তিনি অত্যন্ত সৎসাহসের সঙ্গে সঠিকভাবে বলেছেন।

Mary Barton তাঁর প্রথম এবং North and South তাঁর চতুর্থ উপন্যা[স।] শেষোক্তটির ঐতিহাসিক মূল্য আজও তাঁকে আকর্ষণীয় ক'রে রেখেছে। ভিক্টোরি[য়] যুগের সামাজিক রূপ, তার প্রতি সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি বিশেষতঃ দ[রিদ্র] জনগণের ভয় ও ব্যাকুলতার একটি ঐতিহাসিক চিত্র এই উপন্যাস। শ্রেণী-সংগ্রা[মের] রূপই এর উপজীব্য—Margaret Hale নামে একটি তেজস্বিনী মহিলার চ[রিত্র] ঘিরে শিল্পায়িত উত্তর এবং কৃষিপ্রধান দক্ষিণের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ফুটে উঠে[ছে]

তার পিতা চার্চ ত্যাগ ক'রে এক ধনিক পুত্রের শিক্ষকরূপে ম্যাঞ্চেস্টারে আসেন। এখানে ধনিকপুত্র Thornton-এর সঙ্গে মার্গারেটের সংগ্রামের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে। মার্গারেটের কাছে শিল্পায়িত উত্তর কুদৃশ্য, অসভ্য, দক্ষিণ চাষী ও সামন্তবর্গের সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ। মার্গারেটের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন কঠোর আত্মপ্রত্যয়ী Thornton-এর মধ্যে পাঠকচিত্তও শিল্পায়িত উত্তরের বিকট বীভৎসতা মর্মে মর্মে অনুভব করে। এই শ্রেণী-বিভাগ ডিস্‌রেলির ধনী-দরিদ্র নয়, এটা চাষীপ্রধান দক্ষিণ ও শিল্পপ্রধান উত্তরের সংঘাত,—সংস্কৃতিগত সংঘাত।

Mrs. Gaskell-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁর অধীত ও জ্ঞাত জগতের সঠিক সুন্দর নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে সজীব সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। এই যাথার্থ্য ও সজীব প্রকাশনা তাঁকে সাহিত্য-জগতে স্থায়ী আসন দিয়েছে।

ডিকেন্সের জনপ্রিয়তাকে বাদ দিলে Emily এবং Charlotte Bronte ভগ্নিদ্বয়ের জনপ্রিয়তা ইংরাজী সাহিত্যে সর্বাধিক। এই জনপ্রিয়তার মূলে তাঁদের জীবনের নিষ্ঠুর একাকীত্বের প্রতি পাঠকচিত্তের সহানুভূতি কতখানি তা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁদের জীবন ও জীবনী যে জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ কারণ একথা অস্বীকার করা যায় না। এঁদের জীবন অন্তর্মুখী, একক, আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবে Haworth-এর এক রেকটরীতে কেটেছে। দিবাস্বপ্নে কেটেছে তাঁদের কৈশোর, Angria শহরের সীমিত বিশ্বে তাঁরা বড় হ'য়ে উঠেছেন। এই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আত্মসমীক্ষণ ও বিশ্লেষণই তাঁদের রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে, একথা বলাই বাহুল্য। চারলটির রচনা শ্রীমতী গ্যাসকেলের অনুকৃতিতে স্তিমিত। এমিলি প্রকৃতপক্ষে উচ্চাঙ্গের লেখিকা, তাঁকে কোন ছকে ফেলে বিচার করা চলে না। তাঁর Wuthering Heights স্বয়ংসম্পূর্ণ একখানি বিস্ময়কর উপন্যাস। তাঁর সমস্ত উপন্যাসের কেন্দ্রে ছাত্রী-শিক্ষক সম্পর্কের একটা বেদনাময় কারুণ্য রয়েছে, কারণ Haworth শহরের জীবনে এই অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনের একমাত্র অভিজ্ঞতা। এই স্বপ্নটাও মেয়েদের মনের অতি সাধারণ যৌনস্বপ্ন। তারা চায় পরাজিত হতে এমন একজন লোকের কাছে,—যে অনেক বড়, অনেক উঁচু, শ্রদ্ধার পাত্র। কৈশোরে তাই তারা শিক্ষককেই এই বড়ত্বের প্রতীক ব'লে মনে করে এবং তাকে নিজের কাছে নামিয়ে আনাটাই যেন নারী-জীবনের জয়।

চারলটির Jane Eyre-র গল্পটির সারাংশ করলে তা অর্থহীন মনে হয়। Rochester তার পাগল স্ত্রীকে উপর তলায় এক মাতাল চাকরের হেফাজতে রাখে। অন্যান্য ভৃত্যগণ এবং তার অবৈধ সন্তানের ধাত্রী Jane Eyreও তা জানে না। স্ত্রীর পাগলামী নানাভাবে দেখা দেয়। রচেস্টারের দুইবার বিবাহে কোন নৈতিক বাধারও বালাই নেই। সে জেনকে বিবাহ করতে চায় কিন্তু তাকে এই বোগাস বিবাহে রাজি করাতে না পেরে তাকে মিস্ট্রেস রাখতে চায়। জেন পালিয়ে যায় এবং অত্যন্ত দুঃস্থ অবস্থায় তার দূরসম্পর্কের ভাইদের কাছে পৌছে জানতে পারে যে, সে প্রভূত অর্থের মালিক। St. John Rivers ভারতবর্ষে ধর্মযাজক হিসাবে যাবেন, তিনি

জেনকে পত্নী হিসাবে নিয়ে যেতে চান। জেন যেতে রাজি কিন্তু স্ত্রী হিসাবে নয়। তখন রিভার্স বিবাহের জন্য জোর জবরদস্তি করতে থাকে এবং সেও প্রায় রাজি হয়। এমন সময় হঠাৎ সে এক রহস্যময় ডাক শুনতে পায় এবং রচেস্টারের কাছে ফিরে আসে এবং জানতে পারে রচেস্টারের পাগল স্ত্রী ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল এবং জলন্ত কড়িকাঠ পড়ে রচেস্টার অন্ধ হ'য়ে গেছে এবং তার স্ত্রী ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মারা গেছে। জেন রচেস্টারকে বিবাহ করে। পরে রচেস্টার কিছুটা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় এবং তাদের সন্তান হয়।

এই গল্পাংশ অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু জেনের জীবনস্বপ্ন অত্যন্ত বাস্তব হ'য়ে উঠে অনন্যতার দাবী করতে পারে। এখানি আত্মমুখ (Subjective) উপন্যাস। বায়রনের চাইল্ড হ্যারোল্ড বা লরেন্সের সন্স এ্যাণ্ড লাভার্স-এর মত। বলা যায়, চারলটি বায়রনের স্ত্রী-সংস্করণ। ঐ উপন্যাসখানিকে প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস বলা যায়, কারণ এর সবখানিই লেখিকার আত্ম-অনুভূতিপ্রসূত। তাঁর এই অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস অটল, নিশ্চয়। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের পুনর্মিলন হয়েছে বলেই এটি সুন্দর। তাঁর Shirlyকে খুব সফল উপন্যাস বলা যায় না; এই উপন্যাসে মিসেস গ্যাসকেলের অনুকৃতি সুস্পষ্ট। West Riding-এর তাঁতশিল্প, তার শ্রমিক শিল্পপতিদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। Villette তাঁর আত্মমুখ উপন্যাস। Lucy Snowe তার জীবন-কাহিনী বলেছে। লেখিকা ব্রুসেল্‌সে তাঁর শিক্ষক M. Heger-এর সান্নিধ্যে যে অনুভূতি সংগ্রহ করেছিলেন সেই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই Lucy ও Mr. Paul Emanuel-এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। চারলটির থেকেই ইংরাজী উপন্যাসে প্রথম জৈবাবেগের (Passion) প্রকাশ দেখা যায়। তার পূর্বে মানুষের যৌনজীবন দুইভাবে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথম স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেম ও যৌনজীবনে, এবং দ্বিতীয় মানব-পশুর সহজ প্রবৃত্তিগত কামনার প্রকাশে—যেমন টম জোন্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু রোমান্টিক কবিগণ যৌনজীবনকে যেমন একটা দেহাতীত আধ্যাত্মিকতার সুষমায় মণ্ডিত ক'রে তাকে সর্বজাগতিক করে তুলেছিলেন তেমনটি এর পূর্বে আর সাহিত্যে স্থান পায়নি। (৩২২) মুক্ত মানবাত্মার অকৃত্রিম প্রকাশেই চারলটির বৈশিষ্ট্য। এই দিক থেকে তাঁর মানব-অন্তরের জিজ্ঞাসা দস্তয়েভ্‌স্কি ও লরেন্সের অনুরূপ।

এমিলির Wuthering Heights একখানি স্বতন্ত্র উপন্যাস, যার সঙ্গে ঠিক তুলনা করা যায় এমন উপন্যাস একান্তই বিরল। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যের মূল কারণ তিনি মিস্টিক, তাঁর কবিতায়ও তা সুস্পষ্ট। উপন্যাসে তাঁর বিশেষ এক অভিজ্ঞতার

(৩২২) Before her, the treatment of sexual love had been of two kinds; as a scarcely tempestuous affection between man and wife on the one hand and as a healthy animal sensuality, such as we find in Tom Jones, on the other. But passion as the romantic poets have expressed it, something transcending sensuality, because a blending of the spiritual with the physical, was unknown.—The English Novel—W. Allen—p. 193.

প্রকাশ—এই অভিজ্ঞতা কী তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। লেখিকা দার্শনিকও নন, ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞাও নন, ঔপন্যাসিক মাত্র, কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি মানুষের স্বজ্ঞাপ্রসূত জীবন-বোধকে প্রতীকতার সাহায্যে প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এমনভাবে তাকে ব্যক্ত করেছেন যার সাধারণ কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

Wuthering একটি প্রাদেশিক শব্দ যার অর্থ "atmospheric tumult to which its station is exposed in stormy weather." মানব-হৃদয়ের দুইটি দিক আছে, একদিকে শক্তিশালী ঝটিকাপ্রবাহ চলেছে আর একটি দিক শান্ত সমাহিত। এই দুইএর আধ্যাত্মিক প্রকাশ হয়েছে যেন এই উপন্যাসে।

তাঁর সৃষ্ট জগতের অধিবাসীরা সমাজবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের অতীত। চরিত্রের মূল্যায়ন হয়েছে আধ্যাত্মিক মাপকাঠিতে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোন আত্মিক অভিজ্ঞতাই যেন রূপ পেয়েছে তাঁর এই উপন্যাসে। ফিল্ডিং, অস্টেন, থ্যাকারে ট্রোলোপের চরিত্র সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব, জর্জ ইলিয়ট, জেমস্ লরেন্সের চরিত্র মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব কিন্তু এমিলির চরিত্র যেন বাস্তবাতীত অধ্যাত্মজগতের বাস্তব। তাঁর Heathcliff, Nelly, Hindley প্রভৃতি চরিত্রগুলি ঠিক এমনি এক জগতের চরিত্র অথচ তারা অবাস্তব নয়।

কথাসাহিত্যের এই-সব প্রখ্যাত শিল্পী ব্যতীতও এই যুগে কয়েকজন জনপ্রিয় লেখক-লেখিকা আছেন। Charlotte M. Yonge (১৮২৩-১৯০১) তাঁদের অন্যতম। তাঁর সৃষ্টি উচ্চাঙ্গের না হলেও ভিক্টোরিয়া-যুগের একটা দিক তাঁর উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। আদর্শ পরিবারের শান্ত-সুন্দর ছবি অত্যন্ত সহৃদয়তা ও দরদ নিয়ে তিনি রচনা করেছেন। The Daisy Chain, The Heir to Redclyffe এবং Heartsease-এর মধ্যে ১৯শ শতকের চিন্তাধারা ও সমাজের আলেখ্য আজও সুখপাঠ্য। বিশেষতঃ তাঁর চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির শক্তি প্রশংসাযোগ্য।

Trollopeকে ছোট থ্যাকারে বলা হয় কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা ও মৌলিকতার জন্য তাঁর আসন স্বতন্ত্র। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য। উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—"a picture of common life, enlivened by humour and sweetened by pathos." (৩২৩) তিনি তাঁর যুগের সঙ্গে একাত্ম, তাঁর যুগ-সমালোচনা আজও গ্রহণযোগ্য। রাজনীতিতে তিনি দক্ষিণপন্থী লিবারাল। ত্রুটি তাঁর অনেক,—ভাষা দুর্বল, বিষয়বস্তুর অকারণ প্রাধান্য দেওয়ায় অনেক স্থানেই একঘেয়ে। উপন্যাসের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও সচেতন নয়। যুগধর্মে তিনখণ্ডে বিস্তৃত এবং সাময়িক পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হওয়ায় অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘ। কাহিনীও দুর্বল,—এই দুর্বলতাই অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর শক্তির উৎস হয়েছে—পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ কিন্তু তাদের মধ্যে সামগ্রিক কোন রূপ নেই। সেইজন্য Richard Garnett তাঁকে "Chronicler of small beer"

(৩২৩) Ibid—p. 199.

ব'লে ব্যঙ্গ করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে একখানি উপন্যাসকে বিচার করলে এইরূপই মনে হয় কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনা একসঙ্গে ক'রে দেখলে মনে হবে, ব্যালজাকের কমিডির মত তিনিও এক প্রত্যক্ষ জগত সৃষ্টি করেছেন—যদিও সে জগত ব্যালজাকের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়।

তাঁর কাহিনী দক্ষিণের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যেও তিনি চাষী, মুজুর, ইট তৈরীর মুজুর সকলকেই দেখেছেন। শিল্প-বিপ্লবজনিত পরিবর্তন তাঁর বিষয়-বহির্ভূত। তাঁর Mrs Dale's Diaryতে সাধারণ জীবনের সাধারণ ছবি প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার সঙ্গে লেখক একীভূত হ'য়ে গেছেন—ক্ষুদ্র তুচ্ছ পর পর চলতে চলতে একটা সামগ্রিক রূপ সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে লেখকরা সাধারণকে অতিকায় ও বৃহত্তর ক'রে দেখেন কিন্তু ট্রোলোপ তার বিপরীত—তিনি যা দেখেছেন ঠিক তাই বলেছেন, তাকে চেষ্টা ক'রে বেগবান করতে চাননি। তাঁর এই সাধারণত্বই সাহিত্যকীর্তি হ'য়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টির সততায়। স্কট ও ডিকেন্স এই সততার দিক থেকে তাঁর সমগোত্রীয়। তিনি জীবনকে কোন থিওরী বা পূর্বাজিত কোন ধারণা নিয়ে দেখেননি, কাজেই তাঁর দেখার মধ্যে মস্তিষ্কবৃত্তি বা রোমান্টিকতার কোনটাই নেই। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাও প্রচুর, সরকারী কর্মচারী, পত্রিকা সম্পাদক, পার্লামেন্টের সদস্য এবং ভ্রমণকারী হিসাবে তিনি অনেক দেখেছেন। তা ছাড়া ইংরাজসুলভ শিকার, তাস প্রভৃতিতেও তাঁর বেশ হাত ছিল।

তাঁর ৫০ খানি উপন্যাসকে নানা ভাগে সমালোচকগণ ভাগ করেছেন—রাজনৈতিক, প্রাদেশিক প্রভৃতি কিন্তু এ ভাগ ঠিক মেলে না। যেমন তাঁর The Warden প্রাদেশিক চিত্র হ'লেও তার মধ্যে যথেষ্ট রাজনীতির খেলা রয়েছে। অনেকে তাঁর The Wardenকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করেন। তিনি নিজে ভাবপ্রবণ ছিলেন না, কিন্তু যুগের চাহিদায় তিনি তাঁর এই উপন্যাসে ভাবপ্রবণতা ও কারুণ্যের প্রাবল্যে বিষয়ভ্রষ্ট হয়েছেন। তাঁর Barchester Towers-এ তেমনি সহজ পরিহাসপ্রবণতাও আছে। তাঁর যুবক চরিত্রগুলি শক্তিশালী চরিত্র। তাঁর The Eustace Diamonds, The Way We Live Now প্রভৃতি উপন্যাসে ব্যর্থ প্রেমের বোঝা যেন বড় বেশী হ'য়ে উঠেছে।

ফিল্ডিং, অস্টেন প্রভৃতির প্রতিভার সঙ্গে হয়ত ট্রোলোপ তুলনীয় নয় কিন্তু স্রষ্টা হিসাবে তাঁদের নিকট-সম্পর্ক অবশ্যই স্বীকার্য। তাঁর স্ত্রী-চরিত্রগুলি সুন্দর সন্দেহ নেই কিন্তু তারা যেন পুরুষ যে-ভাবে তাদের দেখতে চায়, পেতে চায়, তেমনি ভাবে গ'ড়ে উঠেছে।

The Last Chronicle-এর ত্যাগী Mr Crawby চরিত্রের মধ্যেই বোধ হয় প্রথম অবচেতন মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর পরিপক্ক বয়সের লেখায় তাঁর গভীর বীক্ষণশক্তি সমাজের বাস্তবরূপ-বিচারে মাঝে মাঝে যেন থ্যাকারেকেও অতিক্রম ক'রে গেছে। তাঁর শেষ বয়সের বিশেষ দান মানব-

চিত্তবিকার বিশ্লেষণ এবং এই বিকার-বিশ্লেষণের কাছে চলতি নীতিবাদ ও বিশ্বাস মূল্যহীন হ'য়ে গেছে। He Knew He Was Right এবং Phineas Finn উপন্যাসে এই চিত্তবিকার বিশ্লেষণে তাঁর বীক্ষণশক্তির গভীরতা তাঁকে উচ্চাঙ্গের স্রষ্টার আসন দিয়েছে। এই বিকার-বিশ্লেষণের মধ্যেই সমাজের ভিত্তি-ভূমির নীচে যে একটা অসারতা রয়েছে তা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি চরিত্রকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছেন। কোন মত বা ধারণা দ্বারা প্রভাবিত না হ'য়ে চরিত্রসৃষ্টি লেখকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু তিনি এই বাধাকে অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর শেষ জীবনের লেখাগুলি যতখানি আদৃত হওয়া উচিত ছিল ততখানি হয়নি। তাঁর The Way We Live Now উপন্যাসখানি দীর্ঘ হলেও সুন্দর। সমাজের সর্বস্তরের দুর্নীতি ও অবিচারের পূর্ণতর পরিচয় একে মূল্যবান করেছে—সাহিত্য, সাংবাদিকতা, অর্থজগত, সমস্ত ক্ষেত্রের দুর্নীতি, পক্ষান্তরে তথাকথিত ভদ্র রুচি-সম্পন্ন সমাজের দুর্নীতির সার্মাগ্রক চিত্র। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র Melmotte অভিজাত সমাজের নমস্য—সকলেই জানে তার দুর্নীতির কথা অথচ সকলেই তাকে সম্মান করে, খাতির করে, শ্রদ্ধা করে, যেহেতু সে তাদের চেয়েও বড় জুয়াচোর, নীতিকে আশ্রয় করতে চাইলেও দুর্নীতিকে আর দুর্নীতি ব'লে মনে করে না। এই উপন্যাসখানি ১৯শ শতকের ৭ম দশকের সমাজ ও মানুষের, বিশেষতঃ তাদের যুক্তিহীন নীতিবোধের ও অবস্থাগত দুর্নীতির সুন্দর চিত্র।

১৯শ শতকের ২য় দশকে যে-সব সাহিত্য-দিকপাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে George Eliot একজন শীর্ষস্থানীয়া লেখিকা, কিন্তু তিনি মধ্যবয়সে লিখতে আরম্ভ করেন ব'লে তাঁকে শেষ ভিক্টোরিয়া যুগের লেখিকা বলা হয়। কিন্তু এই দুইযুগের মাঝে আরও কয়েকজন লেখক আছেন যাঁদের কথা উল্লেখ না করলে এই যুগের ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যায়।

Robert Smiths Surtees (১৮০৩-৬৪)-কে ঠিক ঔপন্যাসিক বলা যায় না, তবুও তাঁর প্রথম গ্রন্থ Jorrocks's Jaunts and Jollities (১৮৩৮) New Sporting Magazine-এ প্রকাশিত টুক্‌রো টুকরো লেখার সংকলন। এখানি পিকউইক পেপারের সমগোত্রীয় ব্যঙ্গ পরিহাসে সমুজ্জ্বল। তিনি নিজে শিকারী ও খেলোয়াড় ছিলেন। তাই তাঁর খেলাধূলার বর্ণনা প্রত্যক্ষ, বিশেষতঃ তাঁর খেঁকশিয়াল শিকারের বর্ণনা একটি দুর্লভ সাহিত্যকীর্তি। তার Jorrocks একজন লণ্ডনের ককনী এবং শিকারী Pigg-এর চরিত্র দুইটি সাহিত্যে অমর হ'য়ে আছে।

Gorge Borrow (১৮০৩-৮১) এঁদের সমকক্ষ না হ'লেও তাঁর Lavengro (১৮৫১) এবং Romany Rye (১৮৫৭) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। স্মলেটের অনুকরণে পিকারো উপন্যাস। কাহিনী ঘটনাপ্রধান, তার মধ্যে কোন চরিত্র সৃষ্টি হয়নি। কতকগুলি চলতি ঘটনা সুলিখিত ও সুসন্নিবেশিত হ'য়ে কাহিনী

সৃষ্টি করেছে। Charles Kingsley-র Alton Locke (১৮৫০) একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর সাহিত্য মিসেস্ গ্যাসকেলের অনুরূপ এবং তাঁরই অনুকৃতি কিন্তু তাঁর মত সমাজ ও পরিবেশকে স্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবে তাঁর বর্ণনা অতি সুন্দর, প্রত্যক্ষ ও প্রাণবন্ত, তাঁর East End-এর দোকানের বীভৎসতা ও নায়কের চরিত্র প্রাণস্পর্শী। তাঁর লেখার মধ্যেই শ্রেণীসচেতনতা দেখা যায়। শ্রেণীসংগ্রাম ও সংঘাতের দুঃখ ও জ্বালা অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। নায়ক Locke শ্রেণীসচেতন চরিত্র, গর্বিত অন্তর নিয়ে সমস্ত অন্যায়ের প্রতি দুর্বার হ'য়ে উঠেছে।

তারই ভ্রাতা Henry (১৮৩০-৭৬)-কে অনেকে উচ্চতর আসন দেন। কিন্তু চার্লস-এর প্রত্যক্ষতা ও প্রামাণ্যতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি ৫ বছর অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ পুলিসের চাকুরী করেন এবং তাঁর Geoffrey Hamlyn-এর মধ্যে সেখানকার এই নূতন জীবনের বর্ণনা অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণযুদ্ধ ইংরাজ পাঠকের চিত্ত হরণ করে। তখন অস্ট্রেলিয়ার সুখস্বপ্ন ইংরাজের চোখে, তাই Lytton, Reade এবং ডিকেন্সের মিকবার সেখানে উচ্চশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি যা দেখেছেন তাই বলেছেন এবং সেইজন্যই একটা বলিষ্ঠ বাস্তবতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পুলিস হিসাবে যে সব সাহসিক কর্ম তিনি করেছেন তার আকর্ষণীয় বর্ণনা তাঁর লেখাকে জনপ্রিয় করেছিল। পরে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করেন এবং এই যুদ্ধের বিবরণ তাঁর Ravenshoe-তে বর্ণনাচাতুর্যে মনোরম।

Sheridon Le Fann (১৮১৪-৭৩) অনেক গুণের অধিকারী এবং একসঙ্গে অনেক কিছু দিতে গিয়ে উপন্যাস-লেখক হিসাবে তিনি উপন্যাস-ধর্ম রক্ষা করতে পারেননি। নভেল তখন সাধারণতঃ আনন্দদান ও প্রচারের মাধ্যমরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং তিনি নভেলকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর শক্তি উপন্যাসে সম্যক্ভাবে আশ্রয় পায়নি। ইনি জাতিতে আইরিশ এবং তাঁর জীবনের বৃহত্তর অংশ ডাবলিনে কেটেছে। ইংলণ্ডের বাইরে থাকতেন ব'লে তাঁর রচনারীতি অনেক পিছনে ছিল কিন্তু তাঁর ছোটগল্পগুলি তার প্রতিভার স্বাক্ষর। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস The House by the Churchyard (১৮৬৩)। ১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের ডাবলিনের নিকটবর্তী Chapelizod গ্রামের একটি বারোমেশালী ছবি। সেখানে সকলেই সকলকে জানে এবং গল্পগুজবের একটি প্রাণকেন্দ্র এই গ্রামটি। সেখানকার এক বৃদ্ধের স্মৃতিচারণের মধ্যে থ্যাকারের অনুরূপ কাহিনী বলা হয়েছে। সৈন্যশিবিরের কমিক সেনাপতি, কমিক ডাক্তার, অবিবাহিত সুন্দরী কুমারী ও বিধবার স্বামী শিকারের পরিহাস, সব মিলে বারোমেশালী একটা জীবন্ত গ্রামীণ আনন্দদায়ক কাহিনী, প্রাণপূর্ণ ভাষায় লেখা হয়েছে। কাহিনীটি রোমাঞ্চ কাহিনী কিন্তু রোমাঞ্চ ও হাস্যরসের সংমিশ্রণে একটা নূতন সৃষ্টি। তাঁর Uncle Silas (১৮৬৪)-এ এক তরুণী তাঁর জীবনকাহিনী বলেছেন।

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক ঘটনার সমন্বয়ে এক নূতন গল্প। বদ্ধ ঘরে হত্যা নিয়ে এইটি প্রথম গোয়েন্দা কাহিনী কিন্তু তার কোন বৈজ্ঞানিক সমাধান নেই, সমাধান তিনি করেননি। তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং কাহিনীর সমাধান এই বিশ্বাসের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। In a Glass Darkly (১৮৭২) তাঁর সত্যকার বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দা-কাহিনী। এই গল্পে তিনি অলৌকিকতাকে চিত্ত-বিকৃতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন।

Charles Reade তরুণের লেখক। তরুণ পাঠকের কাছে তিনি সুখপাঠ্য কিন্তু বয়স্কদের কাছে অপাঠ্য। তবে তাঁর ঘটনা-বর্ণনা ও বাস্তবতার খ্যাতি আছে। E. M. Forster-এর মতে "a narrative of events arranged in their time sequence" যদি গল্প বলার সংজ্ঞা হয় তবে সেদিক থেকে তিনি খ্যাতিলাভের যোগ্য। কিন্তু তাঁর লেখা উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী। It is never too Late to Mend (১৮৫৬) গ্রন্থে কারাজীবনের নিষ্ঠুরতা, Foul Play (১৮৭০) জাহাজ-ডুবিতে ইনসিওরের টাকা লাভ এবং Put Yourself in His Place (১৮৭০)-এ ট্রেড ইউনিয়নের অসাম্যকে সমালোচনা করেছেন। তিনি প্রধানতঃ নাট্যকার, উপন্যাসেও তিনি নাটকীয়তাকে আরোপ করেছেন। ঘটনাংশগুলি চমৎকার কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা অতিনাটকীয়। Foul Play-এর মধ্যে এক তরুণ ধর্মযাজক মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে নির্বাসিত হন এবং সেখানে গভর্নরের কন্যার সঙ্গে প্রণয় হয় এবং তাকে নিয়ে সাউথ সী-তে যেতে জাহাজে ওঠেন, জাহাজ ডুবি হ'য়ে ক্রুসোর মত দুজনে এক নির্জন দ্বীপে উপস্থিত হন। তখন দেখা গেল, মেয়েটি যক্ষ্মাক্রান্ত—এমনি ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর কাহিনী। কিন্তু তাঁর বর্ণনার মাধুর্য অবিশ্বাস্যকেও বিশ্বাস্য ক'রে তুলেছে। The Cloister and the Hearth (১৮৬১) উপন্যাস ১৫শ শতকের গবেষণামূলক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা এবং ঐতিহাসিক মূল্যে সেটি এখনও আদৃত। Reade-এর লেখা আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর সময়ে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হয়েছিলেন।

এই সময়ের Wilkie Collins-এর The Woman in White (১৮৬০), The Moonstone (১৮৬৮) রহস্য উপন্যাস হিসাবে আজও বিখ্যাত এবং এরাই প্রথম সার্থক ডিটেকটিভ কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র কলিন্স-এর লেখা পড়েছেন। (৩২৪) তাঁর Armadale পরবর্তী উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। The New Magdalen পতিতা নারীদের নিয়ে লেখা উপন্যাস, কারণ এই সময়ে পতিতাদের নিয়ে লেখাটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। The latter (Magdalen) is a novel on favourite Victorian theme, the redemption of the "fallen women" it is a protest against the hostility of the Victorian Society to the

(৩২৪) Western Influence in Bengali Literature. P. R. Sen—p. 100

woman known to have fallen." (৩২৫) শরৎচন্দ্রও এই যুগের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

Mary Ann Evans (১৮১৯-৮০) নামে একজন শিক্ষিতা মহিলা George Eliot নামে লিখতেন। George Eliot-এর Adam Bede ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইনিই বর্তমান যুগের প্রথম লেখিকা নামে খ্যাত। কথা-সাহিত্যের চলতি ধারায় এই আকস্মিক পরিবর্তনের পিছনে যথেষ্ট হেতু ছিল। এই সময়েই George Meredith-এর The Ordeal of Richard Feverel প্রকাশিত হয়। তখনকার লেখক ডিকেন্স, থ্যাকারে, ট্রোলোপ-এর রচনা ও বিষয় বস্তুর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে এঁদের লেখার মধ্যে কথা-সাহিত্যে এক নূতন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্য তখন নূতন এক ধারায় চলছিল, সেই ধারার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়ই তাঁদের রচনায় এসে ধ্বনিত হয়েছে। টুর্গেনেভের Sportsman's Sketches-এর অনুবাদ ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই সালেই টলস্টয়ের Sevastopol রাশিয়ায় এবং ফ্লবেয়ার মাদাম বোভারী ফ্রান্সে প্রকাশিত হয়। দস্তেয়ভ্স্কির The House of the Dead ১৮৬১ সালে এবং টুর্গেনেভের Fathers and Sons ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। ইলিয়ট ও মেরিডিথের উপর এঁদের প্রভাব কতখানি আছে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, তবে একথা সত্য যে ইউরোপে তখন জনচিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠেছে এবং নূতন চিন্তাধারা নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছিল,—এবং তারই ঢেউ তখন চ্যানেল পার হ'য়ে ইংলণ্ডে এসে পৌঁছেছে। ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতির সঙ্গে টুর্গেনেভ, ফ্লবেয়া টলস্টয়ের তুলনা করলে এই পার্থক্যের স্বরূপ বোঝা যেতে পারে। এখানে প্রতিভার তুলনামূলক সমালোচনার কথা বাদ দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির তফাতই বিচার্য। ইংরাজ লেখকগণ নিজেদিগকে প্রচারক, সংস্কারক মনে করেছেন এবং পাঠকচিত্ত বিনোদনের জন্যই লিখেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল Wilkie Collin's-এর সূত্র—হাসাও, কাঁদাও এবং কৌতূহল রেখে যাও—এই সরল বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা লিখেছেন। পক্ষান্তরে ফ্লবেয়া তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললেন, "To desire to give verse-rhythm to prose, yet to leave it prose and very much prose and to write about ordinary life as histories and epics are written, yet without falsifying the subject, is perhaps an absurd idea······But it may also be a great experiment and very original." (৩২৬) ফ্লবেয়ার এই উদ্দেশ্য অবশ্য দস্তেয়ভ্স্কি টলস্টয়ের ছিল না, কিন্তু তাঁদের বিষয়বস্তুর গভীরতা, এবং মানুষ ও ভগবানের সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ভিক্টোরিয়া-যুগের আদি লেখকগণের চিন্তার অতীত ছিল। ইউরোপীয় লেখকগণের এই গভীরতার মধ্যে নীতি ও কান্তিবোধ উভয়ের সংমিশ্রণ

(৩২৫) W. Allen—p. 217
(৩২৬) Ibid—p. 219

হয়েছিল। এই গভীরতা প্রথম দেখা যায় ইলিয়ট ও মেরিডিথে। সাধারণ ইংরাজী উপন্যাস-লেখকদের থেকে শিক্ষায় ও সংস্কারে এরা পৃথক।

জর্জ ইলিয়ট যখন প্রথম উপন্যাস লেখেন তখন তাঁর বয়স ৩৮ বৎসর। তখন তিনি সাংবাদিক হিসাবে কর্মরত, এবং ধর্ম-দর্শনের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকের সমালোচনা করেন। নিজেও তিনি যথেষ্ট পণ্ডিত এবং Herbert Spencer প্রভৃতি সুধীজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ। পক্ষান্তরে ডিকেন্স থ্যাকারে সাধারণত মিশতেন শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের সঙ্গে কিন্তু ইলিয়টের জগত ছিল বৃহত্তর তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ জগত এবং এই মূলধনেই তাঁর উপন্যাস গঠিত এবং রচনারীতি প্রভাবিত। মেরিডিথ কিছুকাল জার্মানীতে পড়েছিলেন, সেই সময়ে ফরাসী লেখকগণের লেখা তাঁকে আকৃষ্ট করে। এই নূতন জগতের চিন্তায় প্রভাবিত মেরিডিথ তাই তৎকালীন ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি খুব প্রসন্ন বা শ্রদ্ধাবান ছিলেন না।

ইলিয়ট সনাতনপন্থী,—Calvinistic Methodic এবং বিশ্বাসে অজ্ঞাবাদী (agnostic)। এই সব কারণে তিনি ধর্মীয় নীতির উপর আস্থাশীল এবং সততার নীতির উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। ভগবানের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস তাঁর খুব দৃঢ় নয়, তবে নীতির উপরে গভীর বিশ্বাস তাঁর ছিল। তখন বিজ্ঞান বংশগত ধারা (Heredity) সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছে এবং তিনি তাঁর উপন্যাসে এই তথ্য প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, "the orderly sequence by which the seed brings forth a crop after its own kind." (৩২৭)

মানুষ তার নিজের জীবনের জন্য দায়ী, ব্যক্তিজীবনের নীতিবাদ, বংশগত গুণ এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই তার জীবনের স্রষ্টা সে নিজে—এই বিশ্বাস ইংরাজী নভেলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনে দিল। পূর্বে চরিত্র সৃষ্টি হত গল্পাংশের ঘটনাপ্রবাহে, বাইরের প্রভাবে চরিত্র রূপ নিত, কিন্তু এই নূতন তথ্যের বিশ্বাসে চরিত্রসৃষ্টি হল ভিতরের থেকে,—চরিত্রই গল্পাংশ ও তার ঘটনা সৃষ্টি ক'রে চলল।

মনের দিক থেকে তিনি রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী। সুব্যবস্থিত সমাজ, তার মাঝে সকলেই তার কর্তব্য ক'রে চলে পারস্পরিক সম্প্রীতির মধ্যে, এমনি কল্পনায়ই ছিল তাঁর আনন্দ। স্কটের প্রভাবও তাঁর উপরে ছিল। যে সমাজকে তিনি তাঁর বাল্য ও কৈশোরে দেখেছিলেন, ভালবেসেছিলেন, সেই সমাজ ও সমাজব্যবস্থাই ছিল তাঁর আনন্দের বিষয়বস্তু।

তাঁর উপন্যাসে সাধারণতঃ দুটি দিক, একটি ভিতরের ক্ষুদ্র গণ্ডি যেখানে তাঁর চরিত্র নীতিগত সমস্যায় জর্জরিত, আর একটি বৃহত্তর গণ্ডি যেখানে এই সমস্যা সমাধান চেয়েছে। Adam Bide-এ তাই একটা সমগ্র গ্রামের জীবনই কাহিনী হ'য়ে উঠেছে। এই গ্রামীণ জীবনের চিত্র তিনি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে

(৩২৭) Ibid—p. 220.

চিত্রিত করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, এটি একঘেয়ে সাধারণ জীবনের সৎ ও সত্য চিত্র। হার্ডির Far From the Madding Crowd বাদ দিলে আডাম বিড ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রামীণ উপন্যাস। Rector Mr. Irwine বলেছেন,—"Consequences are unpitying. Our deeds carry their terrible consequences." এই আডাম বিডের বিষয়বস্তুর মূলতত্ত্ব। Hetty Sorrel-এর পতন, Donnithorne কর্তৃক তার অপহরণ, আডাম বিডের বিষণ্ণতা, Dinah Morris-এর সঙ্গে তার বিবাহ সবই অদৃঢ় কর্মফল। নারীর কামজ প্রেমকে তিনি ক্ষমা করেননি, হেটির এই যৌনপ্রেম অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে কিন্তু নীতির দিক থেকে শাস্তিযোগ্য। লেখিকা নিজে কুৎসিত ছিলেন এবং তাঁর সমস্ত লেখায় তাঁর এই দুর্বলতাপ্রসূত চিত্তবিকার সুন্দরী নারীর প্রেমকে স্বাভাবিক হ'তে বাধা দিয়েছে।

তাঁর উপন্যাস রচনার দুইটি স্তর। Scenes of Clerical Life, Adam Bede, The Mill on the Floss, Silas Marner ১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে Felix Holt the Radical (১৮৬৬), Middlemarch (১৮৭১-৭২), Daniel Deronda (১৮৭৬) প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে তাঁর বেগবান কল্পনা অতি দ্রুত Romola পর্যন্ত এসে যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় এবং তার পরে তিনি আরও গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেন।

Mill on the Floss-এর Māggie Tulliver-এর সঙ্গে তাঁর জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে ব'লে এই উপন্যাসখানি ভাবোষ্ণ ও বেগবান। বালিকা জীবন থেকে যৌবনে পদার্পণের এমন চিত্তহারী চিত্র ও বিশ্লেষণ খুব কদাচিৎ দেখা যায়। ম্যাগী বৃহত্তর তত্ত্বকে জানতে চায় বলেই তাঁর মনে হয় জীবনের ভোগ তার জন্য নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ত্যাগ তাঁর আত্মিক জীবনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন। বন্যার জলে যে বিয়োগান্তে পরিসমাপ্তি তিনি করেছেন তা সমালোচকদের চক্ষে খুব স্বাভাবিক ব'লে বিবেচিত হয়নি।

তাঁর পূর্ণতর সৃষ্টি Silas Marner-এর কাহিনীটি অনবদ্য। নাস্তিক দরিদ্র তাঁতি, বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হয়ে চুরির দায়ে সুদূর গ্রামে নির্বাসিত হয় এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে ভাবী বধূকেও হারায়। সেখানে সে একক কৃপণের জীবনযাপন করে—তার সঞ্চিত অর্থও চুরি যায়। তার পরে তার এই নিঃসঙ্গ করুণ জীবনে আসে একটি শিশু—এই শিশুকে কেন্দ্র ক'রে সে ফিরে পায় তার বিবেক, চেতনা ও ভ্রষ্ট আত্মাকে—তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি জেগে ওঠে অপূর্ব কাব্যরসাশ্রয়ী হয়ে।

Ramola-র মধ্যে তিনি ১৫শ শতকের নবজাগরিত ফ্লোরেন্সের ভাবধারাকে বিধৃত করতে গিয়ে ভুল করেছেন, কারণ সে ভাবধারা ১৯শ শতকের চিন্তাধারার পরিপন্থী। এখানে তিনি হৃদয়কে ত্যাগ ক'রে বুদ্ধিকে আশ্রয় করেছেন কিন্তু ভাল উপন্যাস কেবল বুদ্ধিপ্রসূত নয়। উপন্যাস প্রধাণতঃ হৃদয়বৃত্তির পরিপোষক। Felix Holt আইন জগতের কাহিনী ব'লে তা জনসাধারণের প্রীতিলাভ করেনি। পরবর্তী

Middlemarch-এ তাঁর চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু Daniel Doranda প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে বলে তা সার্থক উপন্যাসে পরিণত হয়নি, তাঁর Middlemarchকে অনেকে টলস্টয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পীসের সঙ্গে তুলনা করেন কিন্তু তাঁর কোনই সঙ্গত কারণ নেই। এই উপন্যাসে চারিটি গল্প একসূত্রে বাঁধা Dorothia Brooke-এর গল্প, Lydgate-এর বিবাহ, Mary Garth-এর ইতিহাস ও ব্যাঙ্কার Bulstrode-এর পতন, এই চারিটি কাহিনী একসঙ্গে মিলে প্রাদেশিক একটি শহরের সমগ্র জীবনকে প্রতিভাত করেছে।

ইলিয়টের সাহিত্যকে তাঁর আন্তরিকতার ফলভোগ করতে হয়েছে। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা, তাঁর নিজস্ব নীতিবাদ ও নৈতিক বিশ্বাস, ধর্মীয় মতবাদ দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত যে তাঁর চরিত্রগুলি সবই যেন একটা আত্মিক সংগ্রামে ব্যাপৃত —এইটি একদিকে যেমন সাহিত্যের নূতন সৃষ্টি অন্যদিকে এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর সৃষ্টিকে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবে হীনবল ক'রে দিয়েছে। এই নূতনতম রীতিতে চরিত্র ও মন বিশ্লেষণই এই যুগের নবতম অবদান। এই মন-বিকলনের ধারাকে গ্রহণ ক'রেই পরবর্তী যুগের Gissing, Henry James, Conrad, Lawrence আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

শেলী লিখেছিলেন, "The distinction between poets and prose-writers is a vulgar error." এবং তিনি প্লেটো, বেকন, এবং রুশোকে তাঁদের বেগবান কল্পনা-শক্তির জন্যে কবিপর্যায়ে ফেলেছেন। এই অর্থে সব উপন্যাস-লেখকই কবি। Mathew Arnold কবিতার মূল রসকে বলেছেন—'Natural Magic." জেন অস্টেনের মধ্যে আমরা চরিত্র, সমাজ-পরিবেশ, পটভূমিকার সৌন্দর্যসৃষ্টির আনন্দ পাই কিন্তু এই হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির ম্যাজিক পাই না কিন্তু ডিকেন্সের মধ্যে এইটি মাঝে মাঝে যেন অন্তর উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। ফ্লবেয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল গদ্যকে কাব্যের ছন্দমণ্ডিত করা এবং সাধারণ জীবনের মধ্যেই এই কাব্যশ্রীকে ফুটিয়ে তোলা। ভাষার এই কাব্যরস ব্যতীত উপন্যাসকারের পক্ষে এই রসসৃষ্টি অসম্ভব এবং প্রবল কল্পনাশক্তি ব্যতীতও তা সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না। হার্ডি ও ডিকেন্সে এই প্রবল কল্পনাশক্তিই তাঁদের কাব্যধর্মী করেছে। মেরিডিথের মধ্যে এই কাব্যধর্মই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং থ্যাকারে-ট্রোলোপে এইটি অনুপস্থিত।

Meredith প্রধানতঃ কবি। জীবন তাঁর কাছে ছিল প্রগতিশীল একটি বিবর্তন। অবশ্য তিনি এই বিবর্তনকে দেখেছেন তাঁর জন্ম-পরিবেশের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। E. M. Forster তাই বলেছেন, "Home counties posing as the Universe." তাঁর ভাষাও খুব উচ্চাঙ্গের বলা চলে না,—ভাষা উপমা, রূপক, প্রবচনে ভারাক্রান্ত ও ক্লান্তিকর। তাঁর খ্যাতির ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ আমরা সাধারণতঃ তাঁর মাঝে থ্যাকারে, ট্রোলোপ, ইলিয়ট, হেনরি জেমস্‌, গিসিং-এর সমাজ-জীবনকে দেখতে চাই কিন্তু পাই না ব'লেই অখ্যাতি প্রচার করি। মেরিডিথের সমাজ-সমীক্ষা ও বিচার স্বতন্ত্র।

তাঁর The Adventure of Harry Richmond (১৮৭১) ফিল্ডিং-এর অনুকৃতি সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসে যে অতিকল্পনা আছে, তা শেক্সপীয়রের যুগে হয়ত অস্বাভাবিক হত না। একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন নিয়ে এই অতিকল্পনা বাস্তবধর্মী নয় সত্য কিন্তু এই অতিকল্পনাই তার বৈশিষ্ট্য। গোগোলের ক্লোক গল্পেও এই অতিকল্পনা আছে, তা সত্ত্বেও তা যেমন বাস্তবধর্মী, মেরিডিথও তেমনি। তাঁর কাহিনীর মূলেই বাস্তব ও কল্পনার এই সংঘাত, চরিত্রের চলার পথে সে তার কল্পনাজীবনের সত্যকে এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস The Ordeal of Richard Feverel (১৮৫৯)-এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ব্যঙ্গের সুর রয়েছে। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস Evan Harrington এবং The Adventures of Harry Richmond. Evan Harrington-এর মধ্যে তাঁর পারিবারিক ইতিহাসকেই উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। লেখকের বংশ ও জন্ম সম্বন্ধে নানা ধারণা বর্তমান, কেউ তাঁকে George IV-এর, কেউ William IV-এর এবং কেউ Bulwar Lytton-এর অবৈধ সন্তান মনে করতেন। এই উপন্যাসের মধ্যে সেই জন্মরহস্যই যেন ছড়িয়ে আছে। রিচমণ্ডেও এই একই জন্মরহস্য, Richmond Roy কোন এক ডিউক ও অভিনেত্রীর অবৈধ সন্তান এবং তিনি সারাজীবনই চেষ্টা করেছেন তাঁর জন্মকে বৈধ ব'লে প্রমাণ করতে। Evanও সম্ভ্রান্তবংশীয় Jocelyn-কে ভালবাসে এবং নিজেকে ভদ্রবংশোদ্ভূত ব'লে চালাতে চায় এবং তার ভগ্নী সেটাকে চালু করার জন্যে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করে। এই ভগ্নিটির চরিত্রের হাস্যরস ও উদ্ভাবনী শক্তি উপন্যাসটিকে সুখপাঠ্য করেছে।

তাঁর চিন্তাধারা উচ্চগ্রামে উঠেছে তাঁর Beauchamp's Career (১৮৭৬) এবং Diana of the Crossways (১৮৮৫) এর মধ্যে। তাঁর সূক্ষ্ম রসানুভূতির প্রকাশ The Egoist (১৮৭৯) এবং এইটিই সম্ভবতঃ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জর্জ ইলিয়ট বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চরিত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন তাই তারা স্বতন্ত্র, তাদের জীবনের নীতিবাদও স্বতন্ত্র, কিন্তু মেরিডিথের বিশ্লেষণ এই স্বাতন্ত্র্য দেয়নি, সমগ্রকে একটি চরিত্রের মধ্যে পুঞ্জীভূত করেছে। Egoist-এর Sir Willoughby চরিত্রের মধ্যে যেন সব Egoist আশ্রয় পেয়েছে। এই বিশ্লেষণ লেখকের বুদ্ধিবৃত্তি চালিত বলেই হয়ত স্বাতন্ত্র্য লাভ করেনি।

বুদ্ধির দীপ্তি ও কাব্যরস তাঁর সাহিত্যে পাশাপাশি থেকে একে অপরকে সুন্দর করেছে এবং এইটি তাঁর বিশেষ দান এবং এই গুণেই তিনি স্মরণীয়। উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর কাহিনী ও বর্ণনার কাব্যরসই তাঁর বিশেষ অবদান। তিনিই এই কাব্যধর্মিতার পথিকৃৎ—পরবর্তী যুগের হেনরি জেমস্, স্টিফেন স্পেনডার, লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্-এর সৃষ্টি এই নবতম কাব্যধর্মিতার প্রসাদগুণেই উজ্জ্বলতর হয়েছে।

Thomas Hardy (১৮৪০-১৯২৮) বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস Desperate Remedies ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়।

তখন তাঁর বয়স ৩১ বৎসর, তাঁর পঁচিশ বছর পরে প্রকাশিত Jude the Obscure-এর সঙ্গে তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ। তাঁর জীবনের প্রধানতম আকর্ষণ ছিল কবিতা কিন্তু তিনি উপন্যাসকে তাঁর সৃষ্টির বাহন করেছিলেন অন্য কারণে। তখন উপন্যাসই একমাত্র জনপ্রিয় সাহিত্য ছিল, এবং একমাত্র উপন্যাস লিখেই জীবিকা অর্জন করা সম্ভব ছিল। জীবিকা হিসাবে তিনি এটাকে গ্রহণ করেন, কিন্তু আর্ট বা সৃষ্টির দিক থেকে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল কবিতায়। তাঁর Tess এবং Jude-এর জৈবজীবনের নগ্নতা তৎকালীন পাঠক ও সমালোচক মহলে ইউরোপীয় ফ্লবেয়া, জোলা, টলস্টয়ের অক্ষম ইংরাজী সংস্করণের তুচ্ছতায় পযবসিত হয়েছিল। কিন্তু লেখক নিজে কোনদিনই ইউরোপীয় বাস্তববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কথা ছিল গল্প বলা, ভালভাবে বলা এবং পুরাতনের মুখে নতুন গল্প বলা। তিনি বলেছেন, "We Storytellers are all Ancient Mariners." তাঁর গীতিকবিতায় তিনি যেমন গ্রাম্য গান ও নৃত্যের ছন্দকে ধরে রেখেছেন, উপন্যাসেও তেমনি পুরাতন প্রেমকথা, ভাবাবেগ, বঞ্চনা ও বিষাদের আশ্রয় নিয়েছেন।

হার্ডি স্থাপত্যবিদ্যায় শিক্ষিত। সাহিত্য সম্বন্ধে প্রভূত পাণ্ডিত্য এবং তৎকালের দর্শন-বিজ্ঞানের জ্ঞান তাঁকে বিচক্ষণতা দিয়েছিল কিন্তু তাঁর মনটা পড়ে ছিল গ্রামের অতীত জীবনে। তিনি গ্রামের লোক, গ্রামকে ভালবাসতেন, তাঁর অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁর অন্তরে মধুময় হয়ে স্থান পেয়েছিল। এই দিক থেকে জর্জ ইলিয়ট এবং হেনরী জেমসের সঙ্গে তাঁর প্রভূত পার্থক্য। এদিক থেকে তিনি একদেশদর্শী এবং Eccentric। গ্রাম্যতা ও সরলতা একদিক থেকে যেমন তাঁর সাহিত্যকে অনেকটা অ-যুগোপযোগী করেছে, অন্যদিকে এইটিই তাঁর প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যখনই তিনি তাঁর এই অন্তরের পরিবেশকে ত্যাগ করেছেন তখনই তাঁর সৃষ্টিশক্তি মন্দীভূত হয়েছে। The Hand of Ethelberta (১৮৭৬)-য় তিনি অভিজাত উন্নাসিক ফ্যাশন-দুরস্ত' সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে পরাভূত হয়েছেন কিন্তু গ্রাম্য কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনায় তার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন লেখক নেই। স্কটের মত তিনিও এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মেছিলেন। তখনকার আধুনিক জগতকে তিনি জানতেন। কিন্তু জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শহর থেকে দূরে যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ধারা প্রবাহিত ছিল সেই-ই ছিল তাঁর আপনার জগত—অন্তরের জগত। জর্জ ইলিয়টের গ্রাম্য কাহিনী প্রাচীনতর হলেও রূপায়ণে তা আধুনিক—তখন শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়েছে এবং যুগধর্ম ধীরে ধীরে শেকড় চালিয়েছে সমগ্র সমাজে,—১৮শ শতকের যুক্তিবাদ ও মস্তিষ্কবৃত্তি সমাজ-অঙ্গে আঘাত হেনেছে। হার্ডির গ্রাম্য কাহিনীতে এই পরিবর্তনের কোন রূপ নেই, তা স্বতন্ত্র-স্বকীয়, জন-জীবন থেকে দূরে, নিঃসঙ্গ। তাঁর রচনার উদ্দেশ্যও ভিন্ন, অস্টেন, থ্যাকারে, ট্রোলোপ, ইলিয়টের উপন্যাসে মানুষ সমাজ-পরিবেশে চরিত্রের বিভিন্নতা নিয়ে জীবনকে দেখেছে,—তাঁরা জীবনকে দেখেছেন সমাজ-পরিবেশগত চরিত্র হিসাবে। হার্ডির চরিত্র স্বতন্ত্র, তারা গড়ে

উঠেছে প্রকৃতির পরিবেশে, ঋতু পরিবর্তন ও বংশগত কর্মের মাঝে। চাষে, মেষ-পালনে, গাভীপালনের মধ্যে তারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফুটে উঠেছে—এই বৈশিষ্ট্যই সব নয়, চরিত্রের মূলগত ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে উঠেছে তাদের নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি, যৌনপ্রেম ও জৈবাবেগ নিয়ে।

তিনি চিন্তাশীলতার যুগের থেকে অনেক প্রগতিশীল কিন্তু চরিত্রে নিরাশাবাদী খ্রীষ্টান। বুদ্ধির দিক থেকে প্রগতিশীল কিন্তু অনুভূতির দিক থেকে সনাতনপন্থী। তখন ডারউইন, মিল, হাক্সলি, স্পেন্সারের বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তির প্রভাবে দেশের তরুণগণ সর্বশক্তিমান সৃজনশীল ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ইলিয়ট তাঁর চরিত্রে তার কর্মের জন্য, ব্যক্তিকে দায়ী করেছেন, ভালমন্দের মধ্যে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা যখন মানুষের রয়েছে তখন সে নিশ্চয়ই দায়ী। তাঁর নীতিবাদের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার ভিত্তির উপর। কিন্তু হার্ডি নীতিবাদী নন, তাঁর জগত ভিন্ন—বিশ্বজাগতিক শক্তি, মানুষের নিজস্ব শক্তি এবং তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন মিলই নেই, তারা পরস্পরবিরোধী—অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তি মানবশক্তির বিরোধী এবং দুঃখের কারণ। তখনকার দর্শন-বিজ্ঞানের নবতম জ্ঞান তাঁকে সনাতনী জীবনের প্রতি আসক্তিকে প্রবলতর করেছিল কিন্তু সেই সঙ্গে চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং তাঁর দার্শনিক ব্যাখ্যা তাঁকে শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রকৃতির শক্তি বিরুদ্ধ ও দুঃখদায়ক হলেও মানুষও তার সঙ্গে সংগ্রামে সমান দক্ষ, সমান বুদ্ধিমান ও শক্তিধর। যারা প্রকৃতির সান্নিধ্যে পৃথিবীর অতি নিকটে উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে বাস করেছে তাদের সংগ্রাম পরাজয়হীন, জীবন স্বপ্নহীন; চাষীদের জীবন তাই ত্যাগে ও শৃঙ্খলায় আনন্দময়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস Under the Greenwood Tree (১৮৭২)-তে এই জীবনকে তিনি প্রতিভাত করেছেন। হার্ডির সমগ্র মানস প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর ৬ষ্ঠ উপন্যাস The Return of the Native (১৮৭৮)-এ। অন্যান্য পুস্তকের মতই বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনী—সরল সহজ কাহিনী। Clym Yeobright প্যারিতে জহুরী ছিল, গ্রামে ফিরে এল দেশের শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক হ'য়ে। সে Eustacia Vye-কে ভালবেসে বিয়ে করল কিন্তু ক্লিমের এক কাজিন ভগ্নীর স্বামী Damon Wildeve-এর সঙ্গে তার গোপন প্রণয় ছিল। তারা গোপন প্রণয় চালিয়ে যেতে লাগল এবং তাদের জলে ডুবে মরার পর কাজিন ভগ্নী Thomasin, Diggory Venn-কে বিবাহ করে। ক্লিম লেখকের আদর্শবাদী চরিত্র, সে আধুনিকতার অন্তর্জ্বালা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন, এবং সেই-ই হার্ডির মনোজগতের প্রতীক। ক্লিম তাঁর আধুনিক মানুষ কিন্তু Eustacia তাঁর আধুনিক নারী নয়,—Emma Bovery-র মত, পূর্ণ জৈবাবেগ ও প্রণয়াবেগ নিয়েই তার জীবন। এম্মা বাস্তবতার নিষ্ঠুরতার মধ্যে বিকশিত আর ইউস্টাসিয়া একটি সুন্দর রোমান্টিক চরিত্র। ফ্লবেয়া এম্মার সমালোচক কিন্তু হার্ডি ইউস্টাসিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তার মত মেয়ে

আদর্শবাদী ব্যক্তির সুপন্থী হতে পারে না। ক্লিম চেয়েছিল ব্যক্তিকে উপেক্ষা ক'রে সমাজের উন্নতি কিন্তু ইউস্টাসিয়ার কাছে ব্যক্তিই সব, তার ঊর্ধ্বে অন্য কিছু নয়। প্রকৃতির প্রতিকৃতি Egdon Heath যেন তার আশ্রয়ে বসে চরিত্র সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির এই স্নেহচ্ছায়ায় বসে ইউস্টাসিয়া প্যারির স্বপ্ন দেখেছে এবং এই-ই তার জীবনের বড় ট্রাজেডি। তাঁর চরিত্রগুলি প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, ক্ষুদ্র প্রাণীজগতও তার সঙ্গে জড়িত। এই পরিবেশ ছিন্ন হলে তারা স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। হার্ডির জীবন-দর্শন সর্বজাগতিক, বিধিনিয়ন্ত্রিত এই জগৎ ও জীবনের বিরুদ্ধে উচ্চাশা, প্রতিভা ও ভাবাবেগ নিয়ে যে বিদ্রোহী হবে, সেই দুঃখ পাবে—এই বিদ্রোহই মানব-জীবন, তাই তাঁর সব নায়কই নিরাশায় বেদনাব্যথিত। তাঁর এই সর্বজাগতিক দর্শন তাঁর সাহিত্যকে ১৯শ শতকের সাহিত্য থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। ইলিয়ট চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে তাকে রূপায়িত করেছেন কিন্তু হার্ডি তার বিপরীত—একটা অন্ধ নিয়তি, একটা অজ্ঞাত সর্বজাগতিক শক্তি যেন তাঁর চরিত্র-গুলিকে ঘটনা ও আবেগ-অনুভূতির মধ্য দিয়ে ঠেলে নিয়ে গেছে। তাঁর কাহিনীর দৈন্য এই সমগ্রতার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে গেছে।

তাঁর Mayor of Casterbridge (১৮৮৬), Tess of the d' Urver-villes (১৮৯১) এবং Jude the Obscure (১৮৯৫)-এর ট্রাজিক নায়কগণ যেন বেশী ক'রে প্রকৃতির মাঝে ডুবে গেছে এবং চরিত্রগুলি ক্ষুদ্র হ'য়ে গেছে। জুডের মধ্যে স্যু (Sue) চরিত্রটি যেন এই ট্রাজিডির প্রতীক। প্রকৃতিচালিত চরিত্র যেন অস্বচ্ছ প্রকৃতির এক রহস্যময় আলোকশিখা। তাঁর চরিত্রগুলি বিশেষ পরিবেশে বিশেষ একটা আবেগের মধ্যে বিকশিত হয়েছে, যেমন Far From the Madding Crowd-এর Bathseva সার্জেণ্ট Troy-এর অসিযুদ্ধের মাঝেই যেন জেগে উঠেছে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে—যেন সে নিজেই অসিযুদ্ধে পরাজিত।

হার্ডির সমগ্র চরিত্র ও পরিবেশে একটা কাব্যধর্মী সুষমা রয়েছে—সেটা বুদ্ধিবৃত্তিচালিত কাব্যরস নয়, সর্বজাগতিক অনুভূতিমূলক একটা মানসিকতা। সেই কারণেই মেরিডিথের মত তাঁর ভাষা, গদ্যরচনা রীতি থেকে অনেকটা সরে গেছে—সমালোচকের দৃষ্টিতে সেটা নিন্দনীয় ও প্রশংসার্হ উভয়ই হ'তে পারে। তাঁর সর্বাপেক্ষা ট্রাজিক নভেল Mayor of Casterbridge, তার নায়ক Henchard সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চরিত্র এবং তার টেস্ সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নায়িকা। Henchard চরিত্রের বিরাটত্বের হেতু সে তার নিজের মধ্যে বিশ্বজগতকে অনুভব করেছে এবং যুক্তি ও যুক্তিগ্রাহ্য অনুভূতি ক্ষীণতর হ'য়ে গেছে। টেসের মধ্যে Valley of the Great Diaries-র প্রাকৃতিক পরিবেশই কেবল কাব্য-রসাশ্রিত নয়, তার সুষমাই Tess এবং Angel Clare-এর পূর্বরাগের দৃশ্যকে অধিকতর কাব্যরসাশ্রয়ী ক'রে দিয়েছে। এই কাব্যধর্মী পরিবেশ ও প্রকৃতি যেন তাঁর চরিত্রের অঙ্গীভূত,—চরিত্রও যেন এই প্রকৃতির অঙ্গ।

Jude the Obscure তাঁর অন্যান্য উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। এর কাহিনী সমসাময়িক পরিবেশ নিয়ে। হার্ডি ইব্‌সেন থেকে বারো বছরের ছোট এবং Strindberg থেকে দশ বছরের বড়। জুড্‌ দেহী, দেহগত কামনা বাসনা তার মধ্যে প্রকট, জীবনের কোন এক সন্ধিক্ষণে সে মদ্যপানকে আশ্রয় ক'রে জীবনের দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে নিজে "l' homme moyen sensuel"—দেহগত কামনার দাস কিন্তু তাই যদি হত তবে তার জীবন ট্র্যাজেডি হত না। কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সে Christminster-এ ছাত্রজীবনের স্বপ্ন দেখে। Biblioll-এর উপদেশ মত সে যদি কারিগরী শ্রমিক জীবন যাপন করত তবে তার জীবনে দুঃখ আসত না। তার যুগে এই উচ্চাশা সফল হওয়ায় সম্ভব ছিল, এই সম্ভাব্যতার মধ্যেই তার জীবনের ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে উঠেছে—অন্যথায় যে সংযম পবিত্রতা ও মেধা থাকলে এই ছাত্রজীবন সম্ভব হত তা তার ছিল। এই ব্যর্থতার বেদনার সঙ্গে Gissing-এর Thyrza-র Gilbert Grail-এর জীবনের ব্যর্থতা তুলনীয়। গিসিং-এর এই উপন্যাস আট বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ থেকেই হয়ত হার্ডির মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতা দেখা দেয়, এটা সম্ভবতঃ গিসিং-এর গ্রন্থের প্রতিক্রিয়া।

তাঁর পূর্বের কোন গ্রন্থে এই শ্রেণী-সচেতনতা দেখা যায়নি। সেগুলি তিনি তাঁর সনাতন জীবনধারা নিয়েই লিখেছেন কিন্তু বুদ্ধিজীবী শ্রমিক শ্রেণীর কাহিনী জুড্‌। এই কাহিনী ওয়েসেক্সের জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জুড্‌ সমসাময়িক চরিত্র। ভিক্টোরিয়া-যুগের শ্রমিক, তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখানে তাঁর সনাতন জীবন ও সর্বজাগতিক প্রকৃতির স্থান হয়নি—তার স্বাভাবিক কাব্যধর্মও আশ্রয় পায়নি। এ কাহিনী বাস্তব বলেই শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠেছে। জুড্‌ ভিক্টোরিয়া-যুগের শ্রমিক। স্যু এই নূতন যুগের নারী—যার "sexual ambivalence, which she is aware of all the time and cannot quite understand." (৩২৮)

স্যু এক সময় জুড্‌কে বলেছে,—"আমি তোমাকে ভালবাসিনি, আমি চেয়েছিলাম তুমি আমাকে ভালবাস। আকর্ষণ করার, বশীভূত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মেয়েরা পুরুষকে কাছে টানে। তারা ভাবে না এতে পুরুষ কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমিও তাই করেছি। যেদিন তোমাকে জয় করলাম, তখন ভয় হল।"

এই-ই বুদ্ধিজীবী আধুনিক নারী যাকে হার্ডি বলেছেন intellectualised. স্যু তাঁর স্বামী Phillotsonকে ত্যাগ করার সময় J. S. Mill থেকে উদ্ধৃতি দিলে সে বলেছিল,—"What do I care for J. S. Mill ! I only want to lead a quiet life" (৩২৮)

(৩২৮) Ibid—p. 256-57.

বর্তমান যুগে এসে দেখা যায় স্যু সত্যই আধুনিক নারী, যার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিবৃত্তি তাকে ছিন্নমূল ক'রে জগতের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে একক জীবনে—জীবনের একাকীত্ব নিয়ে সে চলেছে প্রবহমান প্রগতির স্রোতে।

হার্ডির সমালোচকগণ তাঁকে রচনার দৈন্য, গল্পের অসামঞ্জস্যতা ও ভাষার দুর্বলতার জন্য দোষারোপ করেছেন, তথাপি ইংরাজী সাহিত্যে তিনিই একমাত্র লেখক, যাঁর মাঝে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে এক অভিনব সৌন্দর্যের আশ্রয় হয়েছে,—কাব্যরসাশ্রয়ী সুষমা ফুটে উঠেছে জীবনের মাঝে।

১৮৮৪-৮৫ সালে—উপন্যাস বলতে কী বোঝায়? উপন্যাসের আর্ট কী? আদর্শ কী? তার সার্থকতা কী? স্বরূপ কী? ইত্যাদি নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপে তর্কের ঝড় উঠেছিল। Stevenson, Henry James প্রভৃতি বাদানুবাদ করেছিলেন। এ তর্কের ঝড় আজও চলেছে। সে আলোচনার শেষ হয়ত নেই।

যাই হোক্, জর্জ ইলিয়ট, মেরিডিথের পরে উপন্যাস-সাহিত্য পুরাতন ও আধুনিক দুটি ধারায় চলতে থাকে। পুরাতন ধারায় আজও উপন্যাস লেখা হয়, তার মূল্য ও জনপ্রিয়তা আজও কমেনি, আধুনিক ধারায় উপন্যাসও অনেক এগিয়ে গেছে। জোলা বলেছিলেন, জীবনের সঠিক চিত্রই উপন্যাস, কিন্তু পরের লেখকগণ তাঁর অতিবাস্তববাদকে গ্রহণ করেননি। তাঁরা বললেন, জীবনের কোন বিশেষ দিক, উত্থানেরই হোক আর পতনেরই হোক্,—তার সবল সম্ভাব্য প্রকাশই সাহিত্য। উপন্যাসের ঘটনা বাস্তব নয়, কিন্তু লেখকের সৃষ্ট জগত ও চরিত্র পাঠকের জ্ঞান বুদ্ধিমতে যদি সম্ভব ও বাস্তব বলে মনে হয় তবেই তা বাস্তব। উপন্যাস-সাহিত্যের এই নূতন আদর্শ গ্রহণের মূলে কয়েকটি পারিপার্শ্বিক কারণ ছিল।

১৮৭০ সালে Forster-এর Education Act অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হয় এবং তার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই পাঠক সমাজের পরিধি অনেক বিস্তৃতি লাভ করে। উচ্চ-শিক্ষিত, শিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন পাঠকশ্রেণী গড়ে ওঠে। এই আবশ্যিক শিক্ষার পূর্বে যারা পড়ত, তাদের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান আহরণ, এবং অর্জিত জ্ঞান দ্বারা নিজের বা শ্রেণীর উৎকর্ষ সাধন। অতএব সে ছিল উন্নততর মানুষ, তাদের শিক্ষাগ্রহণ ছিল উন্নতির জন্য, উন্নততর মানুষ হবার জন্য। সে চাইত, সমাজের মধ্যে উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি অর্জন করতে কিন্তু ১৮৭০ সালের পরে এই উচ্চাশার বিলোপ হল। এই স্বল্প-শিক্ষিত জনশ্রেণীর জন্যে ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রস্তুতই ছিল। তারা তাদের পাঠোপযোগী, নিকৃষ্ট সাহিত্য প্রকাশ ক'রে লাভবান হওয়ার জন্য তৎপর হল। এই সাহিত্যের আদর্শ ব'লে কিছু থাকা সম্ভব নয়, আনন্দ বিতরণ ক'রে অথবা অর্ধশিক্ষিত অজ্ঞ পাঠকের দুর্বলতার সুযোগে তাদের শোষণ ক'রে অর্থার্জনই ছিল তাদের মহৎ উদ্দেশ্য। এই স্ব-ল্পশিক্ষিত জনগণ ভোটাধিকার লাভ ক'রে দেশের

ভাগ্যনিয়ন্তা হল—তাদের একথা বোঝানো চলে না যে, আর্ট বা সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের রুচির বিচার গ্রহণীয় নয়; কারণ মানুষের সাধারণ ধারণা যে, সে যা পছন্দ করে, যা তার ভাল লাগে, তাই ভাল। তখন ব্যক্তিবাদের আশ্রয়ে মানুষ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা পেয়েছে এবং স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলও হ'য়ে উঠেছে। এই সময়ে শিল্পবিপ্লবের তৃতীয় যুগ চলেছে, লৌহ, ইস্পাত, ও নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা সৃষ্টি হয়েছে, কারখানার স্বল্প-শিক্ষিত কারিগর-জীবনে অবসরের আনন্দ প্রয়োজন হয়েছে। তাই কথা-সাহিত্যের চাহিদা বাড়ল,—সাহিত্যের প্রয়োজনে নয়, জনজীবনে আনন্দ পরিবেশনের বাহনরূপে।

রাশি রাশি উপন্যাস বন্যার জলের মত এসে বাজার ছেয়ে ফেলল। পাঠকের রুচি ও শিক্ষার স্তর হিসাবে নানাবিধ সাহিত্য সৃষ্টি হল—সাহিত্যের স্তর-বিভাগ হয়ে গেল। ভিক্টোরিয়-যুগে এমনটি ছিল না, পাঠকের সংখ্যা কম ছিল সত্য, কিন্তু যারা ছিল তারা ডিকেন্স-থ্যাকারেকে সমাদর করত। অন্ধ বৈশ্যবুদ্ধির পথ বেয়ে, সাহিত্য, অ-সাহিত্য, কু-সাহিত্য, ব্যবসা-সাহিত্য, যৌন-সাহিত্য, চাটনি-সাহিত্য নানাবিধ পাঠ্য-অপাঠ্য সাহিত্য সৃষ্টি হতে লাগল। ফলে তখন এমন কোন লেখা আর থাকল না যা সর্বশ্রেণীর পাঠকের সমাদর লাভ করতে পারে। তখন আর্টিস্ট হল তাঁর নিজের জন্যই, অন্যের জন্য নয়। আর্টিস্ট প্রকাশ করবে আপনার জন্য, তাই তার গৌরব, তাই তার সম্মান। এই বিশ্বাস বশেই James, Conrad, Joyce লিখতে পেরেছিলেন।

বর্তমানে ভারতে ও বাংলায় আজ এই তৃতীয় শিল্পায়নের যুগ, এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই একই ইতিহাসের অনুবৃত্তি চলেছে। অ-সাহিত্য কু-সাহিত্য ও ব্যবসা-সাহিত্য, সৃজনধর্মী সাহিত্যের মাথায় পা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। Arthur Symond যার জন্য অতি দুঃখেই গণতন্ত্রীয় সাহিত্যকে নিন্দা করেছেন।

শিক্ষাবিস্তৃতির অন্যতম ফলরূপে ভিক্টোরীয় যুগের তিনখণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস অন্তর্হিত হল এবং ব্যস্ততার যুগে তা একখণ্ডে সঙ্কুচিত হল। প্রকাশকের প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন স্তরের পাঠকগণের চাহিদার ফলে এ সংকোচন অনিবার্য হ'য়ে উঠল। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ও রেলওয়ে বুকস্টলের প্রতিযোগিতায় বুকস্টলেরই জয় হল। যে সমস্ত লেখক মধ্যপন্থা নিলেন তাঁদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হল না,—যেমন Gissing ছোট উপন্যাস লিখতে পারলেন না, ধীরে ধীরে ডিকেন্স, থ্যাকারেও অপাঠ্য হয়ে উঠল। ১৯শ শতকের শেষে "The English novel...had been like a hold-all into which any thing could be stuffed." (৩২৯)

আয়তনের স্বল্পতা হেতু লেখকগণকে বিস্তৃত পটভূমিকা ছেড়ে বিষয়কে ক্ষুদ্রতর করতে হল, নির্দিষ্ট করতে হল। নূতন যুগের এই নূতন অরসিক পাঠকের চাহিদায় সাহিত্যকে জাতিচ্যুত হ'য়ে, স্বগৃহ ত্যাগ ক'রে তাকে পণ্য হতে হল—

(৩২৯) Ibid. W. Allen—p. 262

Straight Novel, Psychological Novel, Novel of Adventure, Detective Novel, Thriller প্রভৃতি নামের অন্তরালে পুস্তক ব্যবসায় চলল জনগণের চিত্তবিনোদনের জন্য। এই যুগের মধ্যেও যাঁরা বড় হলেন, তাঁদের কাছে এ সব নাম তুচ্ছ হ'য়ে গেল। নভেলের আয়তনের স্বল্পতা লেখককে শক্তিশালী ক'রে তুলল—স্বল্পপরিসরে বৃহত্তর বিষয় বলবার শক্তি তাঁরা অর্জন করলেন। R. L. Stevenson, Henry James, George Moore. Joseph Conrad এবং Arnold Bennett, এই সস্তা জনপ্রিয়তার দাসত্ব স্বীকার করলেন না, তাঁরা স্বাধীন সত্তা নিয়ে লিখে চললেন সৃষ্টির প্রেরণায়।

এই স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা নিয়ে যাঁরা বড় হলেন তাঁদের মধ্যে স্টিভেনসন, গিসিং এবং মূর বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের রচনায়। Henry James ১৮৪৩ সালে নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৬ সালে মারা যান। তাঁর মধ্যে বর্তমান বিংশ শতকের ধারাকে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাছে ফ্লবেয়া ছিলেন সত্যকার ঔপন্যাসিক। তাঁর মতে তিনি উপন্যাস-লেখক হ'য়ে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, জীবনধারণ করেছেন এবং লেখকের মতই মরেছেন। জেমস্ ইংরাজ নন, কিন্তু এ্যাংলোস্যাক্সন এবং তাঁর সাহিত্যের দুইটি দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ তাঁর মধ্যে নীতিবাদ ও কান্তিবোধ (Ethics & Æsthetic)-এর সমন্বয় হয়েছে—সুন্দর ও শিব একীভূত হয়েছে। তাঁর পিতা কোটিপতি এবং দার্শনিক, বিভিন্ন পরিবেশে পুত্রকে শিক্ষা দেন। তিনি আলবেনি, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারী, জেনেভা, বোলোন ও বনে শিক্ষালাভ করেন। ছিন্নমূল হয়ে দর্শক হিসাবে তাঁকে বহুদিন কাটাতে হয়েছে। জীবনের এই বিচ্ছিন্নতার জন্য তিনি সুবিন্যস্ত সমাজ ও পরিবারের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৮৭৬ সালে তিনি ইংরাজ নাগরিক অধিকার পেয়ে লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

তাঁর বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক—আমেরিকা ও ইউরোপের সংযোগ-সম্পর্ক এবং মানসিক নৈকট্য ও বৈপরীত্য। ইউরোপ শোষক, আমেরিকা শোষিত, আমেরিকার সরল-সুন্দর জীবন ইউরোপের আভিজাত্য, আধুনিকতা ও ধনলিপ্সার দ্বারা বিঘ্নিত ও বিভ্রান্ত হয়েছে, ব্যথিত হয়েছে, এমনি একটি ভাবধারা তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। তাঁর Roderick Hudson, The Portrait of a Lady, The Wings of the Dove এবং The Golden Bowl-এর মধ্যে এই বেদনা ধ্বনিত হয়েছে কিন্তু তার The Ambassadors-এর সুর অন্যরূপ। প্রথম কয়েকখানির মধ্যে নারী চরিত্র তার স্বকীয় স্বাধীনতা ও নীতিবাদ নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। ঐশ্বর্য, আনন্দ ও ভালবাসার কাছে মাথা নত করেনি। The Portrait of a Lady (১৮৮১)-র Isabel অভিজাত ধনিক Warburtonকে প্রত্যাখ্যান করে শিল্পী Osmond ও তাঁর দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিণীত হয়েছে এবং সে বিবাহ ব্যর্থ জেনেও সে পুনরায় তাঁরই কাছে ফিরে এসেছে। তাঁর The Bostonians এবং The Princess Casamassima সমাজ-বিপ্লবের চিত্র এবং ব্যালজাকের অনুসৃত

পথে সমসামিয়িক সমাজকে রূপ দিয়েছেন। Conrad তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন 'The historian of fine consciences"। জেমস্-এর এই বিবেকিতা বস্তুজগতের উর্ধ্বে একটা ব্যক্তি-নীতিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে—এইটিই তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।

১৮৮০ সালের পরে সাহিত্যসেবী মাত্রেই উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। যাঁদের উপন্যাসরচনার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল না, তাঁরাও প্রয়োজনের তাগিদে উপন্যাস লিখেছেন। সকলেই এই নভেলের হোল্ড-অলের মধ্যে যাবতীয় রচনা ঠেসে ভর্তি করতে শুরু করেন। Walter Pater-এর Marius The Epicurean, Oscar Wilde-এর Picture of Dorian Gray প্রভৃতি উপন্যাসাকারে আবির্ভূত হয়। নানা বিষয় নিয়ে নানা রকমের উপন্যাসের বন্যা বইতে শুরু করলেও এই সময়ে মেরিডিথ ও হার্ডিই উচ্চাসনের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা যখন প্রতিষ্ঠার উচ্চ শিখরে তখন নবীনদের মধ্যে R. L. Stevenson (১৮৫০-৯৪), George Gissing (১৮৫৭-১৯০৩) এবং George Moore (১৮৫৩-১৯৩৩) ও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে Rudyard Kipling-এর উপন্যাস Kimও তখন খ্যাতি লাভ করেছে। তাঁর প্রতিভা ঠিক উপন্যাস রচনার জন্য নয়, তথাপি তাঁর এই উপন্যাসখানি নানা কারণে স্মরণীয়।

স্টিভেনসনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস Weir of Hermiston তিনি শেষ বয়সে এসেই তাঁর প্রকৃত বিষয়বস্তু পেয়েছিলেন এবং তাকে প্রকাশের মানসিকতাও অর্জন করেছিলেন—তিনি দীর্ঘজীবী হ'লে হয়ত অক্ষয় কীর্তিও রেখে যেতে পারতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি The Beach of Falesà। তাঁর Kidnapped (১৮৮৬) প্রভৃতি রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসকে তিনি সত্যকার সাহিত্যে পরিণত করেছিলেন, এইটিই তাঁর প্রধান অবদান—তার মধ্যে ফ্লবেয়া আর ডুমা যেন একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। রোমাণ্টিকতা ও বাস্তবতা যেন একসঙ্গে মিশে গেল।

Mark Rutherford (১৮৩১-১৯১৩) (প্রকৃত নাম William Hale White) এবং George Gissing (১৮৫৭-১৯০৩)-এর নাম সাধারণতঃ একসঙ্গে বলা হয় তার হেতু, উভয়ের বিষয়বস্তু আংশিক ভাবে এক এবং তাঁদের জীবনে দৃষ্টিভঙ্গিও এক। তাঁরা উভয়েই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী এবং জীবনে একটা পরাজিত মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত। রাদারফোর্ড-এর ৫২ বৎসর বয়সে প্রথম উপন্যাস The Autobiography of Mark Rutherford (১৮৮১) প্রকাশিত হয়, এবং গিসিং-এর The Private Papers of Henry Ryecroft ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। উভয়ের এই প্রসিদ্ধ দুইখানি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় এক। Rutherford-এর কাছে জীবনের একচতুর্থাংশ আমাদের পরিজ্ঞাত জগত এবং বাকি তিনভাগই দুর্জ্ঞেয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁর এই আত্মজীবনী-উপন্যাসে বস্তুজগত ও আত্মিক-জগতে মানুষের একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার বেদনাকে তিনি রূপায়িত করেছেন।

রাদারফোর্ড ধর্মীয় শিক্ষালাভ ক'রে চার্চে যোগদান করেন কিন্তু যুক্তির দিক

থেকে তাঁর মনে অবিশ্বাস দেখা যায়,—তিনি সামান্য একটি শ্রমিকের নাস্তিক যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারেন না এবং এই আত্মিক সংগ্রামের পরে চার্চ ত্যাগ ক'রে লণ্ডনে এক প্রকাশকের চাকুরী নিয়ে দারিদ্র্য ও নিঃসঙ্গতাকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেন। ১৮শ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকে এমনি একটা আত্মিক সন্দেহ সংক্রামক হ'য়ে উঠেছিল। অতীত ঐতিহ্যের শোচনীয় মৃত্যুর করুণ চিত্র হিসাবে উপন্যাসখানি অভিনব ও স্মরণীয়। তাঁর The Revolution in Tanner's Lane (১৮৯৩) এবং প্রধান চরিত্র Zachariah ক্যালভিনিস্ট, এবং লণ্ডনের ছাপাখানার মালিক। অবস্থাগতিকে তখনকার বিপ্লবে যোগদান করেন এবং র‍্যাডিক্যাল হিসাবে সরকার-বিরোধী হন। শেষে তাঁকে লণ্ডন ছেড়ে ম্যাঞ্চেস্টারে পালাতে হয় এবং ১৮১৯-এর Peterloo Massacre-এর পরে দুই বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। চলতি সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিবাদে সাধারণ জীবনের অসন্তোষের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়েছে তাঁর এই উপন্যাসে। সাধারণ জীবিকা-অর্জন রত লোক-সমাজকে তিনি জানতেন এবং তাদেরই কথা ও মানসিক সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে এর ঘটনার জীবন-স্রোতে।

গিসিং খুব বড় ঔপন্যাসিক না হলেও তিনি অসাধারণ। তাঁর উপন্যাসও রাদারফোর্ডের মত আত্মজীবনীমূলক। তাঁর জীবনের অসন্তোষ ও পরাজয়ের বেদনা অসাধারণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর রচনায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা ফ্লবেয়ার মত। তিনিও হয়ত Muflisme কথাটার ব্যবহার করতে পারতেন তাঁর সমসাময়িক সমাজের বিরুদ্ধে কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস The Private Papers of Henry Ryecroft (১৯০৩) আত্মজীবনীও ঠিক নয়, উপন্যাসও নয়। তাঁর সব উপন্যাসই তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত—জীবনের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ তাঁর সমগ্র সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। জগতের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ আজ সার্বজনীনতা পেয়েছে।

তিনি যখন তাঁর Ryecroft (১৯০৩) লেখেন তখন তাঁর বয়স ৪৩ বৎসর, তাঁর নায়কের বয়স ৫৩ বৎসর। Ryecroft একজন যোদ্ধা, সারাজীবন নানা জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং শেষ জীবনে একটা চলবার মত কিছু সম্পদ পেয়ে দূরে গ্রামে বসবাস করেন। নিঃসঙ্গ নির্জন প্রকৃতির মধ্যে বন্য ফুল দেখে বেড়ান, লণ্ডন থেকে পুরানো বই আনিয়ে তা পড়েন আর তার মন্তব্য করেন, নিজের অতীত দারিদ্র্যের জন্য করুণাবোধ করেন, চারিপাশের অশিক্ষিত অন্ত্যজদের প্রতি করুণাদৃষ্টিতে তাকান এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তিনি যখন এই বই লেখেন তখন তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত এবং দারিদ্র্যও দূরীভূত হয়েছে কিন্তু অতীত জীবনের যুদ্ধ ও তার বেদনা এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

তিনি Wakefield-এর এক ডাক্তারখানার মালিকের ছেলে। ছাত্র হিসাবে খুবই মেধাবী ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে এসে অকস্‌ফোর্ড পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে Owens কলেজে পড়তে সুরু করেন। সেখানে তাঁর কৃতিত্বে সকলেই মনে করেছিলেন, তিনি ভবিষ্যতে প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন হ'য়ে

অধ্যাপকের জীবনযাপন করবেন। কিন্তু তা হল না। তিনি তরুণী এক বারাঙ্গনার প্রেমে পড়লেন, চুরির দায়ে তাঁকে ওয়েনস্ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এবং তিনি আমেরিকা চলে গেলেন। সেখানে কখনও কখনও তাঁকে উপবাস করতে হয়েছে, এক বৎসর পরে ইংলণ্ডে ফিরে এসেও এই উপবাসেরই পুনরাবৃত্তি চলল। তরুণী বারাঙ্গনাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং সে অত্যন্ত মদ্যাসক্ত হ'য়ে পড়ল। তিনি আলাদা বাস করলেও তার জন্যই তাঁর উপার্জনের অর্ধেক ব্যয় হত। জীবন দুঃখ-দারিদ্র্যে মৃত কল্প হল। ছেলে পড়িয়ে, লিখে অর্ধাসনে চলল দিন। এই জীবন-সংগ্রামই তাঁর Ryecroft ও New Grub Street (১৮৯১)তে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, রিজেণ্ট পার্ক থেকে একটি ঝি-শ্রেণীর মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে বিয়ে করলেন। এই সময়ে তিনি সমাজের বাইরে নারকীয় পরিবেশে বাস করতেন। এই নরকের সীমানায় যে লোকগুলি বাস করত তারই চিত্র তিনি এঁকেছেন তাঁর The Unclassed (১৮৮৪) উপন্যাসে। এই অজ্ঞাত অনাকাঙ্ক্ষিত জনশ্রেণী নিয়ে এর আগে কেউ উপন্যাস লেখেননি। এই জীবন-সংগ্রামের কেন্দ্রীয় মানুষই তাঁর Ryecroft, Thyrza (১৮৮৭) উপন্যাসে অন্ত্যজ বুদ্ধিজীবী Grail এবং New Grub Street-এর Reardon। তাঁরা একই চরিত্রের অথবা লেখকচরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিকের, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাঁর প্রধান দুর্বলতা এই যে তিনি তাঁর দৃষ্ট চরিত্রের সমস্ত রকম কাজকেই নির্বিচারে সমর্থন করেছেন এবং এইখানেই তিনি বাস্তববুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়েছেন। তাহলেও লণ্ডনের মুজুরশ্রেণীর জীবন নিয়ে লেখা Thyrza এবং New Grub Street-এর মত শক্তিশালী উপন্যাস আর নেই বলা যায়।

তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ ঝরে পড়েছে সেই অভাগ্যদের জন্য, যারা তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছে। তখন একদল লোক সমাজে জন্মগত আভিজাত্যের ও সম্পদের জন্য সম্মান, প্রতিপত্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করত, আর নতুন অন্ত্যজ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোককে শিক্ষা-দীক্ষা ও সংগ্রামে সেটা অর্জন করতে হত—সেই অসূয়া, বিদ্বেষ ও নিজেকে ছোট বলে মনে করবার যে বেদনা তাকে তিনি অপূর্ব কারুণ্য ও দরদ দিয়ে চিত্রিত করেছেন। এই একটি দিকে তাঁর সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় পরিবেশ ও সামগ্রিক জীবনধারা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়েছে এবং সেইটিই তাঁর উপন্যাসের গুরুতর দুর্বলতা।

New Grub street তেমনি লেখক-জীবনের গ্লানি, পরাজয় ও প্রবঞ্চনার ভয়াবহ দুঃখের চিত্র। Born in Exile (১৮৯২)-এও Godwin Peake শ্রমিক-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, তাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ছেড়ে কাকার আদেশে হোটেল খুলতে হল। কিন্তু তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল শিক্ষাদীক্ষা লাভ ক'রে বড় হতে হবে,—দুর্জয় অহংবাদ তাকে চালিত করেছিল। সে অশিক্ষিত লোককে ঘৃণা করত এবং বলত সে একজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সম্পূর্ণ লেডি ছাড়া কাউকে বিয়ে

করবে না। ভবিষ্যতে কোন কলেজ-বন্ধুর ভগ্নী Sidwell-এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তার জন্য জীবনের সমস্ত ধারাকে পাল্টে দিয়ে সে চার্চে যোগদান করে। যখন তার কাছে বিবাহ প্রস্তাব করল তখন তার পূর্বতন নাস্তিকতা প্রভৃতির কথা প্রকাশ পেয়ে গেছে। সে চাওয়াও তার ব্যর্থ হল।

নারী-চরিত্রগুলির প্রতি গিসিং-এর পূর্ণ সহানুভূতি এবং তাঁর পুরুষ-চরিত্রের মত সেগুলি একই ধরনের নয়। তাঁর Odd Women (১৮৯৩) এবং In the Year of the Jubilee (১৮৯৪) উপন্যাস দুইখানি অনেকটা বিষয়মুখী এবং ফরাসী অতিবাস্তববাদী উপন্যাসের মত ভিন্নধর্মী। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সঙ্গতিহীন মেয়েদের সম্ভ্রম ও শালীনতা রক্ষার অপূর্ব সংগ্রাম-সুন্দর এই উপন্যাস। In the Year of the Jubileeতেও এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্র। সমসাময়িক অবিবেচক সমাজের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে তিনি এই উপন্যাসের Beatrice, Fanny ও Ada চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তারা তখনকার পচনশীল সমাজের ভয়াবহ পরিণতি। গিসিং নিজেই বলেছেন, তাঁর লেখা ফরাসী লেখক জোলা, মোপাসাঁ এবং রাশিয়ান লেখক টুর্গেনেভের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনায় ফরাসী বাস্তববাদ, রাশিয়ার জীবনপ্রত্যয় ও তার শক্তি একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।

এই সময়ে ইংরাজী সাহিত্যে ফরাসী অতিবাস্তববাদ ও রাশিয়ান সাহিত্যের বাস্তবতা ও গতিবেগ এসে পৌঁছেছিল। শুধু ইংরাজী সাহিত্য নয়, সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যেই এই দুইটি বিশেষ প্রভাব ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করেছিল। সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ রূপ ও রীতিকে বুঝাবার জন্য কতকগুলি চলতি সংজ্ঞা আছে, আদর্শবাদ, বাস্তববাদ, রোমাণ্টিকতা, অতিবাস্তববাদ, অনুভূতিবাদ (impressionism) কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলি কিছু সঠিক অর্থবহ নয় এবং এই সংজ্ঞা দ্বারা প্রতিভাবান লেখকের সৃষ্টিকে একটা বিশেষ লেবেলের আওতায়ও ধরা যায় না।

১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে যে নূতন চিত্রশিল্পপদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছিল তাকে সাংবাদিকগণ 'impressionist' নাম দিয়েছিলেন। এটা তাঁদের সৃষ্ট একটা শব্দ, যার দ্বারা ঐ বিশেষ রীতিকে তাঁরা একটা লেবেল বা সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন। অতিবাস্তববাদও তেমনি একটা কথা, যার অর্থ অনেক কিন্তু তদ্দারাই জোলা মোপাসাঁর সৃষ্টির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া চলে না। জোলা ও মোপাসাঁ স্রষ্টা হিসাবে এতই বিভিন্ন ও ভিন্নধর্মী যে তাঁদের পক্ষে এই একই সংজ্ঞা আরোপ করা যায় না। কিন্তু তা হলেও এই সংকীর্ণ অর্থবহ অতিবাস্তববাদই ১৮৮৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সাহিত্যের ধারা নির্ণয় করেছে। বাস্তববাদী সাহিত্যের যে অংশ ফ্লবেয়ার পথ অনুসরণ করলেন তাঁরাই এই অতিবাস্তববাদী নামে পরিচিত।

মোপাসাঁ তাঁর নভেল Pierre et Jean-এর ভূমিকায় এবং জোলার Le Roman Experimental-এ এই অতিবাস্তববাদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হচ্ছে "an account of environment which determines and completes man." এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি আর নেই কিন্তু তথাপি সাহিত্যের দিক

থেকে বলা যায়, এটা "illusion of reality, of life as it is lived." প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদও কল্পনারই সামগ্রী, তবে তার প্রকাশরীতি কাল্পনিক নয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্রশিল্পের "impressionism" কথাটির সমগোত্রীয় সাহিত্যের সংজ্ঞা হচ্ছে অতিবাস্তববাদ। বিশিষ্ট কোন অবস্থায় আলোছায়ার মধ্যে বিধৃত চিত্রের শিল্পকে বলা হত impressionism, তেমনি বিশেষ কোন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মানুষের স্বরূপের রূপায়ণই অতিবাস্তববাদ। তাঁরা পারিপার্শ্বিকতার উপরেই জোর দিলেন, মনস্তত্ত্ব বা মনোবিশ্লেষণের দিকটা ছেড়ে দিলেন।

George Moore (১৮৫৩-১৯৩৩) তাঁর A Mummer's Wife (১৮৮৫)-এ বললেন, মানুষের পারিপার্শ্বিকতাকে বদলে দাও, এবং তিন চার পুরুষের মধ্যে দেখবে—তার দৈহিক পরিবর্তন ঘটেছে, জীবনের অভ্যাস বদলেছে এবং তার মনোগত বহু ধারণাও বদলেছে। ঔপন্যাসিক হিসাবে মুর ফরাসী সাহিত্যের শিষ্য, এবং ফরাসী অতিবাস্তববাদের ইংরাজী সংস্করণ। মুর জাতিতে ইংরাজ নয়, আইরিশ। তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ ক'রে প্যারিতে চিত্রবিদ্যা শিখতে যান এবং সেখান থেকেই তিনি চিত্রে impressionist এবং সাহিত্যে Naturalist হ'য়ে আসেন। তাঁর Esther Water (১৮৯৪) এই নূতন যুগের পথপ্রদর্শক। ছয় বৎসর পূর্বে এই মুরই যে Confessions of a Young Man লিখেছিলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর A Mummer's Wife প্রকৃতপক্ষে মাদাম বোভারী ও জোলার L' Assommoir-এর এক সংমিশ্রণ। এক অভিনেতার স্ত্রীর মদ্যপানাসক্তির ফলে অবনতির চিত্র।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি Esther Waters—এখানে মুরের আত্মচেতনা তাঁর নায়িকার সঙ্গে একীভূত হ'য়ে গেছে। নায়িকা এস্থার বস্তির মেয়ে, মনে মনে ধর্মপরায়ণা। চাকুরী করতে যায়, এক সৈনিকের দ্বারা অপহৃত ও পরিত্যক্ত হয়। অবৈধ সন্তানের জননী হ'য়ে, স্তন্যদুগ্ধ দান ও দাসীবৃত্তিতে জীবিকা অর্জন করে। একটি ধার্মিক ব্যক্তিকে বিবাহের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান করে তারই মঙ্গলের জন্য, কিন্তু তারই বাবাকে বিবাহ করে এবং স্বামীর যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর পরে পুনরায় ভাগ্যের লড়াই চলতে থাকে। এই এস্থার চরিত্রটি অপূর্ব ও অকৃত্রিম এবং তারই মত শত সহস্র নারীর প্রতীক। তাঁর A Drama in Muslin, The Brook Kerih (১৯১৬) এবং Héloise and Abélard (১৯২১)ও প্রখ্যাত উপন্যাস। ফ্লবেয়া বলেছিলেন, আর্ট বিশিষ্টকে রূপায়ণের জন্য নয়, সাধারণের বিশিষ্ট রূপায়ণের জন্য। এই সূত্র ও সংজ্ঞা অনুসারেই ইংরাজী সাহিত্যে সাধারণ বিশিষ্টতা লাভ করেছে জর্জ মুরের মধ্যে। তবে পার্থক্য এই যে "The French on the whole write as moralists, the English write as humorists." (৩৩০) সেইজন্যই ইংরাজী সাহিত্যে অতিবাস্তববাদ নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

(৩৩০) Ibid.—Allen.—p. 298.

এই নূতন ধারার লেখক, Arthur Morrison (১৮৬৩-১৯৪৫), Somerset Maugham (১৮৭৪-) এবং Samuel Butler (১৮২৫-১৯০২)। মরিসনের A Child of the Jago (১৮৯৬) এবং The Hole in the Wall (১৯০২) প্রকৃত বাস্তববাদী উপন্যাস। লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডের জনগণের জীবনধারা এই উপন্যাসে বিধৃত। শেষোক্ত উপন্যাসখানি জোলার রচনার মত শক্তিশালী ও নির্ভীক। সমারসেট মমের Liza of Lambeth (১৮৯৭) ও ফরাসী অতিবাস্তববাদের ধারায় রচিত কিন্তু তাঁর Of Human Bondage-এ এসে তিনি যেন নূতন একটা পথ পেয়েছেন, যার সঙ্গে বাটলারের The Way of all Flesh-এর চিন্তাধারার একটা তুলনা করা চলে। বাটলার ১৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর এই প্রখ্যাত উপন্যাস ১৯০৩ সালে, তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে প্রকাশিত হয়। তখনও হয়ত এই উপন্যাস অপরিজ্ঞাত হ'য়ে থাকত কিন্তু বার্নাড শ'র জন্যই সমালোচক মহলে উপন্যাসখানি আদৃত হয়। এর বিষয়বস্তুও নূতন, নায়কও নূতন। পারিবারিক পটভূমিকা থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে নায়ক আত্মোপলব্ধি করেছে। উপন্যাসখানি আত্মজীবনীমূলক, যদিও বাটলার তাঁর নায়ক Pontifex-এর মত জেলে যাননি, বা এই নায়কও লেখকের মত নিউজিল্যাণ্ডে বসবাস করেননি। এই সময়ে ভিক্টোরীয় যুগের নীতিধর্ম ও সমাজ-পরিবারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ফুটে উঠেছিল। বাটলার এই বিদ্রোহের মধ্যে অত্যাচারী চার্চ, ভিক্টোরিয়া-যুগের মধ্যবিত্ত পরিবার, নীতি ও সমাজব্যবস্থাকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে ব্যক্তিবাদকে রাজমুকুট দিয়েছেন। প্রতি যুগেই দেখা যায়, নূতন পুরাতনকে ব্যঙ্গ করে এবং তার মূল্যায়নকে অস্বীকার করে। বাটলারও এই অস্বীকারই করেছেন ভিক্টোরিয় যুগের পুরাতনকে—এবং এই অস্বীকার করেছেন অত্যন্ত কঠোর ব্যঙ্গ ও শ্লেষে। (৩৩১)

Joseph Conrad (১৮৫৭-১৯২৫) সাহিত্যের দিক থেকে হেনরী জেমসের শিষ্য। পোলিশ অভিজাত বংশে জন্ম হলেও তিনি ফরাসী জাহাজে নাবিকের কাজ করতেন। ১৮৭৮ সালে ইংলণ্ডে আসেন এবং বৃটিশ জাহাজে কাজ করেন। ১৮৮৬ সালে বৃটিশ নাগরিক হন। তিনি ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত জাহাজেই কাজ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস Almayer's Folly ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি বাল্যকাল থেকেই ফরাসী জানতেন এবং ২৩ বছর বয়সে প্রথম ইংরাজী শিখতে আরম্ভ করেন। অথচ তাঁর ভাষা ডি কুইনসি, রাস্‌কিনের সঙ্গে তুলনীয়—সাহিত্যের ইতিহাসে এটি অভিনব। নাবিক-জীবনে সমুদ্রের এবং বহু দেশের অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন। তার বিষয়বস্তুর নূতনত্বের জন্যই তাঁর সাহিত্য-মূল্য নয়, তিনি তার মধ্যেও মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ও তার কর্মের উৎসকে বিশ্লেষণ

(৩৩১) 'Largely autobiographical, it unmasks the hypocrisy in the hitherto sacrosanct institution of family life, and with a malicious wit exposes the weakness of organised religion.' Modern World Fiction—D. Brewster and J. A. Burrell—p. 19.

করেছেন ব'লেই তার মূল্য এবং এই উৎসকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর উপন্যাস Typhoon এবং ছোট গল্প Heart of Darkness (১৯০২) প্রখ্যাত। মানুষের মধ্যে একটা সৎবুদ্ধি আছে, এই সৎবুদ্ধির প্রাচীরই বহিরাগত অসৎকে প্রতিহত করে কিন্তু যখন ভিতরের অসৎ এই সৎ-এর প্রাচীর ভেঙ্গে বাইরের অসৎকে গ্রহণ করে—তখনই আসে বিপর্যয়। এই সৎবুদ্ধি ও আত্মসম্মানবোধই তাঁর নীতিবাদের মূল—তিনি এই সত্যকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

H. G. Wells (১৮৬৬) এবং Arnold Bennett (১৮৬৭) তাঁদের জীবদ্দশায় যে খ্যাতি পেয়েছেন তা অভাবনীয়। উপন্যাস-লেখক হিসাবেই তাঁরা এই খ্যাতি পেয়েছেন কিন্তু উপন্যাস হিসাবে তাঁদের সৃষ্টি খুব সার্থক নয়। বিংশ শতকে এসে উপন্যাস ও সাংবাদিকতার একটা সংমিশ্রণ হয় এবং দু'জনেই এই সংমিশ্রণের ফল। ছোটগল্প ব্যতীতও ওয়েলস্ ৫০খানি উপন্যাস এবং বেনেট ৩০খানি উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে ওয়েলস্-এর বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাস-গুলির এখনও কিছু মূল্য হয়ত আছে। বেনেটেরও পাঁচ ছ'খানি উপন্যাস আজও হয়ত সুখপাঠ্য।

উপন্যাস-লেখক হিসাবে ওয়েলস্ মনে করতেন কোন একটা ধারণাকে (idea) উপস্থাপিত করাই উপন্যাসের কাজ এবং বেনেট-এর সৃষ্টি কান্তানুরাগী। ওয়েলস্ অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক, এবং বেনেট ছিলেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ ওয়েলস্ যে বংশের—তাঁরা চাকর থাকতেন, এবং বেনেটরা চাকর রাখতেন। এইজন্য দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। ওয়েলস্-এর বৈজ্ঞানিক সত্য-নির্ভর কাল্পনিক উপন্যাসগুলিই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। The First Man in the Moon এই অতিকল্পনার (fantasy) একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। হাস্যরসাত্মক উপন্যাস Love and Mr. Lewisham (১৯০০), Kipps (১৯০৫), The History of Mr. Polly (১৯১০)-এর মধ্যে Mr. Polly একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

বেনেট ইংলণ্ডের উত্তরে Pottery town Hanley-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর Anna of the Five Towns (১৯০২), The Old Wives' Tale (১৯০৮), Clayhanger (১৯১০), Hilda Lessways (১৯১১), These Twain (১৯১৬) প্রাদেশিক উপন্যাস। হার্ডিও প্রাদেশিক ঔপন্যাসিক কিন্তু তিনি সেখানে বসবাস করেছেন এবং একীভূত হ'য়ে তাঁর Wessexকে দেখেছেন। কিন্তু বেনেট ২১ বছর বয়সে তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে এসেছেন,—তারপরে কদাচিৎ হয়ত গেছেন। হার্ডি তাঁর প্রদেশকে দেখেছেন ভিতর থেকে, বেনেট তাঁর পটারী টাউনকে দেখেছেন বাইরে থেকে। বেনেটের কাছে এই প্রদেশের চিত্র বহির্বিশ্বের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে এই প্রদেশের শিল্পায়নজাত তিরিশটি বৎসরের পরিবর্তন একটা সার্বজনীনতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। শিল্পায়নজাত সামাজিক অন্যায় বৃহৎ সত্য হ'য়ে ফুটে উঠেছে, যাকে মানুষ নির্বিবাদে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সম্পদই তাদের এই মৃত্যুকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

John Galsworthy (১৮৬৭-১৯৩৩) এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর Forsyte Saga নভেলের প্রথম উপন্যাস The Man of Property (১৯০৬) আজও আকর্ষণীয়। তার মধ্যে দেখা যায় ধনিকগণ সম্পদের কল্যাণে সমাজের শিখরে উঠেছেন কিন্তু তাঁদের অন্তর শুষ্ক—সেখানে অর্থই পারিবারিক স্নেহের স্থান গ্রহণ করেছে। প্রবল সম্পদের মোহ মানুষের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে প্রস্তরীভূত করে দিয়েছে। সম্পদের দাসত্ব তাঁদের এই মৃত্যুকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। করুণ তাঁদের জীবন, জীবনের ভাব-আবেগ, স্নেহমমতার মাধুর্য সব বিলুপ্ত, তারা বেঁচে আছে অর্ধেক জীবন নিয়ে। তাদের জীবনযাত্রা তাদের জীবনমৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁরা মূল্যবান ছবি কেনেন শিল্পরসিক হিসাবে নয়, জীবনের সাফল্যকে বিজ্ঞাপিত করতে—এই তাঁদের জীবন। তাঁদের পারিবারিক জীবন বা দাম্পত্য জীবনেও কোন উষ্ণতা নেই,—তার মধ্যে মধুরসুন্দর প্রীতিধারা প্রবাহিত হয় না। হিমশীতল ভোগজীবনের মাঝে দিনের পর দিন তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

১৯শ শতকের শেষভাগের উল্লেখযোগ্য লেখক, Somerset Maugham, Ford Madox Ford এবং E. M. Forster। বিংশ শতকের প্রথমে কয়েকজন লেখকের কিছু উপন্যাস যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। William de Morgan (১৮৩৯-১৯১৭)-র Joseph Vance (১৯০৬), F. W. Rolfe-এর Hardian the Seventh (১৯০৪), H. H. Munro (১৮৭০-১৯১৬)-র The Unbearable Bassington এই সময়ে নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

বহু উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখক সমারসেট মম ব্যবসা হিসাবেই সাহিত্য লিখতে শুরু করেন। সাহিত্যিকের পক্ষে বেশী পাণ্ডিত্য অনেক সময় সৃষ্টির অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। মম তাঁর নিজের গণ্ডির মাঝেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগতকে দেখেছেন। নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে জগতকে দেখেছেন কিন্তু বিচার করেননি। তাঁর প্রথম উপন্যাস Liza of Latubeth (১৮৯৭) ফরাসী অতিবাস্তববাদী সাহিত্যের অনুসরণে প্রথম ইংরাজী উপন্যাস। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি মোপাসাঁর আদর্শেই এই উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "It is a picture of life that has long since ceased to be." (৩৩২) প্রকৃতই তাই। গিসিং বা মরিসনের রচিত লণ্ডন ইস্ট এণ্ডের চেহারা বদলে গেছে। কিন্তু তাঁর Liza চরিত্রটি অপূর্ব শক্তিসম্পন্ন। যৌনাবেগপূর্ণ জীবনের গভীর অনুভূতি এই উপন্যাসটিকে চির নতুন রেখেছে। Of Human Bondage (১৯১৫) উপন্যাসে তিনি তাঁর নিজের বাল্য ও যৌবনকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। তাঁর Philip Carey চরিত্রটি তাঁর নিজেরই প্রতিকৃতি। আত্মজীবনী নয়, তবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। উপন্যাসের আয়তন অপ্রয়োজনীয় হ'লেও এ রচনা

(৩৩২) Ibid. Allen—p. 326.

বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। ইংরাজী সাহিত্যে এই রচনা নূতন হলেও Theodore Dreiser-এর An American Tragedy-র সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাঁদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিও একই রূপ। (৩৩৩) তাঁদের কাছে জীবন অর্থহীন—এর কোনই সার্থকতা নেই। এই বিশ্বাসটা আজকের জগতের, কারণ আজ আমরা বিজ্ঞানের দানের উপর বিশ্বাস নিয়ে, আর জীবনের সুখস্বপ্ন দেখি না কিন্তু যে সময়ে উপন্যাস লেখা হয়েছিল তখন বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস নিয়ে মানব-জীবনে আত্মপ্রত্যয়ের যুগ। মমের জীবনদর্শনে এই মানব-জীবনের অর্থহীনতাই তাঁর উপন্যাসের পরিধিকে সঙ্কুচিত ক'রে রেখেছে, তথাপি তাঁর এই প্রগাঢ় বিশ্বাস ও বিশ্বাসের সততাই এই উপন্যাসের মর্যাদার কারণ। অন্যদিকে উপন্যাসখানি মানব-জীবনের একাকীত্বকে অত্যন্ত গভীর সমবেদনার সঙ্গে বিধৃত করেছে। অন্যদিকে কক্‌নি Mildred-এর চরিত্র একটি ভয়াবহ নারীচরিত্র। তবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের উপসংহার সাধারণতঃই উপসংহার নয়। চলার মুখে একটা ছেদচিহ্ন মাত্র, তাই শেষাংশ প্রায়ই নির্জীব। অফ্‌ হিউম্যান বণ্ডেজ উপন্যাসও এই ত্রুটিমুক্ত নয়। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস Cakes and Ale-এ বিংশ শতকের সাহিত্য-ইতিহাসের স্মৃতি ধারণ ক'রে বহুদিন জীবিত থাকবে আশা করা যায়। সাহিত্যিক Driffield, তাঁর স্ত্রী Rosie এবং সুবিধাবাদী সাহিত্যিক Alroy Kear-এর চরিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

Ford Madox Ford (১৮৭৩-১৯৩৯)-এর সাহিত্য-জীবন দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধোত্তর। যুদ্ধের পূর্বে তিনি কোন্‌রাডেরই-সমগোত্রীয়। প্রথমে তিনি হালকা উপন্যাসই লিখতেন, আজ তার মূল্য বিশেষ নেই কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস Fifth Queen আজও আদৃত। তাঁর জীবনের প্রথম অংশের প্রধানতম সৃষ্টি The Good Soldier (১৯১৫)—সভ্যজগতের পক্ষে একটা অতিবাস্তব নীতিবাদ ও তার প্রত্যক্ষতা উপন্যাসখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে রেখেছে। Some Do Not, No More Parades, A Man Could Stand Up, Last Post তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস। এই উপন্যাসে দেখা যায় দুশ্চরিত্রা স্ত্রী তার স্বামীকে সর্বপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে তবুও স্বামী তাকে ত্যাগ করছে না, কারণ ভদ্রলোকে স্ত্রীকে ডিভোর্স করে না। সে নিজে অন্য মেয়েকে ভালবাসে কিন্তু বলতে পারে না, কারণ সে বিবাহিত এবং ভদ্রলোক। এই রকম একটা খ্রীষ্টীয় সহনশীলতার নীতিবাদই তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

Ford-এর বিশেষত্ব তাঁর এই খ্রীষ্টীয় ভদ্রলোকের চরিত্র এবং তাঁর এই

(৩৩৩) Philip reflects :—'Life had no meaning on the earth, satellite of a star speeding through space, living things had arisen under the influence of conditions which were part of a planet's history; and as there had been a beginning of life upon it, so under the influence of other conditions there would be an end; man no more significant than other forms of life......Life was unsignificant and death without consequence. Ibid—p. 327.

খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ। এই চরিত্রগুলি হয়ত সম্পূর্ণ বাস্তব নয়। ঠিক এইরূপ বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে মানুষ চলে না এই জগতে। কিন্তু এই চরিত্র ব্যতীত ফোর্ডের নীতিবাদ অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

E. M. Forster-এর A Passage to India (১৯২৪)-র পূর্বে তাঁর অন্যান্য চারখানি উপন্যাস ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের থেকে পৃথক—Virginia Woolf, D. H. Lawrence, James Joyce থেকে নূতন ধারার স্রষ্টা তাঁরা। পূর্বতন যুগের সাহিত্যধারা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণ করেন। তিনি পুরাতনের বাহক, এডোয়ার্ড যুগের শেষ লেখক এবং তাঁর উপন্যাস এঁদের লেখার আগেই প্রকাশিত হয়। তিনি সম্পূর্ণ পৃথক হলেও ভবিষ্যৎযুগের ইঙ্গিত তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট। তাঁর মধ্যে কখনও কখনও লরেন্সের, কখনও উল্ফএর চিন্তাধারা দেখা যায়। উপন্যাসের প্রকৃতি-বিচারে তিনি মেরিডিথের অনুগামী। তাঁর সাহিত্যে তাঁর ব্যক্তিগত একটা দৃষ্টিভঙ্গি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এই দিক থেকে তিনি হৃদয়ধর্মী সাহিত্যিক। তিনি জগতের ব্যর্থতাকে দেখেছেন হৃদয়ের মাপকাঠি দিয়ে। মানুষের হৃদয় যে স্নেহ করুণায় প্রস্ফুটিত হয়নি, এইটাই জগতের বৃহত্তম ট্রাজেডি। তাঁর Where Angels Fear to Tread, The Longest Journey, A Room with a View এবং Howards End উপন্যাসের মধ্যে তিনি মানুষের হৃদয়হীন হৃদয়কে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের ভিলেন চরিত্রও তারাই যাদের হৃদয় প্রস্ফুটিত হয়নি, যারা হৃদয়ের পবিত্র প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছে, উপেক্ষা করেছে বা বুঝতে পারেনি। ফরস্টারের মনোজগতে তারা অবশ্য ইংলণ্ডের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের জীবনের মূল্যায়ন হয় স্বর্ণমানের আভিজাত্য বোধে। তাঁর গল্পাংশ জটিল, অনেক সময় হয়ত অবাস্তব, তবুও তাঁর জীবনবোধ তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তব ক'রে তুলেছে।

A Passage to India উপন্যাসে এই 'অপ্রস্ফুটিত হৃদয়ে'র প্রতি তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পূর্ণতা লাভ করেছে, এবং ভারতের ইংরাজ ও ভারতীয়দের পরিস্থিতির জটিলতার মধ্যে তাঁর কল্পনার জগত বাস্তবতা লাভ করেছে ব'লেই এই উপন্যাসখানি সার্থক হ'য়ে উঠেছে। ভারতে জাতি-সম্প্রদায় ও সাদা-কালো বর্ণের বৈষম্যের মাঝে সঙ্কুচিত হৃদয়বৃত্তি, হীন হৃদয়ের স্বরূপটা যেন পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। চন্দ্রপুরের ইংরাজগণের ব্যবহারের মধ্যে এই হৃদয়হীনতা তার পূর্ণ কদর্যতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। Mrs Moore, Adela, Fielding এবং Aziz চরিত্রের মধ্যে এই হৃদয়ের মিলনের অভাবটা সুপরিস্ফুট। উপসংহারে আজিজের বিচারের বহুদিন পরে ফিল্ডিং ও আজিজের যখন এক করদরাজ্যের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে দেখা হল তখন উভয়েরই মনে হয়েছিল তারা হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করবে কিন্তু তা হল না, পৃথিবী তা চায় না। পৃথিবীর এই অনাবশ্যক হৃদয়হীনতার প্রতিই তিনি কটাক্ষ করেছেন—পৃথিবীর অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে এই হৃদয়ের

অভাবে। (৩৩৪) Mrs moore চরিত্রের মধ্যে প্রতীকতার সাহায্যে তিনি এই জীবনবোধকে রূপায়িত করেছেন ব'লেই তাঁর সাহিত্য স্মরণীয় হ'য়ে আছে, নইলে তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ত সামাজিক উপন্যাস হ'য়েই থাকত,—সমালোচকের চোখে সুখপাঠ্য সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাসের মূল্য নিয়ে আদৃত বা অনাদৃত হত।

বিংশ শতক

বিংশ শতকের প্রথম দশকে তিনটি বেগবান ধারা এসে সম্মিলিত হল উপন্যাস-সাহিত্যে এবং উপন্যাস-লিখনশিল্পে। ইংরাজী, ফরাসী এবং রাশিয়ান সাহিত্যধারা পরস্পরকে প্রভাবিত করল, এবং এই ত্রিবেণীসঙ্গম থেকেই বিংশ শতকের উপন্যাস সাহিত্য বৃহত্তর ও বিশিষ্ট হ'য়ে প্রবাহিত হল। স্টার্ন ও রিচার্ডসনের রচনা রাশিয়াকে প্রভাবিত করেছিল এবং এই প্রভাবপুষ্ট টুর্গেনেভ, দস্তেয়ভ্‌স্কি ও টলস্টয়ের লেখা ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যকে প্রভাবিত করল। ফ্রান্সের বাস্তববাদ ও অতিবাস্তববাদও ইংলণ্ডের বাটলার, গিসিং, মুর, মমকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি মোপাসাঁ, জোলার সাহিত্যও শেখভ ও গোর্কিকে প্রভাবিত করেছিল।

এই সময়ে শিল্প-বিপ্লবোত্তর তৃতীয় যুগ চলেছে ইউরোপের পশ্চিমাংশে এবং ইংলণ্ডে। শিল্পনগর, শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি হ'য়ে মানুষকে তখন ছিন্নমূল ক'রে তাকে ভিড়ের মাঝে একক ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। তারা ধর্ম, সমাজ ও প্রতিবেশী-পরিবেশ মুক্ত হ'য়ে একক ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে চলেছে—এই চলার সাক্ষী সামুয়েল বাটলার, গিসিং, মুর-এর সাহিত্য। এই পরিবেশে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ১৯১০ সালের কাছাকাছি সময়ে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। মানুষের মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ত হয়নি কিন্তু তার জীবনবোধ, মূল্যায়ন প্রভৃতির পরিবর্তন হয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ১৯২৪ সালে অক্সফোর্ডে এই মানবপ্রকৃতি পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। এই তারিখটা হয়ত ঠিক প্রযোজ্য না হতে পারে তবে এই ১৯১০ সালটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই বছরের ডিসেম্বরে লণ্ডনে Post-impressionist-দের ছবির একটা প্রদর্শনী

(৩৩৪) ...and its conclusion, with Aziz and Fielding meeting on horse-back in a native State years after Aziz's trial, is what the facts of the novel dictates :

'Why can't we be friends now ?' said the other, holding him affectionately 'It's what I want. It's what you want.'

But the horses did not want it. They swerved apart ; the earth did not want it...Ibid—p. 339.

হয়। তারা দেখালেন impressionist-এর মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা বস্তুকে পারিপার্শ্বিকতা থেকে মুক্ত ক'রে দেখালেন। শিল্পে impressionism এবং সাহিত্যে Naturalism কথা দু'টি একার্থবোধক। কোন বিশেষ আলোছায়ার মাঝে বস্তুর চিত্রকেই এঁরা চিত্রিত করেছেন এবং সাহিত্যিকগণ বিশেষ একটা মানসিকতা দ্বারাই জগতকে দেখেছেন। (World seen through a temperament)। বাটলারের The Way of All Flesh এবং শ'র নাটকগুলি তখন পরিচিতি লাভ করেছে,—ভার্জিনিয়া উল্‌ফ কথিত প্রকৃতি-পরিবর্তনের চিহ্ন এঁদের রচনায় সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। শেখভের ছোটগল্পগুলি ১৯০৯ সালে এবং দস্তেয়ভ্‌স্কির রচনা ১৯১২ সালে ইংরাজীতে অনূদিত হয়। ওদিকে ভিয়েনায় Freud তখন মনোবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং যদিও তাঁর তত্ত্ব ইংলণ্ডে তখনও পৌঁছয়নি কিন্তু Jung মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। তাঁর তত্ত্ব তখন জ্ঞানীগুণী মহলে গ্রাহ্য হ'য়ে উঠেছে।

এই সবগুলি কারণ ও অবস্থা এক সঙ্গে করলে দেখা যায়, মানুষ তখন অত্যন্ত আত্মসচেতন হ'য়ে উঠেছে—তাঁরা ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত অনুভূতি-আবেগকেই বেশী মূল্য দিয়েছেন। প্রকৃতিবাদীদের তত্ত্ব নস্যাৎ হ'য়ে গেছে। মূর, বেনেট প্রভৃতির মধ্যে আমরা মানুষকে দেখতে পাই পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি হিসাবে, তাঁদের ধারণা ছিল পারিপার্শ্বিকতাকে পরিবর্তন করলে মানুষের প্রকৃতিও পাল্টাবে, কিন্তু এই সময়ে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মতবাদ বলে অনাদৃত হয়। বিশেষতঃ ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষের জীবনবোধের আমূল পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকেও যে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে এবং তার মন ও মানসিকতা যে জীবনে উচ্চতর উপলব্ধি, এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই সময়ে Hugh Walpole, Compton Mackenzie, J. D. Beresford, Gilbert Cannan, W. L. George এবং D. H. Lawrence লেখক হিসাবে বিশিষ্টতার দাবী করতে পারেন। এঁদের মধ্যে Walpole-এর শিক্ষকজীবন নিয়ে Mr. Perrin and Mr Trail, Mackenzie-র অক্সফোর্ডের এক পুরুষের জীবন নিয়ে Sinister Street এবং Beresford-এর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস The History of Jacob Stahl উল্লেখযোগ্য। এঁদের উপন্যাস আজও সুখপাঠ্য সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিংশ শতকের নূতন ধারার স্রষ্টা হচ্ছেন D. H. Lawrence (১৮৮৫-১৯৩০), Dorothy Richardson (১৮৮২—), Virginia Woolf (১৮৮২-১৯৪১) এবং James Jyoce (১৮৮২-১৯৪১)। এঁদের রচনায় এসে উপন্যাস-সাহিত্যের বিষয়বস্তু, রচনারীতি এবং উপন্যাসের আর্টের আমূল পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য এই নতুন সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করা আজ সম্ভব নয়,—উত্তরকাল এই প্রশ্নের জবাব দেবে। তবে একথা সত্য, তাঁদের উপন্যাস-লিখনরীতি এবং গঠন ও প্রকৃতি উপন্যাস সম্বন্ধে সমস্ত পুরাতন ধারণা, মানুষের সম্বন্ধে, চরিত্র সম্বন্ধে চলতি

ধারণাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে। তার পরিবর্তে তাঁরা যা দিয়েছেন তার মূল্য কতটুকু, ভবিষ্যৎ এই রীতি ও বিষয়কে কতটুকু গ্রহণ করবে তা আজ বলা সম্ভব নয়। অবশ্য এই চারজন লেখক-লেখিকাই এক শ্রেণীভুক্ত বলা যায় না। তাঁরা সমসাময়িক এই পর্যন্ত, তবে তাঁদের জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির একটা মূল সামঞ্জস্য না আছে এমন নয়। এঁদের মধ্যে উল্‌ফ ও রিচার্ডসনের প্রভাব ও খ্যাতি আজ অস্তমিত, তবে লরেন্স ও জয়েসের প্রভাব আজও উপন্যাস-সাহিত্যকে রসপুষ্ট ক'রে চলেছে।

এই সময়ে সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে সত্য ও বাস্তব (Reality and Real) নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলে। একদল বলেন, চরিত্রের প্রতি মমত্ব ও বাস্তবতাই প্রধান, আর একদল বলেন, উপন্যাসের কোন চরিত্রই বাস্তব নয়, হতে পারে না। তবে জীবন কী, আর মানুষের মনই বা কী ?

একটা সাধারণ মানুষের, সাধারণ দিনের মনকে ধরা যাক্। তার মনে পর পর অসংখ্য অণুপরমাণুর মত নানা ভাবনা এসে দেখা দেয়। বাহ্যজগতের সংস্পর্শে তার মনে নানা অনুভূতি আসে, এবং এই অনুভূতি নিয়েই মানুষের আজকের জীবন, কালকের জীবন, পরশুর জীবন—সমগ্র জীবন। তার মধ্যে কতক অনুভূতি ক্ষীণ বুদ্বুদের মত ফেটে উবে যায়, কতক কঠিন ইস্পাতের ছুরির মত অন্তরে গেঁথে যায়। মানুষকে যদি তার নিজের জীবন বর্ণনা করতে হয়, অতীতের সাহিত্যবোধ, পারিপার্শ্বিকতা, সংস্কারমুক্ত হ'য়ে যদি তাকে স্বাধীনভাবে জীবনকে বলতে হয়, তবে তা হবে জীবনের এই উপলব্ধ অনুভূতির সমষ্টি। সেখানে গল্প, গল্পের প্লট, ট্রাজেডি-কমেডি সবই নিরর্থক। জীবনটা কতকগুলি ঘটনা—প্রদীপের আলোক দীপ্ত নয়, বরং অস্বচ্ছ কুয়াশায় ঢাকা একটা আলোকশিখা—যা মানুষের চৈতন্য দ্বারা উপলব্ধ নয়। অস্বচ্ছ চৈতন্য-কুয়াশার মধ্য দিয়ে এই জীবনকে যতদূর দেখা যায় তাই জীবন, তার প্রকাশই সাহিত্য।

Professor Isaac তাঁর An Assessment of Twentieth Century Literature-এর মধ্যে মনোবিজ্ঞানী William James-এর Principles of Psychology থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে এই চৈতন্য সম্বন্ধে বলেছেন—

Consciousness does not appear to itself chopped up in bits··· ···It is nothing jointed, it flows. Let us call it the Stream of Thought, of Consciousness or of Subjective life.

Dorothy Richardson-এর উপন্যাস সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক May Sinclair ১৯১৮ সালে প্রথম এই "Stream of Consciousness" কথাটির প্রয়োগ করেন (৩৩৫)। ডি. রিচার্ডসন, ভি. উল্‌ফ্ এবং জে. জয়েস্-এর সাহিত্যকীর্তি এই চৈতন্য-প্রবাহের দ্বারা জীবনকে বিবৃত করেছে। অবশ্য লরেন্স ঠিক এই গোত্রীয় নন।

(৩৩৫) Ibid.—Walter Allen—p. 245.

এই নূতন সাহিত্য-শিল্পের একটা বড় সুবিধা আছে। পূর্বে চরিত্র ও পাঠকের মধ্যে লেখক ছিলেন ব্যাখ্যাকার, কিন্তু এই নূতন রীতিতে এই ব্যবধান দূরীভূত হ'য়ে পাঠক ও চরিত্র যেন একীভূত হ'য়ে গেল। এই তিনজন লেখক-লেখিকার সাহিত্যে পাঠক উপন্যাস-চরিত্রের চৈতন্য-প্রবাহের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যায়। অবশ্য চরিত্রের চৈতন্য-প্রবাহের সঙ্গে পাঠক-অন্তরের অন্তরঙ্গতার পরিচয় সাহিত্যে পূর্বে না ছিল এমন নয়; রিচার্ডসন, স্মোলেট, এজওয়ার্থ ও ডিকেন্সের চরিত্রগুলি যখন আত্মবিশ্লেষণ করেছে তখন পাঠক এই হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছেন—যেমন Emma এবং Tristram Shandy-র উল্লেখ করা যায়।

যাই হোক, এই চৈতন্য-প্রবাহভিত্তিক সাহিত্য বিংশ শতকের প্রথম দশকে আবিষ্কৃত মনোবিজ্ঞানের দান। এই চৈতন্য-প্রবাহকে জয়েস্ তাঁর Ulysses (১৯২৫)-এ পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। জয়েস্ নিশ্চয়ই ইয়ুং (Jung)-এর free-association প্রণালী দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসার কথা জানতেন, কারণ যে-সময়ে জুরিখে এই নব মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন জয়েস্ এই শহরেরই অধিবাসী ছিলেন। এই মনস্তত্ত্ব ও পুরাতন চরিত্র বিশ্লেষণ একসঙ্গে মিশে এই নূতন আঙ্গিকের সৃষ্টি। জেমস্ জয়েসের উপন্যাস Wings of the Dove-এর প্রথম কয়েক পৃষ্ঠাকে একটু উল্টো ক'রে দেখলেই এই চৈতন্য-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

ডোরোথি রিচার্ডসনের Pilgrimage-এর মধ্যে এমনি একজন বুদ্ধিমতী মহিলা Miriam, জার্মানীর এক স্কুলের গভর্নেস্; তাঁর দৈনন্দিন জীবনকে তিনি ভোগ করেছেন আপনার আত্মচৈতন্য নিয়ে। এই চৈতন্য-প্রবাহে, পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং তার অধিবাসিগণ চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই জগতটা প্রত্যক্ষ জগৎ নয়, এই জগৎ যেন বেঁচে আছে কেবল মিরিয়মের চৈতন্য-প্রবাহের খোরাক হিসাবে। যদি এই চৈতন্য-প্রবাহ না থাকে তবে মিরিয়ম-চরিত্রও থাকে না, উপন্যাসও থাকে না, এমনকি জগতও থাকে না। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য। এই ক্ষুদ্র মন যেন চলমান জগতের উত্তেজিত মুহূর্তকে ধরবার জন্যই ব্যগ্র হ'য়ে রয়েছে এবং তাই যেন জীবন। তাঁর Mrs. Dalloway উপন্যাসে ঠিক এমনি মুহূর্তগুলি যেন একীভূত হ'য়ে সৃষ্টির প্রবাহকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। Marcel Proust (১৮৭১-১৯২২)-এর A la Recherche du Temps Perdu উপন্যাসে এই জীবন-মুহূর্ত যেন আরও বৃহত্তর ও সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। উল্ফের To the Light House উপন্যাসে জীবনবোধ আরও সুস্পষ্ট।

Joyce-এর Ulysses, Finnegans Wake, A Portrait of the Artist as a Yougman (১৯১৬) প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে Ulysses উপন্যাসই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং বর্তমান সমালোচকদের বিরোধের কেন্দ্র। অনেকে এই উপন্যাস পড়ে হতাশ হয়েছেন, অনেকে এর মধ্যে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গ রসবোধের পরিচয় পেয়েছেন। Walter Allen বলেন, "For my own part, to limit the discussion to Ulysses, after repeated reading I am still unable to see the novel

as a whole. Whether it is a whole or a magnificent ruin I do not yet know; but it seems important to note that the more arduous one's attempt to come to a decision the greater the novel appears." p. 352

ইউলিসিসের ঘটনা ১৯০৪ সালের ডাবলিনের একটি দিন। এই উপন্যাসের ইউলিসিস্ হচ্ছেন Leopold Bloom, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক। টেলিমেকাস হচ্ছেন Stephan Dedalus, তরুণ-কবি যাকে আমরা জয়েস্ বলে মনে করতে পারি। পেনিলোপ হচ্ছেন ব্লুম-এর স্ত্রী Marion. বিশেষ কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা নেই। ব্লুম ও ডিডালাস শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে দিনের শেষে দুজনে এক বেশ্যালয়ে একত্রিত হয় এবং ব্লুম ডিডালাসকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসে। দিনের মধ্যে ব্লুম কশাইখানায় যায় একটা কিডনি কিনবার জন্য, একটা সংবাদপত্র অফিসে যায়, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতেও যায়, একটা শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করে, একটি তরুণী সম্বন্ধে কামনাপূর্ণ দিবাস্বপ্ন রচনা করে, ডাক্তারী ছাত্রদের মাতৃসদনের কমনরুমে কিছুক্ষণ থাকে। ঐ দিনের মধ্যেই তার স্ত্রী তাকে প্রবঞ্চনা ক'রে পরপুরুষগামী হয়। ডিডালাস তার তরুণ বন্ধুগণের সঙ্গে ঝগড়া করে, একটা স্কুলে পড়ায়, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে হ্যামলেট সম্বন্ধে তার তথ্য জানায় এবং পরিশেষে বেশ্যালয়ে যায় এবং সেখান থেকে ব্লুম তাকে নিয়ে আসে। হোমরের ওডিসির সঙ্গে এক-একটা অধ্যায়কে মিল ক'রে লেখা হয়েছে। এটা হোমরের ব্যঙ্গ অনুকৃতি, তবে এই সঙ্গে বিংশ শতকের ডাবলিনের জীবনযাত্রার একটা সমালোচনাও তিনি করেছেন। "Bloom, Dedalus, and Marion Bloom become modern versions of archetypal figures and we are to feel the presence of the archetypes behind them. That at least is the theory. Whether it works I am not sure." (৩৩৬)

যাই হোক্ এই চৈতন্য-প্রবাহভিত্তিক সাহিত্য এখনও পরীক্ষান্তরে রয়েছে। এর ভবিষ্যৎ বা মূল্য নির্ণয় করা আজ সম্ভব নয়, মহাকাল প্রবাহে এই নূতন রীতি ও আঙ্গিকের মূল্য নির্ণীত হবে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই নবতম আঙ্গিক কোন কোন পত্র-পত্রিকা মারফৎ আধুনিক সাহিত্যের নামে কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই নূতন সাহিত্যধর্মের প্রথম কারণ বিংশ শতকে মানুষ শিল্পায়নের প্রভাবে অত্যন্ত আত্মসচেতন হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তি-মনের অনুভূতির বাইরে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছায়নি। দ্বিতীয়তঃ, রেনেসাঁর যুগ থেকেই সাহিত্য মস্তিষ্কভিত্তিক হ'য়ে ওঠে—এবং হৃদয়কে অস্বীকার করে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মস্তিষ্কবৃত্তিই সাহিত্যের মাপকাঠি হ'য়ে দাঁড়ায়—সাহিত্য হৃদয়ের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে মস্তিষ্কের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়। বিংশ শতকের বিচ্ছিন্ন সমাজে, নাগরিক

৩৬) Ibid—p. 353.

পরিবেশে ছিন্নমূল মানব-জীবনে বুদ্ধিবৃত্তিই বড় হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তিবাদজাত এই মস্তিষ্কবৃত্তি মনোবিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের উর্বর ভূমিতে জীবন রক্ষা করে চলেছে। বর্তমান বুদ্ধিজাত বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যেমন মানুষকে সন্তুষ্ট করেনি, তেমনি বুদ্ধিজাত এই নূতন আঙ্গিক মানুষের হৃদয়কে তৃপ্তি দেবে এ আশা অন্ততঃ আমি পোষণ করি না। সাহিত্য হৃদয়ের বস্তু, বুদ্ধিজাত কৌশল বা ভাষার মাদকতা দ্বারা হৃদয়কে তুষ্ট করা যায় না,—বেশভূষায় ফ্যাশানের মত সাহিত্যের এই নূতন আঙ্গিক অচিরেই লোপ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষতঃ মানুষ জীবনে একক নয়, একক জীবন বহন তার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা। মানুষ সামাজিক জীব, এবং এই সমাজের বন্ধন হৃদয়প্রসূত, মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। যা মানব-হৃদয়কে তুষ্ট করেনি, পুষ্ট করেনি তা জগতে বাঁচেনি,—এটা ঐতিহাসিক সত্য। এই সাহিত্য যেন একটি মোটর-হেড্‌লাইটে দেখা বিচ্ছিন্ন জগত, যার বাইরের জগতকে লেখক অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এই একটা আলোকবৃত্তের মাঝে যেটুকু দেখা যায় তাই সমগ্র জগত নয় এবং সমগ্র জগতের ছবি নয় বলেই আপেক্ষিকভাবে এই বিচার সত্য নয়। বাংলা উপন্যাস ও সাহিত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ছিল—যা কিছু রসপ্রবাহ বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে তার সবই ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমে এসেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, জোলা মোপাসাঁ, শেখভ, দস্তয়েভ্‌স্কি, গল্‌সওয়ার্দি, Anatole France (১৮৪৪-১৯২৪), Thomas Mann (১৮৭৫-১৯৫৫) Romain Rolland (১৮৬৬-১৯৪৪), নরওয়ের Knut Hamsun, Johan Bojer, রাশিয়ার Maxim Gorky (১৮৬৮-১৯৩৬) Ivan Bunin (১৮৭০-১৯০৩) প্রভৃতির লেখা জনপ্রিয়তা লাভ করে; এবং যাকে আজ সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ আধুনিক যুগ বলেন তার আরম্ভ এই নূতন প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। এই লেখকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই জোলা ও মোপাসাঁর অতি-বাস্তববাদের পথানুসারী। এই নবতম বাস্তববাদের যুগ থেকেই বাংলায় আধুনিক উপন্যাসের সৃষ্টি।

এই অতি-বাস্তববাদ সুইডেনে আত্মপ্রকাশ করেছিল Strindberg-এর ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত The Red Room উপন্যাসে। তাঁর The Son of a Servant, Miss Julea, The Dance of Death এই গোষ্ঠীভূত প্রসিদ্ধ উপন্যাস। এই সব উপন্যাসে সমাজের নিম্নস্তরের জঘন্যতা ও তার কঠোর সমালোচনা সাময়িক ভাবে পাঠকগণকে অভিভূত করেছিল। (৩৩৭) কিন্তু তার পরেই ১৮৯০ থেকে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। Naturalism-এর বিরুদ্ধে Neo Romanticism

(৩৩৭) Realism in European literature developed into or was followed by an extreme form of it commonly known as Naturalism—a movement of naked truth and merciless social analysis which probed the very depth, the lower strata and often the ugliest part of society. The chief exponent of this tendency in Sweden was of course Strindberg.—Swedish Literature, Its rendencies and Principal Writers—Adolph. B. Benson. World Literatures—University of Pittsburgh press.—p. 285-87.

প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই নূতন প্রতিক্রিয়ায় কল্পনা ও সৎ-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় Heiden Stam (মৃঃ ১৯৪০)-এর সাহিত্যে। তাঁর মধ্যে ত্যাগমূলক নীতিবাদ এই নববাস্তববাদের জঘন্যতাকে মন্দীভূত ক'রে তাকে অনেকটা স্বাস্থ্যকর ক'রে তোলে। Selma Lagerlôf (খৃঃ ১৯৪০)-এর হৃদয়গ্রাহী আদর্শবাদী সাহিত্য এই বাস্তববাদকে অস্বীকার ক'রে সমাজজীবনে নীতির প্রাধান্য ঘোষণা করে। নরওয়ের হামসুন ও জোহান বোয়ারও অতি-বাস্তববাদেরই দান এবং তাঁরাও Strindberg-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। Olof Högberg-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস The Great Wrath (১৯০৬) বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে।

অতি-বাস্তববাদের প্রভাবের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাবও বাংলা দেশে এসে পৌঁছেছিল এবং এই ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে এবং অনুকরণে আধুনিক সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে—বাংলা সাহিত্য এই সময়ে বাঙালী সমাজের মতই ইউরোপীয় হয়ে ওঠে,—পাঠকগণ চমৎকৃত হন, নূতনত্বে এবং নূতন তত্ত্বে বিস্মিত হন কিন্তু বাংলার এই নবযুগের সাহিত্য কোন জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা মৌলিক চিন্তাধারা বা জীবনদর্শনের দাবী করবার অধিকারী নয়। ইউরোপীয় নতুন সাহিত্যের প্রতি আনুগত্যের জন্যই তাকে আধুনিক বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপ আমেরিকার দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি একটা অবিশ্বাস এসে দেখা দেয় এবং প্রায় সকলেই এই বস্তুবাদী সভ্যতা ও জীবনের মূল্যায়নের প্রতি সন্দিহান হ'য়ে ওঠেন। বহু লেখকের মধ্যেই এই নিরাশা মূর্ত হ'য়ে ওঠে এবং আরও অনেকের লেখার মধ্যে বর্তমান সভ্যতার প্রতি একটা সক্রোধ বিদ্রূপ দেখা দেয়। যেমন ন্যুট হাসমুনের Growth of the Soil-এর মধ্যে Geissler Isakকে বলছে—You live here with heaven and earth and are one with them, you are one with all the broad and deeply rooted things. You have everything to live on, everything to live for, everything to believe in...you are the necessary ones of earth...that is what is meant by life eternal."

তাঁর এই উক্তি এবং সমস্ত উপন্যাসের মধ্যেই শিল্পাশ্রিত নূতন সভ্যতার প্রতি গভীর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বাংলা-সাহিত্যে চৈতন্য-প্রবাহভিত্তিক সাহিত্য ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বপীড়িত সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। বর্তমান আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের যে বৈচিত্র্য তা এই দুইটি আহৃত তত্ত্বের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। সাধারণতঃ জয়েস্, উলফ্ এবং জন স্টেইনবেকের সাহিত্যের প্রভাবেই এইনূতনত্ব সম্ভব হয়েছে। স্টেইনবেকের In Dubious Battle (১৯৩৬), The Grapes of Wrath (১৯৩৯) এবং তাঁর ছোটগল্পে যে মানবিকতার বাণী ধ্বনিত হয়েছে তার প্রতিধ্বনি আমরা বাংলা-সাহিত্যেও শুনতে পাই। সুইডিস্ সাহিত্যের

অতি-বাস্তববাদের প্রতিক্রিয়ারূপে যেমন Selma Logerlöf, ও Olof Högberg-এর সৃষ্টি সমাজ-জীবনের সামনে একটা নীতিবাদ ও আদর্শ স্থাপন করেছিল, বাংলা-সাহিত্যে এমনি কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি এবং ব্যক্তিবাদের সংকীর্ণতাকে পরিহার করার সৌভাগ্যও তার হয়নি।

বাংলার বর্তমান যুগে Andre Gide (১৮৬৯-১৯৫১)-র কাব্যধর্মী ভাষার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি দার্শনিক তথ্য নিয়ে খেলা করেছেন। তাঁর Strait is the Gate, The Vatican Cellars, South Wind প্রভৃতি উপন্যাসের প্রভাব বাংলা-সাহিত্যে পৌঁছেছে মনে হয়। তাঁর সম্বন্ধে সমালোচক বলেন,—"His characters are almost all unpleasant and the authors prizes seem to be offered only for bad conduct." বিশেষতঃ তাঁর "rejection of his moral Protestant upbringing and the vaunting of homo-sexuality" (৩৩৮) তাঁর চিত্তবিকারেরই পরিচয়। Marcel Proust (১৮৭১-১৯২২) ও জিদের সমগোত্রীয় লেখক। In Search of Lost Time-এ তিনি ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত সমাজের বিষয়মুখী আলোচনা করেছেন। François Mauriac-এর পাপ ও পাপবৃত্তির বিশ্লেষণ, Raymond Radiguet (১৯০৩-২৩)-এর বয়ঃসন্ধির যৌনতা বিশ্লেষণ, André Malraux-এর Storm over Shanghai-এর বিপ্লবের ভয়াবহতা ও Albert Camus-র The Plague-এর existentialism, Jean Paul Sartre-এর 'The Wall'-র চলতি দুনিয়ার সমালোচনা, এবং বর্তমানে বাংলার জনপ্রিয় Franz Kafka (১৮৮৩-১৯২৪)-র The Trial, এবং The Castle-এর মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বেরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বর্তমান যুগের সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শিল্পায়নজাত সভ্যতার মতই দিশেহারা। মস্তিষ্কবৃত্তির কুস্তি প্রতিযোগিতায় আজ যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একটা বন্যা এসেছে, সাহিত্য-জগতও তেমনি মস্তিষ্কধর্মী সাহিত্য আবিষ্কারের নেশায় মেতেছে। বর্তমানের রুগ্ন স্বাস্থ্যহীন সমাজ ও সভ্যতার অমোঘ প্রভাব সাহিত্যে ছড়িয়ে প'ড়ে তাকে দিশেহারা ক'রে দিয়েছে। এই অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ীভূত করেছে Arnold Zweig-এর The Case of Sergeant Grischa, Erich Remarque-এর All Quiet on the Western Front এবং Road Back প্রভৃতি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় উপন্যাসে। অবশ্য Hermann Hesse (জঃ ১৮৭৭)-এর মত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও তথ্যমুক্ত লেখক দু' একজন এ যুগেও জন্মেছেন। তাঁর Siddharta-র মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশ দেখা যায়, এবং ইনি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত লেখক।

(৩৩৮) Ibid. J. M. Cohen—p. 345.

বিংশ শতকের উপন্যাসের ধারা ও প্রভাব বিশ্লেষণ ও বর্ণনা বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি অতীতকে বুঝতে বর্তমানের মনোবৃত্তির সামান্য পরিচয় প্রয়োজন, এইজন্যই তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Dorothy Brewster এবং John A. Burrell-কৃত Modern World Fiction থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই বর্তমান সাহিত্যের পরিচ্ছেদে যতি-চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে।

"It is the European novelists who have given us the conception of a society that is sick. The best known novel of a sick society is Thomas Mann's Magic Mountain. But Schinitzler, Wassermann, Rolland, Hamsun, Blasco, Ibanez, Gide, Proust, Kafka, Sartre each with his own individual accent, his own mood and philosophic outlook have expressed deep uneasiness and put challenging questions. The questions spring from the weakening loss of faith in the values of reason, justice, progress, religion, love, at the extreme, a loss of faith in man himself... In their interpretations, some novelists are influenced by Marxism, others by Freudian theories, but nearly all are fully aware of both determinism—economic and the psychological—though they may be skeptical of both and satirical at the expenses now of one, now of other."—p. 71.

শরৎচন্দ্রের যুগ

মানুষ এগিয়ে চলেছে, সভ্য থেকে সভ্যতর হয়েছে কিন্তু আজ বিংশ শতকের তৃতীয় পাদে এসেও মানুষ সুখী হয়নি। দেহে-মনে মানুষ সুখী হতে চেয়েছে, তার তৃষ্ণা বেড়েছে কিন্তু তা নিবারিত হয়নি। মানুষ যেদিন বৃক্ষশাখায় বাস করত সেদিনও তার অন্ন বস্ত্র গৃহসমস্যা ছিল আজ চন্দ্রলোক বিজয়ের দিনেও সে সমস্যা আছে—আজও প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে অন্ন বস্ত্র গৃহ পায়নি। বুদ্ধিমান মানুষ আজ অবিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করেছে, বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃতি জয় করতে চলেছে কিন্তু এই সামান্য বেঁচে থাকার সমস্যা তবুও রয়ে গেল কেন? মানুষের মস্তিষ্কবৃত্তি বেড়েছে, অপরিসীম শক্তিলাভ করেছে কিন্তু হৃদয়বৃত্তি বাড়েনি, হৃদয় সঙ্কুচিত হ'য়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে। মানুষের হৃদয়ের এই সংকীর্ণতা, তার মনোবিকার মানুষকে দুঃখ দিয়েছে, দিচ্ছে এবং হয়ত চিরদিনই দেবে। বন্য পশু, ঝড়ঝঞ্ঝা-ভূমিকম্প-প্লাবনে মানুষ যত না দুঃখ পেয়েছে তার থেকে অনেক বেশী পেয়েছে মানুষের হাতে—পৃথিবীর বুকে যুদ্ধে যত লোকক্ষয় হয়েছে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগেও হয়ত তত হয়নি। এই হৃদয়কে মহত্তর, উদারতর ও বিস্তৃততর করতে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য যুগের পর যুগ অনুপ্রেরণা দিয়েছে, আদর্শ দিয়েছে কিন্তু মানব-অন্তর সে আদর্শ গ্রহণ করেনি। মনোবিকারগ্রস্ত ব্যাধিগ্রস্ত স্বার্থপর মানব-অন্তর তা অনুসরণ করেনি।

মানব-সভ্যতা ও মানব-জীবনের এই সমস্যার সমাধানের জন্য যুগে যুগে মনীষিগণ মানবতার বাণী প্রচার করেছেন, সাহিত্যের সৌন্দর্য দিয়ে মানব-মনের অনুভূতিকে জাগ্রত ও সঞ্জীবিত ক'রে তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন কিন্তু স্তিমিত নিদ্রিত মানব-অন্তর জাগেনি। মানুষ সুখী হ'তে চেয়েছে জড়জগতের পাওনা পেয়ে, তার সঙ্গে হৃদয়ের পাওনারও পরিতৃপ্তি চেয়েছে। মানুষ জন্মেছে কামনা নিয়ে, কামনা পূরণার্থেই সে কর্ম করছে—জৈবদেহের কামনা জড়জগতকে ঘিরে, মনের কামনা জড়ের অতীত জগতে। কিন্তু সে পায়নি তাই তার দুঃখ,—পৃথিবীতে এই না-পাওয়ার দুঃখই একমাত্র দুঃখ। চাওয়া আর পাওয়ার মাঝখানের ফাঁকে ভর্তি হয়েছে জীবনের দুঃখ।

সভ্যতার আদিযুগ থেকে দেখা যায়, মানুষের এই দুঃখ দূর করতে বহু প্রচেষ্টা চলেছে। একটি ধারা ভোগের, একটি ত্যাগের। যাঁরা ত্যাগী তাঁরা বলেন, যদি কামনা না থাকে তবে জগতে সবই ত পাওয়া হ'য়ে যায়—তাতেই তৃপ্তি, তাতেই আনন্দ। যাঁরা ভোগী তাঁরা বলেন, মানুষ শক্তিমান, বুদ্ধিমান জীব, শৌর্যে-বীর্যে জগতকে ভোগ ক'রে কামনার তৃপ্তি সাধন করা যেতে পারে, তাই-ই মানুষের পৌরুষ। কিন্তু মানুষ যখন ত্যাগ-ধর্ম অবলম্বন ক'রে ইহকাল থেকে পরকাল ও জীবন থেকে পরমার্থকে বড় বলে মনে করে তখন তার কর্মশক্তি ও বুদ্ধি স্তিমিত হ'য়ে পড়ে, জড়জগতের অগ্রগতি রুদ্ধ হ'য়ে যায়। মানুষ নির্বীর্য ও শক্তিহীন হ'য়ে শক্তিমানের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করে। আবার যখন মানুষ ভোগ-ধর্মের মন্ত্র গ্রহণ ক'রে

জগতকে জয় করতে চায় তখনি তার অহং উন্মাদ হ'য়ে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারের বন্যায় পৃথিবীকে লাঞ্ছিত করে; কিন্তু কামনার শেষ নেই, যতই সে পায় ততই সে চায়। স্বেচ্ছাচারী অহং ছুটে ছুটে ক্লান্তি ও অতৃপ্তি নিয়ে অবসন্ন হ'য়ে হা হতোস্মি ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে বলা যায় একদল চেয়েছেন হৃদয় দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে, আর একদল চেয়েছেন বুদ্ধি দিয়ে। মানব-হৃদয়ের কারুণ্য ও প্রেম যদি উৎসারিত হ'য়ে মানুষকে ভালবাসে, মানুষ যদি সত্যকার মানবত্ব অর্জন করে তবে অহং শক্তিহীন হ'য়ে জড়জগতের পাওনাকে সমবণ্টন ক'রে সুখী হবে। মানুষ তখন খাওয়ার থেকে খাওয়ানোর আনন্দেই বেশী সুখী হবে। এই তুরীয় আনন্দকে যে পাবে তার কাছে জড়জগতের সুখ তুচ্ছ হ'য়ে যাবে। মানব-হৃদয়ের এই কারুণ্য ও প্রেমকে উৎসারিত করতে হলে একটা বিশ্বজাগতিক অনুভূতি প্রয়োজন এবং তারই জন্য জড়জগতের অতীত এক মহাশক্তিকে আশ্রয় করা প্রয়োজন। এই মহাশক্তি ও পরমসত্যের প্রকাশই সৃষ্টি, এই অনুভূতি থেকেই বিশ্বমৈত্রী ও প্রেম মানব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে এবং জড়াতীত আনন্দকে সে পাবে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক এই শিক্ষা ব্যতীত হৃদয়ের ব্যাপ্তি হয় না। মানব-হৃদয় অজ্ঞান মনের বিকার দ্বারা খণ্ডিত, অতএব আধ্যাত্মিক শিক্ষাই একমাত্র আশ্রয়।

যাঁরা যুক্তিবাদী তাঁরা বলেন, বুদ্ধিমান মানুষ বুদ্ধিবলে জড়জগতের পাওনাকে অর্জন করবে, অধিকার ক'রে ভোগ ক'রে বাসনাকে তৃপ্ত করবে, তাতেই আনন্দ। বুদ্ধি দ্বারাই সে অনুভব করবে, ব্যক্তি-সুখ সমাজ-সুখের উপর নির্ভরশীল, সমাজ-সুখ সর্বজাগতিক সুখের উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ একটা সমাজনীতি গ'ড়ে তুলবে, সেই নীতির আশ্রয়ে মানুষ সুখী হবে। কিন্তু মানুষের এই বুদ্ধিবৃত্তি তার চিত্তবিকার দ্বারা খণ্ডিত, অবিদ্যা-প্রসূত, অতএব বুদ্ধি দ্বারা এই মানবতা অর্জন সম্ভব নয়, হৃদয়বৃত্তির বিকাশও সম্ভব নয়। দার্শনিক তত্ত্ব সমাজ-বিদ্যায় এসেও এ সমস্যার সমাধান হয়নি।

আজও, সভ্যতার বর্তমান স্তরেও, এই ত্যাগ আর ভোগ, এই মস্তিষ্কবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি এক সুরে বাঁধা পড়েনি। আজও এই দুই-এর এমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় হয়নি যাতে মানব-সমাজ সত্যিই সুখী হতে পারে। অতএব মানুষ আজও অসুখী,—জড়জগতের চাহিদায়, অন্তরের চাহিদায়। ব্যক্তি যখন ত্যাগ-ধর্মে দীক্ষা নিয়ে জড়জগতকে তুচ্ছ করল তখন সে হল অহিফেনসেবী অকর্মণ্য, ভোগ-ধর্মে যখন দীক্ষা নিল তখন হল দুর্জয় উচ্ছৃঙ্খল মাতাল। ব্যক্তি যখন হৃদয়বান হল তখন সে হল স্বার্থপর জগতের ভারবাহী, অত্যাচারিত বাহন, যখন বুদ্ধিমান হল তখন সে হল অত্যাচারী পরস্বাপহারী। আর্ত মানবাত্মা তৃপ্তি খুঁজে, আনন্দ খুঁজে, পৃথিবীর পরে শত বাধার সঙ্গে সংঘাতে জীর্ণ হ'য়ে, ক্লান্ত হ'য়ে কেবল "পাইনি পাইনি" ব'লে চীৎকার ক'রে ভরে তুলল তার জীবনেতিহাস, মানব-সভ্যতার ইতিহাস।

ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছিল ত্যাগ-ধর্মকে, হৃদয়-ধর্মকে। তার শিক্ষা ও সমাজে ছিল আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রেরণা, ধর্মের অনুশাসন। এই ঐতিহ্য ও ধর্ম

সাহিত্য ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল ১৮শ শতক পর্যন্ত। মানব-অন্তর,—চিত্তবিকারগ্রস্ত মানব-অন্তর ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক সংস্কারের কঠোর শাসনে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত মাথা নত করেছিল। ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেছিল সমাজের কাছে, অহং নিষ্পিষ্ট হয়েছিল সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনে। ব্যক্তি স্বাধীন সত্তা নিয়ে গ'ড়ে ওঠেনি, পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে মানুষ ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভ ক'রে স্বাধীন চিত্ত নিয়ে বড় হতে পারেনি, জড়জগতের ভোগ্যকে অর্জন করেনি, অধিকার করেনি। ১২শ শতক থেকে উপর্যুপরি পাঠান-মোগলের আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার্থে ও সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এই সমাজ-সংস্কার ও ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরতর হ'য়ে ব্যক্তি-জীবনকে বেঁধেছিল। ১২শ শতকের পূর্বে সমাজ এমন কঠোর ছিল না। (৩৩৯) অভিযাত্রী মুসলমানদের অত্যাচার ও বিরুদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে হিন্দু-সমাজ নানা সামাজিক রীতি-নীতি ও অনুশাসন দ্বারা আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হল। এই রীতি-নীতি ও সামাজিক শাসনের সঙ্গে প্রকৃত হিন্দুধর্ম ও দর্শনের যোগাযোগ ছিন্ন হ'য়ে গেল—যেতে বাধ্য হল। এই জীর্ণ লোকাচারের খাঁচায় ব্যক্তি বন্দী হয়ে ছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য তখন সমাজ-কল্যাণে সমাজরক্ষার্থে পরিত্যক্ত হল। অতএব ১৮শ শতকের শেষে বাংলায় যে সমাজ ছিল তা কোনমতে বাধা-নিষেধের রক্ষাকবচে আত্মরক্ষা ক'রে চলেছিল। শুধু মুসলমান নয়, এই সময়ে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুতা ও নারীহরণ প্রভৃতি সমাজকে আরও কঠোর ক'রে তুলেছিল।

এই বন্দী ব্যক্তিজীবনকে মুক্ত করতে এল বাংলায় নবজাগরণ। যখন খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ হিন্দুধর্মের এই লোকাচার ও সংস্কারকে উপহাস করতে শুরু করলেন এবং তার যুক্তি চাইলেন তখন ধর্মকে রক্ষা করতে এল প্রতিবাদ এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা। জেমস্ স্টুয়ার্টের 'তমোনাশক' প্রবন্ধে তিনি কৌলিন্যপ্রথা ও কানে পৈতা দেওয়া প্রভৃতিকে উপহাস করলেন। (৩৪০) অন্য দিকে 'পাষণ্ড পীড়ন' প্রভৃতি রচিত হল। রামমোহন এলেন সমাজ-সংস্কারক ও হিন্দুত্বের ব্যাখ্যাকার হিসাবে। যুক্তি দ্বারা ধর্ম ও সমাজকে বিচার শুরু হল।

যখন মানুষ ম্যাকিয়াভেলির যুগে খ্রীষ্টীয় অনুশাসন ও নীতির যুক্তি চেয়েছিল, তখন দেখা গেল যুক্তিদ্বারা এই খ্রীষ্টীয় ধর্মানুশাসন ব্যাখ্যা করা যায় না। যুক্তিহীন এই রীতি-নীতিকে মানুষ আর মানতে চাইল না, তারা স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তা নিয়ে যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চাইল। এই ব্যক্তির জাগরণ, শৃঙ্খলমোচন এবং তার সঙ্গে অহং-এর প্রকাশই নবজাগরণ বা রেনেসাঁ নামে খ্যাত। বাংলায়ও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মানুষ যুক্তি

(৩৩৯) Caste distinctions were less rigid prior to the twelfth century when the Hindoos began to protect themselves from Muslim contact by various devices of seclusion—The Tree of Culture—Ralph Linton. p. 516.

(৩৪০) বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস। পৃ. ২৯৭-৩০১

দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইল সমাজ ও ধর্মের বাধা-নিষেধের। দেখতে দেখতে যুক্তিহীন বাধা-নিষেধের শৃঙ্খলমোচন ক'রে বাংলার বুকে স্বাধীন ব্যক্তি দেখা দিল। ১৯শ শতকের প্রথমার্ধেই এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষিত ও প্রগতি-সম্পন্ন জনজীবনে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠল। সমাজ সংস্কারের জন্য শিক্ষিত সমাজ ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। অন্যদিকে ইংরাজী-শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল যা কিছু ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকূল ও বিলাতী মতে গ্রহণীয় নয় তাকেই সংস্কার ব'লে উড়িয়ে দিলেন; এবং ধর্মানুশীলন অপেক্ষা ধর্মত্যাগী হওয়াটাই শিক্ষার লক্ষণ ব'লে বিবেচিত হল। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা অপাংক্তেয় হল, বাংলা ও সংস্কৃতের পণ্ডিত মূর্খ ও বেকুব ব'লে পরিগণিত হলেন,—যার রেশ আজও সমানে চলেছে। ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাধারা দেখা দিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী দেখা দিল,—ব্যক্তিবাদের সঙ্গে অহংবাদও দেখা দিল।

অবশ্য এই যুগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ না করলে এই ব্যক্তিবাদ ও অহংবাদ কী করতে পারত বা বাংলার সমাজের চেহারা আজ কী হত সেকথা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। যাই হোক, এই সময়ে অন্যদিকে অর্থনৈতিক বিপ্লবও শুরু হল। ১৯শ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলার তথা ভারতের কুটীরশিল্প, বিলাতী শিল্পবিপ্লবপ্রসূত আমদানিকৃত মালের প্রভাবে নষ্ট হল। বেকার সমস্যা সমাজে প্রবলতর হল এবং দুর্ভিক্ষ ও অনাহার বাংলার নিত্য সহচর হ'য়ে দাঁড়াল। ১৮২০ সাল থেকেই বিলাতী বস্ত্র আমদানি আরম্ভ হয় এবং দেখতে দেখতে বিলাতী বস্ত্র বাজার ছেয়ে ফেলে ভারতীয় তাঁত বস্ত্রকে উৎখাত করে দেয়। এই ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র ক'রে নাগরিক সভ্যতার আরম্ভ হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম থেকে মানুষ রুজি-রোজগারের আশায় নগরে ছুটতে শুরু করে এবং ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, কারণ ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত তখন চাকুরী ও রোজগারের প্রশস্ততর পথ ছিল না। ব্যক্তিবাদের এই প্রকাশ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারার সমন্বয়ে জীবনের মূল্যায়নও নূতন ভাবে জড়বাদী হয়ে ওঠে।

নেপোলিয়নের পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের বাজার ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রে ছেয়ে যায়। এই সুযোগে যান্ত্রিক বয়নশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং সে বস্ত্র রাজার সহায়তায় ভারতের বাজারও দখল করে। এই আকস্মিক আমদানিতে ভারতের কুটীরশিল্প একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কুটীরশিল্পের সমাধির উপরেই ভারতে নূতন শিল্পযুগের কলকারখানা সৃষ্টি হয় এবং ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়। (৩৪১)

(৩৪১) Report of the Indian Industrial Commission—1916-18—p. 92.

(৩৪১) While on the continent as in India, foreign competition led to decisive social and economic changes......Growth of Industrial Economics—W. G. Hoffmann—p. 27.

অতএব ভারতের কুটীরশিল্পজাত পণ্য বাজার থেকে একেবারেই নির্বাসিত হল এবং বস্ত্র ও নানাবিধ বিলাস-ব্যসন দ্রব্যে বাজার ছেয়ে গেল। পূর্বে স্থতী মস্‌লিন, সিল্ক প্রভৃতি রপ্তানী হত। আলিবর্দী খানের সময়ে ৭০ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হয়েছে একমাত্র বাংলা থেকেই তাতে কৃষক, শিল্পী, সকলেই সুখে ছিল। (৩৪২) সুয়েজ খাল হওয়ার পরে এই আমদানি রপ্তানি আরও বেড়ে যায় কিন্তু তখন রপ্তানি হত কাঁচামাল, আমদানি হত শিল্পোৎপন্ন মাল। সুয়েজখাল হওয়ার পূর্বে মাল আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ কিন্তু সুয়েজখাল হওয়ার পরে (১৮৬৯ সাল) তা ৯০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। (৩৪২।ক) অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। বেকার শিল্পী মানুষ তখন কারখানামুখী হয়ে ওঠে এবং গ্রাম ও সমাজ ছেড়ে নগরে, শিল্পকেন্দ্রে, বন্দরে আসতে বাধ্য হয়। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে সমাজবন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই শিথিল হ'য়ে আসে। অর্থনৈতিক আঘাতে সমাজও ভাঙতে থাকে, এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যক্তিবাদ ও অহংবাদ আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মভিত্তিক সমাজ জড়বাদী হ'য়ে ওঠে এবং জীবনের মূল্যায়নও নূতন ক'রে নির্ধারিত হয়।

এই পরিবর্তনের যুগেই ভারতে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। এর কর্তৃপক্ষ ছিল ইংরেজ এবং শ্রমিক ছিল ভারতীয়। ভারতের প্রথম শিল্পযুগের আরম্ভ ১৮৯০ সাল থেকে ধরা হয়। প্রধানতঃ তুলা ও পাটকে কেন্দ্র ক'রেই এই সব কারখানা গড়ে ওঠে এবং যন্ত্রপাতি সবই ইংলণ্ড থেকে আসে। পরে বিশেষ প্রয়োজনে, ছোটখাটো যন্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়, প্রধানতঃ এই বড় বড় কারখানার যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ তৈরী এবং তার ভাঙ্গা-চোরা সারাবার জন্য। ১৮৯২ সালে ভারতবর্ষে মোট টাকুর সংখ্যা ছিল ৩,৪০০,০০০ এবং ১৯১৩ সালে এসে হয় ৬,৬০০,০০০। অর্থাৎ গফুর মেয়ের হাত ধরে ধর্ম থাকে না জেনেও যে-পাটকলে এসেছিল সে-পাটকল শরৎচন্দ্রের জন্ম সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ের কিছু আগেই বা একই সময়ে কাগজের কারখানা, ধানকল এবং লৌহশিল্প স্থাপিত হয়। ১৯১০ সালেই ভারত ২৭০,০০০ টন লৌহ নিষ্কাষণ করে। (৩৪৩)

ইউরোপে নবজাগরণের যুগ আর শিল্প-বিপ্লবের যুগের মধ্যে তফাৎ প্রায় তিনশ বছরের কিন্তু বাংলার এই দুই যুগের তফাৎ পঞ্চাশ বৎসরও নয়। ইউরোপের মানুষ ধর্ম-শৃঙ্খল মোচন ক'রে ব্যক্তি হিসাবে জেগে উঠে তার সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল তিনশ বছর ধরে। তার মধ্যে বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের সংগ্রাম হয়েছে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, জনচিত্তে বুদ্ধিজাত নীতিবোধ সৃষ্টির চেষ্টা

(৩৪২) History of India—N. K. Singha & A. C. Banerjee—p. 611-12.

(৩৪২।ক) An Advanced History of India 2nd. Ed.—R. C. Majumder, H. C. Roy Chowdhury & K. K. Dutta—p. 898-900.

(৩৪৩) Ibid—Hoffmann—p. 59-60.

হয়েছে, তাতে সমাজ ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাতে সমাজ ও পরিবার ভাঙ্গেনি। প্রথম ইংলণ্ডের শিল্পায়নের যুগেই সমাজ-পরিবার ভাঙ্গতে সুরু করে, এবং একক মানুষ নিয়ে নগর ও শিল্পাঞ্চলের পত্তন হয় কিন্তু বাংলায় নবজাগরণের যুক্তিবাদে দীক্ষা নিতে না নিতেই, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠবার আগেই, কুটীরশিল্প ধ্বংস ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজ ও পরিবার দ্রুত ভাঙ্গতে আরম্ভ হয়। এই আকস্মিক পরিবর্তনের প্রভাব ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবার-জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। মানুষ ব্যক্তি হিসাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও নীতিধর্ম নিয়ে গ'ড়ে উঠবার আগেই এবং নূতন সমাজ-জীবনের একটা সুসমন্বয় হওয়ার পূর্বেই সে সমাজ ও পরিবারচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ একক ভাবে পৃথিবীর বুকে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে নূতন যুগের মানুষ একদিকে হ'য়ে ওঠে একেবারেই সমাজচেতনাহীন, অন্য দিকে উলঙ্গভাবে আত্মকেন্দ্রিক। সমাজ-পরিবারে সর্বত্র এই অপুষ্ট ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হ'য়ে একান্নবর্তী পরিবার বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা দুর্বল ও দুর্ভাগ্যকে নিপীড়িত করতে আরম্ভ করে। বাংলার মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিসংঘাত প্রবলতর হ'য়ে ওঠে। বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ তখন পতনোন্মুখ।

কিন্তু এদেশের মাটি সনাতন হিন্দুত্বের রসসিক্ত, মানব-অন্তর ত্যাগ-ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত। মানব-হৃদয় কঠোর সামাজিক কর্তব্যের প্রেরণায় উদারতর—তাঁরা খাইয়ে আনন্দ লাভ করার আনন্দকে জেনেছেন, ভোগ করেছেন। তাই তখন দূর-সম্পর্কের মামাত-পিস্তুতো ভাই, ভগ্নী, ভাগ্‌নে, জামাই-মেয়ে সকলেই অবশ্য প্রতিপাল্য। এই হৃদয়বান ত্যাগ-ধর্মী সমাজের বুকে যখন ব্যক্তিবাদ তার অহং নিয়ে জাগল তখন সংঘাত প্রবলতর হ'য়ে দেখা দিল—মানুষ সাধারণ ভাবে বিপন্ন ও বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। আজ মামাতো ভাই, পিস্তুতো ভাইএর বাড়ী খেয়ে কলেজে পড়বে এটা কল্পনাতীত কিন্তু সে সময়ে এটা অবশ্য করণীয় ছিল, না করলেই সমালোচনার পাত্র হয়ে পড়তে হত কিন্তু অর্থনৈতিক ও নূতন হৃদয়ধর্মের কারণে তা সম্ভব ছিল না, তাই মানুষে-মানুষে সংঘাত প্রবলতর হ'য়ে দেখা দিল।

এই সংঘাতমুখর যুগে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলীর গণ্ডগ্রাম দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম। সে সময়ে বাংলায় রেললাইন বসেছে, দুচারটে চটকল থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হ'য়ে ভাগীরথীর উভয় তীর কলুষিত করতে শুরু করেছে। মানুষ ইংরাজী শিক্ষা লাভ ক'রে রেলগাড়ী স্টীমারে চড়ে দূর দূর দেশে চাকুরী করতে ছুটেছে এবং অর্থবান হয়ে 'মানুষ' হতে সুরু করেছে। আর যারা এই সুযোগ গ্রহণ করেনি তারা গ্রামের মধ্যে 'অমানুষ' হয়েই পড়ে রইল। অর্থাৎ ইউরোপের শিল্পায়নের যুগে মানব-চিত্তের যে পরিবর্তন হয়েছিল তার সবখানিই সমুদ্র পার হ'য়ে বাংলার বুকে এসে বাসা বাঁধল। নগর ও শিল্পাঞ্চল দ্রুত লাভ করল এবং লুব্ধ মক্ষিকাকুল সেখানে এসে ভিড় করতে আরম্ভ করল।

সেখানে জীবনের মাপকাঠি হল মুদ্রা, মনুষ্যত্ব নয়, হৃদয় নয়,—মোটর হল জীবনের কাম্য। বাংলার বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল হৃদয়ের ঔদার্যের উপর নির্ভর ক'রে, অহংবাদের আগমনে সে সমাজ ভাঙতে শুরু হল, সেই ভাঙার ঢেউ এসে লাগল পরিবার-জীবনে এবং ব্যক্তি-জীবনে। ত্যাগে আর ভোগে বিরোধ বাধল, যেমন বেধেছিল প্রাচীন গ্রীসে ইউরিপিডিসের যুগে, ফ্রান্সে কর্নেলী-রেসিনের যুগে।

তখন ব্যক্তি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা লাভ করতে, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পৃথিবীতে বড় হবার জন্য। এই মুক্তির সংগ্রামের মধ্যে ব্যক্তিকে সংগ্রাম করতে হয়েছে সমাজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, নিজের হৃদয়ের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে। ব্যক্তির জীবনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এসে নিবিড় হ'য়ে উঠেছে তার জীবন-দর্শনে, জীবনের আদর্শবাদে। এই যুগ সন্ধিক্ষণে শরৎচন্দ্র নতুন শিক্ষা লাভ ক'রে জগতকে দেখেছিলেন,—তাঁর চারিপাশে তখন চলেছিল এই বিরোধ ও সংঘাত, তাঁর জীবন ঘিরেও ছিল এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তিনি ছিলেন দ্রষ্টা, আপনার জীবন মাধ্যমে তিনি দেখেছিলেন ব্যক্তিজীবনের এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ব্যক্তি-জীবন ঘিরে চলেছিল যে আর্ত জিজ্ঞাসা, মানব-অন্তরের করুণ সংগ্রামের মধ্যে যে দুঃখবেদনা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল, সেই দুঃখ ও আর্ত জিজ্ঞাসা শিল্পীর দরদী অন্তরকে উদ্বেলিত ক'রে দিয়েছিল। হৃদয়ের অপরিসীম কারুণ্য দিয়ে, ভাষার যাদুমন্ত্রের আবেগ দিয়ে, আপন হৃদয়ের বেদনা দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, শিল্পী অপূর্ব সৌন্দর্যে প্রকাশ করেছেন এই ব্যক্তি-জীবন-সংগ্রামের আলেখ্য। আজকের মস্তিষ্কভিত্তিক সাহিত্য সাধনার যুগে, হৃদয়বান লেখকের সৃষ্টি যতই অবহেলিত হোক, হৃদয়ের সামগ্রী কখনও ব্যর্থ হয়নি। যদি তাই হত, তবে পৃথিবীর বুক থেকে রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি আজ বিলুপ্ত হ'য়ে যেত।

শরৎ-মানস

কবির কাব্য যেমন কবি-মানসের প্রতিচ্ছবি, উপন্যাস-সাহিত্যও তেমনি লেখক-মানসের ছবি। কবি-চিত্তের একটা পরিচয় পেলে যেমন তাঁর কাব্যের মূল অনুভূতিটুকু সহজবোধ্য হয়, তমনি লেখক-চিত্তের পরিচয় তাঁর সৃষ্টির পরিচয়কে নিবিড়তর করে দেয়। শরৎচন্দ্রের এই মানস, তাঁর চিত্তের বিকাশ ও পরিণতি বিশ্লেষণের মধ্যেই তাঁর সৃষ্টির সহজ পরিচয় রয়ে গেছে। অতএব প্রথমেই আমরা তাঁর এই চিত্তবৃত্তিকে বুঝতে চেষ্টা করব।

সভ্যমানুষ মাত্রেই চিত্তবিকারগ্রস্ত (pervert), কারণ মানুষের জন্মগত সহজ প্রবৃত্তি সর্বদাই সমাজ-সংস্কার-রীতি-নীতির বাধায় সঙ্কুচিত ও নিষ্পিষ্ট হ'চ্ছে

এবং তার প্রবৃত্তিগত আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত হ'য়ে অচেতন মনে বিকার সৃষ্টি করছে মানব-চিত্ত উপনিষদের 'বিদ্যা'কে অর্জন করতে পারেনি, অচেতন মনের বাধাকে (barrier of the unconscious) ভেঙেও সত্যদৃষ্টি লাভ করতে পারেনি। যাঁরা জগতের কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে সত্যকে অনুভব করেছেন তাঁরা ঋষি, সাধারণের মনের সঙ্গে তাঁদের কোন মিলই নেই—তাঁরা দেবতা, আমাদের সমগোত্রীয় সাধারণ নন। অতএব লেখকমাত্রেই একটি বিশিষ্টরূপ চিত্তবৃত্তির অধিকারী, এবং এই চিত্তবৃত্তির রঙীন চশমার ভিতর দিয়েই তিনি জগতকে দেখেছেন, মানুষকে দেখেছেন, মানুষের মন-সমাজ-কর্তব্য-অকর্তব্যকে দেখেছেন। পাঠক, সমালোচক সকলেই এমনি একটি বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তির দাস, অতএব তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, সমালোচনা, ভাল-লাগা না-লাগা সবই এই চিত্তবিকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং খণ্ডিত। তিনি যে বিষয় অবলম্বন করেন, যে চরিত্র সৃষ্টি করেন, সবই তাঁর এই মনের বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।(৩৪৪) অর্থাৎ লেখকের idiosyncrasy-র প্রকাশ, অথবা ভাবান্তরে যাকে বলা যায় "seen through a temperament". এই idiosyncrasy বা temperament মানুষ আয়ত্ত করে তার জীবনে, বংশগতভাবে, পারিপার্শ্বিক জগত থেকে এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। অতএব লেখকের সৃষ্টি এই বিশেষ চিত্তবৃত্তির প্রকাশ।

উদ্দেশ্যমূলক, আদর্শমূলক, রোমান্টিক বা বাস্তববাদী সাহিত্য যাই হোক না কেন, তার সবই এই বিশেষ মানসিকতার দান। বঙ্কিমচন্দ্র যদি উদ্দেশ্যমূলক লেখক হ'য়ে থাকেন তবে সেও তাঁর চিত্তবৃত্তির বিশিষ্টতা; শরৎচন্দ্র যদি বাস্তববাদী লেখক হ'য়ে থাকেন তবে সেও তাঁর মনোবৃত্তিরই বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যে পরিবেশ ও যুগগত অবস্থা থেকে আহৃত তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে ১৮শ শতকের পাঠকগণ চাইতেন উপন্যাসে ঘটনা-সংঘাত, আকস্মিকতা, ও অভিনবত্ব, তাতে আখ্যানভাগ যদি সম্ভাব্যতার গণ্ডি অতিক্রমও করত, তাতেও তাঁরা কিছু মনে করতেন না। কিন্তু ১৯শ শতকে এসে উপন্যাস বাস্তববাদী হয় অর্থাৎ এই সম্ভাব্যতা ব্যতীত পাঠক তখন আখ্যানকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ এই সময়ের পাঠক আরও বেশী যুক্তিসচেতন ও ব্যক্তিবাদপ্রিয় হ'য়ে উঠেছেন। তখনকার দিনের প্রথম সর্ত এই যে, ঘটনাংশ কেবলমাত্র সম্ভবই হবে তা নয়, তাঁকে অবশ্যম্ভাবী হতে হবে। অর্থাৎ পাঠক তখন বেশীর ভাগই যুক্তিবাদী—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছেন, এবং যা কিছু যুক্তি-নির্ভর নয় তাকেই তাঁরা অপ্রাকৃত বলে অবহেলা করেছেন।

কিন্তু এই আদর্শবাদ, বাস্তববাদ, উদ্দেশ্যবাদভিত্তিক সাহিত্যের সঠিক সংজ্ঞা

(---) The subject the writer chooses, the characters he creates and his attitude towards them are conditioned by his bias, what he writes is the expression of his personality and manifestation of his instincts, his emotions, his intuitions, and experience. Point of View—S. Maugham—p. 175.

নির্ণীত হয়নি—কোথায় যে এর সীমা রেখা এবং সেই সীমারেখা সুস্পষ্ট কিনা তারও সমাধান হয়নি।

বাস্তববাদ সম্বন্ধে Michael Karpovich টলস্টয় ও দস্তয়েভ্স্কির প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Hence in the first place realism is an ambiguous term which in this (Russian) literature should be understood as meaning merely the authors' preoccupation with contemporary life, in all its complexities and with all its contradictions. Hence, also the predominant concentration of Russian novelists on character and psychological analysis on inner feelings and spiritual conflicts rather than outward events of adventure. And hence, finally their frequent attempts at posing to answer the 'fundamental problems" of human existence.'

World Literatures—Two Spokesmen of Russia : M. Karpovich—p. 242—University of Pittsburgh Press.

সমসাময়িক মানব-জীবনের জটিলতা, ব্যক্তিসংঘাতের কথা যদি সম্ভাব্য চরিত্র ও মনোবিকলনের ভিতর দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা যদি মানবের জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ক'রে থাকে তবে তাকে বাস্তব সাহিত্য বলা যেতে পারে। এই রাশিয়ান বাস্তববাদ অর্থে শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী কিন্তু জোলা-ফ্লবেয়া যে অর্থে বাস্তববাদী সে অর্থে শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী নন। ১৯শ শতকের সাহিত্যের ভাবধারাই শরৎচন্দ্রের মধ্যে প্রকট, ২০শ শতকের মস্তিষ্কভিত্তিক সাহিত্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যে (শেষ প্রশ্ন ব্যতীত) স্থান পায়নি। ১৯শ শতকের লেখকগণ সাধারণতঃ তাঁদের পরিচিত চরিত্রকেই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। টুর্গেনেভ স্বীকার করতেন যে বাস্তবে একটা কোন চরিত্র না পেলে স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়। (৩৪৫)

শরৎচন্দ্রও বলেছেন, "আমার চরিত্রগুলির 90% basis সত্য। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সত্য মাত্রই সাহিত্য নয়......কিন্তু সত্যের উপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। বনেদ নিরেট হলে আর ভয় নেই ...—শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী : অবিনাশ ঘোষাল—পৃ. ২২৪।

শরৎ সাহিত্যেও এমনি তাঁর বাস্তব জীবনে পরিচিত ব্যক্তিই উপন্যাস-চরিত্রে পরিণত হয়েছে। তাঁর জীবনী আলোচনা কালে অনেক জীবনীলেখক এই সমস্ত চরিত্রকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মানুষের জীবনে কত পরিচয় হয়, কত লোকের

(৩৪৫) Some, indeed, Turgenev for instance, admitted that they could not create a character at all unless they had a living model to work on. They elaborated their models to suit their own purposes and in the end the characters they created often enough had very little in them of the models that had suggested them. Point of View—S. Maugham—p. 45.

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়, তার সবই তো মনে দাগ কাটে না; সবই তো মনে থাকে না, তাদের সবকেই তো মন গ্রহণ করে না। কতক চরিত্র মনে গভীর রেখাপাত করে, মন তাকে গ্রহণ করে, আপনার ক'রে নেয়, কতক ত্যাগ করে। কিন্তু কেন গ্রহণ করে—এই প্রশ্নের উত্তরেই প্রথম মনে আসে লেখকের চিত্তবৃত্তি তথা তাঁর *bias*-এর কথা। লেখক তাঁর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে এই বিশেষ চিত্তবৃত্তি কী ক'রে এবং কেন অর্জন করলেন সেটি বিশ্লেষণ করলেই তাঁর চিত্তের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাঁর এই বিশেষ চিত্তবৃত্তিই তাঁর সাহিত্যের মূল সূত্র।

পাঠক যখন কোন উপন্যাস পড়েন তখন তিনি প্রধান চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে (যাকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় Identificaton বলে) তার সুখ-দুঃখ অনুভব করেন এবং আপনার অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি খোঁজেন। যেমন দত্তা পাঠকালে সব পাঠকই নরেন্দ্র হ'য়ে মনে মনে বিজয়া লাভ ক'রে জীবনের না-পাওয়াকে পেতে চান। এই একীভূত হওয়া লেখকের জীবনেও সত্য। লেখকের অন্তরও তাঁর প্রধান চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যায় বা পক্ষান্তরে বলা যায় তাঁরই অন্তর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নায়কের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে এবং তাঁরই অতৃপ্তিজাত চিত্ত নায়ককে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ লেখকও মনের দিক থেকে তখন দত্তার নরেন্দ্রনাথ হ'য়ে আপনার অন্তরের ব্যথা ও বেদনাকে বা অতৃপ্ত কামনাকে মূর্ত ক'রে তোলেন। কেবলমাত্র বাইরে থেকে দেখা চরিত্র সজীব হয় না, যদি না লেখক নিজে তার সঙ্গে একীভূত হন। অতএব মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বলা যায়, স্রষ্টার সৃষ্টি তাঁর জীবনে না-পাওয়ার ইতিহাস—এই না-পাওয়াজনিত দুঃখের কাল্পনিক পরিতৃপ্তি। Identification প্রক্রিয়ার সঙ্গে চলে Projection। আপনার ইচ্ছাকে সে আরোপ করে প্রণয়ের পাত্রে। যেমনি হলে তাঁর মন আনন্দে ভ'রে উঠতে পারত তেমনি একটা চিত্তকে আরোপ করা হয় প্রণয়পাত্রের চরিত্রে।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের মনের গঠন অত্যন্ত জটিল। আমরা যুক্তির দ্বারা যা সত্য বলে মনে করি অন্তর তা অনেক সময়ে গ্রহণ করে না। যেমন মানুষ রাজনৈতিক নানা ইজমে বিশ্বাস করে, কিন্তু আশ্চর্য এই বিশ্বাসটা প্রথম আসে তার মনের গঠন থেকে—যুক্তি থেকে নয়। অর্থাৎ বিশ্বাসটা আসে আগে এবং বিশ্বাস রাখতেই যুক্তিটার প্রয়োজন হয় এবং সেটা আসে পরে। যেমন যুক্তির দিক থেকে গোমাংস ভক্ষণ উত্তম, জগতে হিন্দু ব্যতীত সব জাতিই তা ভক্ষণ করে, এসব যুক্তি যতই দেওয়া যাক, কোন হিন্দু এটা মনে গ্রহণ করতে পারে না এবং জোর করে গ্রহণ করলেও হয়ত দেহ তা গ্রহণ করে না। বর্তমান সভ্যতার অবস্থায় কোন হিন্দু যুবক বা কিশোর একথা কল্পনাও করতে পারে না যে তার মা তার পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু বর্তমান হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং রেজিস্ট্রি বিবাহ কিছুকাল চলবার পর হয়ত হিন্দু কিশোর বা যুবক মেজবাবা বা সেজবাবা কল্পনা করতে কোন বেদনাবোধ করবে না। সমাজ, রীতিনীতি, পরিবার, সংস্কার প্রভৃতি থেকে মানুষ এমনি মানসিক বাধ

(inhibition) অর্জন করে। বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিধবা বিবাহ প্রচেষ্টা যে সম্যক্‌ভাবে সফল হয়নি তার কারণ হিন্দু বিধবার মনে সতীত্ব সম্বন্ধে যে বাধ আছে এখনও তা যুক্তির দ্বারা অতিক্রান্ত হয়নি। শরৎচন্দ্রের মন বাস্তববাদী, সমসাময়িক যুগধর্মের পরিবর্তনশীলতার প্রতি আস্থা থাকা সত্ত্বেও তিনি হিন্দু-সংস্কার-সৃষ্ট বাধকে অতিক্রম করেতে পারেননি। তার ফলে, ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর ব্যক্তিতে ও এই বাধে বিরোধ বেধেছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সার্বজনীন,—স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে এই নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার আর্তকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর দরদী অন্তর অপরিসীম কারুণ্যের প্রলেপ দিয়ে আর্ত মানবাত্মার বেদনাকে উন্মোচিত করেছে।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল ছিলেন অনেকটা নিস্পৃহ ব্যক্তি, সংসার সম্বন্ধে উদাসীন এবং অর্থোপার্জনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে দারিদ্র্য এসেছিল শরৎচন্দ্রের জীবনে। পিতার এই উদাসীনতা ও গৃহের দারিদ্র্য শরৎচন্দ্রের গৃহ-জীবনকে সুখী করতে পারেনি, সেই জন্য বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন বহির্মুখী। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখা যায় নিরানন্দ গৃহের সন্তানরাই বহির্মুখী হয়, কারণ গৃহের বাইরেই তারা আনন্দ পায় এবং বালকসুলভ চাপল্যে নানা অকীর্তি-কুকীর্তি ক'রে জীবনের অভাবকে পূর্ণ করে। শরৎচন্দ্রও এই কারণেই পাঠশালা পর্যায়েই বেশ দুরন্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। ডিহিরীবাস, ভাগলপুরবাস এবং পুনরায় দেবানন্দপুর থেকে হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁর এই দুরন্ত মনের ক্রিয়া সমানভাবেই বর্তমান ছিল। এই দুরন্তপনা ও ছন্নছাড়া ভাবের মধ্যে তাঁর অসুখী অন্তর সুস্পষ্ট। মাঝে মাঝে যাত্রার দলে অভিনয়, বৈষ্ণব আখড়ায় গমন প্রভৃতির মধ্যে তাঁর অন্তর যে পরিতৃপ্তি পেতে চেয়েছিল তার হেতু মনের গোপন কোণে একটা না-পাওয়ার বেদনা তাঁকে অস্থির ও চঞ্চল ক'রে তুলত। (৩৪৬)

কৈশোরের প্রারম্ভে একটি মেয়ে দেবানন্দপুরে তাঁকে বৈঁচির মালা দিত। তার প্রতি তাঁরও হয়ত বালখিল্য একটা প্রেম গড়ে উঠেছিল। নিরানন্দ গৃহ থেকে পলাতক শরৎচন্দ্র এই সখির কাছে এসে হয়ত না-পাওয়ার ক্ষতি পূরণ করতে চাইতেন। এই বৈঁচির মালার অধিকারিণীই হয়ত শ্রীকান্তের জীবনে রাজলক্ষ্মীরূপে আশ্রয় নিয়েছিল।

মানবের যৌনজীবনের তিনটি স্তর আছে—প্রথম আত্মপ্রেম যাকে Narssistic Stage বলা হয়। দ্বিতীয় স্তর সমযৌনতা (Homosexuality), তৃতীয় অসমযৌনতা (Hetrosexuality)। তৃতীয় স্তরটি সাধারণতঃ মানবজীবনে আসে ১৬ থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে। এই সময়ে নারীপ্রেমে পড়াটা ব্যক্তিজীবন বিকাশের পক্ষে একটা অবশ্যম্ভাবী স্তর। এই প্রেমে বাস্তব নারীর প্রয়োজন সর্বদা হয় না,—

(৩৪৬) জীবনী সম্বন্ধে গোপালচন্দ্র রায় কৃত "শরৎচন্দ্র" এবং অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল কৃত "শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণীর" উপর নির্ভর করেছি, কারণ এই দুইখানি গ্রন্থই বর্তমান লেখকের নিকট নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে।

পরিচিত, অপরিচিত, যে-কোন একটি নারীকে আশ্রয় ক'রে মানুষের যৌনজীবন এগিয়ে চলতে থাকে। এই স্তরটি প্রতিটি মানুষের পক্ষেই সত্য, যদি কেউ বলেন তিনি এই বয়সে কোন নারীকে কেন্দ্র ক'রে প্রেমজীবন যাপন করেন নি, তবে তিনি হয় অস্বাভাবিকরূপে বিকলচিত্ত, না হয় তাঁর বুদ্ধির স্থিতাঙ্ক (intelligence quotient) অত্যন্ত কম অর্থাৎ ৯০-এর নীচে। এই কাল্পনিক প্রেমজীবনটি কারও জীবনে আসে অত্যন্ত ধীর মন্থর গতিতে, কারও জীবনে আসে প্রবল বেগে, জীবনকে উদ্বেলিত মথিত ক'রে দিয়ে যায়। এই জন্যেই বলে—'বাল্য প্রেমে অভিশাপ আছে।" কারণ এ প্রেমজীবন দুঃখ পেতে—তৃপ্তি পেতে নয়। সুর-না-বাঁধা তার-যন্ত্রে এই অনুভূতি ঝঙ্কার সৃষ্টি করে না, কিন্তু প্রতিভাবান ও স্রষ্টার সুরবাঁধা তার-যন্ত্রের হৃদয়ে এই অনুভূতি যে ঝঙ্কার তোলে তা তার সারাজীবনের চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। এমনি একটা প্রেমজীবন এসেছিল শরৎচন্দ্রের জীবনে, ভাগলপুরের ভট্ট বাড়ীতে, বুড়ি অথবা নিরুপমা দেবীকে ঘিরে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বলে,—সাহিত্য-কাব্য যৌনজীবনের ঊর্ধ্বগমনের দান (Sublimation of sex)। এই ঝঙ্কৃত হৃদয়ানুভূতির সময়েই শরৎচন্দ্রের লেখক-জীবনের সূত্রপাত। এই প্রথম যৌবনের প্রেম ছিল খণ্ডিত, বাধাগ্রস্ত। নিরুপমা দেবী সনাতনপন্থী সংসারের নিষ্ঠাবতী বালবিধবা, সতীত্ববোধে সচেতন—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও মেলামেশা সম্ভব ছিল না। শরৎচন্দ্রের উদ্বেলিত হৃদয় আহত হয়ে ফিরে এসেছে কিন্তু সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁরও সংস্কারের বাধ ছিল। বালবিধবা চরিত্রের প্রতি তিনি যে সহানুভূতি ও কারুণ্য নিয়ে, তাঁকে সেবাধর্মে দীক্ষিত করে মহৎ ও সুন্দর ক'রে তুলেছেন তার মধ্যেই তাঁর নিরুপমা দেবীর প্রতি হৃদয়দৌর্বল্য Projection প্রক্রিয়ায় ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এই বালবিধবা চরিত্রগুলি যেন তাঁর হৃদয়রক্তে সঞ্জীবিত। ভবিষ্যৎ বংশধরের মাথায় দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার অতিবড় প্রেমেরও নেই, একথা তিনি জানতেন। (৩৪৭) তাই এই প্রেমানুভূতি ও ব্যর্থতাই সম্বল হ'য়ে থাকল—ব্যক্তিজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বই সত্য হ'য়ে রইল—তাই রাজলক্ষ্মী, রমা কেউ এই বাধকে অতিক্রম করতে পারেনি, কিরণময়ী যখন করলো তখন আর সে প্রকৃতিস্থ রইল না। এই বেদনা ও ব্যর্থতাই দেবদাসে আত্মনিগ্রহে পর্যবসিত হল।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিজীবনের সংঘাত লেখককে ক'রে দিল ছন্নছাড়া, দেবদাসের মতই আত্মনিগ্রহে সে যেন তৃপ্তি পেতে চাইল। এই আত্মনিগ্রহের প্রবণতা তাঁকে নিয়ে গেল সুদূর রেঙ্গুনে।

ভাগলপুরের জীবনে আর একটি সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পিতা ছিলেন শ্বশুরালয়ে আশ্রিত, কিন্তু বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট পরিবার ও সমাজ তখন ভাঙ্গতে

(৩৪৭) শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবী সন্তানের কথাটা সবচেয়ে বড় কথা, তাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতি বড় প্রেমেরও নাই।— হরিদাস শাস্ত্রীকে লিখিত পত্র—বাজে শিবপুর—*২৮. ৩. ২৫. মাসিক বসুমতী—কার্তিক ১৩৬৯

সুরু করেছে,—ব্যক্তিস্বার্থ প্রবলতর হ'য়ে উঠেছে, জীবনের নূতন মূল্যায়ন পরিবারের মধ্যেও অনুভূত হতে সুরু করেছে। তার ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ব্যক্তিজীবনের সংঘাত প্রবলতর হয়েছে। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙ্গতে সুরু করেছে, যেখানে ভাঙ্গার সুযোগ হয়নি সেখানে ব্যক্তিজীবনে অতৃপ্তি ও দুঃখ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। মাতার মৃত্যুর পরে খঞ্জরপুরে বাস এই ব্যক্তিসংঘাতজনিত দুঃখেরই পরিণতি।

যে সমাজ ও সংসার তাঁর জীবনের সব কিছু হরণ ক'রে তাঁকে ছন্নছাড়া ক'রে রেঙ্গুনে পাঠিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং জীবনে তিনি হ'য়ে উঠলেন উচ্ছৃঙ্খল। অভিমানে ও ব্যর্থতার বেদনায় চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে জীবনকে নিঃশেষ করে দেওয়াই তখন যেন প্রয়োজন হয়ে উঠল। কিন্তু রেঙ্গুনে তাঁর বিদ্রোহী অন্তর দেখল, সমাজহীন মুক্ত নরনারীকে, তাদের জীবনের গভীর দুঃখকে। ছিন্নমূল এই নরনারীর জীবনকেও তিনি প্রশংসা করতে পারলেন না, কাম্য বলে মনে করতেও তিনি পারলেন না—তাঁদের জীবনের দুঃখ ও গভীর আত্মাহুতিই কেবল তাঁর দরদী হৃদয়কে বেদনার্ত ক'রে দিল।

এই সময়ে তিনি প্রচুর পড়াশুনার অবসর পেয়েছিলেন। তাঁর পত্রাবলী থেকে দেখা যায় তিনি Herbert Spencer-এর অনুরাগী ছিলেন। যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্র পালকে লিখিত রেঙ্গুনের জানুয়ারী ১৯১৩ সালের চিঠিতে লিখেছিলেন—

"...রাত্রিটা অবশ্য পড়তে পাই কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হ'য়ে উঠছে না। আর একটা কথা, আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছি—আর একবার ইচ্ছা আছে H. Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philosophy-র একটা বাঙ্গালা সমালোচনা, —সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher, যারা Spencer-এর শত্রু মিত্র তাঁদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি।"—মাসিক বসুমতী—আশ্বিন ১৩৬৯

পুনরায়,—"পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই, গতবৎসর Physiology, Biology এবং Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি, শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।"—ঐ কার্ত্তিক ১৩৬৯

প্রমথ ভট্টাচার্যকে লেখা ১৭. ৪. ১৯১৬ তারিখের পত্রে লেখেন "আমি একজন Ethics-এর Student, Ethics বুঝি এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না"।—ঐ

এই সময়ে তিনি টলস্টয়, জোলা, ডিকেন্স প্রভৃতি বিদেশী রিয়ালিষ্টিক লেখক, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গোরা ও চোখের বালি প্রভৃতি পড়েছেন। দস্তেয়ভস্কির লেখা ইংলণ্ডেই আদৃত হয় ১৯১২ সালের পরে, অতএব এই সময়ে তাঁর লেখা পড়া সম্ভব হয়নি। তিনি গোরা উপন্যাসখানি অন্ততঃ ২০ বার পড়েছেন। (৩৪৮)

(৩৪৮) Western Influence in Bengali Literature—P. R. Sen—p. 225

পাশ্চাত্যের ব্যক্তিবাদ, তৎসহ মানবের অহং-এর সংগ্রাম প্রথম প্রতিধ্বনিত হয় রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, গোরা ও ঘরে বাইরে প্রভৃতি উপন্যাসে। ঘরে বাইরে উপন্যাসে টুর্গেনেভের Father and Children-এর প্রভাব দেখা যায়। (৩৪৯) শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরুস্থানীয় মনে করতেন এবং তাঁর লেখা বহু বার তিনি পড়েছেন। বিশেষ ক'রে চোখের বালির চরিত্র ও মনবিশ্লেষণ তাঁকে নতুন আলো দিয়েছিল।'(৩৫০) এই ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী যখন মুখর হ'য়ে উঠেছে তাঁর অন্তরে তখনই তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর নারীর মূল্য গ্রন্থে তাঁর এই বিশ্বাস সুস্পষ্ট। তিনি স্পেন্সারের সার্বিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নীতিবাদের দিক থেকেও পরিবর্তনশীলতাকে অবশ্যম্ভাবী বলে বিশ্বাস করেছিলেন। স্পেন্সার ধর্ম ও সমাজনীতিকে উপেক্ষা করেননি যদিও তিনি Agnostic ছিলেন।

"Later on, in his sociological studies, Spencer credited religion with having played a valuable role in social development specially in the conservation of traditions and maintenance of moral and social stability. History of Modern Philosophy—Wright p. 460-61.

শরৎচন্দ্রও বলেছেন—"তাই কতকটা শৃঙ্খলের প্রয়োজন। অপর পক্ষে শৃঙ্খল একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলে পুরুষেরাও যে কত অবিচারী উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে এই ভারতবর্ষেই সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।" নারীর মূল্য ৯।৩৮৮

স্পেন্সার তাঁর Systematic Ethics-এ তাঁর বিবর্তনবাদকে অনুসরণ ক'রে দেখিয়েছেন মানুষের নীতিবোধও জগতে বিবর্তিত হয়েছে (পৃ ২৪৪-৫১ দ্রষ্টব্য) এবং শরৎচন্দ্রও বলেন, "কালের সঙ্গে সঙ্গে যে নিয়মও বদলায় এ সত্যের ইহারা কোন ধার ধারে না"—৯।৩৬১। স্পেন্সারের নীতিবাদের মূল ভিত্তি হিতবাদ এবং তাঁর মানবচরিত্রে হৃদয়ের বিস্তৃতিই 'good conduct' বলে বর্ণিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রও বিশ্বাস করেন—"বিদ্যার উদ্দেশ্য যদি হৃদয় প্রশস্ত করা হয়……" —৯।৩৫৯। হৃদয়ের বিস্তৃতিই শরৎচন্দ্রের নীতিবাদের মূল ভিত্তি। সমাজ ও সংস্কারের শৃঙ্খল যে মানবহৃদয়কে সঙ্কুচিত করেছে, তারই বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ। দরদী স্রষ্টার হৃদয় দুঃখে বেদনায় মথিত হয়েছে এই সংকীর্ণতার জন্যে—যেহেতু এমনি একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা তাঁর সমস্ত জীবনকে, উদ্বেলিত হৃদয়কে বঞ্চিত করে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ব্যক্তি-মন, ব্যক্তি-হৃদয়ের বিচার যদি হৃদয় দিয়ে না হয়, তাকে যদি জগতের নীতি ও সমাজ সংস্কার দিয়ে বিচার করা হয়, তবে সে বিচার সত্য নয়—তাঁর সংগ্রাম এই অসত্যের বিরুদ্ধে, জীবনের ও ব্যক্তির অসত্য মূল্যায়নের বিরুদ্ধে।

(৩৪৯) Ibid—p. 224
(৩৫০) অবিনাশ ঘোষাল—p. 229

হার্বার্ট স্পেন্সারের তত্ত্ব পরবর্তী যুগে অনেক স্থলেই ভুল বলে গণ্য হয়েছে, তথাপি তাঁর যুক্তির অকাট্যতা শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বিবর্তনবাদ, সমাজ, ভাষা, শিল্পায়ন, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতির ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর বিবর্তনবাদকে সামাজিক পরিধির মধ্যে প্রয়োগ করেছেন—ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারের পরে সমাজ প্রসঙ্গে বিবর্তনবাদের প্রযুক্তি অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা মানুষ হৃদয়বান হয়ে উঠতে পারে, একথা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র সামাজিক এই সংকীর্ণতা, এই অসত্যের বিরুদ্ধে এই অপ্রাকৃতিক মূল্যায়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন আপন মনে। যে সমাজ-পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাতে মনের বাধজনিত একটা সংরক্ষণশীলতাও তাঁর মধ্যে ছিল, সন্দেহ নেই। নারীর পক্ষে শান্তস্বভাব, সেবাপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা যে একান্তই প্রয়োজন এবং এই গুণই যে নারীর ভূষণ একথা তাঁর সমস্ত নারীচরিত্রে ফুটে উঠেছে,—হয়ত মাতা ভুবনমোহিনীর নির্বাক কর্মজীবন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আন্তরিক সেবাধর্ম তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা মহিয়সী মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তারই প্রভাব পড়েছিল তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মাঝে। এই বিরুদ্ধতা—অর্থাৎ বিদ্রোহ ও রক্ষণশীলতা তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে। (৩৫১) তিনি সাহিত্যে—তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন সমাধান চান নি, চেষ্টাও করেন নি, তিনি শুধু মানুষের সহানুভূতি ও করুণাকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। তাঁর একটি নারীচরিত্রও সমাজ সংস্কারের, বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। তারা আপন ব্যক্তিত্ব নিয়ে, সমস্ত বাধা ছিন্ন ক'রে অহং-এর পূর্ণ প্রকাশ হিসাবে দেখা দেয়নি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম-সমাজের শৃঙ্খল মানুষের প্রয়োজন, নইলে মানুষ উশৃঙ্খল বিবেকহীন প্রাণীতে পর্যবসিত হবে। তাঁর আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে, আপনার হৃদয়ের করুণা দিয়ে, অন্তরের দরদ দিয়ে সমাজ-চিত্তে তিনি সমবেদনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। বিদ্রোহে নয়, শৃঙ্খল ভাঙ্গার শক্তিতে নয়, তিনি সমাজচিত্তকে হৃদয়বান হতে বলেছেন,—হৃদয়ের বিস্তৃতি হলেই সমাজের অসত্য দূরীভূত হবে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়,—রাস্তার পাশে একটি ভিখারী বসে রোজ ভিক্ষা করে, সেই পথে নিত্য যাতায়াত করি কিন্তু ঐ ভিখারীর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করি, তার দৈন্যে কোন করুণা বোধ করি না। কিন্তু যদি কেউ বলে, "আহা, লোকটি এই খররৌদ্রে সারাদিন ভিক্ষা চেয়েছে কিন্তু কিছু পায়নি,—ও কি খাবে?" তখন হয়ত আকস্মিকভাবে হৃদয়ে করুণা উপস্থিত হয়, আমি দু'টি পয়সা দান করি। শরৎচন্দ্রও এই 'আহা' বলে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়েছেন মানুষের লাঞ্ছনাকে,—তার মর্মবেদনাকে মূর্ত

(৩৫১) শরৎচন্দ্রের মধ্যে বিপ্লবাত্মক প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে একটি রক্ষণশীলতার ভাব আছে, যার জন্যে সময় সময় মানুষ অবাক হয়ে যায়। শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব—হুমায়ুন কবির পৃ—৩১।

করেছেন। যাতে মানুষের হৃদয় কারুণ্যে বিগলিত হয়ে তাদের সত্য বিচার করে তাদের বেদনাকে বুঝতে শেখে। তাই শরৎসাহিত্য আগাগোড়া হৃদয়ধর্মী—সেখানে যুক্তির প্রাধান্য নেই।

১৩৩১ সালে মুন্সীগঞ্জের সাহিত্যসভায় 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেছেন, "মানবের রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়।" ৮।৩৬৮।

তাঁর অন্তরের রক্ষণশীলতার পিছনে যে যুক্তি আছে তা তাঁর "সমাজধর্মের মূল্য" প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। "সমাজের সংস্কার অসঙ্গতি ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা যায় কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া সুফল পাওয়া যায় না"—এই ছিল তাঁর ধারণা। "ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের জন্য সঙ্কুচিত হইতে পারে না। বরঞ্চ, সমাজকেই এই স্বাধীনতার স্থান যোগাইবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করিতে হইবে। পণ্ডিত H. Spencer-এর মতও তাই, তবে তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা এই বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তাহা অপরের তুল্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। (৩৫২) কিন্তু ভাল করিয়া দেখিতে গেলে এই অপরের তুল্য স্বাধীনতায় যে কার্যক্ষেত্রে কতদিকে কত প্রকারে টান ধরে, পরিশেষে ঐ 'সত্য' কথাটির মত কোথায় যে 'সত্য' আছে—তার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া যায় না।" (৩৫৩)

শরৎচন্দ্র বলেন, মানুষ একক নয়, তার সুখ-দুঃখ-আনন্দ একমাত্র তারই উপর নির্ভর করে না। মানুষকে চলতে গেলেই অন্যের অধিকার ও অন্তরের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য। যেমন রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাষ্টার গল্পে রতনের যে বেদনা তা তো জগতে অপরিহার্য—"একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।" এই বিশ্বব্যাপী মর্মবেদনা মানব-জীবনের সঙ্গী। মানুষ চলার পথেই মানুষকে দুঃখ দেয়, দুঃখ আহরণ করে এই ব্যক্তি-বিকাশের পথেই। অতএব সমাজ শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সুফল হয় না। ব্রাহ্ম সমাজের পরিণতির মধ্যেই তিনি তা বলেছেন, "ইহা যে হিন্দুর পরম সম্পদ বেদমূলক ধর্ম, সেকথা কেহই বুঝিতে চাহিল না। আজও পাড়াগাঁয়ের লোক ব্রাহ্মদের খ্রীষ্টান বলিয়াই মনে করে।" "অল্প সময়ে অতিবেশী সংস্কার করিয়া ফেলিয়াই তাঁহারা ব্যর্থ হইলেন।" শরৎচন্দ্রের সমাজ সংস্কারের পথ ভিন্ন,—"মনু-পরাশরের বিধিব্যবস্থা আমাদের কি সম্পদ দান করিয়াছে সে তর্ক তুলিয়া নয়, কি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, শুধু সেই সমালোচনা করিয়া সমাজের দোষগুণ বিচার করা উচিত। অবএব আজও যদি আমাদের ঐ মনু-পরাশরের

(৩৫২) Spencer defines justice as, "the right of each man to do as he pleases so long as he does not trespass upon the equal freedom of every other man."—Wright—p. 472

(৩৫৩) শঃ সাঃ সং—৭।৩৮৬

সংস্কার করাই আবশ্যক হয় তবে ঐ ধারা ধরিয়াই করিতে হইবে।" (৩৫৪) তিনি সমাজ শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে তাকে নূতন করতে চান নি, তিনি সমাজকে রেখে তাকে প্রসারতা দিতে চেয়েছেন—হৃদয়ের বিস্তৃতির দ্বারা তাকে উদারতর করতে চেয়েছেন। তিনি সমাজ-বিদ্রোহী নন, সাহিত্যেও বিদ্রোহী নন বরং রক্ষণশীল—সমাজচিত্তকে তিনি করুণায় উদ্বুদ্ধ করে তাকে মহত্তর ও প্রাণময় করতে চেয়েছেন। তাঁর সমস্ত পতিতা ও বিধবা চরিত্র তাই সমাজবিধি লঙ্ঘন করেনি, তারা নীরবে সহ্য করেছে, দুঃখ পেয়েছে। তাদের দুঃখ মানবচিত্তকে বিচলিত ক'রে তাদের প্রতি সত্য বিচার করুক, এই ছিল তাঁর নীতির মূলকথা। "গোরায়" যে ব্যক্তিবাদের বিদ্রোহ দেখা যায়, শরৎসাহিত্যে সে বিদ্রোহ প্রকট হয়নি।

এই সংরক্ষণশীলতার জন্যেই তিনি জোলার প্রকৃতিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হননি, বরং টলস্টয়ের আর্টের সংজ্ঞার সঙ্গে তার আর্টের একটা হৃদয়গত ঐক্য দেখা যায়। টলস্টয় বিশ্বাস করতেন আর্ট কেবল আনন্দের জন্যেই নয়, মানুষে মানুষে মিলন, মানবসমাজের ও ব্যক্তির মঙ্গলই আর্টের কাম্য। (পৃ ৩৪৪ দ্রষ্টব্য) যারা পতিত অধম, মুহূর্তের ভুলে যারা সমাজজীবন থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের ভুলই কি সত্য হয়ে থাকবে, তাদের হৃদয়কে কেউ বিচার করবে না? এই অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ, মানুষের ভিতরের বস্তুটিকে বিচার কর। (৩৫৫) হৃদয় দিয়ে বিচার কর, তাতেই মানবমঙ্গল, তাতেই মানুষে মানুষে মিলন সম্ভব, এই নীতিবাদই শরৎসাহিত্যের মূলতত্ত্ব। এই তত্ত্বই তাঁর মানবতাবাদ, তাঁর দরদী অন্তরের মানবপ্রেম, তাঁর হৃদয়গত শিল্পধর্ম। (৩৫৬)

এই নৈতিক তত্ত্ব ও এই হৃদয়ধর্ম তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের অভিজ্ঞতায়। তাঁর এই অভিজ্ঞতার পরিপোষক বলেই স্পেন্সারের সার্বিক বিবর্তনবাদ তাঁর যুক্তিকে আকৃষ্ট করেছিল—তাঁরও অভিপ্রায় ছিল মানবহৃদয় যুগের বিবর্তনে প্রসারিত হোক, প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে সমাজ এগিয়ে চলুক। ভাগলপুরে থাকতে যে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করেছেন, রেঙ্গুনে যে উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতাচারের জীবন যাপন করেছেন তারই কলঙ্ক তাঁর সামাজিক জীবনে সত্য হয়ে ছিল কিন্তু সমাজের অব্যবস্থাজনিত যে মর্মবেদনায় তাঁর জীবন এই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তা কেউ দেখল না, তাঁর হৃদয়ের অপরিসীম প্রেমকে কেউ মর্যাদা দিল না। এই ব্যর্থতাই তাঁর সমগ্র চরিত্রের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে—কখনও Identification-এ কখনও Projection-এ।

(৩৫৪) Ibid—পৃ ৩৮৭

(৩৫৫) He seems to have judged men and women by an original standard... a man is not great or good if he merely conforms to accepted standards but he is truely heroic, if he has a broad outlook and a sensitive heart. Sarat Chandra—Man and Artist—Dr. S. C. Sengupta—p. 14.

(৩৫৬) আসল বস্তু তার সত্ত্বা বা মন যাহাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা।—অঃ ঘোষাল পৃ. ২২৪—চন্দননগর সাহিত্য সভার ভাষণ—প্রবর্তক ১৩৩৭ কার্তিক।

রেঙ্গুন বাসকালে তাঁরই মত ব্যর্থজীবন কতকগুলি নরনারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাঁরাও সমাজ থেকে নিগৃহীত হয়ে বা ব্যক্তিসংঘাতজনিত বেদনায় সমাজ ত্যাগ ক'রে প্রবাসী হয়েছিল। তাদের হৃদয়-বেদনার কথা তিনি অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন, তাই তারা তাঁর সৃষ্টির মাঝে স্থান পেয়েছে। তাদের চরিত্র তাঁর লেখনীর স্পর্শে তাদের অন্তরবেদনার কথা প্রকাশ করেছে। এই সব চরিত্রগুলি তাঁর জীবনীকারগণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। কিন্তু জীবনের এত পরিচয়ের মধ্যে শুধু এরাই তাঁর সাহিত্যে স্থান পেল কেন তার কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে—এইটিই তাঁর অন্তরের *bias*। Zola সম্বন্ধে Jean Carrére বলেছিলেন,—জগতটাকে দেখাতে গিয়ে তিনি হাসপাতাল দেখিয়েছেন। (পৃ. ৩২১ দ্রঃ) এই কথাটি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা চলে। কারণ শরৎসাহিত্যে এই সমাজত্যক্ত চরিত্রেরই সমাবেশ বেশী উজ্জ্বল হয়েছে, কিন্তু জোলার চরিত্রগুলি প্রকৃতিবাদের প্রভাবে ব্যক্তি-সর্বস্ব, ব্যক্তিজীবনের বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম কিন্তু শরৎচন্দ্রের চরিত্রে এই সংগ্রাম প্রাধান্য পায়নি, এই অপরিহার্য সংগ্রামজনিত দুঃখটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ইবসেনের নোরা চরিত্রে যে নারীত্বের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তা সমাজ ব্যবস্থা ও চলতি নীতিকে লঙ্ঘন করেছে কিন্তু শরৎচন্দ্রে নারীত্বের দাবী নীতিকে লঙ্ঘন করেনি, উপেক্ষিত নারীত্বের বেদনাকে রূপায়িত করেছে। কারণ তিনি সমাজকে ভেঙ্গে দেওয়ার পক্ষপাতী নন, সমাজকে হৃদয়বান করবার প্রয়াসী।*

পাশ্চাত্যের এই দেহের সতীত্ববোধ থেকে মানসিক সতীত্ববোধের যে প্রাধান্য তা স্বাভাবিক নয়, এবং যুক্তিসহ নয়। মানুষের মন মূলত ব্যভিচারী। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' এইটি মানবজীবনে সত্য। তা ছাড়াও শিশু ভাবে বড় হলে "বাজার উজাড় করি কিনিব খেলনা" কিন্তু যখন বড় হয় এবং খেলনা কিনবার শক্তি অর্জন করে তখন খেলনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়—মানবজীবনে এও পরম সত্য। মনোগত প্রেম যত বড়ই হোক, যত মহৎই হোক,—চিরব্যভিচারী মানব-অন্তর অন্যকোন নরনারীকে চিন্তায় কামনা করে না, এটা যুক্তিসহ নয়। লালসাপীড়িত মানবঅন্তর মনোজগতে ব্যভিচারী, জীবনে একটি পাওয়ার পরে একটি না-পাওয়াকে সে চায়,—যা পায় তাকে পিছনে ফেলে নূতনকে পেতে চায়। এই দুরন্ত মানব-মনের একনিষ্ঠতা আর যে জগতেই থাকুক অন্ততঃ তার যৌনজীবনে নেই একথা সত্য। যিনি যত বড় প্রেমিকই হোন, মনোজগতে তিনি পরনারী কামনা করেননি, একথা তিান নিশ্চয় ক'রে বলতে পারেন না,—নারীর পক্ষেও একথা সত্য। কাজেই দৈহিক সতীত্ব ও মানসিক সতীত্বকে আলাদা করে চিন্তা করাটা হয়ত ভুল। মন চিরব্যভিচারী, অতএব দৈহিক সতীত্ববোধই সতীত্ব।

* জার্মান মঞ্চাভিনয়ে নোরা "Motherless! Ah, though it is a sin against myself, I cannot leave them!" বলে সন্তানের জন্য ফিরে এসেছে। অবশ্য ইবসেন এটা করতে চান নি। Henrik Ibsen,—Peter Watts—p. 334.

সেইজন্যে শরৎচন্দ্র ইউরোপীয় নারীত্বের দাবীকে গ্রহণ করেন নি, ভারতীয় দৈহিক সতীত্বকে রক্ষা করেই তিনি নারীত্বের বেদনাকে চিত্রিত করেছেন। পাশ্চাত্যের প্রভাব যতই আসুক প্রাচ্যের সতীত্ববোধকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি এবং করেন নি। 'সমাজধর্মের মূল্য' তাঁর এই বিশ্বাসের প্রতীক।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এর দেশ ভারতে তাঁর জন্ম—যা সুন্দর তা সত্য ও কল্যাণময়, এ বিশ্বাসকে তিনি ভুলতে পারেন নি,—যা মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনে তা যে সত্য নয় এবং সুন্দরও নয় এ বিশ্বাসও তাকে সংরক্ষণশীল করে তুলেছিল। (৩৫৭)

সাহিত্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পরে যখন তিনি বাজেশিবপুরে বসবাস করতে সুরু করলেন তখন হিরন্ময়ী দেবীকে নিয়ে তিনি সংসারী, বিগত যৌবন। এই বয়সে মানুষের ভাবপ্রবণতা স্তিমিত হয়ে আসে এবং যুক্তি বাড়তে সুরু করে। এই সময়েই তাঁর বেশীর ভাগ সৃষ্টি পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত হয়। তখনকার সেই মন তাঁর অতীত জীবনেরই দান,—অভিজ্ঞতাপুষ্ট বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মন। সেই মন নিয়ে তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন, সেই দেখার মধ্যে অপূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু অযোগ্যতা নেই—এই দেখা সামগ্রিক না হতে পারে কিন্তু আংশিকভাবে তা সত্য এবং সুন্দর।

স্রষ্টার মনের যে বিশেষ গঠন বা বিশেষ চিত্তবৃত্তি, তারই সৃষ্টি তার সাহিত্য। স্রষ্টা সেই বিশেষ চিত্তবৃত্তি দিয়েই জগতকে, ব্যক্তিকে, সমাজকে, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়কে দেখেন। এই দেখা বা এই বীক্ষণই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য। যুগে যুগে মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় একসঙ্গে মিলে মানুষের সুখী হওয়ার পথ নির্দেশ করেছে। দার্শনিক দেখেছেন কোথায় সত্য, কোন্ সত্যকে গ্রহণ করলে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে দেহে মনে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সুখী হতে পারে। ধর্ম-সমাজনীতি মানুষের মনকে বিধিনিষেধ দিয়ে তাকে পরার্থপর করতে চেয়েছে,—মানব-জগত সম্বন্ধে, তথা সার্বজনীন সুখবিধান সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছে। সাহিত্য মানবের অন্তর বেদনাকে উদ্ঘাটিত ক'রে, মানুষের হৃদয়ের অনুভূতিকে আঘাত ক'রে তাকে পরার্থপর ক'রে সমাজকে সুখী করতে চেয়েছে। বিভিন্ন স্রষ্টা বিভিন্ন যুগে মানব-মনকে আঘাত দিয়ে অনুভূতিপ্রবণ করতে চেয়েছেন। এই ক্রমবিবর্তনশীল জগতে মানুষের হৃদয় বিস্তৃততর হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যতদূর বিস্তৃত ও উদার হলে জগত সুখী হতে পারতো ততদূর হয়নি। ত্যাগে আর ভোগে দ্বন্দ্ব চলেছে, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে সংঘাত চলেছে। মানুষের অহং, তার মানবাত্মা জগতে কাম্যবস্তুকে

---

(৩৫৭) (ক) Art for art's sake কথাটা যদি সত্য হয় তবে তা কিছুতেই immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে না, এবং অকল্যাণ এবং immoral হলে Art for art's sake কথাটাও কিছুতে সত্য নয়। সাহিত্য ও নীতি—৮।৩৫৯

(খ) Idea পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষা ও জাতির কল্যাণকর কিনা।—সাহিত্যের রীতি ও নীতি—৮।৩৮৬

চেয়ে সুখী হতে চেয়েছে; সে চেয়েছে স্বাধীনভাবে গড়ে উঠে কাম্যধনকে লাভ করতে, কিন্তু এই পাওয়া তার জীবনে হয়নি। পৃথিবী, মানুষ, সে নিজে একত্রে সে পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে—তার ফলে দেহের কারাগারে তার আত্মা, তার সত্বা, তার অন্তর বেদনার্ত হয়ে ক্রমাগত ক্রন্দন করছে। সে বুদ্ধি দিয়ে যাকে পেতে চেয়েছে, হৃদয় তাকে গ্রহণ করেনি,—হৃদয় যাকে চেয়েছে বুদ্ধি দিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। শরৎচন্দ্রের সত্বা তথা অন্তর, জীবনে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ পেয়েছে, তাঁর অন্তরাত্মা বেদনায় হাহাকার করেছে। পৃথিবী তাঁকে দেয়নি তাঁর কাম্য, মানুষ তাঁকে দেয়নি প্রীতি, সমাজ দেয়নি স্বীকৃতি, প্রেম দেয়নি প্রতিদান—তাঁর অন্তর ক্রন্দন করেছে নিরন্তর না-পাওয়ার দুঃখে। এই দুঃখমথিত অন্তর নিয়ে তিনি দেখেছেন—জগতে মানবহৃদয় তাঁর অন্তরের মতই হাহাকার করছে। মানবাত্মার সঙ্গে, তার অহং (ego)-এর সঙ্গে সংঘাত চলেছে নিরন্তর, এই সংঘাত হয়েছে মানুষে মানুষে, চিত্তবৃত্তিতে চিত্তবৃত্তিতে, সমাজে মানুষে, পরিবেশে মানুষে, মানুষের আপনার অন্তরে, তার অচেতন-চেতন মনে, সংস্কার ও নীতিবাদের সঙ্গে, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারের বহুপূর্বে দস্তেয়ভস্কি ছিন্ন ব্যক্তিত্বকে (split personality) সাহিত্যে রূপায়িত করেছিলেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বীক্ষণ-শক্তির আনুকূল্যে। বাংলাদেশে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব পরিচিতি লাভ করে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরে কিন্তু শরৎপ্রতিভা অহং-এর সংগ্রামকে, চিত্তবিকারজনিত এই বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার অনেক আগে—আপনার জীবন-সমীক্ষা থেকে। মানব-জীবনের এই সংঘাতজনিত দুঃখ মানুষের জীবনকে পঙ্গু করেছে, স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে, মানবসত্বার বিকাশের অন্তরায় হয়েছে। মানবজীবনের এই চিরন্তন সমস্যাকে তার জীবনদর্শন, জীবনের নীতিবাদ বিচার করেছে হৃদয় দিয়ে,—প্রেম দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে। তার নীতিবাদ, তার জীবনদর্শনের মূলতত্ত্ব,—মানুষের হৃদয় প্রসারিত হয়ে মানুষের দুঃখকে বুঝলেই মানবসত্বার এই জৈবিক দুঃখ দূর হতে পারে,—মানুষের মূল্যায়ন হোক এই হৃদয় দিয়ে, তাঁর অন্তরাত্মার উদারতা দিয়ে,—চলতি সমাজ, সংস্কার, নীতি, ধর্ম দ্বারা তার মূল্যায়ন হয় না। শরৎসাহিত্য বেদনার্ত হৃদয় নিয়ে মানবাত্মার চিরন্তন এই দুঃখকে অনুভব করেছে, প্রকাশ করেছে, প্রাণময় করেছে। মানবাত্মার এই চিরন্তন বেদনাকে দূর করতে যুগে যুগে মানুষের প্রয়াসের অন্ত নেই কিন্তু রেনেসাঁর যুক্তিবাদের কৃপায় মানুষ যখন নীতি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সমস্ত রকম আশ্রয় ত্যাগ ক'রে, মুক্তির আশায় ব্যক্তি হিসাবে রৌদ্রতপ্ত বৃষ্টিসিক্ত নিরাশ্রয় পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে এসে দাঁড়াল, সেই দিন থেকে ব্যক্তি জীবনের এই সংগ্রাম হল প্রবলতর। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অহমিকা জড়জগতের প্রাপ্যকে যখন বুঝে নিতে চাইল তখন মানুষ বন্দী হল জড়বাদের কারাগারে,—এই ভোগের রাজ্যে সংগ্রাম বেড়ে গেল, মানুষ হল ব্যক্তিপ্রধান—একক। জড়বাদের স্বাভাবিক পরিণতি শিল্পায়ন, মানুষকে গৃহ-সমাজ বঞ্চিত করে তাকে করল নিঃসঙ্গ। ঊনবিংশ শতকে ভারতের বুকে এই ত্যাগ আর ভোগের দুই সভ্যতা এসে দাঁড়াল

মুখোমুখি। তাই ভারতের বুকে আকস্মিক ভাবে এই দ্বন্দ্ব প্রবলতর হয়ে উঠল—মানবের জীবন-সংগ্রামের বেদনাও প্রবলতর হল। শরৎচন্দ্র এই সংঘাত-মুখর যুগের শিল্পী—এই সংঘাতজনিত দুঃখময় তাঁর জীবন—এই সংঘাতের রূপকার তাঁর সাহিত্য, তাঁর সৃষ্টি।

তাঁর ৫৭তম জন্মদিনে (২রা আশ্বিন ১৩৩৯) টাউন হলের সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি যে অভিভাষণ দেন (ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৩৯-এ মুদ্রিত) তাতে বলেছিলেন,—"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিল আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার।......"

আর এই অবিচার ও কুবিচারের উত্তরে চাইলেন হৃদয়ধর্মে অণুপ্রাণিত মানবতা, হৃদয়ের ব্যাপ্তি, উদারতা, মহত্ত্ব। ৫৩তম জন্মদিনে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে (১৩৩৫) অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন,—"ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তাঁর যে বস্তুটি আসল মানুষ, তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্যরচনায় তাকে অপমান যেন না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোনদিন যেন এতবড় প্রশ্রয় না পায়।..."

সকল পাপ, অভাব ও অধর্মের অন্তরালেও যখন সত্যিকার হৃদয় থাকে তখন তিনি তাকে ভালবেসেছেন, তাকে মূল্য দিয়েছেন। তার আত্মাকে সমীহ সহকারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কিন্তু যেখানে হৃদয়হীন হয়ে মানুষ নষ্টাত্মা হয়েছে, ব্যক্তিবাদের মোহে সংকীর্ণ ও আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে তখন তিনি তাকে ক্ষমা করেন নি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে নব্যযুগের নূতন শিক্ষায় যে সব নতুন-দা জন্মেছেন তাঁদের সঙ্কুচিত আত্মবাদী অন্তরকে ব্যঙ্গ-শ্লেষের কষাঘাতে জর্জরিত করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। শরৎসাহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্রের প্রতি সুকঠোর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তাঁর চরিত্র মূল্যায়নের একটি বড় দিগদর্শন। শরৎচন্দ্র মানুষকে বিচার করেছেন তার হৃদয়ের মাপকাঠিতে—মানুষের হৃদয় যখন ব্যাপ্তি লাভ ক'রে, উদার ও মহৎ হয়ে উঠেছে তখনই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছে। এই মানবপ্রেম, হৃদয়ধর্মই শরৎসাহিত্যের মূলীভূত শক্তি। এই শক্তিই পাঠকচিত্তকে উদ্বেলিত করে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।

আজ বিংশ শতকের মধ্যখানে শরৎসাহিত্যের সঠিক বিচার ও মূল্যায়ন বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত সম্ভব নয়। আজ সাহিত্য সম্পূর্ণ মস্তিষ্কধর্মী ও অচেতন মন বিশ্লেষণমূলক হয়ে উঠেছে—শুধু তাই নয় দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পরে

মানুষ আজ নিজের প্রতিই বিশ্বাস হারিয়েছে এবং জীবনপ্রত্যয় ও আদর্শ আজ দিশেহারা। এই জীবনের প্রতি অবিশ্বাস ও হৃদয়হীন মস্তিষ্কধর্ম আজকার মানুষের জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছে,—সেই ব্যাধিগ্রস্ত জীবন নিয়ে মানবপ্রেম ও হৃদয়ধর্মের উদার সৌন্দর্যকে অনুভব করা এবং গ্রহণ করা সত্যই কঠিন। মানুষের জীবন আজ অন্তর ও আত্মার একটা সংকটময় যুগে এসে পৌঁছেছে। A. C. Ward তাঁর Twentieth Century Literature-এ বর্তমান যুগের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন,—"No previous generation had shown so close an interest in mental and spiritual disturbance as to create a growing assumption that most men and women are cases to be diagnosed, that the world is a vast clinic and that nothing but abnormality is normal....

At the close of the half-century (*20th century*) the trend of literature and its reception indicated less progress towards an educated democracy than towords multiplying demi-intelligentsia inapt for the adventure and ardours of independent thought, susceptible to pretentiousness, and as readily misled by spurious intellectualism as others may be by spurious emotionalism."—p. 20.

বর্তমান যুগের ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে হৃদয়ধর্মী শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন তাই দুরূহ।

আজ সাহিত্যকে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করা হয় আদর্শবাদী, উদ্দেশ্য-মূলক, রোমান্টিক, বাস্তববাদী, অতিবাস্তববাদী, কান্তিবাদী, চেতনাপ্রবাহী প্রভৃতি বহু সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সাহিত্য-সমালোচনাকে জটিল করে তুলেছে। প্রতিটি যুগে যুগের বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাহিত্য বিভিন্ন ধর্মী হয়েছে, বিভিন্ন পথে রূপায়িত হয়েছে,—শিল্পীর সৃষ্টি কিন্তু কোন যুগেই এই সংজ্ঞা, বা ব্যাকরণ সূত্রকে মেনে চলেনি, যদি চলত তবে সে সৃষ্টি ব্যর্থ হত। মূলতঃ মানবাত্মার এই সংঘাতজনিত বেদনার সুন্দর প্রকাশই সাহিত্য। প্রকাশভঙ্গি, আঙ্গিক, মাধ্যম হয়ত যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন কোন সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। মানব হৃদয়ের প্রকাশ মস্তিষ্ক দ্বারাও হয় না। সেই জন্যেই প্রকৃত সাহিত্যের তথা শিল্পসৃষ্টির একটা সামগ্রিক রূপ ও সামগ্রিক শক্তি আছে। সেই সার্থক রূপের অন্তরে যে প্রবহমান মাধুর্য আছে তাকেই হয়ত রস বলা চলে।

হেগেলের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, একটা ছবির রং, রংএর উপাদান বা ছবির মধ্যে প্রকৃতিজ বনস্পতি, জল, আকাশ, নর-নারীর প্রকৃত অবয়ব বা নিসর্গ দৃশ্য বিশ্লেষণ করে দেখলেই ছবি দেখা হয় না বা তার ভাল-মন্দের উপরই চিত্রের মূল্যায়ন হয় না। অথবা ছবিটি জলরঙের কি তেল রঙের বা সাদাকালো রেখার সে বিচারও ছবির বিচার নয়। এই সমস্ত উপাদান, অর্থাৎ রং রেখা নিসর্গ,

নরনারীর অবয়ব, তার উপস্থাপন ও সন্নিবেশ সামগ্রিকভাবে একটা অনুভূতি দর্শকের অন্তরে সঞ্চারিত করে দেয়, এবং এই অনুভূতিই যদি দর্শকচিত্তে শিহরিত পুলক জাগায়, সুন্দরের মাধুর্যে ভরে দিয়ে রসসিক্ত করে দেয় তবে সেইখানেই শিল্প-সৃষ্টির সার্থকতা। ভাষান্তরে বলা যায়, শিল্পীর সৃষ্টি যদি মানব অন্তরের অনুভূতির তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করে তাকে জাগ্রত করে তুলতে পারে তবে সেই সৃষ্টিই সার্থক। যে সৃষ্টি যত দ্রুত, যত বেশী শক্তিশালী, যত বেশী বেগবান হয়ে এই আঘাত হানতে পারে তার সার্থকতা ততখানি। সাহিত্য সম্বন্ধে এই একই কথা হয়ত প্রযোজ্য। তেলরঙ কি জলরঙ, রোমান্টিক কি বাস্তবধর্মী এইটাই সাহিত্যের বড় কথা নয়। চরিত্র, ঘটনা সংস্থাপন, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, পটভূমিকা, ভাষা, নিসর্গ এই সব উপাদান একীভূত হয়ে শিল্পীর সৃষ্টি একটা সার্মগ্রিক রূপ গ্রহণ করে, সেই রূপই সাহিত্য-রূপ। এই উপাদানের সংযোগে যৌগিক পদার্থরূপে যে রূপ রস ও সৌন্দর্য আধারীভূত হয় তাই সাহিত্য। আধারীভূত এই শিল্পলোক হৃদয়কে আঘাত করে, উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে, সচেতন ও সমৃদ্ধ করে। কত শক্তি নিয়ে, কত বেগে কত সুন্দরভাবে এই সমগ্র রূপ হৃদয়কে সমৃদ্ধ করে, তাকে আত্মসচেতন করে, আত্মপ্রতিষ্ঠ করে, তাই চারু সৃষ্টির মান—সাহিত্যকীর্তির মান।

গল্প-উপন্যাস সাহিত্যে চরিত্রকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে সম্যকভাবে বিচার করা হয় যেহেতু চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, চরিত্রসংঘাতজনিত বিক্ষুব্ধ মানব-চিত্তলোক সামগ্রিক ভাবে পাঠকচিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়—চরিত্র মাধ্যমে পাঠকচিত্ত একীভূত ও অনুপ্রাণিত হয়। সংঘাত-দ্বন্দ্বজনিত সমগ্র রূপটি চরিত্রের আশ্রয়ে রূপায়িত হয় সত্য কিন্তু এই চরিত্রই চিত্তলোকের আসল রূপ নয়, সেটা উপলক্ষ্য। চিত্তলোকের সামগ্রিক রূপই আসল বস্তু। চরিত্র মনস্তত্ত্ব ঘটনা-সন্নিবেশ এই সকলের অন্তরালে একটা ব্যঞ্জনাময় রূপই সাহিত্য রূপ। এই সামগ্রিক রূপটি কখনও মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে, কখনও হৃদয়কে আশ্রয় করে। কিন্তু মানবাত্মার মুক্তির আশ্রয় মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়, একথা কখনই উপেক্ষণীয় নয়।

শরৎ সাহিত্যের এই সামগ্রিক রূপ, ব্যক্তিসংঘাত, মানব হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার করুণ বেদনাময় মুক্তি-সংগ্রামের রঙে ও রসে প্রত্যক্ষ সুন্দর—এই প্রত্যক্ষ সুন্দর মানবচিত্তলোক মানবচিত্তকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে বলেই শরৎ সাহিত্য চিরন্তনী সাহিত্যের মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী—টলস্টয়ের সাহিত্যের মত কল্যাণকামী, জোলার সাহিত্যের মত নিরপেক্ষ প্রকৃতিবাদী নয়।

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গেছে, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, ইংলণ্ড, স্কাণ্ডিনেভিয়া রাশিয়া প্রভৃতি দেশ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। ইংরাজি ভাষার মারফতে সে প্রভাব বাংলা সাহিত্যেও এসে পৌঁছেছে কিন্তু কোন দেশের সাহিত্যরূপই অন্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে হুবহু এক নয়। এক দেশের চিন্তাধারা ও ধারণা অন্য দেশে গিয়ে সেই দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্য আশ্রয় ক'রে নূতন রূপ নিয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্যই বিভিন্ন

দেশের সাহিত্য-রূপকে বিভিন্ন করে রেখেছে—যেহেতু প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব একটা পারিপার্শ্বিকতাগত স্বকীয়তা আছে। অতএব শরৎচন্দ্রের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব কতটুকু তা নির্ণয় করা নিরর্থক। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিবাদপ্রসূত যে সংগ্রামের ধারা বাংলায় এসে পৌছেছিল, সেই ধারা শরৎচন্দ্রে কিরূপ রস ও মাধুর্য নিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাই আলোচ্য। শরৎচন্দ্রের বহু চরিত্রের সঙ্গে ইংরাজি, ফরাসী, স্কাণ্ডিনেভীয় বা রাশিয়ার সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় কিন্তু যেহেতু শরৎচন্দ্রের চরিত্র কখনই বাংলা ও বাঙালীত্বকে ত্যাগ করেনি সেই হেতুই এ তুলনা অবান্তর।

রেনেশাঁর পরে, বিশেষতঃ শিল্পায়নের পরে মানুষের জড়বাদের উপর বিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে সাহিত্যে যে নূতন সুর বর্তমানে দেখা দিয়েছে তা প্রধানতঃ মস্তিষ্কভিত্তিক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সমাজবিদ্যার প্রসার, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাবে বিংশ শতকের উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য মস্তিষ্কভিত্তিক ও মন বিকলনমূলক হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কভিত্তিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায়,—যে সাহিত্যবস্তু বুঝতে বা যার রসগ্রহণ করতে হৃদয় অপেক্ষা মস্তিষ্কজাত বুদ্ধির প্রয়োগ ও প্রয়োজন বেশী। বৈজ্ঞানিক যুগে, তথা যান্ত্রিক যুগে বুদ্ধিজাত সাহিত্যই প্রাধান্য লাভ করেছে—বাংলার তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যে এই সুরটি ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে উঠেছে। অতএব এই বুদ্ধিজাত যান্ত্রিক যুগের সাম্রাজ্যে হৃদয়ধর্মী হৃদয়জাত শরৎ সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়নকে ভুলবোঝার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জগতের, তথা সভ্যতার মূল সমস্যাকে হৃদয় যদিও কোন কোন যুগে সমাধানের পথ দেখিয়েছে, কোন কোন যুগে অগ্রগতিও সম্ভব করেছে তথাপি একথা হয়ত বলা যায় মস্তিষ্কজাত জড়বাদ ও মস্তিষ্ক, ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি ও যুক্তি সভ্যতার পরিপন্থী—বুদ্ধির প্রখরতা মানুষকে সুখী করেনি বরং বঞ্চিত করেছে। আজ এই মস্তিষ্কধর্মী সাহিত্যের মূল্যায়ন সম্ভব নয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের মূল্যায়নও সমীচীন নয়। হৃদয় ও মস্তিষ্কের কোন্‌টি বড়, কোন্ সৃষ্টির মূল্য কতটুকু তার উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ যুগ—আর আজ তার ইঙ্গিত দিতে পারে যুগযুগান্তের মানব চিত্তের ইতিহাস। বুদ্ধিবৃত্তির উপর একান্ত বিশ্বাস আজ মানুষের চিত্ত-বিকৃতি ঘটিয়েছে, পাশ্চাত্যের সমাজে ব্যক্তি-জীবনের এই চিত্তবিকার, আত্মার একাকীত্ব ভয়াবহ ভাবে প্রকট। বুদ্ধি বেড়েছে, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়েছে, মানব-সভ্যতা কর্ণধারহীন তরীর মত খরস্রোত বুদ্ধিপ্রবাহে ছুটে চলেছে নিশ্চিত দুর্ঘটনার দিকে—এ দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী কিনা তার উত্তরও ভবিষ্যতের গর্ভে। বিশ্লেষণমূলক এই মস্তিষ্কধর্মী সাহিত্য মানুষকে আত্ম-বিশ্লেষণের (Introspection) সুযোগ দিয়ে আত্মসচেতন করে তুলবে এমনি আশা অনেকে পোষণ করেন কিন্তু এই আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-সচেতনতা উভয়েই অচেতন মনপ্রসূত বিকারগ্রস্ত চিত্তের ক্রিয়া। সুতরাং তা যে হৃদয়কে বিস্তৃততর করে তাকে পরার্থবাদী করে তুলবে, বা তাকে মানবতার সৌন্দর্যে ভূষিত করবে এ আশা করা যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর নয়।

বর্তমান যুগে বাংলার চিত্তলোকের অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয়েছে, একথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিদ্যাসাগর একদিন মাতৃআজ্ঞা পালনার্থে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দামোদর নদ সাঁতরে পার হ'য়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। মাতৃভক্তির এই পরাকাষ্ঠা ও তেজস্বিতাকে আমরা একদিন নমস্য করেছিলাম, শ্রদ্ধাও করেছিলাম কিন্তু আজকার যুগে যদি কেউ সত্যিসত্যিই মাতার এই রকম আদেশ রক্ষার্থে চাকুরী ছেড়ে চলে যায় তবে তাকে লোকে নানা যুক্তি বলে বেকুব, নির্বোধ, আহাম্মক ছাড়া আর কোন বিশেষণেই ভূষিত করবে না। আমাদের মনোজগতের এবং জীবন-প্রত্যয়ের এই যে পরিবর্তন হয়েছে একথা স্মরণ রেখেই শরৎ মানসকে বিচার করা প্রয়োজন। মস্তিষ্ক দ্বারা হৃদয়ধর্মকে বিচার করা চলে না বলেই একযুগের বিদ্যাসাগর আর একযুগের নির্বোধে পরিণত হয়। শরৎ সাহিত্য বিচারপ্রসঙ্গে এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

শরৎ-সাহিত্য

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের সুস্পষ্ট তিনটি ভাগ আছে। তাঁর জীবনেরও তথা শিল্পীমনের পরিণতিরও ঠিক এমনি তিনটি ভাগ। ১৯০৩ সালে রেঙ্গুন যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একটি যুগ, রেঙ্গুনে ১৯১৩ পর্যন্ত আর একটি এবং ১৯১৩ থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত আর একটি। কিন্তু ১৯০৩ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-জীবনের কোন সৃষ্টি নেই, এটি তাঁর প্রস্তুতির যুগ। ১৯১২ থেকে তাঁর সৃষ্টি পুরাতনকে ঘিরে, জীবনের বিগত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে কিন্তু শেষ জীবনে এর পরিবর্তন ঘটে। বয়ঃসন্ধিতে মানুষের যে আবেগ ও ভাবপ্রবণতা (Sentiments) দেখা যায় তাতে যুক্তি থাকে না, কাজেই সেই আবেগ সাধারণতঃই যুক্তিসহ হয় না, মনটায় মেলোড্রামার প্রাধান্য দেখা যায়। ৩৫ বৎসরের পরে যুক্তি ও বুদ্ধির বেষ্টনে আবেগ স্তিমিত হয়। তখন আবেগ ও যুক্তির একটা সমতা আসে, সেই সময়ে শিল্পীর দৃষ্টি উচ্চতর পর্যায়ে পৌছায়। শেষের দিকে আবেগ মন্দীভূত হয়, যুক্তির প্রাধান্য এসে দেখা দেয়, তখনকার সৃষ্টি প্রায় ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কধর্মী হয়ে ওঠে। তখন শ্রীকান্তের স্রষ্টা "শেষ প্রশ্নে" এসে পৌছায়।

ভাগলপুরের যে সৃষ্টির যুগ সেটি তাঁর তরুণ জীবনের। এই ভাগলপুরেই তাঁর বয়ঃসন্ধির (adolescence) যুগ কেটেছে। এই যুগটি প্রতিটি মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে কোন নারীকে ঘিরে, দেহ-নিরপেক্ষ ভাবেই যৌন জীবন ও প্রেমজীবন গড়ে ওঠে। এই পরিচিতা বা অপরিচিতার প্রেমে পড়াটা তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে,—তারই ফলে মানুষের আবেগ (emotion) অনুভূতি

(sentiment) পরিণতি লাভ করে এবং এই থেকেই তাঁর রসানুভূতি ও কান্তিবোধ (aesthetic sense) সৃষ্টির পথে প্রবাহিত হয়। কারণ, এই প্রেম, এই আকস্মিক উদ্বেল যৌনচেতনাপ্রসূত ভাবাবেগ কোন ক্রমেই সফল হয় না, সফলতার প্রচেষ্টাও বিশেষ থাকে না। এই দমিত নিষ্পিষ্ট আবেগ তখন সৃষ্টির পথে আপনাকে অনুভব করে, আপনার ইচ্ছাকে রূপায়িত করে এবং আকাঙ্ক্ষাকে বিপরীতক্রমে ক্ষেপণ করে পাওয়ার আনন্দকে ভোগ করে।

প্রতিভাধর শরৎচন্দ্রের বহির্মুখী অন্তর রাজুর সংস্পর্শে এসে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। প্রতিভা কোন দিনই সমাজ রীতি-নীতির একান্ত বশ্য হয়ে ভাল ছেলের মত থাকে না,—তিনিও দেখলেন চলতি বিশ্বাস, চলতি মূল্যায়নের উপরেও আর একটা সত্য আছে, যেটা সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে দেখা যায় না। লেখকের জীবনেও অখ্যাতির অন্ত ছিল না, অথচ তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর জীবন বিচিত্র হলেও অপাপবিদ্ধ। তাঁকে মানুষের অসূয়া ও অখ্যাতি মাথা পেতে নিতে হয়েছে, তাঁর উপরও চলতি নিয়মে অবিচার হয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি ও সমবেদনা এসে দেখা দিয়েছে—এইটি তাঁর চিত্তবৃত্তির বৈশিষ্ট্য। "রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজে দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না" (৩৫৮) জেনেও যে তাঁর সহানুভূতি ও সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হয়েছিল এই নিষ্পিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর প্রধান কারণ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও অন্তরাত্মা পীড়িত হয়েছিল নানা ভাবে।

বঙ্গদেশ ত্যাগ ক'রে যখন তিনি রেঙ্গুন যান তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬।২৭ তিনি ভাগলপুরে বাস করেছেন ১৭।১৮ বছর বয়স থেকে। সেই সময়েই তাঁর বয়ঃসন্ধির পূর্ণকাল। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এই সময়ে নিরুপমা দেবীকে ঘিরে একটা "হৃদয় দৌর্বল্য"র (৩৫৯) কথা বলেছেন এবং বলেছেন এই বেদনা তাঁর সমস্ত জীবনে অনুক্ষণ নানা ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। নিরুপমা দেবী বালবিধবা ছিলেন, হিন্দু বৈদিক ব্রাহ্মণ ঘরের আচারনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণা বিধবা। ১৮৯৭ সালে বিধবা হ'য়ে ভাগলপুরে দাদার (বিভূতিভূষণ ভট্টের) কাছে আসেন। শরৎচন্দ্রের এই উদ্বেল প্রেম ও যৌন চেতনা তাঁর সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে বিধবা চরিত্রগুলিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এই প্রেম একপাক্ষিক কি দ্বিপাক্ষিক তা মীমাংসার প্রয়োজন নেই, তবে শরৎচন্দ্রের পক্ষে যে তা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিধবার এই মর্মবেদনা তাই তাঁর সাহিত্যে অনেকখানি জুড়ে বসে আছে। বিদ্যাসাগর যে কারণে বিধবা বিবাহের জন্যে আকুল হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র সেজন্যে আগ্রহান্বিত নন,—বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন সামাজিক জীবনের লাঞ্ছনা,—

(৩৫৮) সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (৮।৩৬৮)
(৩৫৯) শরৎচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায় পৃ. ৪৫৮-৮২

শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন যৌনজীবনের বেদনা। জীবনের এই প্রথম প্রেম ও তার ব্যক্তিগত বহির্মুখী জীবনের গ্লানি ও লাঞ্ছনা তাঁর চরিত্রগুলির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ভাগলপুরের জীবনে তাঁর লেখাগুলির মধ্যে প্রধান,—বোঝা, অনুপমার প্রেম, দেবদাস, কাশীনাথ, বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, হরিচরণ, শুভদা ও ছবি।

১৩৩৮ (১৯৩১) সালে টাউন হলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে অভিভাষণে তিনি বলেছেন,—"এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই যুগের লেখার মধ্যে বঙ্কিমের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়,—ভাষায়, চরিত্রসৃষ্টিতে এবং গল্প উপস্থাপনে।

বোঝা গল্পে, "তোমার কিংবা সরলার খাতিরে তাহারা কি এ সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? সরলা স্বামীকে কখনও কাঁদিতে দেখে নাই। সেও কাঁদিল।"

"সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ বাতাস বহিয়া গেল। কিছু বলিয়া গেল কি? বলিল বৈকি।"

অনুপ্রমার প্রেমে, "মরিবার পূর্বে পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখায়" প্রভৃতির মধ্যে বঙ্কিমের লিখিবার ভঙ্গি সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। গল্পের বিন্যাস ও উপস্থাপন তখনও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেনি। কতকগুলি চরিত্র বঙ্কিমের ভ্রমর, রোহিনী, কুন্দ প্রভৃতির অনুসরণ করেছে। উপস্থাপন ও চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে বঙ্কিমের অনুকৃতি কতটুকু আছে, তা বিষয়বস্তু বহির্ভূত কিন্তু এই লেখাগুলির মধ্যে কোথায় শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেইটিই দ্রষ্টব্য। সাহিত্যে চিরদিনই পরস্পরের প্রভাব বর্তমান, কিন্তু সেই প্রভাবই নূতন সৃষ্টির রস ও রক্ত সরবরাহ করে। সাহিত্য-বনস্পতির প্রতিটি শাখা পুরাতনের রস সংগ্রহ করেই নতুন আকারে ও নবীন পত্রপুষ্পে সুন্দর হয়ে ওঠে।

বিধবা নিরুপমা দেবীর প্রতি তাঁর উদ্বেল প্রেম খণ্ডিত হয়েছিল। প্রাচীনপন্থী গৃহের বালবিধবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগও ছিল না। যদি কোনও হৃদয়-দৌর্বল্য বালবিধবার দিক থেকে এসেও থাকে তবে তা আচার, ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্ম-জীবনের সংযম ও সামাজিক জীবনের নিষেধে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। এই বাধানিষেধের কঠিন প্রাচীরে প্রহত হয়ে শিল্পীর প্রাক-যৌবনের উন্মুখ উৎসুক ভালবাসা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতা ও বেদনাই তাঁর এই ভাগলপুর-জীবনের সঞ্চয়, শিল্পীজীবনের প্রেরণা। বড়দিদির মাধবী, চন্দ্রনাথের গৃহত্যাগিনী সুলোচনা, অনুপমা সকলেই বিধবা। বোঝায় নলিনী, চন্দ্রনাথের সরযূ, দেবদাসের পার্বতী সকলের জীবনের প্রেমই খণ্ডিত। এই খণ্ডিত প্রেম জীবনকে ব্যথিত করেছে নানা ভাবে, নানা দিক থেকে।

প্রথম জীবনের এই গল্পগুলির বর্ণনা ও ভাষা তখনও শরৎচন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেনি, উপস্থাপন ও ঘটনাংশ সুসংহত হয়নি,—চরিত্রেও সঙ্গতি ও

স্বাভাবিকতার অভাব আছে, রোমান্টিকতা ও অতি-নাটকীয়তাও গল্পকে গভীরতা দিতে পারেনি, প্রাকযৌবন-সুলভ ভাবপ্রবণতা শিল্পসৌন্দর্যের হানি করেছে সত্য কিন্তু তথাপি এই দুর্বলতার মধ্যেও মাঝে মাঝে শরৎপ্রতিভার বিদ্যুৎচমকে এ কাহিনীগুলি প্রদীপ্ত। শুধু তাই নয় এই অপরিণত রচনার মধ্যেও ব্যক্তিজীবনের সংঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বন্দী মানবাত্মার নিরুপায় বেদনার ছবি আকস্মিকভাবে পাঠকচিত্তকে চমকিত করে। হালকা ঘটনাপ্রবাহ চলতে চলতে হঠাৎ সে ব্যক্তি-অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত ক'রে দেয়। এই দৃষ্টি ও বীক্ষণশক্তিই পরিণত ও পর্যাপ্ত হয়ে শরৎসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্যক্তিজীবনের সংঘাত এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে তখন স্রষ্টা উপলব্ধি করেছিলেন কিন্তু তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তখনও অর্জন করেননি। এই উপলব্ধিই তাঁর প্রতিভার প্রথম পরিচয়।

বড়দিদির মধ্যে সুরেন্দ্রের চরিত্রটি সম্ভাব্যতার গণ্ডী অতিক্রম করে গেছে, চরিত্রটি বাস্তবানুগ নয়। তার নিষ্পাপ আত্মভোলা জীবনের অসহায় নির্ভরতা এবং হঠাৎ ভিতরবাড়ী যাওয়ায় সৌজন্যবোধের অভাব, শিক্ষিত একটি যুবকের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক স্বাভাবিকভাবে মিশে যায়নি। পরিশেষে অতিনাটকীয় ভাবে সুরেন ও মাধবীর যে সাক্ষাৎ হয়েছে তার মধ্যেও লেখকের প্রাকযৌবনোচিত ভাবপ্রবণতার আতিশয্য রয়েছে; কিন্তু সুরেন্দ্রের চরিত্র এখানে প্রাধান্য পায়নি, মাধবীই কেন্দ্রীয় চরিত্র। মাধবী নিরুপমা দেবীর মতই আচারনিষ্ঠ, হিন্দু ঘরের বালবিধবা—যার স্নেহ করুণাধারা অন্তরীক্ষ থেকে বর্ষিত হয়েছে,—বাড়ীর সকলেরই উপর, আশ্রিত সুরেন্দ্রের উপরেও। সুরেন্দ্রকে ঘিরে মাধবীর অন্তরে ফুটে উঠেছিল একটা জটিলতা,—মাতৃত্ব ও নারীত্বের একটা রহস্যময় সংমিশ্রণ ফুটে উঠেছে তার চরিত্রে। সুরেন্দ্রের শিশুর মত নির্ভরতা যেমন তার হৃদয়ে মাতৃত্বের 'স্বাদ এনে দিয়েছে' তেমনি মনোরমা যখন 'পোড়ার বাঁদর' দেখতে এল তখন তার পরিহাসে চোখের জলে তার বিধবাজীবনের খণ্ডিত নারীত্বের প্রকাশ করেছে। এই দুইটি একসঙ্গে মিলে মাধবীকে রহস্যময়ী একটি নারীচরিত্রে পরিণত করেছে। এই নারীত্ব লৌকিক ব্যবহারে প্রেমের মাধুর্য ও গৌরব লাভ না করলেও, শরৎপ্রতিভা এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে আবিষ্কার করেছিল, তাই বড়দিদির চরিত্র, বিশেষতঃ শেষ দৃশ্যে তাঁর বৈধব্যের সংস্কার উপেক্ষা করে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা পাঠকচিত্তকে চমৎকৃত করে।

বোঝা, অনুপমার প্রেম ও ছবি প্রভৃতি গল্পে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে তা খুব বড় নয় এবং তাই তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দেবদাস তাঁর বয়ঃসন্ধিকালে রচিত বয়ঃসন্ধিকালের মনস্তত্ত্ব-আশ্রিত উপন্যাস। এই সময়ের মানব মনের প্রেম ও তার জীবনব্যাপী আবেগ প্রায় সকল জীবনের পক্ষেই সত্য—এই অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়ের কাহিনী তাই প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, কিন্তু রসসৃষ্টির দিক থেকে চিন্তার গভীরতায় বা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মাপকাঠিতে এই কাহিনী খুব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নয়। প্রাকযৌবনসুলভ একটা ভাবপ্রবণতা ও আবেগাতিশয্য সূক্ষ্ম রসবোধের অন্তরায় হয়েছে। পার্বতী

ও দেবদাসের বাল্যপ্রণয় ও শিশুসুলভ একটা প্রীতির সম্বন্ধ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতের শরৎচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়। দেবদাস চলতি সংস্কার ও সামাজিক কর্তব্যকে অস্বীকার করে এই প্রেমের মর্যাদা দেয়নি, পার্বতীও তাঁর সতীত্ববুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে গৃহত্যাগে রাজি হয়নি। শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীল মনই তাদের ব্যক্তিত্বকে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হতে দেয়নি—কারণ সেই স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়। পার্বতীর চরিত্রে অনমনীয় দৃঢ়তা, তেজ ও অভিমান একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফুটে উঠেছে, তার জৈবাবেগের উদ্দামতা মানসিক বাধাকে অতিক্রম না করেও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তার খণ্ডিত প্রেমের ব্যর্থতা তাকে সেবার পথে পরিচালিত করেছে, কখনও কর্তব্যচ্যুত হতে দেয়নি। খেয়ালী দেবদাসের জৈবাবেগ উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়েছে—কিন্তু দেবদাসের এই চারিত্রিক দুর্বলতা তার চরিত্রকে দুর্বল করেনি বরং নিষ্ফল প্রেমের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সমাজ-সংস্কার নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার এই স্খলন পতন, তার প্রেমের তীব্রতা ও ব্যর্থতাকে বড় করে তুলেছে বলেই দেবদাসের প্রতি পাঠকের এত মমতা। তার সমস্ত ব্যভিচারকে তারা প্রেমের মর্যাদায় ক্ষমা করেছে। দেবদাসের শোচনীয়, ঘৃনিত মৃত্যু ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে অসম্ভাব্যতার সীমায় পৌঁছেও তার অন্তরবেদনাকে মহত্তর করে তুলেছে। পার্বতী ও দেবদাসের দুইটি অন্তর সমাজ-সংস্কার ও লৌকিক আচারের দ্বারা নিষ্পিষ্ট হয়ে যে হতাশা ও বেদনাকে মূর্ত করেছে,—তা সর্বযুগের পক্ষেই স্বাভাবিক। এই ব্যক্তিমনের সংঘাত, এই সংঘাতজনিত দুঃখ এবং আর্ত ক্রন্দনই শরৎ-মানসের বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রমুখীর চরিত্রটি সম্পূর্ণতা পায়নি, তার প্রেম ও ত্যাগ ঠিক স্বাভাবিক ও স্বচ্ছভাবে রূপায়িত হয়নি। রেঙ্গুনপ্রবাসে এই পতিতা চরিত্রের যে অভিজ্ঞতা তাঁর হ'য়েছিল, সে অভিজ্ঞতার কোন চিহ্ন এই চরিত্র রূপায়ণে দেখা যায় না—নেহাৎ লেখকের প্রয়োজনেই যেন চন্দ্রমুখীর পরিবর্তন, তথাপি তার মধ্যে "রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী প্রভৃতির পূর্বসূচনা পাওয়া যায়"। পার্বতী ও দেবদাসের চরিত্র ঘটনাপ্রবাহে রূপায়িত হয়েছে, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে রূপায়িত হয়নি বলেই এই কাহিনীতে গভীরতার অভাব আছে। ঘটনা চরিত্রকে সৃষ্টি করেছে. চরিত্র ঘটনাকে সৃষ্টি করেনি বলেই রসসৃষ্টি গভীরতর ও সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যে সার্থক হয়নি।

চন্দ্রনাথ একটি সাধারণ সনাতনপন্থী গল্প হলেও চরিত্র ও কাহিনীর পটভূমিকায় কয়েকটি বিষয়ে তার অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে। এই গল্পেই মণিশঙ্কর প্রথম সমাজ ও সংস্কারের বাধাকে অতিক্রম করে অকলঙ্ক সরযূকে পরিবারে গ্রহণ করেছেন, কলঙ্ক ও অপবাদকে তুচ্ছ করে মানবতা ও সত্যকে জয়ী করেছেন। মণিশঙ্কর বলেছিলেন, "পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যে পাপ করেনি তার আবার প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন? বধূমাতার কোন পাপ নাই, অনর্থক প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলে তার অবমাননা ক'রো না।" আবার বলেছেন, "সমাজ আমি, সমাজ তুমি, এ-গ্রামে আর কেউ নেই, যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি।" (১।৪১৬)

সমাজনীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম সার্থক বিদ্রোহ। মায়ের কলঙ্কে মেয়ের কলঙ্কিত হওয়ার কোন সঙ্গত হেতু নেই—এইখানেই শরৎচন্দ্র সমাজনিরপেক্ষভাবে প্রথম ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

দয়াল ও কৈলাস দুইটি চরিত্র একে অপরের পরিপূরক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। দয়াল নিষ্ঠাবান, ধর্মভীরু কিন্তু বিবেকহীন, ধর্মভীরুতাই তাকে মানবতা থেকে বঞ্চিত করেছে, অপর পক্ষে দাবাড়ু কৈলাসের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও মানবতা সমাজ-সংস্কারকে উপেক্ষা করে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। বিচারহীন সমাজ-আনুগত্য যে মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারে দয়াল তার উদাহরণ এবং বিবেকিতা যে সমাজ-ধর্ম নিরপেক্ষভাবেও মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে কৈলাস তারই নিদর্শন। চন্দ্রনাথেই শরৎচন্দ্র প্রথম বিবেকহীন সমাজনীতিকে আক্রমণ করেছেন।

আর একটি দিকে মনস্তত্ত্বের একটি সূক্ষ্ম কারুকার্য সরযূ-চরিত্রকে বড় সুন্দর, স্বাভাবিক ও জীবন্ত করে তুলেছে। সরযূর, ভীত চকিত সংশয়পূর্ণ নীরব প্রেমের অন্তরালে যে অপরাধের কণ্টক ছিল সেটি সরযূর প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে অপরূপ বাস্তবতায় জীবন্ত করে তুলেছে। মাতার কলঙ্কের জন্যে তার অন্তরে যে সংশয় সন্দেহ (Guilt sense) পুঞ্জীভূত হয়েছিল তারই বাধ ও প্রতিক্রিয়া তার প্রেম-জীবনকে নিরন্তর নীরব করে রেখেছিল, জৈবাবেগকে খণ্ডিত করে দিয়েছিল—সরযূ-চরিত্র চিত্রণে এই অনবদ্য মনস্তাত্বিক সূক্ষ্মতা সোনার উপরে মিনার কাজের মত শিল্পীর শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

আত্মভোলা দাবাড়ু কৈলাস খুড়োর চরিত্র একটি অনবদ্য সৃষ্টি। বড়দিদির সুরেনের মত তা সম্ভাব্যতাকে অতিক্রম করেনি। তার শিশুপ্রীতি ও আসক্তি, তার সহজ সরল বিচারবুদ্ধি ও সত্যদৃষ্টি তাকে সুন্দর স্বাভাবিক একটি চরিত্রে পরিণত করেছে। সর্বোপরি তার মানবতা ও মহত্ব হৃদয়কে অনুরণিত করে দেয়—এবং তাই সাহিত্যসৃষ্টির কল্যাণময় দান। "এ বিশ্বের দাবাখলায় কৈলাসচন্দ্রের মন্ত্রী হারাইয়া" গেলে তার জীবনের দাবার ছকে যে পরাজয়ের গ্লানি নেমে এল তার কারুণ্য ও আর্ত-ক্রন্দন ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে এক স্বর্গীয় ত্যাগের আনন্দলোককে বিদ্যুৎচমকে উদ্ভাসিত করে তোলে। তার চিত্তলোকের আলোয় পাঠকচিত্ত মনুষ্যত্বের প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সাহিত্য বিচারে চরিত্রই একমাত্র বিচার্য নয়,—উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টির মাঝে চরিত্র সার্থকতা লাভ করে না। সরযূর চিত্তলোকে ভীরু ভালবাসার অন্তরালে যে অপরাধের কণ্টক তাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, যে কণ্টকের বাধায় তার জীবন ও প্রেম প্রস্ফুটিত হতে পারেনি তার অস্তিত্ব আবিষ্কারও কম গৌরবের কথা নয়। সরযূ-চরিত্রের এই কণ্টকক্লিষ্ট ব্যক্তিহৃদয়-সংগ্রামের ইঙ্গিতপূর্ণ চিত্রণ ও উপলব্ধি নিঃসন্দেহে প্রতিভার দীপ্ত স্পর্শ। চন্দ্রনাথের মধ্যেই ভাবপ্রবণতা ও আবেগ একটা সুসঙ্গত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে সৃষ্টিকে বাস্তব ও সার্থক করে তুলেছে।

কাশীনাথ বাল্যকালের রচনা হলেও, এ কাহিনীটিকে তিনি পরিমার্জিত ক'রে

পুনরায় লিখেছিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ সময়ে "সাহিত্যে" প্রকাশিত কাশীনাথের অনেক পরিবর্তন হয়। সেই জন্যেই কাহিনী প্রযোজনায়, ভাষা ও চরিত্র-বিশ্লেষণে বাল্যকালের ভাবপ্রবণতা ও নাটকীয় ঘটনার অনুপস্থিতি কাহিনীকে অনেকটা নূতনত্ব দিয়েছে এবং কাহিনী বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। কাশীনাথ ও কমলা এই দুইএর ব্যক্তিত্ব 'ভিন্নধর্মী, এই ভিন্নধর্মী দুইটি প্রাণী আকস্মিকভাবে স্বামী স্ত্রী হয়ে প্রিয়বাবুর জমিদারীর অধিকারী হল। কৌলিন্যপ্রথায় ফলে এবং সামাজিক রীতিরক্ষার্থে, দার্শনিক কাশীনাথ হঠাৎ বড় লোকের ঘরের ঘরজামাই রূপে এসে উপস্থিত হল। প্রকৃতির সহচর দরিদ্র কাশীনাথ জমিদারের বাড়ীর আভিজাত্যের পরাধীনতার মধ্যে এসে অসুখী হল। "দেহ আর মন যেন বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়া গিয়াছে।" (৩।৩৩৩) যখন তার মনের ইচ্ছা স্বাধীন ভাবে নদীর ধারে, কৃষকদের মধ্যে বিচরণ করে তখন তাকে জমিদারের জামাই সেজে গাড়ী চড়ে যেতে হয়। আভিজাত্যের বিড়ম্বনায় তার জীবন কণ্টকিত হল। তার ব্যক্তিত্ব প্রহত হল আভিজাত্যের কঠিন প্রাচীরে। কমলার যৌবনের উৎসুক ভালবাসা ফিরে এল কাশীনাথের আহত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংঘাতজনিত দুঃখ নিয়ে। কমলা বলেছিল, "তুমি আমার দোষ ভুলে আর একবার আমাকে নাও, তোমার সব ভার আমাকে নিতে দাও।" কিন্তু কাশীনাথের বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব তাকে গ্রহণ করেনি, কমলাও কাশীনাথের সমস্ত ভার বহন করতে পারেনি,—সে শক্তি ও হৃদয় তার ছিল না। এই ব্যক্তি-সংঘাতের সামগ্রিক চিত্র কাশীনাথ।

আহত, খণ্ডিত প্রেম অভিজাত কমলার মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করলো। যাকে প্রেম দিয়ে পায়নি তাকে জবরদস্তি করে পেতে চাইল। জমিদার-কন্যা সুলভ একটা অহঙ্কার ও স্পর্ধা তার মধ্যে আপন অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে ভুল পথ গ্রহণ করল, কারণ কাশীনাথকে সে বোঝে নি, কাশীনাথের হৃদয়কে দেখতে পায়নি। "জোর করে বনের বাঘকে বশ করা যায় কিন্তু জোর করে একটি ছোট ফুলকে ফোটান যায় না।" (৩।৩৪৬) এ কথা কমলা জানতো না। তার পরে ঘাত-প্রতিঘাত চললো ঘটনার মধ্য দিয়ে,—কিন্তু শান্ত, সংযত স্থবির কাশীনাথের অন্তর সাড়া দিল না, বশ্যতাও স্বীকার করলো না। ব্যক্তি-সংঘাত ক্রমশঃ জটিলতর হল। এক দিকে স্পর্ধা অন্যদিকে উপেক্ষার সংগ্রাম চলল। পরিশেষে আহত কাশীনাথের শয্যাপার্শ্বে এসে কমলার স্পর্বিত ব্যক্তিত্ব ভেঙ্গে পড়ল পত্নীত্ব ও নারীত্বের আহ্বানে। হিন্দুগৃহের পাতিব্রত্যের জয় ঘোষণা করে সে আত্মসমর্পণ করলো। ব্যক্তি সংঘাতের এই সুসম সুন্দর কাহিনীটি, মানবাত্মার সংগ্রাম, তার আর্ত-ক্রন্দনের একটি সার্থক চিত্র।

শুভদা শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনা। কি কারণে এই উপন্যাসখানি পুনর্লিখিত হয়নি এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে তা শ্রীগোপাল রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রে' বলেছেন। অন্যান্য বাল্যকালের রচনায় তাঁর যে ত্রুটিগুলি দেখা যায়, এখানির মধ্যেও তা সুস্পষ্ট, কিন্তু কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে তাঁর অপূর্ব মানসিকতা, অন্তর্দৃষ্টি

ও বিদ্রোহী মনোভাব অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে। চন্দ্রনাথে তিনি প্রথম সমাজের উর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দিয়েছেন। শুভদার মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাবকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। ললনা সুন্দরী বিধবা, এবং সদানন্দ আপনভোলা একটি সত্যিকার মানুষ—এই দুইটি চরিত্রের মধ্যে, শরৎচন্দ্রের প্রাক্‌যৌবনের ব্যর্থপ্রেম আর একদিক থেকে রূপগ্রহণ করেছে। "বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত আছে....যাহাই হোক্ ইহার একটা স্মৃতি চিরদিনের মত ভিতরে বহিয়া যায়। যেমন করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হোক না কেন, তার ক্ষুদ্রতম শিকড় বোধহয় অনুসন্ধান করিলে অনেক হাত জমির তলে পাওয়া যায়।" (৮।৪৯) এ-মন্তব্য তার রচনার মধ্যেই প্রতিপাদিত।

অপরিণত প্রতিভা রচিত শুভদার মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে সত্য কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে লেখকের চিত্তবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বিধৃত। একমাত্র শুভদা ব্যতীত কোন চরিত্রই সম্পূর্ণ চরিত্র হিসাবে রূপায়িত হয়নি। ললনার চরিত্রটি ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তার পক্ষে জলে ডুবে মরাটা যতখানি স্বাভাবিক ছিল, সুরেন্দ্রের বজরায় তার অধরস্পর্শে উদ্বেল হওয়া ততখানি স্বাভাবিক হয়নি। তাদের তথাকথিত বিবাহের মধ্যে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী অন্তরের প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও, তাঁর নিজেরই আত্মবিশ্বাসের অভাবে তাকে তিনি সার্থক করতে পারেননি। তাঁর নিজের মনেই এই সত্যাসত্য সম্বন্ধে হয়ত সংশয় ছিল। সাধারণ ভাবে যৌনপ্রেমের একটা স্বাভাবিক মহত্ত্ব এবং পরার্থবাদী পরিণতির স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন এবং ব্যক্তি ও ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশকে তিনি স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করেছেন; এইটিই তাঁর এই বাল্যরচনার বৈশিষ্ট্য। বঞ্চিত ললনার জীবনে ব্যক্তিহিসাবে স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার আছে—একথা তিনি দৃঢ় না হলেও অনুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সদানন্দ চরিত্রে যৌনপ্রেমের মহত্ত্ব এবং পরার্থবাদী ত্যাগ-ধর্মের স্বাভাবিকতাকে রূপ দিয়েছেন। সদানন্দের উক্তির মধ্যে মাঝে মাঝে যেন প্রতীকতার একটা আভাষ পাওয়া যায়। সদানন্দের মধ্যে একটা অস্ফুট ব্যক্তি-সংগ্রামের রূপও দেখা যায়।

চরিত্র-চিত্রণে গভীরতা বা অন্তর্দৃষ্টির অভাব আছে সত্য, তবুও আকস্মিক ভাবে দুই-একটা কথায় ও আচরণে অনেক চরিত্রের অন্তস্তল হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠেছে। সদানন্দের সুরেন্দ্রের বাড়ী থেকে ফিরে আসবার দিনে, তার মুখ দিয়ে যে কয়েকটি কথা বেরিয়েছে তাতে পাগলা সদানন্দ একটি মানুষ হিসাবে ফুটে উঠেছে। কোন চরিত্রেই অন্তর্দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট নয়, তাঁরা ঘটনাপ্রবাহে গড়ে উঠেছে মাত্র।

তবে হারাণ মুখুজ্যে ও শুভদা দুইটি চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পূর্ণাবয়ব। হারাণের সমস্ত অপরাধ দুর্নীতি ও দুঃশীলতার মধ্যে মাঝে মাঝে যে অসহায় আত্মগ্লানি ও মূক সহানুভূতি দেখা দিয়েছে, তার সংসার প্রতিপালনের নেশাখোরসুলভ প্রচেষ্টা, এবং অহঙ্কার ও আশাবাদ তাঁকে একটি বাস্তব চরিত্রে পরিণত করেছে,—যদিও

সে চরিত্র সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত হতে সুযোগ পায়নি। একমাত্র শুভদা চরিত্রই নিরন্তর পাঠকচিত্তের মর্মতন্ত্রীতে বার বার ঝঙ্কার তুলে করুণ সুরের আবেশ জাগায়। শুভদা ১৯শ শতকের এক অভিনব সীতা,—হিন্দু গৃহের সার্থক সীতার প্রতিনিধি। সীতার আদর্শ হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে যে গৃহলক্ষ্মীর আসন পেতেছিল, শুভদা তারই অধিষ্ঠাত্রী। নির্বাক, মূখ শুভদা সহনশীলতায়, ত্যাগে সীতার সমগোত্রীয়,—শিল্পীর মনের একটি পূজনীয় আলেখ্য। অনন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে এই অপার সহিষ্ণুতার প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা স্বাভাবিক মমতা ছিল, তাই তাঁর অন্তরের শুভদা চরিত্র হিসাবে পূর্ণতা পেয়েছে।

বিরাজ বৌও পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি নয়, কিন্তু তার মধ্যে বিকাশমান প্রতিভার পরিচয় অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। যে চরিত্র বিশ্লেষণ, গভীরতা ও সূক্ষ্ম রসবোধ শিল্পীকে প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টায় পরিণত করে, বিরাজ বৌ-এর মধ্যে তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন ব্যক্তিজীবন-সংগ্রাম, পৃথিবীতে ব্যক্তি-সংঘাতের কারুণ্য। সৃষ্টির এই মূল বেদনা বিরাজ বৌ'তে রূপ নিয়েছে। প্রাকযৌবনের ভাবপ্রবণতা তখন মন্দীভূত হয়ে এসেছে, অন্তর্দৃষ্টি গভীরতর হয়েছে, কিন্তু তখনও নাটকীয়তার প্রতি মোহটা সম্পূর্ণ কাটেনি।

নীলাম্বর ও পীতাম্বর দুই ভাই-এর মনোবৃত্তি ভিন্নমুখী। নীলাম্বরের মন ভারতীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি, পীতাম্বরের মন নতুন যুগের জড়বাদী মূল্যায়নকে জীবনে গ্রহণ করেছিল। তাই তাঁরা পৃথগন্ন হতে বাধ্য হয়েছিল। নীলাম্বরের শত ত্রুটির মধ্যেও তার সেবাধর্ম ও উদারপ্রাণ ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বড় হয়ে উঠেছিল। পীতাম্বর আদালতে আর্জি লিখে বুঝতে শিখেছিল,—অর্থবিত্তই জীবনের কাম্য, তাই জীবনের মূল্য। বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে বোনকে সুখী করতে নিঃস্ব হয়েই দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনলো নীলাম্বর, পীতাম্বর দূরে দাঁড়িয়ে থাকল তার স্বার্থকে আগলে। এই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব সংসারকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল এবং এই সংঘাত বেয়ে নেমে এল বিরাজ-নীলাম্বরের করুণ কাহিনী।

কয়েকদিন জ্বর ভোগের পরে নীলাম্বর আরোগ্য লাভ করল। বিরাজ সেদিন বলেছিল বৈধব্য থেকে মৃত্যু শ্রেয়। সে বলল, "সেকালে যে পুড়িয়ে মারা ছিল সে ছিল ঠিক কাজ। পুরুষ মানুষ তখন মেয়ে মানুষের দুঃখকষ্ট বুঝতো। এখন বোঝে না।" (২।২৫৯) বসন্ত রোগী দেখতে যাওয়ায় আপত্তি ক'রে সে বলেছিল, "তোমার প্রাণটা তোমার একলার, ওতে কারও কিছু বলবার নেই।" (২।২৬২) পতিপরায়ণা সাধ্বী বিরাজ বৌ, নীলাম্বরকে রেখে ক'দিনের জন্যেও মামাবাড়ী যেতে পারেনি। অনন্ত দারিদ্র্য ও নিষ্ঠুর ঘটনাচক্রে এই বিরাজ গৃহত্যাগ করেছিল। বিরাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার মনের একটা অবশ্যম্ভাবী উন্মাদ পরিণতি শিল্পীর বিশ্লেষণে অপূর্ব সূক্ষ্ম রসসৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। অপার সহিষ্ণুতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও তার ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়নি কিন্তু নীলাম্বরের অবিশ্বাস ও ভুল বোঝার মধ্যেই তাঁর সতীত্ববুদ্ধি আহত হয়ে তার অন্তরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।

সতীত্বের অহঙ্কারই তাকে জীবনে মরিয়া করে তুলেছিল—চরিত্র-চিত্রণের এই গভীরতা ও সূক্ষ্মতার মধ্যে প্রথম শিল্পী শরৎচন্দ্রকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তখনও হয়ত তিনি শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের রোমান্টিকতার প্রভাবকে বর্জন করতে পারেননি, তাই তিনিই বলেছেন, "বিরাজের মরাই উচিত ছিল কিন্তু সে মরিল না।......মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল।" (২।৩৩১) যে বিরাজ সহমরণকে পুরুষের করুণা মনে করত, রাত্রির নিভৃতে ছাঁচ তৈরী করে স্বামীর খাবার সংগ্রহ করতো, সেই বিরাজের অন্য পথে পা বাড়ানোর মত উন্মত্ততা ও অভিমান খুব স্বাভাবিক নয়, বরং মরাই তার উচিত ছিল। সমাজের চোখে কলঙ্কিনীদের মধ্যেও যে অপূর্ব সতীত্ববোধ থাকে, গৃহত্যাগিনী মাত্রেই যে কলঙ্কিনী নয়, এই সত্যকে প্রমাণ করার প্রবণতা শিল্পীর মধ্যে কেমন ছিল সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। স্রষ্টার এই বিশেষ চিত্তবৃত্তি বা *bias* ব্যতীত বিরাজের অন্য পথ গ্রহণের কোন সঙ্গত কারণ নেই। বিরাজের বিশ্বাস ছিল, "দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পারে না।" (২।৩৪৩) এ বিশ্বাসের মর্যাদাও লেখক রেখেছেন। কিন্তু গৃহত্যাগের পরে বিরাজের জীবনের দুঃখকষ্ট, অভিশাপ, অনুতাপ, বিকল দেহের অসহায় প্রচেষ্টার মধ্যে যতখানি নাটকীয় কারুণ্য ফুটে উঠেছে তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে ছোট বৌ-এর সামান্য দুটি কথায়—"কখনও যদি দিদি আসেন তাই আমি কোথায়ও যেতে পারবো না বাবা।" (২।৩৩০) স্বল্পভাষিণী ভীরু এই ছোট বৌ মোহিনীর চরিত্র কয়েকটি রেখার ইঙ্গিতে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠেছে। তার ব্যাকুলতা শ্রদ্ধা ও উদারতা স্বল্প পরিসরের মধ্যেও একটি বিরাট হৃদয়ের পরিচয় রেখে গেছে।

সমাজের বিরোধিতা করা বা তাকে ভেঙে নতুন করার প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল না, তিনি সমাজকে উদারতর হতে আহ্বান করেছিলেন। এই সমাজ-সচেতনতাই বিরাজকে বিকলাঙ্গ করে, অশেষ দুর্গতির মধ্যে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করেছে এবং এই উদ্দেশ্য-মূলক অভিপ্রায় একটি মহান সৃষ্টিকে অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে।

বিশ্বেশ্বরী পল্লীসমাজে বলেছিলেন, "সমাজ যাই হোক্ তাঁকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না।" (২।১৩৫৯) একথা জ্যাঠাইমার কথা হলেও শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা।

পরিণীতা গল্পটি সম্ভাব্যতার গণ্ডী অতিক্রম করে গেছে। যে কয়েকটি চরিত্র কাহিনীকে আশ্রয় করেছে তার সব কয়টিই প্রায় আমাদের সাধারণ জীবনে অপরিচিত। শেখরের উদাসীন নিরুদ্বেগ প্রেম, ললিতার অভাষিত পত্নীত্ব, গিরীনের উদারতা, সবই যেন একটা অনুমিত অবস্থা। একমাত্র শেখরের পিতা ব্যতীত সব কয়েকটি চরিত্রই মহৎ সুন্দর, তথাপি অনিবার্য একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মধ্যে লেখকের সৃষ্টি-কৌশলের প্রমাণ রয়ে গেছে। মন্ত্রপাঠের আনুষ্ঠানিক বিবাহের

চেয়েও অন্তরের মিলনই যে সত্যিকার "পরিণয়" এমনি একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যও গল্পের মধ্যে ললিতার চরিত্রকে বড় করে তুলেছে। অস্পষ্ট-অপুষ্ট গল্পটির মধ্যে বিশুদ্ধ কৈশোর-প্রেমের একটা সুরভিত সৌন্দর্য পরিণীতাকে পরিতৃপ্তিকর করে রেখেছে।

পল্লীসমাজ। দেবানন্দপুর জীবনে বা সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্র যে সমাজ দেখেছিলেন, সেই পল্লীসমাজের ক্লেদাক্ত জীবনের এই ছবিখানি সত্য-ধর্ম, এবং অর্থহীন সংস্কারের ভিন্নতাকে তুলে ধরেছে। তখন হিন্দুসমাজ উপনিষদের বাণীকে হারিয়েছে, ধর্ম ও সত্যের উপরেও সংস্কারকে গ্রহণ করেছে। সমাজের আত্মরক্ষার্থে মুসলমান আক্রমণের পর থেকে যে বিধিনিষেধ সৃষ্টি হয়েছিল তাই শৃঙ্খল হয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। এই শৃঙ্খলিত সমাজের মাঝে নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার ঢেউ এসে লেগেছিল রমেশের মারফতে এবং এই দুই ভিন্ন যুগের সংগ্রাম শুরু হল সমাজ-জীবনে। নূতন যুগের শিক্ষায় শিক্ষিত রমেশ, "নগরের সজীব চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে তখনই সে মনে করিয়াছে, কোন মতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে, সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মত রেহাই পাইয়া যাইবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্র আজিও সেখানে অক্ষুন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। হায় ভগবান কোথায় সেই চরিত্র। কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে। ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, তাহার মৃত দেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পুতিগন্ধময় পিচ্ছিলতার অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে।" (২।১৮৫) পল্লীসমাজ এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহেরই সমালোচনা। এই শবদেহের সঙ্গে রমেশের মাধ্যমে সংঘাত হ'য়েছে নূতন যুগের সঙ্গে। বিশ্বেশ্বরী বলেছিলেন, "যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েছে। আছে কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।" (২।২০৩) শুধু তাই নয় সমাজের এই সংস্কার ও নির্বুদ্ধিতা ও ধর্মহীনতা, বেনী ঘোষাল ও হালদার মশায়ের হাতের আয়ুধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নূতন যুগের স্রোত গ্রামে এসে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল, শিল্পী সেই আবর্তের চিত্র এঁকেছেন—সঠিক ভাবে, স্বাভাবিক ভাবে। এই গ্লানি প্রতিটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে আবর্তকে গভীর করে তুলেছে।

এই আবর্তের অন্তরালে ফল্গুধারার মত একটি বালবিধবা ও একটি তরুণের অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়ের কাহিনীও ঘটনায় আবর্তিত হয়েছে। বিরুদ্ধতা ও বিক্ষোভের মাঝে, শত্রুতা ও সম্ভ্রমবোধের মাঝে তাদের হৃদয়ের অন্তস্থল ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়েছে শিল্পীর অপূর্ব যাদুদণ্ডের স্পর্শে। বিরুদ্ধতার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ, আঘাতের বিনিময়ে প্রত্যাঘাত লাভ, শত্রুতার মধ্যে কল্যাণ কামনা এই আপাত-

সংঘাতের মধ্যে রমা ও রমেশের প্রেমজীবনের প্রকাশই শরৎচন্দ্রের শিল্প-চাতুর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই বিশ্লেষণ, এবং অকথিত, অপ্রকাশ্য প্রেমের প্রকাশভঙ্গি পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি। রমা বিদায়মুহূর্তে তার শ্রদ্ধা ও প্রেম দিয়ে সমস্ত অক্ষমতাকে ঢেকে দিয়ে মহিয়সী হয়ে উঠেছে। বিশ্বেশ্বরী বলেছিলেন,—"ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনাদোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন?" (২।২৪৭) একথা শরৎচন্দ্রের, বিশ্বেশ্বরীর মুখে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। শরৎচন্দ্র "সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি"তে রমা রমেশ-প্রসঙ্গে বলেছেন,—"কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নরনারী জীবনে বিকল, ব্যর্থ ও পঙ্গু হয়ে গেল।"—এমনি ক'রে স্রষ্টার জীবনও ব্যর্থতায় অভিশপ্ত,—এই অপ্রকাশিত প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা রমা ও রমেশের বুকে আশ্রয় নিয়েছে। অপ্রকাশ্য অকথিত প্রেমানুভূতির স্পর্শ শরৎ-প্রতিভাকে তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতায় সঞ্জীবিত করে তোলে, কারণ এইই তাঁর চিত্তবৃত্তির বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর অন্যান্য সমস্ত চরিত্রই পার্শ্ব চরিত্র। তাঁরা সমবেত ভাবে একটা পটভূমি সৃষ্টি করে রমা ও রমেশের চরিত্রকে পরিচ্ছন্ন মূর্তি দিয়েছে। বিশ্বেশ্বরী কাহিনীর অনেকখানি জুড়ে আছেন কিন্তু তিনি ব্যাখ্যাকার হিসাবে লেখকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। একটা বিশিষ্ট চরিত্ররূপে তাঁর পরিণতি ঘটে নি। যে নীতি তিনি প্রচার করেছেন, রমেশকে গ্রহণ করতে বলেছেন, সে নীতিবাদকে আশ্রয় করে তিনি বলিষ্ঠ চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি। সমাজ ধর্ম ও সত্যকে ত্যাগ করে অর্থহীন সংস্কারকে আঁকড়ে পড়ে আছে একথা তিনি বার বার বলেছেন কিন্তু নিজের জীবনে সত্য ও ধর্মকে আশ্রয় করে সংস্কারকে ভাঙতে চেষ্টা করেননি, এমন কি তাঁর দুরাত্মা পুত্র বেণীকেও সংযত করতে চেষ্টা করেননি। লেখক তাঁকে ব্যাখ্যাকার হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাই-ই রয়ে গেছেন। যতীনের ভার রমেশের উপর ছেড়ে দিয়ে তাকে তাঁর মত ক'রে তুলতে রমা যে অনুরোধ করেছিল, সেই অনুরোধই রমার অন্তরকে আকস্মিক আলোকে উজ্জ্বল ক'রে রেখে গেছে।

চরিত্রহীন শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচিত উপন্যাস। এই চরিত্রহীনই তাঁর পরিণত প্রতিভার প্রথম দান। এই উপন্যাসখানি আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। চরিত্রহীন রেঙ্গুনের ছন্নছাড়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অভিজ্ঞতার পরে এবং বিদেশী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াশুনার পরের লেখা। এই উপন্যাসখানি লিখবার পূর্বে তিনি বহু কুলত্যাগিনী নারীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। (৬৬০) এই সংগ্রহ ও চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি আগুনে পুড়ে যায়। পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, চরিত্রহীনের প্রথম অংশ

(৬৬০) শরৎচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়—পৃ ৮৪

অল্পবয়সের লেখা, বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সংশোধন করেছেন। যদি আগুনে পুড়েই গিয়ে থাকে তবে চরিত্রহীন সবখানিই এই বয়সের লেখা—গল্পটা হয়ত অল্পবয়সের সৃষ্টি।

প্রমথবাবুকে লেখা (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "এ একটা Scientific, Psychological and Ethical Novel : আর কেউ এ রকম করিয়া বাংলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই ? কাউণ্ট টলস্টয়ের রেজারেকসন পড়েছ কি ? His best book একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া।" ......আমি উলঙ্গ বলিয়া artকে ঘৃণা করিতে পারিব না, তবে যাতে এটা in the strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করব।" (৩৬১)

চরিত্রহীন লিখবার পূর্বে শরৎচন্দ্র একদিকে স্পেন্সারের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত, অন্য দিকে রাশিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং টলস্টয়ের আর্ট-সম্বন্ধে ধারণাও হয়ত তাঁর মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। না করলেও তাঁর রচনা যাতে সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী না হয় সেদিকে সচেতন ছিলেন। ডিকেন্সের উপন্যাসও তিনি পাঠ করেছিলেন। বিশেষতঃ বাংলার সেই প্রথম শিল্পায়নের যুগের সঙ্গে ডিকেন্সের যুগের অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল। যখন সমাজ-জীবনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিজীবনে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে সেই যুগের মানুষ দুই-জনেই। তখন জীবনের মূল্যায়নের পরিবর্তন হয়েছে—নূতন সমাজ সৃষ্টি হতে চলেছে। ভিক্টোরিয়া যুগের পতিতার প্রতি সমবেদনাও চরিত্রহীনে দেখা যায়।

পক্ষান্তরে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের তত্ত্ব তখনও এদেশে আসেনি। এই নূতন তত্ত্ব ইংলণ্ডেই প্রথম প্রচার লাভ করে ১৯১২ সালে। তার পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে বাংলাদেশে এই তত্ত্ব পরিচিতি লাভ করে। শরৎচন্দ্র এই নূতন মনস্তত্ত্বের অর্থাৎ চেতন, অচেতন, অবচেতন মনের অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

ইউরোপীয় উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়,—একটা যুগ ছিল যখন ঘটনা চরিত্র সৃষ্টি করতো এবং তার পরের যুগে চরিত্রই ঘটনা সৃষ্টি করেছে। তার অর্থ, ব্যক্তি আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি নিয়ে সংসারে চলেছে এবং তার এই চলার পথে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে এবং আপন-মনে। এই সংঘাতই ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে অথবা ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে চরিত্রের চিত্তলোক বিশ্লেষণ দ্বারা এবং তাই-ই উপন্যাসের কাহিনী।

ইউরোপীয় সাহিত্যেও দেখা যায় প্রথম যুগে যৌনপ্রেম বা জৈবাবেগ সাহিত্যের অঙ্গীভূত ছিল না,—পরে যৌনপ্রেম সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হয়। এই জৈবাবেগ (Passion) পাশ্চাত্য বাস্তববাদী সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। অর্থাৎ এই যুগের স্রষ্টাগণই প্রথম সমসাময়িক জীবন-নীতিকে অনুকরণ না করে

(৩৬১) Ibid—অবিনাশ ঘোষাল—পৃ ৫৬-৭০

প্রকৃতিকে—স্বভাব প্রবৃত্তিকে, অনুসরণ করেছিলেন। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই প্রচলিত সমাজ-নীতি-ধর্মের উর্ধ্বে মানুষের, ব্যক্তির, মানব-অন্তরের নূতন মূল্যায়ন সুরু হয়।

সাহিত্যের এই সৃষ্টিধারার প্রথম প্রকাশ হয়েছে শরৎচন্দ্রে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গোরা, চোখের বালি, ঘরে বাইরেও এই নূতন মূল্যায়ন প্রত্যক্ষ হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যধর্মী (aesthetic) এবং শরৎচন্দ্র বিশ্লেষণ ও উদ্দেশ্যধর্মী (analytical and purposive)। রবীন্দ্রনাথ চলতি নীতিবাদের মূল্য বিচার করেছেন এবং শরৎচন্দ্র অধিকতর বাস্তবধর্মী বলে শুধু মূল্যই বিচার করেননি, প্রতিবাদ করেছেন।

যাই হোক, নূতন ভাবধারার আবির্ভাবে শরৎচন্দ্রের মধ্যে ব্যক্তির মূল্যায়ন হ'য়েছে চলতি সমাজনীতি ও নীতিবাদ নিরপেক্ষভাবে এবং নিস্পৃহভাবে। কিন্তু এই মূল্যায়নই তুলনামূলকভাবে সমাজনীতির মূর্ত প্রতিবাদরূপে পাঠকচিত্তকে অধিকার করে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মধ্যেও একটা প্রাচ্যত্ব শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যধর্ম থেকে অত্যন্ত পৃথক ও ভিন্ন করে রেখেছে। শরতোত্তর যুগের সাহিত্যে এই প্রাচ্যত্বের অভাবই বাংলা সাহিত্যকে জাতিচ্যুত করেছে এবং তারই ফলে চরিত্রগুলি স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে বিদেশীগন্ধী হয়ে সাহিত্যকে স্বধর্মচ্যুত করেছে। শরৎচন্দ্রের এই প্রাচ্যত্ব অর্থে ত্যাগধর্মীতা—যে প্রেম কল্যাণময় নয়, যে প্রেম কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক ও নিরঙ্কুশ ব্যক্তিবাদের বুভুক্ষা তাকে তিনি স্বীকার করেননি, তাকে শাস্তি দিয়েছেন কঠোর হস্তে—এইটিই শরৎচন্দ্রের সংরক্ষণশীল মনের পরিচায়ক। তিনি বিদ্রোহ দ্বারা ধ্বংস করতে চাননি, আবেদন দ্বারা সমাজকে সংবেদনশীল করতে চেয়েছেন।

চরিত্রহীন, মানুষের বিচিত্র জটিল প্রেমজীবনের আলেখ্য। বিচিত্র মানব মন, তার বিশেষ চিত্তবৃত্তি নিয়ে জগতের প্রান্তরে সংঘাত সৃষ্টি করেছে—বেদনা আনন্দ দুঃখেই জীবনবৈচিত্র্য। এই সংঘাতজর্জর মানব-অন্তরের চিরন্তন বেদনা ফুটে উঠেছে তাঁর এই জীবনচিত্রণে। একদিকে সাবিত্রী-সতীশ-সরোজিনী, অন্যদিকে সুরবালা-উপেন-কিরণময়ী, কিরণময়ী-দিবাকর। সাবিত্রীর প্রেম কল্যাণময়, যে প্রেম প্রেমাস্পদের মঙ্গলেই প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করে, সুরবালার স্বামীপ্রেম প্রাচ্য সীতা-সাবিত্রীর আদর্শগত জৈবাবেগহীন আত্মনির্ভরতা, আত্মসমর্পণ, কিরণময়ীর প্রেম জৈবাবেগ প্রদীপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম,—এই সংগ্রামের মধ্যে উপেন নৈতিকশক্তির প্রতীক, নীতিবাদের প্রতীক। উপেনের জীবনবোধের তুলাদণ্ডে বিচার হ'য়েছে অন্যের জীবন—মৃত্যুর পূর্বে সংস্কারবর্জিত উপেন সত্যের মাপকাঠিতে বিচার করেছে ধর্ম ও মনুষ্যত্বকে—খাঁটি প্রেমকে।

সাবিত্রী মেসের ঝি হলেও স্রষ্টার অন্তরসুধাসিক্ত একটি অনবদ্য চরিত্র। ঝি হ'লেও তার মধ্যে দাসীবৃত্তি নেই,—মাতৃসুলভ একটা সেবাবৃত্তি ও নিষ্পলক সতর্কতা সর্বদাই কল্যাণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। নারীত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে

বিজড়িত একটা মাতৃরূপ,—সেবাবৃত্তির মাঝে প্রেমের প্রকাশ ভারতীয় চিত্তের দান। আজকার সাম্যের যুগে নারী পুরুষের সঙ্গে সাম্য দাবী করেও সেবাবৃত্তিহীন নারীত্বকে গ্রহণ করেনি। সতীশ সাবিত্রীর প্রাথমিক হাস্য পরিহাস, প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক ও অসমীচিন ব্যবহারের মাঝে আকস্মিকভাবে সাবিত্রী প্রথম প্রেমের স্বাদ লাভ করল এবং এই প্রেমের প্রথম পরিচয় হল তার আত্মসংযমে। এই আত্মসংযত প্রেমের কল্যাণরূপ সতীশের চারিপাশে কঠোর হিতৈষণা ও মঙ্গলেচ্ছা রূপে দেখা দিল। এই প্রেম চায়নি কিছু, দিতেই চেয়েছে—এই দেওয়ার তুরীয় আনন্দে পূর্ণতা চেয়েছে। সেইজন্যেই লেখক সাবিত্রীর রূপ সম্বন্ধে নির্বাক, কেবলমাত্র ভক্ত বেহারীর মুখের কথায় বোঝা যায় সাবিত্রী অন্ততঃ কুরূপা নয়। সাবিত্রীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে এই নীরবতা সাবিত্রীর প্রেমকে জৈবাবেগবঞ্চিত করে প্রাচ্যত্ব দান করেছে। এই কল্যাণকামী প্রেমই সতীশের আসক্তি ও লালসাকে প্রতিহত করেছে তারই জন্যে, তারই শুভবুদ্ধি উদয়ের প্রচেষ্টায়। সাবিত্রীর এই কঠোর আত্মসংযম তাকে মহিয়সী করে তুলেছে—আপনার জীবনকে রিক্ততায় নিঃশেষ করে সতীশের জীবনকে সে পুষ্পিত করতে চেয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হীন কলঙ্ককে মাথা পেতে নিয়ে, অপমান অমর্যাদা ও বেদনার অশ্রুকে সংবৃত করে স্বেচ্ছায় সে সরে দাঁড়িয়েছে সতীশের জীবন থেকে। অথচ অজ্ঞাতবাস থেকে কল্যাণ কামনা বর্ষিত হয়েছে অঝোরে,—রোগে, শোকে সে সমস্ত ত্যাগ করে ছুটে এসেছে সতীশের পাশে। তার প্রেম, তার জীবনের সমস্ত চাওয়া ও পাওয়াকে, তার অন্তরের আবেগকে কঠোর সংযমে সে নিষ্পিষ্ট করেছে সতীশের মঙ্গলের জন্যে। কারণ সে-ই সতীশকে বলেছিল, "আমি ত জানি শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখেন। ওগো, এ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা ক'রো না।" (১১৷৩৪৪)

এই প্রেমের শুভ্র সুন্দর রূপটিকে পীড়িত উপেন যেদিন পুরীর রোগশয্যায় আবিষ্কার করলো সেদিন সত্যধর্মী নৈতিক শক্তি তারস্বরে বলে উঠল, "ভাল কর নাই উপেন ভাল কর নাই। যে নিরুপায় নারী এতবড় প্রলোভন অনায়াসে জয় করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকে অপমান করার তোমার অধিকার ছিল না।" (১১৷৩২৮)

সাবিত্রীর কঠোর আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, প্রেমাস্পদের জন্যেই তাকে ত্যাগ, তার সেবাধর্ম, তার আত্মাভিমানশূন্য আত্মসমর্পণ যেদিন মরণাপন্ন সতীশের শয্যাপার্শ্বে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল সেইদিনই উপেন্দ্রের ভগ্নি হিসাবে তার নৈতিক জয় ঘোষিত হল। সমাজ-সংস্কারের ঊর্ধ্বে প্রেমের কল্যাণরূপকে, কুলত্যাগিনী সাবিত্রীর অন্তর-শুচিতাকে স্বীকৃতি দিয়ে উপেনই মানবতার জয় ঘোষণা করল। এই-ই মহত্তম স্বীকৃতি, কারণ এই উপেনই একদিন ঘৃণার বিষবাষ্পে তাকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছিল। সমাজ, সংস্কার, ধর্ম সমস্ত বিচারের ঊর্ধ্বে সাবিত্রীর এই মহৎ

হৃদয়কে শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন মানব হৃদয়ের সামনে—একে বিচার করো, ক্ষমা করো, ভালবাসো।

সাবিত্রীর অন্তর-সংঘাতের মূল সূত্র তার ভারতীয় ঐতিহ্যগত সংস্কার, তথা মানসিক বাধ ও জৈবাবেগপ্রসূত প্রেমের সংগ্রাম। নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ আর প্রেমাস্পদের সুখ দুঃখের তুলনামূলক বিচারে তার অন্তর বেছে নিয়েছে ত্যাগবৃত্তি, এবং এই ত্যাগবৃত্তিই উপেন্দ্রের হৃদয় জয় করে তার নৈতিক জয় ঘোষণা করেছে। বিদায়ক্ষণে সাবিত্রী বলেছিল, "এই দেহটা আজও আমার নষ্ট হয়নি বটে……এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তোমার পূজা হবে না।……এত ভাল যদি না বাসতুম, হয়ত এমন করে তোমাকে আজ আমায় ছেড়ে যেতে হত না।" (১১।৩৪৫)

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাবিত্রী-সতীশের মেস-জীবনের প্রসঙ্গে বলেছেন, "মনে হয় যেন বাস্তবতার ঠিক মর্মস্থলে অবাস্তবতার একটা সূক্ষ্মতর স্পর্শ দানা বাঁধিয়াছে।" অশিক্ষিত বেহারী ও বামুনঠাকুর এই প্রেমের আবির্ভাবকে যে দেবত্ব আরোপ করেছে, তার অবাস্তবতা অস্বীকার করা কঠিন তবে এইটুকু বলা যায়, মানুষের মনে সহজ প্রবৃত্তিজাত একটা স্বজ্ঞা আছে যা আয়নার মত মানুষের ভাল-মন্দটুকু প্রতিফলিত করে। সাবিত্রীর নিষ্ঠা ও নীরব সেবাব্রত তাদের মনে একটা পবিত্রতার স্পর্শ দিতে পারে একথা অস্বীকার করা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে একসঙ্গেই হয়ত কয়েকটি নারী চোখের সামনে দেখা দিল, তার মধ্যে একজন দর্শকের চিত্তে কাম-চৈতন্য জাগিয়ে দিল অন্যেরা দিল না। মানবমনের এই প্রতিফলন ক্রিয়া সর্বদাই অলক্ষ্য জগতে চলেছে। ভক্ত বেহারীর অন্তরে এই পবিত্র প্রেমের জয়গান ধ্বনিত হওয়াটা তাই খুব অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়।

কিরণময়ী চরিত্রটি জটিল—বাংলাসাহিত্যে নূতন এবং অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। এই চরিত্রটি ঠিক বাঙালী ঘরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবহ নয়,—সংস্কারমুক্ত জৈবাবেগ-সমৃদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে শক্তিমান একটি নারীচরিত্র। শরৎচন্দ্রের গভীর অন্তরদৃষ্টি ও বীক্ষণশক্তি দস্তেয়ভস্কির মত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পূর্বেই অচেতন মনের একটা স্বরূপ উপলব্ধি করেছিল। কিরণময়ী চরিত্র অচেতন মনচালিত একটি চিত্ত-বিকারগ্রস্ত নারী। তার জৈবাবেগ ও কামচেতনা ব্যাহত হয়ে, খণ্ডিত হয়ে, অচেতন মনে বিকৃতির সৃষ্টি করেছিল। এই বিকৃতিচালিত কিরণময়ীর চরিত্র তাই অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত, সামঞ্জস্যহীন কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব, স্বাভাবিক ও তেজোদৃপ্ত।

কিরণময়ী কয়েকবারই মূর্চ্ছিত হয়েছে অর্থাৎ হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে হিষ্টিরিয়া দমিত কাম নারীদেরই মনোবিকার। এই মনোবিকারই দৈহিক বিকারে পরিণত হয়। শরৎচন্দ্র বার বার বলেছেন কিরণময়ী অসামান্যা সুন্দরী এবং সে সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে সচেতন। স্বামীর নিকট যে শিক্ষা সে পায় তাতে সে নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে—সমাজ সংস্কার ধর্মের বাধ তার জৈবাবেগকে মন্ত্রমুগ্ধ করেনি। মুক্ত এই জৈবাবেগ ও কামচেতনা স্বামীর স্থবির

মনোবৃত্তির দ্বারে প্রহত হয়ে নিষ্পিষ্ট হয়েছে। এই নিষ্পিষ্ট জৈবাবেগ তার তৃপ্তি খুঁজেছে নানা ভাবে, নানা লোককে কেন্দ্র করে। স্বামীসেবায় এবং অনঙ্গ ডাক্তার, উপেন, দিবাকরকে ঘিরে এই কামনা তৃপ্তি চেয়েছিল কিন্তু তা হয়নি বলেই হিষ্টিরিয়া রোগীর রোগ উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়।

কিরণময়ী যে যুক্তির জালে বেদ-উপনিষদ রামায়ণ-মহাভারতকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল, যে যুক্তির জালে দিবাকরকে প্রেমের প্রকৃতি, দুর্বার শক্তি ও সৃষ্টির প্রেরণাজাত প্রেমই প্রেম বলে প্রমাণ করে তাকে অভিভূত করেছিল এর সবই হার্বার্ট স্পেন্সারের সার্বিক বিবর্তনবাদের যুক্তি। স্পেন্সারের দর্শন কিরণময়ীর মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্রই বলেছেন।—কিরণময়ী তর্কস্থলে বলেছিল, "আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি। সুতরাং, কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাই দেখা প্রয়োজন যে, কাহারো সত্যিকার অধিকারে হাত দিয়েছি কিনা।" (১১।২৬৫)

Spencer defines justice as "The right of each man to do as he pleases so long as he does not trespass upon the equal freedom of every other man,"—Wright p. 472.

গৃহত্যাগের পরে অনুতপ্ত দিবাকরকে সে বলেছে,—"এতটা মন ভারি করে থাকবার প্রয়োজন হত না ঠাকুরপো, যদি একবার এই কথাটিই ভেবে দেখতে যে আমাকে বাড়ীর বাইরে এনে কারো সত্যিকার অধিকারে পা দিয়েছ কিনা।" (১১।২৬৫)

নারীর রূপ প্রসঙ্গে কিরণময়ী বলেছিল, "ততক্ষণই তার রূপ যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ-যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।……দেখতে পাবে এর প্রতি অণুপরমাণু নিরন্তর আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন করে সে নিজেকে বিকাশ করবে……। কি করলে সে আরও সবল আরও উন্নত হবে, এই তার অক্লান্ত উদ্যম।" (১১।২৩৬)

"Spencer thinks that the continuous functioning of organisms precedes and produces their structures. Ibid"—p. 468.

প্রেমের প্রসঙ্গে সে বলেছিল, "যে দেহে তার জন্ম,সেই দেহের মধ্যে যখন তার পরিণতির নির্দিষ্ট সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন সেই তার যৌবন। তখনই সে শুধু অন্য দেহসংযোগে অধিকতর সার্থক হবার জন্যে শিরায় উপশিরায় বিপ্লবের তাণ্ডব সৃষ্টি করে, তাকেই পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্রে পাশবিক বলে গ্লানি করা হয়। ……এত বড় আকর্ষণ কোন মতেই হেয়, অমন ছোট হতে পারে না।" (১১।২৩৮)

"No organism could have survived and left descendants, if it had found pleasure in actions unfovourable to its struggle for life.…… Spencer was among the first to realise that the original impulses to associate life among human beings were not

the product of deliberate reasoning but the conscious fruition of much older feelings inherited from animal ancestors." Ibid—p. 420.

ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী কিরণময়ীর এই নিঃসঙ্কোচ বাধ-হীন কামচেতনা যৌবনের দ্বারে এসে সর্বাপেক্ষা বেশী নিষ্পিষ্ট হয়েছিল নিস্পৃহ স্বামীর দীর্ঘ রোগভোগে। দমিতকাম, নিষ্পিষ্ট-জৈবাবেগ এই নারী তাই রূপের আলো জ্বালিয়ে পতঙ্গ অনঙ্গ ডাক্তারকে আহ্বান করেছিল—কিন্তু সে তার মধ্যে আত্মতৃপ্তি খোঁজেনি,—কামনাকে প্রক্ষেপ করে আনন্দ পেতে চেয়েছিল। ঠিক এই মুহূর্তেই সতীশ আর উপেন এসেছিল বলেই তাদের প্রথম পরিচয় কেমন একটা শ্রীহীন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সতীশের সঙ্গে পরিচয়ের মাধুর্যে ও উপেন্দ্রের অতুলনীয় পত্নীপ্রেমের কাহিনী শুনে তার কামচেতনা নূতন পথ গ্রহণ করেছিল। সে তখন অনঙ্গ ডাক্তারকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, সর্বান্তঃকরণে স্বামীসেবায় আত্মনিয়োগ করে। উপেন-সুরবালার দাম্পত্য জীবনকে সে নিজের মধ্যে সম্ভব করে তুলতে চেয়েছিল কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর অকস্মাৎ তার এই নিষ্পিষ্ট যৌনাবেগ উপেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে প্রবাহিত হল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্পর্ধায় স্পর্ধিত, যুক্তিবাদের শানিত মস্তিষ্কবৃত্তির শক্তিতে শক্তিশালিনী কিরণময়ী যেদিন ঈর্ষা ও আবেগ-মথিত অন্তরে সুরবালাকে যাচাই করতে গিয়ে তাঁর একান্ত আত্মসমর্পণ ও যুক্তিহীন বিশ্বাসপ্রবণতার কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এলো, সেইদিনই তার আহত অন্তর নিঃসঙ্কোচে, অনাবৃত ভাষায়, সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে, নির্ভীক অকুণ্ঠিত অরমণীসুলভ প্রেম নিবেদন করে আপনার দুর্জয় কামনাকে নিষ্কাষিত করে দিল। উদগ্র অসংবৃত জৈবাবেগ যেন সুরবালার আঘাতে সমস্ত সম্ভ্রম সৌজন্য ও সংকোচকে অতিক্রম করে উন্মাদ ভাবে কিরণময়ীকে অসামান্য তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করলো। এই নগ্ন ব্যক্তিত্বের বিচিত্র বিকাশ বাংলা সাহিত্যের এক নবযুগের পথিকৃৎ। এই নিঃসঙ্কোচ অকুণ্ঠ আবেগের প্লাবনে অকলঙ্ক চিরপবিত্র উপেন্দ্রের নৈতিক শক্তি ভেসে গিয়ে, কিরণময়ীর অন্তরের দুর্ভর বেদনার স্বীকৃতিস্বরূপ দিবাকরকে তার হাতে সমর্পণ করেছে।

সরলচিত্ত অপরিণত তরুণ দিবাকর এই শক্তিশালিনী বুদ্ধিদীপ্ত কিরণময়ীর আশ্রয়ে এসে, তার যুক্তিজালের শরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল,—তার সংস্কার, শিক্ষা, বিশ্বাস, নীতিবোধ সবই কুয়াশাবৃত হয়ে কিরণময়ীর পায়ে আত্মসমর্পণ করলো। সাহিত্যচর্চাকে কেন্দ্র করে প্রেম, রূপ, যৌবন নিয়ে যে তীব্র তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও রসালাপ সুরু হল, তার পিছনে ধীরে ধীরে উভয়েরই আসক্তি মাথা তুলে দাঁড়ালো। কিরণময়ী সৃষ্টির প্রেরণাজাত জৈব মিলনাকাঙ্ক্ষাকেই প্রেম বলে চিহ্নিত করলে দিবাকরের স্বর্গীয় প্রেমের রঙীন ছবি ঝাপসা হয়ে তাকে কাম-সচেতন করে তুলল। কিরণময়ীর অতুল রূপরাশি একদিন বিহ্বল দিবাকরকে বলল,—"একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখ দিকি, একটা ভয়ানক কথা ওখানে

তোলপড়ে করে বেড়াচ্ছে কিনা?……কিন্তু তুমি বুক ফুটে না বললে আমিও বলচিনে, এতে আমারই বুক ফাটুক, আর তোমারই বুক ফেটে যাক্।"

"আজিকার এই পরিহাস, এ স্পর্শ তাহার কানের ভিতর দিয়া সর্বাঙ্গের স্নায়ু শিরায় যেন প্রজ্বলিত তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গেল।" (১১।২৪৩)

অকস্মাৎ উপেন্দ্রের আগমন, দিবাকর-কিরণময়ীর এই অবাঞ্ছিত ঘনিষ্ঠতার আবিষ্কার, কিরণময়ীকে কঠোর তিরস্কার ও দিবাকরকে স্থানান্তরে প্রেরণের প্রস্তাব এই "সঞ্চারিত তড়িৎ প্রবাহকে" আকস্মিক ভাবে বুদ্ধিভ্রংশ করে দিল। উপেন কিরণময়ীর ছোঁয়া খাবার খেতে অস্বীকার করায় কিরণময়ী সর্পিনীর মত ফুঁসিয়ে উঠে বলেছিল, "সেদিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলুম, তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখো নি! নিজের বেলা বুঝি কুলটার হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশি মিঠে লাগে ঠাকুরপো?" (১১।২৪৯)

এই অন্যায় অসহ্য আঘাতের প্রতিবাদে সংস্কারহীন ক্রোধোন্মত্তা ভুজঙ্গী, সমস্ত হৃদয়কে বিসর্জন দিয়ে প্রমত্ত আবেগে উপেন্দ্রের বলিষ্ঠ বুকে ছোবল দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়ালো এবং কাঁচপোকার মত নিরীহ পতঙ্গ দিবাকরকে টেনে আরাকানে নিয়ে গেল।

"রাত্রে উভয়ে পাশাপাশি শয়ন করিল। অদৃষ্টের ফেরে সর্বস্ব দান করিয়া হরিশ্চন্দ্র যেমন করিয়া চণ্ডালের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল, তেমনি ঘৃণায় দিবাকর কিরণময়ীর শয্যাপ্রান্তে আত্মসমর্পণ" (১১।২৫৯) করবার পরে কিরণময়ী প্রথম বুঝলো, সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, হৃদয়ের বিরুদ্ধে উন্মাদের মত বিপথগামী হ'য়েছে। কল্যাণহীন এই জৈবাবেগের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল আরাকানে। কামিনী বাড়ীউলীর খরিদ্দার আনয়ন ও বেবুশ্যে সম্বোধন ও মূর্চ্ছার মধ্যে হল তার চরম প্রায়শ্চিত্ত এবং এই চরম দুর্দিনের অন্ধকারে মুক্তির প্রদীপ নিয়ে উপস্থিত হল সতীশ। পরম প্রেমাস্পদ উপেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এই ধর্ম-সমাজ-নীতিবর্জিত স্বাধীন ব্যক্তিবাদের পরম শাস্তি হল মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে।

ত্যাগধর্মী কল্যাণময় সাবিত্রীর প্রেম নৈতিক জয়লাভ করলো উপেন্দ্রের ভগ্নিরূপে, ভোগধর্মী নীতিধর্ম বিবর্জিত কিরণময়ীর জৈবাবেগ ও যুক্তিবাদ, তার যৌনচেতনা চিত্তবিকারের মধ্যে জীবনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করল। যুক্তি দ্বারা প্রবৃত্তি সংকোচন হয় না, ধর্মনীতি ব্যতীত জৈবাবেগ কল্যাণময় হয় না, হৃদয়হীন যুক্তি জীবনকে আনন্দ দেয় না, ত্যাগ ব্যতীত মানবতা অর্জন হয় না। তাই হৃদয়হীন যুক্তিবাদের এইই পরিণতি। চরিত্রহীন তাই Psychological and Ethical Novel এবং তার উপসংহারও "in the strictest sense moral." —সুরবালার সনাতন পাতিব্রত্য ও সীতার মত আত্মসমর্পণ ও সহিষ্ণু নির্ভরতা হিন্দুস্থানের চিরন্তন আদর্শ, তার কাছে কিরণময়ীর জ্বালাময়ী জিহ্বা, উদ্বেগ ব্যাকুল

মুখর বৈজ্ঞানিক যুক্তি মূক হ'য়ে গেছে। কিরণময়ীর অত্যুগ্র আসক্তিও তাই সুরবালার অধিকৃত স্থানটিকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি বরং এই আসক্তি আহত হয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সতীশের চরিত্রটি একটা অনাবিল প্রসন্নতায় পাঠক-চিত্তকে পরিতৃপ্ত করে। সমস্ত ত্রুটি, দুর্বলতা, সমাজ বিরোধিতার উর্ধ্বে একটা উদার মহৎ প্রাণ আশ্চর্য-ভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং তাই সরোজিনীর সচ্ছন্দ সুশীতল প্রেম-প্রবাহকে আমরা সানন্দে গ্রহণ করি। সাবিত্রীর সামনেই হৃদয়বান এই ব্যক্তিত্বটির সঙ্গে সরোজিনীর মিলনকে অনাকাঙ্খিত বলে মনে হয় না। তার হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্ব তার সমস্ত ত্রুটিকে ঢেকে দিয়ে বাঞ্ছিত করে তুলেছে, তাই সরোজিনীও সমস্ত ত্রুটি ও বিচ্যুতির বাইরে এই হৃদয়কে সশ্রদ্ধ নমস্কারে গ্রহণ করেছে। "আসক্তির বন্ধন তোমার জন্যে নয় সাবিত্রী" (১১।৩৭১) বলে উপেন্দ্র যখন সুধাময়ী সাবিত্রীকে সতীশের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে তখনও পাঠক-চিত্ত ব্যথিত হয়নি। সরোজিনীর মতই সমস্ত ব্যর্থতাকে ক্ষমা করে সতীশের হৃদয়কে সে জয়ধ্বনি দিয়ে বরণ করে নিয়েছে। সাবিত্রী ও কিরণময়ী উভয়েই বদ্ধ মানবাত্মার নিষ্ফল ক্রন্দনের দুইটি ভিন্নধর্মী বর্ণাঢ্য আলেখ্য।

শ্রীকান্ত চারপর্বে সমাপ্ত। পঞ্চম খণ্ড লিখবার একটা ইচ্ছা শরৎচন্দ্রের ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ১ম ও ২য় পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সালে রচনাকাল ১৯১৫—১৯১৭ ধরা যায়। ৩য় পর্ব ১৯২৭ এবং ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১ম, ২য় এবং ৩য়, ৪র্থ পর্বের মাঝখানে যে দশবৎসর ব্যবধান তার মধ্যে লেখকের জীবনে বহু পরিবর্তন হয়ে গেছে,—তিনি তখন খ্যাতনামা পেশাদার সাহিত্যিক। অসহযোগ আন্দোলন হয়ে গেছে এবং তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রেও কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছিলেন, বিশেষতঃ তখন প্রখ্যাত লেখকের চাহিদা জন্মেছে বাজারে এবং লেখকের জীবনেও অর্থের চাহিদা এসেছে। চারটি পর্বকে একটা ক্ষীণ গল্পের সূত্র পরস্পরকে গ্রথিত করলেও, প্রথম দ্বিতীয় পর্বে লেখকের যে মানসলোক প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তৃতীয় চতুর্থ পর্বে তার বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই। শেষ দুই পর্ব লেখক মানসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনে বহু নরনারীর অসাধারণ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছেন। শ্রীকান্ত গল্পের নায়ক নয়, শ্রীকান্ত গল্পকার,—তার জীবনের সঙ্গে সংঘাতে ও সংযোগে এই অসাধারণ চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে। এই চরিত্রগুলি সবই সমাজদৃষ্টিতে নিন্দিত, লোকচক্ষে হেয় কিন্তু তাদের মধ্যে যে বৃহৎ হৃদয় ছিল, যে অপরিসীম উদারতা ও প্রীতি ছিল শরৎচন্দ্র তাই উদ্ঘাটন করেছেন। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে কৃষ্ণবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন—(১৯১৯)—"আপনারা আমার উপন্যাস পড়তে বসে অনুগ্রহ করে ঘটনা ও পরিস্থিতির ওপর জোর দেবেন না। কারণ আমি ঘটনাকে উপন্যাসের আসল জিনিস বলে মনে করিনে। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য চরিত্র সৃষ্টি। তার সঙ্গে ঘটনা আপনি এসে পড়ে, চেষ্টা করতে

হয় না।” (৩৬২) ইউরোপে বাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টির মূল এই চরিত্র সৃষ্টি। শরৎচন্দ্র এই চরিত্রগুলিকে উপযুক্ত পটভূমিকায় আপনার হৃদয়দ্বন্দ্ব নিয়ে পূর্ণতর ভাবে ফুটে উঠতে দিয়েছেন।

শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ এবং অনেকে তাকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম পর্বের জনপ্রিয়তার বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক কারণ বর্তমান। পাঠকচিত্তের দমিত জৈবাবেগ ও যৌনচেতনা সর্বাপেক্ষা বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করে শ্রীকান্ত চরিত্রের সঙ্গে একীভবনের ফলে। মানব-অন্তরের চিরন্তন অভিষান স্পৃহা যেন বড় বেশী তৃপ্তি পায় এই ইন্দ্র ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে। অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার স্বপ্ন সার্থক হয়ে ওঠে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের প্রেমের মাঝে, তাই পাঠকচিত্তের উদ্বেল স্তুতি বর্ষিত হয় এই দুইটি চরিত্রকে ঘিরে। কিন্তু চরিত্রহীনে চরিত্রের যে সার্থক ও সুন্দর ক্রমবিকাশ ও বিশ্লেষণ ঘটনার মাধ্যমে তাঁকে সুসংবদ্ধ উপন্যাসে পরিণত করেছে, সে সুসংবদ্ধতা ও ঘনত্ব এই শ্রীকান্তে নেই। শ্রীকান্ত যেন পৃথিবীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কতকগুলি চরিত্রকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন—যাদের পরস্পর যোগাযোগে কাহিনীর গ্রন্থন ও ঘনতা ঠিক উপন্যাসের নিবিড়তায় পৌছায়নি। পক্ষান্তরে বলা যায়, শ্রীকান্ত-হৃদয়ের কষ্টিপাথরে কতকগুলি চলমান নরনারীর হৃদয় কষিত হয়ে, তার মূল্য নিরূপিত হয়েছে। তবে ভাষার কারুকার্যে ও শ্লেষ-বিদ্রূপের ব্যঞ্জনায় শ্রীকান্ত বর্ণনাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ এই কাহিনীর বৈচিত্র্য ও অপরিচিত অজ্ঞাত সৌন্দর্য পাঠকচিত্তকে মুহূর্তে অভিভূত করে দেয়। ব্যঙ্গশ্লেষে, হাস্যরসে অনবদ্য চিত্র,—মেজদাদা, শ্রীনাথ বহুরূপী, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, নতুনদা প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত ঘটনা ও চরিত্রগুলি পাঠকচিত্তে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। এগুলি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর দুই একটি অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট রেখায় সৃষ্ট ভাবব্যঞ্জনাময় অপূর্ব চিত্র।

শরৎচন্দ্রের জীবনীকারগণ ইন্দ্র ও অন্নদাদিদি চরিত্র দুইটিকে তাঁর জীবনের পরিচিতের মাঝে চিহ্নিত করেছেন। এই চিহ্নিত চরিত্রগুলিই হয়ত স্রষ্টার কল্পনায় অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্তের কিশোর মনে যে দু'টি চরিত্র গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাকে নূতন দৃষ্টি দিয়েছিল, যে দৃষ্টিতে শ্রীকান্ত সমাজ-সংস্কারের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিকে, ব্যক্তি-হৃদয়কে বিচার করতে শিখেছিল সে দু'টি চরিত্রের মধ্যে প্রথম চরিত্র নির্ভীক মহাপ্রাণ রামনামের অভেদ্য কবচধারী ইন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় চরিত্র নিন্দিত কুলত্যাগিনী অন্নদাদিদি—যার সতীত্ববুদ্ধি, মহানুভবতা ও তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ জ্যোতির্ময় হয়ে শ্রীকান্তের কিশোরহৃদয়কে আলোকিত করে দিয়েছিল।

ইন্দ্রনাথই প্রথম শ্রীকান্তের মধ্যে নির্ভীকতা, ভবঘুরে, ছন্নছাড়া ভাব ও সংস্কার-মুক্ত বিচারবুদ্ধির বীজ বপন করে। ইন্দ্রনাথ জলের মধ্যে নৌকো ঠেলতে ঠেলতে বলেছিল—“কিছু না—সাপ।” তার পরে বলল,—“কামড়ালেই বা কি করব। মরতে ত একদিন হবেই ভাই।”

(৩৬২) Ibid.—অবিনাশ ঘোষাল—পৃ. ৪৩।

"জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কটা লোক করিয়াছে?...এতবড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই।" (১।১৮) এই মহাপ্রাণের স্পর্শ শ্রীকান্তকে হৃদয়ের মূল্য দিতে শিখিয়েছিল—নিন্দিত ইন্দ্রনাথের সহস্র কুকাজের অন্তরালে এই হৃদয়কে শ্রীকান্ত শ্রদ্ধা করেছিল—এই হৃদয় তার অন্তরকে মুগ্ধ করেছিল। রামনামের কবচ নিয়ে সে নির্ভয়ে চলত সাপখোপ ভূত প্রেতের মধ্যে—এই-একান্ত নির্ভরতাই তাকে শক্তি দিয়েছিল, নির্ভীকতা দিয়েছিল। ইন্দ্রনাথই বলেছিল,—"মড়ার আবার জাত কি?" (১।২৭)—তার অকপট বিশ্বাস-বশেই সে এই সহজ সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখেছিল। এই বিশ্বাসই অন্নদাদিদির প্রকৃত রূপকে তার সামনে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল।

অন্নদাদিদি স্বামীর জন্মেই গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং বর্বর হিংস্র স্বামীর সাথে সাথে সাপুড়ে জীবন যাপনের মাঝে যে দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্য সহ্য করেছিলেন সে কথা সমাজ সংসার জানতে পারেনি, জেনেছিল দু'টি কিশোর বালক, শ্রীকান্ত আর ইন্দ্র। তিনি বলেছিলেন, 'আমি ত মিথ্যে কথা বলিনে ভাই।" (১।৪৪) এই সত্য পথ অবলম্বনের ফলেই শাহজীর কাছে নির্যাতন এবং তার-ই পরোক্ষ প্রভাবে অসৎ শাহজীর জীবননাশ। কিন্তু সাপুড়ের সংসারে-ও অন্নদাদিদি তার সৎ বংশজাত ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংস্কার-সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি হৃদয় ও সতীত্ববুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রেখে আপনার চরিত্রমাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছেন। শ্রীকান্তের পাঁচটি টাকা ফেরৎ দিয়ে, স্বামীর ঋণ শোধ করে নির্বান্ধব নিরুদ্দেশের যাত্রী অন্নদা যে বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয় ও আত্মসম্মানবোধের পরিচয় রেখে গেছেন তাই যাবার দিনে তাকে মহিয়সী করে তুলেছে।

সমাজ সংসারের বাইরে অপরিজ্ঞাত, নিন্দিত জীবনের মধ্যেও যে মহামূল্য হৃদয়, সৎগুণে ভূষিত অপূর্ব চরিত্র থাকতে পারে, এবং তার বিচার ব্যক্তি হিসাবেই হওয়া উচিত, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতেই শ্রীকান্ত এগিয়ে চলেছিল তার জীবনে নূতন নূতন চরিত্রকে সৃষ্টি করতে, বিচার করতে। ইন্দ্র ও অন্নদাদিদির কাহিনী প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক কিন্তু রাজলক্ষ্মী চরিত্রের আগমনের পরে শ্রীকান্ত আকস্মিক-ভাবে বাস্তববাদী ও বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছে। রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি জটিল। কৌলিন্য-প্রথার যূপকাষ্ঠে নিহত হওয়ার পরে তার নতুন জীবন সুরু হয় পিয়ারী বাইজীরূপে। কিন্তু যে অভিশপ্ত বাল্য প্রণয়, বৈঁচি-মালার বরমাল্য দিয়ে একদিন হৃদয়ের কোণে বাসা বেঁধেছিল তা আকস্মিকভাবে রাজলক্ষ্মীর জীবনে জাগ্রত হ'য়ে উঠল শিকার-পার্টির তাঁবুতে—শ্রীকান্তের মঙ্গলকামনা ঘিরে। এই প্রেমকে সার্থক করতে রাজলক্ষ্মীর সংগ্রাম সুরু হল, দ্বিধাদ্বন্দ্বের কণ্টকাকীর্ণ পথে তার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে এগিয়ে চলল,—রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত কাহিনী এই রক্তাক্ত হৃদয়ের কাহিনী।

নারী জীবনের সার্থকতা নারীত্ব ও মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশে, তার সঙ্গে আছে জড় জগতের চাহিদা, অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি, বিলাসব্যসন। যে নারীর জীবনে একই ক্ষেত্রে একই সঙ্গে এই চাহিদা পূর্ণ হয়, সেই জীবনই সার্থক কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জীবনে

এই তিনটির অস্তিত্ব পৃথক, বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত। শ্রীকান্তকে ঘিরে তার নারীজীবন সার্থকতা খুঁজেছে কিন্তু সেখানে সম্মান ও সমাজের প্রবল বাধা। যে বঙ্কুকে ঘিরে তার মাতৃত্ব তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল সে বঙ্কুও তার নিজের ছেলে নয়, পুতুল নিয়ে খেলার মত একটা প্রক্ষেপ প্রক্রিয়া। তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তার বাইজী-জীবনের বিলাস-ব্যসন স্তুতি ও অর্থ, যার মোহ মাঝে মাঝে তাকে টেনে নিয়ে গেছে জড় জগতের মাঝে। এই তিনটি বিভিন্ন দমিত আকাজ্ঞ্জা রাজলক্ষ্মীর ব্যক্তিত্বকে জটিল করে তুলেছে। তার হৃদয় এই তিনের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অশ্রু মার্জনা করেছে—তার এই বঞ্চিত-লাঞ্ছিত নারী-জীবনের সংগ্রামের চিত্রই শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব। শরৎচন্দ্র পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও করুণা নিয়ে এই ভাগ্য বিড়ম্বিত হৃদয়বতী, মহৎপ্রাণা রাজলক্ষ্মীকে রূপায়িত করেছেন।

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর উৎসুক বাল্যপ্রণয় সহসা মিলনাকাজ্ঞ্জায় উন্মুখ হ'য়ে উঠল,—শ্রীকান্তের ব্যাধি ও রাজলক্ষ্মীর প্রাণান্ত সেবার মধ্যে তা পরিপুষ্ট ও পূর্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু শ্রীকান্তের দিক থেকে এল সমাজধর্মের প্রতি আনুগত্যের শীতলতা, একটা নৈতিক সতর্কতা ও একটা স্বভাবগত স্থবিরতা। রোগমুক্তির পর যখন শ্রীকান্ত প্রায় নিশ্চিন্ত আলস্যে রাজলক্ষ্মীর সেবা ও প্রাচুর্য উপভোগ করতে প্রস্তুত এবং উভয়ের মিলনেচ্ছা যখন বেগবান হয়ে উঠেছে তখনই রাজলক্ষ্মী একদিন অতি অকস্মাৎ বলল, "কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই বাঁকিপুর থেকে আসচে, বেশিদিন থাকলে সে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।" (১।১২৬) যে মাতৃত্ব ও নারীত্ব নারীজীবনে আসে একীভূত হয়ে তাই রাজলক্ষ্মীর জীবনে হয়েছে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী। "পিয়ারীর হৃদয়ের একান্ত বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়; এবং সে যে সংসারের সব দিক দিয়া সর্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে, যে মুহূর্তে একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দু'টি পায়ে শতপাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।" (১।১২৮)

রাজলক্ষ্মীর বঞ্চিত জীবনে মাতৃত্ব নারীত্বের পথের অন্তরায় হয়ে দেখা দিল এবং এই মাতৃত্বের প্রাচীরে প্রহত হয়ে শ্রীকান্ত একদিন রাজলক্ষ্মীর জন্যেই রাজলক্ষ্মীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। শ্রীকান্ত বুঝল, "আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এতদিন চলুক না, স্নেহ যত মাধুর্যই চালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবার বেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম অসম্ভব। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথরুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" (১।১২৯) তার পরে ব্যক্তিজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দুইটি হৃদয় "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া ফেলে" (১।১৩২) বলে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। রাজলক্ষ্মীর দুর্ভাগ্য জীবনে নারীত্ব ও মাতৃত্বের বিরোধ তার হৃদয়কে বেদনামথিত করে সজাগ হয়ে রইল।

'গঙ্গাজলের' কন্যাদায় ও বর্মাযাত্রার পূর্বে দেখা করতে যখন শ্রীকান্ত আর একবার দ্বিতীয় পর্বে পাটনার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল তখন রাজলক্ষ্মী পুনরায় বাইজী জীবনের মাঝে নেমে এসেছে। শ্রীকান্তের আগমনে বাড়ীর ভারকেন্দ্রটা সাংঘাতিক ভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। বাইজী জীবনের ছবিটা শ্রীকান্তকেও বিচলিত ক'রল। অভিমানস্ফুরিত একটা ঔদাসীন্যে সে রাজলক্ষ্মীকে বারবার আঘাত করে প্রণয়ের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। এই নির্বিকার ঔদাসীন্য রাজলক্ষ্মীকেও শঙ্কিত করে তুলেছিল। রাজলক্ষ্মী এই আঘাতে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেছিল—"আমি যে ভাল নই সে ত তুমি জানো, তবে কেন সন্দেহ হয় না?" শ্রীকান্ত নির্বাকভাবে ভাবলো "সে যে ভাল নয় তাও জানি, সে যে মন্দ এও ভাবতে পারি না।" শ্রীকান্ত বাইজী জীবনের অন্তরালে রাজলক্ষ্মীর এই প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীর প্রশ্ন ছিল—"অজ্ঞানে অভাবে পড়ে একদিন যা করেছি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তুমি ভাল হতে দেবে না?" (২।১১) শ্রীকান্ত এই একান্ত আত্মসমর্পণকে স্বীকার করেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে এই "পাপিষ্ঠার" হয়েই চিরদিন থাকবে। তাই এইবার বিদায় দিনে সকলের সামনেই রাজলক্ষ্মীর অশ্রু শাসন অস্বীকার করে ঝরে পড়ল।

শ্রীকান্ত একবার মাতৃত্বের প্রাচীরে প্রহত হয়ে ফিরে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার ফিরে গেল বাইজী জীবনের অপরাধ-কলঙ্কের পাথরে আহত হয়ে। অপরাধ-খণ্ডিত মনের দুর্বলতার ফাঁক দিয়ে তার প্রিয়তম এবারেও অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়ে চলে গেল। শুধুমাত্র একটা দুর্নিবার আবেগ ও কামনা প্রতিশ্রুতির দুর্বল সূত্র আঁকড়ে ধরে বেঁচে রইল।

বর্মায় শ্রীকান্তের জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল অভয়া। অভয়ার জীবনে সমস্যা ছিল, সমস্যা-জর্জর জীবনে অনেক দুঃখও সে পেয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী নিয়ে সমস্ত ধর্মের বাঁধন ও পেষণকে উপেক্ষা করে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। ব্যক্তি-সংগ্রামের এই জয়সূচক পরিণতির মধ্যে অভয়ার যে তেজোদৃপ্ত চিত্র ফুটে উঠেছে তা শ্রীকান্তকে অভিভূত করেছিল—নূতন ভাবে জীবনকে দেখতে শিক্ষা দিয়েছিল। রাজলক্ষ্মীর খণ্ডিত বঞ্চিত জীবনের সংগ্রাম ও বেদনাকে নূতন চোখে দেখতে শিখিয়েছিল, নূতন ভাবে অনুভব করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই নূতন অনুভূতি ও সতেজ অন্তর নিয়ে শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের শেষে পুনরায় ফিরে এল রাজলক্ষ্মীর কাছে। তাছাড়াও বর্মার অভিজ্ঞতা—বর্মায় স্ত্রীস্বাধীনতা, দাদাঠাকুরের হোটেল-পরিবেশ, অভয়ার স্বামীর হৃদয়হীন পশুবৃত্তি, কাপুরুষ ঘৃণিত বাঙালী স্বামীর নিরপরাধা বর্মীস্ত্রীকে প্রতারণা ও ত্যাগ—সমাজ নীতিধর্মের চেয়ে হৃদয়বৃত্তিকে অধিকতর মূল্য দানের প্রেরণা দিয়েছিল এবং শ্রীকান্তের সংরক্ষণশীল মনের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। শ্রীকান্তের হৃদয় তখন সমাজের ঊর্ধ্বে হৃদয়-মূল্যকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত। এই-মন ও উদারতা নিয়ে শ্রীকান্ত ফিরে এসেছিল বর্মা থেকে।

অভয়ার জীবনের দ্বন্দ্ব রাজলক্ষ্মীর মত জটিল নয়। রোহিনীর সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করেছিল স্বামীর সন্ধানে। রোহিনী-অভয়ার সম্পর্কটা প্রণয়ের—সে প্রণয় মিলনের আশায় উন্মুখ কিন্তু নীতিগত সংস্কার তাদের মাঝে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। জাহাজে ও কোয়ারেনটাইনে অভয়ার স্বচ্ছন্দ আত্মনির্ভরতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষা ও শক্তি তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করেছে। বর্মাজীবনে রোহিনী-অভয়ার প্রথম বিরোধ হল মনের দেনা-পাওনা নিয়ে। খাবার দেওয়া নিয়ে যে ঝগড়া সেটার হেতু যে "খাবার তৈরীর ত্রুটি হইতে বহুদূর দিয়া বহিতেছে তাহা বুঝিতে লেশমাত্র বিলম্ব ঘটিল না।" (২।৫৩) তার পরে রোহিনীকে দেখা গেল বাজার করে গলদঘর্ম হয়ে জীর্ণ কাপড়ে প্রশান্ত মনে গৃহে চলেছে। ভালবাসার শিক্ষাই তাকে এই শক্তি দিয়েছিল। অভয়ার স্বামীগৃহে যাওয়ার পরে রোহিনীর একক জীবনের ভয়াবহ বিষণ্ণতার মধ্যে যে প্রেমের প্রকাশ রয়েছে তারই সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে স্বামী-প্রেমের নিদর্শন অঙ্গে ধরে সে ফিরে এসেছে এবং এই দৃঢ় আত্মনির্ভর তেজোদৃপ্ত অভয়া তাকে সমাজ-সংস্কারের বাঁধনকে ছিন্ন করে গ্রহণ করেছে। মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করে তার ভাবী সন্তান সম্বন্ধে বলেছে,—"সত্যিকারের মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই বড়, এ আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে।" (২।৮২) বুদ্ধি যুক্তি ও আত্ম-প্রত্যয়ের শক্তিতে অভয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে সহজ সরল হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্ব ও হৃদয়ের জয় ঘোষণা করে সে নির্ভীক চিত্তে রোহিণীর প্রেমকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে যে প্রকৃত সত্য নেই তা তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে। এই আত্মপ্রত্যয়ে শক্তিমান চরিত্রটি মনুষ্যত্বের যে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়েছে তা নীতির দিক থেকে কেবল তার পক্ষেই সত্য। রমা-রমেশ যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে না, অভয়াও তেমনি সহজলভ্য নয়, বিশেষতঃ মনের এই সংস্কার, তথা অচেতন মনজনিত চিত্তবৃত্তি যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা জয় করা যায় না—অভয়ার যুক্তির দ্বারা মনের কলঙ্ককে নিষ্কণ্টক করা খুব স্বাভাবিক নয়। সেই জন্যেই অভয়া চরিত্র হিসাবে সম্ভাব্যতার গণ্ডি অতিক্রম করে গিয়েছে এবং একটা আদর্শবাদ বা বক্তব্যের প্রতীক হয়ে রয়েছে এবং এইটুকুই তাঁর মূল্য। অভয়া বলেছিল, "জন্মজন্মান্তরের অন্ধ সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথম সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলুম শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাববেন না যেন।" (২।৭৬) কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের বিরুদ্ধে অভিমানে বিদ্রোহী হওয়া যায়, যুক্তি ও ক্ষুরধার বাক্যে তাকে নস্যাৎ করা যায়, কিন্তু যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা এই সংস্কারের বাধকে অতিক্রম করা যায় কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। অভয়ার পক্ষে এই পালিয়ে যাওয়ার লজ্জাটাই সত্য, তার যুক্তিটা সত্য নয়—তা হলে রোহিণীকে ভালবেসেও বর্বর স্বামীর প্রেম-নিদর্শন অঙ্গে ধারণ করার কোন কারণ ছিল না। এবং রোহিণীকে আশ্রয় করেই বর্মা আসার প্রয়োজন ছিল না। তার মন সংস্কার-মুক্ত হয়নি বলেই এই নিরুদ্দেশ যাত্রা,—রোহিণীর কাছে ফিরে আসার অপরাধবোধ

থেকেই তার পালিয়ে যাওয়া। তার হৃদয় বেদনায় বিদ্রোহী হয়েছে বলেই যে অচেতন মনের অপরাধবোধকে অতিক্রম করেছে একথা বলা যায় না। তার যুক্তি তার বিদ্রোহের সমর্থনমাত্র। রোহিনী অভয়ার প্রেম যে সত্যিকার মুক্তি আনতে পারে না, তা শরৎচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন গঙ্গামাটিতে রাজলক্ষ্মীর অপরাধবোধ-জনিত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে। অভয়া শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী হৃদয়ের বেদনা ও মানসিকতার অভিমানপুষ্ট প্রতীক—রাজলক্ষ্মী তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক সৃষ্টি।

বর্মা থেকে শ্রীকান্ত যখন ফিরে এল তখন রাজলক্ষ্মীর অন্তর নিষ্পিষ্ট মাতৃত্বের বেদনায় অধীর। তার মধ্যে "পিয়ারী বাইজী যে তাহার অধীর যৌবনের সমস্ত আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্তেই মরিতেছিল" (২।১১৩) একথা শ্রীকান্ত সহযাত্রীর ভাঙ্গা পুতুল কেন্দ্র করে বুঝতে পেরেছিল। তখন "পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করায় ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না।" তথাপি কাশী যাওয়ার পথে গাড়ীর মধ্যে শ্রীকান্তর অত্যন্ত মর্মান্তিক একটা মনের কথা রাজলক্ষ্মীকে বেদনা দিয়েছিল—"লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব দিতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি করে?" (২।১২০) শ্রীকান্ত এই সম্ভ্রম রক্ষার জন্যেই তাকে প্রয়াগে নিয়ে যেতে চায়নি কারণ "দুর্নাম জিনিষটা এমনি যে লোকে মিথ্যা দুর্নামের ভয় না করে পারে না।" (২।১২২) তাদের উন্মুখ কামনার স্বাভাবিক মিলন যে সমাজনীতির দিক থেকে সম্ভব নয় সেকথা শ্রীকান্ত জানিয়েছিল। তাই রাজলক্ষ্মী বলল, "আমি কাল থেকেই ভাবছি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামলেই নয়। তুমিও একরকম স্পষ্টই জানিয়েছ, আমিও এক রকম করে তা বুঝেছি।....কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে ঘুরে মরেচি···ছেলেই বা কি ভেবেছে, চাকর-বাকরেই বা কি মনে করেছে।" (২।১২৩)

তাঁদের এই অস্পষ্ট সম্পর্কের উপর যবনিকা টেনে দিয়ে লক্ষ্মী শুধু বলেছিল, বর্মার যাওয়ার আগে একবার যেন দেখা হয়। সেই রাত্রেই রাজলক্ষ্মী আবার পিয়ারী বাইজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। বিদায়ের মুহূর্তে রাজলক্ষ্মী মিনতি করেছিল, "এই একবাড়ি লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিও না···আমি কারও কাছে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো না।" (২।১২৬)

শেষ বোঝাপড়ায় শ্রীকান্ত বলল, "তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ গুণ, অনেকের উপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতে পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।" (২।১২৬) শ্রীকান্ত তারপরে তাকে চিরদিনের মত রেহাই দিতে অনুরোধ করল। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর উন্মুখ প্রেম জড়জগতের মোহের প্রাচীরে প্রহৃত হয়ে আর একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তার পরে দেশের বাড়ীতে রুগ্ন শ্রীকান্তের শিয়রে যেদিন রাজলক্ষ্মী সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করে অসম্মান ও কলঙ্কের বোঝাকে অকপটে স্বীকার করে উপস্থিত হল

সেইদিন তার হৃদয়ের কষিত প্রেম নূতন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিল। শ্রীকান্ত সেদিনই প্রথম অনুভব করল। "এই সর্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমারই জন্মে এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।" (২।১৩৩)

শ্রীকান্তের মধ্যে অভয়ার মত সমাজ নীতির উর্ধ্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিজয় গৌরব নূতন করে বেগবান হয়ে উঠল। সমাজ-নীতির সংকীর্ণতাকে উপেক্ষা করে মানব-হৃদয়-ধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে শ্রীকান্ত বলল, "তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেছ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুরদাদা, ডাক্তারবাবু, এদের প্রণাম কর।" (২।১৩৩) সম্ভ্রম, লোকাচার, সংস্কারের বাঁধন ও দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে মাতৃত্ব, নারীত্ব ও সতীত্ববোধের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান করে, তুচ্ছ করে, হৃদয়ধর্মী শরৎচন্দ্র মানব হৃদয়কে বিজয়মাল্য দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব-জর্জরিত দমিত কাম, নিষ্পিষ্ট জৈবাবেগ-পীড়িত মানবাত্মার মুক্তি ঘোষণা করে লেখক হৃদয়ের চাহিদাকে সমাজধর্মের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন—হৃদয়ের দাবীতেই; ব্যক্তিকে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে, বৃহত্তর মানবতাকে শ্রীকান্তের স্বামীত্ব গ্রহণের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন কিন্তু নারীত্ব, মাতৃত্ব ও জাগতিক জীবনের ভোগস্পৃহার যে বেদনা ও বিরোধ রাজলক্ষ্মীর আত্মাকে নিষ্পিষ্ট করছিল তার একটা সামঞ্জস্য এই স্বামীত্ব স্বীকৃতির মধ্যে আশ্রয় পেলেও রাজলক্ষ্মীর জীবনে পিয়ারী বাইজীর জীবনের অপরাধবোধ চিরজাগ্রত হয়ে তার প্রেম-জীবনকে খণ্ডিত করে তার আত্মাকে ঘিরে রইল—তাকে মুক্তি দিল না। শ্রীকান্ত তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে এই ব্যক্তি-হৃদয়ের চিরন্তন সংগ্রাম ও তার কারুণ্য আর বড় হয়ে দেখা যায়নি, অবশ্য তার হেতুও আছে। দশ বৎসরের ব্যবধানে তৃতীয় পর্ব লেখা। এই সময়ের মধ্যে তিনি খ্যাতি ও বিত্ত লাভ করেছিলেন, লেখার চাহিদা বর্তমান ছিল, লেখকও তখন পেশাদার লেখক। পাঠকের চাহিদায়ই হয়ত তিনি পুরাতন গল্পের খেই ধরে গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন কিন্তু তাঁর মানসলোকের ছবি তখন নিষ্প্রভ। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং চিত্তরঞ্জন দাস প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণ মূর্তির সামতাবেড়ে প্রতিষ্ঠা (১৯২৪) তাঁর জীবনের সংগ্রামকে ভিন্ন পথে চালিত করেছিল।

বন্ধুর চোখের অন্তরালে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী যখন গঙ্গামাটিতে এসে উপস্থিত হল তখন তাদের ব্যবহার স্বামী-স্ত্রীর মতই। শ্রীকান্ত তখন আপনাকে সমর্পণ করেছে রাজলক্ষ্মীর হাতে,—জীবনের ভাল-মন্দ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তখন স্তিমিত। তবুও শ্রীকান্ত ভাবে, "নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া পর্যন্ত অপরের গোপন আক্ষেপ প্রতি-নিয়তই আমার চোখে পড়ে। বেশ স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু তবুও দেখিতে পাই, তাহার যে দুর্মদ কামনা এতদিন অত্যুগ্র নেশার মত তাহার সমস্ত মনটাকে উতলা-উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সে যেন আজ স্থির হইয়া তাহার সৌভাগ্যের, তাহার এই প্রাপ্তিটার হিসাব দেখিতে চাহিতেছে।" (৩।৪৮) এই প্রাপ্তির মধ্যেও একটা সদাজাগ্রত অপরাধ-বোধ এবং স্বামীত্বের মন্ত্রশুদ্ধি হীনতা তাদের জীবনে এসে পুনরায় ব্যক্তিহৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করতে সুরু করল।

"সকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রথমেই ওদিকের খাটের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী ঘরে নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল কিংবা অতি প্রত্যূষে বাহির হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" (৩৷১৪১) রাজলক্ষ্মীর অপরাধবোধজনিত প্রায়শ্চিত্ত তখন শুরু হয়েছে। ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস ব্রত পার্বণের মধ্যে সে পিয়ারীর জীবনের কলুষকে ধুয়ে পরিষ্কার করতে উদ্যত। এই অপরাধ-বোধ ও মন্ত্রশুদ্ধিহীন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের চিত্তবিকার তখন অনিবার্যভাবে শ্রীকান্তকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেছে। "পিয়ারী সত্যসত্যই নিঃশেষ হইয়া মরিয়াছে এবং তাহারই কৃতকর্মের দুঃসহ ভারে আজ রাজলক্ষ্মীর সর্বদেহমনে যে বেদনার আর্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সংবরণ করিবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না··· খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত কি সে দিনরাত্রি অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া মরিবে?" (৩৷১০৩) অবহেলিত শ্রীকান্তের অভিমান, ক্রোধ এবং পরাশ্রয়জনিত হীনতা তার অন্তরে অসন্তোষের আগুন জেলে দিয়ে তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আবার নতুন করে তাদের গঙ্গামাটির স্বপ্নের নীড় ভেঙ্গে দিল। এবার শ্রীকান্ত ফিরে এল রাজলক্ষ্মীর জীবনে পিয়ারী বাইজীর অপরাধ বোধের বাধে প্রহৃত হয়ে। রাজলক্ষ্মী গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে বৈধব্য জীবনের আত্মনিগ্রহের মাঝে প্রায়শ্চিত্ত শুরু করল তার অপরাধের, কারণ চিত্তের শুচিতায়, বুদ্ধির নির্ভরতায় সে অভয়ার মত আত্মার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি।

ব্যক্তি সংগ্রামের এই ক্ষীণ ধারা চলছে অন্তঃসলিলা হয়ে কিন্তু পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে দেশের দৈন্য, দুঃখ, সামাজিক অত্যাচার ও শিল্পায়নজনিত দেশের পরিবর্তিত অবস্থার দুঃখভার। রেলকুলিদের জীবনের প্রতি চেয়ে শ্রীকান্ত বলেছিল, "মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।" (৩৷১১০) শিল্পায়নের অনিবার্য ফল এই মনুষ্যত্বের মৃত্যুই তখন সত্যাগ্রহী শরৎচন্দ্রকে বেশী ব্যথিত করেছিল। "বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল, তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সংকীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে।" (৩৷১১৪) শ্রীকান্ত ৩য় পর্বে এই মনুষ্যত্বের মৃত্যুই যেন রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের ব্যক্তিসংগ্রাম থেকে বড় হয়ে উঠেছে—শরৎমানসের এ এক নূতন প্রতিবিম্ব যার সঙ্গে ১ম, ২য় পর্বের পার্থক্য প্রচুর ও প্রবল।

সুনন্দা, আনন্দ, কুশারীগৃহিণী মালতী প্রভৃতি যে কয়টি চরিত্র এই গঙ্গামাটির সংকীর্ণতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে ব্যক্তিজীবন-সংগ্রামের সূক্ষ্মতা বা গভীর মননশীলতার কোন পরিচয় নেই। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তি তখন দেশপ্রেমের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে তাকে স্তিমিত করে দিয়েছে। সুনন্দার দৃপ্ত তেজস্বিতার মাঝে শরৎচন্দ্রের নিবিড় প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয় না। কুশারী ও চক্রবর্তী-গৃহিণীদ্বয়ের মধ্যে স্বল্প রেখার যে চরিত্র ফুটে উঠেছে তাতে হৃদয়স্পর্শের চমৎকারিত্ব থাকলেও তা রাজলক্ষ্মী অভয়ার সজীবতা থেকে বঞ্চিত। দেশসেবক আনন্দ

দেশের দুঃখ বর্ণনার মাধ্যম মাত্র,—খাঁটি চরিত্র নয়। কেবলমাত্র শেষদৃশ্যে চির-অনুগত রতন মনুষ্যত্বের বিদ্যুৎ চমকে চোখ ঝলসে দেয়।

১ম, ২য় পর্বের ভাষার কারুকার্য ও বর্ণনার নিবিড়তা ৩য় পর্বে এসে যেন অনেকটা হালকা হয়ে উঠেছে, যদিও প্রতিভার স্পর্শ সর্বদাই তাকে ঠিক স্বরগ্রামে ঝঙ্কৃত করেছে। শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের শেষে মনে হয় এইটি যেন শরৎ-মানসের সৃষ্টি নয়, এটি যেন পাঠকের অনুরোধে গল্পটাকে টেনে, বাড়িয়ে, গড়িয়ে নেওয়া সমাপ্ত কাহিনীর পরিশিষ্ট।

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী আর একবার তার খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মুক্তির জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে। গুরুর মন্ত্র, ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন, জপতপ, বাইজী জীবনের অপরাধ-বোধ, সমস্ত বাধ বিচার ও দ্বিধাদ্বন্দ্বকে কাটিয়ে সে হৃদয়কে স্বীকার করে আত্মার স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। রাজলক্ষ্মীর এই মুক্তিসংগ্রাম ব্যতীত ৪র্থ পর্বের সবটুকুই নিষ্প্রভ এবং মূলতঃ অপ্রাসঙ্গিক। উদাসীন গহরের নিষ্ফল সাহিত্যসাধনা, কমললতার পক্ষে শ্রীকান্তের প্রেমে পড়ার জন্যেই যেন অধীর প্রতীক্ষা; তার অতীত জীবনের কলুষ কাহিনী, বৈষ্ণব আশ্রমের পরিবেশ, রাজলক্ষ্মীর কীর্তন ভজন এবং কমল-রাজলক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব প্রভৃতির মধ্যে যে নিষ্প্রাণ আকস্মিকতা আছে তার কৃত্রিমতা রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের প্রতিষ্ঠিত চরিত্রকেও হীনপ্রভ করে দিয়েছে। স্তিমিত প্রতিভার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নের ম্লানিমাকে অনাবৃত করার মধ্যে পৌরুষ নেই, বরং গভীর বেদনা আছে. তাই প্রাতভার দৃপ্ত মহিমাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার বাহুল্যকে ত্যাগ করাই সমীচিন।

গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও চরিত্রের গভীরতম প্রকাশে গৃহদাহ শরৎপ্রতিভার অত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য। পুরুষের মধ্যে মহিম ও সুরেশ এবং স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে মৃণাল ও অচলাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে এসেছেন অচলার পিতা কেদার-বাবু এবং ডিহিরীর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামবাবু। সুরেশ ও মহিম পাশাপাশি দুইটি চরিত্র চলেছে পরস্পর পরস্পরকে রূপায়িত করে এবং অন্যদিকে অচলা ও মৃণালও পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গড়ে উঠেছে। মৃণাল ও অচলা চরিত্র দুইটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—মানুষ অন্যকে বিচার করে তার নিজস্ব মন দিয়ে অর্থাৎ তার বিকারগ্রস্ত চিত্তবৃত্তি দিয়ে। এই চিত্তবৃত্তির সঙ্গে তার নিজস্ব আশা, আকাঙ্ক্ষাও জড়িয়ে থাকে, অতএব এই ভুল বিচারই চলেছে সমস্ত জগতময়। এই ভুল বোঝাবুঝি, নিজের মনের দৈন্যে অন্যের অপ্রাকৃত মূল্যায়নই মানব সমাজ ও পরিবারের একটি বৃহত্তর সমস্যা।

মৃণাল হিন্দু এবং অচলা ব্রাহ্ম। হিন্দু বিবাহব্যবস্থা ব্যক্তিকে স্বীকার করে না। অবিচ্ছেদ্য হিন্দু বিবাহের নিরন্ধ্র প্রাচীরের বেষ্টনে ব্যক্তি ও তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারার স্ফুরণের বা অবস্থানের কোন সুযোগ নেই। সে শৈশব অবধি জানে স্বামী একান্ত তারই, তার সঙ্গে জীবনে-মরণে সে জড়িত। সেখানে লাভালাভ,

পছন্দ-অপছন্দের কোন সুযোগই নেই। সেবা ও আত্মত্যাগের এই পরিবেশ ও আদর্শের মধ্যেই সে জন্মে, এই আদর্শ, ত্যাগধর্ম ও সেবাপরায়ণতা নিয়ে সে গড়ে ওঠে। কেদার বাবু মৃণালের সেবায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখী জলচর, সে জন্মেই সাঁতার শেখে। হিন্দুনারী বাল্যকাল থেকে এই আত্মত্যাগ, সেবাধর্ম ও ব্যক্তিকে অস্বীকার করে গড়ে ওঠে বলেই সেটা তার জীবনে স্বাভাবিক ধর্মে পরিণত হয়। কিন্তু যেখানে মানুষ এইটা বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে সেখানে সেটা স্বভাবধর্মে পরিণত হয় না। খণ্ডিত যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা ব্যক্তিকে বশ্য করা যায় না। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম-সমাজ একই সূত্রে নিয়ন্ত্রিত, এর মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই, ধর্মক্রিয়া ও সমাজক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যেখানে এদু'টি পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে বিরোধ অনিবার্য। কেদারবাবু তাই অচলার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন,—"সমাজ ছাড়া যে ধর্ম, তার প্রতি আমার যে আস্থা কোন মতেই টিকিয়ে রাখতে পারিনে মৃণাল।" (৭।২৪।)

পক্ষান্তরে যে বিবাহ ব্যক্তির বুদ্ধিযুক্তির দ্বারা পরিচালিত এবং বিচ্ছেদযোগ্য, সে বিবাহে ব্যক্তির স্বাধীন সত্বার স্বীকৃতি রয়েছে, স্বাভাবিক স্ফুরণ ও পছন্দ অপছন্দর সুযোগ আছে। কিন্তু এই ব্যক্তিসত্বার স্বীকৃতি ও স্বাধীনতা, পছন্দ ও অপছন্দের প্রশ্নগুলি সবই সেই বিশেষ ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির দ্বারা চালিত, কিন্তু এই চিত্তবৃত্তি বিকারগ্রস্ত হওয়ায় তার পছন্দ অপছন্দ ও মতামত নির্ভরযোগ্য নয়—এবং তা সর্বকালে সর্বসময়ে যে একই থাকবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই ব্যক্তির জীবনে তার এই বুদ্ধি যুক্তি চালিত যে বিচার তা নির্ভরযোগ্য নয়। মৃণাল এই হিন্দু আদর্শের নারী এবং অচলা স্বাধীন ব্যক্তিসমাজের নারী। এই ব্যক্তি-সত্বার স্বীকৃতি ত্যাগধর্ম শিক্ষা দেয় না, বরং ভোগের অনুরাগকেই বাড়িয়ে দেয়। সুরেশ যখন ডিহিরীতে অচলার জন্যে গাড়ী বাড়ী প্রভৃতি ভোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করল তখন অচলার পক্ষে তা অস্বীকার করা অবশ্য করণীয় ছিল না। অচলাদের সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত এবং "হিন্দুনারীর মত কেবল একটি মাত্র লোকের পত্নীত্বের বন্ধন ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া বহন করিয়া ফিরিবার অলঙ্ঘ্য অনুশাসন তাহাদের মানিতে হয় না; তাই জীবনে মরণে শুধু কেবল একজনকেই অনন্যগতি বলিয়া ভাবনা করিবার মত অবরুদ্ধ মন তাহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সেই এক স্বামীর জীবিতকালেই অপরকে স্বামী বলিতে অপরাধের ভারে যতই কেন না পীড়িত, লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বলিতে থাকুক, ধর্ম ও পরকালের গদা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে পারিল না।" (৭।২৩১)

সমাজ ও ধর্মের নিরন্ধ্র প্রাচীরে মৃণালের মন অবরুদ্ধ তাই তার নারীজীবন একটা ধ্রুব লক্ষ্যের দ্বারা চালিত—সে পথ সত্যই হোক, আর মিথ্যাই হোক, সে পথ সংগ্রামহীন কিন্তু অচলা স্বাধীন সত্বা নিয়ে তার নিজস্ব পথ গ্রহণ করেছে তাই তার জীবনের ভুল ভ্রান্তি সবকিছু তাকেই গ্রহণ করতে হয়েছে, এবং তার পথ

সংগ্রামময় হয়ে উঠেছে। এই দুই পথের দুই পথিক মৃণাল ও অচলা,—একে অন্যের পরিপূরক ও ব্যাখ্যাকার। মৃণালের শান্তজীবনের মূল তার নিরঙ্কুশ ধর্মবিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ,—অচলার দুঃখ-বেদনার সংগ্রামমথিত জীবন তার ব্যক্তি-সংগ্রামের চিত্র। মৃণাল ব্যক্তিকে বিসর্জন দিয়েছিল ধর্মের বেদীমূলে তাই তার জীবন সংগ্রামহীন, শান্ত, সেবাধর্ম, ত্যাগ ও সংযমে পবিত্র—অচলা স্বাধীন সত্তা নিয়ে গড়ে উঠেছিল বলে ব্যক্তিজীবনের সংগ্রামকে, তার দুঃখ বেদনা লজ্জা আনন্দকে তাকেই মাথা পেতে নিতে হয়েছে।

অচলা ও মহিমের প্রণয় যখন বেশ ঘনীভূত হয়ে পরিণতির জন্যে অপেক্ষমান ঠিক সেই সময়ে সুরেশ তার চিত্তের সমারোহ, জৈবাবেগ-উন্মত্ত ব্যাকুলতা নিয়ে অচলার প্রণয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালো। সুরেশ জীবনে অসংযত, হঠকারী, আপন ইচ্ছাকে অন্যের উপরে চালিয়ে দেওয়ার মত প্রভুত্বের অধিকারী। উত্তেজনাপ্রবণ, অতিউচ্ছ্বসিত, ব্যবহারেও চরম, তীব্র ও হিংস্র কিন্তু একটি বিরাট হৃদয়ের অধিকারী। মৃত্যুকে, জীবনকে সে তুচ্ছ করতে পারে, নাস্তিক হয়েও সে এই সাহসের অধিকারী। এই সুরেশের আগমনে অচলার নারীজীবনে এল দ্বন্দ্ব। দোলাচল তার মনোবৃত্তি, একদিকে সুরেশের বিত্ত, উচ্ছ্বসিত প্রেম, ও পরুষ নির্ভীকতা, অন্য দিকে শান্ত সংযত দরিদ্র মহিমের প্রতি পুরাতন অনুরাগ। এই দুইএর মাঝে তার বুদ্ধি যুক্তি ও চিত্তবৃত্তির অনুগামী সংকল্প গ্রহণ করতে হল। সে বেছে নিল দরিদ্র শান্ত সংযত মহিমকে। বলল,—"তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্যে রেখে গেলে?......" অচলা তার হাতের অঙ্গুরীয় দিয়ে শেষ সংকল্প জানালো, "আমি আর ভাবতে পারিনে, এইবার যা ক'রবার তুমি ক'রো।" (৭।৫২)

বিবাহের পরে পল্লীগ্রামের নিরানন্দ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সুরেশের বিত্ত, উচ্ছ্বাস ও আবেগপূর্ণ প্রণয়ের সঙ্গে মহিমের দারিদ্র্য ও শান্ত সংযত ভাবাবেগহীন স্বামীত্বের তুলনা করে তার প্রথম সংশয় এল মনে। পল্লীগ্রাম ও হিন্দু নারীর আদর্শ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অচলা, মৃণালের গ্রাম্য পরিহাস ও কর্তব্যের মাঝে কদর্থ সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করল আপনার দ্বিধাখণ্ডিত অন্তরের বিচার বুদ্ধি দিয়ে। এই সংশয়ঘন পরিবেশে সুরেশ উপস্থিত হল উল্কার মত। মহিমের গৃহ বাহ্যতঃ ও কার্যতঃ ভস্মীভূত হয়ে গেল, চিরদিনের মত। মহিমের অসুখের সময় অচলা একবার মাত্র, সম্ভবতঃ মৃণালের সেবা ও শিক্ষার মধ্যে মহিমকে পুনরায় একাত্ম হ'য়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল,—হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল। অচলার ব্যবহার ও কাজ থেকেই সুরেশের মনে ধারণা হয়েছিল, অচলা মহিমকে বিবাহ করে ভুল করেছে, সে মহিমকে ভালবাসতে পারে নি। হৃদয়বান সুরেশ তাই অসংযত জৈবাবেগ চালিত হয়ে চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে প্রস্তুত হল,—বিশেষতঃ বায়ুপরিবর্তনে যাওয়ার সময়ে অচলার সুরেশকে সঙ্গী হওয়ার গোপন অনুরোধ সুরেশকে প্রলুব্ধ করে তাকে উৎসাহিত করেছিল।

ডিহিরীর জীবনযাত্রার মধ্যে অচলার মনে দ্বন্দ্ব গভীরতর হয়ে দেখা দিল। সুরেশ প্রতিনিয়ত তাকে আহ্বান করছে তার সমস্ত দেহ মনে, অন্যদিকে স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্যের বাধা তাকে প্রতিনিয়ত বিমুখ করেছে। পরিপূর্ণ বিলাস সম্ভোগের আয়োজনের মাঝে সুরেশের উদ্বেল উন্মুখ প্রেম ও অচলার অন্তরের সংগ্রাম সমস্ত সমারোহকে পাণ্ডুর বিবর্ণ করে দিয়েছে। এই কয়েকদিনের অচলা-সুরেশের অন্তরের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টির বিস্ময়কর নিদর্শন—বিশ্ব-সাহিত্যের বিস্ময়কর কারুকৃতি।

অচলা "নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।" (পৃঃ ৭।২৪০) এই প্রবেশ কেবলমাত্র রামবাবুর সামনে স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা অভিনয়কে সত্য প্রতিপন্ন করতেই যে অচলা সম্ভব করেছিল এমন নয়। অচলার বাধ-রুদ্ধ জৈবাবেগ যে সুরেশের উদ্বেল উন্মুখ প্রণয়ের জন্যে একেবারেই তৃষ্ণার্ত হয়নি, একথা বলা যায় না।

রামবাবুর বাড়ীতে গভীর রাত্রির নীরবতার মধ্যে সুরেশ যেদিন ক্রন্দনরত অচলার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিল সেদিন "এই ব্যবহারে আজ অচলার উৎকট ঘৃণাবোধ হইল না।" সুরেশ তার কক্ষে অচলাকে আহ্বান করলে অচলা বলল,—"না, আজ নয়।" (৭।২০৮)

বুকে সেঁক দেওয়ার সময়ে সুরেশ অচলার ফ্লানেল শুদ্ধ হাতখানা ধরে তাকে বুকে চেপে ধরলে অচলার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায়নি—"সে ইহাই যেন প্রত্যাশা করিতেছিল।" (৭।২২৩) এই ঘটনাগুলির মধ্যে দ্বিধাখণ্ডিত কামনার ছবি ফুটে ওঠে।

"এ কক্ষ তাহাদের দু'জনের—এখানে সে (সুরেশ) অনধিকার প্রবেশ করে নাই।" (৭।২৩১) সুরেশ বলেছিল, "মনছাড়া যে দেহ, তাঁর বোঝা এমন অসহ্য ভারী, এ স্বপ্নেও ভাবিনি।" (৭।২৬৪) প্রভৃতি কথার মধ্যে মিথ্যার অভিনয় যে কেবল এক রাত্রির জন্যই সত্য হয়েছিল একথা বোধ হয় মনে করা চলে না। কারণ, অচলার অন্তর ধর্মের অনুশাসন ও সংস্কারে একেবারে অবরুদ্ধ নয় এবং এই মিথ্যার লাঞ্ছনা ও লজ্জা যত বড়ই হোক তাকে যে "ধর্ম ও পরকালের গদা ধরাশায়ী" করে দেয়নি একথা অনুমান করাও বোধ হয় অন্যায় নয়।

ব্যক্তিবাদকে স্বীকার করলেই যে তার আনুষঙ্গিক স্বাধীন বৃত্তিজনিত ভুল-ভ্রান্তি দুঃখবেদনার দহনকেও মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করতে হয়, ব্যক্তিকে সমাজধর্মের শৃঙ্খলমুক্ত করলেই যে তাকে সংগ্রাম করতে হয়, সংঘাতজনিত লাঞ্ছনাকে স্বীকার করতে হয়, অচলা ব্যক্তিবাদের এই অপরিহার্য সংগ্রামের প্রতীক। বিধবা মৃণালের বিবাহ প্রসঙ্গে সেই বলেছিল, "বিয়ে জিনিসটি তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তিতর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম। স্বামীকে আমরা ছেলেবেলা থেকে এই রূপেতেই গ্রহণ করে আসি। এ-বস্তুটি যে ভাই সকল বিচার-বিতর্কের বাইরে।" (৭।২৬৯)

অচলার "এত জোর করা সতীত্বের দাম বুঝতুম পরীক্ষার অবকাশ থাকলে।" উত্তরে মৃণাল বলেছিল—"স্বামীকে ধর্মের ব্যাপার, পরকালের ব্যাপার বলে যে যথার্থ-ই নিতে পেরেছে, তার পায়ে বেড়ি বেঁধেই দাও আর কেটেই দাও, তার সতীত্ব আপনা-আপনি যাচাই হয়ে গেছে।...স্বামীকে যে স্ত্রী ধর্ম বলে অন্তরের মধ্যে ভাবতে শেখেনি তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক, আর মুক্তই থাক, এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে যে যত বড় বৃহৎই কল্পনা করুক, পরীক্ষার চোরাবালিতে ধরা পড়লে তাকে ডুবতেই হবে। সে পর্দার ভিতরে ডুববে, বাইরেও ডুববে।" (৭।২৭০) ধর্ম-শৃঙ্খলহীন অচলার যুক্তিভিত্তিক সতীত্ববুদ্ধির জাহাজ তাই পরীক্ষার চোরাবালিতে ডুবেছিল এবং ডুবে যাওয়ার পরেই মৃণালের কথাগুলি তার মনে হয়েছিল।

অচলা চরিত্র ধর্মশৃঙ্খলহীন ব্যক্তিবাদের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার এই চোরাবালিতে ডুববার লাঞ্ছিত বেদনাময় সংগ্রামের প্রতীক। মৃণালের চরিত্র ধর্মানুশাসন-শৃঙ্খলিত স্বাধীনতাহীন, ব্যক্তির সংগ্রামহীন সংযত শান্ত জীবনের প্রতীক। এই জন্যই অচলার দ্বিধাখণ্ডিত ব্যক্তিত্বের সংগ্রামই অনুভূতির গভীরতায় এবং বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় সাহিত্য রসাশ্রয়ী হয়ে পাঠকচিত্তকে চমৎকৃত করে কিন্তু প্রচলিত শান্ত সমাহিত নিস্তরঙ্গ সেবাধর্মাশ্রয়ী আত্মত্যাগী হিন্দুগৃহবধূর চরিত্র এই ব্যক্তিসংগ্রামমুখর হয়ে ওঠেনি—একটা আদর্শরূপে নমস্য হয়ে রয়েছে। লৌকিক একটা সম্ভ্রমের মোহ অচলাকে সুরেশের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়েছিল কারণ সেটা যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা চালিত একটা সংকল্প কিন্তু ধর্মের শৃঙ্খলে বদ্ধ মৃণালের সতীত্ববুদ্ধিকে এই অবস্থা কোন মতেই চোরাবালিতে ডুবিয়ে দিতে পারতো না। ত্যাগ ও সেবাধর্মের এই সনাতন সীতার আদর্শ মৃণালের মধ্যে আর একবার উচ্চশির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুরেশের চরিত্র একটি অতি অকপট ও স্বাভাবিক চরিত্র। বড়লোকের ছেলে, বহুধনের মালিক, স্বাধীন চিত্ত নিয়ে অসংযত ও হঠকারী হয়ে উঠেছে। উত্তেজনা-প্রবণ ও উচ্ছ্বসিত তার হৃদয়, কোন সময় মহানুভবতার উচ্চ গ্রামে উঠে চমৎকৃত করে, কোন সময় হিংসা, ইতরতা ও অসংযমে তার ব্যবহার বর্বরতায় পর্যবসিত হয়। উদ্দাম কামনা ও জৈবাবেগের প্রাবল্যে সে অসুস্থ বন্ধুর শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীকে হরণ করতে পশ্চাদপদ হয়নি, আবার নিজের ভুলকে বুঝতে পেরে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে, "তখন ভাবতুম কি করে তোমাকে পাবো; এখন অহর্নিশি চিন্তা করি কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব।" (৭।২৬৪) সুরেশের সমস্ত চারিত্রিক ত্রুটি ও দৈন্যের মধ্যেও তার অকপট সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা ও পরহিতৈষণা পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে। দোষেগুণে সুরেশের চরিত্র একটি সজীব বলিষ্ঠ চরিত্র এবং বলিষ্ঠ চরিত্র বলেই অচলার মত মেয়েকে কক্ষচ্যুত করে, তাকে মৃত্যুর দিনে মামুদপুরে নন্দ পাঁড়ের বাড়ীতে তার শিয়রে টেনে আনতে পেরেছিল। "শিশুকাল হইতে চিরদিন অধিক যত্ন আদরে লালিত পালিত হইয়া আবেগে ও প্রবৃত্তির বশেই সে চলিয়াছে।

ইহাদের সংযত করার শিক্ষা তাহার কোন কালে হয় নাই।" (৭।২৭৭) 'আবেগ ও প্রবৃত্তি' চালিত হলেও সুরেশের চরিত্রটি বলিষ্ঠ একটি ব্যক্তিরূপে গড়ে উঠেছে। মৃত্যুর দিনেও সে সবলে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে,—"মরণের মধ্যে কোন হাত, কোন বিশেষত্ব ছিল এই অপবাদটা আমাকে যেন কেউ না দেয়।" (৭।২৭৯) এই নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতার মধ্যে যে অকপটতা তা পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে বলেই সুরেশকে 'ভিলেন' বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহিমকে বলেছিল, "...তাই কষ্ট দিয়ে এতদূর তোমাকে টেনে এনেছি, নইলে মৃত্যুকালে ক্ষমা চেয়ে কাব্য করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।" (৭।২৮৪) মহিমের 'ভগবান' প্রসঙ্গ উত্থাপনে সে দম্ভের সঙ্গে বলেছিল, "ও আমায় ভাল লাগে না।" (৭।২৮৫) জৈবাবেগ ও প্রবৃত্তি-তাড়িত সুরেশের এই আকাশস্পর্শী দম্ভ, অহঙ্কার ও আত্মপ্রত্যয় বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ধর্মশৃঙ্খলহীন বলে সুরেশ প্লেগে মৃত্যুর শাস্তি পায়নি, উদ্ধত উদগ্র একটা অসংবৃত কামনা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয়ে উল্কার মত পুড়ে পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছে বলে, পাঠকচিত্ত তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

মহিমের চরিত্রটি রহস্যময়, কোন মাধুর্যে, কোন হৃদয়ের কোমলতায় সে যে অচলার হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল সে সম্বন্ধে লেখক নির্বাক। সে পাথরে গড়া এক সংযম, সৎ বিবেচনা ও সহিষ্ণুতার মূর্তি—যার অন্তরের শত বেদনা লাঞ্ছনাও বাইরের ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি—ঠিক যেন সুরেশের চরিত্রের একটি বিপরীত চরিত্র। সুরেশের চরিত্র ভাল-মন্দের চরম সীমার মধ্যে দোদুল্যমান, মহিম স্থির নিশ্চিত আলোড়নহীন একটি সুসংযত ব্যক্তিত্ব।

গৃহদাহ উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্রের একখানি শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। একদিকে মৃণাল ও অচলা ও অন্যদিকে সুরেশ ও মহিমের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ও আদর্শবাদের সংঘাতের একটি পরিপূর্ণ আলেখ্য সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ ও গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই দুরূহ সংগ্রামের নাটমঞ্চে কেদারবাবু ও রামবাবু এসেছেন মাত্র চলমান দৃশ্যপট রূপে—সংগ্রামের চিত্রকে সজীব ও প্রত্যক্ষ করতে। তারা পরিপূরক চরিত্র, কাহিনীর পোষকতা করেছেন মাত্র।

দত্তা একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন সুরভিত প্রেমকাহিনীর সুপ্রসন্ন চিত্র। নাটকীয় ঘটনাহীন, অত্যুগ্র আবেগ ও ঘটনার খরতাহীন প্রশান্ত স্ফটিক স্বচ্ছ একটি প্রবাহ। এই প্রশান্ত স্বচ্ছতার মধ্যে পাঠকচিত্ত একটা অনাবিল আনন্দ ভোগ করে—বিশেষতঃ পাঠকচিত্ত নরেন্দ্রের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে "রাজত্ব ও রাজকন্যার" স্বপ্ন সার্থক ক'রে পরম পরিতোষ লাভ করে। এই হেতুই দত্তা চির নূতন, চির সুন্দর একটি প্রেমের কাহিনী হয়ে রয়েছে—যা পাঠকের কাছে কোনদিনই পুরাতন হয় না। এই দিক থেকে দত্তার মধুর প্রসন্ন আবেদন অনেক সময়ে পাঠকের নিকট গৃহদাহ, চরিত্রহীনকেও ছাড়িয়ে যায়।

এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র বিজয়ার অন্তরের দ্বন্দ্ব রাসবিহারী-বিলাসের বেড়াজালকে অতিক্রম করে হৃদয়ের জয় ঘোষণা করেছে। ধূর্ত, বিষয়ী,

রাসবিহারীর ভণ্ডামি ও বচনের অক্টোপাশের বন্ধনে বিজয়া আত্মসমর্পণ করেই বিলাসবিহারীকে স্বামীরূপে বরণ করতে সম্মত হয়েছিল। পিতৃবন্ধু রাসবিহারীর পুত্র বিলাসের সঙ্গে যে বিজয়ার পিতা তার বিবাহ অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন একথা রাসবিহারী বারবার বলেই তার মনে দৃঢ়মূল করে দিয়েছিলেন। বিলাস-বিহারীর নীচতা, অধৈর্য আস্ফালন ও ইতরতা বিশেষতঃ তার স্বামীত্বের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অতিপ্রয়াস সত্বেও বিজয়া পিতৃ অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখতে তাকেই পতিত্বে বরণ করতে, স্বাধীন ইচ্ছাকে ত্যাগ করেছিল কিন্তু পিতা-পুত্রের ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা প্রকৃত অভিজাতবংশীয়া বিজয়ার মনে ধীরে ধীরে বিরূপতা এনে দিল। নরেনের বাড়ী দখলের ব্যাপারে বিজয়ার সম্মতি ছিল না। পিতা-পুত্রের জেদের বিরুদ্ধতাও সে করেনি, তবে তার উদার অন্তর এই ক্ষুদ্রতাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে।

নরেনের সঙ্গে প্রথম বিজয়ার দেখা পূর্ণবাবুর বাড়ীর দুর্গোৎসব নিয়ে, দ্বিতীয় দেখা বাঁশের সাঁকোর পাশে পুঁটি মাছ শিকারী রূপে। বিজয়ার অন্তরে অপরিচিত পিতৃবন্ধুপুত্র নরেনের প্রতি বাস্তু দখলের ব্যাপার নিয়ে একটা সমবেদনা ছিলই—তার নারী-অন্তর পিতৃদোষে তাকে গৃহহারা করতে চায় নি। পূর্ণবাবুর ভাগিনেয় রূপে নরেনের সঙ্গে দেখার পরে ফিরে আসার সময়ে বিজয়া ভেবেছিল,—'লোকটি কে? আবার কবে দেখা হবে?' (১।২০৯) এই "love at first sight" অকস্মাৎ অত্যন্ত বেগবান হয়ে বিজয়ার চিত্ত অধিকার করল, যখন সে জানলো এই লোকটিই নরেন। তার সহজ শিশুসুলভ সরল অন্তর, আত্মভোলা চরিত্র, বিশেষতঃ প্রতিভাবান নরেনের দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থা মাইক্রোস্কোপকে কেন্দ্র করে মান-অভিমানের মধ্যে বিজয়ার অন্তর অধিকার করে তাকে উন্মুখ করে তুলেছিল। বিলাস ও রাসবিহারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা যতই নরেনকে অসম্মান ক'রে, তুচ্ছ ক'রে বিজয়ার কাছে হেয় করে দিতে চাইল, বিজয়ার অন্তর ততই এই অসহায় লোকটির প্রতি করুণা সহানুভূতি ও প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকলো।

রাসবিহারীর অক্টোপাশের বন্ধনের মধ্যে বিজয়ার প্রেমার্ত চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। রাসবিহারীর ভগবৎভক্তির অন্তরালে তার ভণ্ডামি, তার স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা প্রতিনিয়তই ব্যক্ত হয়ে পড়তে লাগল। রাসবিহারীর ভাষার যাদুদণ্ড কোন মতেই বিলাসের চরিত্র ব্যাখ্যাকে আর বিজয়ার হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারলো না। বিজয়ার হৃদয় অনিবার্য গতিতে নরেনের প্রতি আকৃষ্ট হল। অন্যদিকে নিজের অজ্ঞাতে নরেনও ধীরে ধীরে বিজয়াকে ভালবেসে ফেলেছে—তবে সে জানতো এ তার স্বপ্নাতীত, তাই সে বার বার আপনাকে বিজয়ার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বিজয়াও রাসবিহারীর বেড়াজাল অতিক্রম করে আপনার হৃদয়কে স্বীকৃতি দিতে পারেনি।

অত্যধিক সংকীর্ণতা ও প্রভুত্বপ্রিয়তার অসম্মানকর চাপে অধৈর্য হয়ে যেদিন বিজয়া বিলাসকে বলেছিল, "যান নীচে যান। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে

আপনার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকবে না" (১।২৮৩) সেইদিন সে প্রথম আপনার ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আপনার হৃদয়কে প্রকাশ করেছিল। এই অধৈর্য ও কঠোর বাক্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার প্রথম বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। নরেনের প্রতি অসম্মানের প্রথম প্রতিবাদ সে সেই দিনই করেছিল, "...তার গায়ে হাত দেবার সখ যদি আপনার থাকে ত, হয় পিছন থেকে দেবেন, না হয় আপনার মত আরও পাঁচ-সাত জনকে সঙ্গে নিয়ে তবে সুমুখ থেকে দেবেন।" (১।২৮৩) এই বিদ্রোহ তার প্রথম জয়ের সূচনা। রাসবিহারী পুত্রকে কটু কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হিঁদুরা আমাদের যে ছোটলোক বলে, সেটা ত আর মিছে কথা নয়। ব্রাহ্মই হই আর যাই হই কৈবর্ত ত?...সে হল রায়বংশের মেয়ে। ডাকসাইটে হরি রায়ের নাতনি..." (১।২৮৪) প্রকৃতপক্ষে পিতাপুত্রের ছোটলোকমী বা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ডাকসাইটে হরি রায়ের অভিজাত শিক্ষিতা নাতনীর অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। বিজয়া এই পিতাপুত্রের অক্টোপাশের পাশ থেকে মুক্তি চাইছিল কিন্তু হৃদয়ের সে বলিষ্ঠতা তার ছিল না—এ-ই বিজয়ার মুক্তি-সংগ্রাম।

কিন্তু ভোজনরত নরেন যেদিন বলল,"...বাড়ীর দাসদাসী আমলা কর্মচারী, যায় তাদের মনিবটিকে পর্যন্ত দাবী করতে পারি, তা জানেন কি? বাবার হুকুম, বাবার হুকুম,—দেবেন এই সব?" (১।৩১৭) বনমালীর লিখিত এই পত্রের সন্ধান তার মুক্তি-প্রচেষ্টাকে প্রবলতর করেছিল। রাসবিহারীর গোয়েন্দাগিরি ও কলঙ্ক রটনার প্রচেষ্টা বিজয়াকে একেবারে মরিয়া করে দিল এবং নিতান্ত অভিমানে ও আত্মহত্যার প্রেরণায়ই যেন সে বিবাহের চুক্তিপত্রে সই করেছিল। কিন্তু তার হৃদয়ের ঝড় তখনও থামে নি। নলিনী-নরেন প্রসঙ্গ তাকে পুনরায় বেগবান করে দিল। তাই বিজয়া অকপটে সাউথ আফ্রিকাযাত্রী নরেনকে বলেছিল, '...নইলে সে দিন যথাসর্বস্ব দাবীর কথা আপনি পরিহাসচ্ছলেও মুখে আনতে পারতেন না। আমি হলে কিন্তু ঐখানেই থামতুম না। তিনি যা দিয়ে গেছেন, সমস্ত জোর করে দখল করতুম, তার এক তিল ছেড়ে দিতাম না।" (১।৩৪০) এই সুস্পষ্ট প্রেম প্রকাশের উত্তরে নরেনও বলেছিল,..."কিন্তু সত্যিই যদি এই অসঙ্গত খেয়াল তোমার হয়েছিল, শুধু একবার হুকুম করনি কেন?..." (১।৩৪০)

বিজয়া দয়ালের কোলে মাথা লুকিয়ে যখন বলল,—"না-না, মরণ ছাড়া আমার কোন পথ নেই" (১।৩৪১) তখন বিজয়া নিজের হৃদয়ের কথা বলতে আর কিছুই বাকি রাখে নি। ধার্মিক দয়াল, দয়ালের মতই উন্মুখ এই দুইটি হৃদয়কে এক করে হৃদয়ধর্মের জয় ঘোষণা করেছেন—"মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ।" নলিনী বলেছিল..."তুমি ত জান, বিজয়ার অন্তর্যামী কখনও সায় দেয়নি। তাঁর চেয়ে বিজয়ার বলাটাই বড় হল?" (১।৩৪৫)

লোকলজ্জা, সংস্কার, পিতৃঋণ ও রাসবিহারী-বিলাসের ধূর্ত নির্লজ্জ নিষ্ঠুর বেড়াজালের চাপে মুমূর্ষু বিজয়ার আত্মার মুক্তিসংগ্রাম ও সংগ্রামের বিজয় উৎসবে দত্তা উপন্যাসখানি সত্যিই সার্থক ও সুন্দর। বিজয়ার হৃদয়ের এই বিজয়গৌরবে

পাঠকচিত্ত অনির্বচনীয় প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। এই বিজয়গৌরবের সহায়ক ধর্মান্ধতাহীন দয়াল চরিত্রটিও আপন গৌরবে মহৎ ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। ধূর্ততা ও ভণ্ডামির আদর্শ রাসবিহারী-চরিত্রটি প্রকৃতই উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি। তার চতুর বাকজাল, বচনভঙ্গি, ভাষার কারুকার্য এবং বুদ্ধির খেলা চরিত্রটিকে অতুলনীয় সজীবতা দিয়েছে। সৃষ্টির দিক দিয়ে, কি ভাষায়, কি কার্যে, কি তার প্রয়োগে শিল্পীর এই চরিত্রটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। বিশেষতঃ ধর্মপরায়ণতার আবরণে ও সততা মহত্ত্বের বড় বড় বাক্যচ্ছটার মধ্যে যখন তার সংকীর্ণতা ও ছোটলোকমী আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হ'য়ে পড়েছে তখন শিল্পীর এই কারুকৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মাইক্রোস্কোপের দাম, ঠকিয়ে দুইবার দাম নিয়ে যাওয়ার সন্দেহ, নরেন-বিলাসের মিলনদৃশ্যের ভণ্ডামির মধ্যে প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর তুলির টান অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বিলাসের চরিত্রের অসংযম, ধৈর্যহীনতা, ইতরতা, আস্ফালন ও প্রভুত্বপ্রিয়তার মধ্যে একটা সরল সহজ চরিত্র ফুটে উঠেছে। পিতার ভণ্ডামি তার মধ্যে আশ্রয় পায়নি,—সেদিক দিয়ে বিলাসের চরিত্র আন্তরিকতায় পূর্ণ এবং নৈতিক আদর্শের দিক থেকে তাঁর চরিত্র উন্নততর, বিশেষতঃ তার ধর্মবিশ্বাস ও ব্রাহ্ম আদর্শের প্রতি অনুরাগ আন্তরিকতাপূর্ণ, সেখানে তার ফাঁকি নেই। সেই জন্যেই নরেন-বিজয়ার বিজয়গৌরব বিলাসের পরাজয়কে গ্লানির কালিমায় কলঙ্কিত করে নি কিন্তু শেষ দৃশ্যে যখন রাসবিহারী 'একটা অগ্নিদৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন' তখন তার সর্বাঙ্গে পরাজয়ের কালিমা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গেল।

বামুনের মেয়ে ও অরক্ষণীয়া সমাজের শুষ্ক রীতি নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহী কাহিনীর মাঝে সমাজের গ্লানি, দুষ্কৃত, অন্যায় অত্যাচার ও কলঙ্ক কাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে। সমসাময়িক সাহিত্যে সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা যথেষ্টই হয়েছে কিন্তু এমন গভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এমন করুণভাবে সমাজের এই অন্যায় অবিচারকে বিশ্লেষণ করে আর কোন শিল্পী পাঠকচিত্তকে এমনভাবে উদ্বেলিত করতে পারেন নি। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভাল কি মন্দ বা সমাজতত্ত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেন নি, সে সম্বন্ধে কোন বক্তব্যও নেই, তবে এই সমাজ-ব্যবস্থার ফলে সমাজের মধ্যে যে অপরিসীম বেদনা, নিরাশা ও ব্যর্থতা ব্যক্তিজীবনকে ঘিরে তাকে মৃতকল্প করে তুলেছে তারই একটা ছবি তুলে ধরে তিনি কৌলিন্য প্রথা, বরপণ প্রথা, অন্ধ সংস্কার ও ধর্মান্ধতার অসারতাকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। যদিও শরৎচন্দ্রের সময়ে ঠিক এই সমাজ ছিল কিনা সন্দেহ, তবে তারই বিকল্প একটা রূপ ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই কাহিনী দু'টির মধ্যে কোথায়ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিসংগ্রামের সুযোগ নেই। সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবচিত্ত যে কত স্বার্থপর, কত আত্মকেন্দ্রিক, কত নিষ্ঠুর হতে পারে, তারই ভয়াবহ একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। পক্ষান্তরে সমাজের যে কৌলিন্য নিয়ে গর্বের

সীমা নাই সে কৌলিন্য যে কত অসার, কত মূল্যহীন, তাই যেন বেশী করে ফুটে উঠেছে। বামুনের মেয়েতে এই কৌলিন্যকে অত্যন্ত অমর্যাদাকর, অত্যন্ত হাস্যকর করে চিত্রিত করতেই নাপিতকে কুলীন জামাই-এর Proxy হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে—তবে এই ঘটনা ঠিক সম্ভব কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাই হোক অসহায় জ্ঞানদা, ভাগ্যবিড়ম্বিতা সন্ধ্যা আর প্রিয় এরা এই নিষ্ঠুর প্রথার বলি হিসাবেই দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রিয়র চরিত্রটি এবং সন্ধ্যা অরুণের প্রেম সম্ভাব্যতার গণ্ডী যেন অতিক্রম করে গেছে কিন্তু গোলক চাটুয্যে, রাসু বামনীর চরিত্র দুটি গ্রাম্য ক্লেদাক্ত জীবনের অতি সুন্দর ও সার্থক প্রতীক। বামুনের মেয়েতে একটা অসংলগ্নতা ও অসম্ভাব্যতা কাহিনীকে দুর্বল করে দিয়েছে, তাই জ্ঞানদা, সন্ধ্যা ও প্রিয়র বিদায় হৃদয়কে যথেষ্ট আলোড়িত করে না।

অরক্ষনীয়া এদিকে অত্যন্ত সম্ভব ও স্বাভাবিক কাহিনী। কুরূপা জ্ঞানদার জীবনের লাঞ্ছনা বাঙালীর ঘরের বহুদিনের বেদনা-কাহিনী। নারীজীবনের এই লাঞ্ছনা, তার দেহকে একেবারে পণ্য করে বিচার করা, হৃদয় বুদ্ধি সেবাধর্ম সততা সবার উর্ধ্বে এই দেহের পরখ ও রূপের বিচার নিতান্তই যেন অপমানকর; অথচ সমাজ-ব্যবস্থায় এর থেকে নিষ্কৃতিও নেই। জ্ঞানদার ম্যালেরিয়াদষ্ট কুরূপের বোঝা তার হৃদয়কে, তার নারীত্বকে দৈন্য ও হীনতায় একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। তার জীবনের ব্যর্থতা ও নিরাশার গুরুভার বোঝা. এমনকি চির-স্নেহময়ী মাতার অন্তরকেও বিষাক্ত করে দিয়েছে—এমনি নিষ্ঠুর এই সমাজ-জীবন। জ্ঞানদার সহস্ত রচিত প্রসাধন যে দিন সর্বসমক্ষে তাকে উপহাসের পাত্রী করে তুলল, শিশুও ব্যঙ্গ করে বললে, "পিত্তি সং সেজেছে" সেই মর্মন্তুদ বেদনা, সেই নিরাশা ও অবমাননা স্বর্ণমঞ্জরীর সহস্র কটূক্তি, মায়ের অন্তরের জ্বালাপ্রসূত পদাঘাত ও বক্রোক্তি, সমস্তকে ছাড়িয়ে নারীত্বের লাঞ্ছনাকে হীনতম ও অসহনীয় করে তুলেছে। এই লাঞ্ছনা সমস্ত সমাজকে মুহূর্তে অসার ও অসঙ্গত করে দিয়ে তার অভিচারকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এই বেদনাময় কাহিনীর মধ্যে একটি চরিত্র সহসা বিদ্যুৎচমকের মত বীভৎস সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছে—সেটি 'পোড়াকাঠ' ভামিনীর। কুরূপা অসুন্দর গ্রাম্য অসংযত এই বধূটির বুকের মাঝে সহসা যে স্বর্ণপদ্মের সন্ধান মিলে তা পাঠকচিত্তকে চমৎকৃত করে দেয়, অথচ তার মধ্যে অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র নেই। একটা সততা ও সত্যবিচার পোড়াকাঠকে অকস্মাৎ জ্বলন্ত অঙ্গারের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। অন্যদিকে অতুলের চরিত্রটির মধ্যে যেন অত্যন্ত অসঙ্গতি দেখা যায়,—তার চরিত্রটি বলিষ্ঠ নয়, হৃদয়ও তার সংকীর্ণ। তারুণ্যের উদারতায় সে জ্ঞানদার পিতাকে কথা দিয়ে ভুলই করেছিল, কিন্তু শেষদৃশ্যে জ্ঞানদার মাতার শ্মশানকৃত্যের পরে তার এই আকস্মিক উদারতা যেন জ্ঞানদার জীবনে নেহাত একটা সান্ত্বনার মতই এসেছে—অনুকম্পাবশে অতুল যেন তাকে উদ্ধার করতে চেয়েছে কিন্তু এই অনুকম্পা জ্ঞানদার নারীত্বের চরমতম লাঞ্ছনা। খরস্রোত নদীগর্ভে যদি তার এই জগতে অবিক্রীত কুরূপ দেহ ভেসে যেত, সেও যেন তার পক্ষে অধিকতর

সম্মানজনক হ'ত। শেষদৃশ্যে জ্ঞানদার প্রতি লেখক ও'অতুলের এই সান্ত্বনাবাক্য ও সহানুভূতি তার হৃদয়কে, দেহকে, নারীত্বকে যেন সমাজ ও স্বর্ণমঞ্জরীর থেকেও বেশী লাঞ্ছিত করেছে। জ্ঞানদার কুরূপের বোঝা ও দারিদ্র্য তার অন্তরকে যে দীনতা ও হীনতার বোঝায় ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ ও মুমূর্ষু করে তুলেছিল, সেই ধীর ও শান্ত নিশ্চিত নিমজ্জনের বিশ্লেষণ একমাত্র শরৎপ্রতিভারই উপযুক্ত।

'পণ্ডিত মশাই'-এর প্রকাশকাল ১৯১৪ সাল। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের প্রস্তুতির যুগ। স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার সৃষ্টি বলে গল্পটির মধ্যে গৃহদাহ চরিত্রহীনের মন-বিশ্লেষণ ও গভীর অনুভূতিরও একটা প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায় এবং অন্যদিকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেরও পরিচয় মেলে। শেষের দিকে বঙ্কিমসুলভ একটা আদর্শবাদ ও নীতির প্রচার সুস্পষ্ট। কুসুম ও বৃন্দাবনের দুইটি হৃদয়ের দ্বন্দ্বই কাহিনীর মূল উৎস কিন্তু শেষের দিকে ধীরে ধীরে কিছু নাটকীয় ঘটনা, এই হৃদয়-দ্বন্দ্বকে স্তিমিত করে তাকে উদ্দেশ্যমূলক করে দিয়েছে।

কুসুমের মনের মধ্যে যে সংস্কার বাধরূপে দেখা দিয়েছিল সেটা তার উচ্চবর্ণোচিত সংস্কার; ভদ্রবংশীয় মেয়েদের সঙ্গে মিশে তার এই সংস্কার দৃঢ়ীভূত হয়েছিল। তার ধারণা ছিল তার কণ্ঠীবদল হ'য়ে বিয়ে হয়েছিল এবং তারপর থেকে সে বিধবা। বৃন্দাবনের সে প্রথমা স্ত্রী, কিন্তু সে তাকে পরিত্যাগ করে। তার বাবা তার পুনরায় বিবাহ দেন। কিন্তু বৃন্দাবন বিপত্নীক হওয়ার পরে কুসুমের যৌবনশ্রী দেখে তাকে পুনরায় বধূরূপে নিতে চায়; কিন্তু কুসুমের সংস্কার সে বিধবা অতএব তার যাওয়া সম্ভব নয়। এই দুই হৃদয়-দ্বন্দ্বের মাঝে বৃন্দাবনের ছেলে চরণ এসে কুসুমের বুভুক্ষিত মাতৃত্বকে জাগরিত করে দেয়। তাদের পুনর্মিলনের পথে বাধার পর বাধা এসে দেখা দেয়, কুসুম উদ্ধত অহঙ্কারে বৃন্দাবনের মায়ের সোনার বালা ফিরিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনকে বিমুখ করে। দুই পক্ষের জেদ উগ্রতর হলেও চরণ তার মধ্যে এসে হৃদয়কে ঝঙ্কৃত করে তোলে এবং চরণকে ঘিরেই কুসুমের হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ লাভ করে। কুসুমের মনস্তত্ত্ব, তার চরিত্রের ক্রমপরিণতি ঠিক স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠেনি, এবং মাঝে মাঝে সামঞ্জস্যতাও রক্ষিত হয়নি। বৃন্দাবনের চরিত্র শেষের পর্যায়ে আদর্শবাদী হ'য়ে পড়ায় বাস্তবধর্মত্যাগী হ'য়ে উঠেছে। কুসুমের চরিত্রও শেষদিকে অনেকটা নাটকীয় হ'য়ে পড়েছে—কিন্তু প্রথম দিকে বৃন্দাবন-কুসুমের হৃদয়-দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ এবং কুঞ্জর চরিত্র শরৎপ্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুসুম চরিত্রের ভদ্রজনোচিত সংস্কার এবং নীতি অবচেতন মনে ঠিক বাধ (inhibition) পর্যায়ে পড়ার সঙ্গত কোন হেতু ছিল না। তথাপি তাকে প্রবল বাধরূপে চিত্রিত করায় লেখক কুসুমচরিত্রে স্বাভাবিকতার গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। বৃন্দাবনেরও আকাশছোঁয়া আদর্শবাদ ও সর্বস্বত্যাগ ঠিক স্বাভাবিকতা রক্ষা করেনি।

কিন্তু কুঞ্জর চরিত্রটি মধুর। তার প্রথম দিকের ফেরিওলার জীবন ও কুসুমের প্রতি স্নেহ, পরে জমিদারীর স্পর্ধা ও অহঙ্কার এবং শেষের দিকে লুপ্তপ্রায় ভগ্নীপ্রীতির পুনঃপ্রকাশ তার চরিত্রটিকে দোষেগুণে সুন্দর ও স্বাভাবিক করেছে। অরক্ষণীয়ায়

'পোড়াকাঠের' মত আর একটি চরিত্র আকস্মিকভাবে পাঠকচিত্তকে চমৎকৃত করে, সেটি কুঞ্জর স্ত্রী ব্রজেশ্বরী। গ্রামস্থ ডাক্তার, গোপাল, তারিণী মুখুজ্যে, ঘোষাল প্রভৃতির হৃদয়হীনতাকে ব্যক্ত করে লেখক গ্রামের সংস্কারজীর্ণ সমাজকে আঘাত করতে চেয়েছেন কিন্তু কাহিনীর পরিণতির সঙ্গে তা অসংলগ্ন। এই আঘাত করাটা শরৎচন্দ্রের চিত্তের একটা বিশেষ ধর্ম। প্রাথমিক সৃষ্টির যুগে এই ব্যক্তিগত ক্রোধকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারেননি।

দেনা পাওনা কাহিনীর পটভূমিকায় বৈচিত্র্য আছে, এবং গল্পের গতি-প্রকৃতির মধ্যেও নূতনত্ব আছে। ১৯২৩ সালে এই উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয় তখন শরৎপ্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি ম্লান হয়নি, তাঁর মানসিকতার কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। জীবানন্দ ও ষোড়শীর হৃদয়দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্ব সংগ্রামই এই কাহিনীর উপজীব্য কিন্তু লেখকের দৃষ্টিকোণ ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের মধ্যে একটা অভিনবত্ব দেখা যায়। জমিদার জীবানন্দ অত্যাচারী, লম্পট, নির্লজ্জ, পাপিষ্ঠ, এবং একেবারেই বেপরোয়া। তার পাপানুরক্তির অকপটতা, তার নির্লজ্জ পাপের স্বীকৃতি, কুকার্যে উল্লাস ও তার নিষ্ঠুর অত্যাচারের অন্তরালেও একটা প্রসন্ন ও মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তার বেপরোয়া জীবনের অতীত ইতিহাসও কলঙ্কহীন নয়। সে মুক্তকণ্ঠেই ষোড়শীকে বলেছিল,—"এরকম কান্নাও নতুন নয়, এরকম ভিক্ষেও এই নতুন শুনচিনে। কিন্তু তাদের সব স্বামী-পুত্র ছিল—কতকটা না হয় বুঝতে পারি।" (৫।১৬) এই পাপের কথা সে অকপটেই বলেছে, তার জন্যে তার মনেও অনুশোচনা নেই। এই জীবানন্দ তার বিবাহিতা স্ত্রী অলকা তথা ষোড়শীর সংস্পর্শে এসে ভোগের অতীত একটা প্রণয়জীবনকে অকস্মাৎ যেন চিনতে পারলো এবং সেই প্রেমময় জীবন, একান্ত নির্ভরতা পাওয়ার ব্যাকুলতাই তার চরিত্রকে ধীরে ধীরে নতুন করে গড়ে তুলল। অতীত জীবনে কেবলমাত্র দেহকেই সে চিনেছিল কিন্তু ষোড়শীর হৃদয়ের নীরব ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও অব্যক্ত ভালবাসা তাকে নতুন জীবনের সন্ধান দিল। সে চিনল, দেহের ভোগগত জীবনের ঊর্ধ্বেও আর একটা জীবন আছে, যার স্বাদ সুন্দরতর। "নারীর যে দেহটা সে চোখে দেখিতে পায়, তাহারই প্রতি তার আসক্তি কিন্তু চোখ মেলিয়া যাহাকে দেখা যায় না, সেই তাহার দেহের অতিরিক্ত যে নারীত্ব তাহার প্রতি তাহার কোন লোভই ছিল না। কিন্তু গ্রহবশে যৌবনের একান্তে আসিয়া আজ যে গহনে সে পথ ভুলিয়াছে ইহার কোন সন্ধানই সে জানিত না।···কোন অবিদ্যমানে এই রমণী যে তাহার কোন অপূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবে, কি তাহার প্রয়োজন, এই অপরিচিত চিন্তার সে কূল পাইত না।" (৫।১৭৩) জীবানন্দ জীবনের এই সন্ধান লাভ করেছিল ষোড়শীর কাছে কিন্তু এই পাওয়াটা এসেছিল প্রেম-প্রীতির মধ্য দিয়ে নয়, বরং ঘোর শত্রুতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই শত্রুতায় জীবানন্দের জয়ের মধ্যেই তার হৃদয়ের পরাজয় রয়ে গেছে। তাই বিদায়ের রাত্রে সে মুক্ত কণ্ঠে ব্যাকুলভাবে বলেছিল,···"পাইক পেয়াদা সবই আছে অলকা কিন্তু যে নিজে ধরা

দেবে না, জোর করে ধরে রেখে তাঁর বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর আমার গায়ে নেই।" (৫।১৬৯)

ষোড়শীর যাওয়ার কথা শুনে সে বলেছিল,—"যাতে তুমি যাও সেই চেষ্টাই প্রাণপণ করেছি অথচ তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুকনো হয়ে গেল।" (৫।১৫১) পাপিষ্ঠ অত্যাচারী জীবানন্দের এই স্বীকৃতির মধ্যেই তাঁর নূতন জীবন লাভ হয়েছে।

মন্দিরের চাবি আর অনাথ দুঃখী প্রজাদের ভার জীবানন্দের হাতে প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে তুলে দিয়ে ষোড়শীর বিদায়ের পরে জীবানন্দ যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ সেই সময়ে প্রফুল্ল বলেছিল, "সর্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনিই মারাত্মক ভুল করলেন, কি হাত পেতে নিয়ে আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাংসা আজ বাকী রয়ে গেল…।" (৫।১৫৯) অলকার ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস এর সঙ্গে নারীজীবন মন্দিরের এই চাবি হাত পেতে নিয়ে জীবানন্দ নতুন জীবন লাভ করলো। অত্যাচারী জমিদার সর্বস্ব ঢেলে দিল দরিদ্র প্রজাদের সেবায়, অথচ এই জীবানন্দই দরিদ্রকে পীড়ন করার পৈশাচিক আনন্দে একদিন আত্মপ্রসাদ লাভ করতো।

যে নারীর চিত্তলোকের ছায়ায় এবং হৃদয়স্পর্শে জীবানন্দের এই মৃতকল্প নষ্ট আত্মা জাগরিত হল সেই নারীর হৃদয় এক অভিনব গুণের আশ্রয়। ষোড়শী জ্ঞান হওয়ার পরেই জানতো সে ভৈরবী এবং দেবীপূজাই তার জীবন, এই ধর্ম-কৃত্যের মধ্যেই তার নারীজীবনের সমাপ্তি। তার স্বভাব-প্রকৃতিজ নারীত্ব এই ধর্মানুশাসন ও অনুশীলনের মধ্যে মৃতকল্প হয়েই ছিল। জীবানন্দের কাছারী বাড়ীতে নিয়ে যখন তাকে চরম লাঞ্ছনার সামনে উপস্থিত করা হল তখন সে চিনেছিল, জীবানন্দই তার দেশান্তরী স্বামী। তার নারীজীবনকে অসম্মান করে যে চলে গেছে তার প্রতি স্ফুরিত অভিমানে সে কঠোর হয়ে উঠলেও স্বামীর জীবন রক্ষা ও গ্রেপ্তার থেকে রক্ষা করাকে সে স্বীয় কর্তব্য হিসাবেই করেছে। পরিচয়ের পরে জীবানন্দেরও হঠাৎ তার বিবাহিতা পত্নীর প্রতি একটা দুর্বলতা দেখা দিল কিন্তু অত্যাচারী অর্থলোভী লম্পটের মধ্যে দ্রব্যগুণে সে দুর্বলতা ক্ষণিকমাত্র। জমিদারের কাছারী-বাড়ীতে এই রাত্রিবাস এবং তাকেই গ্রেপ্তার থেকে রক্ষা করার কলঙ্ক তার পবিত্র ভৈরবী জীবনকে লোকচক্ষে হেয় করে দিল। বিশেষতঃ স্বামীস্পর্শ করেছে বলে সে যখন হৈমর মানসিক পূজা করতে অস্বীকার করলো তখন সেই অস্বীকৃতিই লোকচক্ষে কলঙ্কের নিঃসন্দেহ প্রমাণ রূপে পরিগণিত হল! স্বামীর স্পর্শ, তার উপস্থিতি এবং ঠিক সেই সময়ে হৈম-নির্মলের সুখী সম্পন্ন গৃহস্থ জীবনের ছবি তার নারীত্বকে জাগরিত করে দিল। তার রিক্ত হৃদয় এমনি একটা গৃহ, স্বামী-পুত্রের স্বপ্নে হেন বিভোর হয়ে উঠল। জাগরিত এই নারীত্ব, রিক্ত হৃদয়ের এই জাগ্রত ক্ষুধা একদিকে, অন্যদিকে ভৈরবী জীবনের সংস্কার ও শিক্ষার মধ্যে দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত হল। একদিকে হৃদয়ের ক্ষুধা, অন্যদিকে ভৈরবীর দায়িত্ব ও ধর্মজীবনের মাঝে তার কাজ, কথা ও নীরবতা লোকচক্ষে রহস্যের সৃষ্টি করল কিন্তু এই রহস্যের জালে

সর্বাপেক্ষা বেশী জড়িয়ে পড়ল জীবানন্দ। একদিকে মন্দিরের দেবোত্র সম্পত্তি নিয়ে শত্রুতা চরমে উঠল অন্য দিকে ষোড়শীর ও জীবানন্দের হৃদয় ধীরে ধীরে, পরস্পরকে আকর্ষণ করলো। ষোড়শী নিশীথের অন্ধকারে আপনার প্রসাদ নিঃশঙ্ক চিত্তে স্বামীকে খাইয়ে, সেবার মধ্যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। তখন জীবানন্দের হৃদয় জাগ্রত হয়েছে, ষোড়শীর নীরব সেবা ও নীরব প্রেমের স্পর্শে সে হৃদয় সর্বস্বত্যাগে উন্মুখ হয়ে উঠল।

ষোড়শীর নারী জীবনের এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে জীবানন্দের জীবনের ক্রমপরিবর্তন ও দ্বন্দ্ব, তার আত্মসমর্পণ ও সুস্থ শান্ত পরিবার জীবনের আগ্রহ কাহিনীকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে এবং এই জটিলতা সৃষ্টি ও দুইটি হৃদয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মাঝে শরৎপ্রতিভা ব্যক্তি জীবন-সংগ্রামের অত্যুজ্জ্বল চিত্র রেখে গেছে। জীবানন্দ বলেছিল,—"মরতে বসেছি সে ত নিজের চোখেই দেখে এসেছ···হয়ত আজও সময় আছে, হয়ত এখনও বাঁচতে পারি—নেবে আমার ভার অলকা?" (৫।১১৮)

"ষোড়শী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ বুজিল। সেখানে হৈম, তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার দাসদাসী, তাহার সংসার যাত্রার অসংখ্য বিচিত্র ছবি ছায়া-বাজীর মত খেলিয়া গেল।" (৫।১১৮)

তথাপি ষোড়শী বলেছিল,—"আমার মাকে ঠকাতে পেরেছিলেন কিন্তু আমাকে পারবেন না।" (ঐ) বঞ্চিত নারী জীবনের অভিমান জীবানন্দকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিল। জীবানন্দ তাই বলেছিল—"তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ।"

বঞ্চিত নারী জীবনের সহস্র বেদনা ও অভিমান, তার সঙ্গে ভৈরবী জীবনের কলঙ্কের অপরিসীম অসম্মান ও দুঃখ নিয়ে ষোড়শী যখন বিদায় নিল, সেই বিদায়-মুহূর্তে জীবানন্দ প্রথম বুঝলো, "আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখ তুমি নিজে নিয়েছ। নইলে এমন করে হয়ত তোমাকে যেতে হত না।" (৫।১৭৫) জীবানন্দ যখন ষোড়শীর অন্তরকে সত্যিই চিনল তখন আর ষোড়শীর ফেরা চলে না।

ষোড়শীর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ হল যখন সে সমস্ত কলঙ্ক, ধর্মানুশাসন ও অভিমানের বাধকে জয় করে হৃদয়ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করল তার স্বামীকে গ্রহণ করে। এই বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকে তাকে উদ্ধার করে নৌকাযোগে প্রস্থানকালে উভয়েই পুরুষানুক্রমে প্রজাদের জমা করা ঋণশোধের সঙ্কল্প নিয়ে, অত্যাচারী জমিদার ও দরিদ্রের রক্ষিকার হৃদয় একসূত্রে এসে মিলল। সংঘাতময় বিরুদ্ধ জীবনের গতি ও বিরুদ্ধ হৃদয়ের ভাবনা একই সঙ্গমে এসে স্থির হল প্রেম ও পরিচয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়ে।

যদিও গভীরতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিক থেকে সাবিত্রী বা অচলার মত ষোড়শী চরিত্র পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে ফুটে ওঠেনি তথাপি এই জীবানন্দ-ষোড়শীর হৃদয়দ্বন্দ্ব ও ষোড়শীর চিত্তলোকের অভিনবত্ব বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে চমৎকার। বিশেষতঃ

ঘটনা ও মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মধ্যে যে জটিলতা কাহিনীকে গতি ও শক্তি দিয়েছে তাও নূতনত্বের রঙে রঙীন, কিন্তু হৈম ও নির্মল এই দুইটি চরিত্র ঘিরে যে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা মূল কাহিনীর প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। নির্মলের ষোড়শীপ্রীতি, হৈমর সন্দেহ, জীবানন্দের সন্দেহ, নিরর্থক জটিলতায় ষোড়শী চরিত্রকে ম্লান করে দিয়েছে, এই জটিলতার আবর্তে ষোড়শী চরিত্র স্বচ্ছতা সরলতা ও গভীরতা নিয়ে পরিপূর্ণ হতে সুযোগ পায়নি। তথাপি ভৈরবীর নির্ভীকতা, তেজ, শক্তি, আত্মনির্ভরতা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধতা প্রভৃতি পুরুষোচিত কঠোরতার সঙ্গে নারী-ধর্মের কোমলতা সলজ্জ অব্যক্ত প্রেমের অস্বচ্ছ প্রকাশ, সেবাবৃত্তি এক সম্বন্ধে মিশে ষোড়শীকে অপূর্ব ও অনন্য চরিত্রে পরিণত করেছে—ব্রত উপবাসের কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রসাধনে স্তব্ধ যৌবনশ্রীমণ্ডিত ষোড়শীর দেহের মতই তাঁর হৃদয় অপরূপ কঠিন-কোমলের মিলনতীর্থ। অন্যদিকে জীবানন্দের কাপুরুষতা, সঙ্কোচ ও ক্ষুদ্রতাহীন অকপট চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী। সমস্ত পাপাচারের মধ্যেও মহৎসুন্দর একটি ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে।

হীন গ্রাম্য পরিবেশ ও ৺চণ্ডীমাতার সম্পত্তি লুব্ধতাকে চিত্রিত করতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিকে লেখক দৃশ্যপটে উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে এককড়ি, জনার্দন, শিরোমণি, সাগর প্রভৃতি চরিত্রগুলি স্বল্প রেখায়ই সজীব মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে এবং গ্রাম ও গ্রাম্য জীবনের ক্লেদগন্ধ ও হীনতাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে। তারা পরিবেশের একটা সামগ্রিকরূপ বিধৃত করে আছে। অন্যদিকে হৈম ও ফকির সাহেব হেন ষোড়শীর নারীত্ব ও বৈরাগ্যের প্রতীক, উভয়েই যেন দ্বিখণ্ডিত ষোড়শী-হৃদয়ের বাহ্যিক প্রকাশ—অরূপ খণ্ডিত হৃদয়ের সাকার রূপকার—ত্যাগ আর ভোগ, প্রকৃতিগত নারীত্ব ও ধর্মজীবনের সংস্কারকে এরা দুইজন দুই দিক থেকে টেনে টেনে যেন ষোড়শীর হৃদয়কে দ্বিধাবিদীর্ণ করে তাকে ব্যক্ত করেছে। জীবানন্দের নষ্টাত্মা মুক্তিলাভ করেছে ষোড়শীর চিত্তলোকের আলোয়, ষোড়শীর অন্তর্দ্বন্দ্ব-পীড়িত আত্মা মুক্তিলাভ করেছে হৃদয়ধর্মের আশ্রয়ে।

বিপ্রদাস—১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসখানি তাঁর শেষ জীবনের সার্থক সৃষ্টি। আজ বিংশ শতকের ৭ম দশকে এসে এই উপন্যাসখানির যথার্থ সমালোচনা করা খুবই কঠিন। শরৎচন্দ্রের পরে জগতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে,—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমাগম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং নূতন নূতন সমাজ-সংস্কারের প্রভাবে আমাদের নৈতিকজীবন সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত রুচি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই বিপ্রদাস দয়াময়ীর খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপার, পূজাপার্বন প্রসঙ্গের আজ বিচার করা দুরূহ। এখনকার মন নিয়ে তখনকার মনের বিচার করা হয়ত অসমীচিন। এ যে সময়ের কাহিনী সে সময়ে ভারতচিত্ত পাশ্চাত্যচিত্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পর চেনাজানার চেষ্টায় ব্যাপৃত। আজ আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নূতন অর্থনৈতিক কাটামোয় ও ত্বরিত শিল্পায়নের যুগে অতি দ্রুত পাশ্চাত্য সভ্যতা-

সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে চলেছি এবং সমাজ পরিবার ভেঙে ব্যক্তিভিত্তিক সমাজ গড়তে চলেছি—ঠিক সেই মুহূর্তে এই দুই চিত্তের তুলনা করা অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক জীবন-আলোচনার মতই মনে হয়। বন্দনাই কেন্দ্রীয় চরিত্র,—তার চিত্তের সংগ্রামের মধ্যেই শিল্পী এই চেনা-জানার সমস্যাটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। মানবচিত্তের ইতিহাসে দেখা যায় মানবমন যখন ভগবৎবিশ্বাস নিয়ে প্রচলিত ধর্মসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর ছকবাঁধা পথে এগিয়ে চলে, তখন তার জীবন-সংগ্রাম প্রবল ও প্রখর হয় না কিন্তু যখন সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, স্বাধীন চিত্ত নিয়ে গড়ে ওঠে তখন তার জীবনসংগ্রাম প্রবলতর হয়ে ওঠে এবং সংগ্রামের দুঃখ ও আনন্দকে বহন করতে হয় একক ভাবে তাকেই। এই ব্যক্তিত্ব সমর্পণের মধ্যে স্বাধীনতার সুখ না থাকলেও স্বস্তি আছে কিন্তু মানুষ যখন স্বাধীনতার সুখ ভোগ করতে চায় তখন জীবনে আর স্বস্তি মেলে না—যেহেতু বিকারগ্রস্ত মানবচিত্তের যুক্তি-বুদ্ধিভিত্তিক যে পছন্দ-অপছন্দ চাওয়া-পাওয়া তা নির্ভরযোগ্য নয়। কঠোর আচারনিষ্ঠ মুখুজ্যে পরিবার এই ভারতচিত্তের প্রতীক এবং স্বাধীনচিত্ত বন্দনা পাশ্চাত্য চিত্তের প্রতীক। বন্দনা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে সে জীবনকে বুঝতে চায়, বুদ্ধি দিয়ে সে নিজের পাওনাকে পেতে চায় কিন্তু সতী-বিপ্রদাসের কঠোর ধর্মজীবন ও ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যে যে চারিত্রিক শক্তি ও স্বস্তিকে সে দেখতে পায় তাই তার শিক্ষা ও সংস্কারের মূলে আঘাত করে। বিশেষতঃ বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট এই ভারতীয় সমাজ ও পরিবারের সামগ্রিক রূপের যে বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব, তাকে সে অকপট ও উদার হৃদয় নিয়েই দেখেছিল। ব্যক্তিগত চাওয়া ও বুদ্ধিবৃত্তির মূল্য যে জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয় বন্দনা সেকথা বুঝেছিল মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের পরে। তাই সে দ্বিজুকে বলেছিল,—"কিন্তু বিয়ের আগে নয়ন-মন-রঞ্জন পূর্বরাগের খেলা দেখলুম অনেক। আবার একদিন সে অনুরাগ দৌড় দিলে যে কোন গহনে সে প্রহসনও দেখতে পেলুম অনেক। আমি বলি ও ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজুবাবু। সোনার মায়ামৃগ যে বনে চরে বেড়াচ্ছে বেড়াক, এ বাড়ীতে সমাদরে আহ্বান করে এনে কাজ নেই।" (৬।১৭৫) তার প্রেমজীবনে এসেছিল সুধীর, অশোক, বিপ্রদাস, দ্বিজু,—কিন্তু বিপ্রদাসের সংস্পর্শে এসেই এই পূর্বরাগের পালাকে তার প্রহসন মনে হল। কারণ ব্যক্তিমনের এই পূর্বরাগ নির্ভরযোগ্য নয়। ডাঃ ব্রিল তাঁর Fundamentals of Psycho-analysis গ্রন্থে একজায়গায় বলেছেন যে এই সব পূর্বরাগঘটিত বিবাহ বেশীর ভাগই ভেঙে যায়, কারণ এই পছন্দটা সাময়িক চিত্তবিকারপ্রসূত। পুনরায় অশোকের সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গে সে বলেছিল, "বিপ্রদাসবাবু সাধু পুরুষ, আসবার আগে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, যেখানে আমার কল্যাণ ভগবান সেখানেই আমাকে দেবেন। তাঁর সেই কথা কখনও মিথ্যা হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন ভয় কোন সংশয় রাখবো না।" (৮।১৮২)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই আত্মসমর্পণই আচারনিষ্ঠ মুখুজ্যে পরিবারের ভারতীয় চিত্তের দান। এই বিপ্রদাসকে সে যেদিন অকুণ্ঠচিত্তে প্রেম নিবেদন করেছিল সেই দিন বিপ্রদাস বলেছিল,—"ভালবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে, আর সব থাকে বন্ধ……দৃষ্টি অন্ধ না হলে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেছে ভালবাসার সঙ্গে।……সেই সম্বন্ধ ত তোমার আমারও—ঠিক তেমনি করেই কেন আমাকে তুমি নিতে পারলে না বন্দনা।" (৬।১৩০) দ্বিজুর দেওয়া চাবির গোছা হাতে করে বন্দনা বাড়ীর ছোট-বৌ এর স্থান গ্রহণ করে বিপ্রদাসকে বলেছিল, "নিজেকে চিনতে না পেরে একদিন আপনার কাছে অপরাধ করেছিলুম। ভুল ভেঙেছে, আজ তার মার্জনা চাই।" (৬।১৯৮) এই স্বীকৃতির মাঝেই সে প্রকৃত প্রেমকে চিনেছে। বন্দনা তার নারীজীবনে এই প্রেমকে চিনেছিল বলেই সে দ্বিজুদাসকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিল এবং সুধীর, অশোকের প্রেম তুচ্ছ প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। ব্যক্তিকে সমর্পণ করে সে বলেছিল,—'বিয়ে যদি কখনো করি, মস্ত সুখের আশায় যেন মস্ত বিড়ম্বনায় পা না দিই।" (৬।১৭৬) স্বাধীনচিত্ততার মোহে বন্দনা এই বিড়ম্বনাকে জীবনে গ্রহণ করেনি, বরং স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে, বৃহত্তর আদর্শের জন্যেই, বৃহত্তর কর্তব্যের জন্যেই সে দ্বিজদাসের চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে ছোট-বৌএর স্থান অধিকার করেছে—সেখানে জৈবাবেগজনিত প্রেম অবান্তর হয়ে গেছে। সতীর মত সেও আত্মসমর্পণ করেছে বৃহত্তর কল্যাণের কাছে এবং সেইখানেই শেষ হয়েছে তার জীবন-সংগ্রাম। মাসীবাড়ীর আলোকপ্রাপ্ত সমাজের স্বার্থপরতা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও ক্ষুদ্রতা তার চোখে এত বড় ও অসহ্য হয়ে দেখা দিত না যদি না সে তারই পূর্বে মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই ভারতচিত্তকে দেখতে পেত। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে বন্দনার এই স্বাধীনচিত্ত ধীরে ধীরে সংগ্রামক্লান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে বৃহত্তর আদর্শের কাছে, হৃদয়ধর্মের কাছে—যে হৃদয় ধর্ম মুখুজ্যে বাড়ীর ক্রিয়া-কলাপ, অতিথিশালা, পাঠশালা ও ঠাকুরসেবার মধ্যে সামগ্রিক রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

সুরবালার চরিত্র যেমন অচলার পরিপূরক, সতীর চরিত্রও তেমনি বন্দনার পরিপূরক। সতীর পাতিব্রত্য, একান্ত আত্মসমর্পণ ও কল্যাণবোধ, বন্দনার ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুক্তিবাদকে আঘাত করে করে হীনবীর্য করে দিয়েছে। সংগ্রামহীন সতীর জীবন, ধীরে ধীরে প্রবল সংগ্রামশ্রান্ত বন্দনার চিত্তকে প্রলুব্ধ করেছে—অধিকার করেছে। বিপ্রদাসের কাহিনী এই দুই চিত্তলোকের প্রতিচ্ছবি।

বিপ্রদাসের চরিত্র রহস্যময়, ঠিক বাস্তব নয়, বরং সে যেন অপ্রকাণ্ড একটা আদর্শের প্রতীক। তার চরিত্রে তার অভিমানবসুলভ বেদনাময় একাকীত্ব, কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অপূর্ব সংযম ব্যতীত অন্য কোনও স্বাভাবিক গুণের পরিচয় নেই। দ্বিজদাস, বন্দনা প্রভৃতির স্তুতিবাক্যের মধ্যেই তার চরিত্র বড় হয়ে

উঠেছে, আপন গৌরবে ও কর্মে বড় হয়ে ওঠেনি। দয়াময়ীর চরিত্রও অনুরূপ, একমাত্র বিপ্রদাসের অপরিমেয় ভক্তিই তাকে ভক্তির আসনে বসিয়েছে, অন্যথায় তার কর্মে ও আচারঅনুষ্ঠানের মধ্যে কোথায়ও তার বিরাটত্বের কোন পরিচয় নেই। বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক ব্যাপারে, বিশেষতঃ শশধরঘটিত অনর্থে এবং মৈত্রেয়ীর চাটুকারিতার কাছে আত্মসমর্পণে তার সাধারণত্বই বেশী প্রকট হয়েছে।

অকপট, প্রগল্‌ভ দ্বিজদাসের চরিত্রটি সরল সজীব ও সুন্দর। পৃথিবীর একটি মানুষ, পৃথিবীর মানুষের মতই সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা প্রেম-বিরহে তার অন্তর দোলায়িত হয়েছে। মুখুজ্যে পরিবারের ছকবাঁধা জীবনের প্রতি তার স্বাধীন-চিত্ত বিরূপ হয়েছে কিন্তু বিদ্রোহ করেনি। বিপ্রদাসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা তার স্বাধীন চিত্ততাকে খর্ব করে শান্ত করেছে। বিপ্রদাস গ্রহণ করেছিল ধর্মজীবন ও ধর্মীয় নীতিবাদকে জীবনের আদর্শরূপে আর দ্বিজদাস গ্রহণ করেছিল বিপ্রদাসকে তার জীবনের আদর্শরূপে, তাই তার বিরূপতা কখনও বিদ্রোহরূপে দেখা দেয়নি, সে কেবলমাত্র বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার উদারতা ও মহত্ত্বের মধ্যে একটা অকপট বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সে জীবনে কিছু চায়নি, —সে যা চেয়েছে তা অন্যের জন্যে। বন্দনার প্রতি তার অনুরাগ শুদ্ধ হয়ে রয়েছে এই বৈরাগ্যের প্রভাবে। এই বৈরাগ্য ও স্বার্থচিন্তাহীন মনোবৃত্তি তার পারিপাশ্বিক জগত থেকে শেখা। বিপ্রদাসের শেষ বিদায়ের পূর্বে সে বন্দনাকে বলেছিল, "দাদাই শুধু পারে তাই নয়, দ্বিজুও পারে। সন্ন্যাস নিতে পারবো না বটে, ও আমি বুঝিনে কিন্তু টাকাকড়ির বোঝা অনায়াসে ফেলে দিয়ে যাবো।" (৬।১৯৫) দ্বিজুর চরিত্রে সব ব্যাপারে এই অনাসক্তি ও বৈরাগ্য তার চরিত্রকে অত্যন্ত মধুর-সুন্দর করে তুলেছে। বিশেষতঃ তার অকপট উক্তি ও সারল্য তাঁকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের 'ধারা'য় বলেছেন.—"বন্দনার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ইহার ভিতরকার জুয়াচুরিটুকু ধরিতে না পারিয়া এই আদর্শ অনুসরণের মোহগ্রস্ত হইয়াছে ইহা বিস্ময়ের বিষয়।" আবার শশধর বিপ্রদাসের বিরোধ প্রসঙ্গে বলেছেন, "যেখানে প্রকৃত সংযম ও সহানুভূতির এত শোচনীয় অভাব, সে পরিবারের আদর্শের খোলস লইয়া বড়াই চলিতে পারে কিন্তু শাঁস যে নাই তাহা নিশ্চিত।" কিন্তু মনে হয় সনাতন আদর্শে পরিচালিত মুখুজ্যে পরিবারের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের ফাঁকে এই যে অসহিষ্ণুতা ও আচার-নিষ্ঠার আতিশয্যে নীতিধর্মের উপেক্ষা কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে, তা স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে এবং লেখকও এই প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাননি। সনাতন-পন্থী পরিবারের মধ্যেও যে ফাটল আছে, সংগ্রাম আছে, একথা সত্য। সেখানেও ব্যক্তিসংগ্রাম আছে কিন্তু আদর্শের প্রেরণায় সেটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-পরিচালিত জীবনের সংগ্রাম থেকে বেশী নয় এবং সেটা এই আদর্শবাদের বেদীমূলেই এসে আত্মসমর্পণ করে। বন্দনা এই ফাঁকি ও এই ত্রুটিকে দেখেছিল, তার রাগ

অভিমানের মধ্যে সেটা পরিস্ফুট কিন্তু এই ভারতচিত্ততার অন্তরীক্ষে যে একটা বৃহৎ কল্যাণ ও সামগ্রিক একত্ববোধের ইঙ্গিত আছে তাই তাকে অভিভূত করেছিল এবং সে বুদ্ধিমতী বলেই এই আদর্শকে চিনেছিল এবং অভিভূত হয়েছিল। সাধারণ মেয়ে হলে সে চাবির গোছার সঙ্গে এত বড় বৃহৎ পরিবারের সর্বদায়কে মাথা পেতে নিতে স্বীকার করতো না।

শ্রীহুমায়ুন কবির শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে সংরক্ষণ-শীলতার কথা উল্লেখ করেছেন সেটাকে ঠিক সংরক্ষণ-শীলতা আখ্যা দেওয়া সঙ্গত কিনা জানিনা, তবে শরৎচন্দ্রের মধ্যে সামাজিক কতকগুলি অযৌক্তিক প্রথা ও অনুশাসনের প্রতি একটা বিদ্রোহ ভাব সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ত্যাগভিত্তিক হৃদয়ধর্মী আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল বলেই মনে হয়। অন্ততঃ বিপ্রদাস পড়তে পড়তে মনে হয়, এই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে বৃহত্তর কল্যাণ ও সামগ্রিক ঐক্য রয়েছে একথা তিনি ভুলতে পারেননি, যদিও তিনি ব্যক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতেও কার্পণ্য করেননি। এমনকি খাওয়া-ছোঁওয়ায় যে সংস্কার তাও যে আত্মিক সাধনার পথে অত্যাবশ্যক একটা ক্রিয়া, একথাও যেন বিপ্রদাস-দয়াময়ীর চরিত্রের মধ্যে প্রস্ফুট হয়েছে। যে সংস্কার ও সমাজ-নীতি বামুনের মেয়ে ও পল্লীসমাজে উৎকট অন্যায়ের প্রশ্রয় হ'য়ে পড়েছে, সেই রীতি-নীতিই বিপ্রদাসে এসে কল্যাণকামী হয়েছে। বার্ধক্যের দুর্বলতাবশতঃই এই ধর্মানুষ্ঠানপ্রীতি এসেছে মনে হয় না বরং ভারতীয় সভ্যতার আদর্শের প্রতি এবং ভারত চিত্ততার প্রতি অনুরাগই তার বিদ্রোহী অন্তরকে প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সংযত করে রেখেছে।

বন্দনার প্রেমজীবনে ঘনঘন পট-পরিবর্তনের মধ্যে হয়ত কিছুটা অসংগতি লক্ষণীয়। বিশেষতঃ বিপ্রদাসের প্রতি প্রেম নিবেদনটা তার পক্ষে যেন একান্তই অশোভন ও আত্মমর্যাদাহীন বলে মনে হয়। কিন্তু নারীজীবনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাদের প্রেম সর্বদাই শ্রদ্ধাসাপেক্ষ। বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব ছাড়া তারা ভালবাসে না, যেহেতু সেখানে শ্রদ্ধার অভাব হয় না, পক্ষান্তরে পুরুষ ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিত্বকে 'ভালবাসে যেহেতু তার প্রেমের মাঝে একটা স্নেহের স্বাদ থাকে। বন্দনার স্বাধীনচিত্ত তাদের সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করে সুধীরের সঙ্গে, কিন্তু মুখুজ্যে বাড়ীর বৃহত্তর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিপ্রদাস ও দ্বিজদাসের সংস্পর্শে এসে সে পূর্বরাগ ইন্দ্রধনুর মত মিলিয়ে যায়।—অশোকের প্রতি তার ভালবাসা ছিল না, সে বাবার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল—মুখুজ্যে পরিবার থেকে প্রাপ্ত ত্যাগধর্মের প্রভাবে। বিপ্রদাসের বৃহত্তর ব্যক্তিত্বের পায়ে সে তার নারীজীবনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল অকুতোভয়ে, সে জানতো না এই শ্রদ্ধাই ভালবাসা নয়। শ্রদ্ধা ও ভালবাসা একত্রে সে সমর্পণ করেছিল দ্বিজদাসকে। তাই বিপ্রদাস, দ্বিজদাস-বন্দনার মিলন-দৃশ্যের পরে বলেছিল, "আমি জানতাম তোমার অন্তর যাকে একান্ত মনে চেয়েছে একদিন তাকে তুমি চিনবেই।" বন্দনা একান্তমনে দ্বিজদাসকেই চেয়েছিল কিন্তু তার স্বাধীন-চিত্তের বুদ্ধি জীবনের ঘূর্ণিপাকে তাকে তা বুঝতে দেয়নি।

যদি কোন তরুণী রাণীমহারাণী বা হলিউড স্টার এবং একজন কুৎসিত অশিক্ষিত বৃদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরের বিজন দ্বীপে সারাজীবনের মত বন্দী হয় এবং উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই না থাকে তবে একদিন না একদিন জৈবজীবনের তাগিদে তাদের প্রণয় ও মিলন হবে, একথা ধরে নেওয়া যায় কিন্তু সভ্যজগতের জনারণ্যে এটা সম্ভব নয়, যেহেতু সেখানে পরখ করবার সুযোগ থাকে। বন্দনার স্বাধীন-চিত্ত তাই পরখের ছলে হাতফিরি করেছে। কিন্তু সতীর জীবন হিন্দুত্বের সীমারেখার মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ, তাই সতীর মত নারীর পক্ষে এই পরখের সুযোগ নেই। দ্বন্দ্ব নেই বলেই তার মধ্যে পরম নিশ্চিন্ততা ও শান্তি আশ্রয় করেছে—বন্দনার জীবন-সংগ্রাম এই নিশ্চিন্ততা ও শান্তিকে চেয়েছে বলেই মুখুজ্যে পরিবারের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাকে সংকল্প-চ্যুত করতে পারেনি। বিপ্রদাসের মধ্যে লোকশ্রেয়ের জন্যে সামগ্রিক কল্যাণের একটা ত্যাগধর্মী আদর্শবাদই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

শেষপ্রশ্ন ১৯৩১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ইউরোপের মাস্তিষ্কধর্মী সাহিত্যের ঢেউ এদেশে এসে পৌঁছেছে, তা ছাড়াও কার্ল মার্কসের জড়বাদের প্রভাবও ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করছে। শরৎচন্দ্র পূর্বেই স্পেন্সারের সার্বিক বিবর্তনবাদের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই সময়ে হয়ত নূতন মার্কসীয় জড়বাদের সঙ্গেও কিছুটা পরিচয় লাভ করেন। এদের কেউই ভারতের মত স্থির সত্যে বিশ্বাসী নয়, তারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী—অর্থাৎ সত্য যুগে যুগে অবস্থাভেদে পরিবর্তনশীল। আজ যা সত্য বলে জানি, কাল তা হয়ত সত্য থাকবে না, অতীতে যা সত্য বলে লোকে জানত আজ তা হয়ত সত্য নেই। শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্নে' এসে হৃদয়ের স্বধর্ম ত্যাগ করে মস্তিষ্কধর্মী হ'য়ে উঠেছেন। এই মস্তিষ্কধর্মী সৃষ্টির মাঝে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয়নি, সেটা একটা কৃত্রিম পথ অবলম্বন করে পাঠককে চকিত চমকিত করতে চেষ্টা করেছে,—এই চমকিত করার শক্তিকে সাহিত্য মূল্য হিসাবে চিহ্নিত করা কঠিন। শরৎচন্দ্র নিজেই শেষপ্রশ্ন প্রসঙ্গে বলেছেন,—"আরও একটা কথা মনে ছিলো। সে অতি আধুনিক সাহিত্য। ভেবেছিলাম এই দিকটার একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগত প্রায়, তবুও ভাবীকালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোঙরা না করেও অতি আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল পেলব সহানুভূতিই নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য পরিবেশন করাও আধুনিককালের রস-সাহিত্যের একটা বড় কাজ।" ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে লিখিত পত্র—পানিত্রাস, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮।—ঘোষাল পৃ ১১০।

দ্বিতীয়তঃ শেষপ্রশ্ন উদ্দেশ্যমূলক। কোনও মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে একটা প্রবল প্রচেষ্টা যেন এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধে বসেছে এবং সেটা বাতবেদনার মত এর চলৎশক্তিকে ব্যাহত করেছে। শেষপ্রশ্ন প্রসঙ্গে লেখকই বলেছিলেন,—"প্রচার করলে ছুয়ো ছুয়ো বলে রব তুলে দিলেই যারা লজ্জায় অধোবদন হয় এবং না-না বলে তারস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকে আমি তাদের দলের নই।...জগতের যা চিরস্মরণীয়

কাব্য ও সাহিত্য তাতে কোন না কোনরূপে ও বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠে, দেবীচৌধুরাণীতে আছে, ইবসেন-মেটারলিঙ্ক-টলস্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েলসে আছে। কিন্তু তাতে কি? পশ্চিম থেকে বুলি আমদানী হয়েছে যে art for art's sake—এসব যেন ওদের নখাগ্রে।...”—ঐ পৃ ১০৮।

এই শেষপ্রশ্ন যে intellect এর আহার্য এবং উদ্দেশ্যমূলক লেখা একথা শরৎচন্দ্র জোর দিয়েই বলেছেন—এবং সেটা যে সাহিত্যধর্ম-বিরোধী নয় এটাও ততোধিক জোরের সঙ্গে বলেছেন। প্রকৃতিবাদী (Naturalist) লেখকগণের মত নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে জীবনসমীক্ষাই প্রকৃত রসসাহিত্য কিংবা তার মধ্যে উদ্দেশ্য বা প্রচার কিছু থাকলেও রসসাহিত্যের কোন হানি হয় না—এ তর্কের শেষ নেই। মুভি ক্যামেরার মত কেবল জীবনের চিত্র এঁকে যাওয়াই রসসাহিত্যের চরম সার্থকতা কিনা তাও বলা কঠিন তবে লেখক চিত্ত ক্যামেরার মত dispassionate ভাবে জীবনকে দেখতে পারে একথা স্বীকার করা চলে না—কারণ সেখানে *bias*-এর প্রশ্ন আসে। যাই হোক্ শরৎচন্দ্র শেষপ্রশ্নে এসে তাঁর হৃদয়ধর্ম ত্যাগ করে যে যুক্তি ও মস্তিষ্ক আশ্রয় করেছেন এ বিষয়ে সংশয় নেই। স্বধর্ম ত্যাগ করলেও তাঁর প্রতিভা যে এখানে একেবারেই নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে এমনও বলা যায় না। তবে স্বধর্মে হৃদয়ের কারুণ্য ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির বলিষ্ঠ প্রকাশে মানবহৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে, স্বধর্ম-ত্যাগের ফলে হৃদয় স্তব্ধ হ'য়ে থাকে কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি চমকিত হয়, বিস্মিত হয়, যুক্তি-প্রবণ হয়। অবশ্য পূর্বেই বলা হয়েছে, হৃদয়হীন যুক্তিবাদ সভ্যতার পরিপন্থীরূপেই ইতিহাসে চিহ্নিত হ'য়ে আছে।

মানবজীবনের এই শেষ প্রশ্ন বলতে শরৎচন্দ্র কি অনুমান করেছেন বা বলতে চেয়েছেন সেটি বিশ্লেষণ না করলে তাঁর এই পরীক্ষামূলক সৃষ্টির ঠিক বিচার করা চলে না। মানুষ জীবনে আনন্দ চেয়েছে, পরিতৃপ্তি চেয়েছে, কিন্তু জীবনের এক মুহূর্তে সে যা পেলে সুখী হয় পরমুহূর্তে তাকেই মূল্যহীন বলে ত্যাগ ক'রে যায়। মানবজীবনের এই পরিবর্তনশীল চাওয়ার শেষ কোথায়? তার পাওয়ারই বা রূপ কি? 'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' এ-ই মানব-জীবনের চিরন্তন সমস্যা—এই শেষ প্রশ্নের জবাব কি? আশুবাবু বলেছিলেন,... 'কোন দেশেই মানুষের পূর্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তা হলে সৃষ্টি থেমে যেতো। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতো না।” (৯।৪৯) চিরন্তন গতিশীল মানবজীবনে তার চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, জীবন-প্রত্যয়েরও পরিবর্তন চলেছে,—নব নব প্রশ্ন আসছে, নব নব উত্তর চাইছে সে, অতএব এই শেষ প্রশ্নের শেষ জবাব নেই। ব্যক্তিকে ঘিরে এই চিরন্তন সমস্যাই পৃথিবীর অগ্রগতির মূলধন।

কেন্দ্রীয় চরিত্র কমল এই সংস্কার ও বাধহীন স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন-চিত্ততার প্রতীক। তার জন্মইতিহাস ও শিক্ষা তাকে এই স্বাধীন-চিত্ততা দিয়েছিল—

সে সমাজ-সংস্কারের বাইরে একটি স্বাধীন-ব্যক্তিত্ব। সে একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য বস্তুকেই মূল্য দিতে প্রস্তুত,—জ্ঞানদ্বারা যাকে সমর্থন করা যায় তাকেই সে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেছে। অবশ্য এই জ্ঞান তার ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান, যে জ্ঞান সম্বন্ধে বহু দার্শনিক সংশয় প্রকাশ করেছেন। জীবনের বর্তমান ও ক্ষণিক আনন্দই সত্য, তার মূল্য অতীত-ভবিষ্যতের বিচারে সত্য হোক আর নাই হোক। কিন্তু তাই বলে সে উচ্ছৃঙ্খলতারও পক্ষপাতী নয়। স্পেন্সার মার্কস্-এর জড়বাদের পাশে সক্রেটিসের সোফিষ্টবাদের (Virtue) একটা সীমারেখা দিয়ে কমল যেন ব্যক্তিস্বাধীনতার একটা মূর্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারস্বরে সর্বত্র নির্বিচারে সেই মতবাদ প্রচার ক'রে চলেছে। বলা বাহুল্য শেষ প্রশ্ন মস্তিষ্কধর্মী সৃষ্টি, হৃদয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির খোরাক হিসাবেই এর মূল্য। কমলের এই মতবাদ সত্য কি মিথ্যা, গ্রহনীয় কি পরিত্যাজ্য সে আলোচনা নিষ্ফল,—সাহিত্য-রসসৃষ্টির দিক থেকে কতখানি সার্থক তাই বিচার্য।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিধর্মের এটি একটি কৃত্রিমরূপ। এই কৃত্রিমতা এর রসসৃষ্টিতে বাধা দিয়েছে—কারণ চরিত্রগুলি যদি হৃদয়ধর্মে স্বাভাবিক ও সজীব হ'য়ে না ওঠে তবে তাদের মুখের কথাটাই বড় হয়ে ওঠে না। তা প্রাণস্পর্শ করে না বলেই যুক্তিটা বাহুল্য হ'য়ে যায়। প্রথমতঃ সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত একটি ব্যক্তিত্ব এবং সর্ববাধহীন স্বাধীন চিত্ত জগতে সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে সংশয় আছে,—যদি হয় তবে সে অতি-মানবশ্রেণীর। যুক্তিবাদের ফুলঝুরির আলোকে কমলকে যেটুকু দেখা যায়, তাতে তাকে জৈবাবেগপূর্ণ একটি স্বাধীনচিত্ত নারী বলেই মনে হয়—সে সংস্কারমুক্ত চিত্ত নিয়ে জগতের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণাকে বিচার করে। সে সংযমকে নিষ্ফল আত্মপীড়ন মনে করে। সে বলে,—"এ জীবনের সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই সত্যিকারের পাওয়া।" (৯।৫৬) ইউরোপের বিবাহ সামান্য কারণেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এই প্রসঙ্গে সে বলে, "বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেছেন হয়ত তত সহজ নয়, কিন্তু তবুও কামনা করি নর-নারীর এই পরিচয়ই যেন এক দিন জগতে আলোবাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।" (৯।১৯৮) পুনরায় সে বলে,—"বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ, দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় দিয়ে সে আত্মহত্যা ক'রে মরে।" (৯।২৯৪) অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পক্ষে বিবাহের বন্ধনটা আত্মহত্যারই সমান যেহেতু তা স্বাধীনচিত্ততাকে ব্যাহত করে। কিন্তু এই স্বাধীনতারও যে দুঃখ নেই তা নয়। সে বলেছে,—"হৃদয় বস্তুটা লোহার তৈরী নয়। অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া যায় না। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু এই তার ধর্ম, এই তার সত্য।" অর্থাৎ বিবাহ-বন্ধনেও ব্যক্তির দুঃখ আছে, এবং স্বাধীনতারও দুঃখ আছে। কিন্তু কোন্‌টা শ্রেয় সেকথা কমল বলেনি। কিন্তু এই কমলই একবেলা আহার ক'রে, সংযমের আত্মপীড়নকে গ্রহণ করেছে, ক্ষণিকবাদের সমর্থক কমল তার ঘরে রাত্রিবাসের জন্য হরেনকে

নির্ভয়ে আহ্বান ক'রে তার ব্রহ্মচর্যকে ব্যঙ্গ করেছে, অজিতকে আহ্বান ক'রে বলেছে, "পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, আমি তাদের জাত নই।" (৯।১৯১) ক্ষণিকবাদের সমর্থক কমলের মধ্যেও এই সংযম ও শক্তি বর্তমান।

নীলিমা কমলের প্রসঙ্গে বলেছিল, "স্বাধীনতা তত্ত্ববিচারে মেলে না, ন্যায়-ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না…কমলকে দেখলেই দেখা যায় এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে।" (৯।২২৬) এইটা সম্ভবতঃ লেখকেরই বিচার যে আত্মার বিস্তারে কমল পূর্ণতর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। কমল মনোরমা-শিবনাথের প্রণয় সূত্রে বলেছিল, "মোহমাত্রেই মিথ্যা নয়, কন্যার চিত্তাকাশে মুহূর্তে উদ্ভাসিত তড়িৎরেখাও হয়ত পিতার অনির্বাপিত দীপ-শিখাকে দীপ্তি ও পরিমাপে অতিক্রম করতে পারে।" (৯।২৩৫) সেই মোহকে স্বীকার ক'রেই সে শিবনাথকে শান্ত চিত্তে ত্যাগ করেছিল এবং অজিতকে গ্রহণ করেছিল।

যাই হোক কমল চরিত্রটিকে একটি অভাবনীয় চরিত্ররূপে লেখক প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীকরূপে সমস্ত সংস্কার ও চলতি ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুক্তির আলো বিচ্ছুরিত করেছে। সুন্দরী রূপসী কমলের এই যুক্তির কাছে, অবিনাশ, হরেন, নীলিমা, অক্ষয় এমন কি আশুবাবুকেও নত করিয়ে, কমলকে নমস্য ও শ্রদ্ধেয় ক'রে তোলা হয়েছে। সে যেন গুরু ঠাকরুণের মত তার যুক্তির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে বসে আছে আর ভক্তের দল মাথা নত করে তাকে শ্রদ্ধেয় নমস্য ক'রে তুলে ধরেছে—কেবলমাত্র সতীশ আর রাজেন তাদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে সরে গিয়েছে। রাজেনের মৃত্যুর সংবাদে ক্রন্দনরত হরেনকে কমল বলেছিল, "অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।" (৯।২৭৭) রাজেনের পরার্থবাদকে সে অজ্ঞানের বলি বলে ব্যঙ্গ করেছে।

কমল অহংবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হলেও তার নিজের মধ্যেই অসঙ্গতি রয়ে গেছে এবং একটি কৃত্রিমতার আবেষ্টনে তার চরিত্র স্বাভাবিকতা ও সজীবতা হারিয়েছে। বিশেষতঃ এই অহংবাদ ও পরার্থবাদের যে সংগ্রাম, ত্যাগ আর ভোগ এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের যে সংগ্রাম তার শেষ আজও হয়নি বলেই তার প্রবল যুক্তি ও ভাষার মাদকতা হৃদয়কে স্পর্শ করে না, "ইঞ্জিনের বাঁশীর মত উৎকট শব্দে সচকিত চমকিত করে দেয়।" কমল জ্ঞানের দ্বারা জগতের এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান করতে গিয়েছে, কিন্তু এই জ্ঞানেরই সত্যিকার সংজ্ঞা আজও স্থির হয়নি। সুতরাং তার যুক্তিগুলি জীবনের পক্ষে, সভ্যজগতের কল্যাণরূপের কাছে অত্যন্ত ফাঁকা হ'য়ে রয়েছে।

ক্ষণিকের মোহকে সত্য প্রতিপন্ন করতে যে আকস্মিক কমল-অজিত, মনোরমা-শিবনাথের প্রণয় উপস্থিত হয়েছে তাও স্বাভাবিকতার গণ্ডি অতিক্রম করেছে, অন্ততঃ তার কোন সঙ্গত কারণ দেখানো হয়নি। যে মনোরমা এতদিন অজিতের বিলাত থেকে ফেরার প্রতীক্ষা করেছে, সে অত্যন্ত সামান্য পরিচয়কে ভালবাসবে, এমনকি অন্ধকারে আলাপরত মনোরমা অজিতের গভীর রাত্রে গাড়ী

ক'রে বাড়ীফেরাকেও দেখতে পারে না, এবং অজিতও একেবারে কমলের সঙ্গে উধাও হতে চাইবে, এগুলি যেন লেখক তাঁর থিওরীকে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই জোর ক'রে উপস্থিত করেছেন। নীলিমার আশুবাবুর প্রতি দুর্বলতাও এমনি একটা মোহের প্রমাণ—যেন জীবনে মোহটাই সত্য। কিন্তু আশুবাবু নীলিমা এরা ত কমলের মত সংস্কারহীন স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নয়, তাই তারা এ মোহকে জীবনে সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেছে। 'শেষ প্রশ্নে' পৃথিবীটা হাসপাতালে পরিণত হয়েছে।

অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন, অজিত, সতীশ, রাজেন সব চরিত্রগুলিই যেন·আগ্রার শুষ্ক আবহাওয়ায় জড়ো হয়েছে কেবল কমলকে চিনবার জন্যে, তাকে শ্রদ্ধা করতে, তাকে জানতে, তাকে বিশ্লেষণ করতে ও তার যুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। তারা স্বকীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে কেউ গড়ে ওঠেনি, কমলের পরিপূরক হিসাবে, পারিষদরূপে রূপসী কমলকে মহিয়সী করতে তারা সারিবদ্ধভাবে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কেবলমাত্র রাজেনের চরিত্র সামান্য পরিচয়ে একটা ব্যক্তিত্ব হিসাবে পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে। তার জীবনপ্রত্যয় তার কাছে সত্য বলেই সে বড় ও বিশ্বাস্য হ'য়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র অবশ্য কমলকে রাজলক্ষ্মী, অচলা. সাবিত্রী, অভয়ার মত একটা সজীব বাস্তব চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করতে চাননি, বরং তাকে একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে তাই সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মীর সজীবতা ও স্বাভাবিকতা আশা করা যায় না, কিন্তু তবুও কমলের চরিত্রের মধ্য দিয়েই তার মতবাদের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ছিল,—কমলের জীবনে যদি তার মতবাদ পূর্ণতা লাভ করত, তবে মস্তিষ্কধর্মী এই রসসৃষ্টি হয়ত সার্থক হ'তে পারতো কিন্তু মতবাদটা কমলের মুখের কথার মধ্যেই প্রবল ও গতিশীল হ'য়ে উঠেছে, তার জীবনের মধ্যে তার পরিণতি হয়নি। মতবাদের স্বপক্ষে ক্ষুরধার যুক্তি ও ভাষার কারিগরী অত্যন্ত উজ্জ্বল হ'য়ে চরিত্রটিকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলেছে বলেই কমলের যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি এবং তার চরিত্রও পূর্ণতা লাভ করেনি—সেটা একটা কৃত্রিম বাক্যন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র স্বধর্ম ত্যাগ ক'রেই এই ব্যর্থতাকে আমন্ত্রণ করেছেন। বিশেষতঃ এতে এমন একটি বলিষ্ঠ চরিত্রও সৃষ্টি হয়নি যার সঙ্গে পাঠক বা পাঠিকা একীভূত হ'য়ে জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

কমল বলেছে, "জীবনের কল্যাণকে কখনও অস্বীকার করবেন না। তার সত্যরূপ আনন্দের রূপ।" (৯।২৭৫) জীবনের এই আনন্দ রূপটি কি, এবং প্রকৃত আনন্দ কি তাঁর কোনও ব্যাখ্যা কমল তার কথায় বা জীবনে দেয় নি। ক্ষণিকের মোহকেই সে সত্য বলেছে, এবং এই মোহই যে দুঃখ আনে সে কথাও সে বলেছে—অতএব ক্ষণিকবাদ যে কল্যাণময় নয়, এবং আনন্দময় নয় একথা পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে। কমলের যুক্তিবাদের মূল ভিত্তি ঠিক সত্যকে আশ্রয় করেনি বলেই সম্ভবতঃ তার চরিত্রও হৃদয় স্পর্শ করে না, তার যুক্তিও মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে না। তার

যুক্তি যেন কেবল তর্কের জন্মেই তর্ক করা—এই কৃত্রিমতার মধ্যেই শেষ প্রশ্নের অসম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে।

পথের দাবীও শরৎচন্দ্রের একখানি উদ্দেশুমূলক বা তত্ত্বমূলক উপন্যাস। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হ'য়ে সেই যুগের মানুষের মনকে আলোড়িত করেছিল। তত্ত্বমূলক বা উদ্দেশুমূলক হলেই যে তা সাহিত্যরসের পরিপন্থী হবে একথা লেখক স্বীকার করেন নি, বরং জোর দিয়েই বলেছেন জগতের অনেক সাহিত্যই প্রচারধর্মী। পথের দাবীতে তিনি জন-মানসে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

পূর্বেই দেখা গেছে তিনি স্পেন্সারের সার্বিক বিবর্তনবাদের পক্ষপাতী ছিলেন এবং মার্কসীয় জড়বাদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছে। এই দুইটি মতবাদের মিশ্রণের ভিতর দিয়েই তিনি দেশের কল্যাণকে দেখেছেন এবং সব্যসাচী চরিত্রের মাঝে এই দুইটি মতবাদ মিশ্রিত হ'য়ে তার যুক্তি ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই উপন্যাস প্রকাশের পূর্বেই অসহযোগ আন্দোলন হয়েছে, এবং শরৎচন্দ্র সে আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পিছনে তখন সন্ত্রাসবাদও সক্রিয় ছিল এবং বাংলার নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসবাদের কর্মীগণের প্রতি খুব অনুদারও ছিলেন না—অহিংস নীতিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আস্থাবান থাকলেও সহিংস বিপ্লবকে একেবারে মূল্যহীন মনে করতেন না। সব্যসাচী এমনি একজন সন্ত্রাসবাদী এবং তার জীবনপ্রত্যয়টা গড়ে উঠেছিল স্পেন্সার ও মার্কস্‌এর মতবাদ নিয়ে। বিদেশ থেকেও বহু ভারতীয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সহায়তা করেছেন—গদর পার্টি পাশ্চাত্য জগতের বহুকেন্দ্র থেকে ভারতে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেছেন এবং তখন রাসবিহারী বসুও ব্রিটিশ গোয়েন্দার নজর এড়িয়ে জাপানে গেছেন এবং তাঁর জীবনের সত্য মিথ্যা বহু গল্প তখন সর্বত্র সমাদরে প্রচারিত হত। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সব্যসাচী চরিত্রটি গড়ে উঠেছে।

পথের দাবী উদ্দেশুমূলক এবং প্রচারধর্মী সৃষ্টি এবং শরৎচন্দ্র এইখানেই বোধহয় প্রথম শিল্পীর স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে যুক্তিভিত্তিক হ'য়ে উঠেছেন। সব্যসাচী চরিত্রের মধ্যে কমলের মত অনেক চমকপ্রদ বাক্য ও কার্য আছে সন্দেহ নেই কিন্তু চরিত্রটি ভারতী, সুমিত্রা, তলোয়ারকর প্রভৃতির স্তুতি ও শ্রদ্ধার মধ্যেই বড় হ'য়ে রয়েছে, চরিত্রবলে কর্মগুণে পাঠকচিত্তে বড় হ'য়ে ওঠেনি। চরিত্রবিশ্লেষণী শক্তির উপর নির্ভর ক'রে সব্যসাচী বড় হয় নি, অন্যের সমালোচনার উপরেই তার বড়ত্ব নির্ভরশীল হওয়ায় তার চরিত্রের বড়ত্ব বাহুল্য হ'য়ে উঠেছে। সব্যসাচী "religion is the opium for the mass"-এর প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছে,—"কারণ সমস্ত ধর্মই মিথ্যা,—আদিম দিনের কুসংস্কার, বিশ্বমানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।" (১৩।২৭৩) স্পেন্সারের পুনরুক্তি ক'রে সে বলেছিল, "ঘুরিয়া ফিরিয়া সব্যসাচীর এই কথাই তাহার বারংবার মনে হইতে লাগিল যে পরিবর্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্য বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু

আছে,—যুগে যুগে কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়।" (১৩।২৭৫)

ভারতীর সঙ্গে তর্কের মধ্যে এই সব কথা সব্যসাচী বলেছে, কিন্তু এই তর্কের মধ্যে চরিত্র মাধ্যমে কোন জীবনসত্য প্রতিভাত হয়নি বলেই সব্যসাচী চরিত্র কৃত্রিম ও রহস্যময় হ'য়ে রয়েছে; বলিষ্ঠ ও সজীব চরিত্ররূপে পাঠকহৃদয়কে আলোড়িত করেনি। রহস্য উপন্যাসের নায়কের মত আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, ঐন্দ্রজালিক সম্মোহন শক্তি প্রভৃতি চমকপ্রদ হলেও প্রকৃত চরিত্রকে গড়ে তুলতে পারেনি। চরিত্রটি অন্ধকারে দেখা মানুষের মত সঠিক অবয়বহীন ছায়া-মূর্তির মতই রহস্যময় রয়ে গেছে। দেশের জন্যেই সে জীবন দান করবে এবং তার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য এই নির্ভিক আত্মদান কিন্তু দেশের কোন্ কল্যাণের জন্য, কোন্ বৃহত্তর আদর্শের জন্য সে আত্মত্যাগ করবে সেকথা না বলাই রয়ে গেছে। সে যেন ইংরাজ শাসন শোষণ ও নারকীয় ব্যবসাবুদ্ধির বিরুদ্ধে একটা ধূমায়িত ক্রোধ ও বিদ্রোহের স্বরূপ, কিন্তু কেন তার চরিত্র এই সুকঠোর সংযম ও আত্মদানের প্রেরণা লাভ করেছিল সেকথা সুস্পষ্ট নয়। সব্যসাচী চরিত্রটি আপনার কার্যে ও চরিত্রের গুণে বড় হ'য়ে ওঠেনি, তাই চরিত্রটি ঠিক সাহিত্যরসাশ্রয়ী হয়নি, সজীব সুন্দর চরিত্র হিসাবে পাঠকচিত্তকে অভিভূত করতে পারেনি। শরৎচন্দ্র হৃদয়ধর্ম ত্যাগ ক'রে মস্তিষ্কধর্মী হ'য়ে ওঠায় তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতা, প্রাণশক্তি, বলিষ্ঠ-সজীবতা নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে।

সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একমাত্র মুখর ভারতী চরিত্র। ভারতী-অপূর্বর প্রেম-কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কোনমতে একসূত্রে গেঁথে কাহিনীকে সজীব রেখেছে। অপূর্ব দুর্বল চরিত্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবী লোক, তার মত এমনি দুর্বল চরিত্র রাশিয়ার বিপ্লব নিয়ে লেখা ফ্যাডেভ বা ব্যাজারফের উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। এই আরামে পালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্বলচিত্ত বহু বিপ্লবী বিপ্লবকে বিপন্ন করেছিল। অপূর্বও ঠিক তেমনিই সব্যসাচীর বিপ্লবকে বিপন্ন করেছে। তবুও দুর্বলচিত্ত অপূর্ব ও ভারতীর চরিত্রই পাঠককে আকর্ষণ করে, কারণ এরা শরৎচন্দ্রের হৃদয়ধর্মের সৃষ্টি, এদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। ভারতীচরিত্র মানবধর্মে গৌরবান্বিত। সব্যসাচী বলেছিল, "মানুষ হ'য়ে জন্মানোর মর্যাদাবোধকেই মানুষ হওয়া বলে।" (১৩।২৮৯) শুধু তাই নয়, মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেওয়াও মানবতার ধর্ম। ভারতী অন্তর থেকে মানুষকে মর্যাদা দিয়ে মানবধর্মী হ'য়ে উঠেছে এবং ভারতী মানবধর্মী বলেই রক্তক্ষয়ী বিপ্লবকে অন্তরে গ্রহণ করেনি, সে শান্তি কামনা করেছে, "যে বিদ্বেষ তোমার সত্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেচে একবার তাকে ত্যাগ ক'রে শান্তির পথে ফিরে এসো,···জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার এতো বর্বরতার দিন থেকেই চলে আসছে। এর চেয়ে মহৎ কিছু বলা যায় না।" (১৩।২৮৮) এই মানবধর্মই ভারতীচরিত্রকে আকর্ষণীয় করেছে, কেবল বাক্যে নয় তার কর্মের মধ্যেও এই হৃদয় পরিস্ফুট; তাই দুর্বল, অসহায়

অপূর্বই তার প্রণয় পাত্র। এই দুর্বলতাকে কেন্দ্র ক'রেই ভারতীর হৃদয়সুধা ক্ষরিত হয়েছে।

স্বল্প রেখায় চিত্রিত শশী ও তলোয়ারকরের চরিত্র দুইটি জীবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে তাঁর মানসলোকের যে একটা সামগ্রিক ছবি ভেসে ওঠে তা পথের দাবীতে নেই—মনে হয় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও চরিত্র একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা তত্ত্ব বা সমস্যার দিকে ছুটে চলেছে—যদিও সে সমস্যা তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গুরুতর ছিল কিন্তু আজ কালের কোলে তা বিলীন হ'য়ে গেছে। মানব জীবনের চিরন্তন সমস্যার সঙ্গে এই সাময়িক সমস্যার যোগসূত্র অতি ক্ষীণ।

অবশ্য উদ্দেশ্যমূলক বা প্রচারধর্মী হলেই যে সাহিত্য মিথ্যা হ'য়ে যায় একথা শরৎচন্দ্র স্বীকার করেননি এবং সে-সম্বন্ধে অন্য অনেক বিশ্ববিশ্রুত লেখকেরও উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্যমূলক হলেই সৃষ্টি অপাংক্তেয় হ'য়ে যায় একথাও সত্য নয়। হিতোপদেশের সেই লোভী কুকুরের মাংসখণ্ড নিয়ে নদী পার হবার কালে নিজের প্রতিবিম্বের মাংসখণ্ডের লোভে জলে ঝাঁপ দিয়ে মাংসখণ্ড হারানোর মধ্যে যে অতিলোভের শাস্তি হয়েছে,—তা নীতিমূলক গল্প। কিন্তু সে গল্প আজও বিলীন হয়নি। লেখকের উদ্দেশ্য অতিলোভ ভাল নয় প্রমাণ করা, সেটা তিনি করেছেন। এক্ষেত্রে সমালোচনার জন্যে কুকুরের চরিত্র সুন্দর হয়নি বলে পরিতাপ করা নিষ্প্রয়োজন, এবং স্বাভাবিকতা, সম্ভাব্যতা বিচারও করা চলে না। বক্তব্যটা সঠিকভাবে সম্যক্‌ভাবে বলা হয়েছে কিনা তাই বিচার্য। পথের দাবী সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন ক'রে তাকে দেশাত্মবোধে দীক্ষা দেওয়া এবং সে বিষয়ে তিনি অনেকখানি সফল, সার্থক। রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন, "বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন ক'রে তোলে।"—ঘোষাল,—৯০ পৃ.। অত্যাচারী মানুষের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের নালিশ ত পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস এবং এই ইতিহাসের আজও সমাপ্তি হয়নি। পথের দাবীর আবেদনেরও শেষ হয়নি। অন্তর্জগতের বাইরে মানুষে মানুষে এই স্বার্থ-সংগ্রামের কাহিনী তাই পুরাতন নয়। সেইদিক থেকে পথের দাবী শ্রদ্ধা ও সাফল্যের দাবী করতে পারে। তবে এই সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের স্বধর্মবিরোধী বলেই পরিপূর্ণ সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করতে পারেনি—এবং চিরন্তন একটা আবেদন নিয়ে চলতে পারেনি।

নিষ্কৃতি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। নিষ্কৃতি গার্হস্থ্য-জীবনে ব্যক্তি-সংঘাতের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র। বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি একই পরিবারের গণ্ডীর মাঝে কেমন ক'রে পরস্পরের প্রতি আঘাত হেনে তাকে দুঃখময় ধ্বংসের মাঝে নিয়ে যেতে পারে এবং ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি কেমন আপন আপন পথে চ'লে জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে, তার সূক্ষ্ম সুন্দর একটা কাহিনী। এখানে কয়েকটি বিরুদ্ধ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে জীবনকে গ্রহণ ক'রে

একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং শেষপর্যন্ত উদার মহৎ হৃদয়ের ত্যাগের মধ্যে তার সুখকর পরিণতি ঘটেছে—এই গার্হস্থ্য-জীবনের জটিলতা হৃদয়ের কাছে পরাভূত হয়েছে। হৃদয়বৃত্তির এই জয় ঘোষণার মধ্যেই শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সাবলীল ও সুন্দর।

আত্মভোলা গিরিশ ও পরিপূর্ণ মাতৃত্বের অধিকারিণী সিদ্ধেশ্বরীর হৃদয়ের ছায়ায় অনমনীয়, কঠোর ও সংযত শৈল এবং রমেশের জীবন বেশ নিরুপদ্রবেই চলছিল। সিদ্ধেশ্বরী তাঁর বিপুল অন্তরের প্রতিবিম্ব রূপ শয্যায় বাড়ীর সব ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে পরমানন্দে রাত্রি জাগরণে দিনযাপন করেন। তাঁর বিছানার যে নিপুণ বর্ণনাটি শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তা যেন সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃত্বপুষ্ট অন্তরাকাশের প্রতীক। তেজস্বিনী, কর্তব্যকঠোর, কর্মকুশলা ও বুদ্ধিমতী শৈলই এই সংসারের বাকী ভার বহন করে। সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহ, গিরিশের অর্থ ও শৈলর সেবা ও শাসনের মধ্যেই গৃহস্থালীর রথ নির্বিঘ্নে চলছিল। এদের অন্তর প্রাচ্য, ত্যাগধর্মী, সামগ্রিক কল্যাণে নিযুক্ত। কিন্তু আকস্মিকভাবে হরিশ ও নয়নতারার আবির্ভাবে সংসারের ভারকেন্দ্র টলমল ক'রে উঠল। এঁরা নবতম পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অহংবাদপ্রসূত আত্মকেন্দ্রিকতা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা জড়বাদী ভোগধর্মী। তাঁরা হৃদয় ও সম্মানের উর্ধ্বেও স্বর্ণকে চিনেছিলেন এবং তারই ফলে পুত্র অতুলও জীবনের অপ্রাকৃত মূল্যায়নকে গ্রহণ করেছিল। অতুলকে কেন্দ্র করেই এই দুই ভিন্নধর্মী চরিত্রের সংঘাত আরম্ভ হল এবং এই ক্ষুদ্র সংঘাতকে মূলধন ক'রে হরিশ-গৃহিণী নয়নতারা সিদ্ধেশ্বরীর সিন্দুকের চাবি হস্তগত করতে নানা ছলা-কলার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শৈলর প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি ক'রে নিজেকে বিশ্বাসভাজন ক'রে তুলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু…"গোড়ায় গলদ হইয়া গিয়াছিল যে, স্বার্থের জন্য নিরীহ লোকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিলে যথাকালে তাহার ফলভোগ হইতে নিজেকেও দূরে রাখা যায় না।…যে মুহূর্তে ছোট বৌএর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, মেজবৌকেও ঠিক সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।" (৪।৩০০) প্রণয়, বিশ্বাস ও হৃদয়ের নির্ভরতার মাঝে যে শান্তি ও তৃপ্তি গড়ে উঠেছিল তা অহংপ্রসূত আত্মকেন্দ্রিকতার আঘাতে চূর্ণ হ'য়ে গেল।

শৈলর কঠোরতা কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত এবং সার্বিক মঙ্গলের জন্য। সেই কঠোরতা শুধু শাসন ও পীড়নের জন্যেই নয় তা তার অকৃত্রিম সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বাড়ীর মণীন্দ্র থেকে সকলেই তার বশ্য ও বাধ্য। সেই হেতুই সিদ্ধেশ্বরীর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও নির্ভরতা সে অর্জন করেছিল। এই বিশ্বাস ও নির্ভরতা যেদিন ভেঙ্গে গেল সেদিন শৈলও নিঃশব্দে দেশের বাড়ীতে চলে গেল,—তার সম্ভ্রম ও তেজস্বিতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, কিন্তু নয়নতারার স্বার্থ সম্পর্কে রাগ নেই—"যেখানে কাজ আদায় করিতে হয়, সেখানে তার ক্রোধ অভিমান প্রকাশ পাইত না।" (৪ ২৮৬) ভোগবাদী নয়নতারা ভোগধর্মের কাছে হৃদয় ও আত্মা বিক্রয় করেছিলেন বলেই তার ক্রোধ অভিমান ছিল না। এই দুই বিরুদ্ধচিত্ত সংঘাতের মধ্যে দুর্বলচিত্ত ও অপার

স্নেহশীলা সিদ্ধেশ্বরীর চিত্ত শৈলর প্রতি অভিমানে ক্রুদ্ধ হ'য়ে এবং নয়নতারার চাটুকারিতার বশ্য হ'য়ে সংঘাতকে জটিলতর ক'রে তুলেছে। স্নেহদুর্বল সিদ্ধেশ্বরীর এই দোলায়িত অন্তরের ছবি প্রকৃতই মহৎ শিল্পীর সৃষ্টি।

এই সংঘাতমুখর পরিবেশে যখন হরিশের মামলার প্রতিরোধ করতে রমেশ শৈলর সমস্ত অলঙ্কার নিঃশেষ ক'রে দারিদ্র্যের কঠোরতাকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে সর্বকার্যে উদাসীন আত্মবিস্মৃত মহৎ উদার গিরিশ তাঁর হৃদয়ের সুধাধারার দানে সমস্ত অমঙ্গল ও অন্যায়কে ভাসিয়ে দিয়ে হৃদয়ের জয় ঘোষণা করেছেন। ছোটবৌ-এর নামে সর্বস্ব দানপত্র ক'রে দিয়ে যখন গিরিশ বাড়ী ফিরলেন তখন হরিশ এই হৃদয়ের আঘাতে শয্যাশায়ী, নয়নতারা নির্বাক। গিরিশ "সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভরাডুবি হইতে চাটুজ্যে বংশকে নিষ্কৃতি দিয়া আসিয়াছেন" (৪।৩০৭) দেখে সিদ্ধেশ্বরী চোখের জলে বললেন, "তুমি যে তাদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সেকথা আজ আমি যেমন বুঝেচি এমন কোনদিন নয়।" (৪।৩০৭) স্বার্থবুদ্ধি যে বহ্নি জ্বালিয়ে তুলেছিল হৃদয়ের শীতল পরশ তাকে নির্বাপিত ক'রে সংসারকে নিষ্কৃতি দিল। বুদ্ধি যার সমাধান করেনি, হৃদয় তার সমাধান ক'রে দিল। গিরিশ চরিত্রের স্বাভাবিকতা বা বাস্তবতা কতখানি সে বিচার অপ্রাসঙ্গিক, তার হৃদয় যে বুদ্ধিকে পরাজিত ক'রে উচ্চাসন পেল, তাই লেখকের মনের আলেখ্য। গিরিশের আত্মবিস্মৃতি ও তথাকথিত নির্বুদ্ধিতার মধ্যেই শরৎমানসের হৃদয়ধর্ম পূর্ণ প্রতিভায় প্রদীপ্ত। বিভিন্নধর্মী চিত্তের সংগ্রামে যে রূপলোক সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে গিরিশ তার হৃদয়ের গৌরবে অত্যুজ্জ্বল হ'য়ে সংগ্রামকে চিরকাম্য শান্তিতে পরিণত ক'রে দিয়েছে।

বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য কয়েকটি গল্প পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। এই গল্পগুলি পূর্বে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিন্দুর ছেলে পরিণত শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি। বিন্দুর ছেলের মধ্যে শরৎচন্দ্রের বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়ে গেছে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ইউরোপ ও ইংলণ্ডে প্রভাব বিস্তার করে ঠিক এই সময়ে; কিন্তু তখনও এই ভাবধারা ভারতে এসে পৌঁছয়নি। বিন্দুর নিপীড়িত মাতৃত্ব তার মধ্যে ব্যাধির আকারে হিস্টিরিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং ঠিক মূর্চ্ছার মুহূর্তে অমূল্যকে তার কোলে দিয়ে অন্নপূর্ণা যে ঔষধ আবিষ্কার করেছিলেন তা শরৎচন্দ্রের বিস্ময়কর বীক্ষণশক্তির পরিচয়।

রূপবতী বিন্দু ধন, ধনের গর্ব, অসহিষ্ণুতা ও ধনীকন্যাসুলভ একগুঁয়েমী নিয়ে দরিদ্র যাদবের ঘরে এসেছিল। "ছোটবৌ যে ওজনের রূপ ও টাকা আনিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে।" (৭।২৯৭) একথা যাদব এবং অন্নপূর্ণা উভয়েই জানতেন। জগতে কতকগুলি চরিত্র থাকে তারা সর্বদাই চরমপন্থী—বিন্দু সেই জাতীয়। তার মাতৃত্বের ক্ষুধা যখন অমূল্যকে ঘিরে তৃপ্তিকামী হ'য়ে উঠল তখন তা ক্রমশঃ সাধারণকে ছাড়িয়ে গেল। সেই সঙ্গে অমূল্যর ভবিষ্যতের কল্যাণের জন্য এল প্রেতের সতর্কতা। বিন্দুর কঠিনতার অন্তরালে

কেবলমাত্র একটি সতর্ক স্নেহশীলা মাতৃহৃদয়ই ছিল তাই নয়, তার অন্তরে উদারতা ও অনুভূতিও ছিল প্রচুর। আকস্মিকভাবে অমূল্যকে সামান্য টাকা দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে যে ভয়াবহ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হল,—তা দূর করতে সে মনে মনে যথেষ্ট বেদনা, অনুতাপ ও গ্লানি অনুভব করলেও সে শান্তচিত্তে ক্ষমা চাইতে পারেনি—এই অহঙ্কার ও একগুয়েমীই তার মধুর চরিত্রকে কঠোর ও অনমনীয় ক'রে তুলেছে। স্বার্থপর পুত্রস্নেহান্ধ এলোকেশী ও নষ্টচরিত্র নরেন যখন এই শান্তির সংসারে এসে দেখা দিল, তখনই এই বিরোধ জটিলতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। নরেনের প্রভাবে অমূল্যর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে, এই আশঙ্কাই তাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছিল। যাদব পুনরায় চাকুরী করছেন শুনে সে মর্মান্তিক দুঃখে মাধবের পায়ে ধরেছিল, কিন্তু সে নিজে তাদের কাছে একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি তার অহংবোধের আতিশয্যে। এই অহঙ্কার ও অনমনীয়তা, এবং চারিত্রিক জটিলতাপ্রসূত হৃদয়দ্বন্দ্ব তাকে উপবাসে, রোগে মৃত্যুর পানে ঠেলে দিয়েছে কিন্তু সে তথাপি তার অহঙ্কারকে ত্যাগ করতে পারেনি। বিন্দুর এই চরমপন্থী মনোবৃত্তিই সুখের সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়েছিল।

তারপরে মৃত্যুপথযাত্রী বিন্দুর শেষ অবস্থার সংবাদ নিয়ে যখন মাধব যাদবের দরজায় এল তখন দেবতুল্য ভাসুর যাদব এবং স্নেহশীলা বড়গিন্নী সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি, সমস্ত মান-অভিমান ভুলে ছুটে এলেন বিন্দুর শয্যাপার্শ্বে। যাদব বিপুল হৃদয়ঐশ্বর্যের বিচ্ছুরিত আলোয় অনমনীয় বিন্দুর চিত্ত জয় ক'রে বললেন,—'বাড়ি চল মা, আমি নিতে এসেছি।…যখন এসেছি তখন হয় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো, না হয় ওমুখো আর হব না।" যাদবের হৃদয়ের এই প্লাবনে বিন্দুর অভিমান ভেসে গেল, সে বললে, "দাও দিদি, কি খেতে দেবে।"

গিরিশ একদিন ছোটবৌকে সমস্ত দান ক'রে চাটুয্যে বংশকে ভরাডুবি থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন,—যাদবও তেমনি হৃদয়ের মহত্ত্বে বিন্দুর সমস্ত অভিমান ও জেদকে পরাভূত ক'রে ছোটবৌকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। জীবনের সমস্ত জটিলতার অন্ধকারকে দূর ক'রে দিল প্রসন্ন হৃদয়ের মহত্ত্ব ও ক্ষমাশীল মহানুভবতা।

রামের সুমতিও একই সময়ের লেখা। রামের দুরন্তপনা, নারায়ণীর স্নেহ ও শ্যামলালের নিস্পৃহতার মধ্য দিয়ে সংসারচক্র স্বচ্ছন্দ আবর্তনেই চলছিল। দুর্দান্ত রাম একমাত্র নারায়ণীর স্নেহের কাছেই বশ্য, পীড়নে প্রহারে রামের দুরন্তপনাকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে না। যে রামের ভয়ে গ্রাম সন্ত্রস্ত সেই রামই নারায়ণীর হুকুমে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই আপাতঃ অবিশ্বাস্য ঘটনা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে প্রকৃতই গ্রহণযোগ্য। একজাতীয় চরিত্র দেখা যায়, যারা বাধা ও বিপত্তিতে শক্তি সঞ্চার করে এবং স্নেহপ্রীতির কাছে মাথা নত করে। সংসারের এই চক্রে জটিলতা ও দুঃখ সৃষ্টি করতে এলোকেশী-নরেনের মত আবির্ভূত হলেন দিগম্বরী-সুরধুনী। দিগম্বরী তার ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, হিংসা ও অসূয়া নিয়ে নারায়ণীর মাতৃহৃদয়ে ধীরে ধীরে বিষ সঞ্চারিত করতে চাইলেন। নারায়ণীর হৃদয়ে দেখা দিল দ্বন্দ্ব,—একদিকে আশ্রিতা মায়ের প্রতি সামাজিক কর্তব্য ও অন্যদিকে

তার হৃদয়ের দাবী—বুকে পিঠে মানুষ করা মাতৃহৃদয়ের দাবী। এই দুই বিরুদ্ধ অবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্ব নারায়ণীর হৃদয়ে জটিলতা সৃষ্টি করল। নারায়ণী হৃদয়ের দাবীর জয় ঘোষণা করতে বললেন, "যাকে বুকে ক'রে এতটুকুকে বড় ক'রে তুলতে হয়, সে-ই জানে হুকুম কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আসে।" এবং সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি ও লোকলজ্জার উপরে এই হৃদয়ের স্বীকৃতি যে সত্যিকার মানবতা, তাই প্রতিষ্ঠিত করতে সুস্পষ্ট ভাষায় নারায়ণী বললেন, "আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না মা, সত্যি তোমার এখানে থাকা হবে না।" গিরিশ ও যাদব বাহির থেকে যে জয় ঘোষণা করেছেন, নারায়ণীর অন্তর সেই জয় ঘোষণা করেছে ভিতর থেকে—নারায়ণীর হৃদয় জয়ী হয়েছে সমাজ-ধর্ম ও লোকলজ্জাকে পরাজিত ক'রে—পরাস্ত ক'রে। এইদিকে নারায়ণী চরিত্র গভীরতর ও তার মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ অধিকতর সৌন্দর্যধর্মী।

মহেশ শরৎচন্দ্রের একটি অনন্য সৃ । এখানে হৃদয়-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচার ও শোষণের থেকে। অশিক্ষিত দরিদ্র চাষী গফুরের মূকপ্রাণীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা, সমাজের নিষ্ঠুরতার মধ্যে অত্যাচারিত ও নিষ্পিষ্ট হয়েছে। গফুর নিজের খাদ্য, এতটুকু আশ্রয় খড়হীন ঘরের খড় চুরি ক'রে খাইয়েছে তার মহেশকে—কিন্তু হিন্দুর গ্রামের গো-দেবতার সেবাধর্ম গফুর ও মহেশের কোন কাজেই আসেনি অথচ সেই সেবাধর্মই এসেছে গফুরের মাথায় শাসন ও পীড়ন নিয়ে। এই অত্যাচার ও নিষ্ঠুর উৎপীড়নের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে গফুর আত্মবিস্মৃত হ'য়ে তার প্রিয়তম মহেশকেই হত্যা করলো। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার গ্লানি গফুরের সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে গভীর অনুশোচনায় তাকে আরও আত্মবিস্মৃত করেছিল। সে তার ঘটি ও পিতলের থালাকে মহেশের "প্রাচিত্তির"-এর জন্মে রেখে গভীর রাত্রে প্রিয়তম বাস্তুভূমি ত্যাগ ক'রে ধর্মহীন ফুলবেড়ের চটকলে চলে গেল। বিদায়কালীন তার অভিশাপ, "যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না"—আজও যেন সংস্কারান্ধ সমাজের বুকে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে। গফুরের হৃদয় আত্মগ্লানিতে পরাজিত ক'রে গিয়েছে সমস্ত সমাজের হৃদয়হীন অচল বন্ধনকে।

নববিধান প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে, তখন শরৎচন্দ্র খ্যাতির উচ্চশিখরে। তখন পাঠক প্রকাশক ও পত্রিকা সম্পাদকের তাগাদায় তাঁকে অনিচ্ছায়ও লিখতে হত। শরৎচন্দ্র অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে একদা বলেছিলেন 'নববিধান' তাঁর সবচেয়ে পছন্দসই বই। (৩৬৩) পুত্রের সম্বন্ধে মাতার অভিমত যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, লেখকেরও তার সৃষ্টি সম্বন্ধে মতামত নির্ভরযোগ্য নয়। লেখকমাত্রেরই কোন-না-কোন অক্ষম লেখার প্রতি দুর্বলতা থাকে। অবশ্য নববিধান তাঁর অক্ষম সৃষ্টি একথা বলা সঙ্গত নয়, তবে এই কাহিনীর বক্তব্য বা চরিত্রগুলি খুব সম্ভব বা

(৩৬৩) ঘোষাল—পৃ. ৮৭

সমীচিন বলে মনে হয় না। লেখক সম্ভবতঃ ঊষার মুসলমান বাবুর্চি বিতাড়ন এবং বৈষ্ণব গোঁসাইদের বিতাড়নের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে রীতিনীতি সংস্কারের মধ্যে সত্যিকার ধর্ম বা সত্য নেই, প্রকৃত সত্য হৃদয়-আশ্রয়ী। ঊষা স্বামীর প্রতি কর্তব্য ও নীতির দিক থেকেই তার সেবা করেছে, সেখানে হৃদয়দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ লেখক রাখেন নি। বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তির সংঘাতের মধ্যে কাহিনীটি এগিয়ে চলেছে। শৈলেশ্বরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ এবং মুসলমান বাবুর্চি প্রীতিটা ঘটনাপ্রধান, তার মধ্যে মনস্তত্ত্বের কোনও বিশ্লেষণ নেই। ঊষার প্রস্থান ও আগমন উভয়ই কারণহীন ঘটনা মাত্র, তার মধ্যে কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা বিভার আধুনিকতার মধ্যেও কোন বৈচিত্র্য দেখা দেয়নি। তবে ঊষার কর্তব্য-বুদ্ধি ও নীতিধর্মপ্রণোদিত হৃদয়বৃত্তি দুর্বলচিত্ত শৈলেশ্বরের সংসারের শ্রী ফিরিয়ে এনেছিল, এইটুকু মাত্র প্রণিধানযোগ্য দ্রষ্টব্য হ'য়ে আছে।

পথনির্দেশ-এর প্রকাশকাল ১৯১৪ এবং বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি ও পথনির্দেশ একসঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পথনির্দেশ সম্বন্ধে লেখক বন্ধু প্রমথনাথকে ১২ই মে ১৯১৩ সালের এক পত্রে লিখেছিলেন—"আমার উপর যদি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে আমি নিজেও বলি। পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে, 'পথনির্দেশে'র কাছে 'রামের সুমতি'র স্থান নীচে, অনেক নীচে।" (৩৬৪) লেখকের এই কথা কিন্তু তাঁর বন্ধুগণ স্বীকার করেন নি। গুণিন শিক্ষিত ধনী সংযতস্বভাব কিন্তু ব্রাহ্ম। আশ্রিতা হেমনলিনী ও তার মধ্যে একটা গভীর প্রণয় গড়ে উঠেছিল কিন্তু সমাজ এসে তাদের পথে অন্তরায় হ'য়ে তাদের প্রেমকে খণ্ডিত ক'রে দিল। মাতার আগ্রহে হেমের বিবাহ হল, এবং বিধবা হ'য়ে ফিরে এল। তখন বিধবা হেম ও গুণিনের পরস্পর আকর্ষণের মাঝে ধর্মসংস্কারের বাধাহেতু যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল তা শিল্পী শরৎচন্দ্র বিশ্লেষণে মধুরসুন্দর করতে কার্পণ্য করেন নি। হেম জপ-তপ প্রভৃতি ধর্মীয় ক্রিয়ায় অন্তরের শান্তি চেয়ে ব্যর্থ হল, স্বামীর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে রক্তাক্ত অন্তরকে শান্ত করতে চেষ্টা করল কিন্তু তাও কৃত্রিম আশ্রয় মাত্র। গুণিনের সংযম ও কর্তব্যবুদ্ধির কাছে তার সংঘাতজর্জর অন্তর "অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ" এই ত্যাগমূলক শিক্ষাকে গ্রহণ করে কাশীবাসী হল। লেখক হেম-গুণিনের প্রণয়কে স্বীকৃতি না দিলেও তাদের প্রেমের স্বীকৃতি দিয়েছেন ত্যাগ ও সেবাধর্মের মধ্যে। হেম ও গুণিনের প্রণয়-দ্বন্দ্বের মধ্যে যথেষ্ট মাধুর্য ও সৌন্দর্য সম্পদ সঞ্চিত হ'য়ে আছে সন্দেহ নেই কিন্তু রামের সুমতিতে নারায়ণী যতখানি বলিষ্ঠ হৃদয়ধর্মের প্রভাবে সমুজ্জ্বল, মহৎ প্রেমের ত্যাগধর্মে হেম ততখানি বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠেনি—সে পার্বতী, রাজলক্ষ্মীর একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ হ'য়ে আছে।

আঁধারে আলো প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। বিজলীর অন্ধকারময়

(৩৬৪) ঘোষাল—পৃ. ১৩২

নর্তকী জীবনের ছলনার মধ্যে আকস্মিকভাবে নারীত্বের আলোক তাকে সত্যকার নারীধর্মে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই নারীসত্তার জাগরণই আঁধারে আলোর বিষয়-বস্তু। বিজলীর নর্তকী জীবনের মধ্যে প্রণয়ের অভিনয়ই ব্যবসাবুদ্ধি রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছিল, সত্যিকার প্রেমের স্বাদ সে পায়নি। যেদিন তার রূপের ঐশ্বর্য ও তার অহমিকাকে সত্য পদদলিত ক'রে চলে গেল, সেইদিনই সে এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে সত্যিকার প্রেমকে চিনল। "স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা যায় না। বিজলী নর্তকী, তথাপি সে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী তবুও যে এটা নারীদেহ। তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে।' (৮:৩৪৯,৫০) আর একদিন বিজলী সরলা নাটক অভিনয় দেখে বলেছিল, "সবাই বলে সমস্ত মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন।" (৮।৩৪৩) নর্তকী বিজলীর ছলনা ও প্রেমাভিনয়ের মধ্যেও মনে হয় না পরমাত্মার অংশ বিদ্যমান কিন্তু আকস্মিক ভাবে সেই নারীআত্মা তার মধ্যে জাগরিত হ'য়ে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। দেহের উর্ধ্বেও যে মানবসত্তার অস্তিত্ব আছে এবং তা যে চিরপবিত্র পরমাত্মারই প্রকাশ এই সত্যই যেন বিজলীর পুনর্জন্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কাহিনীটি বক্তব্যপ্রধান, এবং উদ্দেশ্যমূলক। গল্পের ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যে লেখক চরিত্র-বিশ্লেষণ বা চিত্রনের আশ্রয় নেন নি,—বক্তব্য হিসাবেই চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শেষ দৃশ্যে বিজলী বিদায়কালে বলেছিল,—"আমার নিজের বলে আর কিছুই নেই। অপমান করলে, সমস্ত অপমান তার গায়েই লাগবে।" এই একান্ত আত্মসমর্পণের মধ্যেই অন্ধকার জীবনে বিজলী আলোর সন্ধান পেয়েছিল। উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্যটি গল্পে স্থিতি লাভ করলেও রাধারানীর চরিত্রটি ঠিক সম্ভব বলে মনে হয় না। অতিমানবী না হলে স্বামীর প্রণয়িনীকে সমাদর করা অন্ততঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে হয়, তবে মহত্তর হৃদয়ও অসম্ভব নয়।

মেজদিদি গল্পটিও প্রায় একই সময়ের লেখা। মেজদিদি গল্পে অভাগ্য কেষ্টকে কেন্দ্র ক'রে শিল্পী কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী দুইটি চরিত্রকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে মনস্তত্ত্বের একটা অজ্ঞাত বৈচিত্র্যকে অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। মানব চরিত্র দুই প্রকারে ভিন্নধর্মী হ'য়ে দেখা দেয়। একটি অন্তর্মুখী একটি বহির্মুখী। অন্তর্মুখী চরিত্রগুলি তার ব্যক্তি ও অহংএর ক্ষুদ্র পরিধি ব্যতীত বাহিরের দিকে প্রসারিত হয় না, বরং বাহির থেকে সমস্ত অনুভূতিকে যেন কেন্দ্রীভূত ক'রে সে আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে। তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে তারা সংকীর্ণ, নীচ, স্বার্থপর ও পরপীড়ক হয়ে ওঠে; শুধু তাই নয়, অসহায়কে পীড়নের মধ্যে একটা নারকীয় উল্লাস বোধ করে। বহির্মুখী চরিত্রগুলি আপন অনুভূতিকে অহং থেকে বাহিরে ছড়িয়ে

দেয়—পীড়িত দুঃস্থ ব্যক্তির স্থানে নিজেকে বা নিজের পরমাত্মীয়কে বসিয়ে দিয়ে পীড়িতের দুঃখকে অনুভব করে এবং তার অন্তরের সমগ্র করুণা ও অনুভূতি সেই দিকেই ধাবিত হয় এবং সমগ্র অন্তর তার ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের চারিধারে। অন্তর্মুখী চরিত্র হয় অহংবাদী, বহির্মুখী চরিত্র হয় ত্যাগবাদী ও পরার্থবাদী। অন্তর্মুখী চরিত্র কাদম্বিনী যতই অসহায় কেষ্টকে নিংড়ে পেটের ভাতের মূল্য আদায় করতে চেয়েছে, হেমাঙ্গিনীর অন্তর ততই নিবিড়ভাবে তাকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এই স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ সামাজিক রীতিনীতি, স্বার্থবোধ ও লোকলজ্জায় বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে আরও নিবিড় ও বেগবান হ'য়ে উঠেছে, এবং পরিশেষে স্নেহধন্য ব্যক্তিটিকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। "কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছুই ছিল না।" (৮।২৬১) কেষ্টর পাতে রুই মাছের মুড়োর সংবাদে তার অন্তর জ্বলে উঠেছে, কিন্তু হেমাঙ্গিনী কেষ্টকে শুকনো দুটো ভাত খেয়ে যেতে দেখে চোখের জল ফেলেছে। "হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল।" এই দুইটি বিরুদ্ধ নারীচরিত্র অসহায় নিপীড়িত কেষ্টকে কেন্দ্র ক'রে যে অপূর্ব সংঘাত সৃষ্টি করেছে এবং ধীরে ধীরে যে পরিণতির দিকে চলেছে তা সত্যিই প্রথম শ্রেণীর শিল্প-নিদর্শন। এই অসহায় কেষ্টকে জয় ক'রে হেমাঙ্গিনীর বহির্মুখী অন্তর যে হৃদয়ধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছে তাই শরৎ-সাহিত্যের বিজয় পতাকা।

সতী গল্পটি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত। সতী নির্মলা সন্দেহ বাতিক (Complex) গ্রস্ত একটি গৃহবধূ। স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা সংস্কারপ্রসূত এবং সে প্রেম এই বাতিক দ্বারা এমনভাবে খণ্ডিত যে তা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই বিকারগ্রস্ত অন্তর যে একটা জীবনকে এবং একটা পরিবারকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত ও পীড়িত করতে পারে এ তারই একটি ছবি। সে স্বামীর পাদোদক না খেয়ে জলগ্রহণ করে না। সাতদিন দেবতার কাছে হত্যা দিয়ে সে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল,—এই সব উগ্র সতীত্ব ও প্রেম তার বিকারগ্রস্ত চিত্তের কাছে একেবারে মূল্যহীন হ'য়ে গেছে। সত্যিকার যেখানে প্রেম, সেখানে প্রেমাস্পদকে কেউই পীড়িত দেখতে বা করতে চায় না কিন্তু বিকারগ্রস্ত নির্মলা তার ব্যাধির প্রকোপে হরিশের জীবনকে দুর্বহ ক'রে তুলেছে। চিত্তবিকারের এই চিত্রটি খুব স্পষ্ট নয় এবং গল্পটিও গভীরতা লাভ করেনি। চিত্তবিকারগ্রস্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব স্থান পায়নি বলেই হয়ত কাহিনী নেহাত বাহ্য ঘটনা-সংঘাতে পরিণত হয়েছে। তথাপি নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্বের প্রতি সেই যুগে এটি একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত।

অনুরাধা (১৯৩৩) গল্পটি শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের সৃষ্টি। অনুরাধা তেইশ বছর বয়সের অনূঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা। একদিন সে অভিজাতবংশীয়াই ছিল, কালক্রমে সে আভিজাত্য গেছে কিন্তু অনুরাধার মধ্যে এই আভিজাত্যবোধ ও আভিজাত্য-প্রসূত শালীনতা ও সংযম অক্ষুণ্ণ। বিজয় তার জমিদারীর অন্তর্গত অনুরাধাদেরই

বাড়ী দখল করতে গিয়ে, অনুরাধার আত্মসম্ভ্রমবোধ ও সংযম দেখে বিস্মিত হল। পুত্র কুমারকে কেন্দ্র ক'রে বিপত্নীক বিজয়ের হৃদয় ধীরে ধীরে অনুরাধার প্রতি আকৃষ্ট হল কিন্তু সংযত অনুরাধার দূরত্ব সঙ্কুচিত হল না। বিদায় দিনে বিলাত-ফেরৎ বিজয়ের অত্যন্ত সংযত ও সুকুমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে তার অন্তর ধীরে ধীরে ব্যক্ত হল। তার বি, এ, পাশ বৌ বিবাহ প্রসঙ্গে সে বলল, "কিন্তু বি, এ, পাশের কেতাবের মধ্যে দেওরপোকে যত্ন করার কথা লেখা নেই। সে পরীক্ষা তার দিতে হয়নি।" (১০।১৯২) কিন্তু অনাত্মীয় কুমারকে ঘিরে অনুরাধা এ পরীক্ষা দিয়েছিল এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ অনুরাধা তাই বিজয়ের হৃদয়ে আশ্রয় লাভ করেছিল। বিদায়মুহূর্তে অনুরাধাও তার সমস্ত সংযম হারিয়ে বলেছিল, "আমার আর কিছু নেই, কিন্তু প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিয়ে সেবা করতেও পারবো।" গল্পের উপসংহারটিও ইঙ্গিতপূর্ণ সাংকেতিকতায় ছোটগল্পধর্মী ও সুন্দর। বিশেষতঃ পরিণত বয়সের এই রচনায় হৃদয়ের প্রকাশ এত সুকৌশল সংযমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে তা রসসৃষ্টির দিক থেকে অতুলনীয়। এই সব দিক দিয়ে অনুরাধা শরৎচন্দ্রের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সময়ে বাংলার তরুণ লেখক সম্প্রদায় পাশ্চাত্য প্রভাবে জৈবাবেগকে কেন্দ্র করে যে নূতন সাহিত্যরস পরিবেশন করছিলেন এই সংযত সাংকেতিক তা পূর্ণ প্রেমবিশ্লেষণ যেন তারই একটা মূর্ত প্রতিবাদ।

অভাগীর স্বর্গ (১৯২৩) উদ্দেশ্যমূলক গল্প। দরিদ্র দুলে পরিবারের অভাগীর শেষ সাধ ছিল ব্রাহ্মণ-গিন্নীর মত পুত্রের মুখাগ্নিপূত হ'য়ে চিতার ধোঁয়ার রথে স্বর্গে যাওয়ার, কিন্তু সমাজের ও অকরুণ ধনিকের নিষ্ঠুর উপহাস ও অনাদরকে শেষ সম্বল নিয়ে সে সমাধিস্থ হল নদীর চরের বালুকায়। অথচ দুলেদের দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের আবহাওয়ার মাঝেও সে সতীত্ব গৌরবে গৌরবান্বিতা। অন্ধ মানুষের অহমিকা, স্বার্থবোধ ও হৃদয়হীনতা মানুষকে যে কত গভীরভাবে পীড়িত করে, মানবধর্মকে অস্বীকার ক'রে তারা কত হৃদয়হীন হ'তে পারে, এই কাহিনী তারই একটা সার্থক আলেখ্য।

হরিলক্ষ্মী (১৯২৩) গল্পটির মধ্যে শিক্ষিতা ধনী গৃহবধূ হরিলক্ষ্মী ও দরিদ্র বধূ কমলার হৃদয়দ্বন্দ্ব শুরু হল আত্মাভিমান ও আত্মমর্যাদার বিরোধে। কমলার নীরব সহনশীলতা, ও আত্মসম্ভ্রমবোধ হরিলক্ষ্মীর হৃদয়কে জাগ্রত ক'রে তাকে নারীর মর্যাদায় ভূষিত করল। শিক্ষা ও ধনগর্বের কুয়াশা ভেদ ক'রে হরিলক্ষ্মীর হৃদয় সুধাধারার সিঞ্চনে আত্মপ্রকাশ করল মহৎ ও সুন্দর হ'য়ে। এই মহত্ত্ব ও হৃদয়ের প্রকাশই যুগে যুগে মানুষের অন্তরকে উদ্বেলিত ক'রে অনুভূতিকে জাগ্রত করেছে—হরিলক্ষ্মী তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ কিন্তু ঘটনা-বিন্যাস ও দ্বন্দ্বসৃষ্টির হেতুগুলি খুব যুক্তিসহ না হওয়ায় এই অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীরতা লাভ করেনি।

বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬)-কে কেন্দ্র করে বিনোদ ও তার মাতা এবং গোকুলের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বিমাতা হলেও বিনোদের মাতাই গোকুলকে মানুষ করেছেন এবং তিনিই বিপথগামী বিনোদকে সম্পত্তি না দিতে

স্বামীকে অনুরোধ করেছেন। সাধারণভাবে বিমাতা সপত্নী পুত্রের প্রতি হিংসাপরায়ণা হয় কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় বিমাতাই আপন মাতার স্নেহে সপত্নী-পুত্র লালন-পালন করেছেন কিন্তু বিনোদের মাতা এ বিষয়ে অন্য অনেককে ছাড়িয়ে গিয়ে নিজের পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে গোকুলকেই পুত্র বলে মেনে নিয়েছেন। এলোকেশী ও দিগম্বরীর মত এলেন গোকুলের শ্বশুর এই বিরোধকে প্রবলতর করতে—বিরোধ প্রবলতর হলও। কিন্তু অশিক্ষিত অমার্জিত গোকুলের অন্তরে ভ্রাতা বিনোদ ও বিমাতার প্রতি একটা অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল—তার সমস্ত কর্কশতা ও কুবাক্যের অন্তরালে এই স্নেহ শ্রদ্ধাপ্রবণ হৃদয়টির আকস্মিক প্রকাশ সত্যিকার সাহিত্যরসাশ্রয়ী সন্দেহ নেই কিন্তু ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র-বিশ্লেষণের মধ্যে কোন গভীরতা নেই বলেই গোকুলচরিত্র হৃদয়ে আঘাত করে না। তার বিমাতার চরিত্র ও গোকুলের চরিত্র সম্ভাব্যতার গণ্ডি অতিক্রম ক'রে গেছে বলেই তা হৃদয়স্পর্শী হয়নি। গোকুলের কর্কশতা, অমার্জিত ব্যবহার ও অভদ্র ব্যবহার স্বাভাবিক হলেও এতবড় কারবারের মালিক গোকুলের নির্বুদ্ধিতাটা যেন একেবারেই অস্বাভাবিক। ক্ষুদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব ও উদারতা আরোপ শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু গোকুলের স্ত্রীর চরিত্র-চিত্রণে তিনি সেকথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন।

মামলার ফল (১৯১৮) গল্পটির ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মধ্যে গয়ারামকে কেন্দ্র ক'রে জেঠাইমা গঙ্গামণির হৃদয়ের জয় সূচিত হয়েছে। নারায়ণী যেমন ক'রে হৃদয়ের দাবীকে স্বীকার করতে সামাজিক কর্তব্যকে তুচ্ছ ক'রে আপনার মা'কে বিদায় দিয়েছিল, গঙ্গামণিও তেমনি ক'রে ভ্রাতৃ-বিরোধ, স্বামী ও ভ্রাতার সমস্ত আয়োজন তুচ্ছ ক'রে গয়ারামের প্রতি তার হৃদয়ের জয় ঘোষণা করেছে। বুদ্ধি দ্বারা যে বিরোধ মেটেনি,—হৃদয়ের কাছে সে বিরোধ একেবারেই মূল্যহীন হ'য়ে গেল। গল্পের দিক থেকে শরৎ-সাহিত্যে এই কাহিনীটির কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এর চরিত্রগুলি জীবন্ত, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব—স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক ছবি। গল্পের ইঙ্গিতপূর্ণ উপসংহার ছোটগল্পের সাংকেতিকতায় বর্ণাঢ্য।

বিলাসী (১৯১৮) অন্নদাদিদির একটি ক্ষুদ্রতর প্রতিচ্ছবি। সমাজে অস্বীকৃত বিলাসী-মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেমের মাঝে যে অকপটতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূল্যবিচার করা হয়েছে অন্তরের দিক থেকে। নর-নারীর সহজ ও স্বাভাবিক প্রেম যে সমস্ত ধর্ম-সংস্কারের ঊর্ধ্বে একটা রমণীয়তা লাভ ক'রে সৌন্দর্যপূর্ণ হ'তে পারে, ত্যাগে, সেবায়, নিষ্ঠায় যে তা কোন অংশেই স্বীকৃত প্রেম থেকে হীনমূল্য নয় এই কথাটাই তিনি আর একবার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীর নিঃস্বার্থ প্রেম, ত্যাগ ও নিষ্ঠা পাঠকচিত্তকে অভিভূত ক'রে সমবেদনা জাগায়। নীচজাতীয়া বিলাসী সহসা প্রেমের মর্যাদায় শ্রদ্ধেয়া হ'য়ে ওঠে।

দর্পচূর্ণ (১৯১৫) গল্পটি বক্তব্য বা উদ্দেশ্যমূলক। ইন্দু তার স্বামীপ্রেম সম্বন্ধে বলেছিল, "যে ভালবাসা আমার স্বাধীন সত্তাকে লঙ্ঘন ক'রে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।" (৫।২৫৮) কিন্তু বিমলা ও অম্বিকাবাবুর

স্ত্রী উভয়েই স্বামীর দাসীত্ব স্বীকার করেছিল—ইন্দু এই দাসীত্ব স্বীকারকে আত্মমর্যাদাহানিকর মনে ক'রে স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু গগনবাবু ও অম্বিকাবাবু তাদের এই দাসীপত্নীর অনুমতি ব্যতীত আলমারী কেনা বা চিড়িয়াখানা যাওয়া স্থগিত রেখেছেন, অন্যদিকে ইন্দু স্বাধীনতার নামে স্বামীকে দূর ক'রে দিয়েছে, পীড়িত করেছে। ইন্দু জানতো না, "শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না।" (৫।২৭৮) ব্যক্তি-স্বাধীনতার মিথ্যা মূল্যায়নে ইন্দু নিজের ও স্বামীর জীবনকে দুর্বহ করেছিল। কাঞ্চনকৌলিন্যের অহমিকা এই মিথ্যা মূল্যবোধকে আরও স্ফীত ক'রে নরেন-ইন্দুর দাম্পত্য জীবনকে দুঃখময় করেছিল। এই মিথ্যা স্বাধিকারপ্রমত্ততা যখন ঘটনা-প্রবাহে দূরীভূত হল তখনই তাদের জীবন সত্যিকার প্রেমে মধুময় হল। ঘটনা-প্রবাহ স্বাভাবিক গতিতে বক্তব্যকে প্রমাণ করেছে,—এবং গল্পটিও হৃদয়গ্রাহী।

হরিচরণ (১৯১৪) গল্পটির মধ্যে দুর্গাদাসবাবুর মিথ্যা আভিজাত্যবোধ তার হৃদয়কে অস্বীকার ক'রে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আমাদের মিথ্যা মূল্যবোধ হৃদয়কে অস্বীকার ক'রে এমনি কত দুঃখময় কাহিনী সৃষ্টি করে এইটিই যেন লেখক ইঙ্গিত করেছেন। অতি সংক্ষিপ্ত সাধারণ ঘটনার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি বৃহৎ যদিও তা খুব ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে ফুটে ওঠেনি।

আলোছায়া গল্পটি তাঁর বাল্যকালের রচনা—এই কাহিনীতে নরনারী-প্রেমের একটা প্রতীকতাধর্মী বিশ্লেষণ করতে লেখক সচেষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তা ঠিক সফল হয়নি, তাছাড়া প্রতুলকুমারী, সুরমা যজ্ঞ দত্ত তিনটি চরিত্রই স্বাভাবিকতার গণ্ডি অতিক্রম করেছে, তবুও স্থানে স্থানে ভবিষ্যৎ প্রতিভার স্পর্শ সুস্পষ্ট।

স্বামী (১৯১৮) গল্পটিতে নায়িকা সৌদামিনী উত্তম পুরুষে তার জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছে। সৌদামিনী নিরীশ্বরবাদী (Agnostic) মামার শিষ্যা—যুক্তি ও বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রেই সে বড় হ'য়ে উঠেছিল। গ্রামের জমিদারপুত্র নরেনের সঙ্গে তার বাল্য প্রণয় ছিল এবং একদিন নরেন নির্জনে তার ঠোঁট দুটোকে 'পুড়িয়ে'ও দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে সৌদামিনীর বিয়ে হল পরম বৈষ্ণব ঘনশ্যামের সঙ্গে কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপুষ্ট আত্মাভিমানিনী সৌদামিনী স্বামীকে গ্রহণ করতে পারলো না কিন্তু সংসারে তার প্রতি খাওয়া ও অন্যান্য অত্যাচারকেও সে সহ্য করেনি। তার প্রতিবাদে সংসারে ধীরে ধীরে কলহ বিরোধের সৃষ্টি হল। এই সময়েই নরেন ঝি'র মাধ্যমে সৌদামিনীকে গৃহ থেকে এনে কলকাতায় উপস্থিত হল। সৌদামিনী প্রথম বুঝল স্বামী তারই স্বামী এবং আত্মগ্লানিতে তার অন্তর ভ'রে উঠল। পরম বৈষ্ণব পরম সহিষ্ণু ভগবৎবিশ্বাসী ঘনশ্যাম এসে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্বে ঘনশ্যাম নিরীশ্বরবাদী ব্যক্তিস্বাভিমানিনী সৌদামিনীকে জয় ক'রে হৃদয়ধর্মের প্রতিষ্ঠা করল। সৌদামিনীর আত্মবিশ্লেষণমূলক এই কাহিনীটি প্রাণপ্রাচুর্যে গতি লাভ করে নি এবং একটা নির্দিষ্ট উপসংহারের দিকে লক্ষ্য করেই যেন কাহিনী চলেছে। সনাতন দাম্পত্য প্রেম এবং

বৈধপ্রেমের জয় ঘোষণার মধ্যে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত উদ্দেশ্যবাদী হয়েছেন বলেই হয়ত গল্পটি উচ্চাঙ্গের হ'য়ে ওঠেনি।

একাদশী বৈরাগী (১৯১৭) শরৎচন্দ্রের একটি সার্থক সৃষ্টি। প্রকৃত ছোট-গল্পের সাংকেতিকতা, ইঙ্গিত, সংক্ষিপ্ততা ও আকস্মিকতা অতি সুন্দরভাবে একাদশী বৈরাগীকে পাঠকচিত্তে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেয়। একাদশী নির্মম সুদখোর, চার আনা আর পাঁচ আনার ব্যবধান তার কাছে এক সাম্রাজ্যের ব্যবধান। দু' আনা সুদ ছাড়ার কথা শুনলে তার আত্মা চমকে ওঠে, এই কঠিন কঠোর খোলসের অন্তরালে একটা স্নেহকরুণ অন্তর তার ভগ্নী গৌরীর চারিপাশ ঘিরে সুপ্রসন্ন মাধুর্যে ভ'রে উঠেছে। সুদ আদায়ের ব্যাপারে যেমন তার নিষ্ঠার অভাব নেই, গচ্ছিত ও ন্যায্য দেনার প্রতিও তার তেমনি অবিচলিত সততা। যে একাদশী বৈরাগীর চিত্র গল্পের প্রথমাংশে তাকে অত্যন্ত হীন, নিষ্ঠুর, সংকীর্ণচেতা ও ঘৃণ্য ক'রে তুলেছে, সেই একাদশীই ব্রাহ্মণের গচ্ছিত অর্থের প্রত্যর্পণে ও ভগিনীর প্রতি স্নেহে মধুর হ'য়ে উঠেছে। মানুষের উপরের কঠিনতা ভেদ ক'রে অন্তরের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রত্যয়ের এক বৃহৎ অংশ; একাদশী বৈরাগী গল্পে এই বৈশিষ্ট্য আকস্মিকতায় এবং সাংকেতিকতায় সুন্দর ও সার্থক হ'য়ে উঠেছে। একাদশীর এই সততার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অপূর্ব গৌরীর ছোঁয়া জল খেতে গেল, অপূর্বর এই আকস্মিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতে একাদশীর চরিত্রটির মূলীভূত মাধুর্য অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্পের ধর্ম ও আঙ্গিকের দিক থেকে একাদশী বৈরাগীই শরৎচন্দ্রের সত্যিকার একটি সার্থক ছোটগল্প। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মহেশ ও একাদশী বৈরাগী এই চারিটি ছোটগল্প ছোটগল্পের ইতিহাসে শরৎপ্রতিভার উজ্জ্বলতম কীর্তি হিসাবে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

উপসংহার

১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী এই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্রষ্টা পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাংলাদেশের সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনৈতিক অবস্থার বহু পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর চাপে পরিবার ও ব্যক্তিজীবনে নতুন জীবনপ্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সমাজের পরিবর্তন হয়েছে, মানব জীবনের, জীবন-বোধের পরিবর্তন হয়েছে। নতুনভাবে জীবনের মূল্যায়ন হয়েছে।

যে কৌলিন্যপ্রথা, খাওয়া-ছোঁয়া, আহ্নিক জপ-তপের এবং সমাজশাসনের পটভূমিকায় তাঁর অনেক কাহিনী গড়ে উঠেছে—আজ সে সমাজ নেই, তা আজ ইতিহাসের বস্তু,—সেই জন্যেই আজকার সমাজে, আজকার মন নিয়ে শরৎ-সাহিত্যকে ঠিক বিচার করা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। আজ এই সব পরিপ্রেক্ষিতে আর হৃদয়দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সুযোগ নেই,—অতএব, সাহিত্যের রুচি, পাঠকচিত্তের অনুভূতি ও চাহিদা আজ ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে। আজকার জড়বাদী তরুণ সম্প্রদায় তাই শরৎ-সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে বাধাগ্রস্ত, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের আবেদন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

আজ তাঁর মৃত্যুর ২৭ বৎসর পরে সমাজ ও ব্যক্তির রূপও বদলেছে। আজ আমরা শিল্পায়ন এবং তার সুধা ও হলাহল আকণ্ঠ পান করেছি এবং পাশ্চাত্যের ব্যক্তিবাদকে জীবনে গ্রহণ ক'রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মোহে আত্মকেন্দ্রিক হয়েছি। ধর্ম-নীতি-আধ্যাত্মিকতাকে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা জীবন থেকে নির্বাসিত ক'রে জড়বাদী হ'য়ে পড়েছি,—কাঞ্চনকৌলিন্যের পরিমাপে আজ আমাদের জীবনের মান। জীবনের মূল্যায়ন হয়েছে নতুনভাবে,—আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েছি,—অহংবাদ-পুষ্ট ব্যক্তিবাদের দাসত্বে আমরা সমাজ-নীতিকে তুচ্ছ ক'রে নিষ্কলুষ আত্মবাদে পৌঁছেছি। তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে আমাদের জীবনপ্রত্যয়ের পরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপে শিল্পায়নের পরে যেমন একটা নিষ্ঠুর বৈশ্যবৃত্তি সমাজের সর্বাঙ্গে, শিল্পে, সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনের মাঝে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল, আজ ভারতেও ঠিক তেমনি একটা নিষ্ঠুর বৈশ্যবৃত্তি মানুষের জীবনকে নিষ্পিষ্ট ক'রে চলেছে। নতুন অর্থনীতির চাপে মানুষ জড়বাদী হয়েছে, মস্তিষ্কধর্মী হ'য়ে উঠেছে, বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পরার্থবাদ, মানবতা, হৃদয়ের সুকুমার অনুভূতিকে জীবন থেকে নির্বাসিত করেছে। এমনি একটা যুগে ইউরোপেও হার্ডি, আনাতোল ফ্রাঁ, ইবসেনের হৃদয়ধর্মী সৃষ্টির মূল্যমান যথেষ্ট কমে গিয়েছিল,—ঠিক তেমনি ক'রেই আজ শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মূল্য অস্বীকৃত হ'তে চলেছে। জীবনের নতুন মূল্যায়নে আমরা হৃদয়বৃত্তিকে অস্বীকার করেছি এবং সেই সঙ্গে হৃদয়ধর্মী সাহিত্যকেও অস্বীকার করতে চলেছি।

বিশেষতঃ দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ইউরোপের মত ব্যক্তিজীবনে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ একাকীত্ব—সমাজ, পরিবারের মানুষ নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্যে আজ

সম্পূর্ণ একাকী, তার অনুদার সৃষ্টি তাই আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে, আত্মবিশ্লেষণে নিযুক্ত হ'য়েছে—ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর ক'রে মস্তিষ্কধর্মী হ'য়ে উঠেছে। সাহিত্য হৃদয়কে ত্যাগ ক'রে মস্তিষ্ককে আশ্রয় করেছে।

১৯১০ সাল থেকে সাহিত্য-জগতে একটা নতুন ভাবস্রোত প্রবাহিত হয়েছে তার প্রথম কারণ ফ্রয়েডের অচেতন অবচেতন মনভিত্তিক মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বের প্রভাবে মানুষের মন, তার সজ্ঞান কর্ম ও চিন্তার একটা নবতর মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা হয়েছে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র সাহিত্য-রসবোধের একটা আমূল পরিবর্তন ক'রে দিয়েছে—যার ফলে জীবনকে আমরা নতুনভাবে নতুন চোখে দেখতে আরম্ভ করেছি। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর উপরে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রয়োগিক শক্তির উপর নির্ভর ক'রে যে দুইটি ভয়াবহ যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, এবং তার ফলে সমাজ ও পরিবারের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাও ব্যক্তিজীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছে। তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক শক্তিপুষ্ট শিল্পাশ্রয়ী যে নতুন সভ্যতায় আমরা আজ জড়জগতে জীবনের মানকে উন্নত থেকে উন্নততর ক'রে আরাম ও উপভোগের মধ্যে জীবনের পরমার্থ খুঁজে চলেছি তা অন্তরীক্ষে মানুষের জীবনকে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে দুর্বিষহ ক'রে তুলেছে। মানুষের অচেতন মনের বিকার জটিলতর হয়েছে—যার প্রতিক্রিয়া আজ ইউরোপ আমেরিকায় সুস্পষ্ট। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক মুছে যেতে চলেছে, জড়বাদের প্রভাবে আমরা সম্পূর্ণভাবে মস্তিষ্ককে আশ্রয় করতে চলেছি। সাহিত্যও মস্তিষ্কধর্মী হ'য়ে উঠেছে,—মস্তিষ্ক দিয়ে আজ আমরা সাহিত্য-রস পান করতে শিখেছি, হৃদয় দিয়ে সাহিত্য-রসকে পান করতে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠছি। জীবনের একাকীত্বের দুঃখকে ভুলতেই আমরা জীবনে চেয়েছি জৈব-আনন্দ—এবং মানুষের বৈশ্যবৃত্তি এই আনন্দ-পিপাসু মানুষের দুর্বলতার সুযোগে আপনার স্বার্থ ও সম্পদকে বাড়িয়ে নিয়ে সুখী হ'তে চেয়েছে। চৈনিক দার্শনিক কন্‌ফিউসিয়াস্ বলেছিলেন,—যারা যন্ত্র ব্যবহার করে তারাও যন্ত্রে পরিণত হয়—অর্থাৎ তাদের হৃদয় স্তিমিত হ'য়ে তারা জড়যন্ত্রে পরিণত হয়। যান্ত্রিক সভ্যতার এই জড়তা আজ আমাদের সমস্ত অন্তরে পরিব্যাপ্ত। এই জড়তা-ব্যাধি-ক্লিষ্ট মানুষ তাই আজ আত্মকেন্দ্রিক, আত্মবাদী,—ভয়াবহরূপে একাকী—মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সরল সম্পর্ককে সে অস্বীকার করেছে, মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ককে নিষ্ঠুরভাবে নির্বাসিত করেছে। ধর্ম-দর্শন-নীতির চিরন্তন মানবতার বাণীকে তুচ্ছ ক'রে সে একক-জীবনে সুখী হ'তে চেয়েছে কিন্তু মানব-জীবন একক নয়, পুরুষের চঞ্চল-চিত্তকে সংবৃত ক'রতে চাই নারীপ্রেম, নারীত্বের পূর্ণতার জন্য চাই সন্তানের, পিতা-মাতা চাই সন্তানের নির্ভররূপে, রোগেশোকে সান্ত্বনা দিতে চাই স্বজন পরিজন প্রতিবেশী, এমনি ক'রে মানব-সমাজের মধ্যেই মানব-জীবনের পূর্ণতর অভিব্যক্তি। একক-জীবনের মাঝে মানুষের পূর্ণতা অসম্ভব, তাই পূর্ণতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'তে চাই হৃদয়, মানবতা অর্জন ক'রতে চাই হৃদয়ের প্রবল অনুভূতি। অতএব যে সাহিত্য হৃদয়কে দিল না অনুভূতি, হৃদয়কে আঘাত ক'রে তাকে

মানবতাবাদী করলো না, মানুষকে ভালবাসতে শেখাল না, তা সভ্যতার পরিপন্থী হয়েই থাকবে। অচেতন-মনের বিকারগ্রস্ত মানুষের মস্তিষ্কজাত আত্মবিশ্লেষণ মস্তিষ্কের কারুকার্যে যতই চমকপ্রদ, যতই অভাবনীয় হোক না কেন, তবুও তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তা মানব-জীবনের অগ্রগতির পরিপোষক নয়। চিত্তবিকারগ্রস্ত চিত্তের বিকার-বিশ্লেষণে যে আত্মসমীক্ষা তাও ত বিকারগ্রস্তই—তা আত্মানুসন্ধানের সত্যপথ দেখাবে কি ক'রে? অন্ধের পক্ষে অন্য অন্ধকে পথ দেখানর মতই তা অর্থহীন। মানুষের মস্তিষ্ক কোন যুগেই তাকে সঠিক পথ দেখাতে পারেনি, কিন্তু হৃদয় তাকে অত্যন্ত সহজ সরল ও সুগম পথ দেখিয়েছে যদিও অহংপূর্ণ মানুষ তা গ্রহণ করেনি। আজ আমরা নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক চাপে এবং প্রয়োগিক শিক্ষার বাহুল্যে নিঃশঙ্ক চিত্তে, অক্লান্ত শ্রমে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ ক'রে চলেছি—জড়জগতের প্রাচুর্য একদিন আমাদের আত্মিক জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তি দেবে এই আশা নিয়ে আমরা নির্ভয়ে চলেছি কিন্তু ইউরোপ তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক শক্তি নিয়ে মুক্তি অর্জন করেনি। আজ ইউরোপের মানব ব্যক্তিবাদের নামে ভয়াবহ একাকীত্বে বেদনার্ত। প্রাক-যৌবনে তারা জৈবাবেগের প্রাচুর্যে মড্, রকার ও বিট্‌ল্ হ'য়ে উঠেছে, কর্মজীবনে সংশয়-খণ্ডিত গৃহে যন্ত্রের মত জীবিকার্জন করছে, বার্ধক্যে পিঁজরাপোলে নিঃসঙ্গ নির্বাসনে দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করছে। ছিন্নমূল একক মানুষ, দুর্ভর গ্লানিতে ভ'রে তুলেছে তার জীবন। হৃদয়হীন, মানব-ধর্মহীন, নীতি-ধর্মহীন একটা উগ্রগতিশীল সভ্যতা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে যেন উত্তরোত্তর অধিকতর গতিতে ছুটেছে।

হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মানব-সভ্যতা ভয়াবহ ধ্বংসলীলার মধ্যে আর একবার আধ্যাত্মিক নীতি-ধর্ম, ও হৃদয়ের মূল্যকে নতুন ক'রে বুঝবে, হয়ত বা ভয়াবহ ধ্বংসের অনিবার্য ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ ক'রে বুদ্ধিমান মানুষ আবার ফিরে আসবে আত্মিক আশ্রয়ে, মানুষকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে—মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

আজকার একক মানুষ যান্ত্রিক জড়বাদের আত্মাভিমানে ব্যাধিগ্রস্ত—হয়ত একদিন সে বুঝবে মানব-প্রীতির উপরে মানব-জীবনের চাইবার কিছু নেই। জড়জগতের প্রাপ্যই বড় নয়, হৃদয়ের পাওনাই বড় পাওয়া, চিত্তবৃত্তির বিস্তীর্ণতাই মানব-জীবনের সার্থকতা, মানবপ্রেমের মধ্যেই মানব-জীবনের পূর্ণতা। বিকারগ্রস্ত মানুষের মর্মবেদনা, তার নিষ্পিষ্ট সত্তার মুক্তিসংগ্রামের দুঃখকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে শেখাই মানব-ধর্ম, জড়জগতের ঊর্ধ্বে এই আত্মিক-চেতনা লাভই জীবন-ধর্ম। হয়ত সেইদিন অপার-হৃদয়কারুণ্যে চিত্রিত মানবাত্মার এই সংগ্রাম, মানব-চিত্তের এই বেদনার অক্ষয় চিত্র, মানুষকে ভালবাসার এই আহ্বানের নতুন মূল্যায়ন হবে। হয়ত সেই অনাগত দিনে হার্ডি, আনাতোল ফ্রাঁ, ইবসেন, শরৎচন্দ্রের হৃদয়ধর্মী সাহিত্য, মানবতার বাণী, মানব-অন্তরের এই বেদনাময় সংগ্রামের করুণচিত্র নূতন মর্যাদা নিয়ে মানুষের মোহাচ্ছন্ন হৃদয়বৃত্তিকে জাগ্রত করবে—হয়ত সেইদিন

মানবচিত্ত নতুন হৃদয় নিয়ে, নতুন মূল্যবোধের অর্ঘ নিয়ে এই দরদী স্বয়ংসম্পূর্ণ স্রষ্টাকে আর একবার সশ্রদ্ধ নমস্কারে নিজেকে ধন্য করবে।

মানবহৃদয়ের বিস্তৃতি, হৃদয়ের মানবপ্রেমই যদি সভ্যতার মাপকাঠি হয় তবে শরৎসাহিত্যের দান তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়। তাঁর শক্তিশালী ভাষার যাদুমন্ত্র, তাঁর মানবহৃদয় ও মহত্ত্বের বৈজয়ন্তী, বাধগ্রস্ত মানবাত্মার করুণ সংগ্রাম, এই সংগ্রামের সংবেদনশীল বিশ্লেষণ পাঠকচিত্তকে ঝঙ্কৃত ক'রে, উদ্দীপ্ত ক'রে, উদ্বেলিত ক'রে বিস্তৃততর করেছে, সংবেদনশীল করেছে, অনুভূতিশীল করেছে। মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে, চিত্তবিকাশের পথে, তাঁর দান চিরন্তন ও অক্ষয় হ'য়ে থাকবে, এ আশা আজ নির্ভয়েই করা যেতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে সিনেমা, রেডিও, টেলিভিসন-জগতে উপন্যাসের পাঠকসংখ্যা ক্রমশঃই কমবে বলে মনে হয়, কারণ আনন্দ লাভের জন্যে সাধারণে আর কষ্ট ক'রে বই পড়তে চাইবে না, সে সময়ও তার থাকবে না; বরং টেলিভিসন, সিনেমায় শুনতে এবং দেখতে চাইবে। তখন এই মস্তিষ্কধর্মী সাহিত্যের মস্তিষ্কগত আনন্দ অনাকাঙ্খিত হ'য়ে যাবে এবং মানুষ যদি একেবারে হৃদয়বর্জিত না হয়, তবে হয়ত হৃদয়ধর্মী সাহিত্যের কিছু কিছু রামায়ণ মহাভারতের মত বেঁচে থাকতেও পারে; সেই সঙ্গে মানবপ্রেমী শরৎচন্দ্রের সংবেদনশীল মানসলোকও সৃষ্টির বৈচিত্র্যে চিরন্তনী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করবে।

শেষ

গ্রন্থ-পঞ্জী

The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man—Lord Avebury.

Ancient Society—L. H. Morgan.

From Savagery to Civilization—Graham Clark.

The Birth of Civilization in the Near East—Henri Frankfort.

Evolution of Marriage—Ch. Letourneau.

Literary History of Ancient India—Chandra Chakroborty.

Civilization and Ethics—Dr. Albert Schweitzer.

The Cambridge Anceint History.

Ancient Indian Culture and Civilization—K. C. Chakroborty.

History of Samskrita Literature—Dr. V. Varadachari.

Eastern Religion and Western Thought—Dr. S. Radhakrishnan.

Studies in Upanisads—Dr. G. G. Mukherjea.

Men and Thought in Ancient India—Dr. Radha Kumud Mukherjea.

History of Western Philosophy—Dr. N. V. Joshi

Philosophy and the Social Order—George R. Geiger.

Contemporary Schools of Psychology—R. S. Wood-worth.

Freud's Principles of Psycho-analysis—Dr. A. A. Brill.

উপনিষদ্।

Point of View—S. Maugham.

History of Western Literature—J. M. Cohen.

ঘরে বাইরের সাহিত্য চিন্তা—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

Outline of Literature—John Drinkwater.

History of Sanskrit Literature—A. B. Keith.

Encyclopædia Brittanica.

Ancient Greek Literature—C. M. Bowra.

History of Ancient Philosophy—W. Windelbund.

The Story of Indian Philosophy—C. Manning.

Outline of Classical Literature—H. G Rose.

A History of Rome—Moses Hadas.

Sanskrit Literature—K. Chandrasekharan and Subrahmanya Sastri.

East and West in Sri Arabinda's Philosophy—Dr. S. K. Moitra.

A Concise History of Classical Sanskrit Literature—Dr. Gouri Nath Sastri.

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা।

Manual of Ethics—Dr. J. N. Singha.

ভাগবত—

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ।

An Introduction to Scholastic Philosophy—Maurice De Wulf.

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, ৮ম সং

The Story of World Literature—John Macy.

History of Modern Philosophy—W. K. Wright.

Studies in Prose and Verse—Arthur Symonds.

A History of English Literature—Legouis and Cazamian.

Western Influence in Bengali Literature—Dr. P. R. Sen.
An Introduction to Russian Literature—Helen Muchnic.
Swedish Literature—Adolph B. Benson.
World Literatures—University of Pittsburg Press.
Europe Since 1815 —C. D. Hazen.
Europe Since Napoleon—David Thompson.
The Growth of Industrial Economics —W. G. Hoffman.
Balzac—Stefan Zweig.
Modern World Fiction—D. Brewster and J. A. Burrell.
Journal of the Department of Letters Calcutta University—Vol XXII (1932)
Dictionary of Russian Literature—W. E. Harkins.
The English Novel—Walter Allen,
The Tree of Culture—Ralph Linton.
বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস।
Report of the Indian Industrial Commission—1916-18.
History of India—N. K. Singha & A. C. Banerjea.
An Advanced History of India. 2nd Edition—R. C. Mazumder, H. C. Roychowdhury and K. K. Dutta.
World Literatures—Two Spokesmen of Russia—M. Karpovich—University of Pittsburgh Press.
শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড)—গোপালচন্দ্র রায়।
শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল
শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব—হুমায়ুন কবির
Sarat Chandra—Man and Artist—Dr. S. C. Sen Gupta.
Henrik Ibsen—Peter Watt.
Twentieth Century Literature—A. C. Ward.
বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

—o—

নির্দেশিকা

শুদ্ধি-পত্র

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	শেষ পংক্তি	Cirilization	Civilization
১৭	৩২	Ibid. p. 51	Ibid. Schweitzer. p. 51
২৩	১২, ২২	Leibniz	Leibnitz
৪৬	১৩	মেম্ফিমে	মেম্ফিসে
৫৪	৭	Heracleiters	Heracleitus
৫৬	১৭	Provagoras	Protagoras
৬০	৪	Arituippus	Aristippus
৬০	৫	Aunieris	Anniceris
৭৯	১৬	Litus	/ Titus
১১১	৭	Sophlia	Sophia
১২৯	২৩	বিশ্বনাথ দত্ত	বিশাখ দত্ত
১৩১	১৪	দয়ীর	ধোয়ীর
১৪৫	৫	Wisdith	Widsith
২৬৩	১৪	Mariet	Mairet
২৬৫	৮	Congrene	Congreve
৩০৯	১০	Gutznow	Gutzkow
৩৫১	৩০	১৮১১-৭৪	১৮১১-৭৮
৩৫২	৮	১৮১৩-৬৩	১৮১৩-৬৩
৩৬৩	৮	Scuderi	Scudery
৩৮৪	৩৩	Lob Roy	Rob Roy

ST
56A